# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

( ত্রৈমাসিক )

সপ্তদশ ভাগ

সম্পাদক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

২৪৩।১ আপার সাকুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা

২৮৩ নং শাস্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, বাগবাজার

"বিশ্বকোষ-প্রেসে"

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত

১৩১৭

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

## কাতন্ত্র-ব্যাকরণ *

সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে কাতন্ত্র অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কাতন্ত্রসূত্রকার সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, কাতন্ত্র ব্যাকরণ শালিবাহন রাজার নিমিত্ত প্রণীত হইয়াছিল। শ্রীমৎসুষেণাচার্য্য কলাপচন্দ্রে বলিয়াছেন—

"রাজা কশ্চিন্ মহিষ্যা সহ সলিলগতঃ খেলয়ন্ পাণিতোয়ৈঃ
সিঞ্চংস্তাং ব্যাহৃতোঽসাবতিসলিলতয়া মোদকং দেহি রাজন্।
মূর্খত্বাত্তন্ন বুদ্ধা স্বরঘটিতপদং মোদকস্তেন দত্তো
রাজ্ঞী প্রাজ্ঞী ততঃ সা নৃপতিমপি পতিং মূর্খমেনং জগর্হ॥

পুরা কিল শ্রীশালিবাহনাভিধানবসুধাধিপং ঝটিতি ব্যুৎপাদয়িতুং প্রতিশ্রুতবত ভাগবতা সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্যেণ কুমারাভিধানো ভগবান্ ভবানীসুতঃ তপসা সমারাধিতঃ। স চ তদারাধনা-ধীনতামুপগতঃ সন্ নিজব্যাকরণজ্ঞানমাবির্ভবয়িতুং পঞ্চপাদরূপং সূত্রমিদমাদিদেশ।"

একরাজা মহিষীর সহিত সরোবরে জলখেলা করিতে গিয়াছিলেন। খেলার একটী অঙ্গ এই ছিল যে, রাজা রাণীর গায়ে এবং রাণী রাজার গায়ে জল ছিটাইয়া দিতেন। একবার রাজা বড় বেশী জল দিলেন। রাণী সংস্কৃতে বলিলেন, 'মোদকং দেহি' অর্থাৎ জল দিও না। মূর্খ রাজা মা+উদকং এই স্বর-সন্ধি না বুঝিতে পারিয়া মোদক অর্থাৎ মোয়া আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। ইহাতে পণ্ডিতমানিনী রাজ্ঞীর বড় রাগ হইল। তিনি পতির পূজনীয়তা ভুলিয়া গিয়া, নরপতিকে মূর্খ বলিয়া গালি দিলেন।

এইরূপ শোনা যায় যে পূর্ব্বে শালিবাহন নামক রাজাকে তাড়াতাড়ি ব্যুৎপন্ন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য ভবানীসুত কুমারের আরাধনার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন। কার্ত্তিকেয় তাঁহার আরাধনায় বশীভূত হইয়া, স্বকীয় ব্যাকরণ জ্ঞান প্রকাশিত করিবার জন্য 'সিদ্ধোবর্ণসমাম্নায়ঃ' এই পঞ্চপাদরূপ সূত্রটীর বিধান করিয়াছিলেন।

---

* গৌহাটী বঙ্গীয় সাহিত্যানুশীলনী সভায় পঠিত।

সুপ্রসিদ্ধ কথাসরিৎসাগরে এই উপাখ্যানটী দৃষ্ট হইয়া থাকে। তথায় শালিবাহনের বদলে সাতবাহন এইরূপ নাম আছে। উপাখ্যানটি এই—

গোদাবরীতীরে প্রতিষ্ঠাননগরে সাতবাহন নামক রাজা ছিলেন। সর্ব্ববর্ম্মা ও গুণাঢ্য তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। একদা সাতবাহন বসন্তোৎসবের সময় দেবীকৃতি নামক অলৌকিক উদ্যানে নিজ পরিজন সহ সলিলবিহার করিতেছিলেন। রাণীদের মধ্যে বিষ্ণুশক্তিদুহিতা বিশেষ পণ্ডিতা ছিলেন। তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া রাজাকে সংস্কৃতভাষায় জল দিতে নিষেধ করিলে, রাজা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। রাণী তাঁহাকে মূর্খ বলিয়া গালি দিলেন। রাজা মনস্তাপে আহারনিদ্রা ত্যাগ করিলেন। সর্ব্ববর্ম্মা ও গুণাঢ্য রাজার অবস্থা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে গেলেন। সাতবাহন জিজ্ঞাসা করিলেন "উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে, লোকে কত-দিনে পাণ্ডিত্যলাভ করিতে পারে?" গুণাঢ্য বলিলেন "বার বৎসরে সর্ব্ববিদ্যার মুখস্বরূপ সংস্কৃত ব্যাকরণ আয়ত্ত করা যায়। কিন্তু আমি মহারাজকে ছয় বৎসরে শিখাইব।" ইহা শুনিয়া সর্ব্ববর্ম্মা বলিলেন "মহারাজ, আপনার সুখের শরীর, আপনি কিরূপে এত ক্লেশ সহ্য করিবেন? আমি আপনাকে ছয় মাসে ব্যাকরণ শিখাইয়া দিব।" এই অসম্ভব কথা শুনিয়া গুণাঢ্য রুষ্ট হইয়া বলিলেন "আচ্ছা, তুমি যদি ছয় মাসে ব্যাকরণ শিখাইতে পার, তবে আমি সংস্কৃত, প্রাকৃত ও দেশভাষা এই তিনই ত্যাগ করিব। যদি আমি প্রতিজ্ঞা পালনে অসমর্থ হই, তবে বার বছর তোমার জুতা মস্তকে বহন করিব।"

সর্ব্ববর্ম্মা এইরূপ দুস্তর প্রতিজ্ঞা করিয়া মহাসঙ্কটে পড়িলেন; এবং অবশেষে স্থির করিলেন যে স্বামিকুমার ভিন্ন আর গতি নাই। তিনি সেই দিনই শেষরাত্রে দক্ষিণাপথের স্বামিকুমারের দিকে যাত্রা করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর তপস্যা দ্বারা কার্ত্তিকেয়কে প্রসন্ন করিলেন। কার্ত্তিকেয় সাক্ষাৎ প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহাকে বর দিয়া "সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ" এই সূত্রটী উচ্চারণ করিলেন। এইটীই কাতন্ত্র ব্যাকরণের প্রথম সূত্র। সর্ব্ববর্ম্মা মানবসুলভ চপলতাবশতঃ "তত্র চতুর্দশাদৌ স্বরাঃ" এই ২য় সূত্রটী নিজে রচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ উহা উচ্চারণ করিলেন। কার্ত্তিকেয় ইহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন যে "আমার ইচ্ছা ছিল যে, সমগ্র ব্যাকরণখানি তোমায় বলিয়া দিই। কিন্তু তুমি তাহা বলিতে দিলে না। তুমি যদি এইরূপে আমার কথায় বাধা না দিতে, তবে এই কৌমার ব্যাকরণ পাণিনীয়কে পরাজিত করিত। যাহা হউক, এই ব্যাকরণ ক্ষুদ্রকলেবর বলিয়া কাতন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ হইবে, এবং আমার বাহন ময়ূরের পাখার নাম অনুসারে ইহার আর এক নাম হইবে কলাপ।"

সিদ্ধমনোরথ হইয়া সর্ব্ববর্ম্মা শীঘ্রই বাড়ী ফিরিলেন, এবং কার্ত্তিকেয়ের বরপ্রভাবে সাত-বাহনকে অচিরাৎ পণ্ডিত করিয়া দিলেন। সাতবাহন সন্তুষ্ট হইয়া, গুরুদক্ষিণাস্বরূপ, তাঁহাকে নর্ম্মদাকূলবর্ত্তি বরুকচ্ছ নামক জনপদের অধিপতি করিয়া দিলেন। আর যাহার মধুর ভর্ৎসনায় নিজের বিদ্যাধিগম হইল, সেই বিদুষী বিষ্ণুশক্তিতনয়াকে, পট্টমহিষী করিলেন।

উপরি লিখিত বিবরণ অনুসারে কুমার বা কার্ত্তিকেয় কেবলমাত্র প্রথম সূত্রটী প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু ঐতরেয় আরণ্যকভাষ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় এই দুইটী সূত্রই কার্ত্তিকেয় প্রণীত বলিয়া লিখিত আছে, "অতএব কুমারেণৈব সূত্রিতম্ 'সিদ্ধো বর্ণো সমাম্নায়ঃ' 'তত্র চতুর্দ্দশাদৌ স্বরাঃ' ইতি।" (২।২।৪।৪)। বস্তুতঃ কুমার একজন মানুষ বৈয়াকরণ ছিলেন। তিনি কাতন্ত্র-প্রস্থানের মূল বা প্রধান গ্রন্থকার। তাঁহারই নাম অনুসারে কাতন্ত্রকে কৌমার ব্যাকরণ বলে। হইতে পারে যে, বর্ত্তমান কাতন্ত্রের অনেকগুলি সূত্র সেই প্রাচীন কৌমার ব্যাকরণ হইতে অবিকল বা ঈষদ্বিকৃতাকারে উদ্ধৃত হইয়াছে। কাশ্মীরে কলাপের যে পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে যে সূত্রপাঠ উপলব্ধ হয়, তাহা পূর্ব্ববঙ্গপ্রচলিত সূত্রপাঠ হইতে ভিন্ন রকমের।

তিব্বতীয় লামা তারনাথ কিঞ্চিদধিক তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে তৎপ্রণীত ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম্ম-বিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে "পণ্ডিতেরা বলেন যে চান্দ্র ব্যাকরণ পাণিনীয়ের এবং কলাপ ঐন্দ্রের অনুরূপ। সপ্তবর্ম্মন্ নামক এক ব্রাহ্মণ ষড়াননের নিকট ঐন্দ্র ব্যাকরণ জানিতে চাহিলে কার্ত্তিকেয় 'সিদ্ধোবর্ণ সমাম্নায়ঃ' বলিয়া আরম্ভ করিলেন।" তারনাথ আরও বলেন "যে অনেকে ভ্রমক্রমে সপ্তবর্ম্মন্‌কে সর্ব্ববর্ম্মন্ বা ঈশ্বরবর্ম্মন্ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।" এই মতে কাতন্ত্রই ঐন্দ্র ব্যাকরণ এবং কৌমার ব্যাকরণ। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য যে সংস্কৃতে কোথাও কাতন্ত্রার্থে ঐন্দ্র শব্দ পাই নাই।

কথাসরিৎসাগরের যে উপাখ্যানটীর সার উপরে সঙ্কলিত হইল, তাহা হইতে দেখা যায় যে তৎকালে দাক্ষিণাত্যে সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং দেশ-ভাষা এই তিনেরই চলন ছিল। কথাসরিৎ-সাগরের অন্যান্য স্থান হইতেও জানা যায় যে, সাতবাহন নন্দের সমসাময়িক। তারনাথের বিবরণ অনুসারে সপ্তবর্ম্মন্ কালিদাস ও নাগার্জ্জুনের সমসাময়িক লোক। কথাসরিৎসাগর গল্পের বহি, ইতিবৃত্ত নহে। কিন্তু গল্পগুলি ঐতিহাসিকের কাছে উপেক্ষণীয় নহে। উহার ভিত্তি—জনশ্রুতি এবং জনশ্রুতি প্রায় একেবারেই অমূলক নহে।

নন্দের সময়ে দাক্ষিণাত্যে তিন রকম ভাষা ছিল, ইহা সত্য বলিয়া মনে হয়। কথাসরিৎ-সাগরের মতে পাণিনি, বররুচি, কাত্যায়ন, সর্ব্ববর্ম্মা, গুণাঢ্য ও ব্যাড়ি, ইহারা সকলেই নন্দের সমকালীন। কিন্তু পাণিনি ও সর্ব্ববর্ম্মা এক সময়ের গ্রন্থকার হইতেই পারে না। পাণিনীয় ভাষা ও সর্ব্ববর্ম্মীয় ভাষা এক নহে। পাণিনির সময় সংস্কৃত কথ্য ভাষা ছিল। সর্ব্ববর্ম্মের সময় সংস্কৃত মৃত ভাষা হইয়া পড়িয়াছিল, এ বিষয় বহু প্রমাণ আছে। তাহাদের সকলের উল্লেখ অনাবশ্যক। তবে একটী প্রমাণ পূর্ব্বে কেহ দিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই, ঐ প্রমাণটী নিম্নে দেওয়া গেল। পাণিনির সমাসপ্রকরণ এবং সর্ব্ববর্ম্মের সমাসপ্রকরণ মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে দেখা যায় যে, পাণিনির সমাসগুলি কথ্যভাষার সমাস, আর কাতন্ত্রের সমাসগুলি মৃত ভাষার সমাস।

আধুনিক সংস্কৃতে, সামর্থ্য বা অন্বয় থাকিলে প্রায় যে কোন পদের সহিত অন্য যে কোনও

পদের সমাস হইতে পারে। কিন্তু পাণিনির সময়ে এইরূপ ছিল না। তাই পাণিনি, কোন্ কোন্ স্থলে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, কোন্ কোন্ স্থলে তৃতীয়া তৎপুরুষ এবং কোন্ কোন্ স্থলেই বা চতুর্থী তৎপুরুষ প্রভৃতি হইবে, তাহা বান্ধিয়া দিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল স্থল ভিন্ন অন্যত্র ঐ সকল সমাস করিলে ভুল হইত। সকল কথ্য-ভাষায়ই এইরূপ সমস্ত পদ-গঠনের একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। ঐ নিয়মলঙ্ঘন করিলে, তাৎকালিক লোকের কাণে না বাজিত এমন নহে, তবে ভাষা যখন সাধারণের কথ্যভাষা থাকে না, তখন ঐরূপ ভুল করিলে উহা সহজে ধরা পড়ে না। তাই সর্ব্ববর্ম্মার সময় সমাসের একটা বড় কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না। পাণিনি সপ্তমী তৎপুরুষ বিধায়ক সূত্র করিলেন—

সপ্তমী শৌণ্ডৈঃ ২। ১। ৪০।

সিদ্ধশুষ্কপক্কবন্ধৈশ্চ। ২। ১। ৪১।

আরও কতকগুলি সপ্তমী তৎপুরুষ বিধায়ক সূত্র আছে, কিন্তু এই দুইটীই আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। গণপাঠে শৌণ্ডাদিগণে শৌণ্ড, ধূর্ত্ত, কিতব, ব্যাড়, প্রবীণ, সংবীত, অন্তর, অধি, পটু, পণ্ডিত, কুশল, চপল ও নিপুণ এই ত্রয়োদশটী শব্দ পঠিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সিদ্ধ, শুষ্ক, পক্ক, ও বন্ধ শব্দের সহিতও ৭মী তৎপুরুষ স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু কালক্রমে ভাষা যখন একটু বদলিয়া গেল, তখন এতদ্ভিন্ন অন্য শব্দের সহিতও ৭মী তৎপুরুষ হইতে লাগিল। মুগ্ধবোধের টীকায় সাহসিক, দক্ষ ও চতুর শব্দও শৌণ্ডাদিগণে পঠিত হইয়াছে। টীকাকার দেখিলেন যে, সাহসিকাদি তিনটী ভিন্ন আরও বহু শব্দের সহিত ৭মী তৎপুরুষ হয়। তিনি বলিলেন "পরে শিষ্টপ্রয়োগতঃ" অর্থাৎ শিষ্টপ্রয়োগ অনুসারে আরও ৭মী তৎপুরুষ হইতে পারে। এই জন্যই মুগ্ধবোধের টীকায় শৌণ্ডাদিকে আকৃতিগণ বলা হইয়াছে। পাণিনিতে কিন্তু শৌণ্ডাদি আকৃতিগণ নহে। পাণিনির সময়ে সাহসিকাদি শব্দের সহিত ৭মী তৎপুরুষ করিলে ভুল হইত। রঘুবংশের ৩য় সর্গে প্রিয়ানুরাগ, অরিষ্ট-শয্যা, আলেখ্য-সমর্পিত, নিবাত-পদ্ম প্রভৃতি পদগুলি কাতন্ত্র ও মুগ্ধবোধাদির মতে শুদ্ধ, কিন্তু যখন সংস্কৃত কথ্য-ভাষা ছিল, (অর্থাৎ যখন "সপ্তমী শৌণ্ডৈঃ" সূত্র প্রথম প্রণীত হইয়াছিল), তখন কালিদাস এইরূপ সংস্কৃত লিখিলে, লোকে তাহাকে 'অর্ব্বাচীন সংস্কৃত' বলিয়া ঠাট্টা করিত, সন্দেহ নাই।

পাণিনি বলিলেন—

দ্বিতীয়াশ্রিতাতীতপতিতগতাত্যস্তপ্রাপ্তাপন্নৈঃ। ২। ১। ২৪

অর্থাৎ শ্রিত প্রভৃতি সাতটী শব্দের সহিত দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। পাণিনির পরবর্ত্তী বার্ত্তিককার কাত্যায়ন দেখিলেন যে, এ তালিকায় আর কুলায় না; শ্রিতাদি সাতটী ভিন্ন গমী প্রভৃতি আরও কয়টীর সহিত ২য়া তৎপুরুষ হয়। তাই বার্ত্তিক হইল

গমিগাম্যাদীনাম্ উপসংখ্যানম্।

এখানে গমী এবং গামী শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্তু কতগুলি শব্দ যে গম্যাদির মধ্যে গণ্য তাহা ঠিক করা দুরূহ। তাই মুগ্ধবোধের টীকায় ইহাকেও (শ্রিতাদি বা অশ্রিতাদিগণকে)

আকৃতিগণ বলা হইয়াছে। অন্যথা 'বিপ্রায় বেদবিদুষে' ( ভাগবত ), সুখেপ্সু, দ্বিষদ্বীর্য্য, নিরাকরিষ্ণু, হংসমণ্ডল, দ্যুতিবিষ্ণু প্রভৃতি প্রয়োগ অসাধু হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ যে সময়ে "দ্বিতীয়া শ্রিতাতীতপতিত—২।১।২৪" সূত্র রচিত হইয়াছিল, তৎকালে এ সকল প্রয়োগ চল ছিল না ? পরে ভাষা বদলিয়া গিয়া, এই গুলি চল হইয়াছে এবং তজ্জন্য ব্যাকরণের সূত্র বদলাইতে হইয়াছে। তাই সর্ব্ববর্ম্মা দ্বিতীয়াদি তৎপুরুষের পৃথক্ পৃথক্ সূত্র করিলেন না। তিনি বলিলেন—

বিভক্তয়ো দ্বিতীয়াদ্যা নাম্না পরপদেন তু।
সমস্যন্তে সমাসোহি জ্ঞেয়স্তৎপুরুষঃ স চ ॥

আধুনিক পাণিনীয়েরা এবিষয়ে বলেন যে, 'সহ সুপা' ( ২।১।৪ ) এই সূত্রদ্বারা পাণিনীয়ে তত্তৎপ্রকরণে অনুক্ত বিশেষ বিশেষ সমাস করিতে হইবে। তাঁহাদের মতে সুখেপ্সু, বেদ-বিদ্বান্ এবং প্রিয়ানুরাগ প্রভৃতি 'সহসুপেতি' সূত্রদ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। এ বিষয়ে মহা-ভাষ্যের উক্তি এই—

যস্য সমাসস্য অন্যল্লক্ষণং নাস্তি ইদং তস্য লক্ষণং ভবিষ্যতি।

আর কোন কোন পাণিনীয় বলেন যে, বেদং বিদ্বান্ বেদবিদ্বান্ এইটী দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, এবং প্রিয়ায়ামনুরাগঃ প্রিয়ানুরাগঃ এটী ৭মী তৎপুরুষ। পাণিনির কোন্ সূত্রের মতে এই সকল সমাস হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বড় গোলে পড়েন। অগত্যা বলেন যে, 'দ্বিতীয়া-শ্রিতাতীতপতিতগতাত্যস্তপ্রাপ্তাপন্নৈঃ' একটী অখণ্ড সূত্র নহে। এটী দুইটী সূত্রের সমষ্টি ; ( ১ ) দ্বিতীয়া ( ২ ) শ্রিতাতীত। ( ১ ) সূত্রের অর্থ এই যে, দ্বিতীয়ার সমাস হয়। অর্থাৎ যে কোনও স্থলে, সাধারণ বুদ্ধিতে, দ্বিতীয়া তৎপুরুষ হইতে পারে মনে হইবে, বিশেষ নিষেধ না থাকিলে, তথায়ই ২য়া সমাস হইবে। এইরূপ এক সূত্রকে ভাঙ্গিয়া অনেক সূত্রে পরিণত করার নাম যোগবিভাগ। যদি পাণিনির এইরূপ যোগবিভাগ করাই অভিপ্রেত হইত, তবে তিনি গত প্রভৃতি পাঁচটী শব্দ নিরর্থক দিলেন কেন ? কেবল দ্বিতীয়া এই সূত্র করিলেই ত হইত। আবার পাণিনির সময়ে যদি বেদবিদ্বান্ বা সুখেপ্সু সাধু প্রয়োগ হইত, তবে তিনি অনায়াসে "প্রাপ্তাপন্নাদ্যৈঃ" বলিতে পারিতেন। অতএব যোগবিভাগ অপাণিনীয়। উহা আধুনিক অনৈতিহাসিক পণ্ডিতের কল্পনার ফল। এই কারণেই 'সুখেপ্সু' প্রভৃতিকে "সহ সুপা" র ঘাড়েও চাপান যায় না *। আমাদের দেশীয় পণ্ডিতদের যদি ঐতিহাসিক লক্ষ্য থাকিত, তবে

* যে সমাসের অন্য লক্ষণ নাই, 'সহ সুপা'ই তাহার লক্ষণ হইবে—এই মহাভাষ্যের উক্তির প্রকৃত অর্থ বোধ হয় এই যে, পূর্ব্বং ভূতঃ ভূতপূর্ব্বঃ প্রভৃতি যে সকল সমাসের জন্য কোন সাধারণ লক্ষণ নাই উহা এই সূত্রের বিষয় ; সপ্তমী তৎপুরুষের সাধারণ লক্ষণ রহিয়াছে, অতএব উহা সহ সুপার মধ্যে যাইবে না, যাইলে শৌণ্ডাদির পরিগণন অনর্থক হইয়া দাঁড়ায়। আর কোনও প্রামাণিক টীকাকারও পাণিনিতে অপরিগণিত কোন ২য়া বা ৭মী সমাস 'সহ সুপার' অন্তর্ভূত বলিয়া লিখেন নাই।

তাঁহারা কখনই পরবর্ত্তী কালের সমস্ত ব্যাকরণ পাণিনির উপর চাপাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেন না। পরবর্ত্তী সমস্ত বৈয়াকরণই এ বিষয়ে সর্ব্ববর্ম্মার অনুসরণ করিয়াছেন। আধুনিক পাণিনীয়েরাও যোগবিভাগ স্বীকার করিয়া কার্য্যতঃ কাতন্ত্রেরই অনুসরণ করেন। বিশেষতঃ অধুনা প্রচলিত কাব্যপুরাণাদিতে অপাণিনীয় (যোগবিভাগ না মানিলে) বহুসমাস উপলব্ধ হয়। তাই বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, সর্ব্ববর্ম্মা ও পাণিনির সময়ে সংস্কৃত ভাষার একই আকার ছিল না। বস্তুতঃ ভাষা যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। বেদের ভাষা, ব্রাহ্মণের ভাষা, পুরাণের ভাষা, তন্ত্রের ভাষা এক নহে। অতএব পাণিনির পরও ভাষা বদলাইয়াছে বলিব না কেন? এ বিষয়ে আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। পাণিনির মতে 'বেমুঃ' পদটী ভুল, কিন্তু চণ্ডীতে উহার প্রয়োগ আছে, তাই বোপদেব "বেমুঃ" সাধিবার সূত্র দিয়াছেন। সুভ্রূ প্রাতিপদিকের সম্বোধনে 'সুভ্রু' এই হ্রস্বউকারান্ত পদ পাণিনি বা সর্ব্ববর্ম্মার মতে হইতে পারে না। কিন্তু ভট্টিতে ও কুমারসম্ভবে 'সুভ্রু' পদ উপলব্ধ হয়। ভট্টোজি লিখিলেন "প্রমাদ এবায়মিতি বহবঃ"। বস্তুতঃ যখন সংস্কৃত কথ্য-ভাষা ছিল, তখন ইহা প্রমাদ বলিয়া গণ্য ছিল, কিন্তু কালিদাসাদি ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন, অতএব বোপদেব সুভ্রু পদকে সাধু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এইরূপে লৌকিক "অনেশৎ" পদও বোপদেব স্বীকার করিয়াছেন। পুরুষোত্তম 'ক্ষ'কারকেও বর্ণমালায় স্থান দিয়াছেন। "উক্তঃ (ক্ষ) বর্ণমালায়াং মহত্ত্বোপচিকীর্ষয়া"।

কিন্তু একটী কথা আছে। পাণিনির পর সংস্কৃত ভাষার বেশী পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইহাতে বিবেচিত হয় যে, পাণিনির অব্যবহিত পরেই, সংস্কৃত ভাষা আর কথ্য-ভাষা রহিল না। তখন একমাত্র পণ্ডিতেরাই সংস্কৃতে আলাপাদি করিতে পারিতেন এবং সেই জন্য ভাষার বেশী বদল হয় নাই। অশিক্ষিত লোকের ভাষা শীঘ্র বদলাইয়া যায়। পণ্ডিতদের ভাষার তাড়াতাড়ি বড় একটা পরিবর্ত্তন হয় না।

কাতন্ত্র-ব্যাকরণের মূল সূত্রাংশ অতি লঘু কলেবর। মোট ৮৫৫ আটশত পঞ্চান্নটী সূত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণ শেষ হইয়াছে।* উহাতেই সংস্কৃত ভাষার অত্যাবশ্যক সন্ধি, নাম, কারক, সমাস, তদ্ধিত ও আখ্যাত উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, সাধারণ লৌকিক-ভাষা সুচারুরূপে বুঝিবার জন্য তাহাই পর্য্যাপ্ত। সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য কৃৎপ্রকরণ প্রণয়ন করেন নাই, কারণ কৃৎ-প্রকরণ না জানিলেও ভাষার মোটামুটি জ্ঞান হইতে পারে। সূত্রগুলি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রথিত, পড়িলেই অর্থ-গ্রহ হয়। এই সকল কারণে মনে হয়, কাতন্ত্র বস্তুতঃই কোন সংস্কৃতানভিজ্ঞ নৃপতির জন্য বিরচিত হইয়া থাকিবে। যাঁহাদের মাতৃভাষা সংস্কৃত নহে (সাতবাহনের এবং আমাদের) এবং যাহাদের সংস্কৃত ভাষা শিখিবার জন্য প্রভূত সময় ক্ষেপণের সম্ভাবনা নাই (রাজার এবং ইংরাজি স্কুলের ছাত্রদের) তাহাদের জন্য যে কাতন্ত্র ব্যাকরণ যোগ্যতম, তাহাতে সন্দেহ নাই।

* পাণিনিতে প্রায় চারি হাজার এবং মুগ্ধবোধে প্রায় বারশত সূত্র আছে।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য কৃৎ-প্রকরণ প্রণয়ন করেন নাই। কাত্যায়ন সেই অভাব দূরীকরণের নিমিত্ত কাতন্ত্রে কৃৎপ্রকরণ জুড়িয়া দিয়াছেন।

বৃক্ষাদিবদমী রূঢ়াঃ কৃতিনা ন কৃতাঃ কৃতঃ।
কাত্যায়নেন তে সৃষ্টা বিবুদ্ধিপ্রতিবুদ্ধয়ে॥

প্রামাণিক টীকাকার দুর্গসিংহ এবং পঞ্জীকার ত্রিলোচন বলেন "কাত্যায়নেন বররুচিনা"। সুষেণাচার্য্য কলাপচন্দ্রে লিখিয়াছেন "কাত্যায়নো মুনি বররুচি শরীরং পরিগৃহ্য শাস্ত্রমিদং প্রাণৈষীদিতি কিংবদন্তী"। এই কিংবদন্তীর মূল কোথায়? হইতে পারে যে, লোকে বররুচির ব্যাকরণ জ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রসিদ্ধ বার্ত্তিককারের অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপেই বোধ হয়, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীমদ্ বাচস্পতি মিশ্রও সুরেশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য। বোধ হয় রাজবল্লভের সম্বন্ধে শ্রীহ্যুৎপাদন জন্ম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও সেইরূপ বলিয়াছিলেন।

"দ্বাপরে তু জরাসন্ধঃ ইদানীং রাজবল্লভঃ।"

হইতে পারে, কাত্যায়ন বররুচির নামান্তর বা উপাধি মাত্র।

বররুচি কাতন্ত্রের আদ্যবৃত্তিকৃৎ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথম টীকাকার। এই আদ্যবৃত্তিই সুপ্রসিদ্ধ দুর্ঘটবৃত্তি নামে ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়া থাকে, এইরূপ মনে করিবার কারণ আছে। কবিরাজের মতে, এই আদ্যবৃত্তিকার বররুচি এবং কৃৎসূত্রগ্রথক কাত্যায়ন অভিন্ন ব্যক্তি (কলাপচন্দ্র বা কবিরাজ ৪।১।২০; ৩।২।২৮ (২০-২১); ২।৩।৪৮)। বররুচির বৃত্তি গ্রন্থ অধুনা দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু উহার প্রথম শ্লোকটী বৃত্তিকার দুর্গসিংহ স্বকীয় গ্রন্থে নিবিষ্ট করিয়া উহাকে অমর করিয়া দিয়াছেন। শ্লোকটী এই—

দেবদেবং প্রণম্যাদৌ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বদর্শিনম্।
কাতন্ত্রস্য প্রবক্ষ্যামি ব্যাখ্যানং সার্ব্ববর্ম্মিকম্॥

এই শ্লোকটী দুর্গসিংহের নহে—ইহা বররুচির রচিত*। প্রমাণ নমস্কার-শ্লোকীয় কলাপচন্দ্র "ননু বররুচিশ্লোকে'হয়ং কথময়ং চকারেত্যুক্তম্"।

কাতন্ত্রের দ্বিতীয় টীকাকার দুর্গসিংহ। আজকাল দুর্গসিংহের বৃত্তি এবং সর্ব্ববর্ম্মা ও কাত্যায়নের মূলসূত্রই কাতন্ত্র শব্দের মুখ্যার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৃত্তিকার স্বকীয় গ্রন্থে কাতন্ত্রের অসম্পূর্ণাংশের পূরণের জন্য অনেক সূত্র করিয়া গিয়াছেন এবং অনেক স্থলে তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন যে, কাতন্ত্রের অল্পসংখ্যক সূত্র দ্বারাই ব্যাকরণের আবশ্যক সমস্ত কাজ চলিতে পারে। বস্তুতঃ কারকের বাজে সূত্রগুলি ছাড়িয়া দিয়া সর্ব্ববর্ম্মা স্বকীয় বুদ্ধির অসাধারণ পরিচয় দিয়াছেন। সর্ব্ববর্ম্মা ও কাত্যায়নের সূত্র এবং দুর্গসিংহের বৃত্তি, এই তিনে সংস্কৃত

---

* ১৩১৫ সালের পৌষমাসের বঙ্গদর্শনে পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় "কাতন্ত্র কলাপ ব্যাকরণ" নামক উপাদেয় প্রবন্ধে দেবদেব শ্লোকটীকে দুর্গসিংহের বলিয়াই ধরিয়াছেন। এই শ্লোকটী যে বররুচির তাহা বলিয়া দেন নাই। ঐরূপ বলিয়া দিলে প্রবন্ধের সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইত

ব্যাকরণের এক খানি ছোট বহি বা হেণ্ড বুক (hand-book)। উহার দ্বারা ভাষায় ব্যুৎপত্তি হইতে পারে সত্য, কিন্তু ব্যাকরণের সমস্ত কাজ উহার দ্বারা চলে না। মনে করুন্, এক ব্যক্তি ছেলে বেলা কাতন্ত্র পড়িলেন; কিন্তু বড় হইয়া দেখিলেন যে, উহা দ্বারা সকল কাজ চলে না, তখন তিনি কি করিবেন? তিনি অবশ্য পাণিনি প্রণীত অষ্টাধ্যায়ী পড়িবেন। কিন্তু উহা বড় কঠিন। পাণিনি পড়িতে হইলে, নূতন করিয়া পরিভাষাদি শিখিতে ত' হইবেই, কিন্তু কেবল পরিভাষা শিখিলেই চলিবে না। প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণগুলি, বিশেষতঃ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী এরূপ ভাবে লিখিত, যে উহার আদ্যোপান্ত না পড়িলে, কোন অংশই সুচারুরূপে বুঝা যায় না। আধুনিক প্রক্রিয়াকৌমুদী বা সিদ্ধান্তকৌমুদী অবশ্য সেরূপ নহে; সংস্কৃত ভাষায় সামান্য ব্যুৎপত্তি থাকিলে, উহাদিগকে অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু যখন কাতন্ত্রের বহুল প্রচার ছিল, তখন প্রক্রিয়াকৌমুদী বা সিদ্ধান্তকৌমুদীর জন্ম হয় নাই। কাজেই যাঁহারা কাতন্ত্র পড়িতেন, তাঁহারা ব্যাকরণে বিশেষজ্ঞ হইতে চাহিলে, বড় বিপদে পড়িতেন; প্রথমে কাতন্ত্র পড়িয়া পরে মূল পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ী পড়িতে হইত। একই জিনিষ দুইবার পড়িতে হইত। এই অভাব দূর করিবার নিমিত্ত শ্রীপতিদত্ত কাতন্ত্র-পরিশিষ্ট রচনা করেন। কাতন্ত্রপরিশিষ্টে আখ্যাত নাই। এই জন্য ত্রিলোচন দাস আখ্যাত লিখেন। সর্ব্ববর্ম্মসূত্র, কাত্যায়নসূত্র, শ্রীপতি-সূত্র ও ত্রিলোচন-সূত্র এই চারি ভাগ এবং উহার বৃত্তি পড়িলে লৌকিক ব্যাকরণের কোন কথাই অজানা থাকে না। আবার দুর্গসিংহের বৃত্তির ব্যাখ্যা টীকা ও পঞ্জী এবং পঞ্জীর টীকা কবিরাজ ( বা কলাপচন্দ্র ) পড়িলে শব্দশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মে। যাঁহারা বৈয়াকরণ হইতে চান, তাঁহারাও উল্লিখিত কাতন্ত্রপ্রস্থান পড়িলে পাণিনির মুখাপেক্ষী হন না। আর যাঁহারা মোটামুটি ব্যুৎপত্তি চান, তাঁহারা কেবল মাত্র সর্ব্ববর্ম্মা ও কাত্যায়নের সূত্র ও দুর্গসিংহের বৃত্তি পড়িতে পারেন। এইটীই কাতন্ত্রের অন্যাসাধারণ গুণ। আজ কাল কেহ কেহ ক্রমবদ্ধ ব্যাকরণমালা প্রণয়নের পক্ষপাতী (graduated series of Sanskrit Grammars); প্রস্থান ঐরূপ একটী ক্রমবদ্ধ ব্যাকরণশ্রেণী। কাতন্ত্রের মূল সর্ব্ববর্ম্মকৃত সন্ধিপ্রকরণে মুগ্ধবোধ বা সিদ্ধান্তকৌমুদীর অতি বিস্তৃতি নাই, কেবল মাত্র আবশ্যক সন্ধিগুলি দেওয়া হইয়াছে। পরে যদি কাহারও সন্ধিতে বিশেষজ্ঞ হইবার আকাঙ্ক্ষা হয়, তিনি মূল-ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়া পরিশিষ্ট পড়ুন। ইহাই আধুনিক প্রণালী-সম্মত। দীর্ঘকাল ধরিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধি শিখিলাম, কিন্তু নামপ্রকরণ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই পাঠ সমাপ্ত করিতে হইল, এইরূপ আপত্তি কাতন্ত্রের বেলায় খাটে না। কাতন্ত্র এক খান ব্যাকরণ নহে। উহা একটী ব্যাকরণের শ্রেণী ( Series ); উহাতে প্রথমে সহজ সহজ সন্ধি, প্রাতিপাদিকের রূপ ( declension ) কারক, সমাস, তদ্ধিত, আখ্যাত বা ধাতুরূপ শিখান হয়। পরে, কৃৎ-প্রকরণ শিখাইয়া বলা হয় যে "তোমার মোটামুটি ভাষাজ্ঞান হইয়াছে। এখন কি তুমি আরও ব্যাকরণ পড়িতে চাও, শাস্ত্রান্তরে মনোনিবেশ করিতে চাও। যদি শাস্ত্রান্তর পড়িতে চাও, ভয় নাই; কি স্মৃতি, কি পুরাণ, কি ইতিহাস, কি কাব্য, কি দর্শন, কি গণিত,

কি আয়ুর্ব্বেদ, তুমি যে শাস্ত্রই পড়িতে চাও, দেখিবে, তাহার ভাষাই তোমার নিকট অবারিত দ্বার; যদি কোথায়ও ঠেকে টীকা ও পরিশিষ্ট দেখিয়া লইও। তজ্জন্য আর নিয়মপূর্ব্বক বিদ্যা-স্বীকারের প্রয়োজন নাই। আর যদি বৈয়াকরণ হইতে চাও, তবে পরিশিষ্ট পড়, পঞ্জী পড়, টীকা পড়, কবিরাজ পড়, গোপীনাথ পড়, কাতন্ত্রোত্তরপরিশিষ্ট পড়,—তুমি কোথাও ঠেকিবে না। বৈয়াকরণের এমন কোনও সিদ্ধান্ত নাই, যাহা তোমার অজ্ঞাত থাকিবে; কিন্তু তুমি বেদ পড়িতে পারিবে না। বেদ পড়িতে হইলে, তোমাকে প্রাতিশাখ্য পড়িতে হইবে, পরে টীকা প্রভৃতির সাহায্যে এক খানি ছোট খাট ব্যাকরণ পড়িয়া লইতে হইবে।*

আজ কাল কেহ কেহ পাণিনি ব্যাকরণের অতিমাত্র পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং চতুষ্পাঠীতে সর্ব্বত্রই পাণিনি চলা উচিত। তাঁহারা প্রায়ই কলাপ ব্যাকরণকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। বোধ হয়, এই মতাবলম্বীরা অনেকেই অবকাশের অভাবে কলাপের সহিত পাণিনি বা অন্য ব্যাকরণের তুলনা করিয়া পড়েন নাই। আমাদের সানুনয় প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন একবার পাণিনি, কাতন্ত্র ও মুগ্ধবোধ তুলনা করিয়া পড়েন। তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, নামে কাতন্ত্র হইলেও, ব্যাকরণখানি একেবারে তুচ্ছ নহে, এবং বর্ত্তমান কালে বঙ্গদেশে সাধারণতঃ যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ পড়ান হয়, তাহাদের সংস্কৃতের জন্য কাতন্ত্রই প্রকৃত ব্যাকরণ। বেদাদি পড়িতে হইলে, পাণিনির আবশ্যক। ঐতিহাসিক ভাবে সংস্কৃতের চর্চ্চা করিতে হইলে, পাণিনি, কাতন্ত্র, মুগ্ধবোধ তিনই পড়া আবশ্যক; কিন্তু পাণিনীয় ব্যাকরণ সিদ্ধান্ত-কৌমুদী নহে। মহাভাষ্য, মহাভাষ্যপ্রদীপ, কাশিকা, পদমঞ্জরী, মাধবীয় ধাতুবৃত্তি,—এই সকলই পাণিনি পড়িবার প্রকৃষ্ট উপায়। যদি কোনও সুপণ্ডিত "মনোরমাকুচমর্দ্দিনী" ছাপাইয়া প্রকাশিত করেন, তবে ব্যাকরণের অনেক রহস্য মীমাংসিত হইবে, এইরূপ আশা করা যায়। সিদ্ধান্তকৌমুদী, বালমনোরমা, প্রৌঢ়মনোরমা ও শব্দকৌস্তুভ যে উপেক্ষণীয়, তাহা বলিতেছি না; তবে আজকাল অনেকে কার্য্যত ভট্টোজিকে পাণিনি বলিয়া ভ্রম করেন, তাই এত কথা লিখিলাম।

কেহ কেহ বলেন, পাণিনি আদি বৈয়াকরণ—ভাষাবিজ্ঞানের আদি-গুরু। পাণিনি পড়িয়াই য়ুরোপে প্রথম ভাষাবিজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে। পাণিনি আদি বৈয়াকরণ নহেন। তদীয় সূত্রে দশ জন পূর্ব্বাচার্য্যের নাম আছে (শাকল্য, শাকটায়ন, স্ফোটায়ন, গার্গ্য ইত্যাদি)। সত্য বটে পাণিন্যুপজ্ঞং ব্যাকরণম্—এইরূপ একটী কথাও প্রচলিত আছে; কিন্তু এই কথার প্রামাণ্যানুসারে পাণিনিকে আদি বৈয়াকরণ বলিয়া ধরিলে, স্বীকার করিতে হয় যে, বর্ত্তমান অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি মুনি রচিত নহে; কেন না, আদি-বৈয়াকরণ পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যদের নাম কোথায় পাইলেন? যেমন মনুসংহিতা ভৃগুপ্রোক্ত—মনুর লেখা নহে—তেমনি, এই মতে, অষ্টাধ্যায়ীও পাণিনির লেখা নহে।

* [illegible] মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রণীত [illegible] দ্বারা বেদের ব্যাকরণের অনেক কাজ হইবে; কিন্তু আধুনিক বলিয়া পণ্ডিতেরা শীঘ্র উহা গ্রহণ করিবেন, এরূপ আশা নাই।

"যেনাক্ষরসমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাৎ।
কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ॥
এতানি চতুর্দ্দশমহেশ্বরসূত্রাণি অণাদিসংজ্ঞার্থানি।"

এইরূপ বাক্যগুলি পাণিনিকে মহেশ্বর নামক বৈয়াকরণের নিকট ঋণী করিতেছে। কেহ হয়ত বলিবেন, এখানে মহেশ্বর অর্থ মহাদেব, উহা কোনও মানুষ বৈয়াকরণের নাম নহে। এবিষয়ে একটী কারিকাও আছে,—

"নৃত্যাবসানে নটরাজরাজো ননাদ ঢক্কাং নবপঞ্চবারান্।
উদ্ধর্ত্তুকামঃ শনকাদিসিদ্ধানেতদ্বিমর্শে শিবসূত্রজালম্॥"

ইহার অর্থ এই,—মহাদেব নটরাজরাজ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃত্যকারী। একদা তিনি নৃত্যের পর, শনকাদি সিদ্ধগণের উদ্ধারের জন্য চতুর্দ্দশবার ঢাক বাজাইয়াছিলেন। মনে হয়, এই ঢক্কার শব্দই শিবসূত্ররূপে পরিচিত হইয়াছে।

যে বৈয়াকরণ প্রথমে এই কারিকাটী বাঁধিয়া ছিলেন, তিনি বেশ সুরসিক কবি ছিলেন, সন্দেহ নাই। হয়ত একদিন তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহাকে "শিবসূত্রগুলি কোথা হইতে আসিল?" এই প্রশ্নে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন "আরে এগুলি মহাদেবের সূত্র। মহাদেব একদিন তাণ্ডবনৃত্য করিতেছিলেন, এমন সময় সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল আরও কত ঋষিরা আসিয়া মহাদেবের স্তব করিতে লাগিল। তাঁহারা বলিলেন, আমাদিগকে জ্ঞান দাও। আমরা মোক্ষ চাই। আমরা নিবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন করিয়াছি; কিন্তু মোক্ষ তো আর যে সে জ্ঞানে হয় না। সংস্কৃতমূল বেদান্ত বা উপনিষৎ না পড়িলে মুক্তি হয় না। কাজেই মহাদেব ভাবিলেন, আচ্ছা, ইহাদিগকে দেবভাষার ব্যাকরণের মূলসূত্রগুলি বলিয়া দিই, ইহারা বাড়ী গিয়া তদ্দ্বারা সমস্ত ব্যাকরণ গড়িয়া লইবে। কিন্তু মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য যে সে কাণ্ড নয়। মহাদেবের তাণ্ডবনৃত্যে পৃথিবী কম্পিতা হয়। প্রমাণ মুদ্রারাক্ষস। মহাদেব এহেন বিরাট বিকট নৃত্যের পর পরিশ্রান্ত হইলেন।* এইরূপে গলদ্‌ঘর্ম্ম মহাদেব ইচ্ছা করিলে শনকাদিকে "কাল এসো" বলিয়া ফিরাইয়া দিতে পারিতেন; কিন্তু আশুতোষের তেমন প্রকৃতি নয়। তাঁহাকে ধরিলে আর কেহ নিষ্ফল মনোরথ হয় না। পরিশ্রান্ত মহাদেব, অ ই উ ণ্, ঋ ৯ ক্ এতগুলি অক্ষর আওড়াইতে ক্লেশ বোধ করিয়া, ঢাকে চৌদ্দটী ঘা মারিলেন! তাতেই অণ্, ঋণ্, এচ্, হল্ প্রভৃতি চৌদ্দটী শব্দ হইল।" এখন টোলের ছাত্রেরা যতই খুঁতখুঁতে ( uncritical ) হউন্ না কেন, তাঁহারা একটী না একটী প্রমাণ না পাইলে কিছুই গ্রহণ করেন না। ছাত্রেরা বলিলেন "মহাশয়, এত কথা যে বলিলেন, তাহার প্রমাণ কি?" গুরু বলিলেন শোন,—

নৃত্যাবসানে নটরাজরাজো ননাদ ঢক্কাম্ ইত্যাদি

ছাত্রেরা সন্তুষ্ট হইলেন। সংস্কৃত শ্লোক শুনিলে কে না সন্তুষ্ট হন? কাহার না প্রমাণ-জিজ্ঞাসা চরিতার্থ হয়? গুরু শেষকালে একটু কারিগরি করিলেন; বলিলেন "এতদ্

বিমর্শে শিবসূত্রজালম্" অর্থাৎ আমি মনে করি, ইহাই শিবসূত্রজাল। গুরুর এই কারিগরিটুকু ছাত্রেরা বুঝিলেন না। তদবধি কেহই ইহা বুঝে না। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

যাক্। এই রসিকতার উপর নির্ভর করিয়া, আমরা মহেশ্বর নামক বৈয়াকরণের অস্তিত্ব-লোপ করিয়া, ব্রাহ্মণবধের ভাগী হইতে চাই না। এদেশে একটী অতি প্রাচীন বহু-প্রচারিত কিংবদন্তী আছে যে, পূর্ব্বে মাহেশ নামক ব্যাকরণ ছিল, পরে তাহার সংক্ষেপ হইয়া পাণিনি, এবং পাণিনির ছায়াবলম্বনে কাতন্ত্র ও কাতন্ত্রের ছায়া লইয়া মুগ্ধবোধ রচিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে পাণিনির পর কাতন্ত্র এবং কাতন্ত্রের পর মুগ্ধবোধ এইটুকু সর্ব্বজনস্বীকৃত প্রমাণিত সত্য। মহেশ্বরের পর পাণিনি এইটুকু কি মিথ্যা? প্রসিদ্ধ টীকাকার নরসিংহচক্রবর্ত্তী চণ্ডীর টীকায় নিম্নলিখিত শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়াছেন—

"যান্যুদ্জহার মাহেশাদ্ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।
তানি কিং পদরত্নানি সন্তি পাণিনিগোষ্পদে॥"

এই শ্লোকের মতে মাহেশ ব্যাকরণ সমুদ্র, পাণিনি গোষ্পদ; আর মাহেশ ব্যাকরণ ব্যাসের সময় প্রচলিত ছিল; সুতরাং আমাদের মতে মহেশ্বর বা মহেশ (যেমন আধুনিক গঙ্গেশ্বর বা গঙ্গেশ—তত্ত্বচিন্তামণিকার) একজন পূর্ব্বকালের মানুষ বৈয়াকরণের নাম। বোধ হয়, তিনিই প্রথমে ক খ গ ঘ ঙ প্রভৃতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ পাঠক্রম ছাড়িয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে হ য ব র ল চালাইয়াছিলেন। অধুনা যে চতুর্দ্দশটী সূত্র পাণিনি-মস্তকের মুকুটস্বরূপ বলিয়া জ্ঞান হয়, উক্ত সূত্রগ্রহনের অসাধারণ কৌশলের কথা ভাবিলে, আমরা মহেশ্বরের অলৌকিক প্রতিভায় আরও বিস্মিত হইয়া পড়ি।*

এতক্ষণে প্রমাণিত হইল যে পাণিনি আদি-বৈয়াকরণ নহেন। পাণিনীয় পড়িয়া বপ্, গ্রিম্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভাষাবিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন, এ কথাও সত্য নহে। এই সকল মহাপুরুষ সংস্কৃতভাষা শিখিয়া, সংস্কৃতের সঙ্গে গ্রীক, লাটিন্, অ্যাংগ্লো-স্যাক্সন্, প্রাচীন জর্ম্মন্, প্রভৃতির তুলনা করিয়া, ভাষাবিজ্ঞানের মূলপত্তন করিয়াছেন। ভাষাবিজ্ঞানের কোন কোন সূত্র পাণিনীয়ে থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু ভাষাবিজ্ঞান কোন বিশিষ্ট ভাষার ব্যাকরণ নহে। পাণিনিও সংস্কৃত ভাষার এক অবস্থার ব্যাকরণমাত্র। অনেকগুলি ভাষার ব্যাকরণের তুলনাই ভাষাবিজ্ঞানের মূল। সংস্কৃতের যে কোনও ব্যাকরণ, এমন কি ব্যাকরণ-কৌমুদীর মত ছোট একখানি ব্যাকরণ পড়িয়াও ভাষাবিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইতে পারিত। তজ্জন্য পাণিনির জ্ঞান অপেক্ষিত নহে। বস্তুতঃ য়ুরোপে এখনও পাণিনির ভাল প্রচার হয় নাই; তখনতো কেহই পাণিনি জানিত না।

---

* রত্নমালার টীকাকার জয়চন্দ্রের মতে ক খ গ ঘ ঙ ইত্যাদি ক্রমই মাহেশের, হ য ব র ল পাণিনি, যথা,—"কৃতে চ ককারপাঠে পাণিনীয়বর্ণক্রমে ককারাভাবাৎ সুপ্রসিদ্ধমাহেশবর্ণমালাগতঃ। কমলদীপঃ সিদ্ধগণোপাদানাৎ কল্পিতশ্চ পাণিনীয়বর্ণক্রমতঃ সুগমঃ কৃতঃ।"

কাতন্ত্রের আরও কতকগুলি উৎকর্ষ দেখাইতেছি। কাতন্ত্রের সংজ্ঞাগুলি অন্বর্থ। দুর্গ সিংহ সত্যই বলিয়াছেন "এতাঃ পূর্ব্বাচার্য্যপ্রসিদ্ধা অন্বর্থা ইতি জ্ঞাপ্যন্তে।" স্বর, ব্যঞ্জন, ঘোষবৎ ( Sonants ), অঘোষ ( Surds ) বর্ত্তমানা হ্যস্তনী অদ্যতনী পরোক্ষা প্রভৃতি সংজ্ঞাগুলি অন্বর্থ। বিশেষতঃ সুপ্রাচীন বেদেও স্বর, ব্যঞ্জন, ঘোষ, উষ্মন্ প্রভৃতি শব্দ দেখা যায়। ( ঐতরেয় আরণ্যক ২।২।৪ )। অচ্, হল্, হশ্, খর্, লট্, লঙ্, লিট্ প্রভৃতি কেবল আধুনিক সঙ্কেত মাত্র; উহাদের কোনও অন্বর্থ নাই। এ বিষয়ে একটু ভাবিবার কথা আছে। যখনই আমরা কোনও পারিভাষিক শব্দের সৃষ্টি করি, তখনই অভিধেয়ের কোনও লক্ষণ অবলম্বন করিয়া নাম রাখি। কেবল অর্থশূন্য কতগুলি অক্ষর দ্বারা কাজ চালাই না; ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রালে ( Rayleigh ) এবং রামজে ( Ramsay ) একটী নূতন মূল-ভূত ( element ) আবিষ্কার করিলেন। উহার নাম রাখিলেন কি? ইচ্ছা করিলেন উহাকে আবেক্ ( abec ) বা আর্বেক্ ( arbec ) বলিতে পারিতেন। কোনও দোষ হইত না; কিন্তু তাহা করিলেন না; ঐ নূতন আবিষ্কৃত পদার্থের ধর্ম্ম লইয়া উহার নাম রাখিলেন আরগন্ ( argon )। এইরূপ নামকরণপ্রণালীর ব্যভিচার কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। যাহাকে সংস্কৃতভাষায় যদৃচ্ছনাম বলে এবং মিল্ প্রভৃতি নৈয়ায়িকেরা যাহাকে Unmeaning mark ( বা অর্থহীন চিহ্ন ) বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, কেবল মাত্র সেই সকল নাম দেওয়ার সময় এ নিয়মের ব্যভিচার হইলে কোনও দোষ হয় না। কিন্তু অচ্, হশ্ প্রভৃতি সাধারণ নাম, উহারা ব্যক্তি-বাচক যদৃচ্ছলব্ধ শব্দ নহে। হশ্ বর্ণগুলির সাধারণগুণ ঘোষবৎ ( Sonant ) শব্দদ্বারা ও খরবর্ণগুলির সাধারণগুণ অঘোষ ( Sharp & Surd ) শব্দদ্বারা, সুচারুরূপে প্রকাশিত হইতেছে। এইরূপ যোগরূঢ় নাম ছাড়িয়া দিয়া পাণিনির কি লাভ হইয়াছে? মুখস্থ করার সাহায্য ভিন্ন এই লঘু সংজ্ঞাগুলির ( হশ্, খর্ ইত্যাদির ) অপর কোনও উপযোগিতা দেখা যায় না। এই মুখস্থ বিদ্যাই আমাদের যাবতীয় অবনতির মূল কারণ। সমস্তই কণ্ঠে রাখিতে গেলে, হৃদয় ও মস্তিষ্ক যে খালি থাকিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? আর ঘোষবৎ অঘোষ, হ্যস্তনী, অদ্যতনী প্রভৃতির সাহায্য ভিন্ন পাণিনিও পড়া যায় না। পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বৈয়াকরণেরা এই সকল সংজ্ঞাদ্বারাই কাজ চালাইতেন। এতাঃ পূর্ব্বাচার্য্যপ্রসিদ্ধাঃ। পাণিনি এগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া, তৎপরিবর্ত্তে, হশ্ খর্, লঙ্, লুঙ্ প্রভৃতি বলিলেন। এ বিষয়ে পাণিনিও মাহেশের অনুকরণ করিয়াছেন। আধুনিক ব্যাকরণ ও ভাষাবিজ্ঞানে পাণিনির পরিভাষা উপেক্ষিত হইয়াছে। কাতন্ত্রের পরিভাষাতেই লেথামের ইংরাজি ব্যাকরণ এবং হুইট্‌নির সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখিত হইয়াছে। লেথামের ব্যাকরণ হইতে দুইটী সূত্র তুলিয়া দিলাম ;—

1. **A sharp mute immediately preceded by a flat one is changed into its flat equivalent. Slab+s=slabz, stag+s=stagz.**

2. A flat mute immediately preceded by a sharp one, is changed into

its sharp equivalent. Stepped ( stept ), packed ( packt ). এই সূত্র দুইটীর সহিত কলাপের নিম্নলিখিত সূত্রটীর তুলনা করুন, দেখিবেন উহাদের পরিভাষা একই,—

"বর্গপ্রথমাঃ পদান্তাঃ স্বরঘোষবৎসু তৃতীয়ান্।"

থর্, হশ্ প্রভৃতির মাহাত্ম্য, অনেকে ভুলিয়া যান যে, সন্ধি একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। তাঁহারা বলেন যে, ইংরাজিতে সন্ধি নাই, বাঙ্গালায় সন্ধি নাই, তবে সংস্কৃতে সন্ধির এত বাড়াবাড়ি কেন? বিদেশীয় বৈয়াকরণেরা সন্ধিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; (১) অন্তঃসন্ধি—একই পদের বিভিন্নবর্ণের মধ্যে এই সন্ধি হয়, নে+অন=নয়ন; (২) বহিঃসন্ধি—এক পদের অন্ত্যবর্ণের সহিত আর এক পদের আদ্যবর্ণের এই সন্ধি হয়, যেমন—হরিঃ+ত্রাতা=হরিস্ত্রাতা। ইংরাজিতে যে অন্তঃসন্ধি আছে, পূর্ব্বোদ্ধৃত নেথামের সূত্র হইতে এবং তাহা নিম্নলিখিত সূত্র হইতে প্রমাণিত হইবে—

"In both the Latin and the Greek prefixes, the final consonant of the prefix is often modified by or assimilated to the adjoining letter of the root, and is sometimes dropped altogether, as in *abs-tain, ac-cent, a-spect.* This is for the sake of ease of pronunciation"—Rowe and Webb's Hints.

হিন্ট্‌সের তিনটী উদাহরণের মূল উপসর্গটী ছিল 'ad' নেথামের প্রদর্শিত সন্ধিগুলি সাধারণতঃ সন্ধি বলিয়া ধৃত হয় না, কেন না ইংরাজেরা লেখেন এক রকম, বলেন আর এক রকম। তাঁহাদের বলা এবং লেখা যদি এক হইত অর্থাৎ তাঁহারা যদি slabs না লিখিয়া slabz লিখিতেন, stepped না লিখিয়া stept লিখিতেন, তাহা হইলে ইংরাজিতে সন্ধি নাই এ ভ্রমের উৎপত্তি হইত কি না সন্দেহ। কথ্যভাষাই প্রকৃতভাষা। কথ্য ইংরাজিতে অন্তঃসন্ধি কেন, বহিঃসন্ধিও আছে। যাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ চান, তাঁহারা সুইট্ ( Sweet ) সাহেবের "English as it is spoken" নামক ক্ষুদ্র উপাদেয় গ্রন্থখানি পড়িলে দেখিতে পাইবেন যে, ইংরাজিতে বহিঃসন্ধির কত ছড়াছড়ি। সুইট্ সাহেব ইংরাজের বলা এবং লেখা এক করিতে চান; তাই তাঁহার গ্রন্থে এত সহজে সন্ধি ধরা পড়ে। আমাদের সংস্কৃতভাষী পূর্ব্বপুরুষেরা বলা ও লিখা এক করিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের গ্রন্থে এত সন্ধি দেখা যায়। বাঙ্গালায়ও আছে, ছোট দাদা=ছোড়্দাদা, কতদূর=কদ্দুর (কত্ ধূর কলিকাতা) সাতটা=সাট্টা (বরিশাল), আধসের=আজ্জের (বরিশাল) প্রভৃতি বহুতর উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ সন্ধি একটী স্বাভাবিক ব্যাপার, ইহা বাঙ্গালা-ইংরাজিতে থাকিবে না কেন? একটী অঘোষবর্ণ ( surd, sharp ) এবং একটী ঘোষবৎবর্ণ ( sonant, flat ) একত্র খুব দ্রুত উচ্চারণ করিতে গেলে একটী বদলাইয়া যাইবেই। ইংরাজি stag ( ষ্ট্যাগ্ ) শব্দটীর গ্ ( g ) ঘোষবর্ণ এবং স্ও ( s ) অঘোষবর্ণ। কাজেই হয় ( g ) গ্ বদলিয়া অঘোষ ক ( k ) হইবে নয় 'স' ( s ) বলিয়া ঘোষবৎ জ ( z ) হইবে। ইংরাজিতে গ্ ( g ) ঠিক্ রহিল, এবং 'স্' ( s ) 'জ' ( z ) হইয়া

গেল। বাঙ্গালীর 'বাক্তরকারি' ইংরাজে ষ্ট্যাগ্‌জের ( stagz ) ঠিক বিপরীত। এখানে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘোষবৎ ঘ্ অঘোষ কৃতে পরিণত হইল। সন্ধি যে এইরূপ স্বাভাবিক ব্যাপার, তাহা হশ্ খর্ প্রভৃতি সংজ্ঞার দরুণ সহজে ধরা পড়ে না। হশের পর খর্ থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী হশের স্থানে খর্ হয়। কেন এইরূপ হয়, তাহার দিকে লোকের চোখ পড়ে না। ঘোষবতের পর অঘোষ থাকিলে, ঘোষবৎ স্থানে অঘোষ হয়, যেহেতু উহাদের উচ্চারণের প্রতি প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে এবং সন্ধির স্বাভাবিকত্ব তাহা হইতেই সহজে উপলব্ধি করা যায়। পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয় 'ঘোষবৎ' শব্দ ব্যবহার না করিয়া বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চমবর্গ, য র ল ব হ" এই দীর্ঘ ব্যাখ্যা করিয়া, ব্যাকরণ-কৌমুদীর বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের হানি করিয়াছেন এবং ছেলেদের ব্যাকরণ আয়ত্ত করার পথ দুর্গম করিয়াছেন। কাতন্ত্রের পারিভাষিক শব্দগুলি অন্বর্থ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে টীকাকারগণ এবং বর্ত্তমান অধ্যাপকগণ এ বিষয়ে অনেক ভুল করিয়াছেন। ইংরাজিতে যাহাকে সিম্পল্ ভওয়েল্ ( Simple vowel ) বা মূল-স্বর বলে, তাহার সংস্কৃত নাম সমানবর্ণ। সমানবর্ণের এইরূপ নাম হইল কেন? কাতন্ত্রবৃত্তি-টীকাকার দুর্গসিংহ বলেন,—

"অষ্টাদশধা ভিদ্যতেঽবর্ণঃ তথা ইবর্ণাদয়োঽপীতি···সমানং তুল্যং মানং পরিমাণং যেষামিতি সমানাঃ সিদ্ধাঃ।"

অবর্ণ আঠার রকম, ইবর্ণ, উবর্ণ, ঋবর্ণ, ঌবর্ণও প্রত্যেকে আঠার রকম। অতএব তুল্য পরিমাণবিশিষ্ট (অষ্টাদশ-ভেদ-বিশিষ্ট) বলিয়া উহারা সমান বর্ণ। পঞ্জীকার ত্রিলোচনও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই হিসাবে সন্ধ্যক্ষরগুলিও সমানবর্ণ হইতে পারিত। উহাদেরও প্রত্যেকের দ্বাদশ ভেদ আছে। অবশ্য এ আপত্তি আপাততঃ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইবে, কেন না সমান শব্দটী যোগরূঢ়, যৌগিক নহে। যোগরূঢ় শব্দের ধর্ম্ম এই যে, উহার যৌগিক অর্থ অন্যত্রও গিয়া থাকে। যেমন জলজ শব্দটীর যৌগিক অর্থ "জলে জাত" মশকাদিতেও খাটে; কিন্তু এখানে একটী গোলের কথা আছে। স্বরকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম ভাগে পড়িয়াছে অ বর্ণ, ই বর্ণ, উ বর্ণ, ঋ বর্ণ ও ঌ বর্ণ; দ্বিতীয় ভাগে পড়িয়াছে এ ঐ ও ঔ। এখন প্রথম শ্রেণীর একটী সাধারণ নাম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর আর একটী সাধারণ নাম চাই। এইরূপ স্থলে কেহই প্রথম শ্রেণীকে এমত নাম দিবে না, যে নাম অনায়াসে দ্বিতীয় শ্রেণীরও বাচক হইতে পারে। এই সকল স্থলে বিশিষ্টধর্ম্ম দ্বারাই নামকরণ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সন্ধ্যক্ষর নামটী ঐরূপ একটী বিশিষ্ট দ্বারাই করা হইয়াছে। সন্ধ্যক্ষর কিনা সন্ধি+অক্ষর। ইংরাজিতে যাহাকে ডিপ্‌থং ( diphthong ) বলে, তাহার সংস্কৃত নাম সন্ধ্যক্ষর। ইহাদিগকে সন্ধ্যক্ষর কেন বলে, তাহা টীকাকারগণ বুঝাইয়া দিয়াছেন। "সন্ধৌ অক্ষরাণি সন্ধ্যক্ষরাণি ইতি। তথা চ এবাং পূর্ব্বো ভাগোঽকারঃ, একারৈকারয়োঃ পরো ভাগ ইকারঃ ওকারৌকারয়োশ্চ উকারঃ" (দুর্গটীকা)। ইহার অর্থ এই,—সন্ধিতে অক্ষর সন্ধ্যক্ষর। ইহাদের পূর্ব্বভাগ অকার; একার এবং ঐকারের পর ভাগ ইকার, ওকার এবং ঔকারের পর ভাগ উকার। পঞ্জী এই কথার অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র। এখানেও টীকাকারেরা একটু ভুল করিয়াছেন। "এবাং পূর্ব্বো

ভাগোঽকারঃ" বলা ঠিক হয় নাই ; "এষাং পূর্ব্বো ভাগোঽবর্ণঃ" বলা উচিত ছিল। কলাপচন্দ্রের রচয়িতা তীক্ষ্ণবুদ্ধি সুষেণাচার্য্য এই ভ্রান্ত পাঠ লাগাইতে গিয়া বড় গোলে পড়িয়াছেন অকার স্থানে অবর্ণ কেন বলিলাম, তাহা ক্রমে স্পষ্ট হইবে। আজকাল একার অবিভাজ্য মূলস্বরের ন্যায় উচ্চারিত হয় ; অবশ্য এই একার একেবারেই ডিপ্‌থং বা সন্ধ্যক্ষর নহে ; কিন্তু প্রাচীন কালে এইরূপ ছিল না। "অ" এবং "ই" খুব তাড়াতাড়ি একত্র উচ্চারণ করিলে যেমন হয়, একারের উচ্চারণ বোধ হয়, সেই রূপ ছিল। এই রূপে ঐকার দ্রুততরোচ্চারিত, আ+ই রূপে, ওকার দ্রুততরোচ্চারিত অ+উ রূপে, এবং ঔকার দ্রুততরোচ্চারিত আ+উ রূপে উচ্চারিত হইত। এই জন্যই সন্ধিতে অ পরে থাকিলে এ স্থানে অয়্, ঐ স্থানে আয়্, ও স্থানে অব্ এবং ঔ স্থানে আব্ হয়। কথাটা চিত্রদ্বারা সহজে বুঝা যাইতে পারে।

এ+অ = অ+ই+অ (১)
= অ+য়্+অ (২)
= অয়্+অ (৩)

(১) চিহ্নিত স্থলে, ইকারের পর অ আছে, অতএব ই স্থানে য়্ হইল। কাজেই অ পরে থাকিলে এ স্থানে অয়্ হয়। এই রূপে

ঐ+অ = আ+ই+অ = আয়্+অ।
ও+অ = অ+উ+অ = অব্+অ।
ঔ+অ = আ+উ+অ = আব্+অ।

অবশ্য এখানে একটা ফাঁকি হইতে পারে। যদি 'এ=অই' 'ঐ=আই' বলিয়াই অকার পরে থাকিলে, 'এ' স্থানে অয়্ এবং 'ঐ' স্থানে আয়্ হয়, তবে 'ই' পরে থাকিলে তো 'অয়' এবং 'আয়' হইতে পারে না, কেন না পূর্ব্ববর্ত্তী 'ই' এবং পরবর্ত্তী 'ই' পরস্পরের অসবর্ণ নহে। এই রূপে উপরে থাকিলে, 'ও' স্থানে অব্ বা 'ঔ' স্থানে আব্ হইতে পারে না। ইহার উত্তর এই যে ভাষাবিজ্ঞানের সাদৃশ্য নিয়ম (analogy) অনুসারে এইরূপে পরিবর্ত্তন হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

সন্ধ্যক্ষর কি তাহা বুঝান হইল। সমানবর্ণ সন্ধ্যক্ষরের সম্বন্ধী শব্দ (relative term) সমান বর্ণের প্রকৃত অর্থ এই যে উহারা সমান কি না এক অর্থাৎ অবিশ্লেষণীয়। একার ভাঙ্গিয়া 'অই' পাওয়া যায় কিন্তু 'অ' বা 'ই' ভাঙ্গাই যায় না। উহারা অবিভাজ্য মূল-স্বর। এখানে সমান শব্দটীর অর্থ এক। সমান শব্দের অর্থ যে এক হইতে পারে, তাহার প্রমাণ অমরকোষ ও মেদিনী। যথা—সমানাঃ সৎসমৈকে স্যুঃ (অমর) সমানং সৎ সমৈকেষু ত্রিষু না নাভিমারুতে (মেদিনী)। ইহা ছাড়া, সমানঃ পতির্যাসাম্, সমানং গোত্রং যেষাম্ প্রভৃতি স্থলে ও সমান শব্দ 'এক' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

সমান বর্ণগুলি অবিশ্লেষণীয় অবিভাজ্য (unanalysable)। উহাদের প্রত্যেকের উচ্চারণস্থান

একটী মাত্র। অ কণ্ঠ্য, ই তালব্য, উ ওষ্ঠ, ঋ মূর্দ্ধন্য, এবং ৯ দন্ত্যবর্ণ; কিন্তু একার, ঐকারের উচ্চারণস্থান দুইটী—কণ্ঠ ও তালু; ওকার, ঔকারের উচ্চারণ স্থানও দুইটী—কণ্ঠ ও ওষ্ঠ। সমান পদটীর ব্যুৎপত্তি এই দিক দিয়াও করা যাইতে পারে। শব্দকল্পদ্রুমে সমান শব্দের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে,—"একস্থানোচ্চার্য্য বর্ণ"। অ আ প্রভৃতি সমান বর্ণ, কেন না উহারা প্রত্যেকেই সমান বা মাত্র এক স্থান হইতে উচ্চারিত হয়।

কবি বলিয়াছেন, স্বদেশ-বাসীদের লজ্জা হইতে পারে; কিন্তু স্বনগরবাসী এবং স্ব-প্রদেশ-বাসীর অপ্রত্যয় হইতে পারে, ইহাও অসম্ভব নহে। তাই বোম্বাই প্রদেশের আপতে মহাশয়ের অভিধান হইতে সমান শব্দের অর্থ তুলিয়া দিলাম; "a letter having the same organ of utterance" এখানে the same না বলিয়া "only one" বলিলে ভাল হইত।

কাতন্ত্রে 'নামিন্' ( নামী ) শব্দটী পারিভাষিক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। নামী অর্থ অবর্ণবর্জ্জ স্বর। অবর্ণবর্জ্জ স্বরের এই নাম হইল কেন? এ বিষয়ে পঞ্জীকার ত্রিলোচন বলেন,—

"নমনং নাম ইতি ভাবে ঘঞ্। সোঽস্যাস্তীতি নামী। তথাবামীষাং হ্রস্বদীর্ঘভেদেন স্বত এব ধ্বনিরুচ্চরতি নৈবোর্দ্ধং স্পৃশতীতি"।

কুলচন্দ্র অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কবিরাজ পঞ্জীর স্বাভাবিক অর্থ ছাড়িয়া দিয়া অন্যরূপ ( অ আ ইব উর্দ্ধম্ ) অর্থ করিয়াছেন। এস্থলে টীকাকারদিগের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। তবে যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে এ ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় নাই। প্রকৃত ব্যাখ্যা এই—

ই ঈ প্রভৃতির পর দন্ত্য স্ মূর্দ্ধন্য হইয়া যায়। এই রূপে দন্ত্যকে মূর্দ্ধন্যে পরিণত করে বলিয়া ইহাদের নাম নামী। বাজসনেয়-প্রাতিশাখ্যের "দন্ত্যস্য মূর্দ্ধন্যাপত্তির্নতিঃ" ( ১।৪২ ) অর্থাৎ দন্ত্যের মূর্দ্ধন্য হওয়ার নাম নতি, এই সূত্রটীই ইহার প্রমাণ। ঋক্প্রাতিশাখ্যে ( ১।১৭।২০ ) এবং অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্যে ( ২।২৯ ) নামী শব্দটী এই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বাজসনেয়-প্রাতিশাখ্যে ঐ অর্থে 'ভাবী' শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে, যথা "ভাবিভ্যঃ সং ষং সমানপদে" (৩।৫৬)। বস্তুতঃ উচ্চারণস্থানকে দন্ত হইতে নামাইয়া ( বদলাইয়া ) মূর্দ্ধায় আনে বলিয়া ইকারাদি স্বর নামী।

কাতন্ত্রের সকল সংজ্ঞাই অন্বর্থ নহে। কাতন্ত্রে উষ্মবর্ণের আর এক নাম শিট্। পাণিনীয়ে উষ্মবর্ণকে শল্ বলে। টীকাকারেরা বলেন যে, শিট্ সংজ্ঞার প্রয়োগ করিয়া সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য দেখাইয়াছেন যে, ইচ্ছা করিলে, তিনিও লঘু-সংজ্ঞা ব্যবহার করিতে পারিতেন। কাতন্ত্রে সি ঔ জস্, অম্, ঔ, এই পাঁচটী বিভক্তিকে ঘুট্ বলে। পাণিনিতে ঘুটের নাম সর্ব্বনাম স্থান। ইহাদিগকে সর্ব্বনাম স্থান কেন বলে, তাহা বুঝিতে পারি নাই, তবে সর্ব্বনামস্থান যে যোগরূঢ় শব্দ তাহা নিশ্চিত। কাতন্ত্রে কেন এই যোগরূঢ় শব্দটী ছাড়িয়া দেওয়া হইল, তাহা ভাবিবার বিষয়। কলাপে অন্তঃস্থ ও অনুনাসিক ছাড়া আর সকল ব্যঞ্জনের নাম ধুট্। পাণিনিতে ধুট্কে ঝল্ বলে। শিট্, ঘুট্ এবং ধুট্ রূঢ় শব্দ মাত্র; ইহাদের কোনও অবয়বার্থ নাই।

কাতন্ত্রের মতে "পর্য্যায়শব্দানাং গুরুলাঘবচিন্তা নাস্তি" অর্থাৎ একার্থ-বাচক শব্দের মধ্যে কোনটী ছোট বা অল্পাক্ষর আর কোনটী বড় বা বহ্বক্ষর, ইহা ভাবা নিষ্প্রয়োজন; একটী ব্যবহার করিলেই হইল। যদি প্রক্রিয়াতে কিছু লাঘব হয় তবে সেই প্রকৃত লাঘব। তাই কলাপে স্বর, ব্যঞ্জন, ঘোষবৎ, অঘোষ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মুগ্ধবোধকার এ বিষয়ে বড় বেশী বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। তিনি বিসর্গকে বি, প্রাতিপদিক বা লিঙ্গকে লি, প্রত্যয়কে ত্য পদকে দ, বিভক্তিকে ক্তি, সবর্ণকে র্ণ, দীর্ঘকে র্ঘ, প্রথমাকে প্রী, দ্বিতীয়াকে দ্বী, তৃতীয়াকে ত্রী ইত্যাদি রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে কলাপের টীকাকারগণ অতি উপাদেয় কথা বলিয়াছেন—

"দ্বিবিধং হি লাঘবং ভবতি—শব্দকৃতম্ অর্থকৃতঞ্চ। তত্র অর্থকৃতমেব লাঘবম্ অভীষ্টম্। নহি বৃক্ষশব্দস্য বৃ সঙ্কেতং ক্ষ সঙ্কেতং বা কৃত্বা ব্যবহরতো বৈদগ্ধী কাচিদস্তি।" পঞ্জী।

অস্যার্থ। লাঘব দুই প্রকার (১) শব্দকৃত, (২) অর্থকৃত। অর্থকৃত লাঘবই অভীষ্ট। বৃক্ষ শব্দের একাংশ 'বৃ' বা 'ক্ষ' কে বৃক্ষ শব্দের বদলে ব্যবহার করিলে শব্দ কৃত লাঘব হয় সত্য, কিন্তু উহাতে কোনও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় না।

পঞ্জীর উদ্ধৃত উক্তি দেখিলে, আপাততঃ মনে হয় যে, ইহা মুগ্ধবোধ লক্ষ্য করিয়াই লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইতে পারে না; কেন না, মুগ্ধবোধকার বোপদেব পঞ্জীকার ত্রিলোচনের পরবর্ত্তী কালের লোক। বোপদেব "কাব্যকামধেনুতে" ত্রিলোচনের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আর পঞ্জী হইতে প্রাচীনতর বলিয়া প্রসিদ্ধ দুর্গ-টীকায়ও ঐরূপ কথা আছে *। এই সকল কথা যে আন্দাজে বা ভবিষ্যদ্দৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়াছে, ইহা মনে হয় না। তবে কি বোপদেবের পূর্ব্বেও, হ্রস্ব, দীর্ঘ, সবর্ণ, পদ, বিভক্তি প্রভৃতির একদেশ লইয়া সংজ্ঞা গঠনের রীতি ছিল? অথবা, মুগ্ধবোধকার দুর্গ ও ত্রিলোচনের কি এই ইঙ্গিত (Hint) পাইয়াই ঐরূপ সংজ্ঞা প্রণয়ন করিলেন?

শুক্লযজুর্ব্বেদ-প্রাতিশাখ্যে ঘোষবৎকে "ধি" (১।৫৩) অঘোষকে "জিৎ" (১।৫০-৫১), সমানকে "সিম্", এবং শষসকে "মুং" বলে। শাকনবের ফিট্ সূত্রে "অচ্" সংজ্ঞার পরিবর্ত্তে "অষ্" প্রযুক্ত হইয়াছে। ভট্টোজী বলিয়াছেন "অষ্ ইতি অচঃ প্রাচাং সংজ্ঞা" (মনোরমা ৪।১।১০)। শুক্লযজুর্ব্বেদ প্রাতিশাখ্য কাত্যায়নপ্রণীত †। তৎকর্ত্তৃক নিবদ্ধ পরিভাষা মহেশ হইতে প্রাচীনতর হইলে, অবশ্যই বলিতে হইবে যে, তৎকালিক বৈয়াকরণেরা সংজ্ঞা খুঁজিতে ছিলেন। মহেশ, ধি, জিৎ, সিম্, মুং প্রভৃতির বদলে, তাহার বিচিত্র বর্ণমালা গড়িয়া দিয়া,

---

* "বৃক্ষশব্দস্য বৃ-সঙ্কেতং ক্ষ-সঙ্কেতং বা কৃত্বা ব্যবহরতো লোকে কিং নাম বৈদগ্ধ্যমস্তি।"

† কাত্যায়ন অনেক আছেন; (১) পাণিনির বার্ত্তিককার, (২) কাতন্ত্রের কৃৎসূত্রপ্রণেতা (৩) পালি ব্যাকরণকার কচ্চায়ণ, (৪) প্রাকৃতপ্রকাশপ্রণেতা, (৫) কাত্যায়নস্মৃতির রচয়িতা, (৬) শুক্লযজুর্ব্বেদ প্রাতিশাখ্যকার। ইহাদের মধ্যে (২) ও (৩) হয়ত একই ব্যক্তি।

সংক্ষিপ্ত পরিভাষা-সৃষ্টির অপূর্ব্ব কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ সংক্ষিপ্ত পরিভাষা গ্রহণ করিতে হইলে, যে শুক্লযজুর্ব্বেদপ্রতিশাখ্যের ধি, জিৎ, সিম্ ও মুৎ বা কাতন্ত্রের ধুট্, অপেক্ষা মহেশের হস্, খর্, অক্, শর্, ঝল্ অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ, তাহা নিঃসংশয়।

কাতন্ত্র ব্যাকরণ সহজবোধ্য। কাতন্ত্রের সরল পূর্ব্বাচার্য্যপ্রসিদ্ধ পরিভাষা উহাকে অনেকটা প্রাঞ্জল করিয়া রাখিয়াছে। পাণিনির "অসিদ্ধবদাত্রাভাৎ" ( ৬।৪।২২ ) এবং "পূর্ব্বত্রাসিদ্ধম্" ( ৮।২।১ ) প্রভৃতির মতন কাঠিন্যাধায়ক কোনও সূত্র কাতন্ত্রে নাই। অনেকে মনে করেন যে, মুগ্ধবোধের র্ধ, র্গ, ক্তি, অচ্, হস্, ঘী, ঘ, ঢ় প্রভৃতি সঙ্ক্ষিপ্ত কট্‌মটে সংজ্ঞাই উহার কাঠিন্যের কারণ। কিন্তু ইহা ঠিক্ নহে। একবার সংজ্ঞা গুলি শিখিয়া ফেলিলে, শেষে আর ঐ জন্য কোনও কষ্ট হয় না। তখন "সহ র্গে র্ঘঃ" বুঝিতেও যে কষ্ট, "সহ সবর্ণেন দীর্ঘঃ" বুঝিতেও সেই কষ্ট। মুগ্ধবোধের কাঠিন্যের অপর কারণ আছে। বোপদেব অত্যন্ত অল্পাক্ষরে ব্যাকরণ লিখিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি শব্দ-লাঘবকেই পরম লাঘব মনে করিতেন, প্রক্রিয়া লাঘব বা বিদ্যার্থীদের শ্রমলাঘবের প্রতি তাঁহার তত দৃষ্টি ছিল না। তাই অনেক সময় একই সূত্রে বিধি, নিষেধ, বিকল্প, প্রতিপ্রসব সমস্ত গাঁথিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে, কোনও কোনও সূত্র বুঝাইতে শিক্ষককে গলদ্ ঘর্ম্ম হইতে হয়; কিন্তু ছাত্রেরা কিছুই বুঝে না, কেবল না বুঝিয়া মুখস্থ করে। ইহা ছাড়া, মুগ্ধবোধ ও সিদ্ধান্তকৌমুদীর একটা বিশেষ দোষ এই যে, অনেক ব্যাপক-সূত্র ব্যাখ্যা করিবার সময়, বোপদেব এবং ভট্টোজিদীক্ষিত একটী বই উদাহরণ দিতে পারেন নাই। ছাত্রেরা উদাহরণ দ্বারা ব্যাখ্যাত অংশটুকু বুঝিয়া লয়, বাকি টুকু কণ্ঠস্থ করে। মুগ্ধবোধের "ঈকঃ স্বস্বত" সূত্রটী বুঝিতে হইলে, অগত্যা চল্লিশটী উদাহরণের দরকার হয়। তন্মধ্যে মাত্র তিনটী উদাহরণ ঐ সূত্রের তের ভাগের এক ভাগ বুঝাইতে সমর্থ, বাকি বার ভাগ ভবিষ্যতে বুঝিবার আশায়, কণ্ঠস্থ করাই শ্রেয়স্কর। কাতন্ত্রে (এবং সূত্র পাণিনিতে) এদোষ নাই। লেখকের "বঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা" নামক ইংরাজি পুস্তিকায় এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আছে।

( ৩ ) কাতন্ত্রের পরিভাষাই যে কেবল বিজ্ঞানোচিত তাহা নহে; কাতন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিও বৈজ্ঞানিক। কাতন্ত্র বলেন "গচ্ছন্ত্" মূল প্রাতিপদিক; পাণিনি বলেন "গচ্ছৎ।" ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, "গচ্ছন্ত্" শব্দ কোনো কোনো স্থলে "গচ্ছৎ" হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু "গচ্ছৎ" শব্দের "গচ্ছন্ত্" হওয়া সহজ নহে; কেন না যাহার উচ্চারণ কঠিন, তাহা ভাঙ্গিয়াই সহজের উৎপত্তি হয়, সহজ হইতে নিরর্থক কঠিনে যাওয়া আমাদের প্রকৃতি নহে। বাঙ্গালা ভাষার জলন্ত, ফুটন্ত, জীবন্ত, ঘুমন্ত এবং আসামী ভাষার জলন্ত, চলন্ত, জীবন্ত প্রভৃতি শব্দও কাতন্ত্রের মতের সমর্থন করে। এই কারণে আমরা, কাতন্ত্রের মতে মত দিয়া, বিদ্বন্‌স্, শ্রেয়ন্‌স্, চত্বার্, অনড্বাহ্ প্রভৃতিকে মূল প্রাতিপদিক বলিয়া ধরিতে চাই। এই জন্যই 'শম্ভূ' ও 'ঈয়সু'র পরিবর্ত্তে কাতন্ত্রে 'শতৃ‌ঙ্' ও 'ঈয়ন্‌সু' প্রত্যয় উপদিষ্ট হইয়াছে। এই জন্যই পাণিনির মতুপ্ ও বতুপের স্থলে কাতন্ত্রে মন্ত ও বন্ত বিহিত

হইয়াছে। পাণিনির মতে বুদ্ধিমৎ শব্দ, কলাপের মত বুদ্ধিমন্ত্ শব্দ। বাঙ্গালা ও আসামী ভাষায় বুদ্ধিমন্ত, ভাগ্যবন্ত, ধনবন্ত প্রভৃতি প্রাতিপদিক কাতন্ত্রের মতের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

(৪) কাতন্ত্রের বিষয়বিন্যাসপ্রণালী অতি সুন্দর। প্রথমে সন্ধি, পরে নাম, কারক, সমাস তদ্ধিত, তৎপরে আখ্যাত; তৎপরে কৃত্। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর বিষয়বিন্যাস ভাষার বৈজ্ঞানিক আলোচনার জন্য খুব উপযোগী সন্দেহ নাই; এবং যখন সংস্কৃত ভাষা কথ্য ছিল, তখন ঐরূপ সাজানর নিমিত্ত অধ্যেতৃগণেরও কোনো কষ্ট হইত না; কিন্তু বর্ত্তমান কালে সংস্কৃত মৃতভাষা। এখন পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীদ্বারা সংস্কৃত শিখিতে গেলে, বড় বিপদ উপস্থিত হয়। পাণিনীয় ব্যাকরণের দশ আনা পড়া না হইয়া গেলে, 'দেব আলয় দেবালয়' এই সহজ সন্ধিটিও শিখা যায় না।* এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য প্রক্রিয়াকৌমুদী এবং সিদ্ধান্তকৌমুদী সঙ্কলিত হইয়াছে; কিন্তু উহাতে দুইটি গুরুতর দোষ হইয়াছে।

(১) পাণিনির সূত্রগুলি স্থানচ্যুত হওয়ায়, উহাদের অধিকার ভঙ্গ হইয়াছে এবং তজ্জন্য বৃত্তিব্যতীত সূত্রগুলি দুর্ব্বোধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(২) পাণিনির ব্যাপকসূত্রগুলি উপযুক্ত সংখ্যক উদাহরণের অভাবে অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। মুগ্ধবোধেও শেষোক্ত দোষ বিদ্যমান আছে। পাণিনি ও মুগ্ধবোধের সন্ধিস্থলে কাতন্ত্র দণ্ডায়মান। সংস্কৃত ব্যাকরণ বৈজ্ঞানিকভাবে লিখিতে গেলে, আজকাল (যখন সংস্কৃত মৃতভাষা, তখন) কলাপের চেয়ে ভাল সাজান হইতেই পারে না। (লেখকের "বঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা" দেখুন)।

বোপদেব নিজে, মুগ্ধবোধের টীকাকারগণ এবং প্রয়োগরত্নমালাকার সকলই কাতন্ত্রের খুব ভক্ত ছিলেন। প্রয়োগরত্নমালায় কাতন্ত্রের লিঙ্গ, ধুট্, শিট্, ঘুট্ প্রভৃতি সংজ্ঞা উপলব্ধ হয়। পাণিনি যাহাকে প্রাতিপদিক নাম দিয়াছেন, কাতন্ত্রে তাহার নাম লিঙ্গ; বোপদেব এই লিঙ্গ শব্দের একদেশ "লি" ঐ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। বোপদেবের "ধি" সংজ্ঞাও কাতন্ত্রের "ঘুট্" হইতে গৃহীত। পাণিনি দীর্ঘ ঌকার স্বীকার করেন নাই। কিন্তু কাতন্ত্র ও মুগ্ধবোধ উভয়ত্রই দীর্ঘ ৡ আছে। 'ক্রম' ধাতুর ক্রম্যতি পদ এবং "ঞিঃ কল্যাদেঃ" সূত্রে "তুলৈরবব্যক্ষাতি অবতুলয়তি" এই উদাহরণ কাতন্ত্রানুযায়ীই দেওয়া হইয়াছে। আবার মুগ্ধবোধে এমন অনেক কথা আছে, যাহা পাণিনি ও কাতন্ত্র এই উভয়-বিরুদ্ধ। পূর্ব্বে ইহার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। 'শশ প্লুতগতৌ' এই ধাতুর লিট্ বা পরোক্ষায় বোপদেব "শশশতুঃ" পদ দিয়াছেন। পাণিনি ও কাতন্ত্রে আছে, "শেশতুঃ"। ৺গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের মুগ্ধবোধের টীকার নূতন সংস্করণে বর্ত্তমান লেখকেরই প্ররোচনায় এই ভেদটুক্ প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যাকরণ শাস্ত্রের নিয়ম এই—ঋষীণাং যথোত্তরং প্রামাণ্যম্—অর্থাৎ বৈয়াকরণদের মধ্যে যে যত কনিষ্ঠ, তাহার তত প্রামাণ্য। এখানে ঋষীণাং পদে লক্ষণা মানিতে হইবে। কেবল পাণিনি,

* অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ।৬।১।১০১।

কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিই বৈয়াকরণ ( ঋষি ) নহেন। শাকটায়ন ব্যাকরণেও ত্রিমুনি আছে; শকট, শাকটি, শাকটায়ন। বস্তুতঃ পরবর্ত্তীকালের সংস্কৃতের জন্য মুগ্ধবোধের ও রত্নমালার প্রামাণ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, কারণ ইহারাই বৈয়াকরণগণের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ। ইহা না বুঝিয়া অনেকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর কলম চালাইতেছেন, এটি বড় দুঃখের কথা। বৈয়াকরণগণের কথা বলিতে গিয়া টীকাকারদিগকে উপেক্ষা করিয়াছি, কেন না পশ্চাদ্বর্ত্তী টীকাকারেরা, অনেক সময়, তত সুবিধা করিতে পারেন নাই। মুগ্ধবোধের 'ভূসক্রম্বামঃ' সূত্রের টীকায় দুর্গাদাস বলিয়াছেন, "অনুগ্রহণং ক্রিয়াবিশেষণোপসর্গব্যবধানেঽপি প্রয়োগার্থম্।" এখানে ক্রিয়াবিশেষণ এবং উপসর্গ বলা ভুল,কেন না 'প্রভ্রংশয়াং যো নহুষং চকার' (রঘু ১৩।৩৬) প্রভৃতি প্রয়োগও সাধু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব কাতন্ত্রের টীকায় "শব্দান্তর ব্যবহিতেঽপি" এবং সুপদ্মে "ব্যবধানেঽপি" এইরূপ বলা হইয়াছে। মুগ্ধবোধের "ঞাভ্যাঙঃ ষোঃ (৬৩৮)" সূত্রের টীকায় বলা হইয়াছে "আদৌ হ্রস্বঃ পশ্চাৎদ্বিত্বম্।" "চুর্ভ্যো ণি র্বা (৭৭৩)," সূত্রের টীকায় আগে দ্বিত্ব, পরে হ্রস্ব করা হইয়াছে। এই ভুলটি কলাপের টীকা পঞ্জীকৃত ভুলের নকল! "ইণ্‌ সমা..." সূত্রের পঞ্জী ও "চণপরোক্ষচেক্রীয়িতঃ" সূত্রের পঞ্জী দেখুন।

কাতন্ত্র ও প্রাতিশাখ্যের মধ্যে সূত্রগুলির অনেক সাদৃশ্য আছে। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য ও কাতন্ত্র হইতে কতকগুলি সূত্র তুলিয়া দিলাম।

| তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য | | কলাপ |
|---|---|---|
| অথ বর্ণসমাম্নায় ( ১।১ ) | = | সিদ্ধোবর্ণসমাম্নায়ঃ ( ১।১।১ ) |
| অথ নব আদিতঃ সমানক্ষরাণি ( ১।২ ) | = | দশ সমানাঃ ( ১।১।৩ ) |

এখানে একটা কথা বলার দরকার। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের মত অ, আ, অ ৩, ই, ঈ, ই ৩, উ, ঊ, উ৩ ইহারা সমানাক্ষর; ঋ এবং ৯ সন্ধ্যক্ষরের মধ্যে গণ্য।

| | | |
|---|---|---|
| দ্বে দ্বে সবর্ণে হ্রস্ব দীর্ঘে ( ১।৩ ) | = | তেষাং দ্বৌ দ্বাবন্যোন্যস্যসবর্ণৌ। (১।১।৪) |
| ষোড়শাদিতঃ স্বরাঃ ( ১।৫ ) | = | তত্র চতুর্দ্দশাদৌ স্বরাঃ। ( ১।১।২ ) |
| শেষো ব্যঞ্জনানি ( ১।৬ ) | = | * কাদীনি ব্যঞ্জনানি ( ১।১।৯ ) |
| আদ্যাঃ পঞ্চবিংশতিঃ স্পর্শাঃ ( ১।৭ ) | = | |
| পরাশ্চতস্রোঽন্তস্থাঃ ( ১।৮ ) | = | অন্তস্থা যরলবাঃ ( ১।১।১৪ ) |
| পরে ষড়ূষ্মাণঃ ( ১।৯ ) | = | ঊষ্মাণঃ শষসহাঃ ( ১।১।১৫ ) |
| স্পর্শানামানুপূর্ব্বেণ পঞ্চ পঞ্চ বর্গাঃ ( ১।১০ ) | = | তে বর্গাঃ পঞ্চ পঞ্চ পঞ্চ ( ১।১।১০ ) |
| ঊষ্মবিসর্জ্জনীয় প্রথমদ্বিতীয়াঃ অঘোষাঃ (১।১২) ন হকারঃ ( ১।১৩ ) | | বর্গাণাং প্রথমদ্বিতীয়াঃ শষসাশ্চাঘোষাঃ। ( ১।১।১১ ) |
| ব্যঞ্জনশেষো ঘোষবান্ ( ১।১৪ ) | = | ঘোষবন্তোঽন্যে ( ১।১।১২ ) |
| ইত্যাদি | | ইত্যাদি |

* ব্যঞ্জনং কাদি ( বাজসনেয়-প্রাতিশাখ্য ১।৪৭ )।

সন্ধ্যক্ষরং পরম (বাজসনেয় প্রাতিশাখ্য ১।৪৫) = একারাদীনি সন্ধ্যক্ষরাণি (১।১।৮) সূত্রের শব্দগত সাদৃশ্য দেখান হইল; এখন রচনা-প্রণালী-গত সাদৃশ্য দেখাইতেছি।

তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে উক্ত হইয়াছে,—অম্ বিকারস্ত (১।২৮)

ইহার ভাষ্য—"অমিতি শব্দো বিকারস্ত আখ্যা ভবতি। অমিতি দ্বিতীয়া বিভক্তেরূপলক্ষণম্। যথা—প্রথম পৃঠো হকারশ্চতুর্থম্"—অর্থাৎ সূত্রে দ্বিতীয়ান্ত পদদ্বারা বিকার বুঝাইবে এবং

অঃ কারঃ আগমবিকারিলোপিনাম্ (১।২৩)

ইহার ভাষ্য—"আগমাদীনাম্ অঃকার আখ্যা ভবতি। অঃকার ইতি প্রথমা বিভক্তেরূপলক্ষণম্"—অর্থাৎ সূত্রে আগম বিকারী এবং লোপী প্রথমা বিভক্তির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে।

এই দুইটী পরিভাষা কলাপেও খাটে। পাণিনীয়ের "ষষ্ঠীস্থানে যোগা" (১।১।৪৯) পরিভাষার সঙ্গে ইহাদের তুলনা করুন। পাণিনি বলেন "ইকো যণ্ অচি"; কলাপ ও তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের রীতি অবলম্বন করিলে বলিতে হইত, "ইক্ যণম্ অচি"। এই পাণিনীয় সূত্রে বিকার প্রথমান্ত, বিকারী ষষ্ঠ্যন্ত আর কলাপে বিকার দ্বিতীয়ান্ত, বিকারী প্রথমান্ত। এইটী সূত্রের ভাষাগত গঠন-গত প্রভেদ। পাণিনির রীতি প্রাচীনতর না প্রাতিশাখ্যের ও কলাপের রীতি প্রাচীনতর?

কলাপ নামক বেদের একটী শাখা ছিল। মনে হয়, কাতন্ত্র ঐ শাখার ব্যাকরণ। বর্ত্তমান কাতন্ত্র হয়ত ঐ শাখার প্রাচীন ব্যাকরণের পরিভাষা ও রীতি অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। যজুর্বেদ-প্রাতিশাখ্যের সহিত কলাপের এত মিল এইরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। কলাপিন্ কলাপ-শাখার আদি ঋষির নাম। তাঁহার নাম হইতে কলাপ-শাখা ও কলাপ ব্যাকরণ হইয়াছে। একটী ময়ূর পাখী হইতে (কলাপিন্ ময়ূর) কাতন্ত্র-ব্যাকরণের নাম কলাপ হওয়া বড় অস্বাভাবিক। আমাদের হাইকোর্টে একটী বড় ময়ূর প্রধান-প্রাড্বিবাক হইয়া আসিয়াছিলেন এবং সেই ময়ূর-ধর্ম্মাবতার বড় ন্যায়-বিচার করিতেন, এই রূপ বলা যতদূর যুক্তিযুক্ত, কার্ত্তিকেয় ময়ূরের সঙ্গে কাতন্ত্রের যোগ তদপেক্ষা বেশী যুক্তিযুক্ত নহে।

শ্রীবনমালী বেদান্ততীর্থ বিদ্যারত্ন।

# কোটালিপাড়ার কূটশাসন

গত বর্ষে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী এম্, এ, মহাশয়ের নিকট হইতে জানিতে পারি যে ঢাকা বিভাগের স্কুলসমূহের পরিদর্শক শ্রীযুত এচ্, ই, ষ্টেপল্‌টন্ (H. E. Stapleton. Esq. B. A. B. Sc.) মহোদয়ের যত্নে শ্রীহর্ষ সম্বৎসরের মানযুক্ত এক খানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরে গত বর্ষে বর্ষাকালে মুসৌরীতে নীলমণি বাবুর পত্রে জানিতে পারি যে বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কলিকাতা মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় ডাক্তার থিওডর ব্লক এই তাম্রশাসন খানিকে কৃত্রিম প্রমাণ করিয়াছেন। পরে শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্-টন্, উহা মুসৌরীতে আমার নিকট অনুবাদের জন্য পাঠাইয়া দেন। নানা কারণে অনুবাদ সম্পূর্ণ না হওয়ায় নভেম্বর মাসের প্রারম্ভে অনুবাদসহ শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্‌টন্‌কে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। গত বর্ষে এসিয়াটীক সোসাইটীর পঞ্চবিংশত্যধিক শতবার্ষিক সম্মিলনী উপলক্ষে কলিকাতা মিউজিয়মে যে প্রদর্শনী হইয়াছিল তাহাতে উক্ত সাহেব মহোদয় এই তাম্রশাসন খানি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বর্ষের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্‌টন্ কলিকাতায় আসিয়া এই তাম্রশাসন খানির পাঠোদ্ধার করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। শারীরিক অসুস্থতা ও মদীয় শিক্ষক ডাক্তার ব্লকের অকাল মৃত্যু বশতঃ তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার এতদিন প্রকাশ করিতে পারি নাই।

বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে যে বিশাল জলাভূমি আছে তাহার মধ্যে বহু বৈদিক ব্রাহ্মণের বাসস্থান। কোটালিপাড় গ্রামের দুর্গপ্রাকার সর্ব্বপ্রথমে ভ্রমণকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোটালিপাড়ের নিকটবর্ত্তী পিনজুরী নামক গ্রামে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিশ্বরূপসেনদেবের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই পিনজুরী গ্রামের নিকটস্থিত ঘাগর নদীর তীরবর্ত্তী ঘাগরাহাটীগ্রামনিবাসী জনৈক কৃষক ভূমিকর্ষণকালে এই তাম্রশাসন খানি প্রাপ্ত হইয়াছিল। খাস্ মহলের সবডিপুটী শ্রীযুক্ত কালীপদ মৈত্রেয় মহাশয় তাম্রশাসন খানি উক্ত কৃষকের নিকট হইতে লইয়া শ্রীযুত ষ্টেপল্‌টনের নিকট প্রেরণ করেন।

আমি লক্ষ্ণৌ হইতে কলিকাতায় আসিয়া স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লকের মুখে শ্রবণ করি তিনি, স্বয়ং প্রত্নতত্ত্ববিভাগের বার্ষিকপত্রে এই তাম্রশাসন সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। পরে শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্‌টন্ সাহেবের নিকট তাম্রশাসনখানি পাইয়া উহা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হই। সর্ব্ব প্রথমে তাম্রশাসনের অক্ষরসমূহে বা তারিখে কোন বিসদৃশ লক্ষণই দেখিতে পাই নাই। যে সময়ে উত্তর ভারতে অক্ষর সমূহের নিম্নদেশে বিষম কোণের প্রাদুর্ভাবের বৃদ্ধি হইতেছিল এবং প্রাচীন গুপ্ত সাম্রাজ্যে ব্যবহৃত অক্ষরাবলী ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছিল, এই তাম্রশাসনখানি সেই

সময়ে উৎকীর্ণ। মান-গণনার ফলের সহিতও অক্ষরতত্ত্বের ফল মিলিয়া যায়, কারণ অক্ষর দেখিয়া অনুমান হয় তাম্রশাসনখানি খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে উৎকীর্ণ হইয়াছিল এবং শ্রীহর্ষাব্দ অনুসারে ইহার মান-গণনা করিলে জানা যায় যে এই তাম্রশাসনখানি ৬৪০—৪১ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বহুকালব্যাপী পরীক্ষার পরে তাম্রশাসনের অক্ষরসমূহে নিম্নলিখিত বিসদৃশ লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছি :—

( ১ ) "হ" যখন কোন যুক্ত অক্ষরে ব্যবহৃত হয় নাই, তখন ইহার আকার খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে উত্তরপশ্চিম ভারতে ব্যবহৃত অক্ষরের সদৃশ, ইহাতে বিষম কোণ নাই। কিন্তু "হ" যখন অন্য অক্ষরের সহিত যুক্ত হইয়াছে, তখন ইহার আকার খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে ব্যবহৃত অক্ষরের ন্যায়। এইরূপ আকারের "হ" এলাহাবাদ দুর্গস্থিত অশোকস্তম্ভ-গাত্রে উৎকীর্ণ দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তির[১] অক্ষরের এবং ধনাইদহ গ্রামে আবিষ্কৃত সম্রাট্ প্রথম কুমারগুপ্তের তাম্রশাসনের[২] অক্ষরের অনুরূপ। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে পূর্ব্বভারতে প্রচলিত গুপ্তাক্ষর ক্রমশঃ লোপ পাইতেছিল এবং পশ্চিমভারতে প্রচলিত গুপ্তাক্ষর তাহার স্থান অধিকার করিতেছিল। পটীয়াকেল্লায় প্রাপ্ত শিবরাজের[৩] তাম্রশাসন এবং বুদ্ধ-গয়ায় প্রাপ্ত স্থবির মহানামের খোদিত লিপি[৪] হইতে প্রমাণ হইতেছে যে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী অতীত হইবার পূর্ব্বেই বঙ্গে পূর্ব্ব-ভারতীয় গুপ্তাক্ষর লোপ হইতেছিল।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে যে পূর্ব্বভারতীয় গুপ্তাক্ষরের প্রচলন ছিল না তাহা মুণ্ডেশ্বরীর খোদিত লিপি[৫] ও শশাঙ্করাজের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ গঞ্জামের তাম্রশাসন[৬] হইতে প্রমাণ হইতেছে, এতদ্ব্যতীত নিম্নভাগে বিষম কোণযুক্ত অক্ষরসমূহের সহিত পূর্ব্ব-ভারতীয় বা পশ্চিম ভারতীয় গুপ্তাক্ষরের ব্যবহার অত্যন্ত বিসদৃশ।

( ২ ) দীর্ঘ "ঈ" সর্ব্বস্থানেই প্রাচীন গুপ্ত লিপির অক্ষরের অনুরূপ। ৪র্থ পংক্তিতে "জীবদত্ত" শব্দে এবং পঞ্চদশ পংক্তিতে "কেশবাদীন্" শব্দে এইরূপ প্রাচীন আকারের দীর্ঘ "ঈ" স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু শ্রীহর্ষাব্দের ৩৪ বর্ষের অকৃত্রিম খোদিত লিপিতে এইরূপ দীর্ঘ "ঈ"কার থাকা উচিত নহে, বরং মুণ্ডেশ্বরীর খোদিত লিপি এবং গঞ্জামের তাম্রশাসনে যেরূপ দীর্ঘ "ঈ" দেখা যায়, তাহা থাকিবার সম্ভাবনা অধিক।

( ৩ ) এই খোদিত লিপিটীতে হ্রস্ব "ই" দুইবার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যেকবারই ভিন্নরূপে লিখিত হইয়াছে। ৯ম পংক্তিতে "ইচ্ছাম্যহং" পদের "ই" দুইটী বিন্দু এবং তাহাদিগের বামপার্শ্বে একটী সরল রেখার দ্বারা লিখিত। কিন্তু ১৪শ পংক্তিতে "ইচ্ছতো" শব্দের

---

১ Fleet's Gupta Inscriptions, p. 1.
২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৬শ ভাগ।
৩ Epigraphia Indica. Vol. IX. p. 285.
৪ Fleet's Gupta Inscriptions, p. 274. Pl. XXIA.
৫ Epigraphia Indica, Vol. IX. p. 287.
৬ Ibid. Vol. VI. p. 143.

"ই" দুইটী বিন্দু এবং তন্নিম্নে একটী সরল রেখার দ্বারা লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে "ই" যেরূপ ভাবে লিখিত হইত তাহার উদাহরণ হর্ষবর্দ্ধনের মধুবন[৭] ও বাঁসখেড়ার[৮] তাম্রশাসনে এবং শশাঙ্করাজের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ গঞ্জামের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার আকার উপরে দুইটী বিন্দু বা বৃত্ত ও নিম্নে একটী অর্দ্ধ বৃত্ত বা বক্ররেখা।

(৪) এই খোদিতলিপির কতকগুলি অক্ষরের আকার প্রাচীন গুপ্তাক্ষরের সদৃশ। অধিকাংশ স্থলেই "ম" ফরুকাবাদ জেলার তরড়ি ডিহি[৯] গ্রামের খোদিত লিপির অক্ষরের অনুরূপ। নাগরী "ব" প্রাচীন গুপ্তলিপির "স," "জ" ও "হ" র সহিত ব্যবহৃত হইয়া তাম্রশাসনখানির কৃত্রিমত্ব প্রমাণ করিতেছে।

(৫) "ল" একবারমাত্র অন্য অক্ষরের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। বিংশতি পংক্তিতে "শ্লোক" শব্দে যেরূপ আকারের "ল" ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা প্রাচীন পূর্ব্ব ভারতীয় গুপ্ত অক্ষরের সদৃশ। অন্য সকল স্থানেই "ল" পশ্চিম ভারতীয় গুপ্ত অক্ষরের অনুরূপ।

(৬) "ড" মূর্দ্ধন্য "ণ"এর সহিত যুক্ত হইয়া দুই প্রকারে লিখিত হইয়াছে। তৃতীয় পংক্তিতে "সুবর্ণ" শব্দে ও ৪র্থ পংক্তিতে "মণ্ডলে" শব্দে এই অক্ষরটীর যেরূপ আকার দেখা যায় তাহা ৭ম পংক্তিতে "বৎসকুণ্ড" এবং ৮ম পংক্তিতে "জনার্দ্দনকুণ্ড" শব্দে দেখা যায় না।

(৭) লেখক ১৯শ পংক্তিতে, "পর্কটী" শব্দে খৃষ্টীয় ৮ম বা ৯ম শতাব্দীতে উত্তর ভারতে ব্যবহৃত কতকগুলি অক্ষর অনবধানতাপ্রযুক্ত ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছেন। এই শব্দের প্রথম অক্ষরটীর যেরূপ আকার তাহার সহিত এই খোদিত লিপির অন্য "প" এর কোন সাদৃশ্য নাই। এইরূপ আকারের "প" উত্তর ভারতীয় খোদিতলিপিসমূহে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। দ্বিতীয় অক্ষরটী ৮ম শতাব্দীর বলিয়া মনে হয়; কারণ হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে খোদিতলিপিসমূহেও নাগরী "ক" র অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত মহানামের খোদিতলিপি ও গঞ্জামের তাম্রশাসন ব্যতীত ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে অপর কোন খোদিতলিপিতে এইরূপ অক্ষরের ব্যবহার দেখা যায় না।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে শতাব্দীত্রয়ব্যাপী লিপিমালা হইতে অক্ষর নির্ব্বাচন করিয়া এই খোদিতলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

(১) তৃতীয় এবং ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে ব্যবহৃত লিপিমালা।

(২) খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে উত্তরপূর্ব্বভারতের প্রচলিত লিপিমালা। বিষমকোণবিহীন "জ" "প" এবং "ল" ইহার উদাহরণ।

(৩) নিম্নভাগে বিষমকোণযুক্ত খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে উত্তর ভারতে প্রচলিত লিপিমালা। অক্ষরতত্ত্বমূলক প্রমাণ ব্যতীত তাম্রশাসনের উদ্ধৃত পাঠ হইতেই বুঝা যায় যে ইহা

---

৭ Epigraphia Indica, Vol I. & Vol. VII.

৮ Ibid. Vol. IV. P. 208

৯ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ১৬শ ভাগ পৃঃ ১১০।

কৃত্রিম। এপর্য্যন্ত যত তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে ভূমিদানের যে পদ্ধতি পাওয়া যায় তাহা তিনভাগে বিভক্ত হইতে পারে।

( ১ ) ইহার প্রথমভাগ গদ্যে বা পদ্যে লিখিত হইত, এবং ইহাতে রাজার পিতৃগণের পরিচয় বা তাহার প্রশংসাবাদ থাকিত। অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক তাম্রশাসনের এই অংশে গদ্যে রাজার উপাধি ও অন্যান্য পরিচয় লিখিত থাকে।

( ২ ) দ্বিতীয়ভাগ গদ্যে লিখিত হয় এবং ইহাতে দত্তভূমির সহিত সংশ্লিষ্ট রাজকর্ম্মচারিগণের প্রতি রাজাদেশ লিপিবদ্ধ থাকে, এবং দত্তভূমি বা গ্রাম কোন্ ভুক্তিতে, মণ্ডলে বা বিষয়ে অবস্থিত ও তাহার সীমাবন্ধনী লিখিত থাকে।

( ৩ ) তৃতীয়ভাগে ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ হইতে সংগৃহীত কতকগুলি শ্লোক লিখিত থাকে, তাহাতে প্রদাতার-আশু স্বর্গলাভ বা অপহারকের দীর্ঘকাল নরকবাসের সম্ভাবনা দেখা যায়।

বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত যতগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদায় হইতে এই তাম্রশাসন খানিতে নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখা যায় :—

( ১ ) রাজা ভূমিদান করেন নাই বা ভূমিদানে সম্মতি প্রদান করেন নাই।

( ২ ) কে ভূমিদান করিয়াছিলেন তাহা স্পষ্টভাবে লিখিত নাই।

( ৩ ) এই তাম্রশাসনে কতকগুলি রাজকর্ম্মচারীর নাম লিখিত আছে। দানসম্বন্ধে রাজাদেশপ্রচারকালে রাজকর্ম্মচারীদিগের নিজ নাম লিখিত হয় না।

( ৪ ) ৪র্থ হইতে ৮ম পংক্তিতে যে রাজকর্ম্মচারিগণের নাম করা হইয়াছে অনুমান সুপ্রতীকস্বামী তাহাদিগকে দানের কথা বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৭শ পংক্তিতে পুনরায় সুপ্রতীকস্বামীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এইস্থানে পদটী মধ্যস্থ। অনুমান হয় যে সুপ্রতীকস্বামীই এই তাম্রপট্টোল্লিখিত ভূখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৯ম হইতে ১২শ পংক্তিতে যে কথাগুলি আছে তাহা হইতে বোধ হয় যে সুপ্রতীকস্বামী ভূমিগৃহীতা :—

"বিজ্ঞাপ্য ইচ্ছাম্যহং ভবতাং প্রসাদাচ্চিরবসন্নখিলভূখণ্ডলকবলিচরুসত্র প্রবর্ত্তনীয়।"

ইহার ভাষা অত্যন্ত অশুদ্ধ কিন্তু অনুমান হয় ভূমিগৃহীতা বলিতেছেন যে "আপনাদিগের অনুগ্রহে এই স্থানে বাস করিয়া ভূমণ্ডলে যজ্ঞাদির প্রবর্ত্তন করিব।" এপর্য্যন্ত যত তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার কোনটীতে এরূপ কোন কথা বা ভূমিগৃহীতাকে দূতকরূপে বিযুক্ত করার কথা পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাম্রশাসনখানির খোদিতলিপি অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য এবং কে ভূমিদান করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। ৪র্থ হইতে ৮ম পংক্তিতে যে রাজকর্ম্মচারিগণের নাম করা হইয়াছে, তাঁহারাও দাতা হইতে পারেন। কিন্তু কোনও রাজকর্ম্মচারী ভূমিদান করিলে রাজার সম্মতি আবশ্যক হয়। প্রাচীনকালেও এরূপ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ১১৯১ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ ১১৩৪ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জরাজ গোবিন্দচন্দ্রের সময় শিল্হারবংশীয় বৎসরাজ বারাণসীতে যে ভূমিদান করিয়াছিলেন তাহাতে গোবিন্দচন্দ্রের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইয়া-

ছিল। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে বারাণসীর নিকটবর্ত্তী কৈমালীগ্রামে বৎসরাজের এই দানপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইহাতে রাজার সম্মতিগ্রহণের কথাও স্পষ্ট লিখিত আছে।১০ ১২শ, ও ১৩শ পংক্তির অর্থ করা যায় না।

দুই একটী সংস্কৃতমূলক শব্দ আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ পদই বোধ হয় লেখক কর্ত্তৃক শ্রোতৃবর্গের ভীতি উৎপাদন করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লক এই দুই পংক্তির অনুরূপ পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও অর্থ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। প্রাচীন খোদিতলিপিসমূহে জাল দানপত্রের বা কূটশাসনের উল্লেখ পাওয়া যায়। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের মধুবন গ্রামের আবিষ্কৃত স্থাণ্বীশ্বরাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের তাম্র-শাসনে দেখা যায় যে শ্রাবস্তি ভুক্তিতে বামরথ্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ সোমকুণ্ডক নামক একখানি গ্রাম, কূটশাসনবলে ভোগ করিতেছিল। রাজা উহা জানিতে পারিয়া বিচার করেন ও কূটশাসন ভাঙ্গিয়া তাহার ২৫শ রাজ্যাঙ্কে অর্থাৎ ৬৩১ খৃষ্টাব্দে উক্তগ্রাম অপর একজন ব্রাহ্মণকে দান করেন। মধুবনের তাম্রশাসনের ১০ম পংক্তিতে এই কথা পাওয়া যায়—

"সোমকুণ্ডকগ্রামো ব্রাহ্মণ বামরথ্যেন কূটশাসনেন ভুক্তক ইতি বিচার্য্য যতস্তচ্ছাসনং ভঙ্ক্‌ত্বা। তস্মাদাক্ষিপ্যচ ইত্যাদি।"১১

এই তাম্রশাসনখানি ৮১/৪″ দীর্ঘ ও ৪১/৪″ প্রস্থ একখানি তাম্রফলকের উপর উৎকীর্ণ। খোদিতলিপির দক্ষিণে কিয়ৎপরিমাণ স্থান আছে। এইস্থানে রাজমুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন তাহার চিহ্নব্যতীত আর কিছুই নাই। ইহাতে একটী ক্ষুদ্র ত্রিকোণ ছিদ্র আছে। যে সকল খোদিতলিপি একাধিক তাম্রফলকে উৎকীর্ণ থাকে, তাহা একত্র করিবার জন্য খোদিত লিপির দক্ষিণে গোলাকার ছিদ্র করিতে হয়। ত্রিকোণ ছিদ্রের ব্যবহার বিশেষতঃ এক-তাম্রপাত্রে সহজবোধগম্য নহে। সাধারণতঃ অক্ষরগুলির দৈর্ঘ্য ১/৪″ ইঞ্চি। তাম্রফলকের উভয় পৃষ্ঠেই খোদিতলিপিটী উৎকীর্ণ হইয়াছে। প্রথম পৃষ্ঠে ১২শ পংক্তি ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ১১শ পংক্তি সর্ব্বসমেত ২৩ পংক্তি খোদিতলিপি আছে। খোদিতলিপির ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু অতিশয় অশুদ্ধ। এই তাম্রশাসনের ২য় পংক্তিতে যে মহারাজাধিরাজ সমাচারদেবের নাম পাওয়া গিয়াছে, এপর্য্যন্ত তাহার সম্বন্ধে অন্য কোন কথাই প্রকাশিত হয় নাই। খোদিত-লিপির শেষ পংক্তিতে যে ৩৪ বর্ষের উল্লেখ আছে তাহা বোধ হয় শ্রীহর্ষাব্দের বর্ষ, গুপ্তাব্দের নহে। কারণ খোদিত লিপিতে গুপ্তাক্ষরের ব্যবহার থাকিলেও অধিকাংশ অক্ষর খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীর লিপিমালার অনুবাদ। স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লক ও প্রেসিডেন্সী কলেজের পালিভাষার অধ্যাপক পণ্ডিত নীলমণি চক্রবর্ত্তী এই তাম্রশাসনের তারিখ সম্বন্ধে ভিন্নমত প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক্তার ব্লকের মতে ইহা ১৪ হর্ষাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। পণ্ডিত নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতে ইহা ৪৪ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু "ল" "ল্" বা

১০ Epigraphia Indica, Vol. IV. 131.

১১ Epigraphia Indica, Vol. I. P. & Vol. VII. P. 155.

এপর্য্যন্ত কোন খোদিতলিপিতে ১০ বা ৪০ সংখ্যাজ্ঞাপন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় নাই।[১২]

৩৩ শ্রীহর্ষাব্দে অর্থাৎ ৭৪০ খৃষ্টাব্দে স্থাণীশ্বরাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর হইতে পঞ্চনদ পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতের একছত্রাধীশ্বর ছিলেন। সে সময়ে পূর্ব্ব বা দক্ষিণ বঙ্গে অপর কোন স্বাধীন নরপতির অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নহে।

প্রথম পৃষ্ঠ।

১। স্বস্ত্যস্যাম্পৃথিব্যামপ্রতিরথে নৃগ নহুষ যযাত্যম্বরীষ সম
২। ধৃতাং মহারাজাধিরাজ শ্রীসমাচারদেবে প্রতপত্যেতচ্চরণকমল
৩। যুগলারাধনোপাত্ত নব্যাবকাশিকায়াং সুবণ্ড বাশ্যাধিকৃতান্ত
৪। ঙ্গ উপরিক জীবদত্তস্তদনুমোদিত কবারকমণ্ডলে বিষয়
৫। পতি পবিত্রুকো যতোঽস্য ব্যবহারতঃ সুপ্রতীকস্বামিনা জ্যেষ্ঠাধি
৬। করণিক দামুক প্রমুখমধিকরণম্বিষয় মহত্তর বৎস
৭। কুণ্ড মহত্তর শুচিপালিত মহত্তর বিহিতঘোষ শূরদ
৮। মহত্তর প্রিয়দত্ত মহত্তর জনার্দ্দন কুণ্ডাদয় অন্যে চ
৯। বহবঃ প্রধানা ব্যবহা[রি]ণশ্চ বিজ্ঞাপ্তা ইচ্ছাম্যহং ভবতা[ং] প্রসা
১০। দাচ্চিরো বমম্নখিল ভূখণ্ডলক বলিচরুসত্রপ্রবর্ত্তনীয়
১১। ব্রাহ্মণোপয়া গায়চ তাম্রপট্টীকৃত্য তদর্হং [ য ] থা প্রসাদ কত্র
১২। ম্মিতি যত ধনদভ্যর্থন মুপলভ্য সংথো পরিলিখিতা

দ্বিতীয় পৃষ্ঠ।

১৩। স্য ব্যবহারিভিঃ সমন্ত্যে (?) সাপটী (?) স্বাপদী (?) জে ( ? ষ্ঠা ) রাজ্ঞী ধর্ম্মার্থ নির্ম্মল
১৪ ইচ্ছতো ব্যা (?) কৃতা ভূমিং নৃপসৈ্যবার্থধর্ম্ম কৃতদস্মৈব্রাহ্মণাদায়তামি
১৫। ত্যবধৃত্য করণিক নয়নাগ-কেশবাদীঙ্কুলচারান্ প্রকল্প্য প্রাক্তাম্রপট্টী
১৬ কৃত্য ক্ষিত্র কুল্য(?)বা পত্রগ্রামপাস্য ব্যাঘ্রকোর কোয়চ্ছি পতচ্চ ভূঃসীমা
১৭। লিঙ্গা নির্দ্দিষ্টং কৃতাস্য সুপ্রতীকস্বামিনঃ তাম্রপট্টীকৃত্য প্রতিপাদিতঃ
১৮। সীমালিঙ্গানি চাত্রঃ পূর্ব্বস্যাং পিশাচপর্ক্কটী দক্ষিণেন বিদ্যা
১৯। ধরজোগিকা পশ্চিমায়াং চন্দ্রবর্ম্মকোগকেণঃ উত্তরেণ গো
২০। পেন্দ্রচোরক গ্রামসীমাচেতি ॥ ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ ষষ্ঠিম্বর্ষসহ
২১ স্রাণি স্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ আক্ষেপ্তা চানুমন্তা বা তান্যেব নরকে বসেত
২২। স্বদত্তাম্পরদত্তাম্বা যোহরেত বসুন্ধরাং স্ববিষ্ঠায়া [ং] কৃমিভূত্বা পিতৃভি
২৩। সহ পচ্যতি ॥ সম্বৎ ৩০, ৪, কার্ত্তিদি ১ ॥

[১২] Buhler's Indian Palæography, Pl. I. e. x. V. XIV. & XIX—XXVI.

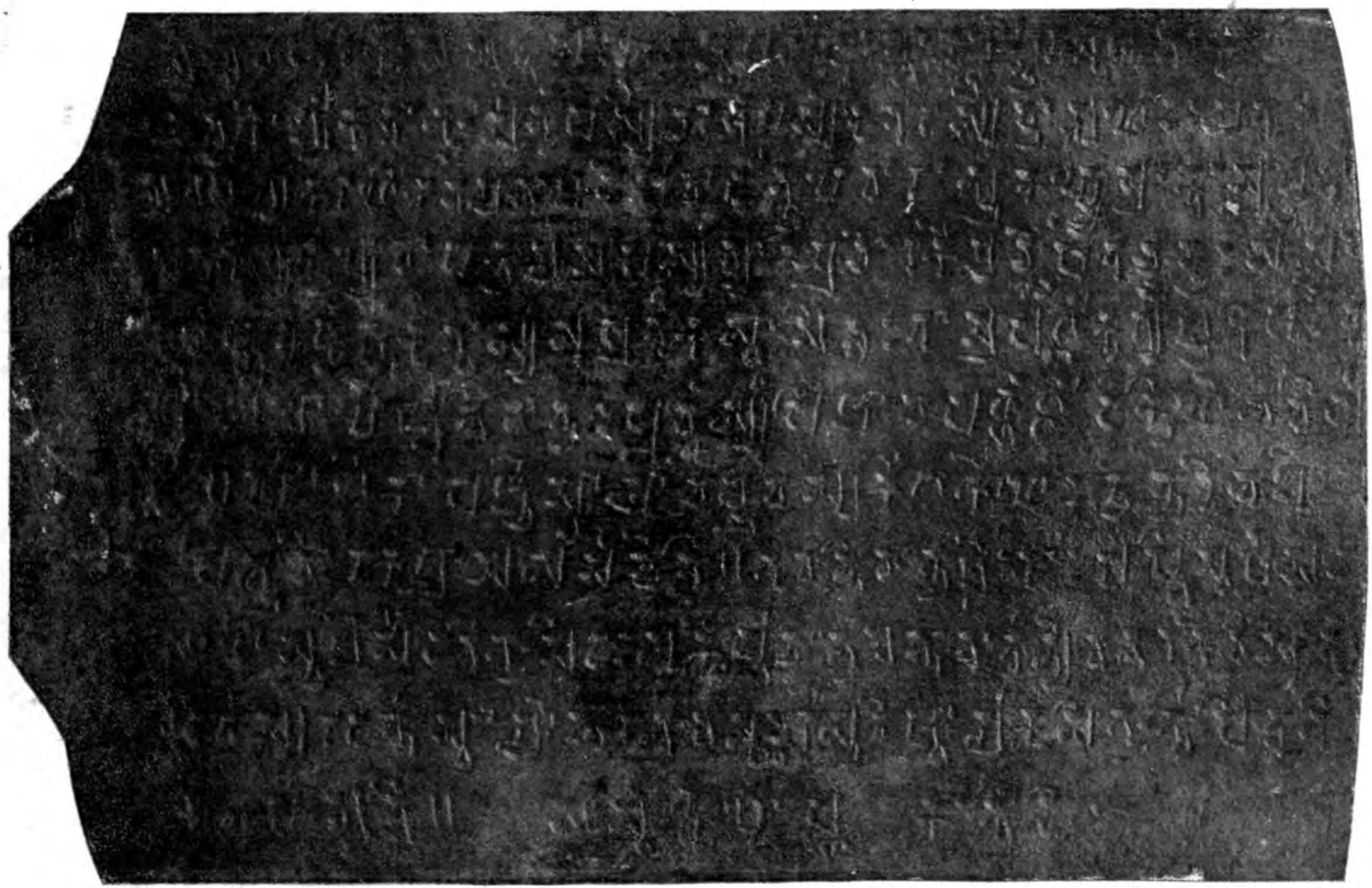
কোটালিপাড়ার কূটশাসন

১ম পৃষ্ঠ



কোটালিপাড়ার কূটশাসন

২য় পৃষ্ঠ



# বঙ্গীয় গ্রাম্য-ভাষাতত্ত্ব

বঙ্গভাষার শব্দসম্পত্তি বড় স্বল্প নহে। অন্যান্য ভাষার সহিত তুলনা করিতে যাইলে বোধ হয় বাঙ্গালার শব্দাধিক্য যথেষ্ট বেশী হইয়া যায়। এই সকল শব্দ লেখ্য ও কথ্য-ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ভাষার ব্যবহারোপযোগী বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দকে লেখ্য আর কথোপকথনের মুখে যে সকল কথা ব্যবহৃত হয় তাহাদিগকে কথ্য বা উচ্চার্য্য বলা যাইতে পারে। বহুকাল এই উভয় শ্রেণীর শব্দের পরস্পর আদান প্রদান চলিতেছে অর্থাৎ অনেক গ্রাম্যশব্দ লেখ্যভাষায় গৃহীত হইয়াছে এবং ভূরি ভূরি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দও চলিত ভাষায় গিয়া মিশ্রিত হইয়াছে। চলিত শব্দের লেখ্যভাষায় গ্রহণ বিষয়েও নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ" বাক্যের সার্থকতা যথেষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছে সন্দেহ নাই। কি প্রাচীন, কি আধুনিক সকল কালের কবির কাব্যাদিতেই অল্পাধিক পরিমাণে গ্রাম্যশব্দের বিদ্যমানতা আছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে অত শব্দাড়ম্বরে গ্রন্থারম্ভ করিলেন তিনিও কিন্তু চলিত শব্দ গ্রহণের কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিলেন না। ভারতচন্দ্র, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্রভৃতির কথা আর কি বলিব! আমরা দুই চারিটীমাত্র কবিপ্রয়োগ এস্থানে দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছি।

কৃত্তিবাস—রাত্রিকালে কত দেখি কুচ্ছিত স্বপন।
চণ্ডীদাস—ননদী বিষের কাঁটা, বিষমাখা দেয় খোঁটা।
নরোত্তমদাস—যে আজ্ঞা বলিয়া কৈনু কোটি দণ্ডবৎ॥
কবিকঙ্কণ—ডগি ডগি ডাল ছোলার শাক।
খনার বচন—কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা॥
ভারতচন্দ্র—যদি দেখে আঁটাআঁটি, কান্দিয়া ভিজায় মাটী,
রামপ্রসাদ—ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
মাইকেল—হাঁটু পাড়ি মীনধ্বজ শিঞ্জিনী টঙ্কারি।
ঈশ্বরগুপ্ত—মেদিনী ফাটিয়া যায় বকুনীর চোটে॥
দীনবন্ধু মিত্র—বাগের মতন ব্যাটা কর্ণ মহাশয়।
হেমচন্দ্র—কান্নাকাটি ঝাটাপটি কত করে মোর।
বঙ্কিমচন্দ্র—বামনির মুখটা বড় কড়ুয্যি।

এস্থলে বৃহত্তর শব্দগুলি গ্রাম্য। কিন্তু এ আদান প্রদানের কারণ কি?—কারণ অবশ্যই আছে। ভাষাজননী এমনই করুণাময়ী যে তিনি এক সন্তানকে ছাড়িয়া আর এক পুত্রকে লইয়া থাকিতে পারেন না, এক শ্রেণীর পুত্রকে মাতৃ-অঙ্কে স্থান দিয়া "একচোখো"

আখ্যায় আখ্যাত হইতে তিনি অভিলাষী নহেন। সেই জন্য মধ্যে মধ্যে এমন সময় আসিয়া পড়ে যে লেখ্য ভাষাতেও চলিত শব্দের ব্যবহার অপরিহার্য্য হইয়া উঠে এবং কথোপকথনের মুখেও বিশুদ্ধ শব্দের ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। "বন্যবরাহগণ পল্বলে গা ডুবাইয়া রহিয়াছে" বলিলে বেশ কেমন একটু শ্রুতিকটু হইয়া উঠে; কেন না গা ও ডুবাইয়া কথাটি চলিত; তাহার সহিত পল্বল না দিয়া ডোবা শব্দের ব্যবহার করাই ভাল। এইরূপ বক্তৃ-বোদ্ধব্যের নিকৃষ্টোৎকৃষ্টত্ব অনুসারেও অনেক সময় লেখ্যভাষাকে ভাল মন্দ করিতে হয়। নচেৎ ভাষা গঠনের নিয়মের ও লৌকিক আচারের অপব্যবহার হইয়া যায়। সংস্কৃতের অলঙ্কার-শাস্ত্রে এ সকল বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালায় সে সকল রীতি পদ্ধতি বা ভাষাগঠন-সংক্রান্ত আইন-কানুনের এপর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। আর হয় নাই বলিয়াই বঙ্গভাষা নানাপ্রকারে স্বেচ্ছাচারের প্রবল উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইতেছে। আমাদিগের উচিত যে আমরা সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের আবশ্যকীয় রীতিনীতি-গুলি অনূদিত করিয়া লইয়া ভাষাগঠনের পথ সুগম ও আবর্জ্জনাবিহীন করিয়া লই। এই সকল শাস্ত্রাদেশ গৃহীত হয় নাই বলিয়াই আজ ভাষাকাননে নানা কণ্টকাবর্জ্জনার আবির্ভাব হইয়াছে। দুই একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি—

( ১ ) শ্মশান ভাল বাসিস্ ব'লে শ্মশান করেছি হৃদি। ( এস্থলে হৃদি শব্দ অশুদ্ধ )

( ২ ) কে রে **শ্যামাঙ্গিনী মত্তমাতঙ্গিনী উলাঙ্গিনী** হ'য়ে সমরে নাচিছে।

( শ্যামাঙ্গিনী প্রভৃতি শব্দ দুষ্ট )

( ৩ ) ঈশাক্ষের উৰ্দ্ধে মারা গেল মার। নাকেতে নির্জ্জরগণ করে হাহাকার॥

( এস্থলে শ্রুতিকটুতা )

( ৪ ) সেই দুখে হিয়া কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে।

( এস্থলে প্রাণের বিনাইয়া কাঁদা অসম্ভব )

উদ্ধৃতাংশসমূহে চিহ্নিত শব্দগুলি যে দুষ্ট, ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে ভুল তাহা অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

প্রসঙ্গক্রমে প্রকৃতপ্রস্তাব হইতে আমরা একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। সুধীগণ সে ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া লইবেন। ফলকথা, সংস্কৃত ভাষাতেও যেমন অবস্থাবিশেষে, বক্তৃবিশেষে, ও কালবিশেষে শব্দসংক্রান্ত আড়ম্বর ত্যাগ করিবার, এমন কি, চলিত ভাষায় ( অর্থাৎ প্রাকৃতভাষা ) গ্রহণ করিবারও পদ্ধতি আছে বাঙ্গলার পক্ষেও তাই। এমন সময় আসিয়া পড়ে, যে সময় লেখনী লেখ্যভাষা উদ্গীরণ করিতে বসিয়াও চলিত শব্দের ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং কবিগণ যে ভাষায় চলিত শব্দের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন বা করিতেছেন, তজ্জন্য সকল স্থলে তাঁহাদিগকে দোষী করা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। তাহা বলিয়া যে আমরা—

ভারতচন্দ্রের—মানিক কলসী তোরা জরকসীচিরা

মাইকেলের—অগ্নিশিখা সম অসি মহা তেজস্কর, বৃষ্টিশিলা তড় তড় তড়ে ॥

সহদেব চক্রবর্ত্তীর—( ধর্ম্মমঙ্গলে ) তেবান্তর মোর বিলে, তুমি মোরে আজ্ঞা কৈলে,

ঈশ্বর গুপ্তের—বকুনি তখুনি গেলে পেতেম নিস্তার।

চণ্ডীদাসের—পড়সি দুর্জ্জন, বলে কুবচন।

বিদ্যাপতি—মৃগমদ চন্দন ঘামে ভিজি গেল।

প্রভৃতি প্রয়োগকে সুন্দর বলিয়া গ্রহণ করিব তাহাও নহে। পূজায় বলিদানের পদ্ধতি আছে বলিয়া যে যথেচ্ছ পশুর ব্যবহার করিতে হইবে এবং বলি দেয় পশুকে পেঁচাইয়া পেঁচাইয়া কাটিতে হইবে এমন কোন কথা নাই।

যেমন সময় বিশেষে লেখা ভাষায় চলিত শব্দের ব্যবহার অনিবার্য্য হইয়া উঠে,তেমনই আবার লোকে দেশকাল বিবেচনায় কথ্যভাষায় বিশুদ্ধ শব্দের ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারে না। ময়মনসিংহে গিয়া যদি আমি পায়রা শব্দের ব্যবহার করি তাহা হইলে হয় ত সকল লোকে তাহা বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যদি কবুতর কেতর শব্দের উল্লেখ করি, তাহা হইলে তাহার অর্থবোধ বিষয়ে আর কাহারও গোলযোগ থাকিবে না। ইত্যাদি।

চলিত শব্দের সৃষ্টিবিষয়ে অনেকে অনেকবিধ মত প্রকাশ করেন, অধিকাংশ ব্যক্তির মত সংস্কৃত হইতেই যাবতীয় শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। সাপ, দই, মাথা, হাত, জোঁক, কাটারী প্রভৃতি শব্দ দেখিলে না হয় তাহাদিগকে সর্প, দধি, মস্তক, হস্ত, জলৌকা, কর্ত্তরিকা প্রভৃতি শব্দ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইব ; কিন্তু উনান, বালিশ, ধুচুনি, ঢেঁকি, দোয়াত, ইল্লৎ, বকুনি প্রমুখ শব্দ দেখিলে কাহার বলিতে সাহস হইবে যে তাহারা সংস্কৃতমূলক। এই শ্রেণীর শব্দ মধ্যে অনেকানেক বৈদেশিক শব্দ থাকিলেও ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে বাঙ্গলার নিজস্ব সামগ্রীর সত্বাও তাহাদিগের বড় অল্প নহে। বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে অধ্যয়ন করিবার সময় কতকগুলি ছড়া অভ্যাস করিতে পাইয়াছিলাম, সেই সকল ছড়ায় বিদেশের যে সকল গ্রাম্য বাঙ্গলায় আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে তাহাদিগের হিসাব বেশ সুন্দরভাবে লিখিত ছিল। এস্থলে কিছু কিছু উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—

যথা বাঙ্গলার মিশ্রিত উর্দ্দু শব্দ—

অবোল, আটক, ইস্ত্রী, আমেজ, এলাচ, ওলা, কঠোরা।
কাঁচা, কসা, খট্‌কা, গুদম, ঘুঙু, চম্পট, আর, চারা॥ ( ইত্যাদি )

আরবী শব্দ—মুনফা আমীন জিম্মা মোকর্দ্দমা হাল উকীল।
দায়ের দাবী নায়েব তায়দাদ তামাসা তলব মিসীল॥ ( ইত্যাদি )

পারস্য শব্দ—আমদানী কেরোয়া তুফান ফরিয়াদী উমেদার।
আসামী সেরেস্তা জবাব সওয়াল ও সেরেস্তাদার॥ ইত্যাদি

---

*আবশ্যক হইলে—এই সকল ছড়ার অন্যান্য অংশ প্রকাশার্থ প্রদান করিতে পারি।

হিন্দী শব্দ—বোবা জোয়ার মির্গি পাকনা চমক সকাল কোয়াসা।
দুরন্ত আর দাঙ্গা জুয়া নবম ফটক চাল চাসা॥ ইত্যাদি

ইংরাজী শব্দ—টেবিল নম্বর চেয়ার কোচম্যান বেঞ্চ পিস্তল কোট জ্যাকেট।
রেলওয়ে কামান বোতল বাক্স গেলাস পেনসীল লণ্ঠন শ্লেট॥ ( ইত্যাদি )

এখন বোধ হয়, সকলে বুঝিতে পারিলেন যে চলিত বাঙ্গলার কত শত বৈদেশিক শব্দ আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে, সেই সকল শব্দকে চিরকাল ভাষায় স্থান দিতে হইবে এমন কোন কথা নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট না লিখিয়া প্রাড়্‌বিবাক লিখিলে দোষ কি ? কালেক্টর না লিখিয়া 'করোদ্ধর্ত্তা" লেখা মন্দ কি ? সিন্দুক না লিখিয়া মঞ্জুষা লিখিতে আপত্তি কি ?—কিন্তু তাই বলিয়া আমরা আবার 'তেঁতুলের' পরিবর্ত্তে তিন্তিড়ী, 'দোয়াতের' বদলে 'মস্যাধার', 'বিড়ালের' পরিবর্ত্তে মার্জ্জার, কুকুরের স্থানে 'সরমানন্দন' সকল স্থলেই ব্যবহার করা সমীচীন মনে করি না। যেস্থানে ভাষার কাঠিন্যবিধান অনিবার্য্য, সেস্থানে না হয় সহজবোধ্য শব্দের স্থানে একটা আয়াসগম্য শব্দের ব্যবহার করা যাইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া সকল স্থলেই তাহাদের গ্রহণ সমীচীন নহে। কারণ আমরা সাগু-খোর সাহিত্যিক হইয়া পড়িয়াছি; পোলাও হজম করিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই। যাহাতে ভাষাটি প্রসাদগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ অনায়াসবোধ্য হয় তাহার দিকেই সকলের দৃষ্টি। প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে অনেকের কিন্তু সেদিকে আসক্তি ছিল না। অনেকে কেবল চেষ্টা করিতেন, বাঙ্গালাকে সংস্কৃতের শব্দালঙ্কারে সজ্জিত করিবেন। সংস্কৃত ভাষার দুর্ভেদ্য রীতি-নীতিতে বঙ্গভাষাকে বিজড়িত করিয়া রাখিবেন। বাস্তবিক পক্ষে সেটা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। সংস্কৃতের ছন্দোভাব, রস, অলঙ্কার প্রভৃতি আসিয়া সংক্রামিত না হইলে আর এ ভাষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতেছে না; এ উদ্দেশ্য সাধন করিতে অবশ্য কিছু সময় লাগিবে, কিন্তু ইহা আমি সকলকে অনুরোধ করি যে যিনি যত পারেন, বৈদেশিক শব্দগুলিকে বিদায় দিয়া তাহাদিগের স্থানে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার করিতে চেষ্টা করুন। ভাষাকে পরের ধনে ধনী করা অপেক্ষা স্বকীয় সম্পত্তিতে বলবতী রাখা বড় ভাল। সে যাহা হউক গ্রাম্য শব্দ সম্বন্ধীয় আলোচনাই প্রধান বক্তব্য। জেলাভেদে এই গ্রাম্য-শব্দাবলীর রূপভেদ যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। নদীয়ায় যাহাকে 'মেকুর' বলে রাজসাহীতে তাহা বিশাই, হুগলী হাবড়া বর্দ্ধমানে তাহা বেরাল বা বিড়াল। সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু তাহা মার্জ্জার নামে অভিহিত এইরূপ—

হুগলী হাবড়া বর্দ্ধমানের **ব্যাড়া,** মেদিনীপুরের **ধাড়া,** বাঁকুড়ায় **আদাড়,**
চট্টগ্রামে **বীলি,** হুগলী হাবড়া বর্দ্ধমানে **কলসী,** শ্রীহট্টে **কইলা,**
বাঁকুড়ায় **গোর্‌য়া** পাবনায় **চগো** যশোহরে **বাঁশই,** খুলনায় **সাঙ্গড়,**
ময়মনসিংহে **চঙ্গ,** হুগলী হাবড়া বর্দ্ধমানে **মই,** সিংহভূমের **গোধি,**
ঢাকায় **গুইল,** পাবনায় **গোমা,** হুগলী হাবড়া বর্দ্ধমানে **গোসাপ,**

রঙ্গপুরের জোনাক, যশোহরে চান্দনী, চট্টগ্রামে জোন,
হুগলী হাবড়া বর্দ্ধমানে জোরছনা।

এই ত গেল একার্থক শব্দের আঙ্গিক পার্থক্যের কথা; ইহা ছাড়া এরূপ শব্দাবলী ও গ্রাম্য-শব্দ ভাষান্তরে নিতান্ত অল্প নহে—যাহাদিগের উচ্চারণ মাত্র কিছু কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। শরীরগত প্রভেদ তাদৃশ দেখা যায় না। যথা—

(সংস্কৃতে)—বার্ত্তাকু—হুগলী হাবড়া বর্দ্ধমানে,—বেগুণ, চট্টগ্রামে—বাইঅন, যশোহরে—বাগুণ, ময়মনসিংহে—বাইগণ, সিংহভূমে—বাইগুণ।

(সংস্কৃতে) ইক্ষুশব্দ নদীয়ায় কুশুর, ময়মনসিংহে কুস্থল, বরিশালে কুশের।

(সংস্কৃতে) কবুতরশব্দ ময়মনসিংহে কৈতর, নদীয়ায় কবিতর, পাবনায় কতুর।

(হুগলী, হাবড়া)—ছোকরা, যশোহরে—ছেমড়া, ও পাবনায় ছোমরা।

কয়েকটী শব্দমাত্র দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রদর্শিত হইল। ইহা ব্যতীত আরও অনেক এই শ্রেণীর শব্দ যে বঙ্গভাষায় স্থান পাইয়া লোকমুখে শ্রুত ও কথিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই; তবে ইহাও বলা আবশ্যক যে ঈদৃশ অনেক শব্দও গ্রাম্যভাষায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে—যাহা বহুজেলায় একরূপ। যথা,

চুল্লী—আখা (পাবনা, নদীয়া ও চট্টগ্রাম)

কাক—কেওয়া (চট্টগ্রাম, ঢাকা, পাবনা)

নদী—গাঙ (ময়মনসিংহ, পাবনা, সাঁওতাল পরগণা) ইত্যাদি।

বাঙ্গালায় বিশুদ্ধ শব্দের অভিধান অনেক রচিত হইয়াছে। চলিত শব্দের শব্দকোষ বা ব্যাকরণরচনাবিষয়ে কিন্তু কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। কেরি, হটন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি প্রাচ্য-প্রতীচ্য মনীষিবৃন্দ এ বিষয়ে কতক কতক হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু কাহারও কার্য্যই সম্পূর্ণ হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় হুগলী হাবড়া বর্দ্ধমানের গ্রাম্য শব্দাবলীর একটী তালিকা সংগ্রহ করিয়াই অবসর লইয়াছিলেন। তাহাও আবার বহুস্থানে অসংলগ্ন ও বিকৃত। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু একটী চলিত ক্রিয়ার তালিকা সংগৃহীত করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সাহায্যে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতেও পশ্চিমবঙ্গের গোটাকত ক্রিয়ার উল্লেখ ভিন্ন পূর্ব্ববঙ্গের ক্রিয়ার নামগন্ধ মাত্র নাই, যদি পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণের সহিত পশ্চিমবঙ্গবাসীদিগের মেলামেশা রাখিতে হয়, যদি উভয়-বঙ্গের প্রকাশিত পুস্তকাবলীর চলিত ভাষার অর্থ অবগত হওয়া অনিবার্য্য হইয়া থাকে; তাহা হইলে আমরা মুক্তকণ্ঠে শত সহস্রবার বলিব যে বঙ্গের যাবতীয় জেলার চলিত শব্দ লইয়া একখানি ভালরূপ অভিধান ও একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ প্রস্তুত করা আমাদিগের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

গাড়ী শব্দের উত্তর ওয়ান প্রত্যয় করিয়া গাড়োয়ান পদ সিদ্ধ করিবার সূত্র না হয় সংস্কৃতে ব্যাকরণে মিলিতে পারে, কিন্তু দাদা শব্দের উত্তর ঈ প্রত্যয় করিয়া দিদী পদ সিদ্ধ করিবার সূত্র কোথায় পাওয়া যাইবে না।

এই ত গেল গ্রাম্য ব্যাকরণ-রচনার প্রয়োজনীয়তার কথা। ইহা ছাড়া অভিধানের আবশ্যকতা ত সর্ব্বাগ্রে। যেহেতু চলিত হউক আর সংস্কৃত হউক শব্দের অর্থবোধ অগ্রে আবশ্যক। যেমন ভিত্তি স্থাপন করিয়া তবে তাহার উপর অট্টালিকা গাঁথিতে হয়, তেমনই শব্দাবলীর অর্থ বুঝিয়া তদনন্তর গঠনপ্রণালীর প্রতি দৃষ্টি করার প্রয়োজন। কেবল যে পুস্তকধৃত চলিত শব্দাবলীর অর্থ বুঝিবার জন্য গ্রাম্যশব্দকোষের প্রয়োজন, তাহা নহে; পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গবাসিগণের পরস্পর ভাষা বুঝিবার জন্যও চলিত শব্দাভিধানের প্রয়োজন। যদি ময়মনসিংহবাসী আসিয়া আমাদিগের নিকট প্রকাশ করেন যে--

থাতু বিস্যুইদ আইবাইন।

তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব না যে তিনি আমাদিগকে জানাইলেন—দিদিমা বৃহস্পতিবার আসিবেন।

এইরূপ যশোহর জেলার কোন লোক যদি এই গানটী গাহেন যে—

"তোমার সঙ্গে করিয়ে প্রেম নায়ের হল্য মানা"

তাহা হইলেও আমাদিগের বোধগম্য হইবে না যে "নায়ের হল্য মানা" বাক্যের অর্থ পিত্রালয়ে গমন নিষেধ।

এইরূপ ঢাকা জেলার কোন লোক যদি প্রকাশ করেন—

"মনাছিব ছেমরী পাল্যে দরদ ছাড়ে কেডা"

তাহা হইলেও আমরা বুঝিতে পারিব না যে তাহার অর্থ—

মনোমত যুবতী পেলে দরদ ছাড়ে কে?

এইবার হয় ত সকলের উপলব্ধি হইল যে, পুস্তকাদি পাঠের জন্য যেমন চলিত শব্দের অভিধান রচিত হওয়া আবশ্যক, বঙ্গের নানা জেলার চলিত শব্দাবলীর অর্থাদি বুঝিতেও তেমনই গ্রাম্য শব্দকোষের প্রয়োজন।

দুঃখের কথা যে এত বড় একটা অভাব নিরাকরণে কেহই এ পর্য্যন্ত বদ্ধপরিকর হয়েন নাই। সাহিত্যাকাশে কত শত গ্রহ-নক্ষত্রের আবির্ভাব হইয়া গেল—কত কত সাহিত্যরথী মাতৃভাষার পদসেবা করিয়া জলবুদ্বুদের ন্যায় কালসমুদ্রে মিশাইয়া গেল, কিন্তু এত বড় একটা অভাবতিমির নিরাকৃত করিতে কাহারও প্রতিভালোক প্রধাবিত হইল না। ইহা হইতে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমরা শতকণ্ঠ বিস্তার করিয়া দিগ্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া যত কেন বলি না—বঙ্গভাষা এক্ষণে যথেষ্ট সমুন্নত হইয়াছে—তথাপি জগতের লোকে ইহা বেশ বুঝিয়া রাখিবে বাঙ্গালার অভাব "অনেক"।

সুখের বিষয় যে, গ্রাম্যশব্দাভিধানের ঐ অভাবটুকু বঙ্গের প্রত্যেক ভাষাসেবক বুঝিতে পারিয়াছেন এবং সেই জন্যই নানা স্থান হইতে গ্রাম্য-শব্দাবলী সংগ্রহ করিয়া আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে প্রেরণ করিতেছেন। আমি কিন্তু এ অভাবটুকু বহুদিন পূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়াছি, আর পারিয়াছি বলিয়াই আজ ১০ দশ বৎসর কাল গ্রাম্য শব্দকোষরচনায় ব্যাপৃত

আছি। বহুকালের অদম্য পরিশ্রমের ফলে আমি গ্রাম্য শব্দকোষের কাঠাম সৃষ্টি প্রায় শেষ করিয়া ফেলিয়াছি, তবে এখনও ছিটুনী বাঁধুনী অনেক বাকী আছে। যদি গ্রাম্য শব্দকোষ ছাপাইবার সুবিধা ঘটে তাহা হইলে বোধ হয় সকলে সুখী হইবেন—কিরূপ পরিশ্রমে কত জেলায় শব্দ সংগ্রহ করিয়া এ ক্ষুদ্র লেখক শব্দকোষ সঙ্কলনে কৃতকার্য্য হইয়াছে। যে সকল মহাত্মা শব্দ-সংগ্রহাদি করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে—

( ১ ) শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদক খুলনাবাসী ( খুলনার সংগ্রাহক )
( ২ ) ডাক্তার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ মজুমদার—( যশোহর অঞ্চলের সংগ্রাহক )
( ৩ ) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বাগচী বি,এ,—( নদীয়ার সংগ্রাহক )
( ৪ ) ,, শিবরতন মিত্র—( বীরভূমের সংগ্রাহক )
( ৫ ) ,, অচ্যুতচরণ চৌধুরী—( শ্রীহট্টের সংগ্রাহক )
( ৬ ) ,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী—( রঙ্গপুর অঞ্চলের সংগ্রাহক )
( ৭ ) ,, হেমাঙ্গচন্দ্র বসু, এম,এ,বি,এল, ( মেদিনীপুরের সংগ্রাহক )
( ৮ ) ,, গোপালনারায়ণ মজুমদার, মোক্তার ( জলপাইগুড়ির সংগ্রাহক )
( ৯ ) ,, আবদুল করিম, বি,এ—( চট্টগ্রামের সংগ্রাহক )
( ১০ ) ,, পূর্ণচন্দ্র সান্যাল—( পাবনার সংগ্রাহক )
( ১১ ) ,, রাজকুমার চক্রবর্ত্তী—( ঢাকার সংগ্রাহক )

এই কয় মহাত্মার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা মুক্তকণ্ঠে এই সকল মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। যদিও আমি শব্দ-সংগ্রহ বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি, তথাপি আমার কার্য্য সম্পূর্ণ হয় নাই। এখনও নিম্নলিখিত কয়েকটী জেলার গ্রাম্যশব্দ সংগৃহীত হইয়া উঠে নাই—

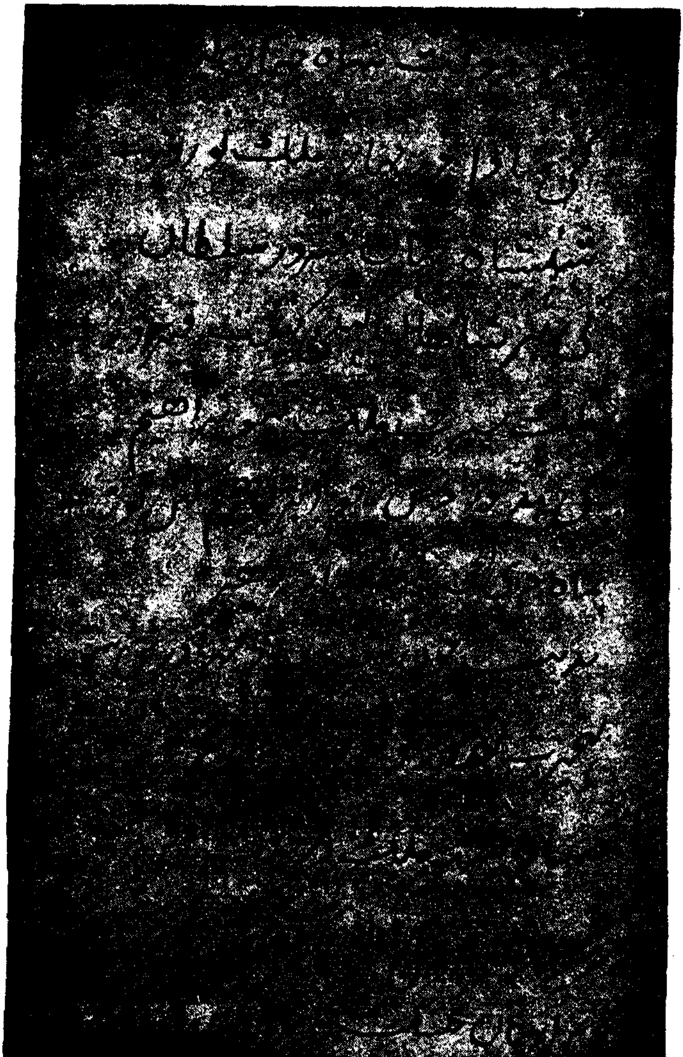
( ১ ) মুর্শিদাবাদ।
( ২ ) সাঁওতাল পরগণা।
( ৩ ) ত্রিপুরা
( ৪ ) মুঙ্গের
( ৫ ) দিনাজপুর
( ৬ ) পূর্ণিয়া
( ৭ ) মালদহ
( ৮ ) বগুড়া
( ৯ ) হাজারিবাগ
( ১০ ) ভাগলপুর

যদি মাতৃভাষার অভাব পূরণ একান্ত আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহা হইলে উপরি উক্ত জেলা-সমূহের শব্দসংগ্রহবিষয়ে সকলে আমাকে সাহায্য করিবেন। আমি ক্ষুদ্রশক্তি, সাধারণের সহানুভূতি না পাইলে এই বহু আয়াসের কার্য্য কেমন করিয়া সমাপন করিব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিৎ মিলিত হইলে তবে মহানদীর সৃষ্টি হয়। বহু তারকা সমুদিত হইলে তবে অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকার কতকাংশে অপনীত হয়। আমার পক্ষেও তাই। সাধারণে আমার কথায়

কর্ণপাত করুন। শব্দসংগ্রহাদি করিয়া দিয়া সৎপরামর্শ প্রদান করিয়া আমাকে প্রোৎসাহিত রাখুন। তবে মাতৃভাষার অভাব পূরণ হইবে। বলা বাহুল্য শব্দকোষ সঙ্কলন বিষয়ে যিনি যে কিছু সহায়তা করিতেছেন পুস্তক প্রকাশকালে তাহাতে তাহা বিশেষভাবে উল্লিখিত হইবে ও সকলেই এক এক খণ্ড পুস্তকলাভে অধিকারী হইবেন।

শ্রীরাজকুমার বেদতীর্থস্মৃতিতীর্থ।

ইব্রাহিম আবু বেকর মালিক বৈজুর দরগায়
উৎকীর্ণ লিপির প্রতিলিপি



# ইব্রাহিম আবু বেকর মালিক

## বৈজুর দরগা

বিহারের উত্তরপশ্চিমে একটা ছোট পাহাড় আছে। উহার নাম পাহাড়ী। পাহাড়টী পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকের সমতল ভূমি হইতে ক্রমশঃ উঠিয়া গিয়াছে। পশ্চিম ও উত্তরে খুব খাড়া। দক্ষিণ-পূর্ব্বে কিছু দূরে রাজগৃহের পর্ব্বতমালা। এই পাহাড়টী রাজগৃহের পর্ব্বতশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয় না। দক্ষিণপশ্চিমে পাহাড়ের নীচে দিয়া একটী ছোট নদী বহিয়া গিয়াছে। এই পাহাড়ের উপরে ইব্রাহিম আবু বেকরের দরগা। এই সমাধিস্থানটী খুব বিস্তীর্ণ ছিল। ইহাকে দুই অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বাহিরে চারিদিকে বিস্তীর্ণ প্রাচীর বেষ্টিত চতুষ্কোণাকার আঙ্গিনা। ইহার ভিতরে আবার আর একটী প্রাচীরবেষ্টিত পৃথক্ আঙ্গিনা। এই ভিতরের আঙ্গিনার মধ্যে ইব্রাহিমের দরগা। বাহিরের অংশের প্রাচীর তিন দিকে ইষ্টক নির্ম্মিত ছিল, অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দক্ষিণদিকে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর। ইহা লম্বে প্রায় ২৪৫ হাত। বাহিরের প্রাচীরের পূর্ব্বদিকে প্রবেশদ্বার। এই অংশে অনেক কবর ছিল। তাহার অধিকাংশই এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাহিরের প্রবেশদ্বারের ঠিক সোজা সুজিই ভিতরের প্রবেশদ্বার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইব্রাহিম, আবু বেকরের দরগা ভিতরের প্রাচীরের মধ্যে। চারিদিকে ইষ্টক প্রাচীরের পরিমাণ ১২৩×১০৩ হাত। ইব্রাহিম আবু বেকরের দরগা এখনও বেশ ভাল অবস্থায় আছে। দরগাটী সমচতুষ্কোণ পরিমাণ ৩৩×৩৩ হাত। উপরে খুব উচ্চ গম্বুজ উঠিয়া গিয়াছে। এই গম্বুজটী গোলাকার পাঁচটী থাকে বিভক্ত। দরগার নীচে হইতে গম্বুজের শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত উচ্চতা প্রায় ৩২ হাত হইবে। দেওয়ালের বেধ প্রায় ৬ হাত হইবে। খুব সুন্দর এক প্রকার বড় বড় ইটে এই সমাধিমন্দির গঠিত। এই মন্দিরগঠনে কোনরূপ মসলা ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। অথচ এমন সুন্দরভাবে গঠিত যে ইষ্টকগুলির পরস্পরের মাঝের জোড়া সহজে চোখে পড়ে না। সমাধি মন্দিরের চারিদিকে ৭৷৷০ হাত প্রশস্ত বাঁধানো রোয়াক।

এই দরগার জন্য অতি মনোরম স্থানই নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। এই নির্জ্জন পাহাড়ের উপরই মৃতের সমাধি-স্থানের উপযুক্ত। এখান হইতে চারিদিকে চাহিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। দক্ষিণে কিছুদূরে রাজগৃহের পর্ব্বতমালা কৃষ্ণবর্ণ তরঙ্গমালার ন্যায় আকাশ সমুদ্রের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে বিহার সহর—শ্যামল বৃক্ষরাজির ভিতর লুকাইয়া রহিয়াছে। উত্তরে ও পশ্চিমে শস্যক্ষেত্র ও জনপদসমূহ সুন্দর চিত্রাবলীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। দরগার মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ১১টী কবর আছে। মধ্যস্থানেরটী অন্যগুলি হইতে বড়

এবং কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত। এইটীই বোধ হয় সাধু ইব্রাহিমের সমাধি। মন্দিরের বাহিরের প্রাঙ্গণে আরও অনেক কবর পড়িয়া আছে। তাহাদের কতকগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

সমাধি-মন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্য পূর্ব্বে ও দক্ষিণে ২টী দ্বার আছে। দুইটী দ্বারের উপরই কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখোদিত তোগ্‌রা অক্ষরে লিখিত লিপি আছে। আমরা অপর পত্রে তাহার একটী প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম এবং তাহার বঙ্গানুবাদও দিলাম।

"জগদ্বিজয়ী দুনিয়ার মালিক পৃথিবীর অন্য সমস্ত রাজার উপরে যিনি বিষয়লাভ করিয়াছেন, সেই শাহ্ ফিরোজের ( নববর্ষের শক্তি বিহারের উপর অবতীর্ণ হোক্ ) সময়ে ( লিখিত ) পুণ্যের রাজা মালিক বৈজু ইব্রাহিম, যিনি বিশ্বাসে আব্রাহামের ন্যায় দৃঢ় ছিলেন, তিনি ৭৫৩ হিজরিতে জিলহিজ্জা মাসে ত্রয়োদশ দিবসে, রবিবারে স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। হে খোদা! তোমার করুণায় তাঁহার শেষদিনের ভার লঘু হউক।"

ইহা হইতে আমরা পাইতেছি যে ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে ৭৫৩ হিজরাতে অর্থাৎ ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে ( ২০শে জানুয়ারীতে ) ৫৪৬ বৎসর পূর্ব্বে এই ইব্রাহিম আবু বেকরের দরগা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইব্রাহিম আবু বেকর বিহার অঞ্চলের খুব একজন প্রসিদ্ধ সাধু ফকির ছিলেন। সুতরাং এই দরগাটী খুব প্রাচীনই বলিতে হইবে। নির্ম্মাণকৌশলে এই দরগাটী ৫৪৬ বৎসর পরেও অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। খুব শীঘ্র ইহার যে কোন সংস্কার করা হইয়াছে, তাহাও বোধ হয় না।

১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে এ বিহার দিল্লীর সম্রাটের অধীন ছিল এবং তাঁহার নিযুক্ত একজন সুবাদার এখানে শাসনকার্য্য চালাইতেন। তখন ফিরোজ শাহ তোগলক দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন। সুতরাং খোদিত লিপিতে যে ফিরোজ শাহের উল্লেখ দেখা যায়, তাহা দিল্লীর সম্রাট্ প্রসিদ্ধ ফিরোজশাহ তোগলককেই বুঝাইতেছে বলিতে হইবে। ফিরোজ শাহ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মহম্মদ তোগলকের ঠিক বিপরীত ছিলেন। তিনি সুশীল, শান্তিপ্রিয় ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। রাজ্য জয় অপেক্ষা মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারেই তাঁহার বেশী আগ্রহ ছিল। তাঁহার সময়ে বিভিন্ন স্থানে অনেক মস্‌জিদ ও সাধুপুরুষের দরগা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ইব্রাহিমের দরগাও তাহার একটী নিদর্শন।

মুসলমানদিগের সময়ে বিহার চিরদিন দিল্লীর সম্রাটের অধীন ছিল না। অনেকবার ইহার ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মুসলমান যুগের বিহারের ইতিহাসকে সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বক্তিয়ার খিলিজির বাঙ্গালা জয়ের সময় অর্থাৎ ৬০০ হিজরী হইতে ৭৩৯ হিজরী পর্য্যন্ত প্রথম যুগ ধরা যাইতে পারে। এই সময় বিহার দিল্লীর সম্রাটের অধীন এবং বাঙ্গালার সুবাদারীর অন্তর্গত ছিল। ৭৩৯ হিজরাতে ফকিরুদ্দীন আবদুল মবারক শাহ বাঙ্গালা দেশে আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু বিহার এই সময়ে বাঙ্গালা হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে এবং দিল্লীরই অন্তর্ভুক্ত থাকে। ইহাই বিহার-ইতিহাসের ২য় যুগ। ৭৯৬ হিজরীতে জৌনপুরের স্বাধীনরাজ্য স্থাপিত হয়, ঐ সময় বিহার জৌনপুরের অন্তর্ভুক্ত

এবং দিল্লী হইতে বিযুক্ত হয়। ৮৮১ হিজিরা পর্য্যন্ত এই অবস্থা থাকে। এই তৃতীয় যুগকে বিহারের স্বাধীন যুগ বলা যায়। ৮৮১ হিজরাতে বিহার আবার দিল্লীর সম্রাটের অধীন হয় এবং মুসলমান রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত সেইরূপ ভাবেই থাকে। ইহাই বিহার ইতিহাসের চতুর্থ বা শেষ যুগ।* সুতরাং ইব্রাহিম আবু বেকরের দরগা বিহার ইতিহাসের ২য় যুগে তোগলক সম্রাটদের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল দেখা যাইতেছে।

আমরা সম্প্রতি এই পাহাড়ের চারিদিকে ও সমাধিক্ষেত্রের ভিতর বিশিষ্টরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। দরগার দক্ষিণে প্রস্তরপ্রাচীরের বাহিরে প্রস্তরস্তূপের ভগ্নাবশেষ বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরদিকে ও সমাধিক্ষেত্রের বাহিরে আরও একটী প্রস্তরস্তূপের অবশেষ রহিয়াছে। এই স্তূপগুলির গঠন ও আকৃতি দেখিয়া বৌদ্ধযুগের নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। এমন কি, দক্ষিণদিকের প্রস্তর-প্রাচীরটীও আমাদিগের নিকট বৌদ্ধযুগের বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে। সম্প্রতি অনেক অনুসন্ধানের পর আমরা সমাধিক্ষেত্রের ভিতরেই একটী প্রস্তরে খোদিত মূর্ত্তি পাইয়াছি। একটী কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখণ্ডে ২টী মূর্ত্তি খোদিত। দুইটীই স্ত্রীমূর্ত্তি। বামপার্শ্বের মূর্ত্তিটীর গাত্র নানা অলঙ্কারভূষিত ও মাথায় মুকুটের চিহ্ন দেখা যায়। এই মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে দুইটী সুন্দর স্তম্ভাকার এবং তাহাতে অতি সুন্দর, সূক্ষ্ম কারুকার্য্য বৌদ্ধযুগের শিল্পকৌশলের পরিচয় দিতেছে। এই মূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে আর একটী মূর্ত্তি, এটীতেও অতি সুন্দর শিল্প-কৌশলের পরিচয় আছে। মাথার দিকে কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সমস্ত প্রস্তর খণ্ডটীর পরিমাণ অনুমান দৈর্ঘ্যে ১ এক হস্ত ও প্রস্থে অর্দ্ধ হস্ত ছিল। সম্ভবতঃ ইহা কোন বৌদ্ধমন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিয়া তাহার শোভাবর্দ্ধন করিত। আমরা এই প্রকারের স্ত্রীমূর্ত্তি প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষের মধ্যে আরও অনেক স্থানে দেখিয়াছি। কালের বিজয়ী হস্তের দ্বারা তাড়িত হইয়া এই মূর্ত্তিটী মুসলমানদিগের সমাধিক্ষেত্রের এককোণে লুণ্ঠিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত আমরা আরও অনেক প্রস্তরখণ্ডাদি দেখিলাম, যাহা বৌদ্ধযুগের বলিয়া বোধ হইল। মুসলমানেরা সেগুলির কারুকার্য্যাদি নষ্ট করিয়া আপনাদের কাজে লাগাইয়াছে।

এই সব কারণে আমাদিগের নিঃসংশয়রূপে মনে হইতেছে যে, এখানে পূর্ব্বে কোন বৌদ্ধমঠ বা বিহার ছিল। এ, কানিংহাম সাহেবও তাঁহার "Ancient Geography of India" নামক গ্রন্থে এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, গিরিয়াক্ ও কপোতিকার পর য়ুঅন্-চুঅঙ্, কপোতিকার অর্দ্ধমাইল দক্ষিণে একটী পাহাড়ের উপরে অবলোকিতেশ্বরের যে বিহার দেখিয়াছিলেন সে এই পাহাড়ের উপরেই অবস্থিত ছিল। কানিংহাম্ সাহেব নিজেও এখানে অনেক বৌদ্ধকীর্ত্তির নিদর্শন দেখিয়া গিয়াছিলেন। তিনি আরও অনুমান করেন যে, অবলোকিতেশ্বরের 'বিহার' হইতেই এই স্থানের নামও বিহার হইয়াছে †। আমরা নিজেও

* See Epigraphia Indica Vol. II, part XIII; p 261.

† See Cunningham's "Ancient Geography of India", p. 473.

সম্প্রতি যে বুদ্ধ মূর্ত্তি এই পাহাড়ের উপর পাইয়াছি বলিয়া পূর্ব্বে উল্লেখ করিলাম, তদ্দ্বারা এবং অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা এই কথাই সমীচীন বলিয়া মনে করিতেছি। অতি প্রাচীনকালে এই নির্জ্জন মনোরম পাহাড়ের উপরে একটী বৌদ্ধবিহার ছিল, পরে মুসলমানেরা তাহার ভগ্নাবশেষের উপরে আপনাদিগের সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার ও
শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

---

# আসাম-পর্য্যটন

এখন আসাম-ভ্রমণকারীর আর তেমন কষ্ট নাই; রেলে জাহাজে পথ সুগম হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি আমরা এমনই পর্য্যটনপরাঙ্মুখ যে আসামে কার্য্যবশতঃ অবস্থিত হইয়াও ইহার নানা দ্রষ্টব্য স্থান দেখিতে আমাদের উৎসাহ হয় না।

১৩১৩ সালের পৌষ মাসে পরশুরামকুণ্ড দর্শনার্থ গৌহাটী হইতে যাত্রা করি। পরশুরাম-কুণ্ড যাত্রা-কাহিনী নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব এইস্থানে তাহার বিষয়ে কোনও কিছু বলা বাহুল্য মাত্র।

পরশুরাম তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিবার কালে দিব্রুগড় দিয়া ষ্টীমারে বিশ্বনাথ ও তেজপুর দেখিয়া আসিয়াছিলাম।

বাণরাজার বিবরণীতে জানা যায় যে, একদা তিনি নিজ রাজ্যে দ্বিতীয় বারাণসীস্থাপনের প্রয়াস করিয়াছিলেন! বিশ্বনাথ বর্ত্তমানে তেজপুর জিলার অন্তর্গত, পুরাকালেও প্রাচীন শোণিতপুরের মধ্যভুক্ত ছিল, ইহা ধরিয়া লওয়া যায়। এই বিশ্বনাথই বাণরাজার দ্বিতীয় কাশী। প্রমাণ নন্দিসংহিতা। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রবন্ধের পরিশিষ্টে আলোচনা করা যাইবে।

বিশ্বনাথ-ষ্টীমার ষ্টেশন হইতে বিশ্বনাথের স্থান প্রায় এক মাইল হইবে। বর্ষাকালে ব্রহ্মপুত্র বিশ্বনাথপুরীর গা ঘেসিয়া প্রবাহিত হয়। এমন কি তখন স্বয়ং বিশ্বনাথ মহাদেব ব্রহ্মপুত্রের গর্ভস্থ হইয়া লোকনয়নের অগোচর হইয়া পড়েন। গ্রামে ঢুকিয়াই সর্ব্বাগ্রে কমলেশ্বর নামক অনাদিলিঙ্গের দর্শন ঘটে। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে সূর্য্যমাধব নামক চক্রের স্থান এবং তৎসন্নিকটেই চণ্ডীর পীঠ। এই স্থান হইতে ব্রহ্মপুত্রের তীর ধরিয়া কিঞ্চিৎ উত্তর দিকে অনাদিলিঙ্গ শিবনাথের দর্শনলাভ হয়। শিবনাথের নিকটে বাণেশ্বর লিঙ্গ আছেন; কথিত আছে, ইহা আহোমরাজ গৌরীনাথ সিংহের স্থাপিত। শিবনাথের ব্যবধানে আর একটী মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা শূন্য। এই মন্দিরও জনৈক আহোমরাজের নির্ম্মিত। বর্ষাকালে বিশ্বনাথ জলমগ্ন হইলে পূর্ব্বে এই মন্দিরে বিশ্বনাথের প্রতিনিধি-স্বরূপ একটী লিঙ্গের পূজা হইত, ব্রহ্মদেশীয়েরা আসামে আসিয়া যখন উৎপাত করে তখন উহারা এই মন্দিরের ভিতরে গোহত্যা করে বলিয়া ইহা চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহারই নিকটে আর একটি মন্দির আছে; এখন তাহাতেই বর্ষাকালে বিশ্বনাথের প্রতিনিধি পূজা পাইয়া থাকেন।

এই স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্রের একটি ছোট নালা পার হইয়া তদ্গর্ভস্থ পাষাণময় একটী স্থল দেখা যায়, এই খানেই মহাদেব বিশ্বনাথের অনাদিলিঙ্গ। এই স্থানটি দেখিতে অনেকটা গৌহাটির সমীপস্থ উর্ব্বশী-ক্ষেত্রের ন্যায়। পূর্ব্বে বিশ্বনাথ নামডাক শুনিয়া মনে

* গৌহাটী বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভার পঞ্চম অধিবেশনে পঠিত।

করিয়াছিলাম যে, এখানে এমন একটি শিবলিঙ্গ দেখিতে পাইব যাহা গৌহাটির শুক্রেশ্বরের বা কাশীর তিলভাণ্ডেশ্বরের ন্যায়; তত বৃহৎ না হইলেও, অন্ততঃ উমানন্দের কিংবা বারাণসীর বিশ্বেশ্বরের ন্যায় বড় হইবেন। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের গর্ভস্থিত সেই পাষাণময় স্থানের মধ্যে একটি বৃহৎ গর্ত্তের ভিতর স্থানবিশেষ দেখাইয়া পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন, "এই বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা ও অনন্তসহ এখানে অবস্থিত"। তখন একটু হতাশ হইলাম। তিনি আরও বলিলেন, এই প্রস্তরময় স্থানে শতসহস্রশিবলিঙ্গ আছেন, ইহাতে একটু ভীত হইলাম। কিন্তু শিব যখন সহসা চর্ম্ম-চক্ষুর গোচরীভূত হন না, তখন কি করিতে কি করিয়া ফেলি। সেই পাষাণময় স্থানের মধ্যে যে যে স্থানে ঈষৎ একটু গর্ত্ত দেখা যায়, সেই সেই স্থানে একটি লিঙ্গ আছেন বলিয়া পুরোহিত দেখাইতে লাগিলেন। সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া এই সকল স্থান হঠাৎ ঠাহর করা যায় না। বিশ্বনাথের প্রণামে যে মন্ত্র পাঠ করা হয়, তাহা ঠিক গৌহাটির উমানন্দের প্রণামের তুল্য—

"দেবদেব মহাদেব শশাঙ্কাঙ্কিত শেখর।
তব দর্শনমাত্রেণ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

বিশ্বনাথের অতি নিকটেই কুণ্ডাকার একটি স্থান আছে, ইহার নাম "চক্রতীর্থ"; ইহা সেই বারাণসীর অনুরূপ। কিন্তু ইহাতে স্নানকালে সঙ্কল্পে বলা হয় "বারাণসীস্থ জ্ঞানবাপী তুল্য" ইত্যাদি।

অতএব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, এই স্থানে কেমন একটি কাশীক্ষেত্র তৈয়ার হইতেছিল। হঠাৎ রাষ্ট্রবিপ্লব কি অন্য কোনও কারণে ইহাতে বাধা পড়িয়া গেল। প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায় যে, বাণরাজা যখন এইস্থানে কাশীক্ষেত্র স্থাপন করিলেন, তখন যমরাজ পাপীর সংখ্যা কমিয়া গেলে তাঁহার অধিকার খর্ব্ব হইয়া যাইবে মনে করিয়া কোটি লিঙ্গের একটি লিঙ্গ হরণ করিয়া লইয়া যান। সেই নিমিত্তই এই স্থানে আর বারাণসী স্থাপিত হইতে পারিল না।

বারাণসীতে গঙ্গা যেমন উত্তর-বাহিনী, এই স্থানেও নদরাজ ব্রহ্মপুত্রের নালাটি উত্তর দিকে প্রবাহিত। কিন্তু এই স্থানটী দেখিলে বোধ হয়, পূর্ব্বে ইহা এইরূপ ছিল না। হয়ত যেখানে গর্ত্ত মধ্যে শিবলিঙ্গের কল্পনা করা হয়, সেই স্থানটী গৌহাটীর উমানন্দের মত উচ্চ শৈলখণ্ড ছিল; হয়ত বা উমানন্দের লিঙ্গ ও মন্দিরের মত এখানে বিশ্বনাথেরও লিঙ্গ এবং মন্দির ছিল। উমানন্দাধ্যুষিত পর্ব্বতখণ্ডটিকে দেখিলে যেমন বোধ হয় কালে ইহা গৌহাটি সহরের সংলগ্ন ছিল, ভূকম্প অথবা নদবর ব্রহ্মপুত্রের গতিপরিবর্ত্তনে ইহা গৌহাটি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে; সেইরূপ মনে হয় এই স্থানটিও এক সময় লোকবসতির সংলগ্ন ছিল। ব্রহ্মপুত্রের প্রশাখা একটি ভূমিকম্পের প্রভাবে ইহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়া ইহাকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ধ্বংসাবশিষ্ট এই পাষাণময় স্থানটি ভক্ত ও পূজকবর্গ দ্বারা প্রাচীন বিশ্বনাথের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ পরিরক্ষিত হইতেছে। বর্ত্তমান পূজকেরা এই স্থানের ইতিবৃত্ত অবগত নহেন বলিয়াই বোধ হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বর্ষার কয়মাস বিশ্বনাথ জলের নীচে অবস্থান করেন। বর্ষাত্যয়ে ব্রহ্মপুত্রের নালাটি শুষ্ক হইলে, এই স্থানে যৎসামান্য একটী পর্ণশালা নির্ম্মিত হয়। ফলতঃ বিশ্বনাথের অবস্থা বর্ত্তমানে বড়ই শোচনীয়। ব্রহ্মপুত্র-স্রোতের অপর-পারেও একটী দেবতাস্থান দেখিলাম। উহার নাম উমা-পীঠ। এই পারে লোকবসতি বিরল; দুই চারিঘর যাহা দেখিলাম, তাহাদিগকে পশ্চিমা অথবা নেপালী বলিয়া বোধ হইল।

বিশ্বনাথের অধিষ্ঠাতার অবস্থার সঙ্গে স্থানেরও অবস্থাবিপর্য্যয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বোধ হয় ঘন সন্নিবিষ্ট বসতি ছিল, এখন জনসংখ্যার হ্রাস ঘটিয়াছে। বিশ্বনাথে পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ্ ( একত্র ) আফিস আছে, এবং বাজার-হাটও আছে। কিন্তু তাহা বিশ্বনাথের মহিমায় নহে, নিকটে চা-বাগান আছে, তথাকার ইংরাজ চা-কর বাহাদুরগণের মাহাত্ম্যে উহা স্থাপিত।

বিশ্বনাথের পর শিলঘাট। শিলঘাটে রাত্রিতে ষ্টীমার বিশ্রাম করিয়াছিল, কিন্তু সেই থানে কোনও দ্রষ্টব্য পদার্থ আছে বলিয়া ধারণা ছিল না। দেখিবার তখন অসুবিধাও ছিল। পরে শুনিলাম শিলঘাটে দুই মুনি-শিলা নামে দুইটী বড় বড় প্রস্তর আছে। তাহার পার্শ্বে কতিপয় ছোট ছোট শিলা আছে। কথিত আছে যে, দুইজন মুনি তাঁহাদের অন্তেবাসিবর্গ সহ এখানে প্রস্তরীভূত হইয়া আছেন।

শিলঘাট ষ্টেশনটি ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণপারে নৌগাঁ জিলায় অবস্থিত। ইহার পরেই তেজপুর। এই সহরটি গৌহাটি সহরের মত একবারে ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত। অসমীয় ভাষায় তেজ অর্থে শোণিত; অতএব ইহাই যে প্রাচীন শোণিতপুর তদ্বিষয়ে দ্বিধা হইবার কথা নাই। পরম শিবভক্ত মহারাজ বাণ, এই থানেই রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। উত্তর-বঙ্গেও বাণরাজার গড় আছে, ইহাতে সূচিত হয় যে বাণরাজার রাজত্ব বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তেজপুর ও তৎসন্নিকটস্থ স্থানে বাণরাজার ও তদীয় মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের এবং কন্যা উষার বহু স্মৃতিচিহ্ন প্রদর্শিত হইয়া থাকে।*

আমার সময় সংক্ষিপ্ত ছিল, তাই ঘুরিয়া ফিরিয়া ঐ সকল দেখিতে পারি নাই। সহর হইতে দূরে একদিকে একটি শিবনিকেতন, এবং অন্যদিকে একটি দেবীমন্দির আছে। শিবলিঙ্গটি শুক্লেশ্বরের ন্যায় বৃহৎ, ইনি ভক্তপ্রবর বাণরাজার সময়ে স্থাপিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

যেথানে এখন ডেপুটি-কমিশনর সাহেবের কাচারি, ঐথানে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাসাদ ছিল। অনেকে বলেন, উহাই বাণরাজার দুর্গ ছিল। স্থানটি দুর্গের যে উপযুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্ব্বসংহারক কালের প্রবাহে প্রাসাদটি বহুদিন হইল বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। উহার উপাদান প্রস্তরখণ্ডগুলির অধিকাংশ ডেপুটি-কমিশনারের আফিস-গৃহের অধোভাগে

* এই সকলের বিস্তারিত বিবরণ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে লিখিত এবং গৌহাটী সাহিত্যানুশীলনী সভায় পঠিত বাণ ও শোণিতপুর প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে ( নব্য ভারত ১৩১৬ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় দ্রষ্টব্য )

প্রোথিত হইয়া লোক-লোচনের বহির্ভূত হইয়া আছে। এদিকে তেজপুরে এমন বাসা নাই যেখানে দুই একখণ্ড প্রস্তর না পড়িয়া আছে। কোন কোন স্থলে ঐ গুলি ঘরের পৈঠা, ক্বচিৎবা স্নানার্থ আসন, কুত্রাপি বা পায়খানায় উঠিবার পাদান রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। হায় যে সকল উপলখণ্ড দুর্ভেদ্য দুর্গের গাত্রাবরণ ছিল, সেই গুলির এখন কি দুরবস্থা!

ডেপুটি কমিশনার আফিসের নিকটে একটি প্রস্তর-স্তম্ভ অর্দ্ধভগ্নাবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার একদিকে নিম্নদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া মৎস্যকূর্ম্মাদি কয়েকটি প্রাচীন অবতারের মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে, উপরের দিক্‌টা ভগ্ন হওয়ায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক শ্রীকৃষ্ণাদি অবতারের মূর্ত্তি ছিল কি না বুঝা গেল না। এতদ্দ্বারা এই প্রাসাদটি বাণরাজার সময়ের কি না তাহারও একটা মীমাংসা হইতে পারিত। এই সকলের পার্শ্বে ক্ষুদ্রায়তন বৃত্তের ভিতর হস্তিহরিণ প্রভৃতি নানা জীবজন্তুর প্রতিকৃতি খোদিত আছে। ঐ গুলির শিল্প-চাতুর্য ও অবয়ব-সৌষ্ঠব দেখিলে মুক্ত কণ্ঠে ভাস্করের প্রশংসা করিতে হয়। হরিণটি তাহার পেছুনের পায়ের একটি খুর দিয়া নাক চুলকাইতে দেখিয়া শিল্পীর একটু রসিকতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় এইরূপ শিল্প-চাতুর্য্যের নিদর্শন আর পাওয়া গেল না। নদীর তীরে একটি বাঙ্গালা ঘরের প্রবেশদ্বারের নিকট কয়েকটি কার্ণিশ দেখা গেল; কিন্তু ঐ গুলি শৈবালানুবিদ্ধ হইয়া যাওয়ায় খোদাই অংশের সৌন্দর্য্যানুভব করা অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। এই যে স্তম্ভটি আছে, ইহাও যদি কিয়দ্দিবস এই ভাবে উন্মুক্ত আকাশতলে বাতবৃষ্টির অব্যাহত অধিকারে থাকে, তবে খোদিত ভাগ অচিরকালেই অস্পষ্ট ও বিনষ্ট হইয়া যাইবে। *

যেখানে করাতের কল চলিতেছে, তাহারই সন্নিকটে ব্রহ্মপুত্রের তীরে একটি টিলার উপর কতকগুলি ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, কিন্তু ইহাতে বিশেষ কারুকার্য্যবিশিষ্ট কোন প্রস্তরখণ্ড দেখা গেল না।

এইরূপে বাণরাজার শোণিতপুর বর্ত্তমান তেজপুর দেখা শেষ হইল। দুই দিন মাত্র ছিলাম, আর কতই বা দেখিব? তাড়াতাড়ি চলিয়া আসাতে ব্রহ্মপুত্রতীরস্থ পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ লিপির খবরই জানিতে পারি নাই। এই লিপিমালার নাকি কিয়দংশ মাত্র ডাঃ কীলহর্ণ পাঠ করিয়াছেন।

আসামের দুর্ভাগ্য এই যে, ইহার প্রাচীন নগর গুলির একটীও অবিসংবাদিত ভাবে ইহার নিজস্ব বলিয়া কথিত হয় না। 'শোণিতপুর' এর দাবিদার কেবল উত্তরবঙ্গের "মিতপুর" মাত্র এরূপ নহে; শ্রীযুক্ত হরবিলাস সর্দ্দা মহোদয় হিন্দুর শ্রেষ্ঠতাবিষয়ক ইংরাজীতে যে একখানি অতুলনীয় গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি হিন্দুগণের বিদেশে উপনিবেশস্থাপনাদি বিষয়-সম্বন্ধে বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে "মিশর দেশের 'শুনট' নগরীর 'ওথার' সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধজীর বিবাহ হইয়াছিল।"

---

* সুখের বিষয়, এই সকল প্রাচীন গৌরবচিহ্ন যাহাতে সুরক্ষিত হয়, তদ্ব্যবস্থাকরণের উদ্‌যোগ হইতেছে।

এইরূপে সদিয়া দিয়া প্রবাহিত যে কুণ্ডিল নদীর তীরবর্ত্তী ভগ্নাবশিষ্ট নগর রাজা ভীষ্মকের কুণ্ডিন নগর বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়। বিদার বা বেরার সেই কুণ্ডিনের নামান্তরে বিদর্ভ বলিয়া বিঘোষিত হইতেছে। কামরূপ-প্রদেশে আজিও লক্ষ্মীধরের লৌহনির্ম্মিত বাসর-ঘর প্রদর্শিত হইয়া থাকে এবং নেতাধোবানীর ঘাট হইতে ধুবড়ী সহরটীর নামকরণ হইয়াছে। তথাপি বঙ্গের কত স্থানে পদ্মপুরাণের সেই চন্দ্রধরের বাড়ী প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই যে আমাদের এই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর যাহার সম্বন্ধে বোধ হয় যে কুত্রাপি কোনও সন্দেহের কথাও হয় না, ইহার এবং এতদধিপতি নরক সম্বন্ধে রামায়ণে কি আছে শুনুন। সুগ্রীব তাঁহার বানরসৈন্যকে কিষ্কিন্ধ্যা হইতে পশ্চিমাভিমুখে সীতার অন্বেষণ করিতে উপদেশ দিয়া বলিতেছেন—

"যোজনানি চতুঃষষ্টির্ব্বরাহো নাম পর্ব্বতঃ।
সুবর্ণশৃঙ্গঃ সুমহানগাধে বরুণালয়ে॥
তত্র প্রাগ্‌জ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ং পুরম্।
তস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা নরকো নাম দানবঃ॥
তত্র সানুষু রম্যেষু বিশালাসু গুহাসু চ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ॥" (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড)

ইহাতে দেখা যায় কিষ্কিন্ধ্যার পশ্চিমদিকে সমুদ্রের মধ্যভাগে বরাহ পর্ব্বতে নরকাধ্যুষিত এক প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ছিল।

একই দেশে এক নামের দুই স্থান থাকা অসম্ভব নয় এবং আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার স্থানাবলীর নাম দেখিলে দেখা যায়, উপনিবেশগুলিতে প্রায়শঃ মাতৃভূমির স্থানগুলির নাম প্রদত্ত হইয়া থাকে। অতএব মিসরের শুনুট্ বা শোণ্ট পশ্চিম সাগরের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অবশ্যই ভারতের উপনিবেশ মাত্র এবং বিদর্ভ এই নামের স্থান ভারতের দুই জায়গায় থাকিবে আশ্চর্য্য কি! গ্রীককবি হোমারকে লইয়া গ্রীক জগতের সাতটি বড় বড় স্থান বিবদমান হইয়াছিল। এই বেহুলা লক্ষ্মীধরকে নিয়াও যে তাহা হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তবে কোনটি আসল কোনটি নকল ইহা নিরূপণ করা অবশ্যই উচিত, কিন্তু এই প্রবন্ধের যদিও তাহা বিষয় নহে, তথাপি তৎসম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, নাগগণের বসতিস্থল নাগপর্ব্বতের সন্নিকৃষ্টতম স্থানই নাগ-মাতা মনসার লীলা-ভূমি হওয়া স্বাভাবিক। তাহা হইলে আসামের দাবী পদ্মপুরাণের নায়ক নায়িকাগণের উপর সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য। আর কুণ্ডিন সম্বন্ধেও এই বলা যায় যে, ভীষ্মকরাজের সঙ্গে মিশমিগণের নামতঃ কিছু সাদৃশ্য আছে; অথচ চুলিকাটা মিশমিরা আজ পর্য্যন্তও শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক রুক্মীর মস্তক-মুণ্ডন ব্যাপারের স্মরণার্থ অপর পার্ব্বত্য জাতীয়ের ন্যায় কেশ রাখে না, উহা কাটিয়া ফেলিয়া "চুলিকটা" নাম ধারণ করিয়াছে। বরপেটার 'চুণপড়া' উত্তর-গৌহাটীর অশ্বক্রান্ত প্রভৃতি নামের ইতিহাস অন্বেষণ করিলেও দেখা যায়, রুক্মিণী-হরণব্যাপারটা আসামের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। আমরা আসামের

পক্ষে অবশ্যই টানিয়া ধরিব এবং আসামের দাবি দাওয়া সাহিত্যজগতের সমক্ষে উপস্থাপিত করাই আমাদের সাহিত্যানুশীলনী সভার একতম উদ্দেশ্য।

## পরিশিষ্ট

সুহৃদ্‌বর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় নন্দিসংহিতা নামধেয় একখানা বহু প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থের কয়েকটী পত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে বাণরাজার কাশীস্থাপন সম্বন্ধে এবং দ্বিমুনি-শিলা সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। পুথিখানি নানাস্থানে খণ্ডিত ও অপাঠ্য ; যতদূর পড়িতে পড়িয়াছি নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

নন্দী ( কার্ত্তিকং ) উবাচ।*

"অলং বৎস মনোধেহি মদ্‌গুরোঃ পার্ব্বতীপতেঃ।
বাণার্থং কাশীকরণং চরিতং পরমাদ্ভুতম্॥
প্রসঙ্গাত্তচ্চ বক্ষ্যামি যত্ত্বং সাধুপৃচ্ছকঃ।
অনেন কথিতেনৈব লোকেষ্ পক্কতির্ভবেৎ॥
আসীদ্বলিসুতো রাজা বাণঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
যং শৈবগণনাকালে গণয়ত্যাদিতঃ কবিঃ॥
তস্য ভক্তিবশং গত্বা রুদ্রস্তু দাসকল্পগঃ।
কায়েন মনসা বাচা সদা বাণ হিতঃ স্থিতঃ॥
একদা বাণ রক্ষার্থং শ্রীকৃষ্ণঞ্চাপ্যযোধয়ৎ।
কিমন্যচ্ছিবভক্তত্বমতস্তস্য নিবেদয়ে॥
স একদা বাণভূপো নিজতাতস্য বৈ বলেঃ।
সস্মার চরিতং কর্ম্মা কর্ম্মাদেব শিবেচ্ছয়া॥
ধন্যা ভক্তিঃ কৃতা পূর্ব্বং মৎপিত্রা বলিনা হরৌ।
যয়া বদ্ধো জগৎস্বামী সুতলে সংস্থিতঃ সদা।
যদন্যো নাস্তি সংসারে মুখ্যোঽহংসৌ কমলাপতিঃ।
সেবকং তং তু ধর্ম্মিণং বলিং সর্ব্বত্র সেবতে॥
ধন্যা ভক্তিঃ কৃষ্ণার্পিতা ধন্যং জন্ম চ মৎপিতুঃ।
যোঽহর্নিশং গদাপাণিং দ্বারকর্ম্মণ্যযোজয়ৎ॥
অপরং ধন্য ধন্যশ্চ পিতামহো বিরোচনঃ।
যোঽলভত্তনয়ং শ্রেষ্ঠং বলিনেব তপস্বিনা॥

* এই গ্রন্থখানি অগুরুত্বকে লিখিত। আসামে প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকের নমুনা স্বরূপই গৌহাটির বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভার পঞ্চম অধিবেশনে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

হন্ত তদ্বলিভূপস্য বাণোঽহং তনয়োঽভবম্।
ময়া পুত্রেণ মত্তাতো নিন্দামেব লভিষ্যতি ॥

* * * (৩।৪টি শ্লোক অস্পষ্ট)

ইতি ধন্মমতির্ব্বাণো হরপার্ব্বতীতুষ্টয়ে।

* * * (২।৩টী শ্লোক অস্পষ্ট)

প্রসাদ্য পূজয়ামাস স বাণনৃপতিঃ শিবম্।
এবং প্রতিদিনঞ্চাসৌ হরং সম্পূজ্য ভূপতিঃ।
শয়নং ভোজনঞ্চাপি তত্যাজান্যদ্বদামি কিম্ ॥

* * * (১টি শ্লোক অস্পষ্ট)

এবমুগ্রেন তপসা রাধয়ামাস শঙ্করম্।
মাসষট্কং ততো রুদ্রশ্চাবিরাসীৎ কৃপাময়ঃ ॥
ততঃ স বাণ তং দৃষ্ট্বা সগণং সাম্বিকং হরম্।
দণ্ডবদ্ধরণীং গত্বা তুষ্টাব চ মুহুর্মুহুঃ ॥

বাণ উবাচ ॥

(শ্রীবিশ্বনাথ করুণাং কুরু।)

শূলপাণে শম্ভো শিবেশ শশিশেখর চন্দ্রমৌলে।
শ্রীনীলকণ্ঠ মদনান্তক বিশ্বমূর্ত্তে গৌরীপতে ময়ি
নিধেহি কৃপাকটাক্ষম্ ॥

গঙ্গাতরঙ্গরমণীয়-জটাকলাপ-গৌরীনিরন্তরবিভূষিতবামভাগঃ।
বাচামগোচর সুরেশ্বর বিশ্ববীজ গৌরীপতে ময়ি
নিধেহি কৃপাকটাক্ষম্ ॥

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কৃজ্জগদেকবীর বারাণসী-
পুরপতে বৃষভধ্বজাঙ্ক।
বাণৈকহৃদ্গতবিধায়ক বাণনাথ গৌরীপতে
ময়ি নিধেহি কৃপাকটাক্ষম্ ॥

ক্ষীরাম্বুধিভ্রমথনোদ্ভবকালকূট পীতাকুলাসুর-
মরামরভী প্রহর্ত্তঃ।
কাশীশ্বর ত্রিপুরদুর্দ্ধরদানবারে গৌরীপতে ময়ি
নিধেহি কৃপাকটাক্ষম্।

* * * (১ শ্লোক অস্পষ্ট)

ভক্তাকুলাকুলিতমানসচন্দ্রচূড় শ্রীশৈলজাবদনপঙ্কজমুগ্ধভৃঙ্গ।

মৌক্তিকবীজগুণহেতুগুণাতিরিক্ত গৌরীপতে ময়ি নিধেহি কৃপাকটাক্ষম্ ॥
কামাঙ্গনাশনকৃপাম্বুধিকামদাতঃ কাশীকৃদন্ধকরিপো প্রণবপ্রগীত।
নির্লেপনির্গুণনিরাকৃতিলিঙ্গসংস্থ গৌরীপতে ময়ি নিধেহি কৃপাকটাক্ষম্ ॥

* * * ( ১ শ্লোক অস্পষ্ট )

ত্বদ্ভৃত্যভৃত্যপরিচারকভৃত্যভৃত্যভৃত্যস্য ভৃত্যবলিদানবসূনুরেষঃ।
এবং স্মরন্ কুরু কৃপাং করুণানিধান বাক্‌কায়কর্ম্মমনসা শরণং ব্রজামি।
বলিসুতকৃতরম্যং স্তোত্ররাজং শিবস্য পঠতি পরম ভক্ত্যা যস্ত্রিসন্ধ্যং মনুষ্যঃ।
সতু ভবতি ধরেন্দ্রো লব্ধকামো যশস্বী গ্রহরিপুগদপীড়াবর্জ্জিতঃ সর্ব্বকালম্ ॥
অতুলবলধনাঢ্যো রাষ্ট্রসংগ্রামজেতা রতিপতিসমরূপো কামিনীনাং প্রিয়শ্চ।
সকলগুণকলাঢ্যঃ পুত্রবান্ দীর্ঘজীবী স্মৃতিপদমপি লব্ধা নন্দিতুল্যত্বমেতি ॥

ইতি শ্রীনন্দিসংহিতায়াং বাণস্তোত্রকথনং একত্রিংশত্তমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

নন্দ্যুবাচ।

এবং স্তুত্বা ততো বাণো গলবস্ত্রো হরাগ্রতঃ।
পপাত দণ্ডবদ্‌ভূমৌ শিব ত্রাহিত্যুদীরয়ম্ ॥
তস্তথা কাতরং দৃষ্ট্বা স্নেহতো গিরিজাপতিঃ।
ক্রুত্তমালিঙ্গনঞ্চক্রে চোত্তিষ্ঠেতি ত্রিরুচ্চরন্ ॥
সংমার্জ্জয়ন্ মুখস্তস্য করপদ্মেন শঙ্করঃ।
যথা রুচি বরং গৃহ্ন ইতি বাচমুবাচ হ ॥
ত্বয়া তপঃ কৃতং ঘোরং ব্রতঞ্চাপি সুদুষ্করম্।
অনেন দাসতুল্যং মাং কৃতবানসি বৎসক ॥
অতস্তব মনোবৃত্তং বদ বৎস বদাশু মে।
সদ্যংস্ত সাধয়াম্যদ্য নাত্র শঙ্কাং করিষ্যসি ॥

( অতঃপর একটি পত্র নাই )

তত্রৈবান্তরবেদী চ শিবেনৈব নিরূপিতা।
তচ্ছ্মশ্রুথাগ্নিসম্ভূত যদ্বসন্ মোক্ষভাগ্‌ভবেৎ ॥
জালন্ধরে পরা পরা পূর্ব্বে লাঙ্গুল-ভৈরবঃ।
উত্তরে বিশ্বনাথশ্চ দক্ষসীমাস্থ ভূসুতঃ।
এতদন্তর্মহাবেদী কাশীতুল্যফলপ্রদা।
মণিকর্ণিকয়া তুল্যং লৌহিত্যে হত্রৈব সজ্জলম্ ॥

* * ( ১ শ্লোক অস্পষ্ট )

মহানন্দঃ কোটিলিঙ্গো ভূত্বা তস্থৌ শিলাময়ঃ।
তজ্‌জ্ঞাত্বা বিষ্ণুরাগত্য সদারুঃ সগণো দ্রুতম্।

বিশ্বনাথং মহালিঙ্গং পূজয়ামাস ভক্তিতঃ।
* * পশ্চাল্লিঙ্গমেকৈকমার্চ্চয়ন্।
তুষ্টুবু র্বাণরাজানং প্রশংস্য গিরিজাপতিম্॥
তথা দারাগণৈর্যুক্তাব্র্হ্মাদ্যাঃ সকলামরাঃ।
নাগকিন্নরগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধযক্ষমহর্ষয়ঃ।
তীর্থানি সিন্ধবো বেদা গ্রহর্ক্ষঋতুপর্ব্বতাঃ।
যোগিন্যপ্সরসো ভৃঙ্গিকালমুখ্যা বয়স্তথা।
মনবো ভানবো রুদ্রা বসবো মরুতো মখাঃ।
* * * * (শ্লোকার্দ্ধ)
উবাচ দশবিদ্যাভিঃ সহিতা সখিভিঃ সহ।
ক্ষেত্রপালাশ্চ ডাকিন্যো ভৈরব্যো ভৈরবা-স্তথা॥
অন্যেঽপি গত্বা তত্রৈব একৈকং লিঙ্গমার্চ্চয়ন্।
* * * দৃষ্ট্বা লেভিরে পরমং সুখম্।
কাশীং দৃষ্ট্বা কৃতার্থা স্তে সর্ব্বে জগ্মুঃ স্বমালয়ম্।
জালন্ধরে তু সন্তস্থৌ দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা।
* * * * (শ্লোকার্দ্ধ)
তস্থৌ শঙ্করলিঙ্গস্তু লোকনিস্তারহেতবে।
ইতি বৎস ময়া প্রোক্তা বাণবারাণসী-কথা।
* * * * (অস্পষ্ট)
যতো লৌহিত্যতোয়ে তু স্থিতা ত্রিপথগা সদা॥
কাশীমেকন্তু নির্ম্মায় ত্বৎপিতা ভক্তবৎসলঃ।
স্বপ্নে বাণেত্বকথয়ৎ * * *
লৌহিত্যদক্ষিণে তীরে সারঙ্গস্য গিরেরধঃ।
দ্বৌ মুনী তিষ্ঠতো নাম্না কৌস্তভঃ কুমুকাপরঃ
ময়া কাশী কৃতা বৎস তয়োঃ প্রশ্নাল্লভস্বতাম্।
* * * * (শ্লোকার্দ্ধ)
......লিঙ্গবিবরে তত্র পূর্ণাস্তি সাত্ত্বিকী।
তস্যাঃ সামিষপূজায়াং শ্রীহানির্বৎস জায়তে॥
ইত্যেবং কথয়ন্ স্বপ্নে শম্ভুর্ভক্তস্য বৎসলঃ।
আজগাম স কৈলাসমস্মাভিঃ পরিসেবিতঃ॥
ততো বাণঃ সমুত্থায় প্রাতঃকালে শুচির্ভবন্।
মুনিদ্বয়স্য নিকটং জগামাতিত্বরান্বিতঃ॥

চিত্তস্যাতিশয়োদ্বেগাদ্ভূয়ো রাজা মুনিদ্বয়ম্।
কুত্র কাশীতি ষট্কৃত্বঃ পপ্রচ্ছ বদতামিতি ॥
ততো ধ্যানস্য ভঙ্গেন কুপিতৌ তৌ মহামুনী।
চক্রতুর্বাণরাজানং তিরস্কারং মুহুঃমুহুঃ ॥
কুত আগত্য রে মূঢ় মিথ্যা রটসি বালবৎ।
কিম্বা ধুস্তূরসম্বন্ধাসবপানেন বাতুলঃ ॥
জায়তে জগতাং কাশী জাহ্নব্যা নিকটে শুভে।
ত্বমস্মা পৃচ্ছসে মূঢ় কাশী ক্ক কামরূপকে ॥
বুধ্যামি তব সর্ব্বেষু পুরুষেষু ন পণ্ডিতঃ।
নো বা নির্ব্রাহ্মণে দেশে জন্মবানসি বালিশ ॥
ত্বমাপসর দূরং ত্বং শাপভীরস্তি চেত্তব।
শ্রুত্বৈতদ্বচনং রাজা মৃতাদপ্যধিকোঽভবৎ ॥
অথ মুনান্তিকাদ্দূরমাগত্য বলিনন্দনঃ।
শোককোপবশাচ্চাভূন্মরণে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥
বৃত্তান্তং শঙ্করো জ্ঞাত্বা শীঘ্রমাগত্য ভূপতিম্।
মৃত্যোর্নিবারয়ামাস বাণং মধুরয়া গিরা ॥
শ্রীশিব উবাচ। কিমর্থং বদ নৃপতে মরণায় কৃতোদ্যমম্।
বদ শীঘ্রং হৃদন্তাপং ত্বদ্দুঃখৈ দুঃখিতোঽহম্ ॥
শ্রুত্বা শিববচো বাণঃ প্রাহ গদ্‌গদয়া গিরা।
মুনিদ্বয়তিরস্কারং কথয়ামাস শূলিনে ॥
তৎসমাকর্ণ্য কোপেন প্রজ্বলন্ বৃষভধ্বজঃ।
অশপত মুনিদ্বন্দ্বং পাষাণভবনায় বৈ ॥
তজ্জ্ঞাত্বাতিরুষা ক্রুদ্ধো দ্বৌ মুনী কুম্ভকৌস্তভৌ।
তৎস্থানং শীঘ্রমাগত্য বদতঃ স্ম ত্রিলোচনম্ ॥
মুন্যুচতুঃ। হে দেবদেব শ্রীকণ্ঠ জগত্তাত কৃপাম্বুধে।
পরামর্শমকৃত্বৈব কিমেষা দুষ্ক্রিয়া কৃতা ॥
কদা কুত্র কৃতা কাশী আবায়োঃ কিং প্রকাশিতা।
অশ্রুতামবদন্ বার্ত্তা নরো কিং দোষভাগ্‌ভবেৎ ॥
বিনাপরাধতো যস্মাৎ শপ্তাবাবাং ত্বয়া হর।
অতস্তে বিশ্বনাথোঽপি নীরময়ো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥
ইতি শাপং তদা শ্রুত্বা স্তব্ধোঽভূদ্বলিনন্দনঃ।
চিত্রপুত্তলিকাপ্রায়ঃ শিববক্ত্রং বিলোকয়ন্ ॥

অথ তৌ তু মুনী প্রাহ সস্মিতো বৃষভধ্বজঃ।
সাধুকর্ম্মকৃতং বিপ্রৌ যুবাভ্যাং দোষতো মম॥
বিনাপরাধিনৌ বিপ্রৌ ময়া সপ্তৌ যতো যুবাম্।
তস্যৈব ফলভোগেন ন মে লজ্জাস্তি ভূতলে॥
ভবন্তৌ কিল কল্যব্দে অযুতে চ গতে পুনঃ।
শিলাভাবং পরিত্যজ্য পূর্ব্বরূপৌ ভবিষ্যতঃ॥
শ্রুত্বা তু করুণং বাক্যং শিবং নত্বা দ্বিজোত্তমৌ।
চক্রতুঃ স্তবনং দিব্যং ততো বচনমূচতুঃ।

মুনিদ্বন্দ্বমুবাচ। হে হর ত্বৎপদদ্বন্দ্ব আগোবাভ্যাং মহৎকৃতম্।
সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্বাশু যতো বাং মায়য়া বৃতৌ॥
যচ্চকার করিষ্যামি করোমি চ জগৎপতে।
প্রেরকস্তং হি সর্ব্বেষাং কঃ কর্ত্তা কস্য কর্ম্মণঃ॥
অতো বাভ্যাঞ্চ যত্ত্বং হি শপ্তো বিশ্বেশ্বরঃ শিবঃ।
ত্বদিচ্ছয়ৈব তদ্ভূতমিতি কৃত্বা ক্ষমস্ব ভোঃ॥
দ্বৌ মাসৌ বা ত্রিমাসান্ বা চতুর্ম্মাসানথাপি বা।
বর্ষে বর্ষে বিশ্বনাথো জলমগ্নোঽস্ততঃ স্ফুটঃ॥
অস্মৎপ্রদত্তশাপস্য নিবন্ধোঽয়ং প্রদর্শিতঃ।
ভবাবঃ প্রস্তরৌ নাথ ইদানীং তব বাক্যতঃ॥
ইত্যুক্ত্বা শঙ্করস্যাগ্রে শঙ্করং মনসা স্মরন্।
দ্বৌ মুনী ভবতশ্চাশু পাষাণৌ শিবমীক্ষয়ন্॥
অথ তস্মাদ্ধরো গত্বা বাণেন সহিতো দ্রুতম্।
দর্শয়ামাস তং বাণং তাং কাশীং ভূতনায়কঃ॥
বিশ্বনাথং ভৈরবঞ্চ তথা মঙ্গলচণ্ডিকাম্।
লৌহিত্যাম্ভোত্তরগতাং গঙ্গাঞ্চ মণিকর্ণিকাম্॥
লিঙ্গার্দ্ধসংস্থং শ্রীবিষ্ণুমন্নপূর্ণাঞ্চ সাত্বিকীম্।
চক্রতীর্থাভিধাং স্নানবাপীঞ্চাপি মনোরমাম্॥
ব্রহ্মাদিপূজিতং তত্তদীশ্বরেশ্বরসংজ্ঞিতম্।
কোটিলিঙ্গঞ্চ তত্রৈব ভূতনাথস্ত্বদর্শয়ৎ॥
তস্যাঃ কাশ্যাশ্চ সীমানং তথৈবান্তর্বেদিকাম্।
বাণরাজং বিনিজ্ঞাপ্য তিরোধানমভূদ্ধরঃ॥
অথ বাণস্তথা কাশীং পশ্যন্ রোমাঞ্চিতোঽভবৎ।
হর্ষাশ্রুসিক্তবদনো হর্ষ * * * ॥

ইহার পর আর পত্র পাওয়া যায় নাই। উপরিভাগে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে প্রতীত হইবে যে মহাদেব বাণরাজার তপস্যায় প্রীত হইয়া এই বিশ্বনাথক্ষেত্র দ্বিতীয় বারাণসীরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ শিলঘাটের দ্বিমুনি শিলার উদ্ভবকাহিনীও জানা যাইতেছে এবং বর্ষার কয় মাস বিশ্বনাথ কেন জলমগ্ন হইয়া থাকেন, তাহারও পৌরাণিক ইতিবৃত্ত অবগত হওয়া গেল। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে নন্দিসংহিতার এই প্রেরিত ৯ খানি (অর্থাৎ ২২—২৯ এবং ৩১ সংখ্যক) পাতা ভিন্ন আর পাতাগুলি পাওয়া যাইতেছে না। "বিশ্বনাথীয় বরুয়া" উপাধিবিশিষ্ট অহোমরাজগণের সময়ে যে ব্রাহ্মণবংশ বিশ্বনাথের সেবাপূজার ও বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন, তাঁহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণের নিকট হইতে এই কয়খানি পত্র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। এই কয় পত্রে মাত্র ২৮তম হইতে ৩২তম পরিচ্ছেদ (তাহাতেও ২৮তম ও ৩২তম পরিচ্ছেদ অসম্পূর্ণ) পাওয়া গেল। ২৮তম পরিচ্ছেদে গুপ্তক্ষেত্র-কথন, ২৯তম পরিচ্ছেদে গুপ্তকর্ম্ম-কথন, ৩০তম পরিচ্ছেদে হরপার্ব্বতীসংবাদে শিবের নামাবলীকথন, ৩১তম পরিচ্ছেদে বাণস্তোত্রকথন এবং ৩২তম পরিচ্ছেদে বাণের বারাণসীবৃত্তকথন আছে। উদ্ধৃতাংশে ৩১তম ও ৩২তম পরিচ্ছেদ মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে। এই ৩১তম পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে শিবলিঙ্গসমূহের ইতিবৃত্তে মণিকূট হয়গ্রীব সন্নিহিত কেদারেশ্বরের নাম আছে।* যদি এই সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি পাওয়া যাইত, তবে হয়ত আসামের আরও অনেক তীর্থস্থলের বিবরণ জানিতে পারিতাম। ফলতঃ যোগিনীতন্ত্রের ন্যায় নন্দিসংহিতা আসামের পৌরাণিক ইতিবৃত্তের এক প্রকৃষ্ট উপাদান। এই নন্দিসংহিতাখানি অনুসন্ধানপূর্ব্বক সমগ্র আবিষ্কার করিয়া প্রকাশিত করিবার প্রয়াস করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

---

* স্কন্দ উবাচ * * *

কতিবাতানি লিঙ্গানি সন্তি বা কুত্র কুত্র চ।
তৎ সর্ব্বং মে সমাচক্ষ্ব তাতবিৎ পঙ্কজাংশুমান্॥
নন্দ্যুবাচ। যদ্‌যৎ পৃষ্টং ত্বয়া বৎস সর্ব্বং ত্বৎপ্রশ্নমুত্তমম্।
নো দৃষ্টস্ত্বৎসমো দেবো লোকানুগ্রহবিগ্রহী॥
জ্যোতির্ম্ময়স্যাচিন্ত্যস্য নিরাকারস্য শূলিনঃ।
উপাসনার্থং ভূতানি লিঙ্গানি কথয়ামি তে॥
কাশ্যাং জ্যোতির্ম্ময়ং লিঙ্গং নাম্না বিশ্বেশ্বরঃ স্মৃতঃ।
আদ্যাং যদ্দর্শনং স্পর্শং স্মরণঞ্চাপি মোক্ষদম্॥
কেদারেশ্বরলিঙ্গস্তু বিখ্যাতং সর্ব্বকামদম্।
জানীহি গিরিজাবাল রম্যে বদরিকাশ্রমে॥
অপরঞ্চাপি কেদারেশ্বরলিঙ্গং মহাগিরৌ।
মণিকূটহয়গ্রীবসন্নিধৌ কৃত্তিকা-সুত॥

* * * *

# মধুসূদন কিন্নর বা মধুকাণের জীবনচরিত

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে যে নটজাতির উল্লেখ আছে, মধুসূদন সেই জাতীয়। নটেরা পূর্ব্বকালে নৃত্যগীতাদিদ্বারা জীবিকার্জ্জন করিত। তাহারা অন্ত্যজজাতির মধ্যে পরিগণিত। পুরাকালে এদেশের রাজা মহারাজ ও ধনবান্‌দিগের নিকটে নটদিগের আদর ছিল; মুসলমান নবাবেরাও হিন্দুদের দেখাদেখি নটদিগকে আদর যত্ন করিতেন। সেই নটদিগের সম্মানসূচক উপাধি কিন্নর। কিন্নর শব্দের অপভ্রংশ "কাণ"। মধুসূদন এই কিন্নরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার পিতার নাম আনন্দ কাণ। আনন্দ জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, লেখাপড়া জানিত না। আনুমানিক বাঙ্গালা ১২১২ সালে উলসি গ্রামে মধুর জন্ম হয়। সরকারী কার্য্যোপলক্ষে আমার মধুসূদনের জন্মভূমি দেখিবার সুবিধা ঘটিয়াছিল। তাহাতেই তাহার জীবনী সংগ্রহের সুবিধা পাইয়াছিলাম। এই উলসি গ্রাম যশোর জেলার অধীন বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত সার্সা নামক পুলিস ষ্টেসনের অধীন। গ্রামটী মধ্যবঙ্গ রেলের ( B. C. Ry ) ( যাদবপুর ) নাভরণ ষ্টেশন হইতে দক্ষিণপূর্ব্ব ৪ মাইল দূরবর্ত্তী। এখানে একটী সামান্য বাজার ও মধ্যে মধ্যে দুই চারিটী পাকা বাড়ী আছে, কিন্তু গ্রামের ভিতর বাঁশ ও নানাপ্রকার আগাছার জঙ্গলদ্বারা পরিপূর্ণ, তথাপি দেখিলেই মনে হয় কোন সময়ে ইহা একটী বিশিষ্ট গ্রাম ছিল।

উলসির বাজার হইতে অনুমান এক মাইল পূর্ব্বদিকে এই কাণ বা কিন্নরদিগের বসবাস। সে স্থানটীও জঙ্গলময়, এমন কি দিবসেও অনেক সময় তথায় সূর্য্য দেখা দেন না। ঐ জঙ্গল মধ্যে দুই একঘর করিয়া কিন্নর, মুসলমান, কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ ও সুবর্ণবণিক প্রভৃতি জাতীয়ের বাস আছে। বেতনা নদী এই গ্রামের পূর্ব্বদক্ষিণবাহিনী, প্রথমতঃ তাহা উত্তরদিক্ হইতে প্রবাহিত হইয়া যে স্থানে পূর্ব্ববাহিনী হইয়াছে ঐ স্থানের দক্ষিণ প্রায় একরশির মধ্যে এই স্বনামধন্য মধুসূদনের বসতবাটী। তথায় কিছুই দেখিলাম না, কয়েকটী নারিকেলগাছ জবাদি ফুলগাছ ও কয়েকখান পুরাতন কালিপড়া ইট মাত্র দেখিলাম। মধুসূদন কিন্নরের স্বজাতীয় এবং জ্ঞাতিভ্রাতা হৃদয় কিন্নর, আবদুল লতিফ, উদ্ধবকিন্নর ও উত্তমবিশ্বাস এই কয় ব্যক্তি মধুসূদনের জন্মস্থান দেখাইয়া দিল। ইহাদের নিকট জানিলাম যে ইহারা মধুকাণকে দেখিয়াছে ও তাহার সহিত কীর্ত্তন গাইবার জন্য বঙ্গদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছে। এমন কি আবদুল লতিফ তাহার মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত সঙ্গে থাকিয়া সেবা করিয়াছিল।

নিরক্ষর পিতার পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা না হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মধুসূদন পিতৃঅর্জ্জিত অসন বসনে প্রতিপালিত হইয়াছিল মাত্র। ক্রমে তাহার প্রতিভা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ধিকি ধিকি বাড়িতে লাগিল। পরে ষোল বৎসর বয়স হইতে সঙ্গীত শিক্ষায় তাহার মন

ধাবিত হইলে, উনিশ কুড়ি বৎসর বয়সে তাহার প্রতিভা বিকশিত হইল, মধুর কবিত্ব স্ফূর্ত্তি পাইল। সে দুই একটী গীত রচনা করিতে আরম্ভ করিল, ক্রমে তাহার দ্বারা "ঢপ" কীর্ত্তনের সৃষ্টি হইল। ঢপ কীর্ত্তন পূর্ব্বে ছিল না, মধুসূদনই এই কীর্ত্তনের জন্মদাতা। আজি মধুকাণ নাই, কিন্তু তাহার ঢপ কীর্ত্তনের গান বাঙ্গালা দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠে গীত হইতেছে।

অতঃপর মধুসূদন কীর্ত্তনের দল বাঁধিল এবং দেশ বিদেশে সেই কীর্ত্তন গাইয়া বেড়াইতে লাগিল। নূতনের আদর সর্ব্বত্র সকল সময়েই আছে, বঙ্গদেশের সকলেই তাহার কীর্ত্তন শুনিবার জন্য উৎসুক হইল; যেখানে মধুর কীর্ত্তন হয় সেইখানেই লোকে লোকারণ্য, সহস্র সহস্র লোক মধুসূদনের কীর্ত্তনের আসরে উপস্থিত। এইরূপে অল্পকাল মধ্যেই মধুসূদনের নামে বঙ্গদেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে তাহার যশঃসৌরভ ছড়াইয়া পড়িল, মধুসূদনের প্রভূত অর্থোপার্জ্জন হইতে লাগিল, সংসার সচ্ছল হইল, তাঁহার পিতার সকল দুঃখ দূরীভূত হইল। প্রতিভা চাপা থাকিবার সামগ্রী নহে, উহা জাতি মানে না, বংশ মানে না, অবস্থা মানে না, আপনি ফুটিয়া উঠে। তবে মধুর প্রতিভা কেন না বিকাশ পাইবে। পূর্ব্বোক্ত নারিকেল গাছগুলির নিকটে একটী খোড়ো বৈঠকখানা ছিল, তথায় মধুসূদন নিজের দলবল লইয়া দিনরাত গানবাজনা করিত, ঐ বৈঠকখানার নিকটেই তাঁহার পৈতৃক বসতবাটী ছিল। কিন্তু কোন দুর্দ্দৈব কারণ বা কুসংস্কারবশতঃ তাহাদিগকে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া, তথা হইতে ২০ বিঘা অনুমান দক্ষিণ পশ্চিম অর্থাৎ গ্রাম্যরাস্তার দক্ষিণে উঠিয়া আসিতে হয়। প্রথমোক্ত স্থানটীই মধুর জন্মস্থান। বাস-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে যে একটী কিম্বদন্তী আছে, এ স্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। সে সম্বন্ধে যাহা জানা গিয়াছে তাহা এক্ষণে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

মধুসূদনের পিতা আনন্দ কাণের মধুসূদন ব্যতীত আর দুইটী পুত্র ছিল, তাহাদের নাম যাদব ও তারক। তন্মধ্যে মধ্যম যাদব ও কনিষ্ঠ তারক। মধুসূদন যখন লেখাপড়া শিখিতে পার নাই, তখন তাহার অন্যান্য ভ্রাতা যে লেখাপড়ায় বঞ্চিত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। বাল্যকাল হইতে সকলে সঙ্গীতচর্চ্চা করিত। লেখাপড়া না শিখিলেও তাহারা অসভ্য ছিল না, জাতীয় ব্যবসা উপলক্ষে অনেক ভদ্রলোকের ও আপনাদের প্রতিভাশালী অগ্রজের সংস্রবে তাহারাও অনেকটা সভ্যভব্য ছিল। আপনারা নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত, বাড়ীঘরও পরিষ্কার রাখিতে ত্রুটি করিত না; কিন্তু গৃহকার্য্যাদি আপনারাই সম্পন্ন করিত, তাহাতে অভিমান ছিল না। কথিত আছে যে উল্লিখিত বৈঠকখানার দক্ষিণ দিকে একদিন বৈশাখ মাসে মধুর ভাই যাদব বাগান করিবার জন্য মৃত্তিকা খনন করিতে আরম্ভ করে; কতকটা খনন করা হইলে এক স্থানের মৃত্তিকা অত্যন্ত কঠিন বোধ হয়; এই স্থান কিছুক্ষণ খনন করিলে তথা হইতে দুই চারিখানি ইট বাহির হয়, তাহাতে যাদব ক্লান্ত হইয়া ঐ দিন সেই কার্য্য স্থগিদ রাখিয়া দেয় এবং পরে ক্রমশঃ শেষ করিবার ইচ্ছা করে।

সমস্ত দিন শারীরিক ক্লান্তির পর যাদব আহারাদি করিয়া রাত্রিকালে সুখে নিদ্রা যায়; কিন্তু নিশাবসানকালে সে স্বপ্ন দেখে যে, যে স্থান খুঁড়িতে খুঁড়িতে ইট বাহির হইয়াছিল, ঐটি একটী পীরের স্থান, তথায় মৃত্তিকার নিম্নে পীরের একটী পাকা আস্তানা নিহিত আছে। ঐ আস্তানা হইতে এক আজানুলম্বিতবাহু মহাপুরুষ আপনার পৃষ্ঠদেশ দেখাইতে দেখাইতে কহিলেন, "দেখ্, যাদব, তোরা আপনাদের সুখের জন্য বাগান করিতেছিস্, কিন্তু জানিস্ না যে খুঁড়িবার সময় কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিস্। কোদাল দরগাতে লাগিয়া আমার পিঠ কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে, সে রক্ত এখনও ধরে নাই, তোদের আর কাহাকেও রাখিব না, সকলকেই বিনাশ করিব।" এই বলিয়াই সেই মহাপুরুষ অন্তর্দ্ধান হইলেন। সেই রোষলোহিতলোচন, সেই উগ্রভাব, সেই কর্কশবাক্য, সেই অঙ্গভঙ্গি দৃষ্টে যাদবের নিদ্রাভঙ্গ হইল, যেন আকাশ হইতে তাহাকে কেহ পাতালে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। যাদব কাঁপিতে কাঁপিতে কতক্ষণ চক্ষু মুদিয়া ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিল, এবং অন্ধকার মধ্যে চারিদিক্ হাত দিয়া দেখিল, ভাবিল, 'আমিত শয্যায় শুইয়া আছি। এখন রাত্রিত শেষ হইয়াছে, এ কি হইল।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাহার মনে দিবসের আমূল ব্যাপার স্মৃতিপথে আসিল এবং বাটীর সকলকে ডাকিয়া স্বপ্নের আমূল বৃত্তান্ত জানাইল। ক্রমে পাড়ার দুই একটী করিয়া অনেক ভদ্রলোকও উপস্থিত হইলেন। কেহ বলিলেন, স্বপ্নে আর ভয় কি; অমন দিন দিন কত দেখা যায়; তাতে আবার কি হয়; কেহ বলিল, না যখন বাস্তবিক ঐ মাটীর নীচে পাকা দরগা বা মস্জিদ আছে, তখন এস্থান পরিত্যাগ করা উচিত। এইরূপ নানা লোকে নানা কথা বলায় একটা হুলস্থুল বাধিয়া উঠিল। শেষ এই স্থির হইল যে এই স্থান ত্যাগ করাই ভাল, কেন না দেবতা দ্বারা তাঁহাদের অনিষ্ট হইতে পারে, হিন্দু ও মুসলমানের দেবতায় কি প্রভেদ আছে? তখন সেই দেবতার সন্তোষ জন্য পূজাদি দেওয়া হইল এবং মুসলমান ও কিন্নর জাতীয়েরা তথায় রান্ধিয়া আহার করিল। সেই অবধি উহারা এ পর্য্যন্ত ঐ স্থানে বৎসর বৎসর রান্ধিয়া খাইয়া থাকে, তজ্জন্যই এখানকার পতিত ইষ্টকগুলিতে কালির দাগ দেখিলাম।

উল্লিখিত দুঃস্বপ্নের জন্যই মধুসূদন এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া গ্রাম্য রাস্তার দক্ষিণে আপন নূতন বাসস্থাপন করিয়াছিল। এই স্থানেই মধুসূদন জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইয়াছিল এবং এই স্থানকেই অনেকে তাহার জন্মস্থান বলিয়া নির্দেশ করায় দর্শককে ভ্রমে পতিত হইতে হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক এটী তাহার জন্মস্থান নহে—তাহার নূতন বাসবাটী। তখন মধুসূদনের বয়স অন্যূন ৩০ বৎসর হইবে। ইহার পূর্ব্বেই তাহার বিবাহ হইয়াছিল।

মধুসূদনের এই নূতন বাসস্থানে কতকগুলি ফুলগাছ, ভগ্ন ইট ও মাটীর ঢিপি দেখিলাম। আমার সহচর হৃদয় আমাকে ঐ স্থানটী দেখাইয়া বলিল যে মধুসূদন সর্ব্বদাই এখানে থাকিত ও গাওনা বাজনাতে সময় কাটাইত। তাহার দলে ২৫।৩০ জন লোক ছিল, তন্মধ্যে হৃদয় নিজেও একজন। প্রত্যহ মধুসূদন তাহাদের আহারীয় ও আবশ্যকীয় সমগ্র দ্রব্য নিজ

হইতে যোগাইত। তাহা ছাড়া দলের প্রত্যেকেই কেহ মাসিক বেতন, কেহ বা গানের লভ্যাংশ প্রাপ্ত হইত। যাহা হউক মধুসূদনের বংশে এক্ষণে কোন পুরুষ জীবিত নাই। তাহার বাসগৃহ ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। মধুসূদনের দুই স্ত্রী ছিল; উভয়েই বন্ধ্যা। তাহার ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যেও কাহারও সন্তানসন্ততি জীবিত নাই এবং ভ্রাতৃদ্বয়ও ক্রমে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে।

মধুসূদনের তিনটী ভগিনী ছিল; তাহাদের নাম হর, সারদা ও বাণী। ইহাদের মধ্যে বাণীই এখন জীবিতা। সে কলিকাতা সহরের প্রখ্যাত কোন কীর্ত্তনওয়ালীর দলে গান করে। অন্যান্য ভগিনীদিগের মধ্যে কেবল হরর কন্যার কন্যা (নাতিনী) ভুবন স্বয়ং একটী ঢপ্ কীর্ত্তনের দল করিয়া স্থানান্তরে গিয়াছে। আমি তাহার গাওনা শুনিয়াছি, শুনিতে মধুর বোধ হইয়াছিল। এই দল ব্যতীত মধুসূদনের স্বজাতীয়দের মধ্যে আরও দুই তিনটী কীর্ত্তনের দল বর্ত্তমান আছে।

প্রভূত যশোকীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া মধুসূদন দিব্যধামে আশ্রয় লাভ করে। এদেশের অনেক বড়লোকের বাড়ীতেই প্রতিবৎসর নিয়মিতরূপে কীর্ত্তন হইবার ব্যবস্থা ছিল। তন্মধ্যে দানশীলা রাণী স্বর্ণময়ীর বাটীতেই মধুসূদনকে প্রতিবৎসর রাসের সময় কীর্ত্তন করিতে হইত। সম্ভবতঃ সন ১২৭৪ সালের কার্ত্তিক মাসের মধ্যে মধুসূদন স্বদলে রাণী স্বর্ণময়ীর বাটী কাসিমবাজারে যাত্রা করে। তখন ( B. C. R. কি E. B. S. R.) অর্থাৎ দার্জিলিং কিংবা খুলনা রেলের নামগন্ধও ছিল না। সুতরাং সকলকেই তখন পদব্রজেই যাইতে হইত। গোঁড়া হিন্দুদের মধ্যে সকলেই গোরুর গাড়ীতে যাওয়া পাপকর্ম্ম বলিয়া মনে করিত। সুতরাং মধু ও তাহার দলবল হাঁটিয়াই কাসিমবাজারে রওনা হইল। এইরূপে তাহারা স্বগ্রাম উলসি হইতে হাঁটিয়া গোয়াড়িতে উপস্থিত হয়। একেত সমস্ত দিবস পথশ্রান্তির কষ্ট, তাহাতে পথে আহারের অনিয়ম এবং বয়সও অর্দ্ধেকের উপর হওয়ায় মধুসূদন এখানে পীড়িত হইল। প্রথমতঃ জ্বরের লক্ষণ দেখা দিল, পরে জানা গেল যে পান আহারাদির অনিয়মে তাহার প্লীহা ফাটিয়া গিয়াছে। দুই চারি দিবস গোয়াড়ীতে এই অবস্থায় কাটিয়া গেল। ভাল ভাল চিকিৎসক তাহার পীড়া দুরারোগ্য বলিয়া জবাব দিলেন। পঞ্চম দিবসে মৃত্যুর লক্ষণ সকল ধীরে ধীরে দেখা দিতে লাগিল, তাঁহার হস্তপদ সঞ্চালনযন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ বৃদ্ধি হইয়া তিন চারি ঘণ্টা মধ্যে দেহ অবসন্ন হইল; চক্ষুর্দ্বয় হইতে দর দর বারি নির্গত হইতে লাগিল; যেন মনোদুঃখ প্রকাশ করিতে না পারিয়া অশ্রুপাতেই তাহা জানাইতে লাগিল। তাঁহার আত্মীয় ও সঙ্গীগণ সময় সময় মুখে গঙ্গাজল ও দুগ্ধ দিতে লাগিল; তাহা কখন বা উদরস্থ হইল, কখন বা চিবুক দিয়া গড়াইয়া পড়িল। তিন চারি ঘণ্টা এইরূপ করিতে করিতে তাঁহার সমস্ত শরীর পাথরের ন্যায় শীতল হইয়া গেল এবং চক্ষুর্দ্বয় শিবনেত্র হইয়া চিরদিনের জন্য স্থির হইয়া রহিল; শরীরের স্পন্দনমাত্রও দৃষ্ট হইল না।

অহো! সেই হরিগুণকীর্ত্তনকারী মধুসূদন আর নাই; তাহার জীর্ণ কলেবর মাত্র পড়িয়া

আছে। আর সে স্বয়ং সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের নাম ধরাধামে কিরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিল তাহার পরিচয় দিবার জন্য সেই মুক্তিদাতার শ্রীপদে চলিয়া গিয়াছে। ইহলোকে কেহ আর তাহাকে দেখিতে পাইবে না। এদিকে মধুর আত্মীয় ও সঙ্গিগণ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে জানিয়া, 'হা মধুসূদন কোথায় গেলে' বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। সেই আর্ত্তনাদ শুনিয়া গোয়াড়ীর বাজারের বাসায় লোকে লোকারণ্য হইল, সকলেই মধুর মৃত্যুতে সহানুভূতি প্রকাশ করিল।

মধুসূদনের দেহ না ভস্মীভূত না কবরস্থ করা হয়। তবে তাহার শব কলসী সহ রজ্জু বান্ধিয়া নিকটবর্ত্তী খড়ি নদীতেই নিমজ্জিত করা হইয়াছিল।

আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সঙ্গী হৃদয় বলিল, "মহাশয়, আমরা জাতিতে নর্ত্তক হিন্দু। মুসলমান ও হিন্দু উভয় সমাজে আমাদের গতায়াত আছে। তবে মুসলমান সমাজের কতকগুলি ব্যবহার আমাদের মধ্যে ক্রমশঃ প্রচলিত হওয়ায় কেহ কেহ কুক্কুটাদি আহার করিয়া থাকে ও পীর প্যাগম্বরদিগকেও মানিয়া চলে। আমাদের হিন্দু গুরু ও পুরোহিত আছে। বিখ্যাত খড়দহের ও প্যাল্লাপোলের মাননীয় গোস্বামিগণ এখনতক আমাদের বাটীতে শুভাগমন করিয়া থাকেন এবং হিন্দুমতেও অনেক কার্য্য হইয়া থাকে, কিন্তু লোকসমাজে পাছে আমাদিগকে ঘৃণা করে সে জন্য উভয় কূল বজায় রাখিয়া মধুসূদনের দেহ জলমগ্ন করা হয়। না হইলে পসার প্রতিপত্তি ও খাতির থাকে না।" আমি তাহাতে বলিলাম, "বাপু, বৈষ্ণব হইলে ত কোন গোলযোগ থাকে না, সে পথ শ্রীশ্রী৺চৈতন্য মহাপ্রভু প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহা হইলে পিতৃধর্ম্মত্যাগের পাপভাগীও হইতে হয় না"।

হৃদয় পুনরায় বলিল, "মহাশয়, বৈষ্ণব হইয়াও কোন ফল দেখি না, ছেলেপুলের বিবাহ জন্য তাহাতে বড় দায় ঘটে এবং সমাজেও সেই ঘৃণার হ্রাস হওয়া দেখি নাই। কাজেই আমি ও উদ্ধব কাণ প্রভৃতি এক্ষণে মুসলমান হইয়াছি, সে জন্য আমার নাম আবদুল ও উদ্ধবের নাম উত্তম বিশ্বাস হইয়াছে। তাহাতেই আপনাকে আমাদের দুই দুইটী নামের পূর্ব্বেই পরিচয় দিয়াছি।" তাহাতে আমি কিছুই বলিলাম না।

এক্ষণে সমাজপতিদের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন এই যে, আধুনিক হিন্দুসমাজের সেরূপ দৃঢ় বন্ধন নাই, মুসলমানী ও ইংরেজী আহারীয় যখন অনেকে আহার করিয়াও হিন্দুত্ব চ্যুত হয় নাই, তখন ইহাদের প্রতি সকলে শুভ দৃষ্টি না করিলে সমাজের মঙ্গল নাই, এবং হিন্দুত্ব হইতে সহস্র সহস্র লোককে বিসর্জ্জন দিতে হইবে, তাহাতে সমাজের ক্ষতি ভিন্ন লাভ দেখি না।

মধুসূদনের গীতরচনা ও গান গাইবার শক্তি সম্বন্ধে কিছু বলিয়াই এই অবতারণার শেষ করিতেছি। মধু স্বয়ং নিরক্ষর—কোন পাঠশালার কি স্কুলে লেখাপড়া শিখে নাই। তাহার পিতা ও ভ্রাতৃদ্বয়ও মূর্খ ছিল; তবে জাতীয় বিদ্যা গীতবাদ্যের আলোচনা করিয়া মুখে মুখে শাস্ত্রাদির মর্ম্ম শিখিয়াছিল। তাহার নিজের স্বাভাবিক প্রতিভা থাকায় সেই আলোচনা

দ্বারা ঐ শক্তির পরিপুষ্ট, তাহাতে অহরহঃ ভগবানের গুণকীর্ত্তন ( কৃষ্ণলীলা ) দ্বারা তাহার রচনা সম্যক্‌রূপ পরিমার্জ্জিত হয়। সেই রচনার লালিত্য, শব্দবিন্যাস ও অনুপ্রাসের ভঙ্গি দেখিলেই বোধ হয়, মধুসূদন একজন বিদ্বান্ পুরুষ ছিল। শুনিয়াছি, তাহার নিজ মুখে সেই গীত তানলয়সহকারে শ্রবণ করিলে শ্রোতৃবর্গের সংসার তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইত, এবং তাহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়া সকলে ভূয়ঃপ্রশংসা করিত। জয়দেবের যেরূপ সংস্কৃত রচনায় কবিত্ব, ইহার রচিত বাঙ্গালা গীতেও সেই ভাব দৃষ্ট হয়। অধিক কি বলিব, শ্রোতৃমণ্ডলী সময় সময় তাহার গান শুনিয়া ভাবে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে পরিধেয় বস্ত্রাদিও দান করিত। অহো কাল, আজি সে মহাত্মা কোথায়! আর মধুকে সে মধুরকণ্ঠে মধুর শব্দে মধুর রসে গান করিতে দিলি না—তাহাকে একবারেই আপন করালবদনে গ্রাস করিয়া কি লাভ করিলি! বরং যে হীরকখণ্ড প্রসব করিয়াছিলি, তাহা উদরসাৎ করিয়া স্বীয় ক্ষুধানলের পরিচয় দিয়াছিস্ মাত্র।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ আঢ্য।

# লক্ষ্মীচন্দ্রব্রত-পাঞ্চালি

আমি এ পর্য্যন্ত ব্রতাদি পূজা সম্বন্ধীয় যতগুলি প্রাচীন 'পুঁথি' পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছি, তন্মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিয়াছি, কবি দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারচ্ছলে তাঁহারা আপনাদের অনুরাগী ও বিরাগীর প্রতি যথাযোগ্য সম্পদ্ ও বিপদ্ বিতরণ করিয়া কি প্রকারে আপনাদের পানে আকর্ষণ করিয়া লয়েন, তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলতঃ, শ্রীশ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্ত অভক্তদের লইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে যে বিচিত্র লীলার অভিনয় করিতেছেন, আমরা প্রাচীন কবিদের বর্ণনায় তাহারই একটি সুস্পষ্ট আভাস সচরাচর প্রাপ্ত হইয়া থাকি। অদ্যকার আলোচ্য গ্রন্থখানিও প্রাচীন কালের এই পুণ্য-প্রভাব হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

পুস্তক খানির নাম "অথ লক্ষ্মীচন্দ্রব্রতপাঞ্চালি"। 'পাঞ্চালি' খানি ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে কি না জানি না, আমি উহার হস্তলিখিত প্রতিলিপি মাত্র পাইয়াছি। প্রতিলিপিকারের কল্যাণে গ্রন্থ মধ্যে একটিমাত্র ভণিতা আছে, অপরগুলি সম্ভবতঃ অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

যাহা হউক, উক্ত ভণিতা পাঠে আমরা অবগত হইতে পারি, শ্রীরামচরণ নাথ ১১৪৫ মঘীসনে পাঞ্চালিখানা বিরচন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ১২৭২ মঘী চলিতেছে; সুতরাং পুস্তকখানি ১২৭ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। কালের করাল স্পর্শ তুচ্ছ করিয়া এই সুদীর্ঘ শতাব্দীর অধিক সময়, যে পুস্তকখানি আপন ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক সযত্নে বেষ্টিত ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার মূল্য বড় সামান্য নহে।

কবি শ্রীরামচরণ নাথের নামাতিরিক্ত আর কোন বিশেষ পরিচয় পাইবার সম্ভাবনা নাই। তবে তিনি যে চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোক ছিলেন, তাহা একপ্রকার নিঃসঙ্কোচেই বলা যাইতে পারে। কেন না, চট্টগ্রাম ব্যতীত বোধ হয় আর কোথায়ও গ্রন্থোক্ত "মঘীসন" ব্যবহৃত হয় না। তার পর 'পাঞ্চালির' বর্ত্তমান অধিকারী অর্থাৎ যাঁহার নিকটে আমি এই বইখানি পাইয়াছি, তিনি চট্টগ্রামের অন্তর্গত যে মাহাংপুরে অবস্থিত করেন, সেখানে নাথ উপাধিধারী বিস্তর যোগী জাতীয়ের বাস দৃষ্ট হয়। এই 'মাহাংপুর'ই কবির জন্মভূমি হওয়া বিচিত্র নহে।

কবির উদ্দিষ্ট "লক্ষ্মীচন্দ্রব্রত" পৌষ পূর্ণিমা তিথিতে চট্টগ্রামের প্রত্যেক হিন্দু পরিবার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।* পূজান্তে পূজারি-ব্রাহ্মণ ঠাকুর শুচিস্মিতা ব্রতিনীদলে পরিবেষ্টিত হইয়া এই পাঁচালি খানি তাঁহাদিগকে পাঠ করিয়া শোনান ও ব্যাখ্যা করেন।

এখানে একটি রহস্য আছে; এখানকার 'নাথ', অথবা যোগী জাতি হিন্দুসমাজের অতিশয়

---

* এই ব্রতের বিস্তৃত বিবরণ স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে লিখিবার অভিলাষ আছে। তাই এ স্থলে বিশেষভাবে কিছু উল্লিখিত হইল না। লেখক।

নিম্নসম্প্রদায় ভুক্ত। তাহারা জলাচরণীয় নহে। তাহাদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপেও উচ্চশ্রেণীর হিন্দু হইতে সমূহ পার্থক্য আছে। অথচ হিন্দু সাধারণ মধ্যে এমন হীন বংশোৎপন্ন কবির-লিখিত একখানি ক্ষুদ্র পাঞ্চালি কি প্রকারে প্রগাঢ় জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণ্য সমাজে সাদরে পরিগৃহীত হইয়াছে এবং পূজাক্ষেত্রে পূজারই একটি প্রধান অঙ্গরূপে পরম ভক্তিভরে পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইতেছে, তাহা সমাজ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বিবেচনা ও বিচার করিয়া দেখিবেন।

"পাঞ্চালি" খানির ভাব ও ভাষা প্রাঞ্জল, রুচি পরিমার্জ্জিত—সেই প্রাচীন যুগসুলভ অশ্লীলতাদুষ্ট নহে। ইহাতেই আমরা কবির উচ্চহৃদয়ের পরিচয় পাই। তিনি সমগ্র পুঁথি খানিতে কর্ম্মফলের যে একটা ধারাবাহিক বিবরণ দিয়াছেন, তাহাও কিছু অপূর্ব্ব বটে!

যাহা হউক 'পাঞ্চালি' সম্বন্ধে আর অধিক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই। উহা পরপৃষ্ঠায় আমূল যথাযথ ভাবে সঙ্কলন করিয়া দেওয়া যাইতেছে, কেননা প্রাচীনত্বের হিসাবে ইহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অবশ্য রক্ষণীয়! এক্ষণে সহৃদয় পাঠকবর্গের উপরেই ইহার গুণাগুণ বিচারের ভার ন্যস্ত রহিল।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

## অথ লক্ষ্মীচন্দ্রব্রতপাঞ্চালিঃ ॥

প্রনমোহ গনপতি দেব লম্বোদর। সিঁন্দুরে[১] সোভিত জজ্ঞ সর্ব্বকলেবর° ॥
বন্ধম মুই লক্ষ্মীপতি দেব নারায়ন। সঙ্ক চক্র গদা পদ্ম গরুর বাহন° ॥
লক্ষ্মী শরশ্বতি বন্ধম জগত পুজিং। যাহার কৃপায় ধন শাস্ত্রেতে পণ্ডিৎ° ॥
সঙ্কর ভবানী বন্ধম হৈআ একমন। অন্ত ২ বন্ধম মুই দেবের চরণ° ॥
যুধিষ্টির জিজ্ঞাসিল শ্রীকৃষ্ণের স্থান। লক্ষ্মীচন্দ্র ব্রতাইন কেমন বিধান° ॥
পূর্ব্বে কেবা কৈল ব্রত কেমন বেবহার।[২] কোনেবা[৩] আনিয়া কৈল মত্যেতে প্রচার° ॥
সর্ব্ব বিবরণ প্রভু কহত আমারে। কহিতে লাগিলা প্রভু শাস্ত্রব্যবহারে° ॥
পূর্ব্বে ভদ্র নামে এক ব্রাহ্মণ আছিল। সুব্রতা পত্নি তান[৪] ধর্ম্ম মতি ছিল° ॥
লক্ষ্মীচন্দ্রের ব্রত দ্বিজ করে বিধিমতে। পুত্র পৌত্র ধন হৈল ব্রতের মহর্ত্তে[৫] ॥
একদিন সেই বিপ্রের দৈবের লিখনে। চারিকর্ম্ম উপস্থিত পূর্ণমাসি দিনে ° ॥
পুষ্করনি প্রতিষ্ঠাজে পিতৃশ্রাদ্ধ হবে। দৈবযোগে পুত্রের বিবা হইল তবে° ॥
তিন কর্ম্ম কৈল দ্বিজ হরশিত হৈয়া। না পূজিল লক্ষ্মীচন্দ্র মনে পাসরিয়া° ॥
তে কারণে ব্রাহ্মণের লক্ষ্মী গেল ছারি। জেই যথা গেল পুনি না আসিল ফিরি° ॥
সব ধন নাষ হৈল দারিদ্র উপস্থিং। দারা পুত্র আদি বিপ্র ভিক্ষার্ত্তি দুঃখীং° ॥
এইমতে দ্বিজে ভিক্ষা মাগিতে লাগিল। সুখের অন্তরে বিধি এথ দুঃখ দিল° ॥
আর একদিনে বিপ্রের ভ্রাতিয়ে[৬] শ্রাদ্ধ কৈল। নিমন্ত্রন আশে বিপ্র ভিক্ষা না মাগিল° ॥
অবঙ্গা[৭] করিয়া বিপ্র না কৈল নিমন্ত্রন। বর অপমান হৈল দুঃখীত ব্রাহ্মণ° ॥
লক্ষ্মীচন্দ্রের ব্রত আমি না করিলাম হেলে। তেকারণে লক্ষ্মী ছারি গেলা যেকালে° ॥
দিনহীন সখাতর দুর্গারাম কহে। লক্ষ্মীচন্দ্র উদ্দেশিয়া মরিমু নিশ্চয়ে° ॥
ভিক্ষার্ত্তি ব্রাহ্মণ বোলে জাইমু কারণ। চন্দ্রের উপরে বধ ভিক্ষার কারণ° ॥
এইমতে চিন্তা করি কথ দূরে গেল। ফলমূলে পূর্ণ এক চ্যুত বৃক্ষ পাইল° ॥
দেখিয়া চ্যুতের বৃক্ষ জিজ্ঞাসে ব্রাহ্মন। তুমিনি পাইছ লক্ষ্মীচন্দ্র দরশন° ॥
সেই বিপ্রে সেই বৃক্ষে বোলে না দেখীছি আমি। মোর দুঃখ নিবেদিয় দেখা পাইলে তুমি° ॥
মোর ফল মূল গোঁসাই না করে ভক্ষন। ধান্য গ্রহস্তি[৮] দিয়া বিপ্র করিল গমন° ॥
বৎস সনে এক গাভি তৃণ নাহি খায়। কৃতাঞ্জলী হৈয়া বিপ্র তার স্থানে কয়° ॥
ওহে গাভি তুমিনি দেখীছ চন্দ্রমুখ। তান বার্ত্তা কহ মোর খণ্ডওজে দুখ° ॥

---

১। সিন্দুরে। ২। ব্যবহার। ৩। কে-ইবা। ৪। তাঁহার। ৫। মাহাত্ম্য।
৬। জ্ঞাতিতে? ৭। অবজ্ঞা। ৮। গাঁইট, গ্রন্থি।

গাভি বোলে অহে বিপ্র না দেখিছী আমি। মোর দুঃখ নিবেদিয় দেখা পাইলে তুমি° ॥
তৃণ খাইবারে নারি বৎসের সহিৎ। ধান্য গ্রহস্তি দিয়া বিপ্র চলিল ত্বরিৎ° ॥
তার পরে গাধা আর বৃষ হস্তি দেখে। আর পুষ্করনী দুই দেখীল সমুখে° ॥
তারা সব দেখী বিপ্র জিজ্ঞাসিল বানি। তোমরা নি দেখীয়াছ লক্ষীচন্দ্র পুনি° ॥
তারা বোলে না দেখীছি অহে বিপ্রবর। দেখা পাইলে জিজ্ঞাসিয় দুঃখের খবর° ॥
ধান্য গ্রহস্তি দিয়া বিপ্র করিল গমন। তৃণ বাহকের সঙ্গে হৈল দরশন° ॥
বহ তৃণ বহ তুমি কিশের কারণ। তুমিনি পাইছ লক্ষীচন্দ্র দরশন° ॥
সেই বোলে অহে বিপ্র না দেখী না শুনি। মোর দুঃখ নিবেদীয় দেখা পাইলে পুনি° ॥
না নামে তৃনের বোঝা কিসের কারন। ধান্য গ্রহস্তি দিয়া বিপ্র করিল গমন° ॥
চুন্নের টোপর[৯] লৈয়া বেরায় একজন। তাহা দেখী জিজ্ঞাসিল দুঃখিত ব্রাহ্মণ° ॥
তুমিনি দেখীছ চন্দ্র প্রসন্ন বদন। সেই বোলে নহি জানি চন্দ্র বিবরণ° ॥
চুন্নায়ে[১০] বোলে জিজ্ঞাশীয় মোর দুঃখভার। ধান্য গ্রহস্তি দিয়া বিপ্র গেল আগুসার° ॥
মনা মুদ্গা ইক্ষুরস্ত সিধ্যাক তাম্বুল। চিনি পুষ্প দুগ্ধ আম্র যথেক শ্রীফল° ॥
এই সব দেখী বিপ্র জিজ্ঞাসিল বাত্। তোমরানি দেখিয়াছ লক্ষীচন্দ্র নাৎ° ॥
তারা বোলে না দেখীছি চন্দ্রের আকার। দেখা পাইলে জিজ্ঞাশীয় মোর দুঃখ ভার° ॥
এই দ্রব্য নিয়া মোরা বেরাই স্থানে স্থান্। ধান্য গ্রহস্তি দিয়া বিপ্র করিল পয়ান্° ॥
কথদুরে গিয়া দেখে রম্য সরোবর। অর্দ্ধ ভক্ষ করে হেন দেখীল কুম্ভীর° ॥
পুটাঞ্জলী হৈয়া স্তব করেন ব্রাহ্মন। সাম্য হৈয়া পার কর তুমি মহাজন° ॥
চন্দ্রের উদ্দেশে জাইমু পার কর মোরে। এথ শুনি কুম্ভিরে দ্বিজেরে স্তব করে° ॥
কোন মহা পাপ ফলে হইমু কুম্ভির। জিজ্ঞাশিয় দ্বিজবর মন করি স্থির° ॥
স্তব করি কুম্ভিরে ব্রাহ্মণ পার কৈল। ধান্য গ্রহস্তি দিয়া বিপ্র তথা হোতে গেল° ॥
তদন্তরে নির্গম্য দেখীল দ্বিজবর। কণ্ঠ ওষ্ঠ শুখাই পরে ভূমির উপর ॥
নিপতিত মহীতলে হৈল দ্বিজবর। কৃপাযুক্ত প্রত্যক্ষ হইলা শশধর° ॥
দেখী লক্ষীচন্দ্র রুপ দ্বিজ ভদ্র নাম। ভূমিগত অষ্টাঙ্গেতে করিল প্রনাম° ॥
শ্রীরাম চরণ নাথ দুর্গারামে কয়। অনাথ কাতর মুই তরাও সমন ভয়° ॥
অনাথ কৃপাদিন, সংসারে মজিয়ে ক্ষিণ, আমারে উদ্ধার লক্ষীপতি।
কৃপা করি রাঙ্গা পায়, রাখ মোরে সর্ব্বদায়, তুমি বিনে আর নাহি গতি° ॥
ক্ষেমা কর দিননাথ, অজ্ঞানির অপরাধ, ক্ষেম দোস[১১] ওহে দিনবন্ধু।
আমা অপরাধ হোতে, ক্ষেম দোস লক্ষীনাথে, তরাইয়া নেয় ভবসিন্ধু° ॥
সর্ব্বত্রেতে গতি তুমি, তোমা কি স্তবিব[১২] আমি, কি বোলিব তোমার মহর্ত্ত[১৩]।

---

৯। চুণের টোঙ্গা বা টুকরা। ১০ চূণবাহক। ১১। দোষ—অপরাধ।
১২। স্তব করিত। 'মাইকেলী প্রয়োগ' তবে প্রাচীন কালেও ছিল? ১৩। মহত্ব।

তুয়া পদ রেণু সার, ভবসিন্ধু তরিবার, তুয়া পদ জানিলাম তর্ত্ত°১৪ ॥
তোমা পূজা না করিয়া, লক্ষ্মী গেল ছারিয়া, লোকনিন্দা করএ আমারে।
না জানি ভকতি স্তুতি, সদায় চঞ্চল মতি, আইলাম প্রাণ ত্যাগিবারে° ॥
কৃপা কৈলা রাজা পায়, তরিতে সমন দায়, দেখিলাম রাতুল চরণ।
সম্বৎসর দুর্গারাম, তরিতে সমন ধাম, ছায়া দেহ ঐ রাঙ্গা চরণ° ॥
এই মতে দ্বিজ জদি করিলা স্তবন। তুষ্টা হৈয়া লক্ষ্মীচন্দ্র বর দিলা ততঃক্ষন° ॥
সদয় হইয়া চন্দ্রে দিলা তিনবর। ধর্ম্ম বৃদ্ধি হউক দারিদ্র হউক দূর° ॥
অন্তকালে দ্বিজ তুমি পাও চন্দ্রলোক। গৃহে গিয়া ব্রত কর না ভাবিয় শোক° ॥
পুনি চন্দ্র স্থানে বিপ্র জিজ্ঞাশিলা বানি। জেই জেই দেখিলাম তাহা কহ সুনি° ॥
চ্যুতবৃক্ষ সবৎস ধেনু বৃষ আর গাধা। হস্তি পুষ্করনী দুই দেখীলাম আধা° ॥
তৃণ চুর্ন্ন ইক্ষু রম্ভা জে তাম্বুল। বিনী পুষ্প দুগ্ধ আর আম্রজে শ্রীফল° ॥
পূর্ন্ন ভাণ্ড বহে অর্দ্ধ ভক্ষক কুম্ভির। তাহার কারণ কিছু কহত সুধির° ॥
চন্দ্রে বলে তুমি বিপ্র শুন বিবরণ। বিপ্র না পাঠাইছে বৃক্ষ হৈছে তেকারন° ॥
বৃষেহ না দিল নর কুলা দিহিল তখন। তেকারণে কর্ম্মভোগ হইছে এখন° ॥
গাধা মিথ্যাবাদি ছিল হস্তি ক্রোধানল। তারা ছিল পূর্ব্বজন্মে মনুষ্য সকল° ॥
ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম দুই পুষ্করনি। অধর্ম্ম পুষ্করনীর জন্য কেহ না খায় পানি° ॥
তৃণ আর চুর্ন্নবাহক দুইজন। মুখে চুর্ন্ন দেখিয়া না কহে কদাচন° ॥
ব্রতি সকলের দ্রব্য মনা মুদ্গা আদি। ভিক্ষা কৈল ব্রতি সবে নাহি দিল × ° ॥
তেকারণে তাহারা বেরায় স্থানে স্থান। ব্রতির সেবা কৈলে সবের হইবে কল্যান° ॥
কুম্ভীর দেখীবা সেই পাতকী বিস্তর। ব্রাহ্মনের স্বর্ন১৫ মালা কণ্ঠের উপর° ॥
অর্দ্ধজলে অর্দ্ধ উপরে পাপের কারণ। এই সব কহিলাম বিপ্র করহ গমন° ॥
তবে সে হইবে মুক্ত দিলে ব্রাহ্মনেরে। এই বার্ত্তা জানাইয় পাপিষ্ঠ কুম্ভীরে° ॥
এই সব কহিলাম গৃহে জায়১৬ তুমি। সপত্নি সহিত স্বর্নে আসিবাম১৭ আমি° ॥
বিদায় হইয়া গেল কুম্ভিরের স্থানে। কুম্ভিরেরে সম্বাদজে কহেন ব্রাহ্মণে° ॥
সেই মালা দিল কুম্ভির করি নমস্কার। গ্রহস্তি মুক্ত করি বিপ্র চলে আরবার ॥
মণি মুক্তা আদি করি যথ দ্রব্য দিল। ব্রতি সকলেরে দিতে ব্রাহ্মণে কহিল ॥
ধান্য গ্রহস্তি মেলি বিপ্র তথা হোতে গেল। চুর্ন্নার নিকটে গিয়া উপনিত হইল।
পরমুখে চুণা দেখী না কহিলা বাণি। চুর্ন্নার টোপরি মাথে বহ পুনি পুনি° ॥
গ্রহস্তি মুক্ত করি বিপ্র তথা হোতে গেল। তৃণবাহকের স্থানে উপস্থিত হৈল° ॥
পর শিরে তৃণ দেখি না কহিলা বানি। সেই পাপে তৃণ বহ তাহা আমি জানি° ॥

---

১৪। তত্ত্ব। ১৫। স্বর্ণ। ১৬। যাও। ১৭। আসিব।

ধান্য গ্রহস্তি মেলি তথা সম্বাদ কহিয়া। জার জার পার কথা কহেন বসিয়া ॥
গাভির নিকটে গিয়া দিল দরশন। পূর্ব্বজন্মে নিস্ফল পুরী কৈলা দানং ॥
ধান্য গ্রহস্তি মুক্ত করি গেল ততঃক্ষন। চ্যুত বৃক্ষ নিকটে গিয়া দিল দরশনং।
বিপ্রে না পাঠাইছ তুমি···গর্ব্ব হৈয়া। তে কারণে ফল তোমার না খায় আসিয়া ॥
সুবর্ণ কলস আছে তোমার অভ্যন্তরে। ভক্তি করি স্বর্ণ ভাণ্ড দেয় তা আমারেং ॥
তাহা সুনি স্বর্ণভাণ্ড ব্রাহ্মণেরে দিল। আপনার মন্দিরে বিপ্র শিঘ্রগতি গেল।
সত মুদ্রা ভাঙ্গি ব্রত করিল প্রচার। দুঃখ দূর গেল বিপ্র স্বর্ণ ঘর দ্বার ॥
জেবা এই ব্রতরাজা করে চিরকাল। পুত্রে পৌত্রে ধন ধান্যে বাড়ে ঠাকুরাল ॥

ইতি পাঞ্চালি সমাপ্তঃ।

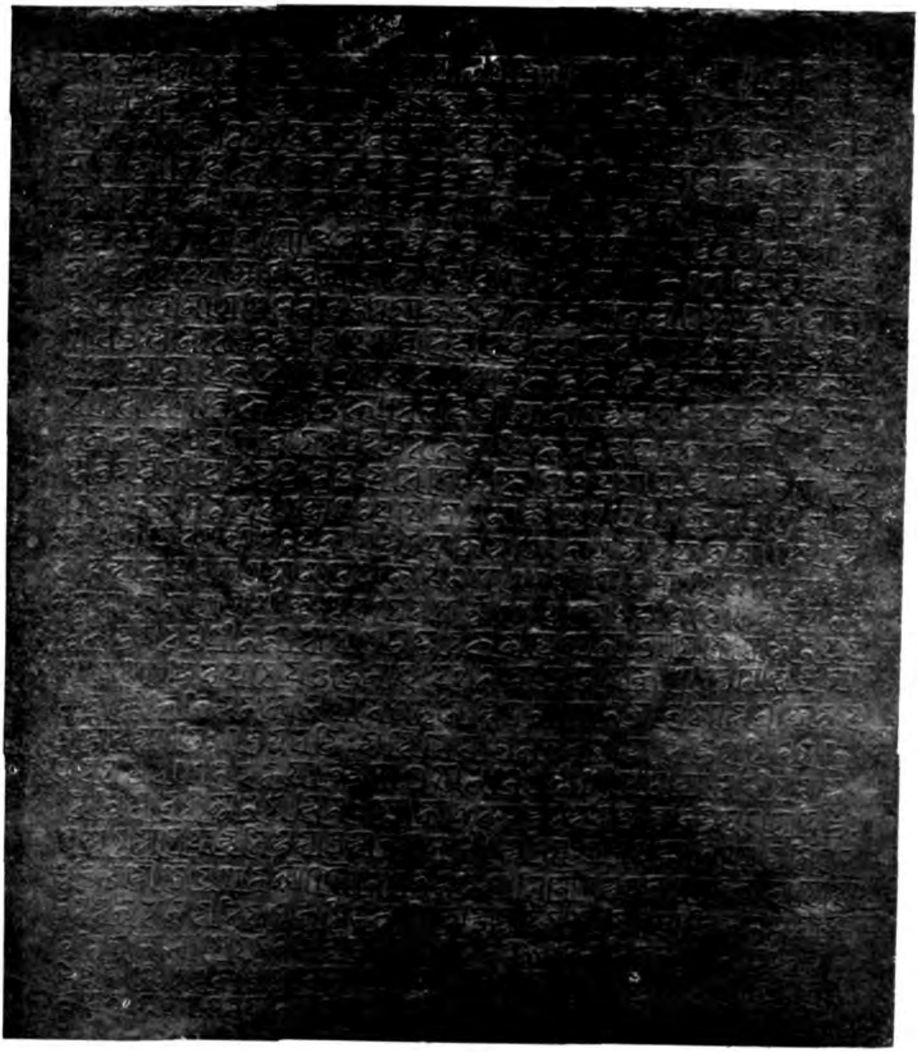
দক্ষিণা ছিদ্র কুর্য্যাৎ আশ্বিন—সূর্য্যার্ঘ্যং দদ্যাৎ ॥ ইতি ॥
সন ১২৬৩ মঘি তাং ১০ কার্ত্তিক রোজ রবিবার বৈকাল বেলা সমাপ্ত।*

ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকো নাস্তি দোষকঃ ॥
দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থং চৌরেণ নিয়তি যদি। শূকরীস্তস্য মাতাব পিতা তস্য চ গর্দ্দভঃ।
এই পুস্তকের অধিকার শ্রীজগবন্ধু আচার্য্য সাং মাহাংপুর ॥ ১১৪৫ মঘিতোবিরচিত।†

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

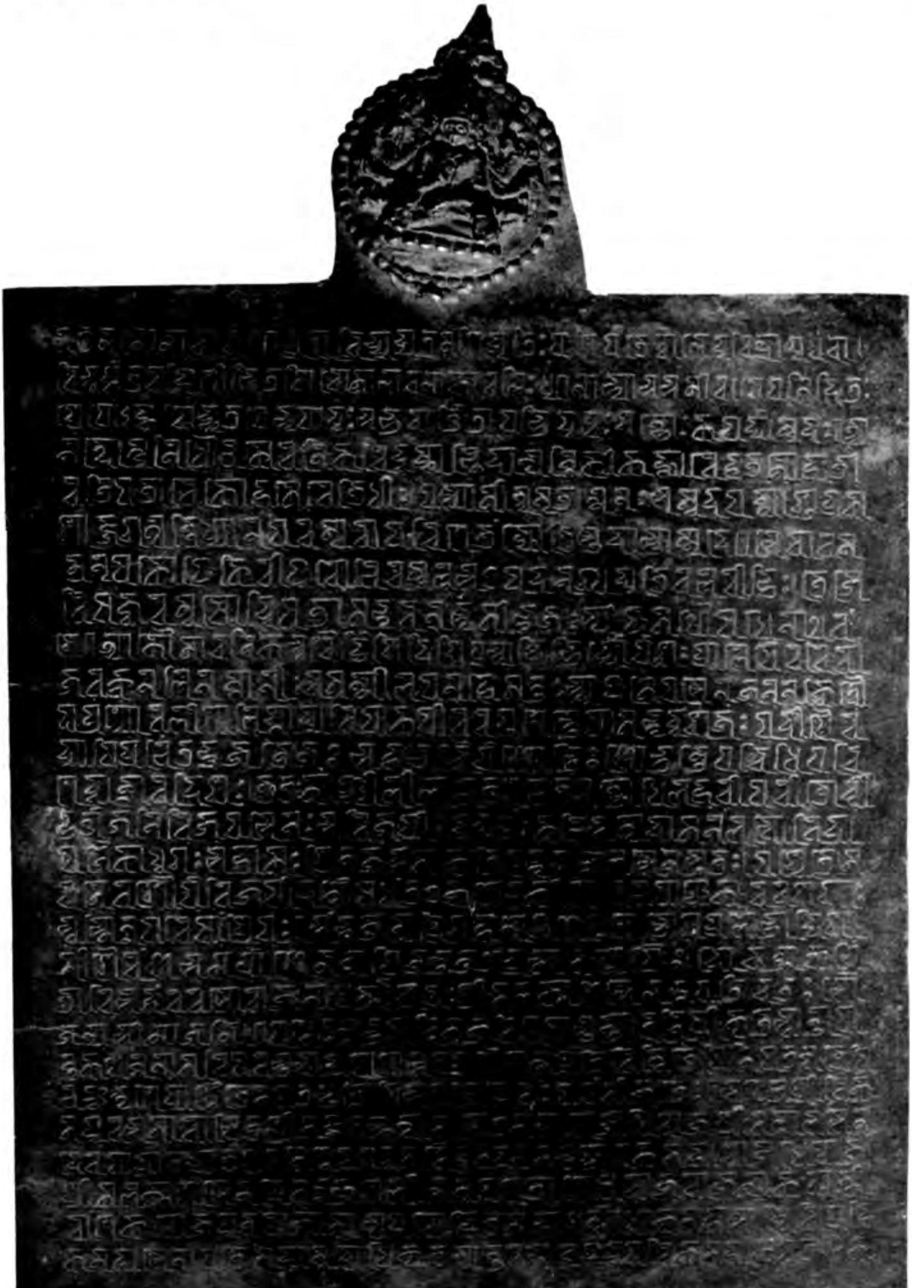
---

* প্রতিলিপিকরণের তারিখ। † পুস্তক প্রণয়নের তারিখ।



"তর্পণদীঘির তাম্রশাসন।"

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।



"তর্পণদীঘির তাম্রশাসন।"

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

# সভাপতির অভিভাষণ

১৩১৬ সাল অতীত হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গত বর্ষের কার্য্যবিবরণও আপনারা শুনিয়াছেন; পরিষৎ যে গত বৎসর উন্নতির পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা আপনারা সকলেই বুঝিয়া থাকিবেন। সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত, শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত ব্যোমকেশ মুস্তফী, পত্রিকা-সম্পাদক প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু এবং কার্য্যকারিণী সভার সভ্যসমূহ অকাতরে নিঃস্বার্থভাবে পরিষদের উন্নতির জন্য যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। এদেশে অনেক কার্য্যকারিণী সভার অধিবেশনই প্রয়োজনীয় সভ্যসংখ্যার (quorum) অনুপস্থিতি নিবন্ধন বিফল হইয়া থাকে; পরিষদের কোন অধিবেশনই বিফল হয় নাই। প্রয়োজনীয় কোন কাজই পড়িয়া থাকে নাই; সকল কাজই যথাসময়ে নিবিষ্টচিত্তে আলোচিত হইয়াছে। কোন বিষয়ের বিচারেই আমি স্বার্থপরতার চিহ্নমাত্রও দেখি নাই। অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণও তাঁহাদের নিজ নিজ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে সমুচিত তৎপর ছিলেন; তাঁহারা সকলেই আলস্য ও তন্দ্রা ত্যাগ করিয়া পরিষদের উন্নতিসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পরিশ্রম করিয়াছেন। সম্পাদক, সভ্য ও কর্ম্মচারিগণের নিকট আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। পরিষৎ বঙ্গীয়-সাহিত্যের উন্নতিসোপানের পথপ্রদর্শক, সুতরাং সমস্ত বঙ্গবাসীই শ্রীযুত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ মহোদয়গণের নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ।

অতীত বৎসরে বঙ্গীয়-সাহিত্যের কি পরিমাণ উন্নতি অথবা অবনতি হইয়াছে, তাহা বলা বড়ই সুকঠিন। সাহিত্যের প্রকৃত গতি নির্ণয়োপযোগী সূক্ষ্ম যন্ত্র নাই; এক বৎসরে, এমন কি পাঁচ বৎসরেও ভাল মন্দ স্থির করা অত্যন্ত কঠিন। বার বৎসরে অর্থাৎ প্রতিযুগান্তে কতকটা বুঝিতে পারা সম্ভব; কিন্তু দ্বাদশবার্ষিক বিবরণের প্রতীক্ষা ভারতবর্ষে বর্ত্তমান কালের চঞ্চলমতি যুবকগণের পক্ষে অসহনীয়। পুস্তক ও পুস্তিকার সংখ্যার দ্বারা সাহিত্যের উন্নতি বা অবনতির পরীক্ষা হইতে পারে না। কেবল মুদ্রাযন্ত্রের সংখ্যা বা মুদ্রিত ও প্রকাশিত পৃষ্ঠাসমূহ দ্বারাই কোন সাহিত্যের প্রকৃত গতির পরিমাণ করার চেষ্টা নিশ্চয়ই ভ্রমমূলক। অনেক প্রকৃত রসাত্মক গ্রন্থ প্রকাশকালে সমুচিত আদর পায় না; আবার অপাঠ্য বা দুষ্পাঠ্য গ্রন্থও সমাজের রুচিবিকারনিবন্ধন ক্ষণকালের জন্য আদর পাইয়া থাকে। অনেক সুরসিক লেখককে কাতরস্বরে বলিতে হয়—

"অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মালিখ মালিখ মালিখ।"

আবার অনেক নিম্নশ্রেণীর লেখকও বিবিধ ক্ষণস্থায়ী কারণে আপনাদিগকে সুকবি ও সুলেখক মনে করিবার অবকাশ পাইয়া থাকেন। মানব-সমাজের রুচির চাঞ্চল্য সর্ব্বত্র ও

সকল সময়েই পরিদৃশ্যমান ; সুতরাং এক বৎসরে কোন গ্রন্থের বা গ্রন্থসমষ্টির দোষগুণ বিচার করা কর্ত্তব্য নহে। কোন গ্রন্থকার আমাকে লিখিয়াছেন "বঙ্গদেশে এখনও সুরুচি ও কুরুচি বিচারের সুত্রপাত হয় নাই ; এখনও আমরা criticism কাহাকে বলে জানি না। আমার স্বকপোল-কল্পিত রচনা আমি ভালই মনে করি ; আমার সন্তানের দোষগুণ বিচারে আমি অক্ষম, ছাই লিখিয়াছি, কি পাঁশ লিখিয়াছি আমার নিজের বুঝিবার সামর্থ্য নাই ; আপনার বিচারের প্রতীক্ষায় রহিলাম। আপনি ভাল বলিলে নাটকখানি প্রকাশ করিতে সাহস হইবে।" কথাটা অনেক সত্য ; কিন্তু আমিও মনুষ্য, দেবতা নহি, আমারও রুচির চাঞ্চল্য আছে ; দোষগুণবিচারের ক্ষমতা কম। নিরবধি কালে ও সুবিপুল পৃথিবীতে কোন্ গ্রন্থের ভবিষ্যতে কি দশা হইবে, তাহা বলা সুকঠিন। সুতরাং গত বৎসরে বঙ্গীয়-কাব্যের উন্নতি বা অবনতি হইয়াছে কিনা তাহা নিরাকরণ করিয়া প্রকাশ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, সকল গ্রন্থকারের গ্রন্থ আমরা পাই না। কেবল বঙ্গদেশেই কোথায় কি পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, তাহা জানিবার আমাদের বিশিষ্ট উপায় নাই। রাজ্যশাসনকর্ত্তৃগণের নিয়ম আছে, যাহাতে তাঁহারা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারেন রাজ্যমধ্যে কি গ্রন্থ প্রকাশিত হইল ; আমাদের সমস্ত জানার উপায় নাই। গ্রন্থকারেরা বা গ্রন্থ-প্রকাশকেরা অনেক সময়েই সাহিত্য-পরিষদের অস্তিত্বের কথা ভুলিয়া যান। কলিকাতা-গেজেটে ত্রৈমাসিক তালিকা প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু তদ্দারা পুস্তক-পুস্তিকার সংখ্যাই জানা যাইতে পারে ; গবর্ণমেণ্টের পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ প্রকাশ্যভাবে দোষগুণের বিচার করেন না।

যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, গত বৎসরে সাহিত্যের বড় একটা সম্মুখগতির নিদর্শন ছিল না। গত বৎসরে সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি প্রকৃতিসিদ্ধ হইতে পারে না। বঙ্গের অঙ্গ-চ্ছেদের তরঙ্গ এখনও বঙ্গবাসিদিগকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছে ; সে তরঙ্গ এখনও প্রশমিত হয় নাই। বঙ্গবাসিদিগের সুকোমল হৃদয়ে এখনও পূর্ব্বের ন্যায় শান্তি আইসে নাই, এখনও তাহারা জর্জ্জরিত, এখনও তাহারা ভয়ে ও শোকে অভিভূত। এরূপ মানসিক ভাবের যথার্থ কোন কারণ আছে কিনা, এত দীর্ঘকাল বিচ্ছেদশোক বিদ্যমান থাকা উচিত কিনা, ইহা রাজনৈতিক বিষয়, সাহিত্যসেবিদিগের বিচার্য্য নহে, আমারও বিচার্য্য নহে। সাহিত্য-পরিষৎ কেবল প্রকাশ্য অবস্থা দেখিতে ও বিবৃত করিতে সমর্থ ; কারণানুসন্ধানও পরিষদের বিষয়ীভূত নহে। মানসিক অবস্থা দ্বারা সাহিত্যের স্বাভাবিক গতি আপাততঃ রুদ্ধ অথবা প্রসারিত হইতেছে কি-না এবং ভবিষ্যতে কি হওয়া সম্ভব তাহারই আলোচনা করা যাইতে পারে। শাসনকর্ত্তৃদিগের উপস্থিত শাসনপ্রণালী, অমূলক বিদ্রোহভীতি এবং তন্নিবন্ধন মুদ্রাযন্ত্রের উপর তীব্রদৃষ্টি, ইহাতে যে সাহিত্যের গতিরোধ হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। রচয়িতার মানসিক স্বাধীনতা না থাকিলে রচনার বিকাশ হয় না। প্রতি মুহূর্ত্তে বিচারগৃহ ও রাজদণ্ড-ভীতি মনোমধ্যে থাকিলে কাব্যরস সহজেই শুষ্ক হইয়া যায়। ভয়ে ভয়ে কাব্যরচনা হয় না। বস্তুতঃ দেশ যুদ্ধবিগ্রহে, রাজ্যবিপ্লবে ও অশান্তিতে আলোড়িত হইলে সাহিত্যের যে গতিরোধ হয়,

ইহা ঐতিহাসিক তথ্য। শান্তি ও স্বাধীনতা সাহিত্যের আলয়। এই শান্তির সময়েই সকল সভ্যদেশেই সাহিত্যের পূর্ণবিকাশ হইয়াছে। এখন অশান্তির কাল আসিয়াছে। মুদ্রা-যন্ত্রের সংখ্যা সহজেই কমিয়া যাইবে। সাহিত্যের প্রচারের সহিত মুদ্রাযন্ত্রের বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক, অথচ নূতন মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করা একটী গুরুতর ব্যাপার হইতেছে।

এখন যে সকল সুপাঠ্য কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশই সামাজিক বা পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক। গত বৎসরে কয়েকখানি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে। গিরীশচন্দ্রের "শঙ্করাচার্য্য" এবং শশাঙ্কমোহনের "সাবিত্রী," উভয়ই ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও পৌরাণিক। আর কয়েকখানি সুপাঠ্য গ্রন্থও পাঠ করিয়াছি, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অধিক নহে। নবীন-চন্দ্রের "অমিতাভ" পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছিল; গত বৎসর প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমতী প্রফুল্লময়ীর "বীরকুমার"ও কাব্য-মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সুখের বিষয় এই যে, হিন্দুরমণীর লেখনী-নির্গত দুই তিনখানি গ্রন্থও দেখিয়াছি।

আমরা যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের "গোরা" ও অবিনাশচন্দ্রের "কুমারী" ব্যতীত উপন্যাস-বিভাগও কোন স্থায়ী রসাত্মক রচনাদ্বারা আলোকিত হয় নাই।

ভারতবর্ষে উল্লেখযোগ্য কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও মনে আসে না। শ্রীমান্ ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ও শ্রীমান্ ডাক্তার জগদীশচন্দ্র সযত্নে সানন্দে বিজ্ঞান-সেবা করিতেছেন, কিন্তু প্রতিবর্ষে আবিষ্কার সম্ভব নহে। তাঁহারা ও তাঁহাদের উপযুক্ত শিষ্যগণ বিজ্ঞান-সংসারে সযত্নে তথ্য অনুসন্ধান করিতেছেন। ডাক্তার রায়ের একটী শিষ্য শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এস্‌সি অতি সামান্য হইলেও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিভাগে একটী তথ্য আবিষ্কার করিয়া অধ্যাপকমণ্ডলীর নিকট প্রশংসালাভ করিয়াছেন। তাঁহার "শুশুনি শাক" সম্বন্ধীয় ও "স্বাভাবিক অবস্থায় উদ্ভিদের চরিত্র" নামক প্রবন্ধ পরিষদেই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ক আবিষ্কারে বিশেষ যত্ন হইতেছে। কয়েকখানি ঐতি-হাসিক গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে "চাক্‌মা-জাতির ইতিহাস" "বিক্রমপুরের ইতিহাস" "গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড" "অলিকসন্দর" উল্লেখযোগ্য। গবেষণার দ্বারা যতদূর সম্ভব সে সমস্তই এ সকল গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। রাখালবাবু শিলালিপি, মুদ্রালিপি প্রভৃতি বিষয়েও আমাদিগকে বহু পরিমাণে আলোকিত করিয়াছেন।

কয়েকখানি মাসিকপত্রও উল্লেখযোগ্য। "প্রবাসী," "ভারতী," "নব্য-ভারত", "বঙ্গদর্শন", "সাহিত্য," "উপাসনা," "মানসী," "অবলা-বান্ধব," "সুপ্রভাত," "ভারত-মহিলা" প্রভৃতি অনেক চিন্তা, গবেষণা ও রচনাচাতুর্য্য প্রদর্শন করিতেছে। কবিতা, উপন্যাস, ঐতিহাসিক ও জীবনীরহস্য, বৈজ্ঞানিক বিষয়ে মাসিকপত্রগুলি সকলই সুপাঠ্য। এই সকল পত্রে অনেক বিষয়েরই তথ্য জানিতে পারা যায়, সহজেই জ্ঞানলাভ হইতে পারে।

সাপ্তাহিক ও দৈনিকপত্রও অনেকগুলি প্রচলিত আছে। "বঙ্গবাসী," "হিতবাদী," "বসুমতী" ও "সঞ্জীবনী"র যশঃ স্থায়ী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনেক জেলারও প্রাদেশিক পত্রিকা আছে।

এগুলি সংবাদপত্র হইলেও সাহিত্যের গৌরব রক্ষা ও বিস্তার করিতেছে। ইহাদের মধ্যে অনেক সাহিত্যিক বিষয়ের সুন্দর আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল সংবাদপত্র দ্বারা সাধারণ লোকও অবলীলাক্রমে সাহিত্য-মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে; সংবাদপত্র দ্বারা সাধারণ লোকের মধ্যে অনায়াসে সাহিত্যের পরিচালনা হইতেছে; কিন্তু সকল সংবাদপত্রই সমান নহে; কতকগুলি সকল সময়ে সুরুচির পরিচয় দেয় না; অনেক সময়ে দূষিত ও পরিহার্য্য বিষয় নিবেশিত হয়। তবে মোটের উপর বলিতে পারা যায় যে, অনেক সংবাদপত্রই সাহিত্য-সেবী ও সাহিত্য-উৎসাহিগণের আদরের জিনিষ। নূতন মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক আইনদ্বারা যে কেবল এই শ্রেণীর সাহিত্যের ক্ষতি হইবে এমন নহে; নিশ্চিতভাবে বলিতে পারা যায় যে, তদ্দ্বারা অন্যান্য শ্রেণীর সাহিত্যেরও ক্ষতি হইবে।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিলে, হয়ত মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক বিশেষ আইন প্রবর্ত্তন করা যুক্তিযুক্তই বিবেচিত হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাজনৈতিক কথার সহিত পরিষদের সম্বন্ধ নাই; মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক আইনের জন্য সাধারণতঃ সাহিত্যের ক্ষতি বা প্রসাররোধ হইলেও লাভ লোকসান তুলাদণ্ডে পরীক্ষিত হইলে, হয়ত আমাদের ভবিষ্যতে লাভের দিকই গুরুতর হইবে; কিন্তু বর্ত্তমানকালে সাহিত্যের সামান্য গতিরোধও আমাদিগের সন্তাপের কারণ।

কেবল বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে সাহিত্যের সমুচিত উন্নতির নিদর্শনের অভাব থাকিলেও, ১৩১৬ সাল সাহিত্যের সুবর্ষ না হইলেও, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়াছে। ১৩১৬ সাল পরিষদের সুবর্ষ। আমরা শুভদিনে, শুভক্ষণে এই মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলাম। সেইদিন হইতেই সভ্যের সংখ্যা বেশ বাড়িতেছে। ১৩১৫ সালের শেষে সভ্য সংখ্যা ১০১৯। ১৩১৬ সালের শেষে ১২৬৮। সেই দিন হইতেই পরিষৎ বঙ্গবাসীর গৌরবের জিনিষ হইয়াছে। পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়াছে, প্রত্যেক বিভাগেই কাজের পরিমাণ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। অর্থসমাগম ও প্রয়োজনীয় কার্য্যে অর্থব্যয়, উভয়ই বৃদ্ধি হইয়াছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আদর্শে বিগতবর্ষে মহারাষ্ট্র-প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্থাপিত হইয়াছে। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্রের উদ্যোগ ও পরিশ্রমে প্রথমতঃ প্রাচ্য ভারতে ও শেষে পাশ্চাত্য ভারতে সাহিত্য-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমস্ত আর্য্যভূমি যে অচিরে গৌরবান্বিত হইবে, তাহা অদূরদর্শী ব্যক্তিগণেরও সহজে প্রতীয়মান হইতেছে। আমাদের সন্নিকটস্থ বিহারবাসী ভ্রাতৃগণও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আদর্শে একটী সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার জন্য যত্নবান্ হইয়াছেন। অবিলম্বে অন্যান্য প্রদেশেও আমাদের পরিষদের আদর্শে সাহিত্য-পরিষৎ সংস্থাপিত হইবে সন্দেহ নাই এবং তদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় সাহিত্যসমূহের অসীম উপকার হইবে। বীজ রোপিত হইলে কালক্রমে পরিষৎসমূহ সমবেতভাবে ভারতবর্ষের সাহিত্যিক উন্নতির যথাযোগ্য পথ প্রদর্শন করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইবে। তখন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে

মধ্যে সম্মিলনের উপায় সহজ হইবে। পরস্পরের ভাবের পরিচালনা হইবে। এখন আমরা কেবল বঙ্গদেশেই, বিশাল আর্য্যভূমির সঙ্কীর্ণ প্রাচ্য প্রকোষ্ঠেই, সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন দেখিতে পাইতেছি। ভিন্ন প্রদেশে পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইলে রাজসাহী, বগুড়া, গৌরীপুর ও ভাগলপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের সম্মিলনের সহিত যুক্তপ্রদেশ, পঞ্চনদ প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কলিঙ্গ, মহীশূর প্রভৃতি প্রদেশে সাহিত্যিকগণের ক্রমান্বয়ে সম্মিলনের ব্যবস্থা হইবে।

বিগতবর্ষে বগুড়া, গৌরীপুর, ভাগলপুরের সম্মিলনের কার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সাহিত্যের আলোচনা বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। বঙ্গবাসী এখনও সুষুপ্তপ্রায়, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গের সময়ের আর বিলম্ব নাই। এই সময়ে বিশেষ উদ্যমের আবশ্যক; সাহিত্যের সার্ব্বজনীন সুগম্য পথপ্রদর্শনের আবশ্যক; সাহিত্যিক প্রেমের বীজ মুক্তহস্তে বপন করা আবশ্যক। বঙ্গবাসীর কোমল হৃদয় সুক্ষেত্র, সহজেই বীজ অঙ্কুরিত হইবে এবং যথাকালে সুদূরব্যাপী শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হইবে। এই সময়ে সমাজের নেতৃগণের সমুচিত আয়াস আবশ্যক। আমাদের নিদ্রামগ্ন থাকার সময় গিয়াছে। বঙ্গের কয়েকটী কুলাঙ্গার সুপ্তোত্থিত হইয়া বিপথগামী হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের জন্য চিন্তাশীল ভারতবাসী মাত্রই দুঃখিত। দেশ-হিতৈষী ব্যক্তিমাত্রই উচ্ছৃঙ্খল যুবার সংখ্যা হ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের আরও সমবেত চেষ্টার আবশ্যক। সাহিত্যের উন্নতির জন্য, সাহিত্যসেবী মাত্রেরই বিপথগামী যুবকগণের উচ্ছৃঙ্খলতা দমনের জন্য, স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করা উচিত। বস্তুতঃ কতিপয় বিকৃতমনা যুবার উচ্ছৃঙ্খলতা ও শোচনীয় অনার্য্য কার্য্য নিবন্ধনই মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, বিচারালয়ে অনেক নির্দ্দোষ সাহিত্যসেবী অকারণে নীত হইয়া কষ্ট পাইয়াছে এবং আমরাও ক্ষত বিক্ষত হইতেছি।

জগৎসংসারের সুখ দুঃখে জড়িত। নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ মানবচিন্তার অতীত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অভ্যুদয়ের সময় আসিয়াছে, অথচ ইহার প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোগী মহাপুরুষ রমেশচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন; তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে ভারতবাসী মাত্রই কাতর হইয়াছে। সেই কর্ম্মবীরের স্মৃতিরক্ষার্থ যে উদ্যোগ করা যাইতেছে, তাহা আপনারা বার্ষিক কার্য্যবিবরণে শুনিয়াছেন। রমেশ-স্বারস্বত-মন্দির-গঠনে আপনাদের সহানুভূতি ও সাহায্য আমিও প্রার্থনা করিতেছি। রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী, শ্রীধর্ম্মানন্দ মহা-ভারতী ও প্রাণকৃষ্ণ দত্ত পরলোকগত হওয়ায়ও পরিষৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

পরিষদের শাখাসমিতির মধ্যে রঙ্গপুরের শাখাসমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরীর যত্ন উত্তরবঙ্গ আলোকিত করিতেছে। শাখাসমিতির সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইবে বঙ্গীয়-সাহিত্যের ততই উন্নতি হইবে।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

# ১৩১৬ সালের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ

মানুষের মুখে তাহার মনোভাব অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। মানব-হৃদয় ক্রোধ, হিংসা, লজ্জা, অভিমান, ভয়, ঘৃণা, সুখ, দুঃখ, আনন্দ, নিরানন্দ প্রভৃতি বিবিধ বৃত্তির লীলাভূমি। ব্যষ্টি বা সমষ্টি ভাবে যখন যে বৃত্তি বা বৃত্তিনিচয়ের আবির্ভাব বা প্রাদুর্ভাব হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই অন্তর্জাত বৃত্তির ভাব লক্ষণ বহির্মুখ হইয়া মুখমণ্ডলে পরিস্ফুট হয়। মুখ যেমন অন্তর্বৃত্তিগুলির ছায়ামূর্ত্তির প্রতিফলক, জাতীয় সাহিত্যও সেইরূপ জাতীয় চরিত্রের অভিব্যঞ্জক। নদী-হৃদয়ে জলবুদ্বুদের ন্যায়, কালের অনন্ত বক্ষে এ যাবৎ কত জাতির উৎপত্তি ও লয় হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দেহীরূপে সে সকল জাতির চিহ্নমাত্র নাই, কিন্তু যে জাতির সাহিত্য আছে, সেই সাহিত্য সেই জাতির ত্রিকালের সাক্ষী হইয়া বর্ত্তমান জগৎকে সেই জাতির পরিচয় প্রদান করিতেছে। সাহিত্যই জাতির উন্নতি বা অবনতির পরিচায়ক, সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি অনুসারে জাতীয় চরিত্রের উৎকৃষ্টতা বা অপকৃষ্টতার বিচার হইয়া থাকে। একদিকে যেমন সাহিত্য জাতীয় উন্নতি বা অবনতির পরিচায়ক, অন্যদিকে ইহা তেমনই উন্নতি বা অবনতির সোপান। জাতীয় চরিত্রের যাঁহারা উন্নতিঅভিলাষী, জাতির যাঁহারা প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা জাতীয় সাহিত্যের শুচি-রক্ষণ, রুচিমার্জ্জন ও গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সাহিত্যকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালিত করিবার যত্ন ও চেষ্টাকে পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করেন; সাহিত্য-সেবাই তাঁহাদের জীবনের পবিত্রতম ও একমাত্র ব্রত বলিয়া নিয়ত তাঁহারা তৎসাধনেই নিরত থাকেন।

ভগবানের সেবা যেমন মহাপুণ্য,—সেবাপরাধ ততোধিক মহাপাপ; অতএব সেবা-অপরাধ যাহাতে না ঘটে, ভগবদ্ভক্ত সাধুসজ্জনেরা তদনুকূল অনেক শাসননীতি প্রণয়ন করিয়াছেন। আত্মপর নির্ব্বিশেষে তাঁহারা সেই শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতে কুণ্ঠিত হন না। সাহিত্য সম্বন্ধেও যাহাতে সেবাপরাধ না ঘটে, সাহিত্য যাহাতে অসংযত ও অনিয়ন্ত্রিত না হয়, উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মার্গগামী হইয়া যাহাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট ও জাতীয় চরিত্রের অনিষ্টসাধন করিতে না পারে, সাহিত্য-পরিষৎ-সৃষ্টির তাহা অন্যতম কারণ। সাহিত্য-পরিষদের অনেক মহৎ উদ্দেশ্যের মধ্যে এটীও একটী বিশেষ উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই পরিষৎ বৎসরান্তে একবার করিয়া বৎসর-মধ্যে প্রকাশিত সাহিত্য-গ্রন্থ-সমূহের আলোচনা করিয়া থাকেন। বিগত বৎসর বঙ্গীয়-সাহিত্য-কাননে যে সমস্ত ফল প্রসূত হইয়াছে, যতদূর সম্ভব তাহাদের রসাস্বাদন করিয়া পরিষদের নিয়মানুসারে তাহার একটা বিবরণ খাড়া করিবার গুরুভার আমার ভারবহনে অকুশল দুর্ব্বল-স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে। উপযুক্ত শক্তি না থাকিলেও, আমাকে ন্যস্তভার বহন করিতেই হইবে। অনুপযুক্ত পাত্রে ভার অর্পিত হইলে পদে পদে ত্রুটী হওয়া অবশ্যম্ভাবী—আমার সে ত্রুটী মার্জ্জনীয়।

সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য গভীর। সেই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে হইলে কেবল প্রকাশিত সাহিত্য-গ্রন্থের তালিকা প্রস্তুত করিলেই যথেষ্ট হয় না, তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ অনেক দূরে পড়িয়া থাকে। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সেই গুলির সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা ছাড়া অন্যকথা বলা পরিষদের নিয়ম বিরুদ্ধ। আমিও যতদূর সম্ভব নিয়মের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব; কিন্তু যদি কোন কারণে চক্রনেমি নেমিচিহ্ন ছাড়িয়া বিপথে গিয়া পড়ে, সেটা অতি-ভারের টাল মনে করিয়া মার্জ্জনা করিবেন।

আলোচ্য বর্ষে বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত অন্যূন ৭৭২ খানি নূতন বাঙ্গালা-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু গত বর্ষের মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের মোট সংখ্যা ১১৪৭। তন্মধ্যে যে সকল পুস্তকের নূতন সংস্করণ হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ৩৭৫। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ গুলির সংখ্যা, তালিকাভুক্ত হয় নাই। ইহার মধ্যে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা, বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে প্রকাশিত ৭৪১ খানি পুস্তকের বিষয়ভেদে শ্রেণীবিভাগ করিলে, দেখা যায়—

সমগ্র বঙ্গদেশে—আলোচ্যবর্ষে,—

| | |
|---|---|
| কলা-বিদ্যায় ... ... ... | ৯ |
| জীবন-বৃত্তান্তে ... ... ... | ৩১ |
| নাটকাদিতে ... ... ... | ৪৯ |
| উপন্যাসে ... ... ... | ৯৩ |
| ইতিহাস-ভূগোলে ... ... ... | ৩২ |
| সাহিত্যে ... ... ... | ৯৩ |
| আইনে ... ... ... | ৩ |
| চিকিৎসায় ... ... ... | ২৫ |
| দর্শনে ... ... ... | ৩ |
| কাব্য ও কবিতায় ... ... ... | ৫৪ |
| ধর্ম্মবিষয়ে ... ... ... | ১৮৪ |
| ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ... ... ... | ৩ |
| বিজ্ঞানে ... ... ... | ৫ |
| বিবিধ-বিষয়ে ... ... ... | ১৫৭ |

সর্ব্বসমেত মোট ৭৪১ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

১৩০৯ বঙ্গাব্দ হইতে প্রকাশিত পুস্তকের বিবরণ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইয়াছে। সেই সাল হইতে ১৩১৬ পর্য্যন্ত এই আট বৎসরের মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা তুলনা করিলে দেখা যায়—

| শ্রেণী | | ১৩০৯ | ১৩১০ | ১৩১১ | ১৩১২ | ১৩১৩ | ১৩১৪ | ১৩১৫ | ১৩১৬ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কলাবিদ্যায় | ... | ৪ | ৬ | ৫ | ৪ | ৫ | ৭ | ১৬ | ৯ |
| জীবনীতে | ... | ১৫ | ১৭ | ২১ | ১৮ | ১৪ | ১৬ | ২৯ | ৩১ |
| নাটকাদিতে | ... | ৩৭ | ৪৩ | ৩৬ | ৫২ | ৪২ | ৩৮ | ৪৬ | ৪৯ |
| উপন্যাসে | ... | ৫১ | ৪৮ | ৭৫ | ৬৪ | ৫৩ | ৫০ | ৮৪ | ৯৩ |
| ইতিহাস ও ভূগোলে | | ১৫ | ১৬ | ২১ | ২০ | ১৭ | ২০ | ১৮ | ৩২ |
| সাহিত্যে | ... | ৯৮ | ১০৬ | ১১১ | ১২৫ | ১২২ | ১৪৩ | ৭৯ | ৯৩ |
| আইনে | ... | ৪ | ৬ | ৫ | ৫ | ৪ | ২ | ৩ | ৩ |
| চিকিৎসায় | ... | ৩৭ | ২৮ | ৩৩ | ৪০ | ২৭ | ৩০ | ৪৫ | ২৫ |
| দর্শনে | ... | ৫ | ৭ | ৭ | ৪ | ৭ | ৮ | ৪ | ৩ |
| কাব্যে ও কবিতায় | ... | ৭৩ | ৯৯ | ১০২ | ৮২ | ৮৭ | ১১০ | ৪২ | ৫৪ |
| ধর্ম্মবিষয়ে | ... | ৬০ | ৫২ | ৮২ | ৮৪ | ৭৫ | ৭০ | ১৯২ | ১৮৪ |
| বিজ্ঞানে | ... | ৩০ | ৪৫ | ৪৮ | ৫৩ | ৩৫ | ২৫ | ১৭ | ৫ |
| বিবিধ বিষয়ে | ... | ১২৫ | ১১৩ | ১০৩ | ১৫০ | ১৬৩ | ২৭০ | ১০৭ | ১৫৭ |
| ভ্রমণ-বৃত্তান্তে | ... | ৫ | ৬ | ৮ | ৪ | ৫ | ৩ | ১ | ৫ |
| | | ৫৫৯ | ৫৯২ | ৬৫৭ | ৭০৫ | ৬৫৬ | ৭৯৫ | ৬৪৩ | ৭৪১ |

খৃষ্টানদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মপুস্তকগুলি, এবারও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় তালিকা-মধ্যে ধরা হয় নাই।

পূর্ব্বোক্ত বিভাগের মধ্যে—

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ইতিহাস ও ভূগোলের | ... | ... | ৩২ | খানির মধ্যে | ২০ | খানি |
| সাহিত্যের | ... | ... | ৯৩ | " | ৫৪ | " |
| কাব্য ও কবিতার | ... | ... | ৫৪ | " | ১৭ | " |
| বিজ্ঞান-বিষয়ক | ... | ... | ৫ | " | ৩ | " |
| বিবিধ-বিষয়ক | ... | ... | ১৫৭ | " | ৮৫ | " |

—মোট ১৭৯ খানি পুস্তক স্কুলপাঠ্য।

( ক ) কলাবিদ্যা—এ বিভাগের ৯ খানি পুস্তকের মধ্যে ১ খানি পুস্তক উল্লেখযোগ্য।

ভারত-শিল্প—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিল্প-সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনা করিলে কলা-বিদ্যা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের ক্রম-বৃদ্ধি বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয় না, মামুলি চালেই চলিয়াছে। ১৩১৫ সালে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু এবৎসর আবার তাহাতে ভাঁটা পড়িয়াছে। এক সময়ে প্রাচীন ভারতের এমন দিন গিয়াছে, যখন ভারতের শিল্প ও সঙ্গীত সমগ্র সভ্য জগতের

আদর্শস্থানীয় ছিল। এখনও ভারতের মৃত শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করা সভ্যতার চরমোৎকর্ষাভিমানী জাতিসমূহেরও অনেকের পক্ষে বড় সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। মরণ-মূর্চ্ছাপন্ন সঙ্গীত-শিল্পাদির মূর্চ্ছাভঙ্গ করা শিক্ষা ও সভ্যতাভিমানী দেশহিতৈষী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। অসময়ে যিনি পিতামাতার সেবা করেন তিনিই সুসন্তান, যিনি সে সেবায় বিমুখ তিনি "মাতুরুচ্চার" বই আর কিছুই নন। আমাদের নষ্ট গৌরবের বুঝিবা পুনরুদ্ধার হয় বলিয়া ১৩১৫ সালে, যে আশার একটা ক্ষীণালোক আমাদের নিরাশান্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশের এক-প্রান্তে দেখা দিয়াছিল, এবৎসর দেখিতেছি সে আলোক-রেখা ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর না হইয়া হীনপ্রভ হইয়াছে। জনকয়েক লেখক কতকগুলি মাসিক পত্রে শিল্প-কলার আলোচনা করিয়া আসরটী বজায় রাখিয়াছেন মাত্র। মাসিক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টী প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য :—

১। বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ—প্রাচীন ভারতে কলাবিদ্যা—শ্রীবিপিন চন্দ্র কাব্যরত্ন।
২। ঐ কার্ত্তিক—বাংলার শিল্প—শ্রীনলিনীনাথ শর্ম্মা।
৩। ঐ অগ্রহায়ণ—সঙ্গীত—শ্রীজানকীনাথ বসাক।
৪। মানসী, ঐ ভারতে স্থাপত্য কলা—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
৫। আর্য্যভূমি, আষাঢ়—আমাদের চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্য—শ্রীপ্রিয়নাথ সিংহ।
৬। ভারতী, আষাঢ়—শিল্পের ত্রিধারা—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৭। ভারতী, বৈশাখ—ফরাসীদেশের চিত্রশালা—শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।
৮। ভারতী, আষাঢ়—ভারতে চিত্রকলা—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
৯। প্রবাসী, আষাঢ়—পাট ও নালিতা—শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।
১০। প্রবাসী, বৈশাখ—খেজুর গুড়—শ্রীললিতমোহন রায়।
১১। যমুনা, আষাঢ়—দেশীয় শিল্পের অবনতি—শ্রীক্ষেতুরাণী পাল।
১২। শিল্প ও সাহিত্য—ভাস্কর্য্য—শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।
১৩। ঐ বর্ণচিত্রণ ঐ

( খ ) জীবন-বৃত্তান্ত—এই বিভাগের ৩১ খানি পুস্তকের মধ্যে নিম্নলিখিত ৮ খানি পুস্তক উল্লেখযোগ্য।

যথা—

উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—শ্রীসারদাচরণ মিত্র।
রামানুজ-চরিত—শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
ভারতীয় বিদুষী—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
আমার জীবন—৺নবীনচন্দ্র সেন ( ২য় ভাগ )।
পত্রাবলী—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
দময়ন্তী—শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

অর্জ্জুন—শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়।

সাবিত্রী—শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

এতদ্ভিন্ন আলোচ্য বর্ষে মাসিক পত্রাদিতে এসম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টী প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য—

১। বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ—দীন তপস্বিনী—শ্রীচন্দ্রশেখর কর।
২। " আশ্বিন—সাগর-মাহাত্ম্য—শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।
৩। মানসী, আশ্বিন—৺অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফী—
৪। মানসী " কর্ম্মবীর রমেশচন্দ্র—শ্রীকালীকুমার দত্ত।
৫। সাঃ পঃ পত্রিকা, ত্রৈমাসিক, ষোড়শ ভাগ—উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর—শ্রীশিবচন্দ্র শীল।
৬। ভারতী, বৈশাখ—স্বর্গীয় ত্রিপুরা-রাজ—শ্রীমতী শরৎকুমারী চৌধুরাণী।
৭। সুপ্রভাত " কিসা গৌতমী ও বুদ্ধ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।
৮। " " নন্দকুমার—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।
৯। ভারতী, আষাঢ়—পরলোকগত সেনাপতি সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস।
১০। " " রাজনারায়ণ বসু।
১১। সুপ্রভাত, শ্রাবণ—শান্তি-নিকেতনে রবীন্দ্রনাথ—শ্রীজিতেন্দ্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
১২। " " নানক-চরিত—শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র।
১৩। ভারতী, কার্ত্তিক—বনলতা-রচয়িত্রী।
১৪। " " লালমোহন ঘোষ।
১৫। " অগ্রহায়ণ—প্রিন্স ইটো—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
১৬। " " মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।
১৭। অর্চ্চনা, শ্রাবণ—নুরজাহান বেগম।
১৮। মানসী, শ্রাবণ—বিদ্যাসাগর-তর্পণ—শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৯। মানসী, বৈশাখ—রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীশিবরতন মিত্র।
২০। প্রবাসী, বৈশাখ—৺কৈলাস চন্দ্র শিরোমণি—শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।
২১। " " শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ—শ্রীশিবরতন মিত্র।
২২। মানসী, চৈত্র—কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস—শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় গ্রন্থ চরিত্র-গঠনের শ্রেষ্ঠ উপায়। যখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, জ্ঞানের গভীরতা ছিল, কিন্তু বহুল প্রচার ছিল না তখন পুরাণ-পাঠ, পুরাণ-শ্রবণ ও কথকতাচ্ছলে জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া হইত। মহর্ষি বেদব্যাসের উপদেশ আছে যে, অসময় উপস্থিত হইলে, তন্নিবারণের জন্য পুরাণ পাঠ বা পুরাণ শ্রবণ করিবে। পুরাণ-বর্ণিত মহাপুরুষদিগের জীবনী পরোক্ষ ভাবে ক্লেশ নিবারণ করে। কিরূপে তাঁহারা চরিত্র গঠন করিয়াছেন, আপৎকালে কিরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়াছেন ইত্যাদির কীর্ত্তন পুনঃ পুনঃ শ্রবণে শ্রোতার মন অভ্যাস-

বশতঃ তদনুযায়ী হইয়া, সেই চরিত্রকে আদর্শ করিয়া স্ব স্ব চরিত্র গঠনের চেষ্টা করে। প্রাচীন কালের পুরাণ-শ্রবণ ও আধুনিক জীবনী-পাঠ উভয়েরই এক উদ্দেশ্য ও পরিণাম। মহাপুরুষের জীবন-বৃত্তান্ত-বর্ণন গুণগ্রাহিতা ও গুণ-প্রচারেচ্ছুকতারই পরিচায়ক। যে মহদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া বাল্মীকিবেদব্যাসাদি পুরাণ সংকলন করিয়াছিলেন, আধুনিক জীবন-বৃত্তান্ত-লেখকগণের উদ্দেশ্যও তদ্রূপ মহৎ এবং রূপান্তরিত ভাবে অল্লাধিক পরিমাণে তত্তৎ গুণযুক্ত। অতএব জীবন-বৃত্তান্ত ও তৎপ্রণয়ন-কর্ত্তার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আলোচ্যবর্ষে ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের 'উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' এবং কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের "আমার জীবন" নামক গ্রন্থ বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। এই দুই-খানি গ্রন্থ এই বিভাগকে অলঙ্কৃত করিয়াছে।

( গ ) নাটকাদি—এই শ্রেণীর ৪৯ খানি পুস্তকের মধ্যে ১২ খানি উল্লেখযোগ্য ;—

শঙ্করাচার্য্য—শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।
আশা-কুহকিনী—শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ দত্ত।
সোণার সংসার—শ্রীদুর্গাদাস দে।
বিনিময়—শ্রীবীরেন্দ্র নাথ রায়।
রাবেয়া " "
দশচক্র—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
ময়ূরসিংহাসন—শ্রীহরনাথ বসু।
নির্ব্বাসিতা রাজকুমারী (সুরবালা)—শ্রীমহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্।
ব্যাপার—শ্রীযতীন্দ্র নাথ সিংহ রায়।
নকুড় বাবু—শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়।
উপেক্ষিতা—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
দুর্গাবতী—শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইহাদের মধ্যে ঐতিহাসিক পৌরাণিক সামাজিক কাল্পনিক সবই কিছু কিছু আছে। জীবনী, ইতিহাস, নাটক, উপন্যাস, ইহাদের উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে একরূপ হইলেও, জীবনী ও ইতিহাস-লেখক অপেক্ষা নাট্যকারের দায়িত্ব অধিক। জীবনী-লেখক অকপটে সত্য প্রচার করিয়া খালাস। পাঠকের উপর সেই সত্যের ক্রিয়া ও তাহার ফলাফলের জন্য তিনি দায়ী নহেন ; কিন্তু নাট্যকার প্রচারক ও সংস্কারক উভয় পদে প্রতিষ্ঠিত ; সুতরাং তাঁহাকে দুই দিক্ রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, অধিকন্তু ইতিহাস ও জীবনীতে যে গুরু গাম্ভীর্য্য আছে, নাটকে তাহা নাই। ইতিহাস ও জীবনীর পাঠক অধিকাংশ স্থলেই, মার্জ্জিতরুচি, গম্ভীর-বুদ্ধি ও বিচারবান্ ; নাটকের অধিকার স্থান বহু-বিস্তৃত এবং লঘুচিত্ত, স্বল্পজ্ঞানী ও বিচারবিহীন পাঠকের সংখ্যাই অধিক ; সুতরাং সামান্য পিচ্ছিলতাতেই পদস্খলনের সম্ভাবনা।

আজকাল অধিকাংশ নাটকই অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে ; সুতরাং নাটক-প্রণেতাকে

রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারীর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে হয় এবং সেই খাতিরে যদি তাঁহাকে সমাজের উর্দ্ধাধক্রমে চৌদ্দপুরুষের পিণ্ডদান ব্যবস্থা করিতে হয়, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহা তাঁহার না করিলে চলে না। স্বার্থ ও কর্ত্তব্য উভয়ে একত্রে একপথে চলিতে পারে না। দুঃখের বিষয়, অনেক নাট্যকারই স্বার্থের খাতিরে কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া থাকেন—অবশ্য-কর্ত্তব্য-পরায়ণ নাট্যকার যে নাই, একথা বলিলে আমাদেরও কর্ত্তব্যহানি হয়।

আশা করি, নাট্যকার মহোদয়েরা শিক্ষা ও সংস্কারের দায়িত্বের গুরুত্ব বিচার করিয়া কর্ত্তব্যের প্রতিও একটু দৃষ্টি রাখিবেন। উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যদি কার্য্য সাধিত হয়, তাহা হইলে নাটক ও নাট্যকারের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায় ততই মঙ্গল।

( ঘ ) উপন্যাস—এই বিভাগের ৯৩ খানি পুস্তকের মধ্যে ১৫ খানি উল্লেখযোগ্য ;—

রাণী ভবানী—শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।  
উপকথা—শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।  
রাজকাহিনী—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।  
গোরা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।  
কল্পকথা—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।  
দেশী ও বিলাতী—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।  
মালতী বা গল্পগুচ্ছ—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।  
রমণী না ডাকিনী—শ্রীপঞ্চানন রায়চৌধুরী।  
প্রেমের ভিখারিণী—শ্রীরমানাথ দাস।  
গোয়েন্দার গল্প।—২ বৎসর নং ১ ( আবিরা ) ;  
শেফালি—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।  
পুরাতন পঞ্জিকা—শ্রীজলধর সেন।  
ভক্তের জয়—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।  
কুমারী—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।  
মস্তকের মূল্য—শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

উদ্দেশ্য ও ক্রিয়া বিচার করিলে, নাটক ও উপন্যাস উভয়েই এক শ্রেণীভুক্ত, তবে প্রভেদ এই যে, নাটকের অভিনয় প্রত্যক্ষ, উপন্যাসের অভিনয় পাঠকের কল্পনা করিয়া লইতে হয়। আবার পক্ষান্তরে অনেক স্থলে নাটকের পাঠককে অনেক সমস্যা স্বয়ং ভেদ করিয়া লইতে হয়, তাহাতে অনেক সময় ভ্রান্তি-বিভ্রাটের আশঙ্কা থাকে, উপন্যাসের পাঠক গ্রন্থি-ভেদে গ্রন্থকারের সাহায্য পাইয়া থাকেন। আবার সাহিত্যের দৃষ্টিতে দেখিলে, নাট্যকার অপেক্ষা উপন্যাসকারকে ভাষা, ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতির দিকে অধিক দৃষ্টি রাখিতে হয়। সে হিসাবে নাট্যকার অপেক্ষা উপন্যাসকারের দায়িত্ব কিছু অধিক। নাটক-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, উপন্যাস-সম্বন্ধে তাহার অধিক বা নূতন কথা বলিবার কিছু নাই।

এবারেও উপন্যাসের তালিকায় সুলেখকের নাম আছে। রবীন্দ্র বাবু, অবনীন্দ্র বাবু, দুর্গাদাস বাবু, স্বর্ণকুমারী দেবী সকলেই সাহিত্যের প্রকৃত ভক্ত-সেবক। ইঁহাদের সেবায় সাহিত্যের তুষ্টি ও পুষ্টিবর্দ্ধন হইবে। বঙ্কিমবাবু, রমেশবাবু, হেমবাবু প্রভৃতি সাহিত্য-সেবিগণ, উপন্যাসের যে তুষ্টিসাধন ও পুষ্টিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাহার পর উপন্যাসের প্রবাহ কিছু থমথমে মারিয়া ছিল, কিন্তু রবীন্দ্র বাবু স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি যখন উপন্যাস-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন শীঘ্রই উপন্যাসের ভাগ্য ফিরিবে, স্থির সমুদ্রে আবার নূতন তরঙ্গ উঠিবে ইহা নিঃসন্দেহে আশা করা যাইতে পারে।

গতপূর্ব্ব বৎসর আমরা "জালিয়াৎ ক্লাইবে"র তিনমাসের মধ্যে দুইটী সংস্করণ দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু এবৎসর "রাণী ভবানী" বাঙ্গালার সাহিত্যভাগ্য উল্‌টাইয়া দিয়াছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গালা পুস্তকের নয়হাজার খণ্ড বিক্রয় ইতঃপূর্ব্বে কখন শোনা যায় নাই। দুর্গাদাস বাবুর 'রাণী ভবাণী' বর্ত্তমান যুগে পুস্তক-বিক্রয়ের পক্ষে নূতন দৃষ্টান্ত আনিয়া দিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন কয়েকখানি মাসিক পত্রেও ছোট ছোট গল্প বাহির হইয়াছে। ছোট গল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া দোষের নয়। তবে গল্পগুলি গল্পের মত হওয়া চাই। নিম্নলিখিত কয়টী গল্প উল্লেখযোগ্য—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১। | প্রত্যাবর্ত্তন | প্রবাসী | বৈশাখ | শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। |
| ২। | প্রবাসিনী | ,, | আষাঢ় | ,, |
| ৩। | ফরাসী-বিপ্লবের একটী চিত্র | ভারতী | আষাঢ় | শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী। |
| ৪। | নিমন্ত্রণ-রক্ষা | মানসী | ,, | শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়। |
| ৫। | মাতৃভক্ত | মানসী | আষাঢ় | শ্রীনফরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। |
| ৬। | তস্‌বীরের মূল্য | জাহ্নবী | | শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়। |
| ৭। | নিষ্কৃতি | সুপ্রভাত | ভাদ্র | শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। |
| ৮। | ছাত্র | মানসী | অগ্রহায়ণ | শ্রীনফরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। |
| ৯। | ডাক্তার | ঐ | ফাল্গুন | শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী। |
| ১০। | বীণার বিবাহ | সুপ্রভাত | ঐ | প্রয়াগ-প্রবাসিনী। |
| ১১। | বিরহীর কথা | যমুনা | চৈত্র | শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। |
| ১২। | কৃপণের শাস্তি | মানসী | মাঘ | ঐ |
| ১৩। | পিতা-পুত্র | প্রবাসী | | শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। |
| ১৪। | কৃতজ্ঞতা ? | মানসী | চৈত্র | শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। |
| ১৫। | কাল বৈশাখী | সাহিত্য | বৈশাখ | শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়। |
| ১৬। | বিসর্জ্জন | জাহ্নবী | আশ্বিন | শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত। |
| ১৭। | প্রত্যাবর্ত্তন | সাহিত্য | জ্যৈষ্ঠ | শ্রীসরোজনাথ ঘোষ। |
| ১৮। | বিবাহের ফর্দ্দ | মানসী | ঐ | শ্রীজলধর সেন। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৯। মিলন | মানসী | আশ্বিন | শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। |
| ২০। বীরপুরুষ | ভারতী | আশ্বিন | শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী। |

( ৬ ) ইতিহাস ও ভূগোল-গ্রন্থ—এই শ্রেণীর ৩২ খানি পুস্তকের মধ্যে ৭ খানি উল্লেখ-যোগ্য :—

বিক্রমপুরের ইতিহাস—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
চাক্‌মা জাতি—শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।
মণিপুরের ইতিহাস—শ্রীমুকুন্দ লাল চৌধুরী।
গৌড়ের ইতিহাস ( ২য় খণ্ড )—শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
আর্য্যনারী ( ২য় খণ্ড )—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত ও
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।
অলিকসন্দর—শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

বহু প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে রচিত ইতিহাস ছিল না। পুরাণই ইতিহাসের কার্য্য করিত। বৌদ্ধযুগ হইতেই ইতিহাস-রচনা-প্রথার প্রবর্ত্তন হইল। কিন্তু তখনও ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয় নাই; তাম্রফলক বা শিলাস্তম্ভই কথঞ্চিৎ সে উদ্দেশ্য সাধন করিত। তাহার পর যখন রীতিমত ইতিহাস রচনা আরম্ভ হইল, তখনও বৈদেশিকদিগের অনুকরণেই অনুবাদ গ্রন্থ হইল, তাহার মৌলিকতা রহিল না। ইংরাজ-রচিত ইংরাজী ইতিহাস গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত চুম্বক সংগ্রহ করিয়া, বালকদিগের পাঠোপযোগী কয়েকখানি ক্ষুদ্র পুস্তক ছিল। বাঙ্গলা ভাষায় ইতিহাসের পুঁজি ঐ পর্য্যন্ত।

জাতির ও জাতীয় শক্তির উৎপত্তি, অভ্যুদয় ও পতনের বৃত্তান্ত ও হেতু লক্ষ্যভূত রাখিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তৎসংশ্লিষ্ট ছোট বড় যাবতীয় ঘটনার সরল ও সঠিক বিবরণ-সম্বলিত পুস্তকই প্রকৃত ইতিহাস নামের উপযুক্ত। সত্যের অপলাপ ইতিহাসের প্রধান দোষ। এ পর্য্যন্ত যে সকল স্কুলপাঠ্য ইতিহাস-গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহার সকল গুলিই ঐ দোষে দুষ্ট। কিন্তু সুখের বিষয়, আজকাল অনেক মহাত্মাই মৌলিক ইতিহাস রচনা করিয়া ইতিহাস-নামের সার্থকতা সম্পাদন পূর্ব্বক বাঙ্গালার কলঙ্ক-মোচনে অগ্রসর হইয়াছেন, বস্তুতঃই তাঁহারা দেশের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

ভৌগোলিক গ্রন্থের মৌলিকতা নাই, সে বিষয়ে অধিক কিছু বলিবারও নাই।

গত বৎসর মাসিক পত্রিকাদিতে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক যে সমস্ত প্রবন্ধাদি বাহির হইয়াছিল, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কয়টী উল্লেখযোগ্য—

| | | | |
|---|---|---|---|
| বিস্মৃত জনপদ | বঙ্গদর্শন | বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ | শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য। |
| রঙ্গপুর ভূম্যাধিকারিগণের ইতিহাস | ঐ | ভাদ্র | শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। |
| রঙ্গপুরের জমীদার | ঐ | আশ্বিন | ঐ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| পর্টুগীজ প্রাধান্যের ধ্বংস | সাহিত্য | আষাঢ় | শ্রীনিখিলনাথ রায়। |
| গৌড়ের ইতিহাস | ঐ | আষাঢ় | শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী। |
| মালবে মহারাষ্ট্র অধিকার | সাহিত্য | শ্রাবণ | শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর। |
| চাঁদরায় ও কেদার রায় | ঐ | ভাদ্র | শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। |
| ভারতীয় ইতিহাস-প্রসঙ্গ | ঐ | আশ্বিন | শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত। |
| পতঞ্জলির কালনির্ণয় | জাহ্নবী | বৈশাখ | শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ |
| শাথীনামা | ঐ | বৈশাখ | শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় |
| শঙ্কর কয়জন ? | ঐ | জ্যৈষ্ঠ | শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ |
| রালফ্ ফিচের ভারতভ্রমণ | ঐ | আষাঢ় | শ্রীকেদারনাথ মজুমদার। |
| মানভূমে প্রাচীন জৈনকীর্ত্তি | ঐ | আশ্বিন | শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে। |
| ফরাসী তুলিকায় সেরাজের চিত্র | ঐ | কার্ত্তিক | শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়। |
| সাঁওতালদিগের পুরাকাহিনী | ঐ | অগ্রহায়ণ | শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে। |
| রাজা গণেশ | কায়স্থ-পত্রিকা | অগ্রহায়ণ | শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার দেববর্ম্মা |
| ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ | দেবালয় | ঐ | শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত। |
| কুরু-পাণ্ডবের আবির্ভাব কাল | আর্য্যভূমি | আষাঢ় | শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর। |
| কোচিন চীন | ভারতী | ফাল্গুন | শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। |
| ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারত | ঐ | চৈত্র | শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার। |
| পৃথিবীর মানবসমাজে ভারতের স্থান | ঐ | ঐ | শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। |
| পঞ্চম শতাব্দীর ভারত ও ফাহিয়ান | ঐ | ফাল্গুন | শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার। |
| আদ্যের গম্ভীরা | সাঃ পঃ পত্রিকা | বৈশাখ—আশ্বিন | শ্রীহরিদাস পালিত। |
| প্রথম কুমার গুপ্তের দু'খানি খোদিত লিপি | ঐ | ঐ | শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় |
| রাজা অনঙ্গভীম দেবের সময়ে উৎকীর্ণ চাটেশ্বরলিপি | ঐ | ঐ | শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু। |
| বিক্রমপুরের প্রাচীন কীর্ত্তি ও দর্শনীয় স্থানসমূহ | প্রবাসী | বৈশাখ | শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। |
| মারাঠি জাতির অভ্যুদয় | ভারত-মহিলা | আষাঢ় | শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়। |
| মেগাস্থিনিসের ভারত-ভ্রমণ | ,, | ,, | শ্রীরজনীকান্ত গুহ। |
| বাদশাহী কুচ | প্রবাসী | আশ্বিন | শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী। |
| বুদ্ধের সমসাময়িক কোশল ও মগধরাজ্য | ,, | ,, | শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় |
| লুপ্ত স্মৃতি | যমুনা | বৈশাখ | শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার। |
| বৌদ্ধযুগে বিক্রমপুর | সুপ্রভাত | বৈশাখ | শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| হিন্দুশাস্ত্রে মিসর দেশ | সুপ্রভাত | বৈশাখ | শ্রীকুঞ্জবিহারী রায়। |
| নন্দকুমার | ঐ | জ্যৈষ্ঠ | শ্রীনিখিলনাথ রায়। |
| বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে ভারতের কথা | ভারতী | আষাঢ় | শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার। |
| মেগাস্থিনিসের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রীকদিগের জ্ঞান | সুপ্রভাত | ঐ | শ্রীরজনীকান্ত গুহ। |
| শা-সুজার শেষ জীবন | ঐ | ঐ | শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী। |
| টাউয়ার | ভারতী | আশ্বিন | শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক। |
| সেমিরামিসের ভারত-আক্রমণ | ঐ | ঐ | শ্রীতারকচন্দ্র রায়। |
| বীজগণিতের প্রাচীন ইতিহাস | ঐ | ঐ | শ্রীকেদারনাথ মজুমদার। |
| ভারতবর্ষের বীর-রমণী | ঐ | কার্ত্তিক | শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী। |
| পঞ্চম শতাব্দীর ভারত | ঐ | মাঘ | শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার। |
| ভোজরাজ ও ধাররাজ্য | ঐ | পৌষ | শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়। |
| ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারত | ঐ | চৈত্র | শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার। |
| যবন-তত্ত্ব | অর্চ্চনা | বৈশাখ | শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত। |
| নিকলো মানুসী | ঐ | ঐ | ঐ |
| অঙ্গের প্রাচীন কীর্ত্তি | ঐ | আষাঢ় | শ্রীবিহারীলাল আঢ্য। |
| হীরাৎ মহল | নবদর্শন | শ্রাবণ | |
| মোগল-রাজত্বে জ্যোতিষী | অর্চ্চনা | অগ্রহায়ণ | |
| শিবাজীর মানবত্ব | মানসী | আষাঢ় | শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। |
| ইসান দৌলত বেগম | ঐ | কার্ত্তিক | ঐ |
| চীনের উৎসব | ঐতিহাসিক চিত্র | ফাল্গুন | শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। |
| চীনে বিবাহ-প্র[illegible] | মানসী | মাঘ | ঐ |
| আরবজাতির ভাষা | দেবালয় | মাঘ | ঐ |
| আরবজাতির শাস্ত্রগ্রন্থ | ঐ | ফাল্গুন | ঐ |
| আধুনিক আরবজাতি | ঐতিহাসিক চিত্র | চৈত্র | ঐ |
| রাজা মজলিশ রায় | ঐ | ফাল্গুন | শ্রীনিখিলনাথ রায়। |
| কালাচাঁদের মঠ | ঐ | পৌষ | শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী। |
| বিক্রমপুরে অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি | প্রবাসী | কার্ত্তিক | শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। |

(চ) সাহিত্য:—শ্রেণী-বিভাগ অনুসারে সাহিত্য বলিলে যে শ্রেণীর পুস্তক বুঝায়, সে শ্রেণীর পুস্তক খুবই অল্প। ভাষাই সাহিত্যের মূল, ভাষাই সাহিত্যের প্রাণ, আবার ভাষাই জাতির জীবন। সেই সাহিত্যের দৈনন্দিন বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাস হইতেছে। জাতি ও সমাজের অবস্থা ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই বিভাগের মোট ৯৩ খানি

পুস্তকের মধ্যে একখানিও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নাই। তবে সাহিত্য ও আলোচনা হিসাবে এবার মাসিক পত্রে অনেক সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। ঠিক সাহিত্য-হিসাবে না হইলেও, সাধারণ সাহিত্যের হিসাবে আমরা নিম্নে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের তালিকা দিলাম—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ভ্রমর | বঙ্গদর্শন | বৈশাখ | শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী। |
| গ্রাম্য-সাহিত্য | ঐ | ঐ | শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার। |
| মেরুপ্রান্তে | ঐ | আষাঢ় | শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। |
| সাহিত্য-সম্মিলনী | ঐ | শ্রাবণ | শ্রীবেণীমাধব চাকী। |
| বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন | ঐ | ভাদ্র | শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। |
| বিদেশে বঙ্কিমচন্দ্র | সাহিত্য | বৈশাখ | শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। |
| নবীনচন্দ্র | ঐ | ঐ | শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি। |
| স্নানযাত্রার মেলা | ঐ | শ্রাবণ | শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়। |
| বাবা | ঐ | পৌষ | শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। |
| নীরব-সাধনা | জাহ্নবী | বৈশাখ | শ্রীজলধর সেন। |
| মহারাজ | ঐ | আষাঢ় | শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ। |
| যাত্রায় আবৃত্তি | ঐ | শ্রাবণ | শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী। |
| শ্রীলীলাশুক ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত | ঐ | কার্ত্তিক | শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী। |
| যমালয়ের পত্রাবলী | অলৌকিক-রহস্য | বৈশাখ | শ্রীসেবাব্রত পরিব্রাজক। |
| প্রাকৃত ব্যাকরণ ও অভিধান | সাঃ পঃ পত্রিকা | ১ম ও ২য় সংখ্যা | শ্রীশ্রীনাথ সেন। |
| প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ | ঐ | ঐ | শ্রীসতীশচন্দ্র রায়। |
| ১৩১৫ সালের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ | ঐ | ঐ | শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ। |
| মধুর রস ও বৈষ্ণবকবি | উদ্বোধন | ফাল্গুন | শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু। |
| আর্য্যজাতির গৌরবের মূল কি? | সাহিত্য-সংহিতা | শ্রাবণ | শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী। |
| কাব্যে ইতিহাস | পূর্ণিমা | বৈশাখ | শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। |
| শান্তি | যমুনা | আশ্বিন | শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী। |
| বলেন্দ্রনাথ ( সচিত্র ) | ভারতী | বৈশাখ | শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়। |
| ভারতবর্ষে | ঐ | জ্যৈষ্ঠ | শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। |
| পাদশা | ঐ | আষাঢ় | ঐ |
| কারাগৃহ ও স্বাধীনতা | ঐ | ঐ | শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। |
| বেহরামজী ম্যালাবারি | ঐ | শ্রাবণ | শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। |
| স্বামী শিবানন্দ | ঐ | ভাদ্র | ঐ |
| কোচীন-চীনে ভ্রমণ | ঐ | আশ্বিন | ঐ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| পোংগল-উৎসব | ভারতী | অগ্রহায়ণ | শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী। |
| নবীন | ঐ | ঐ | শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। |
| দেশের অবস্থা | ঐ | পৌষ | শ্রীযদুনাথ সরকার। |
| পাণিনি-প্রচার | ঐ | ফাল্গুন | শ্রীদেবেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন। |
| দৈব ও পুরুষকার | অর্চ্চনা | বৈশাখ | শ্রীঅক্ষয়কুমার ঠাকুর। |
| অতীত ও বর্ত্তমান | ঐ | আষাঢ় | ঐ |
| অভিনয় ও অভিনেতা | ঐ | ঐ | শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ। |
| বঙ্গসাহিত্যের আদর্শ নির্ণয় | ঐ | শ্রাবণ | শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়। |
| মৌলিক প্রবন্ধ | ঐ | অগ্রহায়ণ | |
| বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গভাষা | মানসী | বৈশাখ | শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। |
| আমাদের নিত্যকার অপচয়ের কথা | ঐ | ঐ | শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক। |
| বঙ্গসাহিত্য | ঐ | ঐ | শ্রীশিবরতন মিত্র। |
| ভাষা ও ব্যাকরণ | ঐ | ঐ | শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। |
| মধুসূদন | ঐ | আষাঢ় | শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু। |
| নির্জ্জনতা | ঐ | ঐ | শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। |
| বিদ্যাসাগর-তর্পণ | ঐ | শ্রাবণ | শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। |
| রচনা-রীতি | ঐ | অগ্রহায়ণ | শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। |
| অনভিজ্ঞাত কাব্য-সাহিত্য | নব্যভারত | ঐ | শ্রীযামিনীকান্ত সেন। |
| নবীনচন্দ্র সেনের কবিতা ও বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার স্থান | ঐ | ঐ | শ্রীরতিনাথ মজুমদার। |
| বাসন্তী-গীতা | ঐ | বৈশাখ | শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়। |
| অতীত ও বর্ত্তমান | সুপ্রভাত | ঐ | শ্রীঅবনীনাথ লাহিড়ী। |
| মেয়েলি শাস্ত্র | ঐ | ঐ | শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী। |
| আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থা | ঐ | জ্যৈষ্ঠ | শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক। |
| আমেরিকায় জগদীশচন্দ্র | ঐ | ঐ | শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়। |
| কারা-কাহিনী | ঐ | ঐ | শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। |
| ঘোষযাত্রা | ঐ | বৈশাখ | শ্রীসত্যবন্ধু দাস। |
| বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার | ঐ | শ্রাবণ | ডাঃ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়। |
| দৈহিক বল | ঐ | ঐ | শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়। |
| একটী ঐতিহাসিক অনুমান | ঐ | চৈত্র | শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। |
| বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন | ঐ | ঐ | শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত। |
| ভারতবর্ষ ও আমেরিকার রেলগাড়ী | প্রবাসী | বৈশাখ | শ্রীসন্ত নিহাল সিংহ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ইউরোপের সভ্যতা ও সুবিধা | প্রবাসী | আষাঢ় | শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। |
| কবি নবীনচন্দ্রে যুগধর্ম্মের প্রভাব | ঐ | ঐ | শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। |
| আধুনিক সাহিত্য | ঐ | শ্রাবণ | (সংকলন ও সমালোচনা)। |
| রচনায় অপূর্ব্বতা | ঐ | ঐ | ঐ |
| শাস্ত্যনীতির অনুশাসন | ঐ | ঐ | ঐ |
| আমাদের সংসারের নিত্যকার অপচয় | ঐ | ঐ | শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক। |
| আমরা, আমাদের দেশ ও আমাদের ভাষা | দেবালয় | ভাদ্র | শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী। |
| মোটকথা ও খুঁটিনাটি | ঐ | আশ্বিন | শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। |
| রমণীর কার্য্য | সুপ্রভাত | চৈত্র | শ্রীসরলা দেবী। |
| ইউরোপের সভ্যতা ও সুবিধা | প্রবাসী | বৈশাখ | শ্রীনিরুপমচন্দ্র গুহ। |

( ছ ) আইন—এই শ্রেণীর ৩ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এগুলি জাতীয় বা সামাজিক অবস্থার পরিচায়ক পুস্তক নহে। ইংরাজী আইন-গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ ছাড়া আর কিছুই নহে এবং এতদ্দ্বারা প্রকাশকের অর্থ উপার্জ্জন ছাড়া জাতিগত বা সমাজগত কোন উপকার সাধিত হইতে পারে না; সুতরাং এরূপ পুস্তক-প্রচারের হ্রাস-বৃদ্ধিতে আনন্দও নাই, ক্ষোভও নাই।

( জ ) চিকিৎসা—এ বিভাগের ২৫ খানি পুস্তকের মধ্যে ৬ খানি উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১। বনৌষধি দর্পণ ( ২য় ভাগ ) ··· শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত।
২। ম্যালেরিয়া ··· শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত।
৩। চিকিৎসা-অভিধান ( ১ম ভাগ ) ··· শ্রীঅপূর্ব্বকুমার বসু।
৪। সচিত্র পরিচর্য্যা-শিক্ষা ··· শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ( কবিরাজ )।
৫। গৃহ-সখা ··· শ্রীননীলাল রায়।
৬। কলেরা চিকিৎসা ··· শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে অনেক দুর্ব্বোধ্য ও সুন্দর জিনিষ আছে। সংস্কৃত-ভাষায় অনভিজ্ঞতা বশতঃ অনেকেই সে সকলের রসাস্বাদন করিতে পারেন না। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত সমন্বয় করিয়া, সামঞ্জস্য রাখিয়া যদি সেই সকল বিষয়ের সরল ও বিশদ্ ব্যাখ্যা-সমন্বিত এক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণীত হয়, তাহা হইলে আমাদের একটা মস্ত অভাব দূর হয়।

( ঝ ) দর্শন—এই বিভাগের ৩ খানি পুস্তকের মধ্যে ২ খানি উল্লেখযোগ্য ;—

১। জ্ঞান ও কর্ম্ম — সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
২। ছায়াদর্শন — রায় শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর।

একদিন দর্শনের-প্রভাতেই ভারতের গৌরব-প্রভা চারিদিকে প্রভাসিত হইয়াছিল। কালের গতিকে সে দর্শনের আর দর্শন পাওয়া যায় না, সে গৌরবও নাই; কিন্তু লুপ্ত হইলেও তাহা বিনষ্ট হয় নাই, বীজ মাটি চাপা পড়িয়া আছে; উপযুক্ত সময়ে ঐ বীজ আবার ফলচ্ছায়া-সমন্বিত মহাবৃক্ষে পরিণত হইবে। সেই বৃক্ষের শীতলছায়ায় বসিয়া আবার কত দেশ-বিদেশের পথিক শীতল হইবে। গুরুদাস বাবুর "জ্ঞান ও কর্ম্ম" তাহার অঙ্কুর-রূপে দেখা দিয়াছে।

( ঞ ) ধর্ম্ম—এই বিভাগের ১৮৪ খানি গ্রন্থের মধ্যে ৮ খানি উল্লেখযোগ্য ;—

১। শতপথ ব্রাহ্মণ—শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।
২। সনাতন সাধনতত্ত্ব—সচ্চিদানন্দ স্বামী।
৩। শান্তি-নিকেতন—ভক্ত বাণী ( ৩য় ভাগ ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৪। সরল চণ্ডী—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত ও শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।
৫। সাধক সঙ্কেত—শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক।
৬। আর্য্যানুষ্ঠান বা পুরোহিত দর্পণ—শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন।
৭। তাত্ত্বিক রহস্য ( ৩য় ভাগ ) শ্রীকালীশচন্দ্র সেনগুপ্ত।
৮। শনির পাঁচালী—শ্রীকালীমোহন বিদ্যারত্ন।

ধর্ম্মই মানব-জীবনের প্রধান অবলম্বন, "ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ" ভিত্তিহীন অট্টালিকা আর ধর্ম্মহীন জীবন উভয়ই তুল্য। এ পর্য্যন্ত যখন যে জাতির অভ্যুদয় হইয়াছে, ধর্ম্মোন্নতিই তাহার মূলীভূত কারণ।

প্রাচীন আর্য্যজাতি যে কীর্ত্তি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যতদিন ধর্ম্মের বিজয় নিশান সেই স্তম্ভশিরে উড্ডীন ছিল, ততদিন কালের ঝঞ্ঝাবাত অবাধে সহ্য করিয়া সেই স্তম্ভ ঊর্দ্ধশিরে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান ছিল। যেদিন হইতে ধর্ম্মের নিশান সেই স্তম্ভের শিখরচ্যুত হইয়াছে, সেই দিন হইতে আর্য্যগৌরব ক্ষুণ্ণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সেই নষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার সাধন করিতে হইলে, ধর্ম্মই তাহার একমাত্র সাধনা।

বিবিধ মাসিক পত্রে ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে যে কয়টী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ কয়টী উল্লেখযোগ্য—

| | | | |
|---|---|---|---|
| নিষ্ঠা | ভারতী | বৈশাখ | শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। |
| পাওয়া ও হওয়া | " | জ্যৈষ্ঠ | " |
| জাপানের ধর্ম্ম | প্রবাসী | শ্রাবণ | শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। |
| ধর্ম্মে বণিক্‌বৃত্তি | " | " | শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। |
| আর্য্য-আদর্শ ও গুণত্রয় | ভারতী | ভাদ্র | শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। |
| দর্শন—হিন্দু ও গ্রীক | প্রবাসী | আশ্বিন | শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। |
| অবিদ্যা | | | শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| শঙ্করের মুণ্ডকভাষ্য | ঐতিহাসিক চিত্র | আষাঢ় | শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন। |
| পুরীধাম | যমুনা | বৈশাখ | শ্রীফুলকুমারী গুপ্তা। |
| ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ | " | জ্যৈষ্ঠ | " |
| ধর্ম্মের ভিত্তি এক | " | আষাঢ় | " |
| শিবতত্ত্ব | " | শ্রাবণ | " |
| বেদ কি? | " | আশ্বিন | " |
| মঙ্গল | ভারতী | জ্যৈষ্ঠ | শ্রীহেমলতা দেবী। |
| মোক্ষের আভাষ | " | আষাঢ় | " |
| সাধনের সত্য | " | শ্রাবণ | শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। |
| যোগস্থিতি | " | কার্ত্তিক | শ্রীহেমলতা দেবী। |
| স্বপ্ন | " | অগ্রহায়ণ | শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। |
| উৎসব ( সচিত্র ) | " | মাঘ | শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। |
| চিরনবীনতা | " | ফাল্গুন | " |
| শক্তির মূলতত্ত্ব ও পূজা | অর্চ্চনা | বৈশাখ | শ্রীবিহারীলাল আঢ্য। |
| জ্ঞান-প্রাণের হরগৌরী-ভাব | মানসী | কার্ত্তিক | শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। |
| আত্মা ও ব্রহ্ম | প্রবাসী | জ্যৈষ্ঠ | শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ। |
| সাংখ্যসূত্র | নব্যভারত | পৌষ | শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু। |
| ছুটা তত্ত্বকথা | " | " | শ্রীচন্দ্রশেখর সেন। |
| সংসার ও সন্ন্যাস | " | " | শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী। |
| ভক্তি-রহস্য | উদ্বোধন | ফাল্গুন | স্বামী বিবেকানন্দ। |
| বৈশেষিক দর্শন | সাহিত্য-সংহিতা | শ্রাবণ | শ্রীআশুতোষ দেব। |
| হিন্দুর বেদগ্রন্থ | সুপ্রভাত | ভাদ্র | শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য। |
| ভারতীয় নাস্তিকদর্শনের ইতিবৃত্ত | বঙ্গদর্শন | জ্যৈষ্ঠ | শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য। |
| ধর্ম্মসত্ত্ব | জাহ্নবী | বৈশাখ | শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। |
| দাদামহাশয়ের ঝুলি | অলৌকিক রহস্য | " | শ্রীমলয়ানিল শর্ম্মা। |
| হিন্দুস্থানে ধর্ম্ম-সমন্বয় | দেবালয় | অগ্রহায়ণ | শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সোম। |
| বেদ ও শঙ্কর | আর্য্যভূমি | আষাঢ় | শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ। |
| বৌদ্ধধর্ম্ম | বঙ্গদর্শন | " | শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। |
| বিলাতের প্রধান ধর্ম্ম-মন্দির | সুপ্রভাত | " | শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক। |

(ট) কাব্য ও কবিতা। এই শ্রেণীর ৫৪ খানি গ্রন্থের মধ্যে ৫ খানির নাম উল্লেখ করিতেছি—

বিদ্যাপতির পদাবলী ... শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

| | |
|---|---|
| সতীরত্ন | শ্রীরমাপতি ভট্টাচার্য্য। |
| অমিতাভ | ৺নবীনচন্দ্র সেন। |
| চিত্তচিতা | শ্রীতুলসী দাস ঘোষ। |
| বীরকুমার | শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী। |

কবি-হৃদয় ভাবের উৎস, কবির কল্পনা-প্রসূত কাব্য ও কবিতা তাহার প্রবাহ। প্রবাহ-বারি যেমন ভূমির সরসতা ও উর্ব্বরতা সম্পাদন করে, কাব্যে ও কবিতা তদ্রূপ মানব-হৃদয়কে ভাব-তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত করে। কবির কবিত্বে মৃত-সঞ্জীবনী-শক্তি আছে। নিরাশার-শুষ্ক তরুকে আশার নবপল্লবে পল্লবিত করিবার শক্তি, দারুণ শোকের দাবানল-দগ্ধ হৃদয়কে শান্তির অমৃতবারি সিঞ্চনে স্নিগ্ধ করিবার শক্তি, অবিশ্বাসীর শুষ্ক মরু-হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের উর্ব্বর ভূমি সৃষ্টি করিবার শক্তি, ভীরুর ভয়-বিহ্বল চিত্তে নির্ভীকতা সঞ্চার করিবার শক্তি, পাষণ্ডের পাষাণবৎ কঠিন হৃদয়কে নবনীতবৎ কোমল করিবার শক্তি—কবির কবিত্ব-শক্তির মধ্যে লুক্কায়িত আছে। সুতরাং যেদেশে কবি আছে, সে দেশের প্রাণ আছে—হৃদয় আছে, সে জাতির মনুষ্যত্ব আছে, অতএব কবি সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্যরত্ন।

এতদ্ভিন্ন নানা মাসিক পত্রিকায় নিম্নলিখিত কয়েকটী উল্লেখযোগ্য কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| নববর্ষ-মঙ্গল | দেবালয় | বৈশাখ | শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। |
| প্রতিবাদ | প্রবাসী | আষাঢ় | শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। |
| সন্ধ্যার প্রতি | মানসী | মাঘ | শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। |
| মহানিদ্রায় মহাকবি | ভারতী | বৈশাখ | শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত। |
| বিজয়ী | সুপ্রভাত | „ | শ্রীলাবণ্যলেখা আইচ। |
| স্বাধীন | „ | জ্যৈষ্ঠ | শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত। |
| মেঘের প্রতি | ভারতী | ভাদ্র | শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। |
| তপন-স্তোত্র | সুপ্রভাত | আষাঢ় | শ্রীমানকুমারী বসু। |
| দুঃখাভিসার | ভারতী | শ্রাবণ | শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। |
| আশীষে | „ | „ | বঙ্গনারী। |
| ঊষা | „ | ফাল্গুন | শ্রীইন্দিরা দেবী। |
| স্বপন দেশে | মানসী | আশ্বিন | শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্চী। |
| সুন্দর | „ | ভাদ্র | শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন। |
| আবাহন | „ | আষাঢ় | শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। |
| সরমার প্রতি সীতা | সুপ্রভাত | চৈত্র | শ্রীমানকুমারী বসু। |
| প্রতাপাদিত্য | নব্যভারত | পৌষ | |
| মাঙ্গলিক | জাহ্নবী | বৈশাখ | শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| পদ্ম-করবী | জাহ্নবী | বৈশাখ | শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ। |
| নীড়-হারা | „ | „ | শ্রীআমোদিনী ঘোষ। |
| খোকার উপমা | „ | „ | শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন। |
| শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি | „ | জ্যৈষ্ঠ | ঐ |
| বিস্মৃতা | „ | আষাঢ় | শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। |
| আদর্শ-সন্ন্যাসী | „ | „ | শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন। |
| প্রতিশোধ | „ | শ্রাবণ | শ্রীঅমলেন্দু গুপ্ত। |
| সন্ধ্যায় | „ | „ | শ্রীমোহিতলাল মজুমদার। |
| জীবন্মৃত্যু | „ | „ | শ্রীসরলাবালা দাসী। |
| কন্যার আদর | „ | „ | শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন। |
| জাহ্নবী | „ | ভাদ্র | শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ। |
| শিশির | „ | „ | শ্রীসরলাবালা দাসী। |
| কাণে কাণে | „ | আশ্বিন | শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। |
| শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ও বৈষ্ণবগ্রন্থ | „ | কার্ত্তিক | শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন। |
| হর্ষ | „ | „ | শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। |
| শেফালি | „ | „ | শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। |
| অন্তিমে | „ | „ | শ্রীরসময় লাহা। |
| জাহ্নবী | „ | অগ্রহায়ণ | শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। |
| ব্রজদাস | „ | „ | শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক। |
| মন্দির-দ্বারে | „ | „ | শ্রীমোহিতলাল মজুমদার। |
| মহানিশা | „ | পৌষ | শ্রীসরলাবালা দাসী। |
| গৃহলক্ষ্মী | „ | „ | শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। |
| কে ? | „ | „ | শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী। |
| বাসনা | মানসী | চৈত্র | শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। |
| বর্ষায় গান | „ | „ | শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। |
| সুদূর স্মৃতি | „ | „ | শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। |
| স্নেহের জয় | „ | অগ্রহায়ণ | শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক। |
| আগন্তুক | „ | ফাল্গুন | শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী। |
| মানসী | „ | অগ্রহায়ণ | শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। |
| মন্দির-পথে | „ | পৌষ | শ্রীমোহিতলাল মজুমদার। |
| শ্রীহরির প্রতি | দেবালয় | ভাদ্র | শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন। |

(১) বিজ্ঞান—এই বিভাগের ৫খানি পুস্তকের মধ্যে একখানিও উল্লেখযোগ্য নয়।

আধুনিক পাশ্চাত্য জ[illegible] যে এতদূর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে; বিজ্ঞানের বহুল প্রচার ও গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার ও অনুশীলনই তাহার প্রধান কারণ। এই সকল পাশ্চাত্য জাতির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে আমাদের প্রাচ্য ধর্ম্ম ও আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এই উভয়ের সংযোগে এক নূতন গঠন গড়িয়া লইতে হইবে।

মাসিক-পত্রাদিতে এ বিষয়ে যে সমস্ত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, সেইগুলি পুস্তকের অভাব কিয়দংশে দূর করিয়াছে, এইটুকুই আশার কথা—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ব্যাক্‌টিরিয়া | বঙ্গদর্শন | বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ | শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার। |
| উল্কাপিণ্ড | ” | ভাদ্র | শ্রীজগদানন্দ রায়। |
| সাহিত্য-পরিষদে বিজ্ঞানচর্চ্চা | ” | কার্ত্তিক | শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। |
| জ্যোতিষিক সমস্যা | সাহিত্য | বৈশাখ | শ্রীজগদানন্দ রায়। |
| বৈজ্ঞানিক সার-সংগ্রহ | ” | আষাঢ় | ” |
| শক্তির অপচয় | ” | ভাদ্র | ” |
| উদ্ভিদের দুষ্টামি | জাহ্নবী | বৈশাখ | শ্রীশশধর রায়। |
| পরমাণুবাদ | ,, | ,, | শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। |
| চিনির অপচয় | মানসী | আশ্বিন | শ্রীরজনীকান্ত বসু। |
| ভূবিদ্যা | ,, | অগ্রহায়ণ | শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত। |
| অন্তর্নিহিত শক্তি | ,, | দেবালয় | শ্রীশশধর রায়। |
| সূর্য্য | প্রবাসী | ভাদ্র | শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত। |
| ঘৃতাচি | সাহিত্যসংহিতা | শ্রাবণ | |
| পুষ্পসার | আষাঢ় | প্রবাসী | আমেরিকা-প্রবাসী বাঙ্গালী। |
| হফ্‌মান ও ইংলণ্ডে রসায়নশিক্ষা | ” | আশ্বিন | শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। |
| হ্যালির ধূমকেতু | ভারতী | ” | শ্রীকুলদাকুমার সেন রায়। |
| তারবিহীন টেলিফোন | ” | কার্ত্তিক | শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপ্যায়। |
| সূর্য্যকর-চালিত চালক যন্ত্র | ” | ,, | শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। |
| বৃহত্তম দূরবীক্ষণযন্ত্র | ” | অগ্রহায়ণ | শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। |
| কাগজ ( সংকলন ) | অর্চ্চনা | কার্ত্তিক | শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র। |
| ক্ষার-ব্যবহার | মানসী | আষাঢ় | শ্রীরজনীকান্ত দাস। |
| চৌম্বক ঝটিকা | ” | কার্ত্তিক | শ্রীজগদানন্দ রায়। |
| পথের অতিথি | সুপ্রভাত | চৈত্র | শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। |
| নূতন প্রিন্সিপিয়া | দেবালয় | ভাদ্র | শ্রীজগদানন্দ রায়। |
| পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি | কুশদহ | ফাল্গুন | শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| কৃত্রিম-পদ্মরাগমণি প্রস্তুত | প্রবাসী | বৈশাখ | শ্রীনিরুপমচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা। |
| বিজ্ঞান-রাজ্যের সংবাদ | সুপ্রভাত | ,, | শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী। |
| স্বরপূরণ | সাঃ পঃ পত্রিকা | ৩য় সংখ্যা | শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। |
| বঙ্গের ম্যালেরিয়া জ্বরে লোকক্ষয় ও তাহার প্রতীকার | ,, | ,, | শ্রীচিত্তসুখ সান্ন্যাল ও ডাঃ শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। |
| খাদ্য | সুপ্রভাত | আষাঢ় | শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী। |
| স্বাভাবিক ও কৃত্রিম এসেন্স | ভারতী | আশ্বিন | শ্রীনিরুপমচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা। |
| উল্কা | মানসী | শ্রাবণ | শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার। |

(ড) ভ্রমণ। এই বিভাগের ৩ খানি পুস্তকের মধ্যে ১খানি পুস্তক উল্লেখযোগ্য—

বিলাত-ভ্রমণ—শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

মাসিক সাহিত্যেও কতকগুলি উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ-বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে একটী তালিকা দিলাম—

| | | | |
|---|---|---|---|
| হরিদ্বার | বঙ্গদর্শন | আষাঢ় | ৺নবীনচন্দ্র সেন। |
| কাঞ্চী বা কাঞ্জীভরম্ | সাহিত্য | ভাদ্র | শ্রীধরণীকান্ত লাহিড়ীচৌধুরী। |
| তাঞ্জোর | জাহ্নবী | অগ্রহায়ণ | ,, |
| শ্রীরঙ্গম | ,, | পৌষ | ,, |
| চন্দ্রশেখরে একদিন | মানসী | আশ্বিন | শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। |
| খণ্ডগিরি | ,, | অগ্রহায়ণ | শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। |
| ,, | ভারতী | ফাল্গুন | শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। |
| অমরকণ্টক | প্রবাসী | আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ | শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। |
| যাজপুর | ঐতিহাসিক চিত্র | অগ্রহায়ণ | শ্রীধরণীকান্ত লাহিড়ীচৌধুরী। |
| হিন্দুস্থান-পর্য্যটন | অর্চ্চনা | জ্যৈষ্ঠ | শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম। |
| আগরার পথে | ,, | আশ্বিন | ,, |
| ফতেপুর শিক্রী | মানসী | কার্ত্তিক | শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ। |
| আমেদাবাদের চিঠি | ,, | ,, | শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ। |
| ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম | ,, | চৈত্র | শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র। |
| গৈবীনাথ | সুপ্রভাত | ,, | শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। |
| কালকা ও শিমলা শৈল | প্রবাসী | ,, | শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র দাস। |

(ঢ) বিবিধ বিষয়ের ১৫৭ খানি গ্রন্থের মধ্যে ৮৫ খানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ। বাকী ৭২ খানি গ্রন্থের মধ্যে ৪ খানি উল্লেখযোগ্য—

| | |
|---|---|
| কাদম্বরী | শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। |
| ঋদ্ধি | শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। |
| আরবী শিক্ষক | শ্রীরহিমউদ্দিন। |
| বিবিধপ্রবন্ধ (১ম ও ২য় ভাগ) | শ্রীগিরীন্দ্রকুমার সেন। |

এতদ্ভিন্ন মাসিকপত্রাদিতে শিক্ষা ও সমাজ, রহস্যালোচনা, বাণিজ্য ও অর্থনীতি সম্বন্ধে কয়েকটী উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধও বাহির হইয়াছে। একটী তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ভাষাতত্ত্ব | বঙ্গদর্শন | কার্ত্তিক | শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। |
| পত্নী-তত্ত্ব | ,, | অগ্রহায়ণ | ,, |
| বোধোদয়ের ব্যাখ্যা | সাহিত্য | বৈশাখ | ,, |
| তৈল-দর্শন | ,, | জ্যৈষ্ঠ | ,, |
| হাঁড়ি | জাহ্নবী | ভাদ্র | শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ। |
| ইংরাজি-ভাষা ও সাহিত্য | প্রবাসী | আশ্বিন | শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। |
| বরপণ ও বিবাহ | বঙ্গদর্শন | জ্যৈষ্ঠ | শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়। |
| রামায়ণের সমাজ | সাহিত্য | ,, | শ্রীকেদারনাথ মজুমদার। |
| ইতর জাতি | জাহ্নবী | শ্রাবণ | শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র দাস। |
| সামাজিক প্রসঙ্গ | জাহ্নবী | পৌষ | শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। |
| সামাজিক সমস্যা | মানসী | আশ্বিন | শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী। |
| কে বড় ? | অলৌকিক রহস্য | অগ্রহায়ণ | শ্রীমধুসূদন রায়। |
| শিশুর শিক্ষা | দেবালয় | বৈশাখ | শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র বসু। |
| দিদিমা | ভারতী | জ্যৈষ্ঠ | শ্রীশরৎকুমারী চৌধুরাণী। |
| মানব-সমাজ | নব্যভারত | বৈশাখ | শ্রীশশধর রায়। |
| স্ত্রী-জাতির উন্নতি | ভারতমহিলা | আষাঢ় | শ্রীললিতা রায়। |
| দিদিমার বিরক্তি | ভারতী | ভাদ্র | শ্রীশরৎকুমারী চৌধুরাণী। |
| ডেন্‌মার্ককৃষকদের উচ্চশিক্ষা | ,, | ,, | ,, |
| সমাজ-সংস্কার | যমুনা | শ্রাবণ | শ্রীমনোমোহন ঘোষ। |
| লোচন-ষষ্ঠীর ব্রতকথা | ভারতী | বৈশাখ | শ্রীশতদলবাসিনী বিশ্বাসজায়া। |
| হিন্দুরাজার কর্ত্তব্য | ,, | জ্যৈষ্ঠ | শ্রীসত্যবন্ধু দাস। |
| নবান্ন | ,, | অগ্রহায়ণ | শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়চৌধুরী। |
| মেয়েবক্তির বিশৃঙ্খলা | ,, | পৌষ | শ্রীশরৎকুমারী চৌধুরাণী |
| জাপানে স্ত্রীচরিত্র | মানসী | শ্রাবণ | শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ। |
| একচোরা-ব্রত | জাহ্নবী | ,, | শ্রীবিন্দুবাসিনী দাসী। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| সামাজিক স্বাতন্ত্র্য | জাহ্নবী | ভাদ্র | শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় |
| বঙ্গজকায়স্থকুলবিধি ও কুলীন | কায়স্থপত্রিকা | মাঘ | শ্রীহেমেন্দ্রকুমার বসু। |
| একান্নবর্ত্তী পরিবার ও স্ত্রীশিক্ষা | সুপ্রভাত | জ্যৈষ্ঠ | শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী। |
| বিধবাবিবাহ ও হিন্দুপত্রিকা | ভারতী | ভাদ্র | শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী। |
| সমাজ-সংস্কার | অর্চ্চনা | শ্রাবণ | |
| মন্টিপিলার বিশ্ববিদ্যালয় | নবদর্শন | " | ৺ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী। |
| কোম্পানীর বাজার ও অর্থনীতি | বঙ্গদর্শন | অগ্রহায়ণ | শ্রীনলিনীনাথ শর্ম্মা। |
| ব্যবসায়ে সমবায় | ভারতী | পৌষ | শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। |
| তেজারতী | নবদর্শন | শ্রাবণ | শ্রীভূতনাথ ভাদুড়ী। |
| অর্থনীতি | মানসী | ফাল্গুন | শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার। |

গতবর্ষে মোট ৬৪১ খানি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে—

| | |
|---|---|
| কলাবিদ্যাবিষয়ে | ১১ |
| ইতিহাস-ভূগোলে | ১২ |
| চিকিৎসাবিষয়ে | ৪২ |
| ধর্ম্মবিষয়ে | ৫৭ |
| বিবিধবিষয়ে | ৫১০ |

মোট ৬৪১ খানি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

সাময়িক পত্রগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়খানি উল্লেখযোগ্য—

| | |
|---|---|
| নব্যভারত | বিজ্ঞানদর্পণ |
| প্রবাসী | শিল্প ও সাহিত্য |
| ভারতী | কৃষক |
| সাহিত্য | মানসী |
| বঙ্গদর্শন | সুপ্রভাত |
| উপাসনা | ভারত-মহিলা |
| ঐতিহাসিক চিত্র | জাহ্নবী |

আলোচ্য-বর্ষে জাহ্নবী, নবদর্শন, পূর্ণিমা প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাগুলির লোপ হইয়াছে। পূর্ণিমা অনেক দিনের কাগজ, এক সময়ে সাহিত্য-রথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় ইহার একজন প্রধান পরিপোষক ছিলেন। মফঃস্বল হইতে প্রকাশিত পত্রিকাগুলির মধ্যে পূর্ণিমার আসন বহু উচ্চে ছিল। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত জাহ্নবী পত্রিকাখানিও পাঁচ বৎসর কাল সুসম্পাদিত হইয়া অকালে লুপ্ত হইল। বঙ্গবাসীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র

বসুজ মহাশয়ের প্রকাশিত জন্মভূমি পত্রিকার পর ইহাই সুলভ মূল্যে প্রকাশিত সুপাঠ্য মাসিক পত্রিকার আসন লাভ করিয়াছিল।

আলোচ্যবর্ষের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ সাধ্যমত সংগ্রহ করিয়া উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিলাম। সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিতে না পারায় আশানুরূপ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না। কারণ, প্রতিবর্ষে প্রকাশিত পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকানিচয়ের একত্র সম্পূর্ণ সংগ্রহ এপর্য্যন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, চৈতন্য-লাইব্রেরী, রামমোহন-লাইব্রেরী বা কলিকাতার অন্য কোন পুস্তকালয়ে নাই; যতদিন পর্য্যন্ত এ অভাব দূরীভূত না হইবে, ততদিন বঙ্গ-সাহিত্যের বার্ষিক-বিবরণী অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।

# উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিষয়ক পরিভাষা

Abjoint—মাল্যস্খলন
Abstriction of Spore—রেণুচ্যুতি
Acaulescent—নিষ্কাণ্ড
Accrescent—শস্যসম্বন্ধ
Accumbent—প্রান্তগত, মূলাণু-প্রান্তিক
Achaenium—স্পৃষ্টবীজ
Accretion—খণ্ডসংশ্লেষ
Acrobrya ( *V.* Acrogenous )
Acrocarpous—অগ্রকুটিক
Acicular ( leaf )—অগ্রস্থূচিক .
Acicular raphide—কণ্ডুস্থচিকা
Acrogenous—অগ্রবর্দ্ধী
Acrogynous—অন্তঃকুপীক
Acropetal—অগ্রোন্মুখী
Aeroscopic—অগ্রমুখী
Aculeus (*V.* prickle)
Acyclic—ক্রমস্থাঙ্গী
Adherent—লিপ্ত
Adnate (stipule)—বৃন্তলগ্ন
Aecidium—স্রজ্ কণ্ড, স্রজ্ ভাণ্ড
Aecidiospore—স্রজ্ রেণু
Aecidiogonidia (=aecidiospore)
Aethalium—কৃষ্ণপূপ
Air-canal—বায়ুনলী
Ala—পক্ষ
Alate—সপক্ষ
Alburnum—সরসকাষ্ঠ
Alternate—একান্তরিত
Alterni-pinnate—একান্তরিতপক্ষাকার
Ambi-sporangiate—দ্বিলিঙ্গক
Ambigenus—অন্তর্বিরূপী
Amentum (*V.* Catkin)
Ameristic—নিঃশ্রীকূপী
Amphigastria—অস্ফুটপর্ণ
Antisepalous—বিবৃতিক
Antitropo us ( =anatropous )

Apheliotropism—বিরুদ্ধমুখবৃদ্ধি
Apical—অন্তঃস্থ
Amphisarca—কাষ্ঠত্বক্
Amphithecium—বহিস্তর
Amphitropons—প্রহ্বগত
Amplexicaul—দন্তবেষ্টক
Amylogenesis—শ্বেতসারোদ্ভব
Anacrogynous—নিরন্তকুটি
Aestivation—কোরকপত্রবিন্যাস
Andro-monoecious—পুংদ্বিলিঙ্গপুষ্পক
Androphore—পুংবাহ
Androphyll—পুংকেশর
Androspore—পুংজনরেণু
Anemophilous—বায়ুমেলক
Angiocarpus—গুপ্তকুটি
Angiospermia—গুপ্তডিম্বক
Androgonidium—পুংজনরেণুক
Angular divergence—
কৌণিক-প্রসারণ
Annual ring—বার্ষিক চক্র
Annular—বলয়স্তবী, বলয়াঙ্কিত
Annulated—বলয়িত, চক্রিত
Annulus ( of fern )—নিক্ষেপবলয়
" (of moss)—ভেদনবলয়
" (of equisetum)—পর্ণবলয়
Anterior—দণ্ডপ্রতীক
Anteposition—অভিস্থিতি
Anthela—স্তবোপকিরীট
Antheridium—পুংযষ্টি
Anthero Zoid—পুংজীবাণু
Anthesis—পুষ্পবিকাশকাল
Anthocarpous—বহুপুষ্পিক
Anticlinal—তললম্বিত
Antidromous—বিঘূর্ণিত
Antipetalons—বিদলক
Antipodal—বিপাদিক

Apocarpous—পৃথক্‌কিঞ্জলী
Aplanogametes—নীরোমজন্মতি
Apogamy—অনিষেকোৎপত্তি
Apogeotropism—বিভূমুখবৃদ্ধি
Apophysis—পাচনপাদ
Apospory—অরেণুৎপত্তি
Apothecium—রেণুস্থালী
Apostrophe—পার্শ্বসর্পণ
Appendiculate—সোপাঙ্গ
Apposition theory—স্তররচনবাদ
Archegonia—স্ত্রীকূপী
Archegoniophore—কূপীধর
Archesporium—জননরেণু
Archicarp—আগুগর্ভ
Aril—উপচ্ছদ
Arillode—দ্বারোপচ্ছদ
Arista ( *V.* awn )
Ascending sap—ঊর্দ্ধগরস, আমরস
Articnlate—সন্ধিগত
Ascus—রেণুকোষ
Ascidium (= pitcher)
Ascœarp } নলকগর্ভ
Ascogonium }
Ascospore—কোষজরেণু
Astely—ভিন্নস্তম্ভ
Assimilatory tissue—জীর্ণককলা
Atropous ( *V.* orthotropous )
Augmentation—স্তবকবর্দ্ধন
Aulophyte—পরান্তোদ্ভিদ্‌
Autoecious—একপালক
Autogamy—স্বনিষেক
Auxanometer—বৃদ্ধিমানযন্ত্র
Auxospore—পৃথুকোষ
Auxillary—অতিরিক্ত
Axile—মধ্যস্থিত
Awn—শস্তশূক
Awl-shaped ( *V.* subnlate )
Azygospore—অযুগ্মরেণু
Abietaceæ - ভালীশাদি

Aceraceæ—মেপলাদি
Acaceæ—খদিরগোষ্ঠী
Acoreæ—বচগোষ্ঠী
Achlamydosporeæ—নিশ্ছদভিম্বাণুক
Aecidiomycetes—ভাণ্ডছত্রিকা
Agaricineæ—কোড়কগোষ্ঠী
Alismaceæ—মুরমুয়াদি
Amarantaceæ—ভণ্ডীরাদি
Amaryllidaceæ—সুখদর্শনাদি
Amentiferae—শিখাধারী
Ampelidaceæ—গোধাপদ্মাদি
Amygdaleæ—বাদামগোষ্ঠী
Andropogoneæ—উশীরগোষ্ঠী
Anonaceæ—আতৃপ্যাদি
Alismaceous—সবৃন্তসমবাহদল
Apocynaceæ—করবীরাদি
Aponogetoneæ—ঘেচুগোষ্ঠী
Aquifoliaceæ—গোডাজামাদি
Aralaceæ—গুটিসুনাদি
Aristolochiaceæ—অর্কমূলাদি
Aroideæ—মাণকাদি
Asclepiadaceæ—অলর্কাদি
Ascolichens—কোষশিলাবাক্‌
Ascomycetes—কোষছত্রিকা
Aurantieæ—কমলাগোষ্ঠী
Antheridiophore—পুং যষ্টিধর
Bacteria—অণুদণ্ডক
Basidium—সভুজকোষ, কন্দীকোষ
Basifixed ( V. innate )
Bast—বল্কক, অংশু
Bicollateral dundle—দ্বিবল্ককগুচ্ছ
Bicrenate—দ্বিধাতোরণী
Bifoliate—দ্বিপর্ণী
Bilabiate—ওষ্ঠাকার
Binate ( *V.* bifoliate )
Bipinnate—দ্বিধাপক্ষাকার
Biserrate—দ্বিধাক্রকচদন্তী
Bleeding—রসক্ষরণ
Bordered pit—সপ্রান্তবিবর

Bostiy coid, ( *V.* heli coid )
Bostryx—আবর্ত্তবর্দ্ধন
Botryose ( *V.* racemose )
Bracteate—সপৌষ্পিকপত্র
*Bothrenchyma*—বিবরাঙ্কিত কলা
Bough—শাখা
Bractlet ( *V.* bracteole )
Branching—শাখোৎপত্তি
Bristle (*V.* seta)
Budding—কুট্মলোদ্গম
Bulb—শল্ককন্দ
Bundle sheath—গুচ্ছবেষ্ট
Bush—ঝোপ
Biternate—দ্বিধাত্রিপত্রিক
Bilocular—দ্বিকোষ্ঠ
Balanophoraceæ—পীতাঙ্গাদি
*Balsaminaceæ*—দ্বিপুটাদি
Bambuseæ—বংশগোষ্ঠী
Bangiaceæ—অতন্তুকাদি
Baselleae—পূতিকাগোষ্ঠী
Basidiomycetes—কোড়কছত্রিকা
Begoniaceæ—দারুহরিদ্রাদি
Betulaceae—ভূর্জ্জাদি
Bicarpellatae—দ্বিকিঞ্জল্কী
Bixaceae—লটকানাদি
Boraginaceae—ভূরুণ্ডাদি
Bromeliaceae—আনারসাদি
Burseraceae—চিত্রিকাদি
Bryophyta—শৈলোয়োদ্ভিদ্
Caespitose (*V.* rosulate)
Calcarate—কোষকণ্টক
Calceolate—উপানতাকৃতি
Callus—দৃঢ়পিণ্ড
,, ( of sieve-tube )-রন্ধ্ররোধক
Calycine—কুণ্ডবৎ
Calyptrate—সরাবপত্তন
Calyculus (*V.* epicalyx)
Calycifloral—কুণ্ডাধারপুষ্পী
Calyptra—কুটিটোপর

Calpytrogen—ত্রাণোৎপাদক
Cambifoym—পরিবর্তাকৃতি
Canalcell—নালিকোষ
Canaliculate—অণুখাতিত
*Cancellate*—nerved—সমজালশিরিত
Cap—টোপর
Cap-cell—শিরঃস্থ কোষ
Capillitium—নলিকাজাল
Capitulum ( in chara ) গোলকোষ
Capsule of moss (*V.* sporo-carp)
Carcerule—যুক্তকর্ণিক
Carinal canal—দারুগহ্বর
Carnivorous plant—মাংসভুক্ উদ্ভিদ
Carpel—কিঞ্জল্ক
Carpogenous cell—কুটীজনককোষ
Carpogonium— ( 1 ) গদা যোষা,
( 2 ) জড়িতযোষা
Carpo sporangium—কুটীস্থরেণুস্থলী
Carpospore—কুটীজরেণু
Caruncle (*v.* strophiole)
Caryophyllaceous—দীর্ঘবৃন্তদলী
Caryopsis—লিপ্তাবরণ
*Cataphyllary leaf*—মুকুলশল্ক
Catkin—শিখা
Caudex—স্থাণু
Caulicle (V. Tigellum)
Cauline—দণ্ডস্থিত
Caline leaf—দণ্ডজপত্র
Caulis—ওষধিকাণ্ড
Cell কোষ, গর্ভ
Cellwall—কোষপ্রাচীর
Cellsap—কোষরস
Cellular plant—সরলকৌষিক উদ্ভিদ্
Cellular tissue—সরলকোষকলা
Centrosome—কেন্দ্রচিহ্ন
Centrosphere—কেন্দ্রগুটিকা
Chaff-scale—তুসশল্ক
Chalaza—ছদবন্ধনি
Chloroplast—হরিৎকণা

Choripetalous মুক্তদলক
Choriphyllous—মুক্তদলক
Chori sepalous—মুক্তবৃতিক
Chromatophore—রঞ্জনকণা
Chromosome—রঙ্গবের
Chlamidospore—স্থূলবেষ্টরেণু
Cicinus—দ্বিবক্রবিন্যাস, ক্রমদ্বিপার্শ্ববিন্যাস
Circinate—মধ্যাগ্রজড়িত
Circular (*V.* valvate)
Circulation—সঞ্চালন
Circummutation—ঘূর্ণিগতি
Cladode—ফলকদণ্ড
Cladophyl—পর্ণাকারদণ্ড
Cladoptosis—শাখাপতন
Clathrate—সমজালাঙ্কিত
Cleistocarp (*V.* cleistothecium)
Claw—দলবৃন্ত
Cleistogamous—গুপ্তোদ্বাহিক
Cleistothecium—রুদ্ধকূপ
Closed bundle—অবর্দ্ধিষ্ণু গুচ্ছ
Clove—বালশল্ককন্দ
Coccus—গুটিকাফল
Cochlear—আবর্ত্তিত
Coccidium—গুটিকাণু
Cochleariform—দর্ব্যাকার
Coenanthium—ন্যুব্জস্থালীক
Coenobium—বহুবানক
Coenocyte—সমষ্টি জৈবনিক
Cogged thickening—চক্রদণ্ডাকারে ঘনত্ব
Cohesion—খণ্ডসংযোগ
Coleorhiza—আত্মমূলত্রাণ
Collar ( of stem ) কাণ্ডবেশ
Collateral bundle—অনুপার্শ্বিকগুচ্ছ
ovule—যমজ ডিম্বাণু
Collecting hair—সরাগসংগ্রাহী লোম
Collenchyma—ঘনকলা
Colloid—ঘনতরল
Column—স্তম্ভ
Coma—বীজপুচ্ছ
Comose—পুচ্ছী
Common bundle—দণ্ডপত্রাগতগুচ্ছ পত্রবিস্তৃতগুচ্ছ
Commissure—যোজনতল
Companion cell—পার্শ্বকোষ
Compound corymb—বহুবৃন্তিক উপকিরীট
Concentric bundle—দারুকেন্দ্রিকগুচ্ছ
Conceptacle—গোলককুণ্ড
Conceptaculum—দ্বিপাবড়া
Conducting tissue—রসচালককলা
Concrescence—একত্রীভবন
Cone—দারুকফল
Conglomerate raphide ( *V.* sphaeraphide )
Conical—মোচাকার
Conidiophore ( *V.* gonidiephore )
Conjoint bundle—দ্বিরূপগুচ্ছ
Connate—একত্রভূ
Connate stipule—মিলিত উপপত্র
Complete flower—সম্পূর্ণপুষ্প
Cork—cambium ( *V.* phellogen )
Corolla—মুকুট, অন্তর্বাস
Corolline—মুকুটবৎ
Corollifloral—দলাধারপুষ্পী
Corona—কিরীট, নির্য্যূহ
Corrugated—সমকুঞ্চিত
Cortical sheath—আন্তবল্কক নলক
Cortina—বেষ্টধটিকা
Cotyledon—বীজপত্র
Craticular stage—নবদলকাবস্থা
Cremocarp—দোলনকোষ
Crenulated—সূক্ষ্মতোরণী
Crisped—কুঞ্চিত
Cross pollination—পরপরাগক্ষেপণ
Crude sap—অপকরস
Crown ( in chara ) কোষকিরীট

Crumpled—কুঞ্চিত
Crystalloid—স্ফটিককণা
Culm—নাল
Cormophyta—বীজোদ্ভিদ
Cryptogamia—অপুষ্পক
Cryptostomata—অব্যক্তমুণ্ডক
Creeper—লতা
Curled ( V. crisped )
Curviserial—বক্রক্রমস্থ
Cushion—উপাধান
Cuspidate—সূক্ষ্মায়িতাগ্র
Cutin—কৃত্তিকিন
Cuttings—শাখা কলম
Cyathium—কংস
Cymose branching—নির্ণীত শাখোৎপত্তি
Cyme—পার্শ্ববর্দ্ধ
Cynarrhodum—হ্যস্তাধার
Cystidia—গোলস্তক
Cystocarp—স্থলীকূটি
Cystolith—বৃন্তকশিলা
Cytoplasm—কোষরস
Cytase—অঙ্কুরক্রিন
Cyclic—স্তবকী
Cymbiform—নৌকাকার
Cactaceæ—নাগফণাদি
Caesalpineæ—কৃষ্ণচূড়াদি
Calendulæ—গাঁদা গোষ্ঠী
Calycinæ—বৃতিপুটক
Campanulaceae—ঝিলমরিচাদি
Cannabineæ—গঞ্জীগোষ্ঠী
Capparidaceæ—অর্কপুষ্পাদি
Caprifoliaceae—মধুকসাদি
Caryophyllaceae—লবঙ্গাদি
Casuarinaceae—বিলাতিঝাবুকাদি
Cedrelaceae—তুণিকাদি
Celustraceae—মধুকলাদি
Characeae—বল্কাদি
Ceratophyllaceac—ঝাঞ্জাদি
Chailletiaceae—মোয়াকুড়াদি
Chenopodiaceae—বাস্তকাদি
Chlorophyceae—হরিৎ শৈবালাদি
Chroococcaceae—গুচ্ছগুটিকাদি
Chytrediaceae—ছত্রিকাভৃত্যাদি
Coleochatae—সপুচ্ছ যোষাদি
Clematideae—বনমরিচগোষ্ঠী
Combretaceae—বিভীতকাদি
Commelynaceae—কঙ্কতাদি
Convolvulaceae—কলম্ব্যাদি
Coniferae—দেবদার্ব্বাদি
Cornaceae—অঙ্কোটকাদি
Conjugatae—সংগমশৈবালাদি
Crassulaceae—হিমসাগরাদি
Cryptonemiaceae—গুপ্ততন্তুকাদি
Coralliniae—চূর্ণকাঙ্গ্যাদি
Cupressineae—সরাসাদি
Cupuliferae—শিঙ্গহারাদি
Curvembryeae—বক্রভ্রূণক
Cuscuteae—আকাশবল্ল্যাদি
Cyanophyeeae—নীলাভশৈবালাদি
Cycadeae—সাইকেদি
Collateral chorisis—পার্শ্বিক দ্বিধাভবন
Transverse chorisis—অন্তঃপ্রাস্থিক দ্বিধাভবন
Cincinnus—তির্য্যগ্‌দ্বিবক্রবিন্যাস
Cyperaceae—মুস্তকাদি
Declinate—একপার্শ্বিক
Decumbent—অগ্রোত্থিত
De-doublement } V. chorisis
De-duplication }
Deferred—স্থগিত
Definitive—নির্ণায়ক
Deflexed—অবাগ্র
Deilquescent—বর্দ্ধনশিখর, নির্ণীত
Deltoid—ত্রিকোণাকৃতি
Dermatogen—ত্বক্‌জন
Dermatosome—ত্বক্‌কণিকা
Diachaenium—দ্বিপুট বীজ

Diageotropism—মৃৎপার্শ্ব বৃদ্ধি
Descending sap—জীর্ণরস
Datiscaceae—সন্দুগন্ধ্যাদি
Desmideae—দ্ব্যর্দ্ধকৃত্যাদি
Diatomaceae—দ্বিদলাখ্যাদি
Dilleniaceae—ভব্যাদি
Diascoreaceae—পিণ্ডাখ্যাদি
Dipterocarpaceae—গর্জ্জনাদি
Disciflorae—স্থালীয় পুষ্পী
Dracaeneae—পুনর্ব্বদ্ধ্যাদি
Droseraceae—মলাক্কাঝস্ক্যাদি
Diabeliotropism—রুগ্ণপার্শ্ববৃদ্ধি
Diagram—পুষ্পের চিত্র
Dialypetalous—(*V.* polypetalous)
Diandrous—দ্বিকেশরী
Diastase—শ্বেতসারক্লিম
Diaphragm—ব্যাবধান
Diatropism—পার্শ্ববৃদ্ধি
Diatomin—দলাম্বুরঞ্জক
Diarch—দ্বিযুগ্মগুচ্ছক
Dichasium—দ্বিপার্শ্বশাখোদ্গম
Dichotomy—দ্বিকালনিষেক
Dichotomy—দ্বান্তশাখোদ্গম
Dichotomous—দ্বাগ্রবর্দ্ধী
Diclesium—দ্বিলিঙ্গত্ব
Didynamous—দ্বিবন্দক
Differentiation, physiological কার্য্যগত স্বগতভেদ
Differentiation, histological কলাগত ( বিধানগত ) স্বগতভেদ
Diffusion—ব্যাপ্তি
Digitaliform—অঙ্গুল্যাকৃতি
Digynous—দ্বিকেশরী
Dilated—স্থূলোদর
Diploid generation—দ্বিগুণ রঙ্গবেবক
Diplotegia—দ্বিছদক
Discocarp (*V.* apothecium)
Displacement—স্থানচ্যুতি
Dissected—বাবচ্ছিন্ন
Dissepiment, spurious—নবজাত ব্যবধান
Distichous—দ্বি-শ্রেণিক
Distribution—নিবসন
Divaricate—পার্শ্ববিস্তৃত
Divided—পূর্ণখণ্ডিত
Dorsifixed (*V.* adnate)
Dorsi-ventral—বিষমদ্বিতল
Double flower—দ্বিগুণদলক পুষ্প
Doubling (V. chorisis)
Dorsum—পৃষ্ঠতল
Dotted—বিবরাঙ্কিত
Drepanium—লবিত্রবর্দ্ধন
Drupel—ক্ষুদ্রাষ্ঠিক
Drupaceous—ঔপাষ্ঠিক
Duct—নালি
Duplication (*V.* chorisis)
Duplicato-dentate—দ্বিধাদন্তী
Duramen—সারকাষ্ঠ
Duration—স্থিতিকাল
Dwarf male—খর্ব্বপুমুদ্ভিদ
Ebracteate—অপৌষ্পিকপত্রক
Eccentric—কেন্দ্রাপসৃত
Ectoplasm—বাহ্যরস
Egg-apparatus—নিষেকসম্বন্ধী
Elater—রেণুক্ষেপক
Elaioplast—তৈলদকণা
Eleutheropetalous (*V.* polypetalous)
Emarginate—তীক্ষ্ণখাতাগ্র
Electrotropism—তাড়িৎবিমুখত্ব
Embryogeny—ভ্রূণোৎপাদন
Embryotegia—ভ্রূণকপাট
Emergences—উৎসেধ
Enantioblastic—বি-বীজনাভিক
Enation (*v.* chorisis)
Endophyte—পরান্তোদ্ভিদ
Endodermis—অন্তস্ত্বক্
Endogenous—অন্তর্ব্বর্দ্ধিষ্ণু

Endoplasm—অন্তঃরস
Endopleura—অন্তর্বীজাবরণ
Endorhizal—মূলমধ্যজ
Endosporium—রেণুচ্ছদ
Endothecium—অন্তস্তর
Ensiform—খড়্গাকৃতি
Eutomophilous—পতঙ্গমেলক
Epibasal—আধিপাদিক
Fpicotyl—ভ্রূণপত্রোর্দ্ধস্কন্দণ্ড
Epigone—কুটিবেষ্টন
Epinasty—ঊর্দ্ধতলাতিবৃদ্ধি
Epiphragm—অধিলগ্নক
Epipodium—ফলফদণ্ড
Endochrom—রঞ্জকরস
Filament—কেশর তন্তু
Filliform—সূত্রাকৃতি
Fimbriated—ঝালরিত
Episperm—বর্হিবীজাবরণ
Epistrophe—অভিসর্পণ
Epithema—জলদকণা
Epispoyium—( 1 ) রেণুত্বক্
( 2 ) পৃথুরেণুচ্ছদ
Equal—( leaf )　সমপার্শ্বিক
Equitant—লগ্নপৃষ্ঠ
„ ( vernation )—অভিন্যস্ত
Etaerio—গুচ্ছফলাণু
Endosmosis—অন্তর্ব্বাহ
Epiblema—অধিবেষ্ট
Etiolation—বিবর্ণীভবন
Etiolin—পীতাভরঞ্জক
Eusporangiate—স্তূপজস্থালীক
Eucyclic—সমস্তবক
Excentric—ভ্রূণাগ্নসাধ্যক
Excipulum—প্রান্তবেষ্ট
Excine—পরাগত্বক্
Excrescent—ফলবর্দ্ধিত
Excurrent—অনির্নীত
Exocarp (=epicarp)
Exodermis—বহিস্ত্বক্
Exorhizal—বর্হিমূলজ
Exosporium—রেণুত্বক্
Exothecium—পরাগকোষত্বক্
Exotropism—বহির্বর্ত্তন
Extine—পরাগত্বক্
Extra-axillary—অকাক্ষিক
Fission—দ্বিভেদন
Float—ভাসমানযন্ত্র
Floccose—গুচ্ছিতলোমশ
Floral—পুষ্পসম্বন্ধীয়
Fascicled—গুচ্ছিত
Floret—পুষ্পিকা
Fluitans—ভাসমান
Foliaceous—পর্ণাকার
Follicle—পাবড়া
Foliar gap—লগ্নগুচ্ছান্তর
Foliáge leaf—সফলকপত্র
Formula, floral—পুষ্পলিখন
Fovia—পর্ণখাত
Fovilla—রেণুকীট
Fruit, succulent—শলাটু
„ dry—বান
Fragmentation—নাড়িবিদারণ
Free-cell formation
মুক্তকোষোৎপাদন
Frigofuges—শীতাতঙ্কিত
Frond—জননপর্ণ
Fructification—রেণুকোষগুচ্ছ
Fruit, spurious—পরিলিপ্তফল
Frustule—নগ্নাঙ্গ
Fructicose—ঝোপসদৃশ
Frutex—ঝোপ
Fruticulus ( =under shub )
Fundamental tissue
(*V.* ground tissue)
Furfuraceous—খঞ্জিতাকার
Furrowed—নালাযুক্ত
Fusiform—তর্কুবৎ
Fusion—মিলন

Ficoidaceæ—পর্পটকাদি
Flagellarieae—বনচণ্ডালাদি
Fumariaceae—বনগুল্‌ফাদি
Fucaceae—ফুকাসাদি
Galbulus—দারুগোলক
Galeate—শিরস্ত্রাকার
Gametangium—জম্পত্যাশয়
Gamete—জম্পতী
Gametophore—যোষাধার
Gametophyte—জম্পত্যুদ্ভিদ
Gamodesmic—লগ্নস্তম্ভাবরণ
Gamophyllous—লগ্নপত্রী
Gamostelic—লগ্নস্তম্ভ
Gemma—কুট্মল
General involucre
সাধারণ পুষ্পপত্রাবর্ত্ত
Genetic spiral—পত্রমূলাবর্ত্ত
Geetropism—মৃন্মুখবৃদ্ধি
Gills ( of mushroom ) মুণ্ডতবক
Geniculate—জানুমান
Germ-vesicle—কললনাভি
Germ-tube—রেণুনলক, বৃদ্ধিনলক
Gibbous (*V*, saccate)
Girdle—দলবন্ধনী, পর্য্যন্তপ্রান্ত
Glabrescent—মসৃণ
Glans (*V*. nut)
Glaucons (*V*. pruinose)
Gleba—তবকবেষ্টমণ্ডল
Globoid—গোলকণিকা
Globule ( of chara )—পুংগোলক
Glochidium—পক্ষাকার লোম
Glucose—দ্রাক্ষাশর্করা
Glumacous—সতুষপত্রিক
Glume—তুষপত্র, উপতুষ
Gonidangium—রেণুকাশয়
Gonidiophore—রেণুকবহ
Gonidium—রেণুক, উপরেণু
Grafting—শাখাকলম প্রস্তুত
Gonophore—গোত্রবহ
Gonidiophyll—রেণুকবহপত্র
Gonimoblast—জননতন্তু
Gonoplasm—মেলক জৈবনিক
Growth—বৃদ্ধি
Guard-cell—রন্ধ্রবেষ্ট
Gum—গঁদ, নির্য্যাস
Gymno carpous—বাক্তকুটিক
Exudation—নির্য্যাস
Eyespot—অক্ষিচিহ্ন, রঞ্জবিন্দু
Extra stelar—স্তম্ভবহিস্থ
Ebenaceæ—তিন্দুকাদি
Ehreticæ—কুলজাদি
Elægnaceae—গুয়ারাদি
Elatinaceæ—লালকেশুর্য্যাদি
Eleutheropetalae—মুক্তদলী
Entomophthoraceae—পতঙ্গভূত্যাদি
Equisetacae—কাঠোমচারেকাদি
Euphorbiaceae—মনসাদি
False axis(*v*. sympodium)
Fairy ring—বৃদ্ধিবলয়
Fasciated branch—যুক্তপ্রবৃতশাখা
Fascicle—ঘনীভূত পুষ্পবিন্যাস
Fascicled—গুচ্ছিত
Fasciculate—স্ফীতগুচ্ছিত
Fatigue—ক্লান্তি
Feather-veined—পক্ষশিরিত
Feeder—শোষণদণ্ড
Fertization tube—নিষেকনলক
Fibre—তন্তু
Fibrous durpe—তান্তবাষ্ঠিক
Gymnostomous—নিঃসন্নাব
Gynæcium—স্ত্রীস্তবক
Gynaudrophore—উভয়কেশরবহ
Gyno-hermaphrodite—যোষি-দ্বিলিঙ্গক
Gyno-monocious—যোষি-দ্বিলিঙ্গভাক্
Gynostemium—(পুং)গর্ভদণ্ড
Gasteromycetes—সাশয়ছত্রিকা
Gentianaceae—চিরতিক্তাদি
Geraniaceae—ভাণ্ডাদি

Gigoartinaceae- গোলবর্দ্ধনাদি
Glumifloral—সোপতুষপুষ্পী
Glumicae—সোপতুষাদি
Gnetaceae—মাহুভিটাদি
Granteae—দাড়িম্বগোষ্ঠী
Ground tissue—মুখ্যকলা
Hair, glandular—নিঃসারক লোম
,, stinging—অম্ললোম
Handle (*v.* manubrium)
Half-equitant—অর্দ্ধাভিভুক্ত
Haplostemonous—একস্তবকীকেশর
Haptera—লগ্নযন্ত্র
Head (*v.* capitulun)
Heart wood (*v.* albuornum)
Helicoid cyme (*v.* bostryx)
Helicoid (dichotomy) আবর্ত্তাকার
Heliotophism—রুদ্মুখবৃদ্ধি
Hemicyclic—অর্দ্ধপার্শ্বস্তবকী
Herb—ওষধি
Herbarium—উদ্ভিদ্‌শালা উদ্ভিদ্দর্শনী
Heterocyst—বিষমকোষ
Heterodromous—বিষমাবর্ত্তক
Heterœcious—বহুপালক
Heterogamous—বিষমজম্পতী
Heterogony— বিষমকর্ণিকা
Heteromerous—বিষমবিস্তরিত
Heterophyllous—বিষমপর্ণী
Heteropodial—বিষমপদী
Heterostyly (*v.* heterogony)
Heterosporous—বিষরেণু
Heterotropous (*v.* amphitrophous)
Hilum—বীজক্ষত
Histogenic—কলাজনক
Homoblastic—বীজক্ষতস্থ
Homodromous—সমাবর্ত্তক
Homogamous—সমজম্পতী
Homogony—সমকর্ণিকা
Homotropous—ঋজুগত
Hormogonium—খণ্ডতন্ত্ব

Humus—সারমাটি (?)
Humifusus (*v.* prostrate)
Hydrophilous—জলমেলক
Hymenium—স্তবকবেষ্ট
Hymenophore—স্তবকবেষ্টধর
Hypanthodium—গুহ্যপুষ্পক
Hypha (*v.* mycelium)
Hydrotropism—জলানুগমন
Hypobasal—অধঃপাদিক
Hypocotyl—অধোভ্রূণপত্রক দণ্ড
Hypoderma—অধস্ত্বক্
Hyponasty—অধোবৃদ্ধি
Hypophlœodic—পরিত্বগ্‌বাসী
Hypophysis—অববৃদ্ধিকোষ
Hypothallus—অবসমাঙ্গ
Hypothecium—অধঃচ্ছদ
Hypopodium—পত্রমূর্দ্ধা
Hypsophyll (*v.* bract)
Hypophyllum—অবপত্র
Hygrophilous—অনূপজীবি
Hexinate—ষষ্ঠ্যাঙ্গুলাকার
Haemodoraceae—মূর্ব্বাদি
Halorogaceae—নীর্লাপামাক্রমাদি
Helianthoideae—ব্রাহ্মোথগোষ্ঠী
Hepaticae—শঙ্কশৈলেয়াদি
Hippocrateaceae—কাঠপহরিয়াদি
Hydrocharidaceae—রসঝাঞ্জাদি
Hydrophyllaceae—ঈশলাঙ্গুলিয়াদি
Idioblast—স্বোদ্ভূতকোষ
Imbibition—শোষণ
Impregnation—নিষেক
Incised—বিষমদন্তী
Incumbent—পৃষ্ঠগত
Induplicate—অন্তঃপ্রবিষ্টপ্রান্ত
Indusium—মণ্ডলছত্র, মণ্ডলছদ
Inflated—স্ফীত
Infra-axillary—কক্ষাধঃস্থিত
Innovation—অন্তকপল্লব
Insertion—লগ্নস্থান

Interfascicular—গুচ্ছান্তরিত
Interposition—অন্তরস্থিতি
Interpetiolar—বৃন্তান্তরিক
Intine—পরাগচ্ছদ
Interruptedly pinnate—বিসদৃশরূপে পক্ষাকার
Intrapetiolar—বৃন্তবিপরিত
Intrastelar—স্তম্ভান্তর্গত
Involucel—পুষ্পপত্রিকাবর্ত্ত
Iso-bilateral—সমদ্বিতলক
Isogamous—সমজন্মপতী
Isomerous—সমস্তবকী
Karyokinesis—গৌণকোষবিদারণ
Incompletae—অসম্পূর্ণপুষ্পী
Iridaceae—দশবাইচণ্ডাদি
Keel—তরীদল
Kernel—শস্য, বীজশস্য
Kneed—জানুমান
Jaglandaceae—অক্ষোটাদি
Klinostat—মৃদুঘূর্ণনযন্ত্র
Labium—ওষ্ঠপ্রান্ত
Laevis—মসৃণ
Lamella—ছত্রাকঝালর
Lanate—পশমী
Lateral (style)—পার্শ্বোত্থিত
Lateral plane—পার্শ্বতল
Latex—দুগ্ধ
Lattice-cell—সমজালাঙ্কিতকোষ
Layering—টীকমালমোৎপাদন
Leaf, centric—সকেন্দ্রিকপত্র
Leaf-trace bundle—পত্রাভিমুখী গুচ্ছ
Leaf-climber—পত্রারোহী
Lenticel—বল্করন্ধ্র
Leptosporangiate—একজন্মস্থলীক
Leucoplast—শ্বেতকণা
Lepidotus—শাল্কময়
Lianas—দারুলতা
Liber cell—তন্তুৎপাদক কোষ
Lignin—দারুসার
Lignle—কোষফলক
Linear-lanceolate—অপ্রশস্ত ভল্লাকৃতি
Lip (*v.* labellum)
Lithocyst—শিলাকোষ
Loculus—প্রকোষ্ঠ
Locusta (*v.* spiklet)
Lodicule—স্বচ্ছলক্ষ
Lyrate—সারাঙ্গাকার
Lysiginous—কোষাপকর্ষজ
Lobed ( leaf )—খণ্ডিতপ্রান্ত
Leaflet—পত্রিকা
Lignosus—দারুময়
Liliaceae—রজনীগন্ধাদি
Linaceae—মশিনাদি
Loganiaciae—কুচিলাদি
Loranthaceae—মন্দাদি
Lycopodiaceae—সীতাহারাদি
Lythraceae—কেওড়াদি
Mace—জাতিপত্রী
Macropodous—দীর্ঘাস্থমূল
Macrospore—পৃথুরেণু
Macrosporangum—পৃথুরেণুকোষ
Macrozoospore—পৃথুজঙ্গুরেণু
Macrotherms—অত্যুষ্ণতা ভোগী
Manubrium—বহনদণ্ড
Marginal—যোড়স্থিত
( flantation )
Masked (*v.* parsonate)
Massula—অণুপিণ্ড
Median proliferation
পুষ্পোর্দ্ধবর্দ্ধন
Median—মধ্যস্থ
Megaspore (*v.* Macrospore)
Membrane—ঝিল্লি, জাল
Meiotherm—অল্পোষ্ণতাভোগী
Merenchyma—শ্লথকলা
Merismatic Tissue—বিদার কলা, জনন কলা
Meristele—খণ্ডগুচ্ছ

Mesophyll—পত্রান্তঃকলা
Mesopodium—বৃন্তদণ্ড
Mesothecium—মাধ্যস্তর
Mesotherm—মধ্যোষ্ণতাভোগী
Metoecious (v. heterocious)
Micellae—প্রাচীর সূচিকা
Micrandres (v. dwarf male)
Microgonidia—অণুরেণুক
Microsporangium—অণুরেণুকোষ
Microzoospore—অণুজঙ্গমরেণু
Middle lamella—মাধ্যস্তর
Mixed—মিশ্রিত
Monocarpous—এককিঞ্জল
Monoclinous (v. bisexual)
Monoecious—দ্বিলিঙ্গভাক্
Monomerous—একখণ্ডস্তবকী
Monopodial branching অনির্ণীত শাখোৎপত্তি
Monopodium—অনির্ণীত স্কন্ধ
Monostele—একস্তম্ভ
Monothalamic—একাধারযুক্ত
Monostrous—স্থিরভাবজাত
Multifoliate—বহুপত্রিক
Multijugate—বহুযুগ্মপত্রিক
Multilocular—বহুপ্রকোষ্ঠ
Muriform—ইষ্টকন্যস্ত
Mycelium—ছত্রতন্তু, জালতন্তু
Naked—নগ্ন
Natant—ভাসমান
Natural silection—স্বাভাবিক পছন্দ
Navicular—নাবাকার
Neck-cell—কণ্ঠকোষ
Nodding—অবনত
Nodulose—অগ্রস্ফীত
Noterophilous—নাতিশীতোষ্ণবাসী
Nucellus—ভ্রূণস্থলী
Nucule—বর্ত্তুলাষ্টিক, দানাফল
Nucleoplasm—নাভিরস, কোষেশরস
Nutans (v. nodding)
Nutlet (v. nucule) *
Nutrition—পোষণ
Mognoliaceae—চম্পকাদি
Malpighiaceae—বসন্ত্যাদি
Malvaceae—জবাদি
Marchantaceae—শকশৈলেয়াদি
Marsiliaceae—সুনিষণ্ণকাদি
Meliaceae—নিম্বাদি
Meliosmeale—দন্তরজিগোষ্ঠী
Monodelphous—একগুচ্ছ
Miostemonous—অসমদলগণ্য
Microtherm—অতিশীতভোগী
Mesocarpeae—আযহরিতাদি
Micrembryeae—ক্ষুদ্রভ্রূণী
Mimosae—ব্রহ্মদণ্ড্যাদি
Musaceae—কদল্যাদি
Monochlamydeae—একপুটী
Monocotyledon—একবীজপত্রক
Moringaceae—শজিনাদি
Myristicaceae—জাতিফলাদি
Myrsinaceae—বিড়ঙ্গাদি
Myrtaceae—নখরঞ্জকাদি
Myxomycetes—পিচ্ছলছত্রিকা
Myxothalophyta—পিচ্ছলাঙ্গোদ্ভিদ্
Naidaceae—কাকাজ্যাদি
Nelumboneae—পদ্মাদি
Nemalionaceae—জননতন্তুকাদি
Nudiflorae—নগ্নপুষ্পী
Nyctagineae—কৃষ্ণকেল্যাদি
Nymphaea—উৎপলগোষ্ঠী
Nymphaceae—উৎপলাদি
Nostocaceae—মাল্যশৈবালাদি
Obovate—উপাণ্ডাকার
Obsolate—অব্যক্ত
Obvolute—অর্দ্ধাভিমুখ
Ocrea—কাণ্ডবেষ্ট উপপত্র
Offset—খর্ব্বধাবক
Oogamous—বিষমজম্পতী
Ooganium—যোষাস্থলী

Ophore }
Oophyte } —যোষাধার
Oosperm (v. zygote)
Oosphere—যোষাঙ্কুর
Open bundle—বৰ্দ্ধিষ্ণুগুচ্ছ
Operculum—ঢাকন, সরাব
Operculate—ঢাকনযুক্ত
Opercular—সরাবাকৃতি
Orientation—স্থানসম্পর্ক
Orthostichies—সরলশ্রেণিক
Organogeny—অঙ্গবিদ্যা
Osmosis—চর্ম্মান্তর্বাহ
Osteole—অণুরন্ধ্র
Ochnaceae—কোণিয়ার্য্যাদি
Ocymoideae—তুলসীগোষ্ঠী
Oedogoniaceae—স্ফীতযোষাদি
Oomycetes—নিষেকছত্রিকাদি
Ophioglossaceae—একতীরাদি
Orobanchaceae—কম্পনশৈবালাদি
Oscillatoriae—সার্সোবালাদি
Osmundaceae—একবীরাদি
Oxalidaceae—ক্ষুদ্রাম্লিকাদি
Oleaceae—যূথিকাদি
Onagraceae—শৃঙ্গাটকাদি
Palate—রোধফলক
Paleae—উপতুষ
Palisade parenchyma—
খিলান সজ্জিতা কোষকলা
Panicled cyme—বহুবৃন্তিকপার্শ্ববর্দ্ধ
Pappose—লোমশ
Pappus—কুণ্ডলোম
Para-heliotropism—প্রান্তসূর্য্যোন্মুখ
Parapetalous—দলপার্শ্বিক
Paraphysis—বন্ধ্যাতন্তু
Parenchyma—কোমলকলা
Partial petiole—বৃন্তিকা
Partition—ব্যবধান
Passage cell—যোজনকোষ
Pectinate—কঙ্কতকর্ত্তিত
Pedafitid—পদবৎ ক্লিপ্ত
Pedatipartite—পদবৎ-বিভক্ত
Pedatisect—পদবৎ-কর্ত্তিত
Peloric—পুনর্সমাকৃতি
Peloric flower—পুনর্সমাকৃতি পুষ্প
Penicillate—তুলিকাকৃতি
Pentadelphous—পঞ্চগুচ্ছ
Pentamerous—পঞ্চাংশ-স্তবকী
Pentastichous—পঞ্চশ্রেণিক
Periblem—নলকস্তর, পরিস্তম্ভ
Pericambium—পরিনির্ম্মাতৃক
Perichaetium—ছিন্নবেষ্ট
Periclinal—তলসমান্তরিত
Pericycle—স্তম্ভাবরণ
Peridium—পরিগুণ্ঠন
Periderm—পরিত্বক্
Perigone—পরিব্যান
Perigynium—কূপীবেষ্ট
Peripherical—বহিঃস্থিত
Permanent tissue—পূর্ণতাপ্রাপ্ত কলা
Peristome—তুণ্ডবলয়
Perithecium—রেণুকুণ্ড
Phelloderm—কর্কত্বক্
Phellogen—কর্কোৎপাদক কলা
Philotherm—উষ্ণতাপ্রিয়
Phloem—বল্কক
Phosphorescence—দীপ্তিমান
Phylloclade—চিপিটদণ্ড
Phyllodium—পত্রদণ্ড
Piliferous layer—লোমশস্তর
Pileus—ছত্রমুণ্ড
Pilose—অণুলোমশ
Pinnule—পত্রিকা
Pitcher—আরু
Pith—মজ্জা
Placentation—পুষ্পসংস্থান
Plasmodium—দ্রবপিণ্ড
Plastid—কণিকা
Plerome—স্তম্ভোৎপাদিকা কলা

Polar—প্রান্তগত
Pollen-sac—পরাগস্থলী
Pollen-tube—পরাগনলিকা
Pollinodium——উপপরাগ
Polyandrous—বহুকেশর
Polycotyledonous—বহুবীজপত্রক
বহুভ্রূণপত্রক
Polyarch—বহুগুচ্ছী
Polychasium—বহুপার্শ্বশাখোদ্গম
Polycarpellary—বহুকিঞ্জল
Polymorphism—বহুরূপত্ব
Polypetalous—বহুদলক
Polysepalous—বহুবৃতিক
Polystelic—বহুস্তম্ভ
Polythalamic—অনেকাধার
Praemorse—ছিন্নাগ্র
Pressure—সঞ্চাপ
Prickle—বহ্নিল
Primordial utricle—স্তরিত জৈবনিক
Procambium—আত্মনির্মাতৃকলা
Proembryo—পূর্ব্বভ্রূণ
Prothallium—অণুসমাঙ্গ
Protista—আত্মজীবাণু
Protonema—আত্মতন্তু
Protophlœm—আত্মবল্কল
Protoxylem—আত্মদারুক
Protophyta—আত্মোদ্ভিদ
Pruinose—মেদোধর
Pseudocarp (*V.* fruit, spurious)
Pseudaxis—উপকাণ্ড
Pseudopodia—উপপাদ
Pseudobulb—ছদ্ম, উপকন্দ
Pseudoparenchyma—উপকলা
Putamen—অস্থিচ্ছদ
Pyrenoid—শক্ষগোল
Pyxis—সরাবকুট
Palmaceae—খর্জ্জুরাদি
Pandanaceae—কেতকাদি
Paniceae—শ্যামাধান্যগোষ্ঠী
Papaveraceae—অহিফেনাদি
Papilionaceae—মুদ্গাদি
Passifloraceae—পেঁপিয়াদি
Pedalineae—তিলাদি
Peronospareae—বায়ুরেণুকাদি
Phaeosporeae—শ্যাবরেণুকাদি
Petaloideae—দলবৎপুটী
Phaeophyceae—শ্যাবশৈবালাদি
Phycomycetes—সরলছত্রিকাদি
Piperaceae—তাম্বূলাদি
Plumbaginaceae—রক্তচিত্রকাদি
Polyporeae—কাণ্ডচটাদি
Polycarpeae—বহুকিঞ্জলী
Polygalaceae—আজেনশাকাদি
Polygonaceae—পাণিমরিচাদি
Polypetalae—মুক্তদলক
Pontederaceae—সুখাদি
Portulacaceae—লোণ্যাদি
Protococcaceae—আত্মগুটিকাদি
*Protophyta*—আত্মোদ্ভিদ্
Pteridophyta—পর্ণাঙ্গোদ্ভিদ্
Puniceae (*V.* granateae)
Phycocyan—শৈবালশ্যামল
Phycoxanthin—শৈবালপীত
Phycoerythrin—শৈবাললোহিত
Qvadrilocular—চতুপ্রকোষ্ঠ
*Quadrinate*—চতুপত্রিক
Quinary—পঞ্চাংশস্তবকত্ব
Quinate—পঞ্চাঙ্গুল্যাকার
Quincuncial—চতুরুপদস্থ
Quercineae—শিল্পহারাদি
Raceme—শীর্ষ
Racemose—অনির্ণীত
Radial—অংশুগত
Radiant—পরিধিগত
Radiate—অংশুল
Radical—মূলজ, কাণ্ডপাদজ
Ramal—শাখাজ
Ramenta—শল্ক

Ramification——শাখাবিন্যাস
Ramosissimus—বহুশাখান্বিতত্ব
Raphide—কণ্টুস্ফটিক
Ray—অংশ
Receptacle—পুষ্পাধি
Rectiserial—ঋজুক্রমস্থ
Reduplicate—বহিঃপ্রবিষ্ট প্রান্ত
Regma—দ্বিভেদকোষ্ঠী
Rejuvenescence—কোষনির্ম্মোক
Repens—পরিসর্পক
Replum—উপব্যবধান
Resin—সর্জ্জরস
Reticulated—জালাঙ্কিত
Reversed raceme—নিম্নতশীর্ষ
Rhipidium—সমগদ্বিবক্রবিন্যাস
Rhizome—অগ্রাকার কাণ্ড
Rhizophore—অগ্রধর
Ribbed—তরঙ্গিত
Ringent—মুক্তমুখ
Ringed bark—বলয়পতনবল্ক
Root, epiphytic—বায়বীয়মূল
„ fibrous—জটামূল
Rosaceous—নির্বৃন্তদলক
Rosette—গুচ্ছ
Rostellum—কোষচঞ্চু
Rosulate—গুচ্ছিত
Rotation—ঘূর্ণন
Runcinate—অবকরপত্রবৎ
Ranunculaceae—কালজীরাদি
Rhamnaceæ—বদর্যাদি
Rhodophyceæ—রক্তশৈবালাদি
Rosaceæ—শতপত্রাদি
Rubiaceæ—মঞ্জিষ্ঠাদি
Rivulariæ—সপুচ্ছশৈবালাদি
Saccate—স্থলীবৰ্দ্ধিত
Salver-shaped (*V.* hypocrateriform)
Samara—পক্ষকফল
Saprophyte—গলনজীবি
Sarcocarp—মাংসলস্তর
Scale bark—শল্কপতৎবল্ক
Scabrous—রুক্ষতল
Scalariform—সোপানাঙ্কিত
Scale—শল্ক, ছত্রাকার শল্ক
Scaly bulb—অবেষ্ট শল্ককাণ্ড
Scandens—বৃক্ষারূঢ়
Scape—ডেউড়
Schizocarp—ভেদনফল
Schizostele—ভেদস্তম্ভ
Schizogenous—ভেদজনিত
Sclerenchyma—দৃঢ়কলা
Scleroblast—দৃঢ়কোষ
Secundine—ডিম্বকচ্ছদ
Septenate—সপ্তাঙ্গুল্যাকার
Sericious—রেশমী
Seta—অণুকণ্টক
Serrulate—সূক্ষ্মক্রকচদন্তী
Shield ( in chara )—ঢালকোষ
Sheath, ( leaf )—( পত্রের ) কোষ
Sieve-plate—চালনিস্থালী
Silicula—অণুসম্প, গোলসম্প
Siliqua—সম্প
Simple leaf—একফলকপত্র
Sliding growth—অনুলম্বৃদ্ধি
Soft bast—কোমলবল্কক
Soredium—জননপিণ্ড
Spatulate—নোদণ্ডাকার
Special mother-cell—অণুমাতৃকোষ
Spermatium—নিষেককোষ
Spermogonium—তন্তুকুণ্ড
Spæraphide—বর্ত্তুলকণ্ডস্ফটিক
Spike—মঞ্জরী
Spikelet—শীর্ষক
Spine—পত্রকণ্টক
Spiral—আবৰ্ত্তিত
„ Vessel—আবর্ত্তাঙ্কিতনলিকা
Spiral (flower) আবর্ত্তখণ্ডী
Spongy parenchyma—সান্তরসমকলা
Sporangium—রেণুস্থলী

Sporangiophore—রেণুস্থলীধর
Spore—রেণু
Sporocarp—রেণুকুটি
Spongiole—সমষ্টিকোষ
Spreading—প্রতানী
Sporophore—রেণুধর
Sporophyll—রেণুপত্র
Sporophyte—রেণুধরোদ্ভিদ্
Spurious—নবাগত
(Septum)
Spur—শঙ্কু
Spurred—শঙ্কুযুক্ত
Squamae—শল্ক
Stalk—বৃন্ত, প্রসববন্ধন
Staminode—বন্ধ্যাকেশর
Standard—সর্ব্বাচ্ছাদক, বিষমদল
Stele—স্তম্ভ, দারুস্তম্ভ
Stellate—তারকাকৃতি
Stereome—দৃঢ়বের
Sterigma—জননতন্তু
Stilogonidium—তন্তুগ্ররেণুক
Sting—দংশরোম
Stipe—স্থাণু
Stipel—উপপত্রিকা
Stipulate—সোপপত্রক
Stolon—জননশাখা
Stomata—তুণ্ডক, শ্বাসরন্ধ্র
Stoma—বায়ুকূপ
Stratified—স্তরযুক্ত
Striated—রেখাঙ্কিত
Strobilus—শল্কমঞ্জরী
Strophiole—ত্বকোৎসেধ
Structure—গঠন, রচন
Style—কর্ণিকা
Stylopodium—তন্তুপদ
Stylospore—তন্তুগ্ররেণু
Suberous layer—কর্কস্তর
Submerged leaf—নিমগ্নপত্র
Subrotund—গোলাকার
Subtend—নিম্নে থাকা
Subulate—ত্রপুণাকৃতি
Sucker—মৃন্মধ্যজশাখা
Succulent stem—নাল
Sulcate—সখাত
Supervolute—দ্বিসংগুন্ঠিত
Suppression—অনুৎপত্তি
Supra-axillary—কক্ষোর্দ্ধগত
Suspended—নিম্নলম্বিত
Suspensor—অবলম্ব, ধারণকোষ
Suture—যোড়
Sutural—যোড়গত
Swarmspore—নগ্নরেণু
Syconus—মুদিতফল
Sympetalous—লগ্নদলক
Sympodium—লগ্নদণ্ড
Syncarpous—যুক্তকিঞ্জল
Synangium—যুক্তস্থলী
Synergida—সহকারীকোষ
System—কলাবিধান
Sabiaceæ—দন্তরঙ্গ্যাদি
Schizophyta—ভেদোদ্ভিদ্
Scytonemeae—সপুচ্ছশৈবালাদি
Salvadoraceae—পীলুবৃক্ষাদি
Salviniaceae—আখুকর্ণ্যাদি
Santalaceae—চন্দনাদি
Sapindaceae—অরিষ্টাদি
Sapotaceae—সফেটাদি
Saprolegniaceae—পচনছত্রিকাদি
Schizaeaceae——ভূতরাজাদি
Schizomycetes—ভেদছত্রিকা
Scetaminaceae—হরিদ্রাদি
Scrophulariaceae—ভূমিনিম্বাদি
Selaginellaceae—হাথাযুড়্যাদি
Simarubaceae—হিঙ্গনাদি
Siphoneae—নলকাণ্ড্যাদি
Smilaceae—কুমারিকাদি
Solanaceae—বৃহত্যাদি
Spermaphyta—বীজোদ্ভিদ্

Syngeticae—সহজাতাদি
Synoocreate—বর্হিলগ্ন
Synantherous—যুক্তপরাগকোষ
Tapetum—পোষণস্তর
Taxonomy—শ্রেণীবিভাগ
Teeth—প্রান্তদন্ত
Tegmen—বীজচ্ছদ
Tegmenta—মুকুলচ্ছদ
Teleutospore—লঘরেণু
Tendril—লতাতন্তু
Tension—বিস্তারভাব
Teratology—বিজনিতত্ব
Ternate—ত্রিপত্রিক
Ternate-pinnate—ত্রিপত্রিকপক্ষাকার
Tertiary—তৃতীয়ক
Tetracyclic—চতুর্স্তবকী
Tetradynamous—ত্রিবন্ধক
Testa—বীজত্বক্
Tetragonal—চতুঃস্থূলাস্র
Tetramerous—চতুরংশস্তবকী
Tetrarch—চতুর্যুগ্মগুচ্ছিত
Tetraspore—চতুরেণু
Texture—জমী
Thalloid—সমাঙ্গবৎ
Thallus—সমাঙ্গ
Thallophyta—সমাঙ্গোদ্ভিদ্
Thalamifloral—বিযুক্তস্তবকী
Theca—কৌটা, কুটী
Thorn—দণ্ডকণ্টক
Throat—কণ্ঠ
Thyloses—নলান্তঃকলা
Tigellum—আন্তগ্রন্থি
Thalogen—কোষাত্মক
Thermotropism—তাপানুগমন
Trabecula—জালকোষ
Trachea—নলিকা
Torus (of bordered pit)—অন্তর্বৃদ্ধি
Tracheid—তর্কুকোষ
Transfusion tissue—চালনকলা
Transpiration—বাষ্পপ্রশ্বাস
Transverse—অনুপার্শ্ব
Small tree—ক্ষুপ
Triadelphous—ত্রিগুচ্ছ
Triangular—ত্র্যস্র
Triarch—ত্রিযুগ্মগুচ্ছক
Tricogyne—গর্ভসূত্র, রোমাতন্তু
Trichome (*V.* hair)
Trichophore—রোমাতন্তুবহ
Trimerous—ত্র্যংশস্তবকী
Trigonal—ত্রিস্থূলাস্র
Trigonous—ত্রিগোলাস্র
Trimorphism—ত্রিরূপত্ব
Tripinnate—ত্রিধাপক্ষাকার
Tristichous—ত্রিশ্রেণিক
Triple-nerved—ত্রিপর্শুক
Triquetrous—ত্রিসূক্ষ্মাগ্র
Truncate—কর্ত্তিতাগ্র
Trama—তবকমজ্জা
Trilocular—ত্রিপ্রকোষ্ঠ
Tryma—অক্ষোটক
Tuberous root—অলুকমূল
Tuber—আলু
Tubular—নলাকৃতি
Tufted—গুচ্ছিত
Turbinate—লাটিমাকৃতি
Turgidity—রসস্ফীতি
Twisted—ক্রমাধিস্থিত (Vernation)
Typical flower—আদর্শপুষ্প
Taccaceae—মতিমুণ্ডাদি
Tamaricaceae—ঝাবুকাদি
Ternstromiaceae—দলুপাদি
Thalamiflorae—আধারপুষ্প
Thymelaceae—অগুর্ব্বাদি
Teliaceae—নাড়ীকাদি
Tubuliflorae—নলকপুষ্পী
Typhaceae—হোগলাদি
Undulated—তরঙ্গিত
Unilateral—একপার্শ্বিক

Unilocular—এককোষ্ঠ
Unisexual—একলিঙ্গী
Uredospore—বিকীর্ণরেণু
Utricle—কুতুপ
Utricular vessel—স্ফীতনলিকা
*Urn (V. theca)*
Ulmaceae—চিলিমিলগোষ্ঠী
Umbelliferae—ধন্যাকাদি
Urticaceae—বৃশ্চিকাল্যাদি
Ulothricaceae—হরিৎবন্ধন্যাদি
Vaginula—পাদকোষ
Vallecular canal—সীতান্তগহ্বর
Valve—কপাট
Valvular (dehiscence) কাপাটিক *(বিদারণ)*
Vascular bundle—নালিগুচ্ছ
Vasculose—নালিকাসার
Velum—গুণ্ঠন
Velamen radicum—মূলগুণ্ঠন
Venation—শিরাবিন্যাস
Vernation—পত্রাবস্থান কিসলাবস্থান
Velum partiale—অসম্পূর্ণ গুণ্ঠন
Velum universale—চিরগুণ্ঠন
Venter—কুম্ভীবের
Ventral canal-cell—কুম্ভীবেরস্থ নালীকোষ
Vegetative reproduction—ভিন্নাঙ্গিক উৎপত্তি
Vexillary—একাচ্ছাদিত
Vexillum—ধ্বজা
Villous—অতিলোমশ
Viscous—সান্দ্র
Vitta—তৈলনলিকা
Volubilis—বেষ্টক
Valerianaceae—জটামাংস্যাদি
Verbanaceae—অগ্নিমন্থাদি
*Violaceae*—বনবোরাদি
Volvoccaceae—ঘূর্ণশৈবালাদি
Watergland—জলগত
Weeping—নিম্নাবনত
Wheel-shaped (*V.* rotate)
Whorled—স্তবকীকৃত
Wing—পার্শ্বদল
Wood—কাষ্ঠ
Xerophilous—মরুজাত
*Xylem*—দারুক
Yeast plant—মন্ডকাণ্ড
Zoocaenocyte—জঙ্গসমষ্টিজৈবনিক
*Z*oodiophilous—প্রাণিমেলক
Zoogametes—জঙ্গজম্পতী
Zoogloea—যোজনরস
Zoospore—জঙ্গরেণু
Zygomorphic—সমযুগ্মক একমাত্রিক
Zygospore—যুগ্মজরেণু
Zymogen—কিণ্বজন
Xanthophyl—পর্ণপীত
Xanthoxyleae—তিম্বুরুগোষ্ঠী
Zingibereae—আর্দ্রকাদি
Zygnemeae—কেশশৈবালাদি
Zygomycetes—সঙ্গমছত্রিকাদি
Zygophyllaceae—গোক্ষুরাদি

শ্রীএককন্দ্রনাথ দাসঘোষ।

# বলবর্ম্মার তাম্রশাসন

আসাম-প্রদেশের পুরাতত্ত্ব ( Ethnography ) বিভাগের ভূতপূর্ব্ব তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত ই, এ, গেইট সাহেব আসামের যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহাতে আসামের অর্থাৎ কামরূপ প্রদেশের ছয়টি তাম্রশাসনের উল্লেখ আছে :—

( ১ ) বনমালদেবের তাম্রশাসন। ইহা দরঙ্গ জেলায় পাওয়া গিয়াছিল। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পত্রিকায় ( ৭৬৬ পৃষ্ঠাবধি ) ইহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

( ২ ) বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন। ইহা বারাণসীতে পাওয়া যায়। ভেনিস্ সাহেব ইহা ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে পাঠ করেন। এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা, ২য় খণ্ডে ( ৩৪৭ পৃষ্ঠাবধি ) ইহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

( ৩ ) ইন্দ্রপালের তাম্রশাসন। ইহা কামরূপ জেলায় গৌহাটি সহরের অল্প দূরে পাওয়া গিয়াছিল। প্রাগুক্ত সোসাইটির ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের পত্রিকার ১ম ভাগে ( ১১৩ পৃষ্ঠাবধি ) ইহার বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে।

( ৪ ) বলবর্ম্মার তাম্রশাসন। ইহা নৌগাঁ জেলায় পাওয়া গিয়াছিল। সোসাইটির ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের পত্রিকার ১ম ভাগে ( ২৮৫ পৃষ্ঠাবধি ) ইহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

( ৫।৬ ) রত্নপালের তাম্রশাসনদ্বয়। দুইখানিই কামরূপ জেলায় পাওয়া গিয়াছিল, একখানি শোয়ালকুচি সংজ্ঞক স্থানে, অপরখানি বরগাঁও নামক গ্রামে। এই দুই ফলকের বিবরণ সোসাইটির ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের পত্রিকার ১ম ভাগে ( ৯৯ পৃষ্ঠাবধি ) দেওয়া হইয়াছে।

সম্প্রতি চতুর্থ সংখ্যক অর্থাৎ বলবর্ম্মার তাম্রশাসন আমাদের আলোচ্য বিষয়। ক্রমশঃ অন্যান্য ফলকও এই সভার আলোচনার বিষয়ীভূত হইবে।

তাম্রফলকগুলি আমাদের জাতীয় ইতিহাস-গ্রন্থের এক একটী ছিন্নপত্র। এই ছেঁড়া পাতাগুলি একত্র করিলে হয়ত বা আমাদের সেই চিরবিলুপ্ত ইতিহাসের এক বিশিষ্ট অধ্যায় আবিষ্কৃত হইয়া যাইতে পারে। তাই তাম্রফলকের এত আদর। ইতিহাস-প্রিয় ইউ-রোপীয় পণ্ডিতগণ বহুতর আয়াস স্বীকার করিয়া, ভারতবর্ষের প্রাচীন অক্ষর যতদূর সম্ভব সংগ্রহ পূর্ব্বক ফলকগুলির পাঠোদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন। এই বিজ্ঞানের ইংরেজী নাম প্যালীওগ্রাফি ( Paleography ), বাঙ্গালা "প্রাচীন লিপি-বিজ্ঞান"।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যে তাম্রশাসন একবার বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত, অনূদিত ও সমালোচিত হইয়াছে, আমাদের সাহিত্যানুশীলনী ন্যায় সভায় তাহার পুনরালোচনা পিষ্টপেষণবৎ নিরর্থক নহে কি ? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, সোসাইটির প্রসাদাৎ

* গৌহাটী-বঙ্গ-সাহিত্যানুশীলনী সভায় আলোচিত।

তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার হইলেও সোসাইটিতে আলোচিত এবং তৎপত্রিকায় মুদ্রিত প্রবন্ধ এতদ্দেশীয় অল্পলোকেরই চক্ষুর্গোচর হইয়া থাকে।* পাঠ ও ব্যাখ্যাকারী যত বড় পণ্ডিতই হউন না কেন, তিনি মানুষ, সুতরাং ভ্রমপ্রমাদের অধীন। পুনরালোচনায় কেবল যে বহু-সংখ্যক এতদ্দেশীয় লোকের গোচরে ফলকের বিবরণী উপস্থাপিত হইয়া থাকে, এমন নহে, ইহার পাঠ এবং ব্যাখ্যারও অনেক ভ্রম সংশোধন হইবার কথা; বিশেষতঃ ফলকটী যে স্থলে পাওয়া গিয়াছে, সেই স্থানের অধিবাসিবর্গের মধ্যে আলোচনা হইলে তৎসম্বন্ধীয় বহু প্রয়োজনীয় কথা নূতনরূপে জানা যাইবারই সম্ভাবনা। সামান্য একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি;—

আজ ত্রিশ বৎসর হইল, শ্রীহট্টের অন্তর্গত ভাটেরা নামক স্থানে দুইখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র উক্ত শাসনদ্বয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাহাতে প্রদত্ত ভূমি-পরিমাণে 'হল' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া ইহা কি, তদ্বিষয়ে প্রায় দুই পৃষ্ঠা মন্তব্যে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, ইংরেজী, লাটিন প্রভৃতি কত কিছুর অবতারণা করিয়াও তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, অথচ শ্রীহট্ট প্রদেশে আজিও হল-কেদার-যষ্টি-রেখ দ্বারা ভূমির পরিমাণ হইতেছে। আবার তাম্রশাসনদ্বয়ের সময় নিরূপণ করিতে গিয়া ফলকে উল্লিখিত রাজা গোবিন্দ কেশবদেবকে শ্রীহট্টের রাজা গৌড়গোবিন্দ হইতে অভিন্ন ধরিয়া লইয়া গৌড়গোবিন্দের পরাজেতা শাহ জলাল নামক মুসলমান পীরকে জলাল-উদ্দীন খানি নামক সেনানায়ক মনে করিয়া তাহার সময়কেই তাম্রশাসনেরকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। অথচ কোথায় বা চন্দ্রবংশাবতংস গোবিন্দ-কেশব, আর কোথায় খাসিয়া বলিয়া অনুমিত গৌড়গোবিন্দ; কোথায় ফকীর শাহ জলাল, আর কোথায় সৈন্যাধ্যক্ষ জলালউদ্দীন খানি!

আমাদের আলোচ্য বলবর্ম্মার তাম্রশাসনখানি শ্রীযুক্ত গেইট্ সাহেব ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠাইয়াছিলেন। "কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে নৌগাঁ জেলার পুরাণি-গোদাম নামক স্থানের নিকটে কলং নদীর তীরবর্ত্তী খাটালগাঁও মৌজাভুক্ত সুতারগাঁও গ্রামে জনৈক কৃষক কর্ত্তৃক ইহা পাওয়া গিয়াছিল," এই কয়টীমাত্র কথায় সোসাইটির পত্রিকায় এই তাম্রশাসনের পূর্ব্ব-ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু যাঁহার নিকট হইতে গেইট্ সাহেব এই তাম্রশাসন পাইয়াছিলেন, তাঁহার নাম আদৌ গ্রহণ করেন নাই।

আসামের পণ্ডিতরত্ন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ধীরেশ্বরাচার্য্য কবিরত্ন মহোদয় এই তাম্র-

---

* অতীব আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিগত বর্ষের প্রথম অধিবেশনে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বলিয়াছেন, 'যাঁহারা প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা সকলেই কোনও নূতন তথ্য পাইলে সর্ব্বাগ্রে এশিয়াটিক সোসাইটিতে তাহা পাঠ করেন, আমিও করিতাম; কিন্তু এখন হইতে নিয়ম করিয়াছি যে, আমি যে কোন নূতন তথ্য পাইব, তাহা প্রথমে পরিষদে বাঙ্গালায় পাঠ করিব, পরে অন্যত্র জানাইতে হয় জানাইব।" নগেন্দ্র বাবু ধন্য হউন।—লেখক।

শাসনের স্বত্বাধিকারী।* তাঁহারই নিকট হইতে গেইট্ সাহেব তাম্রশাসনখানি লইয়া সোসাইটিতে পাঠাইয়াছিলেন। কবিরত্ন মহাশয় বলেন যে, প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল, যখন তিনি নৌগাঁ সহরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন পুলিশ ইনিস্পেক্টর স্বর্গীয় ভদ্রকান্ত গোহাঞি তাঁহাকে এই শাসনখানি মর্ম্মোদ্‌ঘাটনার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। তাম্রশাসনে তিনখানি ফলক একটী স্থূল অঙ্গুরীয়ক (কড়া) দ্বারা গ্রথিত; এই অঙ্গুরীয়কের মাথায় একটা হাতার মুখের মত খুব ভারী পাত্র আছে, ইহাতে একটা হাতীর সম্মুখ ভাগের ছবি ও তন্নিম্নে কয়েকটী শব্দ লিখিত আছে। ইহা দেখিয়া যাহারা ফলক পাইয়াছিল, তাহারা ছবিটিকে গণেশের ছবি এবং ঐ অক্ষরগুলিকে তাঁহার বীজমন্ত্র এবং ফলকের লিপিমালাকে তদীয় পূজাবিধি ভাবিয়াছিল। কবিরত্ন মহাশয় ফলকগুলির ময়লামাটি পরিষ্কার করিয়া বহু চেষ্টায় তাম্রশাসনখানির পাঠোদ্ধার করেন। বড়ই গৌরবের কথা যে, তাঁহার পাঠ এশিয়াটিক সোসাইটির ডাক্তার হর্ণলির পাঠের সঙ্গে অবিকল মিলিয়াছে,—যে অল্প দুই একস্থানে মিলে নাই, সেই সেই স্থানে কবিরত্ন মহাশয়ের পাঠই সমীচীনতর হইয়াছে। পশ্চাৎ ইহা প্রদর্শিত হইবে।

ভদ্রকান্ত গোহাঞি কবিরত্ন মহাশয়কে শ্রমের ও পাণ্ডিত্যের পুরস্কার-স্বরূপ অর্থপ্রদান করিতে উদ্যত হইলে, তিনি অর্থের পরিবর্ত্তে শাসনখানিই প্রার্থনা করিলেন; ভদ্রকান্ত সানন্দে তাঁহাকে উহা উপহার-স্বরূপ প্রদান করিলেন। সেই অবধি কবিরত্ন মহাশয়কর্ত্তৃক শাসনখানি সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

একটী বড় সুন্দর গল্প কবিরত্ন মহাশয় এই ফলকগুলি সম্বন্ধে বলিয়াছেন। তিনি এইগুলি আসামের কোন এক অতি প্রসিদ্ধ সত্রাধিকারীকে দেখাইয়াছিলেন। তিনি কবিরত্ন মহাশয়কে উপদেশ দিলেন যে, এই তামাগুলির দ্বারা পূজার্চ্চা করিবার নিমিত্ত একটী ঘটী প্রস্তুত হইতে পারে, তাহাই করা কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য, কবিরত্ন মহাশয় এই মূল্যবান উপদেশ গ্রহণ করেন নাই। তাই আমরা আজ এই তাম্রশাসনের দর্শন, স্পর্শন ও সমালোচনা করিয়া ধন্য হইতে পারিলাম।† শাসনপ্রদাতা বলবর্ম্মারও পরম সৌভাগ্য যে, তাঁহার এই মহতী কীর্ত্তি এত সত্বর চিরকালের নিমিত্ত বিলুপ্ত হয় নাই।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ধীরেশ্বর কবিরত্ন মহাশয় শাসনখানি লইয়া তাঁহাদ্বারা যতদূর সম্ভব ইহার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার আলাপ ছিল, সকলকেই তিনি ইহার মর্ম্ম অবগত করাইয়াছিলেন। তখন গৌহাটি হইতে আসামী ভাষায় "আসাম" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইত। স্বর্গীয় কালীরাম বড়ুয়া ইহার সম্পাদক ছিলেন।

---

* গৌহাটির বঙ্গ-সাহিত্যানুশীলনী-সভায় স্বয়ং কবিরত্ন মহাশয় শাসনখানি পড়িয়া বঙ্গভাষায় উহার ইতিহাস ও মর্ম্মার্থ জ্ঞাপন করিয়া সভাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

† সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার অনুসন্ধিৎসু পাঠক মহোদয়গণ এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকাতেই (১৮৯৭র ১ম ভাগ) এই শাসনের চিত্র দেখিতে পাইবেন।

কালীরাম বাবুর' সঙ্গে কবিরত্ন মহাশয়ের পরম সৌহার্দ্দ ছিল—তাঁহার পত্রিকায় এই তাম্র-শাসনের সম্যক্ আলোচনা হইয়াছিল। তাহাতে শ্রীযুক্ত কবিরত্ন মহাশয়ই দেখাইয়াছিলেন যে, অন্ততঃ সাত স্থলে তাম্রশাসনের রচয়িতা মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ হইতে ভাষা চুরি করিয়াছেন। যথাস্থানে ইহা প্রদর্শিত হইবে।

ইহার বহুদিন পরে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এই তাম্রশাসনের সমালোচনা হইয়াছিল এবং ইহাতে অবান্তরভাবে মাত্র 'আসাম' পত্রিকার প্রবন্ধের উল্লেখ হইয়াছিল।*

এই তাম্রশাসন হইতে আমরা নিম্নলিখিত বিবরণ জানিতে পারি। ভগবান্ বরাহরূপী নারায়ণের নরকনামা মহাপরাক্রান্ত পুত্র কামরূপস্থ প্রাগ্জ্যোতিষাখ্যপুরে বাস করিতেন। তিনি স্বর্গগামী হইলে, তৎপুত্র প্রজারঞ্জন রাজা ভগদত্ত এবং তৎপশ্চাৎ বজ্রদত্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশের বহু রাজা পৃথিবী ভোগ করিয়া গেলে পর, সালস্তম্ভ রাজা হন। তদ্বংশীয় পালকবিজয় প্রভৃতি অনেকে রাজত্ব করিয়া গেলে পর, হর্জ্জর-নামক ভূপতির আবির্ভাব হয়। তাঁহার পুত্র বনমাল দেব প্রবল পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন; তৎপুত্র জয়মাল দেব অনশন-বিধির দ্বারা শিবলোক প্রাপ্ত হইলে, তদাত্মজ বীরবাহু রাজা হইয়া অম্বা নাম্নী রাজ্ঞীর পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক তদ্গর্ভে বলবর্ম্মা নামে পুত্রোৎপাদন করেন এবং দুরারোগ্য ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হওয়াতে কিশোরবয়স্ক পুত্র বলবর্ম্মাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া ইহকালের কর্ত্তব্য শেষ করিয়া গেলেন। বলবর্ম্মা লৌহিত্য নদের সমীপবর্ত্তী হারূপেশ্বর নামক কটকে ( রাজধানীতে ) অবস্থান করিতেন।

কাণ্বশাখার এবং কাপলগোত্রের মালাধর ভট্ট নামক জনৈক পণ্ডিত ছিলেন; তাঁহার পুত্র দেবধর শামায়িকা নাম্নী পত্নীর গর্ভে শ্রুতিধর নামক পুত্রোৎপাদন করেন। এই শ্রুতিধর বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক গুরু-গৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিবার জন্য বিষুবৎ-কালে বিত্তপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলে, রাজা বলবর্ম্মদেব তাঁহাকে লৌহিত্যের দক্ষিণকূলস্থিত দিজ্জিনা নামক জনপদের অন্তর্ভুক্ত ধান্যচতুঃসহস্রোৎপত্তিমতী হেংসিবাখ্য ভূমি প্রদান করেন।

বলা বাহুল্য, তাম্রশাসনখানি সংস্কৃতে লেখা; কিন্তু এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এই সংস্কৃত ইংরাজী অক্ষরে লেখা হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার জন্য বলবর্ম্মার তাম্রশাসনের শ্লোকাবলী উদ্ধার করিতেছি :—

---

* A curiousity of the Nowgong plate is that it contains numerous plagiarised passages from Kali Das's wellknown Raghuvansam. These plagiarisms were discovered and published by an anonymous writer in the "Assam" an Assamese vernacular paper which has taken a good deal of interest in the enquiries Mr. Gait is making in regard to the ancient history of the Province. They were brought to my notice by Mr. Gait.

J. A. S. B Part I. 1897. P. 288.

স্বস্তি। ভবতু ভবতিমিরভিদুরস্তেজো মৌগ্রং প্রশান্তয়ে জগতঃ।
পরিবর্ত্ততে সমগ্রং···নরং ॥[১]
সুরকরি-মদ-চক্রকিতং[২] সলিলং লৌহিত্য বারিধেরমলম্[৩]।
কৈলাস কটক মৃগমদবাসিতম (প)[৪] হরতু দুরিতংবঃ ॥[৫]
প্রলয়পয়োধৌ মগ্নামুদ্ধরতো বসুমতীমুপেন্দ্রস্য।
নরক ইতি সুনুরাসীদসুরসুহৃৎ ক্রোড়রূপধৃতঃ ॥ ৩
ত্রৈলোক্যবিজয়তুঙ্গং যেনাপহৃতং যশো মহেন্দ্রস্য।
অদিতেঃ কুণ্ডলযুগলং কপোল দোলায়িতং[৬] হরতা ॥ ৪
তাম্বুলবল্লীপরিণদ্ধপূগং কৃষ্ণাগুরুস্কন্ধনিবেশিতেলম্[৭]।
সকামরূপে জিতকামরূপঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষাখ্যং পুরমধ্যুবাস ॥ ৫
মদান্ধগন্ধদ্বিপকর্ণতালনৃত্যন্ময়ূরোপবনে স তস্মিন্।
বসন্ সমাসাদ্য মুরারিচক্রং রণে রণৈষী দিবমারুরোহ ॥ ৬
ভূপালমৌলিমণিচুম্বিতপাদপীঠ[৮] স্তস্যাত্মজোঽভূদ্ভগদত্তনামা।
রাজা প্রজারঞ্জনলব্ধবর্ণো[৯] বর্ণাশ্রমাণাং গুরু[১০]রেকবীরঃ ॥ ৭

---

(১) মূলে শ্লোকাবলীর সংখ্যা দেওয়া নাই। এস্থলে অনুবাদের সঙ্গে শ্লোকগুলি মিলাইয়া দেখিবার সৌকর্য্যার্থ সংখ্যা দেওয়া হইল। মূলের সঙ্গে পংক্তি মিল রাখিয়া শ্লোকগুলি লেখা হইল না; যাঁহারা এক এক পংক্তিতে কতগুলি অক্ষর ছিল, তিনটি ফলকের কোন্‌টিতে কি পর্য্যন্ত লিখা ছিল, ইত্যাদি দেখিতে চান, তাঁহারা সোসাইটির পত্রিকা দৃষ্টে কৌতুহল চরিতার্থ করিবেন। ফলতঃ এই সব না জানিলেও মূলের মর্ম্মপরিগ্রহের কোনই ব্যাঘাত হয় না, তাই এস্থলে তাহা প্রদর্শিত হইল না। প্রথম শ্লোকটির চতুর্থ পাদের অনেক অক্ষর পড়িতে পারা যায় নাই।

(২) অনুরূপ ভাবো যথা মাঘে—

"যাং চন্দ্রকৈর্মদজলস্য মহানদীনাং নেত্রশ্রিয়ং বিকসতো বিদধুর্গজেন্দ্রাঃ"। ৫।৪০

(৩) মূলে 'অমলন্' আছে। অবশ্যই অক্ষরোৎকীর্ণকারীর ভ্রম।

(৪) অক্ষরটী পড়া যায় নাই—'প'টী হর্ণলি সাহেব ও বীরেশ্বর কবিরত্ন উভয়েই অনায়াসে যুড়িয়া দিতে পারিয়াছেন।

(৫) মূলে আছে "দুরিতম্বঃ"। (৬) মূলে আছে "দোলাইতং"।

(৭) রঘুবংশ ৬।৬৪—"তাম্বূলবল্লীপরিণদ্ধপূগা স্বেলালতালিঙ্গিত চন্দনাঃ।"

(৮) আশ্চর্য্যের বিষয় যে পাদটি বসন্ততিলক ছন্দে রচিত কিন্তু অন্যান্য পাদ ইন্দ্রবজ্রাছন্দে রচিত। সাহিত্য-ক্ষেত্রে ঈদৃশ ছন্দঃসঙ্কর অতি বিরল। এই পাদটি তোর প্রবন্ধের—

"ভূপালমৌলিমণিমণ্ডিতপাদপীঠ হে সাহসাঙ্ক কথয়ামি যথাবি বাধি।"

এই শ্লোকার্দ্ধ স্মরণ করাইয়া দেয়। শ্রীহট্টের ভাটেরায় প্রাপ্ত ইতিপূর্ব্বে উল্লেখিত গোবিন্দকেশব দেবের তাম্রশাসনের ৭ম শ্লোকেও "ভূপালমৌলিমণিমণ্ডিত পাদপীঠঃ" এই বিশেষণটি আছে।

(৯) রঘুবংশ ৬।২১ :—রাজা প্রজারঞ্জনলব্ধবর্ণঃ পরন্তপো নাম যথার্থনামা।"

(১০) রঘুবংশ ৫।১৯ :—বর্ণাশ্রমাণাং গুরবে স বর্ণী বিচক্ষণঃ প্রস্তুতমাচচক্ষে।"

উপগতবতি সুরলোকং তস্মিংস্তস্মা[১১]নুজোঽভবদ্ভূমেঃ।
পতিরমল ভক্তিরীশে যংপ্রাহুর্হর্জ্জরদেব ইতি কবয়ঃ ॥ ৮

তদ্বংশে বনবপ্রাম্পরিখীকৃতসাগরাম্মহীং[১২] ভুক্ত্বা।
অস্তঙ্গতেষু রাজসু সালস্তম্ভোঽভবন্নৃপতিঃ ॥ ৯

পালকবিজয় প্রভৃতিষু সম ( তিক্রান্তে )ষু[১৩] তস্য বংশেষু।
অভবদ্ভুবি নৃপচন্দ্রো দ্বিষজ্জয়ো হর্জ্জরো নাম ॥ ১০

অহমহমিকয়া বিবন্দিষূণাং [ যদরুণ পাদনখ ][১৪] প্রভাবিতানৈঃ।
ন মুকুটমণয়ো বিভান্তি রাজ্ঞাং রবিকরসংবলিতাইব প্রদীপাঃ ॥ ১১

তস্যাত্মজঃ শ্রীবনমালদেবো রাজা চিরস্তক্তিপরোভবেহভূৎ।
বিশালবক্ষা স্তনুবৃত্তমধ্যঃ[১৫] পিনদ্ধকণ্ঠঃ পরিঘাভবাহুঃ ॥ ১২

ন ক্রুদ্ধং বিকৃতাস্যং নচ হসিতং নচ বচশ্ শ্রুতন্নীচাৎ।
নচ কিঞ্চিদুৎক্রমহিতস্মহিতং শীলং সদৈব যস্যাভূৎ ॥ ১৩

যেনাতুল্যাপি সতুলা জগতি বিশালাপি ভূরিকৃতশালা।
পংক্তিঃ প্রাসাদানামকৃত বিচিত্রাপি সচ্চিত্রাঃ ॥ ১৪

তস্যাত্মজঃ শ্রীজয়মালদেবঃ ক্ষীরাম্বুরাশেরিব শীতরশ্মিঃ।
বভূব যস্যাস্খলিতং ভ্রমন্তি যশাংসি[১৬] কুন্দেন্দু সমপ্রভাণি ॥ ১৫

স শ্রীমান্বনমালোঽপি রাজা রাজীবলোচনঃ।
অবেক্ষ্য বিনয়োপেতং তনুজং প্রাপ্ত যৌবনম্[১৭] ॥ ১৬

ছত্রং[১৮] শশধরধবলং চামরযুগলান্বিত[১৯]প্রদায়াস্মৈ।
অনশনবিধিনা বীরস্তেজসি মাহেশ্বরে লীনঃ ॥ ১৭

---

(১১) মূলে আছে "তস্মিস্তস্তানুজো" ইত্যাদি।

(১২) রঘুবংশ ১।৩০ :—"সবেলাবপ্র বলয়াং পরিখীকৃতসাগরাম্। অনন্ত শাসনামুর্ব্বীং শশাসৈকপুরীমিব।"

(১৩) হর্ণলি সাহেব এই তিনটি অক্ষর নষ্টাক্ষরের স্থলে স্থাপিত করিয়াছেন।

(১৪) 'যদরুণ পাদনখ' ইহা আনুমানিক পাঠ। হর্ণলি সাহেব 'নখ' স্থলে 'লঘু' বসাইয়া পূর্ব্বের দুই অক্ষর কি হইবে, তাহা অনুমান করিতে পারেন নাই।

(১৫) রঘুবংশ ৬।৩২ :—"অথাঙ্গিমাথোঽয়মুদগ্রবাহুর্বিশালবক্ষাস্তনুবৃত্তমধ্যঃ।"

(১৬) মূলে 'যশাঙ্সি" এইরূপ লিখিত আছে।

(১৭) মূলে 'প্রাপ্ত যৌবনন্' আছে।

(১৮) মূলে 'চ্ছত্রং' আছে।

(১৯) রঘুবংশ ২।১৬ :—"অদেয়মাসীত্রয়মেব ভূপতেঃ শশিপ্রভং ছত্রমুভে চ চামরে।"

এইরূপ ভাবচ্ছায়া গ্রহণ দোষের নহে, কিন্তু একেবারে অন্য কবির যথাযথ বাক্যগুলি আহরণ ( বা অপহরণ ) করিয়া আনা প্রশংসনীয় হইতে পারে না।

প্রাপ্তরাজ্যেন তেনোঢ়া রাজ্ঞা শ্রীবীরবাহুনা ।
কুলেন কান্ত্যা বয়সা[২০] অত্মানামাত্মনস্ সমা ॥ ১৮
তেনোদপাদি তস্যামরণাবিব পাবকঃ প্রয়োগবিদা ।
বলবর্ম্মেতি প্রথিতঃ শ্রীমত্তনয়স্ সমগ্রগুণযুক্তঃ ॥ ১৯
অসিতসরোরুহদলচলনিভনয়নঃ পীনকন্ধরস্ সুভুজঃ ।
অভিনবদিনকর[২১]করহতবিদলিতনবনলিনকান্তিসচ্ছায়ঃ ॥ ২০
গচ্ছতি তিথিমতিকালে স কদাচিৎ কর্ম্মণাং বিপাকবশাৎ ।
রাজা রুজাভিভূতো লঙ্ঘিতভিষজো রণস্তম্ভঃ ॥ ২১
নিস্সারং সংসারং জললবলোলঞ্চ জীবিতম্পুংসাম্[২২] ।
বিগণয্য বীরবাহুঃ কর্ত্তব্যমচিন্তয়চ্ছেবম্ ॥ ২২
অত পুণ্যেঽহনি নৃপতিস্তনয়স্তমুদগ্রবিগ্রহং বিধিবৎ[২৩] ।
কেশরিকিশোরসদৃশং সিংহাসন[২৪]মৌলিতামনয়ৎ ॥ ২৩
তদনন্তরমধিগম্য প্রাজ্যং তদ্রাজ্যমাজ্যমিব বহ্নিঃ ।
বলবর্ম্মাপি দিদীপে প্রোৎসারিত সকলরিপুতিমিরঃ ॥ ২৪
অভবজ্জয়করিকুম্ভস্থলিতোর্ম্মৌ রমল বারিধেস্তস্য ।
লৌহিত্যস্য সমীপে তদেব পৈতামহং কটকম্ ॥ ২৫

তত্র শ্রীমতি হারুপ্পেশ্বরনামনি কটকে কৃতবসতিরুৎখাতাসিলতামরীচিনিচয়মেচকিতেন বাহুনা বিজিত সকল দিক্চক্রবালো ধীরঃ[২৫] প্রধনে ভীরুরযশসি[২৬] তীক্ষ্ণোরিপুষু মৃদুতরো গুরুষু সত্যবাগবিসংবাদী[২৭] কৃত্যাবিকত্থনঃ ॥[২৮] পুলকো মাতাপিতৃপাদানুধ্যানধৌতকল্মষঃ পরমেশ্বরঃ পরম ভট্টারকো মহারাজাধিরাজঃ শ্রীবলবর্ম্মদেবঃ কুশলী ॥ ২৬

দক্ষিণকূলে দিজ্জিনাবিষয়াস্তঃপাতিনী ধান্যচতুঃসহস্রোৎপত্তিমতী হেঙ্সিবাভিধানা ভূমিঃ । ২৭

অস্যাস্ সন্নিকৃষ্টবর্ত্তিনো যথাযথং সমুপস্থিতব্রাহ্মণাদিবিষয়করণব্যাবহারিকপ্রমুখজান-

---

(২০) রঘুবংশ ৬।৭৯ :—"কুলেন কান্ত্যা বয়সা নবেন গুণৈশ্চ তৈস্তৈর্বিনয়প্রধানৈঃ ।"

(২১) হর্ণলি সাহেব পড়িয়াছিলেন, "দিবাকর" ; ইহাতে ছন্দোভঙ্গ হয় ।

(২২) মূলে লিখিত আছে "পুঙ্সাম্" ।

(২৩) মূলে আছে "বিগ্রহবিধিবৎ" ।

(২৪) মূলে আছে "সিঙ্হাসন" ।

(২৫) মূলে ধীর এর পর বিসর্গটি নাই, অবশ্যই খোদাইকরের দোষে ।

(২৬) মূলে "অযশসি" এই অশুদ্ধ বানান আছে ।

(২৭) মূলে আছে "অবিসবাদী" । এইরূপ বর্ণবিন্যাসে বোধ হয় মধ্যযুগে কামরূপে অন্তঃস্থ ও বর্গীয় বএর উচ্চারণ পার্থক্য ছিল না । বর্ত্তমানে অসমীয় ভাষায় দুই বএর পার্থক্য বেশ আছে ।

(২৮) হর্ণলি সাহেবের পাঠে "অবিকত্থন" আছে ।

পদান্ রাজরাজ্ঞীরাণকাধিকৃতানন্যাংশ্চ যথাকালভাবিনোঽপি সর্ব্বান্ সম্মাননাপূর্ব্বম্মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ। ২৮

ইতি বিদিতমস্তু ভবতাম্ভূমিরিয়ং বাস্তকেদারস্থলজলগোপ্রচারাবকারাদ্যুপেতা যথাসংস্থা স্বসীমোদ্দেশ পর্য্যন্তা ॥ ২৯

রাজ্ঞীরাজপুত্ররাণকরাজবল্লভমহল্লকপ্রোঢ়িকাহাস্তিবন্ধিকনৌকাবন্ধিক[২৯] চৌরোদ্ধরণিক দাণ্ডিক দাণ্ডপাশিক ঔপকরিক ঔৎখেটিক চ্ছত্রবাসাদ্যুপদ্রবকারিণামপ্রবেশা ॥ ৩০

কাণ্ঃকৃতী কাপিলগোত্রদীপো মালাধরো নাম বভূব ভট্টঃ।
বিদ্যাতপস্সম্পদুপাত্তসম্যগ্বিবেকবিধ্বস্ত সমস্তদোষঃ ॥ ৩১
দেবপ্রিয়ো দেবধরস্ সুজন্মা তস্যাপি সূনুঃ সুকৃতাত্মনোঽভূৎ।
অধ্বর্য্যুণা যেন কৃতং বিভাজ্য বৈতানিকং কর্ম্মনিরাকুলেন ॥ ৩২
গৃহীতবিদ্যস্ সুগৃহীতনামা গৃহাশ্রমাবাপ্তিপরো গৃহিণ্যা।
অযুজ্যতাসৌ প্রভয়েব ভানু রূপস্য শামায়িকয়া[৩০] মনস্বী ॥ ৩৩
অহস্ত্রিযাম[৩১] প্রতিমপ্রসক্তমন্যোন্যসাপেক্ষমিদং হি যুগ্মম্।
লেভেস্সুতং নাশিত দোষ যেন মালোকমর্কাদিব বিশ্বমে তৎ ॥ ৩৪
অয়মিহ বিনীয়মানঃ শ্রুতয়ঃ[৩২] সম্যগ্ধরিষ্যতে সর্ব্বাঃ।
শ্রুতিধর ইতি নাম্নাসৌ পিত্রা প্রথিতোঽথ লোকেষু[৩৩] ॥ ৩৫
স সমায়তো গুরুতো গৃহধর্ম্মবিধিৎসু রাগতস্ সাধুঃ।
কালে বিষুবত্যর্থী ধর্ম্মপরঃ পণ্ডিতঃ কথানিষ্ঠঃ ॥ ৩৬
তস্মৈ বিপ্রায় ময়া স্নাত্বা সম্যক্ সমাধিনা দত্তা।
যদিহ ফলং তৎ পিত্রোর্ম্মমাপি লোকোত্তরম্ভূয়াৎ ॥ ৩৭

অস্যাস্সীমা পূর্ব্বেণ কোপ্পা। গোসন্তারশ্চ। পূর্ব্বদক্ষিণে জম্বুশ্রীফলবৃক্ষাঃ। দক্ষিণেন

---

(২৯) হর্ণলি সাহেব "নৌকবন্ধিক" লিখিয়াছেন।

(৩০) হর্ণলি সাহেব বলেন, "শ্যামায়িকয়া" হওয়া বোধ হয় ঠিক ছিল ; কিন্তু "শ্যা" লিখিলে ছন্দঃপাত হইত। তবে "শ্যামা" বা "শ্যামিকা" নামের অর্থ আছে, শ্যামায়িকার অর্থ কি ? অর্থই যদি না থাকিল তবে "শামায়িকা" নামই অন্যায় কি ?

(৩১) মূলে "অহস্ত্রযাম' আছে। অক্ষরোৎকীর্ণ কারকের ভ্রম হইয়াছিল। হর্ণলি সাহেব "অহস্ত্রসোম" পড়িয়া "স্ত্র" অক্ষরটিকে অনিশ্চিত বলিয়া ধরিয়াছেন। বস্তুতঃ কিন্তু "স্ত্র" অক্ষরে গোলযোগ না ঘটিয়া "যা" অক্ষরটিতেই সন্দেহ বেশী হইবার কথা ছিল।

(৩২) এখানে কবি "শ্রুতীঃ" স্থলে "শ্রুতয়ঃ" লিখিয়া ভুল করিয়াছেন।

(৩৩) অনুরূপ ভাবো যথা রঘুবংশে—৩।২১

শ্রুতস্য যায়াদয়মন্তমর্ভকস্তথা পরেষাং যুধি চেতি পার্থিবঃ।
অবেক্ষ্য ধাতোর্গমনার্থমর্থবিচ্চকার নাম্না রঘুমাত্মসম্ভবম্।

বৃহদালিঃ সুবর্ণবটশ্চ। দক্ষিণ পশ্চিমেনাম্রবৃক্ষঃ।৩৪ পশ্চিমেন বৃহদালি শাল্মলী বৃক্ষশ্চ। পশ্চিমোত্তরেণ বৃহদ্বটবৃক্ষঃ দিদ্দেসবাপীচ।৩৫ উত্তরেণ সেববাপ্যর্দ্ধম্। উত্তরপূর্ব্বেণ পুষ্করিণী জটিবৃক্ষশ্চ৩৬ ॥ সং[বং……রবৌ]

তাম্রশাসনের বঙ্গানুবাদ।

স্বস্তি। ভবান্ধকারনাশকারক রুদ্রদেবের তেজ জগতের শান্তির হেতু হউক। সমগ্র পরিবর্ত্তিত হয় ……।৩৭

যাহা দেবহস্তিগণের মদস্রাবদ্বারা (ময়ূরপুচ্ছের ন্যায়) চন্দ্রাঙ্কিত৩৮ এবং যাহা কৈলাসনিতম্ব৩৯ বাসিমৃগমদদ্বারা সুবাসিত, সমুদ্রসদৃশ লৌহিত্যের৪০ সেই নির্ম্মল সলিল তোমাদের পাপ দূর করুক। ২

প্রলয়পয়োধিমগ্না বসুন্ধরার উদ্ধারকারী বরাহরূপধারী নারায়ণের নরক নামে অসুর-সুহৃৎ পুত্র ছিলেন। ৩

যিনি অদিতির কপোলদেশে দোদুল্যমান কুণ্ডলদ্বয় হরণ করিয়া ত্রিভুবনবিজয়সমুচ্ছ্রিত মহেন্দ্রের যশ অপহরণ করিয়াছিলেন। ৪

রূপে কামবিজয়ী তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামক নগরে বাস করিয়াছিলেন। যেস্থানে গুবাক-বৃক্ষগুলি তাম্বূললতাদ্বারা বেষ্টিত ছিল এবং কৃষ্ণাগুরু বৃক্ষের স্কন্ধদেশে এলাচি-লতা সংক্রমিত ছিল ॥ ৪

---

(৩৪) মূলে আছে, "আম্ব্ৰ বৃক্ষঃ"।

(৩৫) মূলে আছে, "পুষ্কিরিণী"।

(৩৬) মূলে "সব………বৈ" মাত্র দেখা যায়। ইহা হইতে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ কবিরত্ন "সংবৎ রবৌ" অর্থাৎ দাতা বলবর্ম্মার দ্বাদশ বৎসর রাজত্বকালে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

(৩৭) কয়েকটি অক্ষর অপাঠ্য হওয়ায় শেষার্দ্ধের মর্ম্মোদ্ঘাটন অসম্ভব।

(৩৮) হর্ণলি সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন, "Spotted (like the moon)

(৩৯) "কটকোহস্ত্রী নিতম্বোহদ্রেঃ"। পর্ব্বতের নিতম্ব অর্থাৎ পার্শ্বদেশ অর্থে এস্থলে "কটক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ডাঃ হর্ণলি অনুবাদ করিয়াছেন, "On the ridges of the Kailasa mountain."

(৪০) "লৌহিত্যবারিধেঃ—বারিধির রূঢ়ার্থ "সমুদ্র"; এই অর্থ ধরিয়াই এস্থলে অনুবাদ করা হইয়াছে। তবে বারিধি যৌগিকার্থে ব্যবহৃত হইতেও পারে; বিশেষতঃ ২৫শ শ্লোকে, "অমলবারিধে স্তস্ত লৌহিত্যস্ত" স্থলে যোগিকার্থই যেন কবির অভিপ্রেত বোধ হয় হর্ণলি সাহেব নিঃসংশয়ে Of the River Lauhitya" লিখিয়াছেন।

(৪১) হর্ণলি সাহেব এই শ্লোকটির অনুবাদ করিয়াছেন—

"He having conquered (the country of) *Kámarupa took up his residence* in that country in the town of Prágjyotisha which offered him arecanut wrapped in (leaves of) betel plant and oil of black aloe wood (as a symbol of his coronation as king")

হর্ণলি সাহেব ইউরোপীয়; এখানে অনুবাদে গোল করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে হর্ণলি সাহেব

যে স্থানের" উপবনে মদান্ধগন্ধ হস্তীদিগের কর্ণাস্ফালনের তালে তালে ময়ূরসমূহ নৃত্য করিত, সেই স্থানে ( প্রাগ্‌জ্যোতিষে ) অবস্থান করিয়া রণলোলুপ তিনি সমরে বিষ্ণুচক্রাহত হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন৪২। ৬

তাঁহার পুত্র ভগদত্ত নামক-রাজা ছিলেন,—যাঁহার পাদপীঠ নৃপতিগণের শিরোরত্নদ্বারা চুম্বিত হইত ; তিনি প্রজারঞ্জনে যশস্বী, সর্ব্ববর্ণের ও আশ্রমসকলের নিয়ামক এবং অদ্বিতীয় বীর ছিলেন৪৩। ৭

তিনি সুরলোকে চলিয়া গেলে পর, তাঁহার অনুজ—মহাদেবে বিমল ভক্তিমান—রাজা হইয়াছিলেন ; কবিগণ তাঁহাকে বজ্রদত্ত নামে আখ্যাত করিয়াছেন।৪৪ ৮

---

রঘুবংশের ১৯ সর্গের ৬৪তম শ্লোকের সংবাদ পাইয়াও ঐ শ্লোকটি বোধ হয় পড়িয়া দেখেন নাই, তাহা হইলে অর্থানুবাদে এত ভুল হইত না।

হর্ণলি সাহেব পাদটীকায় লিখিয়াছেন—There is here ( স কামরূপে জিতকামরূপঃ ) a play on the word Kámrupa which is not expressible in translation," " The phrase may be also translated:—"having conquered Kámrupa or 'the form of desires' he took up his abode in that (country) which has the form (rúpa) of Káma or '(the God of) Desires.' " হর্ণলি সাহেবের "জিতকামরূপের" অনুবাদ ও ব্যাখ্যা নিতান্ত অসমীচীন বলিতে পারি না।

(৪২) ডাঃ হর্ণলি গন্ধদ্বিপের অর্থ 'his state-elephants' করিয়াছেন ; 'স তস্মিন্ বসন্' অনুবাদে 'Living there in his park' লিখিয়াছেন ; শ্লোকের শেষার্দ্ধের অনুবাদ করিয়াছেন :—"Having in battle obtained the discus of Murari ( i.e. Vishnu ) he ascended to Heaven, eager for battle (with the Gods), বাস্তবিক শ্লোক মধ্যে এইরূপ একটা 'ধ্বনি' আছে বটে।

(৪৩) এই তাম্রশাসনে এবং বোধ হয় বনমাল দেবের তাম্রশাসনে বজ্রদত্তকে ভগদত্তের অনুজ ভ্রাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনে বজ্রদত্তকে ভগদত্তের তনুজ অর্থাৎ পুত্র বলা হইয়াছে। ডাক্তার হর্ণলি এতৎ সম্বন্ধে লিখেন :—'On this point the Nowgong plate agrees with the general tradition that Vajradatta was the younger brother of Bhagadatta and the only plate, which states the case differently, and makes Vajradatta to be a son of Bhagadatta is the Gauhati one (ইন্দ্রপালের তাম্রশাসন). This being so, and *the tradition on the subject being So uniform and explicit* I am disposed to believe that there is a clerical error in the Gauhati plate at this point." বাস্তবিক কোনও একটা ভিত্তি না থাকিলে এই তাম্রশাসনে এবং অপরত্র বজ্রদত্ত ভগদত্তের 'অনুজ' বলিয়া খ্যাপিত হইতেন না। হর্ণলি সাহেব এতদ্বিষয়ে কেবল কিম্বদন্তীর (tradition) উপর নির্ভর করিয়াছেন। কিন্তু বজ্রদত্ত ভগদত্তের পুত্র এই কথা মহাভারত অশ্বমেধ পর্ব্বের ৭৫তম অধ্যায়ে স্পষ্টই রহিয়াছে :—

"প্রাগ্‌জ্যোতিষমথাভ্যেত্য ব্যচরৎ স হয়োত্তমঃ।
ভগদত্তাত্মজস্তত্র নির্যযৌ রণকর্কশঃ ॥১
স হয়ং পাণ্ডুপুত্রস্য বিষয়ান্তমুপাগতম্।
যুযুধে ভরতশ্রেষ্ঠ বজ্রদত্তো মহীপতিঃ ॥২
সোঽভিনির্য্যায় নগরাদ্ভগদত্তসুতো নৃপঃ।
অশ্বমায়ান্তমুন্মথ্য নগরাভিমুখং যযৌ ॥৩

(৪৪) শ্লোকের শেষার্দ্ধের অনুবাদে হর্ণলি সাহেব লিখিয়াছেন :—Of whom the poets have declared that he was a sovereign of unblemished faith in Isa (i.e. Siva).

সেইবংশে অনেক ভূপতি ( চন্দ্র )[৪৫] অরণ্য রূপ প্রাচীরযুক্ত[৪৬] এবং সাগররূপ পরিখাবিশিষ্ট পৃথিবী পালন ( বা উপভোগ ) করিয়া অস্তগত হইলে সালস্তম্ভ রাজা হইয়াছিলেন। ৯

পালক বিজয় প্রভৃতি তাঁহার বংশীয় অনেকে গত হইলে, পৃথিবীতে শত্রুপীড়ক হর্জ্জর নামক নৃপচন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ১০

'আমি আগে' 'আমি আগে' বলিয়া তাঁহাকে বন্দনাকরণেচ্ছু নৃপতিগণের মুকুটমণিসমূহ যাঁহার লোহিত পাদ-নখের প্রভাবিস্তারদ্বারা সূর্য্যকিরণমিলিত প্রদীপাবলীর ন্যায় হীনপ্রভ হইয়াছিল[৪৭]। ১১

তাঁহার পুত্র মহাদেবে ভক্তিমান্ শ্রীবনমালদেব সুদীর্ঘকাল রাজা ছিলেন ; তাঁহার বক্ষঃস্থল বিশাল, মধ্যদেশ কৃশ ও বৃত্তাকার, কণ্ঠ দৃঢ়বদ্ধ এবং বাহু পরিঘসদৃশ ছিল। ১২

( তাঁহাকে ) ক্রুদ্ধ বা বিকৃতাস্য[৪৮] কিংবা হাস্যযুক্ত দেখা যায় নাই ; (তাঁহার) কোনও অমুচ্চ শব্দ কিংবা অহিত কথা শুনা যায় নাই ; তাঁহার চরিত্র সর্ব্বদা মহনীয় ছিল। ১৩

তিনি এমন প্রাসাদশ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যাহা জগতে অতুল হইলেও তুলাযুক্ত,[৪৯] বিশাল[৫০] অথচ অনেক শালা ( কুঠরী ) বিশিষ্ট, বিচিত্র অথচ উত্তম চিত্রযুক্ত ছিল। ১৪

ক্ষীরোদ সমুদ্র হইতে যেমন চন্দ্র উদ্ভূত হইয়াছেন, সেইরূপ তাঁহারও শ্রীজয়মালদেব (নামক) পুত্র জন্মিয়াছিলেন ; যাঁহার কুন্দ ও চন্দ্রের ন্যায়[৫১] শ্বেতপ্রভ যশোরাশি ( অদ্যাপি ) অবিচলিত ভাবে ভ্রমণ করিতেছে। ১৫

---

'অমুজ' শব্দটির যৌগিক অর্থ করিয়া "পুত্র" অর্থ করা যায় কি না তাহা সুধীগণের বিচার্য্য। তবে মল্লিনাথের ঘণ্টাপথে উদ্ধৃত "অমুঃ পুত্রেঽমুজে রবৌ"ইতি বিশ্বঃ—এতদ্বিষয়ক মীমাংসার কথঞ্চিৎ সহায়তা করিতে পারে না কি ?

(৪৫) 'রাজন্,—রাজা শব্দে চন্দ্রকেও বুঝায়। তাই 'অস্তগতেষু' আছে।

(৪৬) বনবপ্র—হর্ণলি সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন" (coverd) with fields and forests.

(৪৭) হর্ণলি সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন :—"Though in their military Vaunting, (other) kings tried to exalt themselves by lengthy detraction of his splendour, their Crown-jewels gained no brilliance as little as lamp-lights set in the midst of the rays of the Sun"!! একেবারে শ্লোকের অর্থ ইনি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। শ্লোকটির দ্বিতীয় পাদের প্রথম চারি অক্ষর সম্পূর্ণ মুছিয়া যাওয়ায় এবং তৎপর চারি অক্ষর অশুদ্ধ অনুমানের দ্বারা পাঠ করায় ডাঃ হর্ণলি সেই পাদটার অর্থ করিতে অক্ষম হইতে পারেন ; কিন্তু অন্য পাদগুলির—বিশেষতঃ প্রথম পাদের অর্থে এত ভুল করিলেন কেন বুঝা গেল না।

(৪৮) হর্ণলি অনুবাদ করিয়াছেন, 'His face was never disfigured by anger.' ফলতঃ শ্লোকটির ভাষা একটু সংক্ষিপ্ত এতএব দুরধিগম।

(৪৯) তুলা —"—সাদৃশ্য মানয়োঃ। গৃহাণাং দারুবন্ধায় পীঠিকায়ামপীষ্যতে। * * *।" ইতি বিশ্বঃ। হর্ণলি সাহেব সতুলার অনুবাদ করিয়াছেন "Stood equal (i. e. level) on its ground,

(৫০) বিশালাপি—হর্ণলি সাহেব বলেন "though not limited in rooms, 'বিশাল' শব্দের সঙ্গে শালার কোনও সম্বন্ধ নাই। "বেঃ শালং শঙ্কটেকৌ"।

(৫১) হর্ণলি সাহেব 'কুন্দেন্দু সমপ্রভানি' ইহার অনুবাদ করিয়াছেন "with a splendour equal to that of the radiant (lit. Jasmin-like) moon সরস্বতীর স্তবের "যা কুন্দেন্দু তুষার হারধবলা" এর অর্থ হর্ণলি সাহেব কিরূপে করিবেন ?

সেই শ্রীমান্ বনমালাধারী[৫২] কমললোচন রাজা পুত্রকে শিক্ষাসম্পন্ন ও প্রাপ্তযৌবন দেখিয়া। ১৬

চন্দ্রতুল্য ধবলচামরদ্বয়যুক্ত রাজচ্ছত্র প্রদান করিয়া অনশনব্রতদ্বারা বীর মহাদেবের তেজে লীন হইলেন। ১৭

রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীবীরবাহু বংশে, রূপে ও বয়সে আপনার অনুরূপ অম্বা নাম্নী রমণীকে বিবাহ করিলেন। ১৮

প্রয়োগজ্ঞ রাজা সেই রমণীতে, অরণিতে অগ্নির ন্যায়,[৫৩] বলবর্ম্মা নামে খ্যাত সমগ্রগুণযুক্ত শ্রীমান্ পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ১৯

যাঁহার নয়ন নীলপদ্মের চঞ্চল দলসদৃশ,[৫৪] গ্রীবা সুপুষ্ট, বাহু সুগঠিত এবং কান্তি নবোদিত ভাস্করকিরণাঘাতে অচিরপ্রস্ফুটিত কমলচ্ছবির ন্যায় ছিল। ২০

অনেক কাল গত হইলে রণে স্তম্ভ সদৃশ সেই রাজা কোনও সময়ে কর্ম্মের বিপাকবশতঃ বৈদ্যের (প্রয়াস) বিফলকারী ব্যাধিবিশেষকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন।[৫৫] ২১

সংসারকে অসার এবং মানবের জীবনকে জলবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল গণ্য করিয়া বীরবাহু শেষ কর্ত্তব্য চিন্তা করিলেন। ২২

অতঃপর পুণ্যদিবসে নৃপতি উন্নতবিগ্রহ কিশোরসিংহসদৃশ পুত্রকে যথাবিধি সিংহাসনারূঢ় করিলেন।[৫৬] ২৩

---

(৫২) ডাঃ হর্ণলি এবং শ্রীযুক্ত ধীরেশ্বর কবিরত্ন উভয়েই এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। আমার বোধ হয় কবি এস্থলে ভ্রমে 'জয়মাল' লিখিতে 'বনমাল' লিখিয়া ফেলিয়াছেন; নচেৎ পুত্রের বিশেষণ স্বরূপ পিতার নাম প্রয়োগ করিয়া কবি একজন গ্রাম্যতাদোষ-দুষ্ট বিড়ম্বরসিক হইয়া দাঁড়ান। অথবা যদি বনমাল অর্থে রাজা বনমালদেবই ধরিয়া লওয়া যায়, ক্ষতি নাই;—তাহা হইলে পুত্রকে অর্থাৎ জয়মালকে রাজ্য দিয়া বনমালই প্রায়োপবেশন ব্রতদ্বারা শিবসাযুজ্যলাভ করিয়াছিলেন বলিতে হয় এবং পর শ্লোকের শ্রীবীরবাহু জয়মালের নামান্তর কল্পনা করিতে হয়। দুঃখের বিষয় নিবন্ধান্তর দৃষ্টে এতদ্বিষয়ক সিদ্ধান্তের কোনও সম্ভাবনা নাই।

(৫৩) হর্ণলি সাহেব লিখেন "Just as fire from a stick of wood by one who understands the process." 'প্রয়োগবিদা' শব্দটি 'রাজা' এর বিশেষণ হওয়াই নানাকারণে সুসঙ্গত।

(৫৪) ডাঃ হর্ণলি অনুবাদ করিয়াছেন—"With eyes resembling the undulating flowers of the blue lotus."

(৫৫) হর্ণলি সাহেবের অনুবাদ :—Once when the appointed time came, through the power of his maturing karma (or action done in a privious life) that king Virabahu, while distinguing himself in war, was attacked by a disease (contracted) through neglect of medical advice,

পণ্ডিত ধীরেশ্বর কবিরত্ন মহাশয় রঘুবংশের ১৯শ সর্গের ৫৩তম শ্লোকের "বৈদ্যযত্ন পরিভাবিনং গদং" এই পদটি প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, রঘুবংশের অনুকরণকারী কবি অবশ্যই ইহার অনুকরণে "রুজা লঙ্ঘিতভিষজা" দ্বারা যক্ষ্মরোগের কথা বলিয়াছেন।

(৫৬) "সিংহাসনমৌলিতামনয়ৎ—ইহার অনুবাদ হর্ণলি সাহেব করিয়াছেন "transferred his throne and crown to."

অতঃপর ঘৃত পাইলে বহ্নি যেমন ( দীপ্ত হয় ) সেইরূপ বলবর্ম্মাও সমস্ত রিপুরূপ তিমির বিধ্বস্ত করিয়া[৫৭] দীপ্যমান হইলেন। ২৪

যাহার ঊর্ম্মিমালা জয়হস্তীদিগের কুম্ভকর্ত্তৃক প্রতিহত হইত, নির্ম্মল জলাধার সেই লৌহিত্য নদের সমীপে তাঁহার পিতামহ-স্থাপিত রাজধানী ছিল[৫৮]। ২৫

যিনি সেই শ্রীমৎ হারূপেশ্বর নামক কটকে বাস করিয়া উন্মুক্ত খড়্গের প্রভারাজিতে কৃষ্ণীভূত বাহুদ্বারা সমগ্র দিঙ্‌মণ্ডল বিজয় করিয়াছিলেন, যিনি রণে স্থির, কলঙ্কে ভীরু, শত্রুগণে উগ্র, গুরুজনে অতিশয় মৃদু, সত্যবাদী, বিসংবাদে বিমুখ, কার্য্য করিয়া শ্লাঘাহীন, অতীব দানশীল, মাতাপিতার চরণানুধ্যানহেতু নিষ্পাপ, সম্রাট্ পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ কুশলী সেই শ্রীবলবর্ম্ম দেব ॥ × ॥ ২৬

দক্ষিণকূলে[৫৯] দিজ্জিন্না জনপদের অন্তর্গত চতুঃসহস্র[৬০] পরিমিত ধান্যোৎপত্তিযুক্তা ভূমি আছে। ২৭

ইহার নিকটবর্ত্তী উপস্থিত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি এবং বিষয়কর্ম্মে নিযুক্ত ধর্ম্মাধিকরণিক প্রমুখ জনপদবাসীদিগকে, রাজা রাজ্ঞী ও রাণক[৬১] সম্বন্ধীয় অন্যান্যকে এবং (এ স্থানের) ভবিষ্যৎ অধি-

---

(৫৭) হর্ণলি সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন "as an extinguisher of all his enemies whom he expelled."

(৫৮) ডাঃ হর্ণলি অনুবাদ করিয়াছেন :—there stands that ancestral encampment of his.

"কটকোঽস্ত্রী নিতম্বেঽদ্রের্হস্তিনাং দন্তমণ্ডলে। সানুমাত্রবলয়ে রাজধানী বলয়য়োরপি"—ইতি মেদিনী "কটকস্ত্রাত্রি-নিতম্বে বাহুভূষণে। সেনায়াং রাজধান্যাঞ্চ"—ইতি হৈমঃ। অতএব রাজধানী অর্থে ইহা এস্থলে গ্রহণ করাই উচিত।

(৫৯) দক্ষিণকূলের অনুবাদ ডাঃ হর্ণলি নিঃসংশয়ে "on the southern side" করিয়াছেন। কিন্তু আসাম-প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বলেন 'দক্ষিণ' অর্থ এস্থলে 'ডানি' ও হইতে পারে, অর্থাৎ লৌহিত্যের উত্তরদিক্‌ও বুঝাইতে পারে। আলোচ্য শাসনখানি যে স্থানে পাওয়া গিয়াছে তাহা ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণদিগ্‌ভাগে অবস্থিত বটে ; কিন্তু যে স্থানে পাওয়া যায়, শাসন সেই স্থানের যে হইবে, ইহার কোনও অর্থ নাই। দৃষ্টান্ততঃ বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনখানি ( প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ) বারাণসীতে পাওয়া গিয়াছিল। বলবর্ম্মার অপর একখানি তাম্রশাসন সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে—উহা ব্রহ্মপুত্রের উত্তরদিকে পাওয়া গিয়াছে। অপিচ, কামরূপের রঘুনন্দন কৌমুদীগ্রন্থাবলী-প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশের জন্মস্থান দরং জিলায় মঙ্গলদৈ সব্‌ডিভিশনের অন্তঃপাতী সরাবাড়ী মৌজায়। ঐ স্থানটি ব্রহ্মপুত্রের উত্তরভাগে। তিনি তদীয় "দায়কৌমুদীর" (১৪২৬ শকাব্দে) উপসংহারে লিখিয়াছেন :—পীতাম্বরেণ গুণসুন্দরনন্দিনেন কামেশ্বরীচরণরেণুপরায়ণেন। লৌহিত্যদক্ষিণকূলেঽপি সমুদ্ভবেন ভূয়াৎ কৃতঃ কৃতিমুদে সহিতোনিবন্ধঃ।

(৬০) শ্রীযুক্ত ধীরেশ্বর কবিরত্ন মহাশয় বলেন, '৪০০০ দ্রোণ' কিন্তু সচরাচর (এবং আইন আদালতেও) কোনও পরিমাণ দেওয়া না থাকিলে "পুরা" অর্থই ধরিয়া লওয়া হয়। [৪ দোণে বা প্রায় আধ মণে এক পুরা, ৩ পুরায় এক দ্রোণ; কিন্তু দ্রোণ প্রভৃতির এই মাপ বা ওজন সর্ব্বত্র একরূপ নহে।]

(৬১) রাণক শব্দটির অর্থ যে কি বুঝা যায় না। ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনেও রাণক শব্দটি আছে। তদুপলক্ষে হর্ণলিসাহেব বলেন, Rána, a Prakritic form of Raja, is a still existing title. এই ব্যাখ্যা সমীচীন বলিতে পারি না ; কেন না সংস্কৃত লিপিতে সংস্কৃত শব্দ পাইলে কেহই প্রাকৃত অপভ্রংশ ব্যবহার করিবে না। এতৎপরবর্ত্তী

বাসীদিগকে, সকলকেই যথাযোগ্য সম্মাননা পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছেন, বুঝাইতেছেন, ও আদেশ করিতেছেন। ২৮

আপনারা ইহা অবগত হইবেন ; এই ভূমি, বাড়ী, জমি, স্থল, জল, গোবাট, আবর্জ্জনা স্থান প্রভৃতিযুক্তা যথাসংস্থা, আপন সীমাস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃতা। ২৯

রাজ্ঞী রাজপুত্র রাণক রাজবল্লভ, অন্তঃপুররক্ষক প্রৌঢ়িকা,[৬২] হস্তিবন্ধ ও নৌকাবন্ধ কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তি, চৌরিত দ্রব্যোদ্ধরণকারী, দণ্ডকারী, দণ্ডপ্রয়োগকারী, ঔপরিকারিক,[৬৩] ঔৎখেটিক ছত্রবাস প্রভৃতি উপদ্রবকারিগণের প্রবেশাযোগ্যা। ৩০

কাণ্বশাখার কাপিলগোত্রপ্রদীপ কৃতী মালাধর ভট্ট ছিলেন ; তিনি বিদ্যা ও তপস্যাসম্পত্তি লব্ধ সম্যক বিবেকদ্বারা সমস্ত দোষ বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। ৩১

সেই পুণ্যাত্মার[৬৪] পুত্র দেবতাদের প্রিয় ক্ষণজন্মা দেবধর ছিলেন, যিনি অধ্বর্য্যুরূপে বৈদিক হোমকর্ম্ম যথাবিভাগ অনায়াসে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ৩২

কৃতবিদ্য সুগৃহীতনামা[৬৫] সেই মনস্বী গৃহস্থাশ্রম-লাভে তৎপর হইয়া, সূর্য্য উষাকালে প্রভাসহ যেমন ( সঙ্গত হন ) তদ্রূপ শামায়িকা সহ সঙ্গত হইয়াছিলেন। ৩৩

দিবস ও রজনীর ন্যায়[৬৬] ( পরস্পর ) প্রসক্ত ও অন্যোন্যসাপেক্ষ এই ( দম্পতী ) যুগল, বিশ্ব যেমন সূর্য্য হইতে আলোক পায়, সেইরূপ দোষবিনাশন পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। ৩৪

---

একটী বাক্যেও "রাজ্ঞী রাজপুত্র রাণক রাজবল্লভ" এইরূপ আছে। "রণে নিযুক্ত" অর্থে রাণক ইহা শ্রীযুক্ত ধীরেশ্বর কবিরত্ন মহাশয়ের মত। তাহা হইলে 'রাজপুত্র' ও 'রাজবল্লভের' মধ্যে ইহার সন্নিবেশহেতুতে রণকর্ম্মে নিযুক্ত জায়গীরদার ক্ষত্রিয় এইরূপ একটা কিছু অর্থ করা যাইতে পারে।

(৬২) প্রৌঢ়িকা অর্থ প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ; কিন্তু উপদ্রবকারীদের মধ্যে ইহাদের নাম কেন ? আমার বোধ হয় মহল্লক শব্দটির সঙ্গে প্রৌঢ়িকা শব্দের যোগ আছে ; অর্থাৎ 'মহল্লক প্রৌঢ়িকা এক শব্দ, অর্থ—রাজার অন্তঃপুর-রক্ষণ নিযুক্তা প্রৌঢ়বয়স্কা স্ত্রীলোক।

(৬৩) ঔপরিকারিক, ঔৎখেটিক ও ছত্রাবাস এই কয়টি শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝা গেল না। হর্ণলি সাহেব অনুবাদে লেখেন—(persons that may cause troubles on a account of) the realizing of tenants taxes and imposts, the providing of rooms for the Royal umbrella." ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনেও উপরিকর-নানানিমিত্তোৎখেটন" প্রভৃতি পীড়ার উল্লেখ আছে। সেই স্থলে হর্ণলি সাহেব লিখিয়াছেন Upari kara is a fiscal term : the rent or tax (kara) paid by an upari or tentant who does not reside or has no occupancy rights in the land. See Buhler's remarks in the Indian Antiquary. যাহা হউক এ বিষয়ে সাধারণ অভিধানগুলি নীরব ; অগত্যা হর্ণলি সাহেবের কথাই মানিয়া নিতে হইতেছে।

(৬৪) 'সুকৃতাত্মনঃ' শব্দটি হর্ণলি সাহেব দেবধরের বিশেষণ করিয়াছেন ; এবং অনুবাদ করিয়াছেন—Soul of good works.

(৬৫) ডাঃ হর্ণলি অনুবাদ করিয়াছেন—"(having) in due time taken a title" !

(৬৬) হর্ণলি সাহেব যে ইহা পড়িতে না পারিয়া ভুল করিয়াছেন। তাহা সংস্কৃত পাঠ বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি অনুবাদ করিয়াছেন—"Like the sun and moon" ( তাঁহার পাঠ "অহস্তু সোম" )।

কালে শিক্ষিত হইয়া সমস্ত শ্রুতি সম্যক্ ধারণ করিবে, অতএব পিতা কর্তৃক শ্রুতিধর এই নামে ( অভিহিত ) ইনি ভুবনে বিখ্যাত হইয়াছেন। ৩৫

গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক গৃহধর্ম্মকরণেচ্ছু ধর্ম্মপরায়ণ পণ্ডিত কথানিষ্ঠ[৬৭] সেই সাধু অর্থী হইয়া বিষুবৎ সময়ে[৬৮] সমাগত হইলেন। ৩৬

সেই ব্রাহ্মণকে আমি স্নান করিয়া সম্যক্ সমাহিত হইয়া (এই ভূমি ) দিলাম ; ইহার যাহা ফল তাহা পিতা মাতার এবং আমার পরলোকে যেন পাওয়া হয়। ৩৭

ইহার সীমা পূর্ব্বে কোপ্পা[৬৯] এবং গরু পারাপারের পথ। পূর্ব্ব-দক্ষিণে জাম ও বেলের গাছ। দক্ষিণে বড় আলি এবং সুবর্ণ বটের গাছ। দক্ষিণ-পশ্চিমে আম গাছ। পশ্চিমে বড় আলি এবং শিমুল গাছ। পশ্চিমোত্তরে বড় বটগাছ এবং দিদ্দেস জলাশয়। উত্তরে সেব-বাপীর অর্দ্ধাংশ। উত্তর পূর্ব্বে পুষ্করিণী এবং পাকুড় গাছ। ইতি সংবৎ দ্বাদশে।

তাম্রশাসনে উল্লিখিত স্থানের নামগুলি ( যথা হারুপ্পেশ্বর, দিজ্জিন্না, হেংসিবা এবং কোপ্পা, দিদ্দেস ও সেববাপী ) ঠিক তখন যে ভাবে উচ্চারিত হইত, তদ্রূপই দেওয়া হইয়াছে, এইগুলি সংস্কৃতীকরণের প্রয়াস হয় নাই। ইহা উত্তমই হইয়াছিল, কেন না সংস্কৃত করিলে তখনই অবোধ্য হইত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ইহাদের একটিরও চিহ্ন অধুনা পাওয়া যায় না। আসামের উপর দিয়া এক প্রবল বিপ্লব বাত্যা বহিয়া গিয়াছিল, সেই প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম নগর প্রভৃতিও এই বিপ্লবে উলটপালট হইয়া গিয়াছিল। এমন যে কামাখ্যা মহাপীঠ, তাহারও বিলোপ হইয়া গিয়াছিল—ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা বিশ্বসিংহনারায়ণ উহার আবিষ্কার করেন। থাকিবার মধ্যে এক লৌহিত্য নদ এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নগর ; এই উভয়ই বহু প্রাচীন সময় হইতে আজিও নামান্তরে বর্ত্তমান থাকিয়া আসামের সুপ্রাচীনত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

ফলকগুলির সঙ্গে গ্রথিত হাতিমার্কা যে সিলমোহরটি আছে, তাহাতে লেখা আছে "স্বস্তি শ্রীপ্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপান্বয়ে মহারাজাধিরাজ শ্রীবলবর্ম্মদেবঃ।"

এতদ্বারা এবং শাসনের শ্লোকাবলীদ্বারা সূচিত হইতেছে যে, বলবর্ম্মদেব প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপ নরক-ভগদত্তাদির বংশজ। হর্ণলি সাহেব কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধের শিরোনামে লিখিয়াছেন "The Nowgong Copper-plate grant of Balavarman of Prágjyotisha in Assam" অর্থাৎ তিনি বলবর্ম্মাকে প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিপতি মনে করিয়াছেন ; কিন্তু ইহা ভুল। প্রাগ্‌জ্যোতিষের প্রকৃত অধিপতির শীলমোহর ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনের সঙ্গে দেখা

(৬৭) কথানিষ্ঠ শব্দের অনুবাদে হর্ণলি সাহেব লিখেন—Skilled in sacred recitation.

(৬৮) বিষুবকাল দুইটি—এক আশ্বিনের শেষ দিন, অপর চৈত্রের শেষ দিবস। শ্রীযুক্ত ধীরেশ্বর কবিরত্ন শেষোক্ত সংক্রান্তিই অনুমান করেন, কেন না উত্তরায়ণ কাল বলিয়া দানাদিতে এই সংক্রান্তিই প্রশস্ত।

(৬৯) ডাঃ হর্ণলি বলেন ইহা 'কূপ' শব্দের অপভ্রংশ ; সংস্কৃত লিপিতে মূল সংস্কৃত শব্দ ছাড়িয়া অকারণ অপভ্রংশ কেন ব্যবহৃত হইবে কারণ দেখা যায় না। "বাপী" প্রভৃতি শব্দের বেলায় ত কোনও অপভ্রংশ দেখা যায় না।

গিয়াছে; তাহাতে আছে "স্বস্তি প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীমদিন্দ্রপাল-বর্ম্মদেবঃ।"

ফলতঃ যিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপ হইবেন, তিনি কেবল "প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপান্বয়ঃ" লিখিয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন কেন? বোধ হয়, তখন বিশাল কামরূপরাজ্য নরকবংশীয়গণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

ডাঃ হর্ণলি তাম্রশাসনের সময় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ইহার দুই শতাব্দী পরেও নরকভগদত্তাদির বংশধরেরা কামরূপে প্রভুত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তৎপরেই প্রাগুক্ত প্রবল বিপ্লব ঘটিয়াছিল। উহাতে সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু এই ক্ষুদ্র তাম্রশাসনখানি ভূগর্ভে লুক্কায়িত থাকিয়া অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে; তাই আজ আমরা কীর্ত্তিমান রাজা বলবর্ম্মার অন্ততঃ দানশৌণ্ডতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতে পারিলাম। তাঁহার ভূমিদান কেবল স্বর্গবাসের হেতুভূত হয় নাই—এতদ্বারা তিনি কিছুদিন এই মরজগতেও স্মরণীয় হইয়া রহিলেন।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

# বৌদ্ধ-ঘণ্টা ও তাম্রমুকুট।

আপনারা জানেন যে, নেপালে অর্দ্ধেক হিন্দু ও অর্দ্ধেক বৌদ্ধ। বৌদ্ধেরা কিন্তু অহিন্দু বলিলে বড়ই চটিয়া যায়। তাহারা বলে আমরাও হিন্দু, কিন্তু বোধমার্গী; নেপালের অন্য লোকেরা হিন্দু, কিন্তু তাহারা শিবমার্গী। সুতরাং বৌদ্ধদিগকে হিন্দু হইতে খারিজ করিবার উপায় নাই।

বৌদ্ধদের মধ্যে তিনটী ভাগ আছে। প্রথম ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাগের নাম বান্‌রা। ইহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাদেরই মধ্যে ধর্ম্মযাজক ও পুরোহিত। দ্বিতীয় দল উদাসী, ব্যবসা করে। ইহারাও খাঁটী বৌদ্ধ। তৃতীয় দলে ২৪ জাতি আছে; তাহারা বলে বৌদ্ধ, কিন্তু ব্রাহ্মণ দিয়াও অনেক কর্ম্ম করায় ও হিন্দুদের দেবদেবীরও পূজা করে।

বান্‌রারা নয় জাতি। ইহারা বিহারে বাস করে। কোন বিহারেই আর এখন অবিবাহিত বৌদ্ধ-ভিক্ষু দেখা যায় না। শুনিয়াছি, শেষ অবিবাহিত ভিক্ষু প্রায় আশী বৎসর হইল মরিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বিহারগুলি এখন বান্‌রাদের বাড়ী। এক বিহারে অনেক লোক হইলে তাহারা শাখা-বিহার তৈয়ারী করে, কিন্তু মূল বিহারেই তাহাদের ক্রিয়াকর্ম্ম হয়। নয় জাতি বান্‌রার মধ্যে সাত জাতি ধর্ম্মকর্ম্ম করে না, সেকরার কাজ করে, নকাসীর কাজ করে, টাকশালে কাজ করে, বন্দুকের নলি তৈয়ারী করে, ছুতারের কাজ করে ও কাঠের উপরে নক্সা করে। অপর দুই জাতির মধ্যে একটীর নাম ভিক্ষু ও অপরের নাম গুভাজু। ভিক্ষুরা ধর্ম্মকর্ম্মের যে সকল কাজ হাতে করিতে হয়, তাহাই করে; তাহারা ঠাকুর ছুঁইতে পারে, ঠাকুরের বেশ করায়, ঠাকুরকে এক ঠাঁই হইতে অন্য ঠাঁই লইয়া যায় ও ধর্ম্মকর্ম্মে গুভাজুদের সহায়তা করে। কিন্তু তাহারা পূজা করিতে পারে না, মন্ত্র-পাঠ করিতে পারে না, হোমও করিতে পারে না। অনেক ভিক্ষু অন্য কাজও করিয়া থাকে। গুভাজুরাই পূজা-পাঠ করে, হোম করে, অল্পবিস্তর লেখাপড়া শিখে, দুই একজন ভাল পণ্ডিতও হয়। কিন্তু বান্‌রারা সবই একজাতি; পরস্পর আহার-ব্যবহারও আছে, বিবাহও আছে। অন্য জাতির ভাত খাইলে ও অন্য জাতিতে বিবাহ করিলে বান্‌রাদিগের জাতি যায়।

বান্‌রাদিগের দীক্ষা আছে। পাঁচ বৎসর বয়সে মা ছেলেটীকে কোলে করিয়া মূল বিহারের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বান্‌রার নিকট লইয়া যায়, তাঁহার উপাধি স্থবির। মায়ের শিক্ষামত ছেলে বলে—"আমি নির্ম্মল শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমি ভিক্ষু হইব; আপনি আমাকে দীক্ষা দিন।" স্থবির বলেন "তুমি অতি ছেলেমানুষ, তুমি সেরূপ কঠোর করিতে পারিবে না। দীক্ষা লইলে তুমি মাছমাংস খাইতে পারিবে না, মদ খাইতে পারিবে না, তোমায় একবারমাত্র হবিষ্যি করিয়া থাকিতে হইবে, তুমি পারিবে কি?" ছেলে বলিবে, "পারিব বৈকি! এবংশে জন্মিয়া যদি বংশের ক্রিয়া করিতে না পারিলাম তবে কেনই জন্মিলাম।" এই কথা বলিলে পর ভিক্ষু একখানি রূপার ক্ষুর বাহির করিয়া তাহার মস্তকটী সম্পূর্ণরূপে

* মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই দুই দ্রব্য পরিষৎকে দান করিয়াছেন; পরিষদের—২য় মাসিক অধিবেশনে উহা প্রদর্শিত হয় এবং তদুপলক্ষে শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত এই বিবরণ সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত হয়।—পত্রিকা-সম্পাদক।

মুড়াইয়া দেয়, টিকিটী পর্য্যন্ত রাখা হয় না। তাহাদিগকে রীতিমত ভিক্ষুর দীক্ষা দেওয়া হয়। সে স্থবিহারে করে, স্থবিরের নিকট থাকে, বাড়ী যায় না, বুদ্ধ-ভগবানের নাম করে। পাঁচ সাত দিন এইরূপে গেলে, সে একদিন কাঁদিয়া বৃদ্ধ স্থবিরের নিকট উপস্থিত হয় ও বলে "এত কঠোর আমি জানিতাম না, আমি এত কঠোর করিতে পারিব না, আমাকে আবার সংসারে যাইতে দাও।" তখন স্থবির তাহার মুখে এক ভাঁড় মদ ও একটু শূকরের মাংস দিয়া তাহার মায়ের নিকট পাঠাইয়া দেয়। সকল বান্‌রাকেই এই দীক্ষা লইতে হয়। এই তাহাদের প্রথম দীক্ষা। আগে এই দীক্ষা যাবজ্জীবনের জন্য ছিল, এখন একটী সংস্কারের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু যে সকল গুভাজু রীতিমত ধর্ম্মযাজক হইতে চান, তাঁহাদিগকে আর একবার দীক্ষা লইতে হয়। এই দীক্ষা ১৭।১৮ বৎসরে হইয়া থাকে। নিয়মেই হউক, আর অনিয়মেই হউক, সন্তান হইলে এই দীক্ষা আর দেওয়া হয় না। দীক্ষার পূর্ব্বে সন্তান হইলে, গুভাজু পতিত হয় ও ভিক্ষু হইয়া যায়। সে অথবা তাহার বংশের অপর কেহই আর কখন গুভাজু হইতে পারে না। এইজন্য প্রায়ই বিবাহের পূর্ব্বে দীক্ষা দেওয়া হয়। এই দীক্ষায় পাঁচটা অভিষেকের দরকার হয়; প্রথম মুকুটাভিষেক, দ্বিতীয় বজ্রাভিষেক, তৃতীয় পুস্তকাভিষেক বা মন্ত্রাভিষেক, চতুর্থ ঘণ্টাভিষেক ও পঞ্চম সুরাভিষেক। পঞ্চ অভিষেকের:পর, যে গুভাজুর এই পাঁচ জিনিষ ব্যবহার করিবার অধিকার হয়, তাহাকে বজ্রাচার্য্য বলে। এই দীক্ষা হইয়া গেলে, গুভাজু ধর্ম্মযাজকের কাজ করিতে পারে, অন্য কাজও করিতে পারে। কিন্তু দীক্ষা চাই, নহিলে সে আর গুভাজু মধ্যে গণ্য হইবে না।

মুকুটাভিষেকের অর্থ, মাথায় মুকুট পরিবার অধিকার। মুকুটটী তামার, উহাতে অতি পাতলা সোণার পাত লাগান থাকে। মুকুটে পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি আছে ও মুকুটের মাথায় একটী বজ্রের অর্দ্ধেক আছে। পূর্ব্বে বোধ হয়, টুপী ও মুকুট স্বতন্ত্র ছিল। এখন দুইই তামার। তামার টুপীর পিছনে ঠিক যেন একটী দড়ির ফাঁস দিয়া বাঁধা আছে। যে মুকুটটী প্রদর্শন করা যাইতেছে, উহা নেপালী দশ শত উনিশ সালে তৈয়ারী ও ব্যবহার হইয়াছিল অর্থাৎ ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে।

বজ্রাভিষেক অর্থাৎ হাতে বজ্র ধরিবার অধিকার। বৌদ্ধ-বজ্র সকলেই দেখিয়াছেন; উহা আর বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই।

পুস্তকাভিষেক বা মন্ত্রাভিষেক অর্থাৎ ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িবার ও মন্ত্র উচ্চারণ করিবার অধিকার।

ঘণ্টাভিষেক অর্থাৎ বজ্রঘণ্টা ধারণের অধিকার। সম্মুখে যে ঘণ্টাটী রহিয়াছে, তাহার মাথায় অর্দ্ধবজ্র ও গায়ে যে কত বজ্র রহিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই।

সুরাভিষেক। বজ্রাচার্য্যেরা বলেন, এই অভিষেকে আগুনে ঘৃত দিবার অধিকার হয়। কিন্তু তাহা হইলে ইহার নাম সুরাভিষেক হইল কেন? ইহার উত্তর তাঁহারা দিতে পারেন না।

বজ্রাচার্য্যেরা এই পঞ্চালঙ্কারে ভূষিত হইয়া মন্দিরে পূজা-পাঠ করেন, বিবাহাদির সময় পৌরোহিত্য করেন এবং উৎসবাদিতে নেতৃত্ব করেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

# চিকিৎসাবিদ্যার পরিভাষা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৫শ বর্ষের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয় "বৈজ্ঞানিক পরিভাষা" নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধ-পাঠের পর তিনি সাহিত্য-পরিষদ্‌কে একখানি অতি জীর্ণ বৈজ্ঞানিক পরিভাষার পাণ্ডু-লিপি উপহার প্রদান করেন। উক্ত পাণ্ডুলিপি প্রবন্ধলেখক ও ৺আনন্দকৃষ্ণ বসু কর্ত্তৃক অনেকদিন পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। এই পাণ্ডুলিপি সম্পাদনের ভার পরিষদ্‌-সম্পাদক আমার উপর অর্পণ করেন। পাণ্ডুলিপিতে চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা প্রভৃতি নানাবিষয়-সম্বন্ধীয় পরিভাষা সঙ্কলিত আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে চিকিৎসাবিদ্যা-সম্বন্ধীয় পরিভাষা প্রদত্ত হইল। অন্যান্য পারিভাষিক শব্দ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৬ষ্ঠ ভাগে ( পৃঃ ২৮৫-২৯৭ ) শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কর্ত্তৃক সম্পাদিত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একটী পরিভাষা বাহির হইয়াছে। এই পরিভাষা Peter Breton নামক একজন চিকিৎসক দ্বারা সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই পূর্ব্ব-প্রকাশিত পরিভাষার সহিত বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রদত্ত শব্দগুলির সাদৃশ্য অনেকস্থলে আছে ও অনেকস্থলে নাই। সেইজন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধান্তর্বর্ত্তী যে সমস্ত পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে আছে, এই প্রবন্ধে তাহাদেরও উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাহাদের পশ্চাতে (ব্র) এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

## MEDICAL TERMS.

Abdomen—পক্বাশয়
Adeps—মাংসজ, মাংসসার, মাংসতেজ
Antimony—স্রোতোঽঞ্জন
Ancle—ঘুটি
Applying remedy to a wound—প্রতিসারণ
Apoplexy—অঙ্গবিকৃতি। অঙ্গবিকৃতি (ব্র)
Artery—জীবিতজ্ঞা। বায়ুবাহিনী, ধমনী (ব্র)
Backbone—কশেরুকা
Bilious humour—পলাগ্নি
Bleeding—অসৃক্‌স্রাব, অসৃগ্বিমোক্ষণ
Blood vessel—অসৃগ্বহা
Brain—মস্তলুঙ্গ। মস্তলুঙ্গ (ব্র)
Bridge of the nose—নাসাবংশ
Bubo (swelling of the groin)—বিদারি
Cartilage—তরুণাস্থি। কূর্চ্চা (ব্র)
Castor-oil tree—অমণ্ড
Catarrah—পীনস। প্রতিশ্যায় (ব্র)
Cavity of the abdomen—কুক্ষি
Cholic—পক্তিশূল। বাতশূল (ব্র)
Chyle—ভোজ্যসম্ভব, অন্নরস। ধাতুপ (ব্র)
Constipation—নিবন্ধ
Convulsion—ভূতগ্রহ
Cranium—কপিকমূল
Cutaneous disease—ত্বগ্রোগ, চর্ম্মদূ

Cutaneous eruption—ঘর্ম্মবিচর্চ্চিকা, পামন্, ঘামাচি
Diuretic—বস্তিশোধন। মূত্রল (ব্র)
Drink and meat, disease arising from—অরিষ (?)
Dropsy—জঠরাময়। জলোদর (ব্র)
Dysentery—আমাতিসার। রক্তাতিসার (ব্র)
Dyspepsia—পরিণামশূল, তীক্ষ্ণাগ্নি, আময়াবিত্ত
Epidemic, pestilence—মড়ক
*Epilepsy*—গ্রহাময়। অপস্মার (ব্র)
Epistaxis—নিবন্ধ, আনাহ, অস্রপিত্ত
Eruption on the face peculiar to youth—যুবগণ্ড
Evacuation of any natural excrements—নির্হার
Fetid ulceration of the ear—পূতিকর্ণক
Fistula or sinous sore—নালীব্রণ
Flatulence—অলসক। উদাবর্ত্ত, বায়ুদগম (ব্র)
Flatulence with pain or vomitting *after eating*—পরিণামশূল
Glyster—বস্তি (?)
Gristle—তরুণাস্থি। কূর্চ্চা (ব্র)
Groin of women—নাভিল। বঙ্ক্ষণ (ব্র)
Gum—দন্তমাংস। দন্তবেষ্ট (ব্র)
Gum boil—দন্তার্ব্বুদ। দ্বিজব্রণ (ব্র)
Gutta Serena—তিমির
Hæmorrhage—অস্রপিত্ত। রক্তপ্রবাহ (ব্র)
Hæmorrhoid (piles)—অর্শ, অর্শস্
Hæling—প্রতিসর।
Hemicrania—অর্দ্ধাবভেদক। অর্দ্ধকপালী (ব্র)
Hemiplegea—অর্দিত (?)
Hemiplegea (Palsy)—ভঙ্গ

Herpes—পামন্
Herpetic eruption—দদ্রু
Human skull—ভগাল
Imperfect chyme—আমরস
Intumescence of the abdomen—অলসক
Intumescence of the bowels—পক্তিশূল
Inflammation of the ciliary glands—উপনাহ
Itch—কচ্ছু, কণ্ডু। পামা, কণ্ডুতি (ব্র)
Jaundice—পাণ্ডুক বা পাণ্ডুল। কামলা, কমলবন্ধ, পাণ্ডুরোগ (ব্র)
Juice or essence of the body lymph—অস্থকর
Left hypochondriac region—প্লবং বা স্থবং (?)
Liniment, ointment—উপদেহ। স্নেহন (ব্র)
Lungs—ফুস্ফুস। ফুস্ফুস্ (ব্র)
Marrow—দেহসার
Menorrhagia or prolapsis uteri and affection of the vulva—যৌন্তর্শ। যৌন্তর্শস্ (ব্র)
Nerve, vein, tendon, artery—শিরা
Nose, disease of the—আহক
Pain of the wound or sore—ব্রণবেদনা
Pealing of the skin—ত্বক্‌পরিস্ফুটন
Piles—অর্শ, অর্শস্। অর্শ, অর্শস্ (ব্র)
Phlegmetic—বলাস
Plaster—উপনাহ
Pledget—বিবেসিক (?)
Plexus of vessels—সিরাজাল
Pustular and phlegmonoid inflammation of the skin or external organs—পনস (?)
Refrigerant—নির্ব্বাপণ। শীতলকর (ব্র)

Rheum of the eye—দূষিকা।
নেত্রমল (ব্র)
Rheumatism—উরুস্তম্ভ। বাত,
গ্রন্থিবাত (ব্র)
Rheumatism affecting the loins—গৃধ্রসী
Rib—পার্শ্বাস্থি। পার্শ্বাস্থি (ব্র)
Scab—পামন্। পর্পটী (ব্র)
Scorching—পরিদহন
Scratch—কচ্ছু, কণ্ডু
Secretion—দূষিকা। রস (ব্র)
Septum of scrotum—মহাবীজা
Serum—অসৃক্কর
Serum of the flesh—মাংসজ,
মাংসসার, মাংসতেজ
Sharp pain in the perinoeum and lower part of the abdomen—তূণী
Sinus—অবটি
Sinus, fistular one—গতি
Small intestine—গ্রহণী
Sore—ত্বক্ কণ্ডুরা। ক্ষত (ব্র)
Spasm of the chest—পার্শ্বশূল
Spasmodic cholera—বিসূচিকা
Specks on the eye—পুষ্পক
Sponginess of the gum—পরিদর
Stomach—পক্বাশয়। পক্বাশয় (ব্র)
Stitch—পার্শ্বশূল
Stricture of urethra—নিরুদ্ধ প্রকাশ
Suppress of urine—নিবদ্ধ
Suppression of natural evacuation—অপ্রবৃত্তি
Suppuration of the joints—পূজাসন
Surgery—আস্ত্রীবিদ্যা
Suture of the skull—সেবনী।
সেবনী (ব্র)
Swelling of the belly—আধ্মান
Swelling of the feet in elephantisis—অলস
Syringe—বস্তি
Tarter of the teeth—কপালিকা
Tendon, nerve, fibre—বস্নসা,
বাহিক। শিরা (ব্র)
Tendon of the trapeizum muscle—গ্রীবা
Tertian ague—তৃতীয়ক জ্বর
Throat, disease of the—গলাঙ্কুর
Tonic—অগ্নিদ। পক্বাশয়বলদ (ব্র)
Total blindness—তিমির
Tubular vessel of the body—ধমনী
Tympanites—অলসক
Umbilical cord—গর্ভনাড়ী, নাভিনাড়ী
Ulceration of the scrotum—
বৃষণকচ্ছু
Unguent—অভ্যঞ্জ
Uterus—ধর
Venisection—শিরামান
Vessels diffusing vital warmth
—গ্রহণী
White of the eye—বিস্ময়।
নেত্রশ্বেতভাগ (ব্র)
Womb—ধর। গর্ভাধান, গর্ভস্থান,
কুক্ষি (ব্র)
Wound—ত্বক্ কণ্ডুরা।

# তর্পণদীঘির তাম্রশাসন।

খৃষ্টীয় ১৮৭৫ অব্দে দিনাজপুর জেলায় তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ওয়েষ্টমেকট সাহেব (J. V. Westmacott) উক্ত জেলায় তর্পণদীঘি গ্রামে আবিষ্কৃত একখানি তাম্রশাসনের পাঠ এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা সেনবংশীয় বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন দেবের তাম্রশাসন। ইহার পূর্ব্বে লক্ষ্মণসেন দেবের কোনও খোদিতলিপি বা তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয় নাই; সুতরাং ওয়েষ্টমেকট সাহেবের প্রবন্ধ প্রকাশ হইলে, দেশে বিশেষ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও সরকারী প্রত্নতত্ত্ববিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ সার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম এই নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন উপলক্ষ করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সেনরাজগণের কালনিরূপণ সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ চলিয়াছিল। সে সকল এখন অতীতের কথা, কারণ এই ৩৫ বৎসরের মধ্যে সেনরাজগণের অনেক তাম্রশাসন ও খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে ও প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মত সকল খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত ওয়েষ্টমেকট সাহেবের প্রবন্ধের সহিত খোদিতলিপির দুইখানি হস্তাঙ্কিত চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এপর্য্যন্ত যথারীতি প্রতিলিপিসম্বলিত কোনও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই। এখন জানা যাইতেছে যে, তাম্রশাসনখানি সার উইলিয়ম লেফ্লিমিং রবিনসন্ (Sir William Lefleming Robinson Bart) নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ইংরাজের সম্পত্তি। শ্রীযুক্ত ওয়েষ্টমেকট সাহেব রবিনসন্ সাহেবের নিকট হইতে প্রকাশার্থ ইহা চাহিয়া লইয়াছিলেন। এতদিন তাম্রশাসনখানি রবিনসন্ সাহেবের গ্লষ্টারসায়রস্থ নিজ বাটীতে ছিল (Hillesley House, Wotton-under-Edge, Gloucestershire) অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সার আরনেষ্ট রবিনসন্ (Sir Ernest Robinson Bart) তাম্রশাসনখানি বিক্রয়ার্থ কলিকাতায় আনিয়াছিলেন, কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই তাম্রশাসনখানি ক্রয় করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রদান করিয়াছেন। পরিষদের সংগ্রহশাখায় ক্রমে লক্ষ্মণসেনের দুইখানি তাম্রশাসন সঞ্চিত হইল। এসিয়াটিক সোসাইটীর সংগৃহীত তাম্রশাসনগুলির মধ্যে লক্ষ্মণসেনের একখানিমাত্র তাম্রশাসন আছে। পূর্ব্বে কলিকাতার জমীদার ৺কানাইলাল ঠাকুর বাখরগঞ্জ জেলার ইদিলপুর নামক গ্রামে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেন দেবের পুত্র কেশবসেন দেবের তাম্রশাসন এসিয়াটিক্ সোসাইটীতে প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আর এখন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এবং বোধ হয় চুরি হইয়া গিয়াছে। এপর্য্যন্ত সেনরাজগণের নিম্নলিখিত খোদিতলিপিগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে :—

(১) গোদাগাড়ীর খোদিতলিপি, ইহা রাজসাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার অন্তর্গত দেওপাড়া গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল[১]।

---

(১) Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol XXXIV, Part I. p. 128-154, Ephigraphica Indica. vol. I. p. 305-315,

(২) তর্পণদীঘিতে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেন দেবের তাম্রশাসন,[২] ইহা এই দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হইতেছে।

(৩) চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত জয়নগর গ্রামে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেন দেবের তাম্রশাসন। ইহা ৺রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব" নামক গ্রন্থের শেষভাগে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার প্রতিলিপি-সম্বলিত উদ্ধৃত পাঠ অদ্যাপি কেহ প্রকাশ করেন নাই ও ইহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না।

(৪) আনুলিয়া গ্রামে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেন দেবের তাম্রশাসন। ইহা বিক্রয়ার্থ রাণাঘাট থানার অন্তর্গত আনুলিয়া গ্রাম হইতে মালদহ ইংরাজবাজারে প্রেরিত হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর চেষ্টায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ক্রয় করিয়াছেন। তাঁহার অনুগ্রহে ইহা এক্ষণে পরিষদের সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী "ঐতিহাসিক চিত্রে" ইহার পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন ও পরে শ্রীযুক্ত মৈত্রেয় মহাশয় এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রিকায় তাম্রশাসনখানি প্রকাশ করিয়াছেন।[৩]

(৫) মাধাইনগর গ্রামের নিকটবর্ত্তী নিমগাছী জঙ্গলে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনদেবের তাম্রশাসন।—পাবনার সরকারী উকিল শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় "ঐতিহাসিক চিত্রে" ইহার পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি ইহা চিত্রসহ এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।[৪]

(৬) বাখরগঞ্জ জেলায় ইদিলপুর গ্রামে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনদেবের তাম্রশাসন।—মূল তাম্রশাসন অভাবে শ্রীযুক্ত প্রিন্সেপ সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত ফলক হইতে যতদূর সম্ভব পাঠ উদ্ধার করিয়া সম্প্রতি প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইতেছে।[৫]

(৭) মদনপাড়গ্রামে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেন দেবের পুত্র বিশ্বরূপদেবের তাম্রশাসন।[৬]

এই সমস্ত খোদিতলিপি হইতে ও বর্ত্তমান কালের ঐতিহাসিক চর্চ্চার ফল হইতে বঙ্গীয় সেনরাজগণ সম্বন্ধে যাহা গিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি।[৭]

খোদিত লিপিটী একখানি তাম্রফলকের উপরে উৎকীর্ণ এবং উহা দৈর্ঘে ১৩ ইঞ্চি ও প্রস্থে ১১॥০ ইঞ্চি। খোদিত লিপির উপরিভাগে প্রায় দশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থান আছে ও ইহাতে কীলকবদ্ধ একটী দশভুজমূর্ত্তি আছে। পূর্ব্বে মাধাইনগরের তাম্রশাসন প্রকাশকালে আমি

---

(২) Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. XLIV. 1875. Part I p. 11.

(৩) ঐতিহাসিক চিত্র (প্রথম পর্য্যায়) পৃঃ—২৮৭

Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. 1900 Part I. p. 61.

(৪) ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম বর্ষ, পৃঃ—৩৩১—J. A. S. B. Vol V. P. 467

(৫) J. A. S. B. Vol VII. Part II. p. 43., Epigraphia Indica Vol X.

(৬) J. A. S. B. Vol. 1896. Part I. p. 6

(৭) বঙ্গদর্শন—নবপর্য্যায় ১৩১৬—পৃঃ ৫৭১।

বঙ্গের সেনরাজগণের মুদ্রার (শীলমোহরের) কথা বলিয়াছি।[৮] মালদহের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী "ঐতিহাসিক চিত্রে" আনুলিয়া তাম্রশাসন প্রকাশকালে সেনরাজগণের মুদ্রা-সম্বন্ধে কয়েকটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা করিয়াছেন। ইদিলপুরের তাম্রশাসনে "সদাশিবমুদ্রয়া মুদ্রিত" কথাটী পাওয়া যায়। ইহা হইতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রমাণ করেন যে, সেনরাজগণের তাম্রশাসনের মুদ্রায় মূর্ত্তি সম্ভবতঃ সদাশিবের মূর্ত্তি, তিনি মহানির্ব্বাণতন্ত্রে সদাশিবের ধ্যান পাইয়া তাহার সহিত উক্ত দশভুজমূর্ত্তি মিলাইয়া দেখিয়াছেন।"

তর্পণদীঘির তাম্রশাসনের প্রথম সাতটী শ্লোক আনুলিয়ার তাম্রশাসনের প্রথম শ্লোকগুলির সহিত মিলিয়া যায়। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত মজিলপুর জয়নগরের তাম্রশাসনের প্রথম শ্লোকগুলিও তর্পণদীঘির তাম্রশাসনের প্রথমাংশের অনুরূপ। কেবল মাধাইনগরের তাম্রশাসনের কোন শ্লোকের সহিত এই তিনখানি তাম্রশাসনের কোন শ্লোক মিলে না। তাম্রশাসনখানি বিক্রমপুরের জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত এবং বরেন্দ্রভূমিতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির বেলহিষ্টিগ্রাম, ভরদ্বাজগোত্রীয় ঈশ্বরদেব শর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে প্রদানকালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। প্রদাতা বল্লালসেন দেবের পুত্র লক্ষ্মণসেন দেব এবং তিনি তাঁহার সপ্তম রাজ্যাঙ্কে এই গ্রাম দান করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনদেবের উপাধি "পরমেশ্বর পরমবৈষ্ণব পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ।" গ্রহীতা ঈশ্বরদেবশর্ম্মা সামবেদের কৌথুমশাখাধ্যায়ী ও তিনি হেমাশ্চরথ-মহাদানাচার্য্য উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। যথা :—

( ৪৩ পংক্তি ) সামবেদকৌথুমসখাচরণানুধ্যায়িনে হেমাশ্চর

( ৪৪ পংক্তি ) থ মহাদানাচার্য্য শ্রীঈশ্বরদেবশর্ম্মণে পুণ্যেঽহনি

কিন্তু নিম্নে ইহা বিভিন্ন প্রকারে লিখিত হইয়াছে :—

( ৪৬ পংক্তি ) পুণ্যযশোঽভিবৃদ্ধয়ে দত্ত হেমাশ্পদথ মহাদানে দাক্ষিণাত্যেনোৎসৃজ্য ইত্যাদি।

ঈশ্বরদেব শর্ম্মা ভরদ্বাজগোত্রীয়ব্রাহ্মণ, তাঁহার প্রবর ভারদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য। তিনি হুতাশন দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, মার্কণ্ডের দেবশর্ম্মার পৌত্র ও লক্ষ্মীধর দেবশর্ম্মার পুত্র। রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা অনুসারে ইহার পূর্ব্বেই কৌলিন্যপ্রথার অনুষ্ঠান হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর দেবশর্ম্মা কৌলিন্যাভিমানী নহেন। সেনরাজবংশের কোন তাম্রশাসনে কৌলীন্যপ্রথার কথা নাই, বল্লালসেনের পুত্র বা পৌত্রগণের রাজ্যকালে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের তাম্রশাসনবলে নিষ্কর ভূমি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই কৌলীন্যমর্য্যাদার দাবী রাখেন না।

প্রথম দুইটী শ্লোকে সেনবংশের আদিপুরুষ চন্দ্রের প্রশংসাবাদ আছে ও পরে সাতটী শ্লোকে সামন্তসেন হইতে লক্ষ্মণসেন পর্য্যন্ত সেনরাজগণের বংশপরিচয় আছে। এই তাম্রশাসনের দূতক সান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্ত ইনি আনুলিয়ার তাম্রশাসনেও দূতকরূপে উল্লিখিত আছেন। তাম্রশাসনে নিম্নলিখিত রাজপুরুষগণ উল্লিখিত আছেন :—

(৮) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—রঙ্গপুর-শাখা পৃঃ—১২৫।

রাজরাজন্যক, রাজ্ঞী, রাণক, রাজপুত্র, রাজামাত্য, পুরোহিত, মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ, মহাসান্ধি-বিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, মহামুদ্রাধিকৃত, অন্তরঙ্গ, বৃহদুপরিক, মহাক্ষপটলিক, মহাপ্রতীহার, মহাভোগিক, মহাপিলুপতি, মহাগণস্থ, দৌঃসাধিক, চৌরোদ্ধরণিক, নৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাদিব্যাপৃতক গৌল্মিক, দণ্ডপাশিক, দণ্ডনায়ক বিষয়পতি।

প্রদত্তভূমি হইতে বৎসরে পঞ্চাশৎ কপর্দ্দক করস্বরূপ রাজকোষে আসিত। ইহার চতুঃসীমা :—

পূর্ব্বে বুদ্ধবিহারীদেবতানিকর দেয়াম্মণ ভূম্যাটাবাপপূর্ব্বালীঃ সীমা। দক্ষিণে নিচড়হার পুষ্করিণী সীমা। পশ্চিমে নন্দীহরিপাকুণ্ডী সীমা। উত্তরে মোল্লাণখাড়ীসীমা।

লিখনকালে অনবধানপ্রযুক্ত অনেক ভ্রম হইয়াছে। যথা:—

( ৩৩ পংক্তি ) "বরেন্দ্র্যাং" স্থলে "বরেন্থান্।"

( ৪৬ পংক্তি ) "হেমাশ্চরথ" স্থানে "হেমাশ্পদথ।"

( ৫০ পংক্তি ) "বহুভির্বসুধা" লিখিতে "ধা" পড়িয়া গিয়াছিল, ইহা পরে পংক্তির উপর লিখিত হইয়াছে।

প্রথম পৃষ্ঠ ॥

(১) ও নমোনারায়ণায়॥ বিদ্যুদ্যত্রমণিদ্যুতিঃ ফণিপতের্ব্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং বা

(২) রি স্বর্গতরঙ্গিনী সিতশিরোমালা বলাকাবলিঃ ধ্যানাভ্যাস সমীরণোপনিহিতঃ

(৩) শ্রেয়োঽঙ্কুরোদ্ভূতয়ে ভূয়াদ্বঃ স ভবার্ত্তিতাপভিদুরঃ শম্ভোঃকপর্দ্দাম্বুদঃ ॥ আ

(৪) নন্দোঽম্বুনিধৌ চকোরনিকরে দুঃখাচ্ছিদা আত্যন্তিকী কহ্লারে হতমোহতা

(৫) রতিপতাবেকোঽহমেবেতিধীঃ। যস্বামী অমৃতাত্মনঃ সমুদয়ন্ত্যাশুপ্রকা

(৬) শাজ্জগত্যস্তে ধ্যানপরম্পরাপরিণতং জ্যোতিস্তদাস্তাম্মুদে ॥ সেবাবন

(৭) ম্র নৃপকোটীকিরীটরোচিরম্বুল্লসৎ পদনখদ্যুতিবলরীভিঃ। তেজো

(৮) বিষোজ্জ্বমুষো দ্বিষতামভুবন ভূমীভুজঃ স্ফুটমথৌষধিনাথ বং

(৯) শে ॥ আকৌমারবিকস্বরৈর্দ্দিশিদিশি প্রস্যন্দিভিঃর্দোর্যশঃ প্রালেয়ৈররিরা

(১০) জ বক্তূনলিনম্লানীঃ সমুন্মীলয়ন্হেমন্তঃ স্ফুটমেয়সেনজননক্ষেত্রো

(১১) য পুণ্যাবলীশালিশ্লাঘ্যবিপাকপীবরগুণস্তেষামভূদ্ বংশজঃ ॥ যদীয়ৈর

(১২) দ্যাপি প্রচিতভুজতেজঃ সহচরৈর্যশোভিঃ শোভন্তেপরিধিপরি

(১৩) নদ্ধাইবদিশঃ। ততঃকাঞ্চীলীলাচতুরচতুরম্ভোধিলহরী পরীতোর্ব্বী

(১৪) ভর্ত্তাজনি বিজয়সেনঃ সবিজয়ী ॥ প্রত্যুহঃকলিসম্পদামনলসোবেদা

(১৫) য়নৈকাধ্বগঃ সংগ্রামশ্রিতজঙ্গমাকৃতিরভূদ্ বল্লালসেনস্ততঃ। যশ্চেতোম।

(১৬) য়মেব শৌর্য্যবিজয়ীদস্তোষধং তত্ক্ষণাদক্ষীণারচয়াঞ্চকার বশগাঃ

(১৭) স্বস্মিন্‌পবেষাংশ্রিয়ঃ ॥ সস্তু ক্তান্যদিগঙ্গনাগণ গুণাভোগপ্রলোভাদ্দিশা
(১৮) মীশৈরংশসমর্পণেন ঘটিতস্তত্তত প্রভাবক্ষ্টৈঃ দোরুষ্মক্ষপি
(১৯) তারিসঙ্গররসোরাজন্যধর্ম্মাশ্রয়ঃ শ্রীমলক্ষ্মণসেনভূপতিরতঃ সৌ
(২০) জন্যসীমাজনিঃ ॥ শশ্বদ্বন্ধভয়াদ্বিমুক্ত বিষয়াস্তন্মাত্রনিষ্ঠীকৃতস্বান্তা যা
(২১) স্তু কথমনাম রিপবস্তস্য প্রয়োগাল্লযম্ যৈরাত্ম প্রতিবিম্বিতেপিনিয়তস্তত্রেপি
(২২) চক্ষুতৃণেপ্যবৈক্ষেন যতস্ততোহপিস পরোদেবঃ পরংবীক্ষ্যতে ॥ স খলু শ্রী বিক্র
(২৩) মপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাত্ মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লালসেন
(২৪) দেবপাদানুধ্যাত পরমেশ্বর পরমবৈষ্ণবপরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ
(২৫) শ্রীমলক্ষ্মণসেনদেবঃ কুশলী।　সমুপাগতাশেষরাজরাজন্যক রাজ্ঞী
(২৬) রাণকরাজপুত্র রাজামাত্য পুরোহিত মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাসান্ধিবিগ্রহি
(২৭) ক মহাসেনাপতি মহামুদ্রাধিকৃত আন্তরঙ্গ বৃহদদৃপরিক মহাক্ষপটলিক

দ্বিতীয় পৃষ্ঠ।

(২৮) মহাপ্রতীহারমহাভোগিকমহাপীলুপতিমহাগণস্কদৌঃসাধিক চৌরো
(২৯) দ্ধরণিক নৌবলাহস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাদিব্যাপৃতক গৌল্মিক দণ্ডপাশি
(৩০) কদণ্ডনায়কবিষয়পত্যাদীন্ অন্যাংশ্চসকলরাজপাদোপজীবিনোঽধ্যক্ষপ্র
(৩১) চারোক্তানিহাকীর্ত্তিতান্ চট্টভট্টজাতীয়ান্ জনপদান্ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণান ব্রা
(৩২) হ্মণোত্তরান্ যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমদিশতি চ মতম
(৩৩) স্তু ভবতাং যথা শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি বরেন্দ্রান্ পূর্ব্বে বুদ্ধ-
বিহারীদেব
(৩৪) তানিকর দেয়াম্মণভুম্যাঢাবাপ পূর্ব্বালিঃ সীমা দক্ষিণে নিচডহার পু
(৩৫) স্করিণী সীমা পশ্চিমে নন্দিহরিপাকুণ্ডী সীমা উত্তরে মোল্লাণখাড়ী সীমাই
(৩৬) ত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নস্তত্রত্যদেশ ব্যবহার সীমানলিনদেব গোপথান্তসারভনক্তিঃ
(৩৭) পঞ্চোম্মানাধিক বিংশত্যুত্তরাঢাবাপ শতৈকাত্মকঃ সংবৎসরেণ কপর্দ্দকপু
(৩৮) রাণসার্দ্ধশতৈকোৎপত্তিকো বেলহিষ্টীগ্রামীয়ভূভাগঃ সসাটবিটপঃ
(৩৯) সজলস্থলঃ সগর্ত্তোষরঃ সগুবাকনারিকেলঃ সহৃদশাপরাধঃ পরি
(৪০) হৃত সর্ব্বপীড়োঽচট্টভট্টপ্রবেশোঽকিঞ্চিৎ প্রগ্রাহ্যতৃণযুতিগোচর
(৪১) পর্য্যন্তঃ হুতাশনদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় মার্কণ্ডেয় দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় শ্রী
(৪২) ঈশ্বরদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় ভারদ্বাজ সগোত্রায় ভারদ্বাজ আঙ্গিরস
(৪৩) বার্হস্পত্যপ্রবরায় সামবেদ কৌথুমশাখাচরণানুষ্ঠায়িনে হেমাশ্চর

(৪৪) থ মহামহানাচার্য্য শ্রীঈশ্বরদেবশর্ম্মণে পুণ্যেহহনিবিধিবদুদক পূ
(৪৫) র্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণভট্টারকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ
(৪৬) পুণ্যোযশোহভিবৃদ্ধয়ে হস্তহেমাশ্বরথ মহাদানে দক্ষিণাত্বেনোৎসৃজ্য আ
(৪৭) চন্দ্রার্ক ক্ষিতিসমকালং যাবত্ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্র
(৪৮) দত্তোহস্মাভিঃ ॥ তদ্ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যম্। ভাবিভিরপি নৃপতি
(৪৯) ভিরপহরণে নরকপাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ পালনীয়ম্। ভ
(৫০) বন্তিচাত্রধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ বহুভির্বসুধাদত্তা রাজভিঃসগরাদিভিঃ
(৫১) যস্য যস্য যদাভূমিস্তস্যতস্যতদাফলম্ ॥ ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্ণাতি
যশ্চ ভূমিং প্রয
(৫২) চ্ছতি উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ ॥ স্বদত্তাং
পরদত্তাম্বা যো হরে
(৫৩) ত বসুন্ধরাম্ স বিষ্ঠায়াং(ং)কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিস্সহ পচ্যতি ॥ ইতি কমলদল
(৫৪) ম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্যমনুষ্যজীবিতঞ্চ সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধান
(৫৫) হি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ ॥ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনো
নারায়ণদত্তসান্ধিবিগ্রহিক
(৫৬) ইহঈশ্বরশাসনদানে দূতং ব্যধত্ত নরনাথঃ ॥ সং ৭ ভাদ্রদিনে ৩। শ্রীনিমহাসাংনি

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

# দলবদ্ধ উদ্ভিদের সাহায্য-বিনিময়

( ১ )

ঝোপে এবং জঙ্গলে দলে দলে বিবিধ জাতীয় উদ্ভিদ্ ঠাসাঠাসি হইয়া বাস করে। গোচারণ ভূমির ঘাসের মধ্যেও খুঁজিলে বিভিন্ন জাতীয় বহুসংখ্যক উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়।

দলবদ্ধ উদ্ভিদ্গণ শুধু পরস্পরের সহিত বিবাদ করিতেছে, অধিকাংশ উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিত এইরূপ বুঝাইয়াছেন। ঐ সকল উদ্ভিদ্ সেই সামান্য স্থানের মধ্যে মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও রৌদ্রের জন্য পরস্পরের সহিত ভীষণ জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। এই জীবন-সংগ্রামে যাহারা প্রবল উদ্ভিদ্ তাহারাই জয়লাভ করে, যাহারা দুর্ব্বল তাহাদের বিনাশ ঘটিয়া থাকে।

এই দলবদ্ধ উদ্ভিদ্-সমাজ যে অনেকটা দলবদ্ধ মানব-সমাজ বা জীব-সমাজেরই অনুরূপ, একটী সামান্য ঘটনায় আমার এরূপ ধারণা জন্মিয়াছে। সমাজবদ্ধ মানুষ একপক্ষে পরস্পরের সহিত যেরূপ প্রতিযোগিতা করে, পক্ষান্তরে পরস্পরকে তেমনি সাহায্যও করে। দলবদ্ধ উদ্ভিদ্ ভূমি, জল ও রৌদ্র লইয়া পরস্পরের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেও পরস্পরকে সাহায্য-দান করে। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া থাকে বলিয়া, বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে সহজেই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় ও অন্যান্য সুবিধাও লাভ করে।

আমি কলিকাতায় একটী বাটীর ছাদে বীজ হইতে কতকগুলি উদ্ভিদ্ উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু প্রায় একমাস ধরিয়া সে চেষ্টা বিফল হয়। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, সেই স্থানের নিকটে বহুসংখ্যক চড়ুই পাখী বাস করিত। বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইলেই চড়ুই পাখীগুলি আসিয়া অঙ্কুরগুলিকে খুঁটিয়া ফেলিত। অতঃপর টবগুলিতে কতকগুলি বীজের পরিবর্ত্তে ফুলের গাছ লাগাইয়া দেওয়া হইল। এবারেও দেখা গেল যে, গাঁদা, দোপাটী, অপরাজিতা প্রভৃতি কয়েকটী ফুলের গাছকে চড়ুই পাখীরা খাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিল। তাহারা কোন কোন গাছের কচি কুঁড়িগুলি খাইয়া ফেলিত, কোন কোন গাছের পাতাগুলি খাইয়া ফেলিত। পাতা বা কুঁড়ি খাইতে গিয়া অনেক সময় তাহারা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া গাছটীকে শীঘ্র শীঘ্র বিনষ্ট করিত। তুলসী, পাথরকুচি, বেলা, দশবাই-চণ্ডী, রজনীগন্ধা, হাড়যোড়া, তেকাটাসিজ প্রভৃতি কতকগুলি গাছের তাহারা কোনও অনিষ্ট করে নাই। ঐ সকল গাছের পত্রাদির (১) তীব্রগন্ধ, (২) তিক্তাস্বাদ, (৩) কঠিনত্ব বা (৪) বিষাক্ত পদার্থ গাছগুলিকে রক্ষা করিয়াছিল।

দুর্ব্বল উদ্ভিদ্গুলিকে রক্ষা করিবার জন্য সমস্ত টবগুলিকে একত্র রাখিয়া দেওয়া হইল। গাছে গাছে ঠেকিতে লাগিল। কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝা গেল যে, চড়ুই পাখী আর তাহাদিগকে উত্যক্ত করিতেছে না। সম্ভবতঃ তাহারা ভিন্ন ভিন্ন গাছ ভাল করিয়া চিনিতে

পারে না। একত্র থাকায় তাহাদের পরস্পরের গন্ধ অনেকটা মিলিয়া গিয়াছে। একবার ভ্রমক্রমে তিক্ত গাছের পাতার আস্বাদ লইয়া, সম্ভবতঃ তাহারা আর সে স্থানের অন্য কোন গাছকেই খাইতে আইসে নাই।

পরবর্ত্তী পর্য্যবেক্ষণেও দেখা গেল যে, দলবদ্ধ উদ্ভিদ্ পরস্পর হইতে নিম্নলিখিত রূপ উপকার প্রাপ্ত হয়।

(১) লতানে গাছগুলি তাহাদের আশ্রয় সহজেই প্রাপ্ত হয়। যে উদ্ভিদের উপর লতা আরোহণ করে, তাহার যে পূরাপূরি অসুবিধাই হয়, এমন নহে। লতার তিক্ত (যেমন গুলঞ্চ) বিষাক্ত আটাযুক্ত (যেমন ছাগলবাটী) পত্র বা কণ্টকিত দেহ ও পত্র (যেমন চুপড়ী আলু জাতীয় কয়েকবিধ লতা) আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ্কে অন্য পশুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। লতার দ্বারা উদ্ভিদের চারিদিকে যে দুর্ভেদ্য জাল নির্ম্মিত হয়, তাহাও উদ্ভিদ্‌টীকে অনেক সময়ে রক্ষা করে।

(২) গবাদি পশুর চলিবার সময় বা মাঠের মধ্যে শুইবার সময় অনেক ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ তাহাদের খুরের আঘাতে ও গাত্রের চাপে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু উদ্ভিদ্‌গণ যেই একত্র হইয়া ঝোপ নির্ম্মাণ করিয়াছে, সেই সময় হইতে আর গবাদি পশু তাহাদের নিকটে সহজে গমন করে না; এজন্য ঝোপের অনেক উদ্ভিদ্ নিস্তার পায়।

(৩) ঝোপে, তিক্ত, বিষাক্ত, কণ্টকিত ও তীব্রগন্ধযুক্ত উদ্ভিদের সহিত মিলিয়া অনেক দুর্ব্বল উদ্ভিদ্ আত্মরক্ষা করে।

(৪) ঝোপের বাহিরের উদ্ভিদ্‌গণই বহিঃশত্রুর আক্রমণের বেগ সহ্য করে, তাহারা বিনষ্ট হইলেও ঝোপের ভিতরের উদ্ভিদ্‌গণ নিরাপদে থাকে।

(৫) এদেশের তীব্র গ্রীষ্মের সময় মাঠে, ঝোপের উদ্ভিদ্‌গণ অন্য সকল ছড়ান উদ্ভিদের অপেক্ষা উত্তাপ হইতে ভালরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারে। কারণ বহুসংখ্যক উদ্ভিদ্ একত্র থাকা নিবন্ধন ঝোপের নিকটে উত্তাপ খুব প্রখর হইতে পারে না এবং ঐ স্থানের বাতাস প্রচুর জলীয় বাষ্পযুক্ত বলিয়া প্রত্যেক উদ্ভিদ্ হইতে অধিক মাত্রায় জল বাহির হইয়া যাইতে পারে না।

(৬) অনেক উদ্ভিদের বীজ ঝোপের ভিতর তাপের সমতাবশতঃ ও ঐস্থানের মাটী অধিককাল আর্দ্র থাকে বলিয়া সহজেই অঙ্কুরিত হইতে পারে।

(৭) ঐরূপ স্থলে উদ্ভিদাঙ্কুরগুলি সহজেই শত্রু-হস্ত হইতে রক্ষা পায়।

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

# বঙ্গভাষার ক্রিয়াপদ

বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম উদ্দেশ্য। সময়ে সময়ে পরিভাষা-সঙ্কলনের ব্যবস্থা করিয়া পরিষৎ বিশেষভাবে সেই উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা-ভাষার দীনতার দিনে এরূপ চেষ্টার যে এখনও যথেষ্ট আবশ্যক আছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। ভাব-প্রকাশই যদি ভাষার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিবার মূল সূত্রটী অনুসন্ধান করিবার জন্য আমাদিগকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইবে না। বাঙ্গালা-ভাষাকে ভাব-প্রকাশের উপযোগী করিয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিলেই, ইহার প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধিসাধন করা হইবে। ব্যক্তি-বিশেষকে পুস্তক-প্রকাশে সহায়তা করিলে এবং অন্য প্রকারে বঙ্গ-সাহিত্যকে উৎসাহ প্রদান করিলে, ভাষার যথেষ্ট কল্যাণ-সাধন করা হয়, সত্য; কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের বিদ্বন্মণ্ডলীর সমবেত যত্নে যদি বঙ্গভাষা মনোভাবের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্রমগুলি সহজে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেই এ ভাষার প্রকৃত উন্নতি হইবে।

মনোভাব সকল জাতির মধ্যেই বিবর্ত্তনশীল। মানবজাতির আদিম অবস্থায় এই ভাব-ভাণ্ডার অতি ক্ষুদ্র ও নিতান্ত সংকীর্ণ ছিল। এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ব্বর ও বালকদিগের মনোভাব প্রকাশের পক্ষে অল্পসংখ্যক কথাই যথেষ্ট। মনোবৃত্তি যতই স্ফুরিত হইতে থাকে, ততই নূতন নূতন মনোভাবের আবির্ভাব অনুভব করিতে পারা যায় এবং ভাষাও ততই পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। যে সকল নিত্য নূতন ভাব-সম্পদ্ মনুষ্যের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনকে বিচিত্র ও সরস করিয়া তুলে, ভাষা তাহাকেই শব্দের বন্ধনে বাঁধিয়া সম্পদ্‌যুক্ত ও উপকারক্ষম হয়। ইহাই একটী জীবন্ত এবং একটী মৃত ভাষার মধ্যে প্রধান প্রভেদ। মৃত ভাষার স্রোত বহুদিন হইতে রুদ্ধ হইয়া হইয়া ক্রমে আবিল ও শুষ্ক হইয়া উঠে। তাহাতে আর নূতন ভাবের জোয়ার ভাঁটা খেলে না। জীবন্ত ভাষার সহস্র ত্রুটি সত্ত্বেও একটী বিশেষ গুণ এই যে, উন্নতিশীল একটী জাতির নানা নূতন ভাব ও বেদনার মধ্য দিয়া সে আপন পথ উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করিয়া লয়। যেখানেই ভাবরাজ্যের সজীবতা আছে, যেখানেই মনোবৃত্তি সকল নূতন নূতন দিকে প্রবাহিত হয়, সেখানেই ভাষা তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া সমৃদ্ধ ও পল্লবিত হইয়া উঠে। ইংরেজিভাষায় এজন্য কত নূতন শব্দের সমাবেশ হইতেছে, কত পুরাতন শব্দ নূতন আকার ধারণ করিতেছে, নূতন অর্থ গ্রহণ করিতেছে; এমনই করিয়া ভাষা পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এই মনোভাব-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যেমন নূতন শব্দের অভাব অনুভূত হইতেছে, তেমনি গ্রীক, লাটিন, ফরাসী, জর্ম্মাণ হইতে বহু শব্দ আসিয়া ইংরেজি ভাষার কলেবর বর্দ্ধিত করিতেছে। বস্তুতঃ ইহাই জীবন্ত ভাষার লক্ষণ।

আমাদের জাতীয় জীবন নানা শক্তির সংঘর্ষে চলিষ্ণু ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এই জীব-

নের প্রথম উন্মেষেই আমরা যে অভাব বোধ করিয়াছিলাম, তাহা হইতেই বঙ্গভাষার বর্ত্তমান আকার ও প্রণালী জন্মলাভ করিয়াছে। আর একবার একটা প্রবল আঘাতে যখন বাঙ্গালীর জীবন সাড়া দিয়াছিল, তখন সেই নূতন ভাবের প্রবল বন্যায় বৈষ্ণব-সাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রভাবে বাঙ্গালীর জীবনে যে এক ভাব-বিপ্লব ঘটিয়াছিল, তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংসর্গে আসিয়া আমাদের মনোভাবের রাজ্যে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, নূতন নূতন ভাব-প্রকাশের জন্য যে নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহারই ফলে বঙ্গভাষার স্রোত ফিরিয়াছে। এই নূতন ভাব-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ভাষা যেন কোনও প্রকারেই আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। অভাব হইতেই চেষ্টার উৎপত্তি। কাজেই ভাষার উপযোগিতা বৃদ্ধি করিবার জন্য আমাদিগকে নানা উপায় অবলম্বন করিতে হইতেছে। অনেক স্থলে ভাষার পক্ষে এই রক্ষণশীলতার অভাব নিন্দনীয় এবং উপহাসাস্পদ হইতেছে। অনেকে মনে করেন যে, আধুনিক বাঙ্গালা ইংরেজির ছাঁচে গঠিত এবং ইংরেজীর গন্ধে পরিপূর্ণ। যাঁহারা সংস্কৃতাভিমানী, তাঁহারা বঙ্গভাষাকে সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃতের পরিচ্ছদে সজ্জিত দেখিতে চাহেন। কোথায়ও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে, সে উচ্ছৃঙ্খলতা ইহাঁরা মার্জ্জনা করিতে চাহেন না।

এ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্কের পরিণাম যাহাই হউক, বঙ্গভাষা যে নিয়মের এ নিগড় ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অতি স্বাভাবিক ও অব্যাহত গতি লাভ করিতেছে, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। রক্ষণশীলতা যতই ক্ষুণ্ণ হউক না কেন, জীবন্ত বস্তু মাত্রেই নিয়মের অতিরিক্ত আর একটা শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, সে শক্তি কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীন ও অসংযত। যেখানে এই স্বাধীন আত্মবিকাশের অভাব, যেখানে নিয়মের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সমস্ত দেহ অবশ ও অবসন্ন, সেখানেই জীবনের অভাব। নিয়মের বাঁধাবাঁধি কেবল জড়েরই ধর্ম্ম, সুতরাং ভাষার প্রবাহকে বাঁধিয়া তাহার উন্নতিসাধন করা অসম্ভব।

ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যে সকল জটিল তত্ত্বের অবতারণা হইয়াছে, তাহার আলোচনা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের বহির্ভূত হইলেও বোধ হয় এ টী কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বেদনা অথবা অনুভূতি হইতেই ভাষা জন্ম। উষার আ কের প্রথম সমাগম-জনিত হর্ষে পক্ষিকুল কলরব করিয়া উঠে। সন্ধ্যার অন্ধকারে পথভ্রান্ত পক্ষী যখন বিরল নীলাম্বরে উচ্চরব করিয়া উঠে, তখন তাহার মধ্যে ভীতি ও নৈরাশ্যের ভাব বর্ত্তমান থাকে। শিশুর হর্ষরোল ও কাতর ক্রন্দন তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তির অগ্রদূত স্বরূপ। আমি একটী শিশুর কথা জানি, সে তিন বৎসর বয়সেও কথা কহিতে পারিত না দেখিয়া, সকলে মনে করিয়াছিল সে বোবা হইবে। একদিন প্রভাতে ঝড়ের মধ্যে বজ্রপতন-শব্দে তাহার প্রথম বাক্য নিঃসৃত হইয়াছিল। বেদনার সহিত ভাষার যে অতি নিকট সম্বন্ধ আছে, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

মানুষের মন যত পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়, ততই আমাদের অনুভূতির মধ্যেও বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। মানুষের আদিম অবস্থার সহজ অনুভূতি-দুঃখ স্নেহ প্রভৃতি ক্রমশঃ নানা আকার

ধারণ করে। একই দুঃখ নানা বিভাগ ও উপবিভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। একই বেদ নানা অবস্থার মধ্যে নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। আশাহতের দুঃখ, রুগ্নের দুঃখ, দরিদ্রের দুঃখ, অপমানিতের দুঃখ, পতিতের দুঃখ, কৃতজ্ঞের দুঃখ, অকৃতজ্ঞের অনুতাপ এ সকল দুঃখেরই নামান্তর বটে ; কিন্তু অনুভূতির বৈচিত্র্যবশতঃ ইহাদিগকে বিভিন্ন প্রকারের বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হয় না। মনের পরিণতি অনুসারে অনুভূতির এই প্রকার-ভেদ দেখা দিয়া থাকে। এখন এই বেদনা-বৈচিত্র্যের ফলে ভাষারও বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে। যেখানে মানসিক বৈচিত্র্যের অভাব, সেখানে ভাষার দীনতা অনুভূত হয় না। বেদনা বা অনুভূতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্তরগুলি যেমন দেখা দিতে থাকে, তেমনি নূতন নূতন শব্দের প্রয়োজন হয়।

একটী অতি সাধারণ দৃষ্টান্তের দ্বারা কথাটী বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। শারীরিক যন্ত্রণা অনেক রকমের আছে। তাহাদের এত প্রকারভেদ যে, আমরা অনেক সময়ে নূতন নূতন কথা আবিষ্কার করিয়াও তাহাদের পরস্পরের প্রভেদ বুঝাইতে পারিয়া উঠি না। কোন সময়ে ব্যথাটী দপ্ দপ্ করে, কখনও চিন্ চিন্ করে, কখনও টিপ্ টিপ্ করে, টন্ টন্ করে ইত্যাদি। মানসিক ব্যাপারেও আমরা এইরূপ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া থাকি, প্রাণের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে থাকে, মনের মধ্যে খাঁ খাঁ করে, ভয়ে মন টিপ্ টিপ্ করে, রাগে গা গিশ্ গিশ্ করে। অনেকে বলিবেন, এ গুলি ভাষার অনুকরণ-প্রভবতার (Onomatopoeic origin) উদাহরণ। যেরূপেই এ শব্দগুলির জন্ম হইয়া থাকুক, আমি এই উদাহরণগুলির দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি যে, মনোবৃত্তি যখন প্রসারলাভ করিতে থাকে, তখন নূতন শব্দ-প্রয়োগের অভাব বোধ করা স্বাভাবিক।

এই যে শব্দগুলির কথা বলিলাম, এ গুলিকে ভাষা হইতে তাড়াইয়া কেবল সুসংস্কৃত, পরিমার্জ্জিত, বৈচিত্র্যবিহীন শব্দগুলি ব্যবহার করিলে ভাষাকে খঞ্জ করিয়া ফেলা হয়। দুঃখের বৈচিত্র্য-বোধক শব্দগুলিকে নির্ব্বাসিত করিয়া শিষ্ট প্রয়োগের সাহায্য লইলে, বলিতে হইবে—আমি বেদনা (ব্যথা, বা দুঃখ) অনুভব করিতেছি। একগুঁয়ে ছেলের 'একগুঁয়েমি' জানাইতে হইলে 'ক্রোধ' বা 'রোষ' করিলে চলিবে না। আপনাদের ব্যবহারে যখন আমি 'বাধিত' হইলাম, তখন 'অনুগৃহীত' বা 'কৃতজ্ঞ' বলিলে একটু 'বাড়াবাড়ি' দেখায়। সেরূপ বলিলে ভাল 'মানায়'ও না। যে কথাটী আমরা 'মোলায়েম' বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি, তাহাকে আর শত চেষ্টাতেও মসৃণ বা কোমল করা যাইবে না। ভিন্ন ভিন্ন ভাবের আবির্ভাবে যে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সৃষ্টি হয়, তাহা অসংখ্য উদাহরণ দ্বারা বুঝান যাইতে পারে।

ক্রিয়াপদের বেলায়ই আমরা বিশেষভাবে এই সত্যটী উপলব্ধি করিয়া থাকি, চাহিতে চাহিতে চক্ষু যখন ঠিক্‌রাইয়া যায়, মন যখন হঠাৎ ছাঁৎকাইয়া উঠে, আকাশে যখন ঝিলিক্ দেয়, পা যখন পিছ্‌লাইয়া যায়, বালকেরা যখন ভ্যাঙ্‌চাইতে থাকে, তখন আমরা ঠিক প্রত্যক্ষভাবে এমন কতকগুলি বস্তুর বা মনোভাবের পরিচয় পাই, যাহা অন্য কোনও শব্দের দ্বারা এমন করিয়া বুঝান কঠিন।

অনেকে হয়ত বলিবেন যে, যে কথা সকলেই স্বীকার করে, তাহা এত বিস্তৃতভাবে বলিবার কি প্রয়োজন আছে ? আমার বক্তব্য এই যে, আমরা এখনও এ কথাটী ভাল করিয়া স্বীকার করিয়া উঠিতে পারি নাই। মনোভাবের অতি সূক্ষ্ম ও নিবিড় স্তরগুলির জন্য যে সকল শব্দ আমাদের ভাষার মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে, আমরা সে গুলিকে সাধারণতঃ অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা ও সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকি, আমরা সে শব্দগুলিকে ব্যবহার না করিতে পারিলেই যেন বাঁচি। এখনও এই সকল শব্দের ব্যবহারকে অনেকে শিষ্ট-প্রয়োগ মনে করেন না। আমার বক্তব্য এই যে, যতদিন এই বৈচিত্র্যবোধক বিভিন্ন শব্দগুলিকে ভাষা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ না করিতেছে, ততদিন ভাষার দীনতা ঘুচিতেছে না। কেহ কেহ হয়ত মনে করিবেন যে, আমি বাঙ্গালা-ভাষায় যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিতে উদ্যত হইয়াছি। আমার এই প্রস্তাব তাঁহারা অবজ্ঞার সহিত প্রত্যাখ্যান করিবেন এমনও সম্ভাবনা আছে; কিন্তু যেখানে যথার্থ ভাবিবার বিষয় আছে, যেখানে একটী অতি গুরুতর স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে, সেখানে মৌন হইয়া থাকিলে কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করা হয় মাত্র। আজ যাঁহারা বঙ্গভাষার গঠনে সহায়তা করিতেছেন, তাঁহাদের দায়িত্ব যে সুদূর ভবিষ্যতে প্রসারিত হইবে, তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

মনোভাব বিভিন্ন দিকে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেই, ভাষার অভাব অনুভূত হইতে থাকে। ইহা হইতেই পরিভাষার উৎপত্তি। কুম্ভকার তাহার ব্যবসায়ের উপাদান, যন্ত্র ও ক্রিয়াকলাপের স্বতন্ত্রভাবে নামকরণ করিয়াছে, সেখানে সে সাধারণ ভাষার অপেক্ষা রাখে নাই। এইরূপ তন্তুবায়, কর্ম্মকার, মৎস্যজীবি তাহাদের স্ব স্ব প্রয়োজন অনুসারে কতকগুলি শব্দ সৃষ্টি করিয়া লয়—সে গুলি তাহাদের পারিভাষিক শব্দ। বাহিরের জগৎ তাহার বড় খোঁজখবর রাখে না ;—রাখিলে ভাল হইত, ভাষার অবয়ব পূর্ণ হইত। ইংরেজি-সাহিত্যে এইরূপ বহুসংখ্যক শব্দের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও শব্দ নৌচালনা হইতে, কোন শব্দ এঞ্জিনের ক্রিয়া হইতে, কোনও শব্দ বা মাছ ধরা হইতে লওয়া। এইরূপ পরিভাষা হইতে শব্দ-সংকলন করিয়া শব্দের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে হয়। এখানে সাধুভাষাকেই আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিলে চলিবে না। একটু নীচে নামিয়া যদি অভীষ্ট শব্দ আহরণ করিতে হয়, তাহাতে ভাষার সম্মানহানির কোন সম্ভাবনাই নাই।

সংস্কৃত-শব্দ পরিত্যাগ করিয়া আমরা চলিত ভাষা হইতে যে শব্দ সংগ্রহ করিয়া থাকি, তাহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। ভালবাসা এইরূপ একটী শব্দ। অনধিকার চর্চ্চা হইলেও এই ভালবাসা লইয়া আমি দু'চারিটী কথা বলিব। ভালবাসা শব্দটী প্রেম ও প্রীতির স্থান অধিকার করিয়া তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিবার উদ্যোগ করিয়াছে। "ভালবাসা" বলিলে হৃদয়ের যে কোমল পরদায় ঝঙ্কার উঠে, প্রেম ও প্রীতিতে যেন আর তাহা হয় না। বৈষ্ণব-কবিদিগের মধ্যে "ভালবাসা" কথাটীর প্রয়োগ বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। পরিষদের একজন ছাত্র-সভ্য আমাকে জানাইয়াছেন যে, চণ্ডীদাসে একস্থলে আছে ;—

"গোকুল নগরে, আমার বন্ধুরে
সবাই ভালবাসে।"

আমি কিন্তু এ পদটীর সন্ধান এ পর্য্যন্ত পাই নাই। বৈষ্ণব-কবিরা প্রায়ই প্রেম ও প্রীতি (পিরীতি) শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন ;—

"কালিয়া প্রেমের মধু"—চণ্ডীদাস।

"কেবা নিরমিল প্রেম সরোবর
নিরমল তার জল।"—চণ্ডীদাস

"আমিত দুঃখিনী, কুলকলঙ্কিনী
হইনু করিয়া প্রীত।"—ঐ

"আপন সুখেতে যে করে পিরীতি
তাহারে বাসিব পর।"

প্রেম ও প্রীতির উদাহরণ বেশী দিবার প্রয়োজন নাই, কারণ বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই সাধারণ অথচ সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় মনোবৃত্তিটীর যেরূপ বিশ্লেষণ আছে, তাহা পৃথিবীর অন্য কোনও সাহিত্যে আছে কিনা সন্দেহ। এখন প্রশ্ন এই যে, ভালবাসা শব্দটী কোন শুভ বা অশুভ মুহূর্ত্তে বঙ্গ-সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়া এমন সার্ব্বভৌম প্রতাপ লাভ করিল? পিরীতি এখন অশ্লীল হইয়া পড়িয়াছে, পিরীতের ত কথাই নাই। "প্রীতি" এখন অন্যদিকে পসার করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেম কিছু গম্ভীর, স্থির ও বিরল; ভালবাসা তরল, চঞ্চল ও অজস্র, কিন্তু এই "ভালবাসা" যে দুইটী শব্দ হইতে উৎপন্ন তাহা আমরা একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছি। 'ভাল' শব্দটী হিন্দী হইতে বা অন্য কোথায়ও হইতে আসিয়া ভাল বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে। 'বাসি' শব্দটীও এখন 'বাসি' হইয়া গিয়াছে; ইহাকে আধুনিক বঙ্গভাষায় আর দেখিতে পাই না। আমার বোধ হয় "বাসনা" কথাটী এই "বাসা" শব্দ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে—"বাসা"র তিরোধান হওয়ায় আমরা বাসনার জন্মকথা ভুলিয়া গিয়াছি। কোন কোন প্রদেশে "বাসি" শব্দটী স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরিষদের একজন ছাত্র-সভ্য আমাকে লিখিয়াছিলেন যে, বিক্রমপুর অঞ্চলের সম্ভাষণে "কেমন বসতে আছেন?" শুনা গিয়া থাকে। আমাদের দেশে (যশোর) নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে "বাসি" এই শব্দের পৃথক্ ব্যবহার যেন শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয়। বৈষ্ণবকবিদিগের মধ্যে "বাসি" শব্দের স্বতন্ত্র প্রয়োগ অনেক দেখিতে পাওয়া যায় ;—

"তোমরা মোরে, ডাকিয়া শুধাও না প্রাণ আনচান বাসি।"—চণ্ডীদাস

"সে শ্যামনাগর গুণের সাগর কেমন বাসিব পর।"—ঐ

"কে সাজাল হেন সাজে হেরি বাসি দুখ।"—ঐ

"পরাণ অধিক বাসে।"—ঐ

"কহিতে বাসি যে ভয়।"—ঐ

এখনও পরিহাসচ্ছলে আমরা কখনও কখনও বলিয়া থাকি "মন্দ বাসি না।"

এতদ্ভিন্ন "বাসা" শব্দের সহিত আর আমাদের সাক্ষাৎ লাভ হয় না। ভাল এবং বাসার মধ্যে এমনই গভীর ভালবাসা যে, একের অস্তিত্বে অপরের অস্তিত্ব প্রায় মগ্ন হইয়া গিয়াছে। "ভাল" হিন্দু-পতির ন্যায় এখনও স্বাধীন, "বাসা" একেবারে শৃঙ্খলাবদ্ধ। কখনও কখনও "ভালবাসার" পশ্চাতে অথবা অতি নিকটে "বাসা" একটু স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া থাকে—কিন্তু সে স্বাধীনতা নামমাত্র। "ভালবাসি কি না বাসি মোরে সুধায়ো না।" আধুনিক বঙ্গীয় পদ্য ও গদ্যে যাঁহারা "ভালবাসা"কে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রামপ্রসাদ, নিধুবাবু প্রভৃতি অগ্রণী।

এইরূপ আরও কত শব্দ বঙ্গভাষায় আসিয়া আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারকে সম্পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতেছে। আমরা ক্রমশঃ-অভিব্যক্ত ভাবসকল প্রকাশ করিবার জন্য যতই ব্যগ্র হইব, ততই নূতন কথার সৃষ্টি হইবে, সেই সকল বৈচিত্র্যময় শব্দ পরিত্যাগ করিলে ভাষার দীনতাকে কেবল বদ্ধমূল করা হইবে। আমরা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে একথা স্বীকার করিয়া থাকি। কিন্তু আসল গোলযোগ উপস্থিত হয়, যখন আমরা কিছু লিখিতে যাই। তখনই আমরা প্রকৃতপক্ষে অনুভব করি যে, যেখানে ঠিক মনোভাব প্রকাশ করিবার পক্ষে একটী চলিত গ্রাম্য-শব্দ অধিকতর উপযোগী, সেখানে গ্রাম্যতার ভয়ে আমরা একটী সাধু শব্দ প্রয়োগ করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারি না। অনেক লেখক এইরূপ গ্রাম্য-শব্দ ব্যবহার করিয়া সমালোচকের ভ্রুকুটি সহ্য করিয়া থাকেন। আমার মনে হয়, বঙ্গ-সাহিত্যে এমন একটী সময় আসিয়াছে, যখন ভাষাকে ভাবপ্রকাশক্ষম করিয়া লইবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা উচিত।

ভাষার শক্তি-বৃদ্ধি করিতে হইলে, ক্রিয়াপদের প্রতি মনোযোগ করিতে হইবে। বস্তুর নাম এবং বস্তুর অংশসমূহের নাম, সে বস্তুজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া যায়। এইরূপ ভাবে যাবতীয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সৃষ্টি হয়; কিন্তু মনোভাবের সূক্ষ্মতা প্রকাশের জন্য যে পরিভাষা আবশ্যক, তাহা সংকলিত হইতেছে কই? চলিত শব্দ—বিশেষতঃ ক্রিয়াপদ হইতে আমাদিগকে এই শ্রেণীর পরিভাষা উদ্ধার করিতে হইবে; তাহাতে মাত্র সু-সংস্কৃত শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলে চলিব না। ক্রিয়াপদের কথা বিশেষ ভাবে বলিতেছি এইজন্য যে, ভাষার শক্তি-বিধানে ক্রিয়াপদগুলিই অধিকতর উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। ক্রিয়াপদের যেমন অর্থপ্রকাশিকা শক্তি আছে, এমন আর কোনও শব্দেরই নাই; কাজেই যত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রয়োজনের জন্য ক্রিয়াপদের সৃষ্টি হয়, ততই ভাষার শক্তি বৃদ্ধি হয়। ইংরেজিতে বিভিন্ন পশুর ডাক বুঝাইবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়; যেমন barking, bleating, hissing, neighing, roaring, braying, squeaking ইত্যাদি। বাঙ্গালা-ভাষায় গরু হাম্বারব করে, অশ্ব হ্রেষারব করে, সর্প ফোঁস্ ফোঁস্ করে, অন্যান্য পশু প্রায়ই ডাকে, রব করে অথবা চীৎকার করিয়াই ক্ষান্ত হয়। বলা বাহুল্য, এসকল জিনিষের প্রকৃত উপলব্ধি আমাদের নাই, কাজেই

শব্দ-ভাণ্ডার দরিদ্র। আকাশের বর্ণ-বৈচিত্র্য যখন নিপুণ শিল্পীর চক্ষে প্রতিভাত হয়, তখনই তাহার সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তনগুলি নাম ও সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। আমরা কেবল লাল নীলেতেই সন্তুষ্ট।

কতকগুলি ক্রিয়াপদ চলিত কথায় অনেক অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে—অনেক প্রয়োজন তাহারা সাধন করিয়া থাকে, সে সকল সূক্ষ্ম প্রয়োজন সেই সেই কথার দ্বারা যেমন সাধিত হয়, তেমন আর কোন কথার দ্বারা হয় না ; কিন্তু সাধু ভাষায় আমরা দুই একটী অর্থ ভিন্ন, অন্য অর্থের সাক্ষাৎ পাই না। আমি কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি ;—

( ১ ) লাগা—আরম্ভ করা অর্থে সাধু ভাষায় প্রয়োগ আছে—খাইতে লাগিল, করিতে লাগিল।

এই অর্থ টী আর একটু পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়া অন[illegible]ত কোনও কাজে প্রবৃত্ত থাকা অর্থে আমরা লাগা ব্যবহার করিয়া থাকি। যেমন—তিনি মাসিকপত্রখানা লইয়া লাগিয়াই আছেন।

একটু মন্দ অর্থে এই কথাটা ব্যবহার করিয়া বলি—শত্রু পিছনে লাগিয়াই আছে। এখানে কলহের ভাবটাই যেন বেশী আসে।

বিশেষ ভাবে প্রবৃত্ত হওয়া অর্থে লাগা এই শব্দের ব্যবহার আছে—কাজে লাগিয়া যাও। এই বিশেষ ভাবে প্রবৃত্ত হওয়ার মধ্যে যখন আবার প্রতিদ্ব[illegible]তার ভা[illegible]সিয়া পড়ে, তখন আবার লাগা পদটীর অর্থ কিঞ্চিৎ বদলাইয়া যায়। যথা—[illegible]ত এ[illegible]গ ; দুই পক্ষে তখন খুব লাগিয়া গেল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব আব[illegible]বর্জ্জি[illegible]হয়া, এই লাগা কথাতে প্রকাশিত হয়। যথা—জনসনের কাছে [illegible] অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমান হয় না।

এক অর্থে লাগা আটকাইয়া যাওয়া অথবা আঁটিয়া যাওয়া। যথা—টিকিট লাগিয়া গিয়াছে, আর উঠান যায় না। কাঠালের আঁশ দাঁতে লাগে। ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগে না।

আধ্যাত্মিক অর্থে এই লাগা নিবিষ্ট হওয়ার স্থলে ব্যবহৃত হয়। যথা—আপনাদের হয়ত এ বিষয়ে মন লাগিতেছে না। আটকাইয়া যাওয়া হইতে লাগার অর্থ বাধা প্রাপ্ত হওয়া—ইটে লাগিয়া (ঠেকিয়া) পড়িয়া গিয়াছি, জাহাজ চড়ায় লাগিয়াছে। লাগা প্রায় এই অর্থে সংলগ্ন হওয়া বুঝায়—এতক্ষণ পরে তরী তীরে লাগিয়াছে। ইহাই লগ্ ধাতুর প্রকৃত অর্থ। আর একটু সূক্ষ্ম অর্থে লাগা স্পর্শ মাত্র বুঝায়। যথা—বাতাস গায়ে লাগিতেছে না। ইহা হইতে লক্ষ্যস্পর্শ করাও বুঝায়। যেমন—তীরটা ঠিক লেগেছে।

প্রয়োজন হওয়া অর্থে লাগা কথার প্রয়োগ অনেক আছে। যথা—ষষ্ঠী পূজায় কি কি দ্রব্য লাগে। পূর্ব্ববঙ্গে ইহার বহুল প্রকার দৃষ্ট হয়—ব[illegible] লাগে, করার লাগে, খাওয়ার লাগে ইত্যাদি। "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল।" লাগিয়া অর্থ—জন্য, উদ্দেশ্যে, প্রয়োজনে। এরূপ প্রয়োগ কবিতার ভাষায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। চলিত কথায়ও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এই "লাগিয়া" কিরূপে নিষ্পন্ন হইল, তাহা বলা কঠিন। প্রয়োজন হওয়া অর্থ হইতে সঙ্গত হওয়া অর্থ আসিতে পারে, অথবা সঙ্গত হওয়া অর্থ হইতে প্রয়োজন হওয়া

অর্থ আসিয়া থাকিবে। সঙ্গত হওয়া, যথা—এ অর্থটা লাগিতেছে না। "ন লগতি" এরূপ সংস্কৃত প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাপ্ত হওয়া অর্থে "লাগা" এই শব্দের ব্যবহার অনেক দেখিতে পাওয়া যায়—ভঁাটা লাগিয়াছে, কড়ি কাঠে ঘুণ লাগিয়াছে। অমূর্ত্ত ( Abstract ) ভাবে—অমাবস্যা লাগিয়াছে, গ্রহণ লাগিয়াছে ইত্যাদি। প্রাপ্ত হওয়া অর্থ হইতে "অনুভূত হওয়া" আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যেমন—ক্ষুধা লাগে, মিষ্ট লাগে, ঝাল লাগে, ব্যথা লাগে ইত্যাদি। "ভাল লাগে", "মন্দ লাগে" এই অর্থেরই সগোত্র। অনুভূতির মধ্যে ব্যথাই আমাদিগকে বিশেষভাবে অভিভূত করে। এইজন্য "লাগিয়াছে" বলিতেই ব্যথা লাগিয়াছে বুঝায়। সুখবোধ বা ভাল লাগা এই অর্থে কেবল "লাগা" শব্দের প্রয়োগ বিরল হইলে , একেবারে অপ্রচলিত নহে—কথাটা মনে লাগিয়াছে, গানটী কাণে লাগিয়াছে। ( অর্থ—ভাল লাগিয়াছে) এই অর্থে "লাগা" পদটীকে ণিজন্ত করিয়া আমরা বলিয়া থাকি—তাক্ লাগাইয়াছে।

একটী বিশেষ অনুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য "লাগা" কথাটী ব্যবহৃত হইয়া থাকে ;—পাণ লাগিয়াছে, সুপারি লাগিয়াছে। বিষম (?) লাগিয়াছে—বোধ হয় এই শ্রেণীর প্রয়োগ। এই অর্থ প্রকাশ করিতে পারে, [illegible]মন আর এ[illegible]টী কথাও ভাষায় নাই।

লাগে = অনুভূত হয় [illegible] হা হই[illegible] এরূপ অর্থও হয়—এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া বোধ হয়। যথা—

সো[illegible] যুগ গিরি,
কনক মন্দির লাগে।"—চণ্ডীদাস।

এখানে লাগে, অর্থে ভ্রম হয়।

ভাল লাগে—সঙ্গত হয়, এই অর্থ হইতে একটী পারিভাষিক শব্দ পাওয়া যায়। যথা—ফাঁকা জায়গায় গান লাগে না অর্থাৎ গান জমিয়া উঠে না, এখানে ঠিক ভাল লাগে না এই অর্থ করিলে সুসঙ্গত হয় না।

একবার স্বাধীন ত্রিপুরায় আমাকে একজন সেই দেশীয় লোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"কর-তায়, (কর্ত্তা—সম্বোধন) যুতী বাবু আপনার কি লাগেন ?" অর্থাৎ সম্বন্ধে তিনি আপনার কে হন ? আমি শুনিয়াছি যে, এদিকেও নিম্নশ্রেণীর মধে[illegible] এই অর্থে "লাগা" শব্দের ব্যবহার হয়।

লাগে এই কথাটাকে ণিজ[illegible] করিয়া লাগান পদটী প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার দুইটী ভিন্ন অর্থ এস্থলে না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যথা—টাকা লাগান অর্থাৎ সুদে কর্জ্জ দেওয়া ; কথা লাগান—এই টাকা লাগানো জাতি কিনা [illegible]বলা যায় না। একজনের কথা আর একজনকে লাগান যাহার অভ্যাস, সে কুসীদ-ব্যবসায়ীর[illegible] অধম।

লাগা এই একটী ক্রিয়াপদের দ্বারা আমি দেখাইয়াছি যে, ক্রিয়াপদ আমাদের ভাষার কতখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রকৃতপক্ষে মনোবিকাশের সঙ্গে যদি ভাষারও বিকাশ এবং পরিণতি হইতে হয়, তবে ক্রিয়াপদগুলিকে সংগ্রহ করা এবং তাহাদের গতি নিরূপণ

করা আবশ্যক। বহুকালের ব্যবহারের দ্বারা　　ল ক্রিয়াপদের অর্থ ঘনীভূত হইয়া গিয়াছে, শুধু সেইগুলি ব্যবহার করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে　　অভাবমোচন হইবে না। আমাদে আলোচিত ক্রিয়াপদের অর্থগুলি হইতে ইহা উপলব্ধি　　থাকিবে　"লাগা" এই পদটীর দ্বারা যে বিবিধ প্রয়োজন সাধন করিয়া লইয়া থাকি, তাহা　　দ্বারা সম্ভব হয় না; কিন্তু সেই সকল স্থলে আমরা ভাষার বিশুদ্ধি-রক্ষা করিতে　, সেই সূক্ষ্ম ভাবগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া কতকগুলি চির-প্রচলিত শব্দের ব্যবহার করি　থাকি। ভাষার পক্ষে এরূপ প্রথা যে হিতজনক নহে, তাহাই এ প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করি　।

অবশ্য আমার উদ্দেশ্য এরূপ নহে যে, সর্ব্বপ্রকার গ্রাম্যতা দো　শ্রয় না দিলে ভাষার উন্নতি সাধিত হইবে না। ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে ক　কিন্তু যেখানে নূতন কথার দ্বারা বা চলিত কথার দ্বারা মনোভাবের সূক্ষ্মাংশগুলি (finer　s of thought) সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যায়, সেখানে কখনই সে সুযোগ পরিত্যাজ্য নহে।

আমি আর কয়েকটী ক্রিয়াপদের অর্থ-বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করিতেছি।

ফুটা—প্রস্ফুটিত হওয়া—যেমন ফুল ফোটে। এই ফোটার আর একটুকু সূক্ষ্ম অর্থ গ্রহণ করিলে আমরা "হাসি ফোটে", "জোছনা ফাটে" প্রভৃতি পদ প্রাপ্ত হই। ফুটার মধ্যে যে খোলার ভাব নিহিত আছে, তাহা হইতে আমরা "মুখ ফোটা" প্রভৃতি বাক্য প্রাপ্ত হই।

ফুটা—প্রকাশিত হওয়া। যেমন—কথা ফোটে, কাণ্　টিয়া উঠিয়াছে। ফুটা—শব্দ করা। তুড়ি ফোটে না, বন্দুক ফোটে। এই অর্থ হইতে　—ফুট ধরা (উষ্ণ হইবার সময় শব্দ করা)। যথা—জল ফুটে, ভাত ফুটে।

ফুটা—বিদ্ধ হওয়া। পায়ে কাঁটা ফুটে। আমার বোধ হয়, ইহা হইতেই ছিদ্র হইয়া যাওয়া এই অর্থ আসিয়াছে। যেমন—হাঁড়ি ফুটিয়া গিয়াছে।

পড়া—উচ্চারণ-ভেদে বা যতি-বৈষম্যে (Accents) ইংরেজি-ভাষায় যেমন অর্থ-বৈলক্ষণ্য ঘটে, বাঙ্গালায় সেরূপ প্রায় দেখিতে পাওয়া　না। পূর্ব্বে ইংরেজি ভাষায়ও এরূপ যতি-বৈষম্যের বাঁধাবাধি নিয়ম ছিল না। ইংরেজি-অ ভিধানে যে যতি-নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অতি আধুনিক। ইংরেজি-ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, বিভিন্ন শব্দাংশের উপর যতিপাত করিয়া কিরূপ অর্থ-পার্থক্য ঘটান যায়; কিন্তু বাঙ্গালা-ভাষা　সেরূপ দৃষ্টান্ত খুব বিরল। মন—মণ, কালা (বধির)—কালা (কৃষ্ণ), কাণা (অন্ধ)—　কলসীর কাণা) ইত্যাদি শব্দের মধ্যে যে একটু উচ্চারণ-বৈষম্য দেখিতে পাওয়া　, তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র। কিন্তু পড়া (পতিত হওয়া) এবং পড়া (পাঠ করা) এই দুইটী শব্দের উচ্চারণে বেশ যতি-বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ সুন্দর দৃষ্টান্ত আর আছে বলিয়া মনে হইতেছে না।

কোনও কোনও জেলায় 'কাপড় পরা' কে 'কাপর পড়া' এবং 'বই পড়া'কে 'বই পরা' হতে শুনা গিয়া থাকে। লিখিবার বেলাও এরূপ গোলযোগ ঘটিতে দেখিয়াছি। এই ড়য়োরভেদঃ" ভাষাতত্ত্ববিৎ অথবা শারীর-তত্ত্ববিদের আলোচ্য, তাহা বলা কঠিন।

পড়া = পতিত হওয়া = দুরবস্থাপন্ন হওয়া [illegible]কটা যেমন হঠাৎ উঠিয়াছিল, তেমনি হঠাৎ পড়িয়া গিয়াছে। জমি সম্বন্ধে উঠা এবং [illegible] শব্দ প্রযুক্ত হয়। সেখানে পড়া অর্থে কর্ষণ অথবা শস্যসম্বন্ধে মন্দ অবস্থাপন্ন বা খা[illegible]ওয়া। যেমন—জমিটা অনেক দিন পড়িয়া আছে (অর্থাৎ ফসল হয় না [illegible] ও স্থানে পতিত জমিকে "পড়া" বলে। পতনের স্থানচ্যুতি অর্থ হইতে "[illegible] বুঝায়—প্রায়শ্চিত্ত করিবার অর্থ নাই বলিয়া লোকটা পড়িয়া আছে, কেহ তার [illegible]তে খায় না। এ সকল গুলি অর্থেই "পতিত" শব্দের প্রয়োগ আছে।

পড়া অর্থ অবশিষ্ট [illegible]—যথা, আমিই শুধু পড়িয়া রহিলাম, অনেক যাত্রী পড়িয়া রহিল। এই অর্থ হ[illegible]কী থাকা এবং তাহা হইতে "লোকসান হওয়া" বুঝায়—অনেক গুলি টাকা পড়িয়া [illegible]রবারটায় লোকসান হইয়া গেল।

পড়া—আবদ্ধ [illegible] অর্থে ব্যবহৃত। যথা— জালে মাছ পড়েছে।

পড়া—পতিত হওয়া অর্থ হইতে কাহারও উপরে পড়া বা আক্রমণ করা বুঝায়। যথা—গরুর পালে বাঘ পড়িয়াছে, বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছে।

অমূর্ত্ত কতকগুলি জিনিষের সম্বন্ধে "পড়া" এই ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। যথা—আজ মাস পড়িয়াছে, সময় পড়িয়াছে খারাপ, যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, শীত পড়িয়াছে বেশ, গরম পড়িয়াছে খুব ইত্যাদি।

"মনে পড়ে"—এখানে [illegible] আসে।

"ঘুম পড়া" এবং "ঘুমা[illegible]পড়া" কথাটা সর্ব্বত্র প্রচলিত না হইলেও "ঘুম পাড়ানো" বোধ হয় সব দেশেই আছে। ঘুমাইলে অঙ্গের যে স্বাভাবিক অবস্থান হয়, তাহা হইতে ঘুম পড়া এবং ঘুম পাড়ান এই বাক্য-রীতি আসিয়া থাকিবে। কিন্তু সে অর্থ—শুইয়া পড়িবার অর্থ, এখন আর নাই। পড়া = রোগে শয্যাগত হওয়া, পতনের ভাব হইতেই আসিয়াছে।

একটী ছেলে সেরে উঠ্‌লো আর অমনি আ[illegible] একটী পড়্‌লো। টাকা "ফেলা" (পাতিত করা) অর্থ হইতে মূল্য হওয়া, খরচ হওয়া—অর্থ [illegible]াসিয়াছে—বাড়ীটাতে অনেক টাকা পড়িয়াছে, মাছটা কত পড়িয়াছে?

জলের স্রোত সম্বন্ধে "পড়া" শব্দটী ব্যবহৃত হয়—এইখানে স্রোত পড়িয়াছে, টান পড়িয়াছে, কানাল (প্রাদেশিক স্রোত—[illegible]দের ভাষা) পড়িয়াছে। এখানে পড়া = বহা।

লাগা বা ধরা অর্থেও পড়া[illegible]গ আছে—ঘায়ে পোকা পড়েছে, ছুরিতে মরিচা পড়েছে।

পড়্‌তা এই কথাটী পড়া হইতে নিশ্চয়ই আসিয়াছে। পাশার "দান" পড়া হইতে পড়্‌তা কথাটী অবস্থার উন্নতি জ্ঞাপন করে। তাস খেলা, বাণিজ্য প্রভৃতিতে পড়্‌তা পড়িয়া গেলে তাহার জয়, তাহার উন্নতি সর্ব্বত্র।

পড়া = খরচ করা অর্থ হইতে পড়্‌তা শব্দ পাওয়া যায়। জিনিষের পড়্‌তা, গড়পড়্‌তা ইত্যাদি।

লাগা এবং পড়ার ন্যায় "চলা" আর একটী সাধারণ অথচ অতি প্রয়োজনীয় ক্রিয়াপদ। গমন করা অর্থে "চলা" শব্দের প্রয়োগ বাঙ্গালা, হিন্দি এবং সংস্কৃতেও দেখিতে পাওয়া যায়। চলন-ভঙ্গির সৌন্দর্য্য হইতে ব্যবহারের উৎকর্ষ বুঝাইতে পারে। যথা—সে ভদ্রলোকের মধ্যে চলিতে জানে না।

প্রচলিত হওয়া অর্থে "চলা" শব্দ ব্যবহৃত হয়—কথাটা আজকাল চলিয়া গিয়াছে। সমাজে যখন একজন লোক "চলে", তখন "চলা" এমন একটী বিশেষ অর্থ প্রকটিত করে, যাহা প্রচলিত হওয়ারই জ্ঞাতি বলিয়া মনে হয়।

ব্যবহৃত হওয়া অর্থও ইহার কাছাকাছি। যথা—নিম্নশ্রেণীর লোকের জল চলে না—অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীরা ব্যবহার ( পান ) করেন না। আজকাল অনেকের নিষিদ্ধ পক্ষীও চলে।

সংসার যখন স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহিত হয়, তখন আমরা বলিয়া থাকি—আপনার আশীর্ব্বাদে একরূপ চলে। টাকা থাকিলেও লোক-অভাবে অনেক সময়ে সংসার ভাল চলে না।

এইরূপ আর একটী অর্থ পাওয়া যায়, যখন আমরা বলি—ওহে এক কাজ করিলে চলে না ? ক্রমাগত ভুল বুঝিলে চলে না।

একব্যক্তি বা বস্তুর অভাবে অন্য ব্যক্তি বা বস্তুর দ্বারা কাজ নির্ব্বাহ করিয়া লওয়া অর্থে সময়ে সময়ে চলা শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা—বেদানা পাওয়া গেল না, দালিমে চলিবে কি? নূতন লোক, চালাইয়া লইলে চলিবে।

ক্রমাগত কোনও কাজ করিয়া যাওয়া ( To continue ) অর্থে "চলা" কথাটী বড় সুন্দর প্রযুক্ত হয়—'চলুক চলুক নাচ, টলুক চরণ' ; বক্তৃতা চলুক, এর মধ্যে তিনি আসিয়া পড়িবেন ; কথা চালাইতে থাক, শেষে যাহা হয় একটা ঠিক হ'য়ে যাবে।

গমন করা হইতে গমনের দ্রুতত্ব, বাজনার দ্রুতত্ব বুঝাইতে কোনও কোনও স্থানে "চলা" ব্যবহার করিতে দেখা যায়—সন্ধ্যা হয়ে এল, একটু চলে' চল। বাজনাটা বড় ঠায় হচ্ছে, একটু চলে' যাক্ না।

গমনের চরম অর্থাৎ মৃত্যু বুঝাইতেও, আমরা কখনও কখনও বলি,—তিনি ত চলেছেন, যারা থাকবে তাদেরই কষ্ট।

ক্রোধবশতঃ যখন কাহাকেও বলা হয়—"চলে যাও" তখন "চলা" শুধু গমন করা বুঝায় না।

ধরা—কথাটীও আমাদের অনেক প্রয়োজন সাধন ক[illegible] থাকে। সাধারণতঃ ধরা = গ্রহণ করা। কাপড় খানা ধর,' ফল ধর। আবদ্ধ করা অর্থে "ধরা" শব্দের উদাহরণ—চোর ধরা, মাছ ধরা ইত্যাদি।

ধরা = নিবৃত্ত করা। লোকটাকে ধর, নহিলে সে তার ছেলেটাকে মেরে খুন করবে। এখানেও আবদ্ধ করার ভাবটা আছে।

দুই এক স্থলে আরম্ভ করা অর্থও পাওয়া যায়—গান ধর হে, নদীতে ভাঙ্গন ধরেছে।

ধারণ করা ( To support ) অর্থে ধরা—'সখি আমায় ধর ধর'।

ধারণ করিয়া পূর্ণ হওয়া অর্থে চলিত কথায় "ধরা" ব্যবহৃত হয়—হাঁড়িটায় দুই সের চাউল ধরে।

ধারণ করা অর্থ হইতে "থামা" অর্থ আসিয়া থাকিবে—বৃষ্টি ধরেছে, এখন যাওয়া যাক্।

সমান হওয়া—মিলিত হওয়া অর্থে আমরা ধরা ব্যবহার করি—ঘোড়াটী অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছিল, এই বার প্রায় ধরিয়া ফেলিয়াছে। তুমি আগে যাও, আমি তোমাকে পথে ধরিব।

ঔষধে ফল হইলে, আমরা বলি ঔষধ ধরিয়াছে। তাহা হইতে কথাটা ধরিয়াছে—অর্থাৎ কার্য্যকরী হইয়াছে।

গ্রহণ করা অর্থ হইতে বিশেষ ভাবে গ্রহণ করা বুঝাইতে পারে—ছেলের পড়াটা একবার ধর ত। কলিকাতার লোকে পূর্ব্ববঙ্গের কথা বড় ধরে ( দোষ ধরে )।

পায়ে ধরা বা হাতে ধরা হইতে অনুরোধ করা অর্থটী আসিয়া থাকিবে—আমাকে বড় ধরিয়া পড়িয়াছে, কিছু করিতেই হইবে।

গ্রহণ করা হইতে গণনা করা অর্থ সহজেই আসিতে পারে—বাড়ীর লোক ধরিলে, নিমন্ত্রণে লোকসংখ্যা দুই শতের কম হইবে না। তোমাকে ধরিতে ভুল হইয়াছে। হিসাব করা অর্থে কোথাও কোথাও ধরা ব্যবহৃত হয়—দামটা ধর ত।

ইহারই কাছাকাছি একটী অর্থ—নির্দ্ধারণ করা—ডাক্তার রোগ ধরিতে পারেন নাই।

একরূপ অনুভূতি (Sensation) বুঝাইতে আমরা "ধরা" ব্যবহার করি—ওল খেও না, ধরবে গলা। মাথা ধরা, খিল ধরা প্রভৃতিও অনুভূতিবোধক। এখানে বেদনাই প্রবল।

জ্বরে ধরা, আগুন ধরা প্রভৃতি বাক্যে "ধরা" অর্থ প্রাপ্ত হওয়া। ইহার মন্দ অর্থটুকু "ঐ ধরলে—" কথাতেই ব্যক্ত।

আগুন ধরা হইতে, "ধরা" অর্থেই ঈষৎ পুড়িয়া যাওয়া বুঝায়—পায়স একটু ধরে' গেছে। অনেক স্থলে সংক্ষেপের জন্য আমরা আগুন ধরা না বলিয়া শুধু "ধরা" বলিয়া থাকি—উনুন ধরেছে, তামাক ধরেছে।

"গান গেয়ে গেয়ে গলা ধরা গেছে" বলিতে 'ধরা' যে অর্থ প্রকাশ পায়, তাহা কোথা হইতে আসিল বলা কঠিন।

প্রাদেশিক ক্রিয়াপদের অর্থ-প্রকাশিকা শক্তির উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নলিখিত শব্দগুলি গ্রহণ করা যাইতে পারে ;—(দুধ) ছাঁকিয়া লও, চাউল ঢেঁকি দিয়া ছাঁটিয়া লইতে হয়, সে পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া গেল, বিদ্যুৎ লপাচ্ছে, ঝিলিক দিচ্ছে ( বা মারছে ), বালকেরা বুড়ীকে ক্ষ্যাপাইতে লাগিল, পা মচকিয়া বা মচ্‌কাইয়া গিয়াছে, ঝড়ে গাছ দোমরাইয়া ফেলিল, বকিয়া বকিয়া মাথা ধরিয়া গেল। এইরূপ চিম্‌টান' বা চিমটি কাটা, খামচান', ফুসলান' ( কুমন্ত্রণা দেওয়া ), হামলান' ( গাভী হামলাইতেছে ), মটকান' ( অঙ্গুলি মটকাইয়া অভিসম্পাত প্রদান করা ), গাজান' ( যেমন বন্ধুত্ব পাতান ), সটকান' ( বেমালুম সরিয়া পড়া ), পটকান' ( ধরিয়া

ফেলা (কোনও কোনও প্রদেশে পটকান অর্থে দুর্ব্বল হইয়া যাওয়া), লটকান' (ঘুড়িতে ঘুড়িতে লট্‌কে গিয়াছে), ঝলকান', ঝলসান', চমকান', ডিঙ্গান' (উল্লঙ্ঘন করা), গড়ান' (গতিবিশেষ), রগড়ান' ( ঘর্ষণ করা ), হাঁপান' (পরিশ্রান্ত হওয়ার প্রকার বিশেষ), ঘাঁটান' (উহাকে ঘাঁটাইও না ), ছটকান' ( ছিটকান—হঠাৎ স্থানভ্রষ্ট হওয়া ), ফস্‌কান', ভড়কান' ( নূতন যায়গায় অনেকে ভড়কে যায় ), কুড়ান' (কুড়াইয়া পাওয়া), সরান', তলান', (তলাইয়া যাওয়া), গুলান' ( কথাগুলি গুলিয়ে গেল ), ঘোলান' ( জল ঘোলা করা ), খেদান' ( তাড়াইয়া দেওয়া ), ঝিমান', শোধরান', ঘুরাণ' ( পাওনাদারকে ঘুরাণ' কাহারও কাহারও অভ্যাস আছে ) ইত্যাদি।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

---

* ছাত্র-সভ্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত বি এ, শ্রীযুক্ত রাখালদাস কাব্যতীর্থ ও শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ অনেকগুলি ক্রিয়াপদ ও তাহার প্রয়োগ সংগ্রহ করিয়াছেন।—প্রঃ লেখক।

# বর্ণতত্ত্বের পরিভাষা

**(Ethnological)**

Animal helper—রক্ষক ভূত

Animatism—জড়াত্ম বিশ্বাস

Animism—ক্রমোন্নতিশীল জীবাত্ম বিশ্বাস

Anthropophagy—নরমাংসাশন

Brachycephalic—প্রশস্তকরোটি

Caste—বর্ণ

Caucasic—ককেশীয়

Cephalic index—মাথার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত, সংক্ষেপে মাথার অনুপাত

Cheloid—উচ্চ ক্ষতচিহ্ন

Clan—গোষ্ঠী

Class—শ্রেণী

Communal—সামাজিক

Convade—অপত্যজন্মান্তে পিতার বিশ্রাম বা নির্জ্জনবাস ; সংক্ষেপে পিতৃ-বিশ্রাম, নির্জ্জনবাস

Cranial index—করোটার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত, সংক্ষেপে করোটার অনুপাত

Cymotrichi—* কুণ্ডল-কেশ, তরঙ্গিত-কেশ

Dolichocephalic—দীর্ঘ করোটি

Endogamy—অন্তর্বিবাহ

Ethnology—বর্ণতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব †

Exogamy—বহির্বিবাহ

Family—পরিবার

Father right / Patrilineal } পিতৃবংশানুক্রম

Fetish—জড়চেতনা

Fetishism—জড়চৈতন্যবাদ

Frizzly—কোঁকড়া

Leiotrichi—সরল কেশী

Leptorrhine—অব্যবহিত নাশাপুটী, অব্যবহিত নাশাপুটবিশিষ্ট

Mana / Sulia } অতি প্রাকৃত শক্তিবাদ

Manitou—ভূতশক্তি

Matrilineal / Mother right } মাতৃবংশানুক্রম

Malanochroi—কৃষ্ণকায়

Mesati cephalic—মধ্যকরোটি

Messorrhine—অনতিব্যবহিত নাশা-পুটী ; অনতিব্যবহিত নাশাপুটবিশিষ্ট

Moiety—অর্দ্ধাংশ

Mongolian eye—মঙ্গোলীয় চক্ষু

Monogamy—একবিবাহ

Nat[illegible]তি

O[illegible]athous—সমচোয়ালি

Pe[illegible]—একপোশী

Phratry—গোষ্ঠীনিচয়

Platyrrhine—ব্যবহিতনাশাপুটী, ব্যবহিত নাশাপুটবিশিষ্ট

Polyandry—বহু স্বামিত্ব

---

* ঐরূপ কেশযুক্ত নরনারী।

† আমি "Ethnology"র অনুবাদ "জাতিতত্ত্ব"ই ভাল মনে করি।

Polygyny—বহু পত্নীত্ব
Polygamy—বহু বিবাহ
Frognathous—বর্দ্ধিত চোয়ালি
Pygmy—হ্রস্বকায় (৪´ ১১″ ইঞ্চের কম দীর্ঘ )
Rac[illegible]
Sac[illegible] সামরিক দলপতি
Sacrification—অঙ্গ-নিগ্রহ
Sept—গোষ্ঠী
Shaman—ভূতের ওঝা
Shamanism—ভৌতিক বিশ্বাস
Steatopygia—গুরুনিতম্বিতা
Taboo—নিষিদ্ধ
Tattooing—উল্কিচিত্র ‡
Totemism—মানবেতর জন্মবাদ, মানবেতর বংশানুক্রম
Tribe—জাত্যংশ।
Ulotrichi—চক্রকেশী, কুঞ্চিতকেশী
Wakanda—সর্ব্বাত্মবাদ
Xantho chroi—শ্বেতকায়

‡ কোন কোন অসভ্য সমাজের বিশ্বাস যে তাহারা ইতর জন্তু অথবা অন্য পদার্থ হইতে জাত হইয়াছে। সংক্ষেপে, তদ্রূপ বিশ্বাসকে Totemism বলে।—লেখক

শ্রীশশধর রায়

---

# জ্ঞানদাসের জন্মভূমি

স্বর্গীয় রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় ১৩০২ সালে কবি জ্ঞানদাসের একখানি পদাবলী প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি জ্ঞানদাসের একটী অতি সংক্ষিপ্ত জীব[illegible] তিনি জ্ঞানদাসের জন্মভূমি-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"জেলা বীরভূমের অন্তর্গত ইন্দ্রাণী নামে যে দেশ আছে, তাহার ৪ ক্রোশ পূর্ব্বে একচক্রা নগর, সেই নগরের পশ্চিমে দুই ক্রোশ দূরে কাঁদড়া গ্রামে বিপ্রকুলে মঙ্গলবংশে জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি

"বঙ্গবাসী" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "বাঙ্গালা-ভাষার লেখক" নামক গ্রন্থেও কবি জ্ঞানদাসের জন্মভূমি সম্বন্ধে গ্রন্থকার রমণী বাবুর কথাগুলিই পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন মাত্র; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহারা কেহই জ্ঞানদাসের জন্মভূমি-সম্বন্ধে বিশেষ কোনই অনুসন্ধান করেন নাই। তাঁহারা কি প্রকারে যে এই অদ্ভুত সংবাদ সংগ্রহ করিলেন তাহারও কিছু সন্ধান পাওয়া যায় না। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় "বঙ্গবাসী"তে "রাঢ়দেশের বৈষ্ণব কবি" গণের বিবরণ প্রকাশ করিতেছেন, তিনিও ঐ সকল পূর্ব্বকথার পুনরুল্লেখ করিতেছেন।

রমণী বাবু যে জ্ঞানদাসের জীবনীতে তাঁহার জন্মভূমির স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে একটী পয়ার উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

> "রাঢ়দেশে কাঁদড়া নামেতে গ্রাম হয়।
> তথায় বসতি জ্ঞানদাসের আলয়॥"

ভাগীরথীর পশ্চিমকূলবর্ত্তী সমগ্র দেশই রাঢ়নামে প্রসিদ্ধ; সুতরাং রাঢ়দেশ বলিলে বর্দ্ধমান এবং বীরভূম সবই বোঝায়। ইহার দ্বারা বীরভূম জেলাতেই যে জ্ঞানদাসের জন্ম, এরূপ কিছু স্থির-নিশ্চয় হয় না। তদ্ব্যতীত বীরভূম জেলায় ইন্দ্রাণী নামে দেশ ও একচক্রা নামে কোন নগর নাই। তবে ঐ নামে পল্লীগ্রাম আছে,—ইহা সত্য। হইতে পারে, অতি পুরাকালে ঐ স্থান দেশ ও নগর বলিয়া পরিচিত ছিল; কিন্তু ইন্দ্রাণীর ৪ ক্রোশ পূর্ব্বে একচক্রা এবং একচক্রার দুইক্রোশ পশ্চিমে অর্থাৎ ইন্দ্রাণী ও একচক্রার মধ্যস্থলে কাঁদড়া বলিয়া কোনও গ্রামের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া সবডিভিসনের দুই ক্রোশ উত্তর গঙ্গার পশ্চিমকূলে ঝামটপুর গ্রামে চৈতন্যচরিতামৃতের রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের বাসভূমি ছিল। তাহার পশ্চিমোত্তর কোণে "মালিহাটি কাঁদড়া" নামে একটী গ্রাম আছে। তথায় প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি যদুনন্দন বাস করিতেন। মালিহাটি কাঁদড়া একটী মিলি[illegible] গ্রাম। মালিহাটির একাংশের নাম কাঁদড়া। ইহার জনসংখ্যা মালিহাটির অপেক্ষা অনেক কম। এই কাঁদড়ার অপর নাম ছোট কাঁদড়া। ইহার ছোট কাঁদড়া নাম হইবার আর এ[illegible]টী বিশিষ্ট কারণ আছে। যেহেতু ইহার অনতিদূরে

বড় কাঁদড়া নামে একটী গণ্ডগ্রাম আছে। তাহার কথা পরে বলিতেছি। যদিও এই (ছোট) কাঁদড়া গ্রাম রাঢ়দেশের মধ্যেই অবস্থিত, তথাপি ইহাকে কেহই জ্ঞানদাসের জন্মভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না এবং জ্ঞানদাসের কোনও স্মৃতিচিহ্ন এখানে পাওয়া যায় না।

কাটোয়ার পশ্চিমে ৫ ক্রোশ দূরে একখানি গ্রাম আছে, তাহার নাম "বড় কাঁদড়া"। এখান হইতে ৩ ক্রোশ [illegible]িম কোণে নান্নুর গ্রাম, যেখানে প্রসিদ্ধ কবি চণ্ডীদাস বাস করিতেন। [illegible]ড়া গ্রামটী এককালে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। এখানে পূর্ব্বে মুন্[illegible], ডাকঘর, বিদ্যালয় প্রভৃতি ছিল। এখন আর সে সব কিছুই নাই। আদালত ও বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র অতীতের সাক্ষীস্বরূপ ডাকঘরটী বর্ত্তমান আছে।

এই বড় কাঁদড়াই কবি জ্ঞানদাসের জন্মভূমি। এখানে অদ্যাপি "জ্ঞানদাসের পাট" বিদ্যমান আছে। এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়মাত্রেই জানেন, এইখানেই কবি জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

যদিও আমরা বহুকাল হইতে এই কাঁদড়াকে জ্ঞানদাসের জন্মভূমি বলিয়া শুনিয়া আসিতেছিলাম, তথাপি একবার সবিশেষ জানিবার জন্য বিশেষ কৌতূহল জন্মে। এই সময়ে আমার একবার দেশে যাইবার বিশেষ প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে যাইতে হইলে, বড় কাঁদড়ার ভিতর দিয়া একক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে হয়, সেজন্য গত ফাল্গুন মাসের শেষে আমি কাঁদড়ায় যাই, সেখানে গিয়া আমি যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহা অবিকল লিখিতেছি।

কাঁদড়া গ্রামের কোন্‌স্থানে জ্ঞানদাসের বাসভূমি ছিল, তাহা আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, সেজন্য আমি গ্রামে প্রবেশ করিয়াই, একজন লোককে "জ্ঞানদাসের পাট কোথায়?"—জিজ্ঞাসা করিলাম। লোকটী আমায় সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া, একটী বৈষ্ণব-ভবনে উপস্থিত হইল এবং আমায় কহিল—"এই জ্ঞানদাসের পাট।" বাড়ীতে গৃহস্বামী কেহ উপস্থিত আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করাতে, একটী বৃদ্ধা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আমায় বলিলেন, "আমার ছেলে কিশোরী দাস মহান্ত এই জ্ঞানদাসের পাটে বাস করে। সে সম্প্রতি কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের সহিত গান করিতে সহর (বহরমপুর) গিয়াছে।" জ্ঞানদাসের সম্বন্ধে কোন সংবাদ জানেন কি না জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন "আমি শুনিয়াছি, জ্ঞানদাসের দুইটী ছেলে ও একটী কন্যা ছিল। ছেলে দুটীর নাম সুখরানন্দ ও চতুরানন্দ। তাহারা ৯ বৎসরের এবং ৭ বৎসরের হইয়া মারা গিয়া[illegible], কেবল কন্যাটী বাঁচিয়াছিল, তাহার নাম আমার মনে নাই। সেই কন্যার গর্ভজাত সন্তান-পরম্পরা হইতে আমাদের এই বংশ চলিয়া আসিতেছে।" এতদ্ভিন্ন বৃদ্ধা জ্ঞানদাস-সম্বন্ধে কতকগুলি অত্যাশ্চর্য্য গল্প বর্ণন করিলেন; সে গুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। রমণী বাবু কিন্তু জ্ঞানদাসের জীবনীতে লিখিয়াছেন—"জ্ঞানদাস দার-পরিগ্রহ করেন নাই।"

জ্ঞানদাসের পাটভূমিতে একখানি খুব দাওয়া-উ[illegible] মাটির দক্ষিণ-দুয়ারী খড়ের ছাওয়ান ঠাকুর ঘর আছে। তাহার অভ্যন্তর-প্রদেশে একখা[illegible] প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড বেদীরূপে পরিণত রহিয়াছে। তাহার উপর একখানি কাষ্ঠনির্ম্মিত জীর্ণ ও ভগ্ন সিংহাসনে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের

# আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি *

## প্রথম ভাগ

### অথর্ব্ববেদ ... কিসূত্র

চরক সুশ্রুতপ্রভৃতি উত্তরকালীন আয়ুর্ব্বেদী ... রিলে, স্বতঃই আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিবার ...সনা জন্মে। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই আয়ুর্ব্বেদের মৌলিকত্ব ও প্রাচীনত্ব স্বীকার করিয়াছেন; কেবল দুই একজন এ বিষয়ে ভিন্ন মতাবলম্বী। (১) যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা কেহ চরক সুশ্রুতের পূর্ব্বকালীন গ্রন্থনিচয়ের আলোচনা করেন নাই।

আমরা এস্থলে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ অথর্ব্ববেদ ও কৌশিকসূত্র হইতে অভিন্নরূপে বহু শতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে সংঘটিত হইয়াছে। শার্ঙ্গধর ও বিশেষতঃ তাঁহার টীকাকারের গ্রন্থ-নিহিত ধাতুসকলের নবগ্রহ হইতে উৎপত্তির বিবরণের সহিত প্রাচীন গ্রীকদিগের ঐ রূপ কল্পনার সাদৃশ্য দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, আয়ুর্ব্বেদ গ্রীকবাসিদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত। অধ্যাপক বেদ ... মহাশয় এই মত সুন্দরভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। (২) ধাতুসকলের নবগ্রহ হইতে উৎপত্তি গ্রন্থে ... লনা যে আয়ুর্ব্বেদ কখনও অপরের নিকট হইতে গ্রহণ করে নাই, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, শার্ঙ্গধরের পরে রচিত ভাবপ্রকাশে ইহার আদৌ উল্লেখ নাই। ভাবমিশ্র লিখিয়াছেন যে, স্বর্ণ সপ্তর্ষির শুক্র হইতে, রৌপ্য শিবের বাম নেত্রের অশ্রু হইতে, তাম্র কার্ত্তিকেয়ের শুক্র হইতে, সীসক বাসুকীর শুক্র হইতে এবং লৌহ লোমল দৈত্যগণের শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এডাল্‌বার্ট কুন্ ( Adalbert Kuhn) (৩) দেখাইয়াছেন যে, হিন্দুদের বৈদিক মন্ত্রের সহিত ও ইউরোপের টিউটন

---

* শ্রীমান্ পঞ্চানন নিয়োগী এই প্রবন্ধ প্রধানতঃ ব্লুমফিল্‌ড্‌ গ্রিফিথস্ এ... হুইটনি অনুবাদিত অথর্ব্ববেদের অনুবাদ অবলম্বনে রচনা করিয়াছেন; কিন্তু এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে Caland তাঁহার "Altindisches Zauberritual (Amsterdam, 1900) Dr. P. Cordier." "Etude sur la Medicine Hindoue" ( Temps Védiques et historiques, Paris, 1894) নামক পুস্তিকায় এবং Julius Jolly তাঁহার সারগর্ভ ভারতীয়-আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থে "Medicin" 1901, *Grundriss der Indo—Arischen Philologie und Alterthumskunde* তালিকাভুক্ত) কৌশিকসূত্র হইতে ভুরি ভুরি প্রমাণ ও বচন উদ্ধৃত করিয়া আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন।—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

১। বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে, সার উইলিয়াম জোন্সের ( Sir William Jones ) মত পণ্ডিত বলিয়াছেন—"There is no evidence that in any language of Asia there exists or Original treatise on medicine considered as Science".

২। Ray ;—History of Hindu Chemistry *Vol*, II. LXXXVI—XC.

৩। ভাবপ্রকাশ ( কালীশচন্দ্র সেনের সংস্করণ ) ৪১৬—৪২১ পৃঃ।

( Teuton ) জাতিদিগের প্রাচীন চিকিৎসার কোন কোন মন্ত্রের সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য কৃমি ও অস্থি-ভগ্ন চিকিৎসায় বেশ সুস্পষ্ট। (৪) এই সামান্য সাদৃশ্য হইতে একের অপরের অনুকরণ প্রমাণিত হইতে পারে না। অবশ্য বিভিন্ন জাতির সহিত সংস্পর্শে তাহাদের চিকিৎসা-শাস্ত্র হইতে কোন কোন বিষয় আয়ুর্ব্বেদে গৃহীত হওয়া স্বাভাবিক এবং আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয়। ভিন্ন জাতির নি হইতে এইরূপ গ্রহণের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত— পর্ত্তুগীজগণের ভারতে আগমনের াগে রসকপূর ও চোব চিনির ব্যবহার।(৫) এইরূপ গ্রহণ স্বাভাবিক ও প্রয়োজ... হ্যে ায়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব ও মৌলিকত্ব নষ্ট হয় না।

আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে চরক লিখিয়াছেন যে, আয়ুর্ব্বেদ অন্যান্য বেদ অপেক্ষা অথর্ব্ববেদ অবলম্বনে উপদিষ্ট হইয়াছে। (৬) সুশ্রুত আয়ুর্ব্বেদকে অথর্ব্ব বেদের উপাঙ্গ (অর্থাৎ অঙ্গের অঙ্গ) বলিয়াছেন।(৭) ভাবপ্রকাশ আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি ও প্রচারের যে বিস্তৃত ইতিহাস দিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে,"অথর্ব্বসর্ব্বস্ব" আয়ুর্ব্বেদের প্রচারকল্পে প্রথমে ব্রহ্মা "ব্রহ্মসংহিতা" নামক লক্ষ শ্লোকসংযুক্ত একখানি সংহিতা রচনা করেন। তৎপরে অশ্বিনীকুমারদ্বয় "অশ্বিনীকুমার-সংহিতা" রচনা করেন এবং ইন্দ্রকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা প্রদান করেন। ইন্দ্রের নিকট হইতে আত্রেয় মুনি আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া "আত্রেয়-সংহিতা" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তদনন্তর অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, প... ক্ষারপাণি ও হারীত আত্রেয় মুনির নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া প্রত্যেকে স্বীয় স্বী কালে এক একখানি তন্ত্র প্রণয়ণ করেন। তৎপরে ভরদ্বাজ মুনি ইন্দ্রের নিকট হইতে ত্রিস্কন্ধ য, ঐ ( অর্থাৎ রোগের নিদান, রোগের লক্ষণ এবং রোগের ঔষধ ) অধ্যয়ন করেন। তাঁহার পর অনন্তদেবের অংশসম্ভূত চরক মুনি অগ্নিবেশ প্রভৃতি মুনিগণের রচিত তন্ত্রসকলের সংস্কার করিয়া, তাহাদের সারভাগ গ্রহণপূর্ব্বক "চরক-সংহিতা" প্রণয়ন করেন। ধন্বন্তরি ইন্দ্রের অনুরোধে দিবোদাস নামে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কাশীতে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি "ধন্বন্তরি-সংহিতা" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বিশ্বামিত্রের পুত্র সুশ্রুত পিতৃ-আজ্ঞানুযায়ী বারাণসী গমন করতঃ ধন্বন্তরিরূপী দিবোদাসের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। হার প্রণীত গ্রন্থই "সুশ্রুত-সংহিতা" নামে প্রসিদ্ধ। (৮) ইঁহাদের পরবর্ত্তী আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ (বা ভট্ট, চক্রপাণি প্রভৃতি) ঐতিহাসিক ব্যক্তি, পৌরাণিক নহেন।

অথর্ব্ববেদই আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তিস্থল। সুপ্রসিদ্ধ ব্লুমফিল্ড্ ( Bloomfield ) সাহেব অথর্ব্ববেদকে যে চতুর্দ্দশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহার "ভৈষজ্যানি" ও "আয়ুষ্যানি" নামক প্রথম

---

৪। A. Kuhn :—*Zeitschrift fur Vergleicheude Sprachfor-schung*· XIII, p 49— & 113—157.

৫। ভাবপ্রকাশ, ১৬১৯—১৬২৩ পৃঃ।

৬। চরক—সূত্রস্থান, ৩০ অধ্যায়।

। "ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গম্ অথর্ব্ববেদস্য"—সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ১ম অধ্যায়।

ভাবপ্রকাশ, পূর্ব্বখণ্ড, প্রথম ভাগ ২—১৯ পৃঃ।

ও দ্বিতীয় ভাগ একত্র একখানি অতি প্রাচীন স্বতন্ত্র আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন বেদোক্ত মন্ত্রসকল যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত ও আদৃত হইয়া থাকে এবং অথর্ব্ববেদের মন্ত্রসকল তাদৃশ সমাদৃত হয় না; কিন্তু অথর্ব্ববেদ হিন্দু-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উৎপত্তিস্থল বলিয়া বৈজ্ঞানিকের নিকট অমূল্য গ্রন্থ। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত অথর্ব্ববেদকে ভূতপ্রেত-ঝাড়ান মন্ত্রের সমষ্টি বলিয়া মনে করিয়া অবজ্ঞা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ থাকা উচিত যে, প্রাচীন মিশর দেশেও এইরূপ মন্ত্রতন্ত্রের মধ্য দিয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও রসায়ণ-শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। (৯) অথর্ব্ববেদকে বৈজ্ঞানিকের চক্ষে আলোচনা করা বোধ হয় ব্লুমফিল্ড্ সাহেবের দ্বারাই প্রথম হইয়াছে। অধ্যাপক রায় মহাশয়ও তাঁহার হিন্দু রসায়ণের ইতিহাসে এ বিষয়ের সামান্য উল্লেখ করিয়াছেন।(১০) এই প্রবন্ধ ব্লুমফিল্ড্, গ্রিফিথস্ ( Grifiiths ) এবং প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ভাষাবিৎ পণ্ডিত হুইট্‌নি (Whitney) সাহেব কৃত অথর্ব্ববেদের অনুবাদ অবলম্বনে রচিত। পাঠান্তরের জন্য এই তিনখানি অনুবাদের কোন কোন স্থলে মিল নাই। যে যে স্থলে অনেকেরই মিল নাই, তাহা এ প্রবন্ধে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

## অথর্ব্ববেদ-রচনার সময় নিরূপণ

ঋক্, যজুঃ, সামবেদে অথর্ব্ববেদের নাম দেখা যায় না, কিন্তু অথর্ব্ববেদে পূর্ব্বোক্ত তিনখানি বেদের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে বুঝা … অপর বেদ অপেক্ষা পরে রচিত হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত, তৈত্তিরীয় … অথর্ব্ববেদের উল্লেখ আছে; অতএব সকল গ্রন্থ-রচনার পূর্ব্বে অথর্ব্ববেদ রচিত হইয়াছিল। অথর্ব্বে … কথিত আছে যে, উহার সঙ্কলন-কালে কৃত্তিকা নক্ষত্র রাশিচক্রের … ছিল এবং অশ্লেষার শেষে কিম্বা মঘা নক্ষত্রের প্রথমাংশে ক্রান্তি পড়িয়াছিল। এই নির্দ্দেশ দ্বারা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয় জ্যোতিষ-সূত্রের সাহায্যে গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, খৃঃ পূঃ ১৫১৬ অব্দে উহা সঙ্কলিত হইয়াছিল।(১১) অবশ্য সকল কাণ্ডের সকল সূক্ত এককালে রচিত হয় নাই, তবে মোটামুটী ধরা যাইতে পারে যে, অথর্ব্ববেদ প্রায় ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই অতি প্রাচীন গ্রন্থ-নিহিত চিকিৎসামূলক তথ্যগুলি পৃথিবীর অন্য অন্য জাতির চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া স্বীকৃত হইবে বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে ব্লুমফিল্ড্ সাহেব বলিয়াছেন, "At any rate the charms of the Atharva-Veda along with such practices as went with them represent quite the most complete account of primitive medicine preserved in any literature." (১২)

৯। cf. Berthelot's "Les origines de l'alchimie" p. 81-83.

১০। Ray ;—History of Hindu Chemistry p. III– VII, Vol. I.

১১। বিশ্বকোষ, অথর্ব্ব—১৬৯ পৃঃ।

১২। Bloomfield, The Atharva-Veda, p. 58.

## কৌশিক-সূত্র

কৌশিক সূত্র অথর্ব্ববেদের একখানি সূত্র। দারিল ও কেশবের টীকা সমেত ইহার একখানি মূল সংস্করণ ব্লুমফিল্ড্ সাহেব বাহির করিয়াছেন।(১৩) ইহার কোন কোন অংশের অনুবাদ ব্লুমফিল্ড্ সাহেব কৃত Hymns of the Atharva-Veda নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সূত্রে অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণের সহিত অনেক প্রকার করণীয় প্রক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ আছে; যথা,—অথর্ব্ববেদের প্রথম কাণ্ডের ২য় সূক্তে এবং দ্বিতীয় কাণ্ডের ৩য় সূক্তে দেহ হইতে অত্যধিক স্রাব (যথা—উদরাময়, আমাশয় ইত্যাদি) নিবারণ করিবার জন্য মুঞ্জ ঘাস (Saccharum munja) ও ঝরণার জল লইয়া দুইটী মন্ত্র আছে। কৌশিক সূত্রে এই দুইটী মন্ত্রের উচ্চারণের সহিত নিম্নলিখিত করণীয় প্রক্রিয়ার বিবরণ আছে,—"এই দুই মন্ত্র উচ্চারণ করিবার সময় (যিনি উচ্চারণ করিতেছেন তিনি) একগাছি মুঞ্জ ঘাস (ঐ ঘাস হইতে প্রস্তুত) একগাছি সূতার দ্বারা রোগীর গাত্রে কবচ, তাগা বা মাদুলীর মত বাঁধিয়া দিবেন। তাহার পর খানিকটা মৃত্তিকা ও উইমাটি গুঁড়া করিয়া জলে গুলিবেন এবং ঐ জল রোগীকে পান করিতে দিবেন। তৎপরে রোগীকে ঘৃত মাখাইয়া দিবেন এবং রোগীর গুহ্য দ্বারে ফুঁ দিবেন।" এইরূপ অনেক মন্ত্রের সহিত করণীয় প্রক্রিয়ার বিবরণ কৌশিক সূত্রে আছে। এখন কথা হইতেছে [illegible]খিত প্রক্রিয়াগুলি অথর্ব্ববেদের মন্ত্র-রচনার সময়ে অথবা তাহার পরবর্ত্তী [illegible] এ বিষয়ে এখনও মতভেদ আছে।(১৪) কাহারও কাহারও ম[illegible] অথর্ব্ববেদের মন্ত্র-নিহিত এবং ভিন্ন গ্রন্থাকারে সঙ্ক[illegible]কান পা[illegible]ত্য পণ্ডিত বলেন যে, ঐ সকল প্রক্রিয়া অথর্ব্ববেদের পরবর্ত্তী কালে প্রবর্ত্তিত। এই কৌশিক সূত্রে বর্ণিত ক্রিয়াসমূহে ভেষজ-বিজ্ঞান ও চিকিৎসায় অধিকতর জ্ঞান দৃষ্ট হওয়াতে স্বতঃই মনে হয় যে, ঐ প্রক্রিয়াগুলি অথর্ব্ববেদের সময় থাকিলেও পরবর্ত্তীকালে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। প্রক্রিয়াগুলির প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কৌশিক সূত্র অথর্ব্ববেদের পরে ও আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে সকলের বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

১৩। Kaushika-Sutra of the Atharva-Veda, with extracts from the commentaries of Darila and Keshava—edited by Maurice Bloomfield, issued as Vol. XIV of the Journal of the American Oriental Society.

১৪। "The practices there (in the Kaushika Sutra) involve a more extensive Materia Medica & more elaborate therapeutics, but it is difficult to define in detail the extent to which practices similar to those of the Sutra must be presupposed from the start with the charms of the Atharva-Veda"—Bloomfield's "The Atharva-Veda," p. 68.

"The Value of the Sutra is primarily as a help to the understanding of the ritual [illegible]ng and general purposes of a given hymn and so mediately to its exegesis" [illegible]itney's "Hymns of the Atharva-Veda", General Introduction, P. LXXV.

## অথর্ব্ববেদের "ভৈষজ্যানি" ও "আয়ুস্যানি" মন্ত্রসমূহ।

এই সকল মন্ত্রে অথর্ব্ববেদের সময়ে হিন্দুদিগের আয়ুর্ব্বেদের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন মন্ত্র কোন কোন রোগকে সম্বোধন করিয়া রচিত এবং কোন কোন মন্ত্র রোগের প্রতিষেধক ভেষজ ও ধাতুকে সম্বোধন করিয়া উচ্চারিত। যে সকল মন্ত্র রোগের প্রতি সম্বোধিত, তাহাতে রোগের বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি বর্ণিত আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ যথা—"তক্মণ" বা "জ্বর"। এই তক্মণের বিষয় অনেকগুলি সূক্তে বর্ণিত আছে—১ম কাণ্ড, ২৫ সূক্ত; ৫ম কাণ্ড, ৪ সূক্ত, ২২ সূক্ত; ৬ষ্ঠ কাণ্ড, ৩ সূক্ত, ২০ সূক্ত, ৯৫ সূক্ত, ১০২ সূক্ত, ১১৬ সূক্ত। ঐ সকল সূক্তে জ্বরের অনেকগুলি লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। এবং উহার ঔষধস্বরূপ "কুষ্ঠ" নামক ভেষজকে ( Costus Speciosus or Arabicus ) আহ্বান করা হইয়াছে ( ৫কা: ৪সূ: )। যে সকল মন্ত্র কোনও ভেষজকে সম্বোধন করিয়া রচিত, সেই সকল মন্ত্রে ঐ ভেষজের আকার ও গুণ বর্ণিত আছে। এই সকল ভেষজ বা তাহার রস-সেবনের ( Internal application ) বিশেষ উল্লেখ অথর্ব্ববেদে পাওয়া যায় না। ঐ সকল ভেষজ গলদেশে, হস্তে বা শরীরের অন্যস্থানে মাদুলি, তাগা বা কবজের মত ("পরিহাটক"—পরিহস্ত—বলয়) বন্ধন করা হইত। কৌশিকসূত্রে এই প্রকার বন্ধনের সহিত অন্য অন্য দ্রব্য সেবন করিবার ব্যবস্থাও আছে। যথা, কৌশিকসূত্র ২৫-৬-৯; ২০-১০-১৯; ২৯-২৮-২৯, ইত্যাদি। ধাতুঘটিত ঔষধসমূহের মধ্যে ভ… তা… র জন্য সীসকের মাদুলী ( ১কা:, ১৬সূ: ) এবং একশত বৎসর প… …ভের জন্য স্বর্ণের মাদুলী ( ১কা:, ১৬সূ: ) ধারণের ব্যবস্থা আছে। চিকিৎসা-শাস্ত্রের ইতিহাস আ… চনা করিলে জানা যায় যে, প্রথমে ঔষধসমূহের বাহ্য ব্যবহার ( External application ) এবং পরে অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সহিত আভ্যন্তরিক ব্যবহার ( Internal adminstration ) হইয়া থাকে। প্রথমে হস্তে বা গলদেশে ধারণ, পরে মালিশ বা প্রলেপরূপে ব্যবহার এবং শেষে ঔষধরূপে অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় সেবন, এই রূপেই ঔষধ-সেবনের ক্রমবিকাশ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। আমরা অথর্ব্ববেদে ঔষধসমূহের বাহ্য ধারণে হিন্দু-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রথম উন্মেষ দেখিতে পাই। যে সকল ভেষজের (যথা অশ্বথ, খদির, হরিদ্রা, অপামার্গ, মুঞ্জ, শমী, পৃষ্ণপর্ণী ইত্যাদির) যাহা ধারণ অথর্ব্ববেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, পরবর্ত্তীকালে সেই সকল ভেষজ ঔষধরূপে সেবিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ধাতুসকলের মধ্যে সীসক ও স্বর্ণ অথর্ব্ববেদে দেহে ধারণ করিবার ব্যবস্থা আছে, পরবর্ত্তী তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহে ঐ দুই এবং অন্যান্য ধাতুর ভস্ম ঔষধরূপে সেবিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। নিম্নলিখিত কয়েক পৃষ্ঠায় অথর্ব্ববেদের প্রত্যেক কাণ্ডের মধ্যে যে সকল রোগ এবং ভেষজমূলক সূক্ত আছে, তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। সেই সকল সূক্তের বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতে হইলে, একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়া পড়িবে। আমরা এখানে কেবলমাত্র মন্ত্রগুলির দ্বারা সূচিত বিষয়ের উল্লেখ করিব।

## প্রথম কাণ্ড

৩য় সূক্ত। কোষ্ঠবদ্ধ ও প্রস্রাব বন্ধের বিরুদ্ধে মন্ত্র। এই সূক্তে পরবর্ত্তী কালের চিকিৎসকগণের বস্তি যন্ত্রের ন্যায় এক প্রকার তৃণের সাহায্যে চিকিৎসার বিষয় উল্লেখ আছে। কৌশিক সূত্রে এ বিষয়ে যে বিস্তৃত ব্যবস্থা আছে, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। কৌশিক সূত্র ( ২৫, ১০-১৯ ) "এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবার সময় প্রস্রাবের বেগ যাহাতে হয় এমন দ্রব্য রোগীর গাত্রে বাঁধিয়া দিবে। তাহার পর উইমাটি, পূতিকা, ( Guilandina bonduc ) শুষ্ক গুড়ান প্রমন্দ এবং কাঠের গুড়া জলে ভিজাইয়া সেই জল রোগীকে পান করিতে দিবে। এই সূক্তের শেষ দুই ছত্র উচ্চারণ করিতে করিতে মলদ্বারে একটী বর্ত্তিকা ( Enema ) প্রবেশ করাইয়া দিবে। তৎপরে মূত্রনালীর মধ্যে শলাকা দিবে। শেষে রোগীকে আল, পদ্মের শিকড় এবং উল এই তিন দ্রব্যের পাঁচন সেচন করিতে দিবে।" কোষ্ঠবদ্ধ হইলেও এইরূপ ব্যবস্থা।

২২শ সূক্ত। পাণ্ডু ( "কামলা"—কেশবের টীকা ) রোগের প্রতি[illegible] মন্ত্র। এ সূক্তে বিশেষ কোন জানিত ভেষজের উল্লেখ নাই। কৌশিক সূত্রে ( ২৬, ১৪ ) এই মন্ত্রের সহিত করণীয় প্রক্রিয়ার বিবরণ আছে।

২৫শ সূক্ত। তক্ষণ ( জ্বর ) এই সূক্তের এবং নিম্নলিখিত সূক্তগুলির বিষয়—৫কাঃ ৪সূঃ, ২২ সূঃ ; ৬ কাঃ ২০ সূঃ, ৯৫ সূঃ, ৩ সূঃ, ১০২ সূঃ, ১১৬ সূঃ ; ১৯ কাঃ ৩৯ সূঃ। সুশ্রুত যেমন জ্বরকে রোগের রাজা বলিয়া [illegible] সেইরূপ অথর্ব্ববেদের সময়ে "তক্ষণ"কে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়প্রদ রোগ বলিয়া ম[illegible] [illegible]ল সূক্তে জ্বরের লক্ষণগুলি বেশ সুস্পষ্ট হইয়াছে। লক্ষণগুলি [illegible] [illegible]কটা মিলে। প্রধান লক্ষণ—পর্য্যায়ক্রমে উত্তাপ ও শীতাবস্থা, জ্বর ছাড়িয়া আবার আসা, দুই তিন দিবস অন্তর জ্বর। জ্বরের সহিত মাথাব্যথা, কাশি, বলাস্ ( ক্ষয়রোগ ), পমন ( তক্ষণের ভ্রাতা চুলকনা ) এবং পাণ্ডু (কামলা) আসিয়া যোগ দেয়। উত্তাপ জ্বরের প্রধান লক্ষণ বলিয়া "অগ্নি" জ্বরের কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ১ কাঃ ১২ সূক্তে "বিদ্যুৎকে" ( বোধ হয় অগ্নির রূপান্তর বলিয়া ) জ্বর, মাথাব্যথা ও কাশীর কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জ্বর দূর করিবার জন্য মন্ত্রোচ্চারণ এবং কুষ্ঠ নামক ( costus speciosus or arabicus ) বৃক্ষের মাদুলীধারণের ব্যবস্থা সূচিত হইয়াছে। কৌশিকসূত্রে আরও অনেক আনুসঙ্গিক প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে পরিত্যক্ত হইল।

১৬ সূক্ত। সীসকের মাদুলী। ভূতযোনী তাড়াইবার জন্য ব্যবস্থেয়।

৩৫ সূঃ। স্বর্ণের মাদুলী—এক শত বৎসর পরমায়ু ও প্রভূত শক্তিলাভের জন্য ধারণ করিবে।

২৩ শ ও ২৪শ সূঃ। শ্বেত কুষ্ঠ রোগের প্রতি মন্ত্র। রজনী, ( রঞ্জনী, হরিদ্রা Curcuma longa ) এই রোগের প্রতিষেধের জন্য উল্লিখিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থকারে

কুষ্ঠরোগে হরিদ্রা ব্যবহার ভূরি ভূরি দেখা যায়। কৌশিক সূত্রে (২৬, ২২ - ২৪) মন্ত্রের সহিত করণীয় আনুসঙ্গিক প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সায়ানাচার্য্য ও কেশব তাঁহাদের টীকায় কুষ্ঠের জন্য ভৃঙ্গরাজ, হরিদ্রা, ইন্দ্র-বারুণী ও নিলীকার উল্লেখ করিয়াছেন।

১৭ সূঃ। রক্তস্রাবের জন্য মন্ত্র। টীকাকারেরা বলেন যে এখানে রক্তস্রাব অর্থে কাটিয়া গিয়া রক্তস্রাব এবং অত্যধিক রজোনিঃসরণ দুই বুঝিতে হইবে। এই মন্ত্রের সহিত কৌশিক সূত্র ( ২৬, ১০ ) ধুলা ও প্রস্তরগুঁড়া আহত স্থানে ছড়াইয়া দিয়া রক্ত বন্ধ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

২য় সূঃ। দেহ হইতে অত্যধিক স্রাব ( যথা উদরাময়, আমাশয় ) নিবারণের জন্য মুঞ্জ ঘাস ( Saccharum Munja ) লইয়া মন্ত্র। দ্বিতীয় কাণ্ডে ৩য় সূক্তে এই উদ্দেশ্যে "ঝরণার জল" লইয়া আর একটী মন্ত্র আছে। ষষ্ঠ কাণ্ডে ৪৪শ সূক্তে আরও একটী মন্ত্র আছে। মুঞ্জঘাস বাঁধিবার প্রক্রিয়া কৌশিক সূত্রে (২৫, ৬) এবং দারিলের টীকায় বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে। এই প্রবন্ধের "কৌশিক সূত্র" নামক অধ্যায়ে উহার অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

## দ্বিতীয় কাণ্ড

৩য় সূঃ। প্রথম কাণ্ড ২য় সূক্ত দেখুন।

৪র্থ সূঃ। বিভিন্ন রোগ ও ভূতযোনীর জন্য "জঙ্গিড" নামক বৃক্ষকে উপলক্ষ করিয়া মন্ত্র। টীকাকারেরা এই "জঙ্গিড বৃক্ষের স্বরূপ নি... রি... [illegible] লিখিয়াছেন "বারাণস্যাং প্রসিদ্ধ" ( বারাণসীতে প্রসিদ্ধ )। ১৪ কাণ্ড ৩১ [illegible] সূক্তে এই সম্বন্ধে আরও দুইটী মন্ত্র আছে।

৮ম সূঃ। ক্ষেত্রিয় (Hereditary diseases, pulmonary, consumption—Griffiths অনুবাদ ) নামক রোগের মন্ত্র। এই রোগকে টীকাকারেরা পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত যক্ষ্মারোগ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই যক্ষ্মা রোগ সম্বন্ধে অথর্ব্ববেদে অনেকগুলি মন্ত্র আছে। ৩য় কাণ্ডে ৬ সূক্তে হরিণের শৃঙ্গের মাদুলীর ব্যবস্থা আছে। ১৯ শ কাণ্ডে ৩৯ সূক্তে কুষ্ঠ বৃক্ষকে অন্য অন্য রোগের মধ্যে যক্ষ্মা আরোগ্য করিবার জন্য স্তুত হইয়াছে।

৯ম সূঃ। অথর্ব্ববেদে অনেক স্থলে ভূতযোনী, অপ্সর, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি অমানুষিক প্রাণীকে রোগের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ( ৬, ৩৭ )। এই সূক্তে ঐ সকল ভূতযোনীর আক্রমণ হইতে রোগীকে রক্ষা করিবার জন্য দশ প্রকার বৃক্ষের মাদুলী ধারণের ব্যবস্থা আছে। এই সকল বৃক্ষের নাম উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না।

২৫ শ সূঃ। পৃশ্নিপর্ণী (Hemionitis Cordifolia) নামক বৃক্ষের প্রতি মন্ত্র। রোগের হেতুভূত কণ্ব নামক দৈত্যের বিনাশের জন্য পৃশ্নিপর্ণী নামক বৃক্ষকে অনুরোধ করা হইয়াছে। সুশ্রুত গর্ভস্রাবে দুগ্ধের সহিত পৃশ্নিপর্ণী ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৩১ শ ও ৩২ শ সূঃ। এই দুইটী সূক্ত ক্রিমির মন্ত্র। অথর্ব্ব বেদে ক্রিমির জন্য তিনটী মন্ত্র আছে। ৩১ সূক্তে সাধারণ ক্রিমির, ৩২ শ সূক্তে পশু ক্রিমির ("গোক্রিমি"—কেশবের টীকা)র এবং ৫ম কাণ্ড ২৩শ সূক্তে শিশুগণের ক্রিমির মন্ত্র আছে। এই তিন সূক্তে অনেক প্রকার ক্রিমির বর্ণনা দৃষ্ট হয়—সাদা, কাল, ত্রিমস্তক, চতুর্মস্তক, নানা বর্ণবিশিষ্ট ইত্যাদি। এই সকল সূক্তে কোন প্রকার ভেষজের বর্ণনা দেখিলাম না, কেবল মন্ত্রের সাহায্যে ক্রিমি-নাশের ব্যবস্থা সূচিত হইয়াছে।

## তৃতীয় কাণ্ড

৫ম সূঃ। আর্থিক উন্নতিলাভের জন্য পর্ণ বৃক্ষের মাদুলী। এই পর্ণ বৃক্ষ পরবর্ত্তী কালে পলাশ ( Butea Frondosa ) নামে অভিহিত হইয়াছে।

৬ষ্ঠ সূঃ। অশ্বত্থ বৃক্ষকে শত্রুনাশের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে।

৭ম সূঃ। ক্ষেত্রিয় রোগের জন্য হরিণ-শৃঙ্গের মাদুলী। ( ২য় কাণ্ড ৮ম সূক্ত )

## চতুর্থ কাণ্ড

৪র্থ সূঃ। নষ্ট বীর্য্য (Impotency) উদ্ধারের জন্য কপিত্থক ( Feronia Elephantum ) নামক বৃক্ষের উদ্দেশ্যে মন্ত্র।

৬ষ্ঠ ও ৭ম সূঃ। বিষ [illegible] হইবার মন্ত্র। কোনও ওষধির নামের উল্লেখ নাই।

৯ম [illegible] দোষ-জ্বরের জন্য মলম ( Ointment ) কৌশিক সূত্রে [illegible]ছ যে, বৈদিক ছাত্রের মন্ত্রগ্রহণের পর দীর্ঘজীবন কামনার জন্য যে অনুষ্ঠান হইত তাহাতে মলমের মাদুলী বাঁধিয়া দেওয়া হইত।

১০ম সূঃ। এই সূক্তে দীর্ঘ জীবনের জন্য মুক্তার মাদুলী ধারণের ব্যবস্থা সূচিত হইয়াছে। মুক্তার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদিগের মধ্যে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে স্বাতী নক্ষত্রের জল শুক্তিগর্ভে পতিত হইয়া মুক্তারূপে পরিণত হয়, সেই প্রবাদের সূচনা এই সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়।১৫

১২শ সূঃ। ক্ষত আরোগ্যের জন্য অরুন্ধতী নামক লতার উদ্দেশে এই সূক্ত রচিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে ৫ম কাণ্ড ৫ম সূক্তে আর একটী মন্ত্র আছে। সেই মন্ত্রে ( ৫, ৫, ৫ ) বলা হইয়াছে "হে অরুন্ধতী! তুমি পলাশ, অশ্বত্থ, খদির, ধবা প্রভৃতি বৃক্ষ অবলম্বনে উঠিয়াছ"। ঐ সূক্তে অরুন্ধতীকে শিলাদি ও লাক্ষা ( lac ) বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে অরুন্ধতীর স্বরূপ অবগত হওয়া যায় নাই, আবার অনেকে লাক্ষা ( বোধ হয় অরুন্ধতীর গাত্রে উৎপন্ন ) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উভয় সূক্তেই অরুন্ধতী

---

১৫। "Born in the sky, ocean-born, brought hither out of the river, this gold born shell forms a life prolonging amulet—IV, 10,4.

ক্ষতরোগ আরোগ্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ৬ষ্ঠ কাণ্ড ১০৯ সূক্তে **পিপ্পলী** (pepper-corn) ক্ষত আরোগ্য কল্পে স্তুত হইয়াছে।

১৭শ, ১৮শ ও ১৯শ সূঃ। এই তিনটি সূক্তই অপামার্গ (Achryranthes Aspera) নামক ওষধির উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে। এই অপামার্গ ও তাহার ক্ষার পরবর্ত্তীকালের আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই তিন সূক্তে অপামার্গের বহু প্রশংসা বর্ণিত আছে, এমন কি ইহাকে "ভেষজসমূহের রাণী" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই ভেষজ সকলপ্রকার দোষস্থ রোগ, দৈত্য ও পাপ দূর করিতে সমর্থ।

২০শ সূঃ। এই সূক্তে লুক্কায়িত ভূতযোনী আবিষ্কার করিবার জন্য মন্ত্র আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভূতযোনীকে অনেক রোগের কারণ বলিয়া অথর্ব্ববেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কৌশিকসূত্রে ( ২৮, ৭ ) এই বিষয়ে করণীয় প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে। দারিল তাঁহার টীকায় এই প্রসঙ্গে সদমপুষ্পা ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছেন।

## পঞ্চম কাণ্ড

৪র্থ সূঃ। **"তক্মণ"** ( জ্বর ) দূর করিবার জন্য কুষ্ঠ নামক বৃক্ষকে আহ্বান করা হইয়াছে, ( ১ম কাণ্ড ২৫ সূক্ত। )

৫ম সূঃ। ক্ষত আরোগ্যকল্পে অরুন্ধতীর আরাধনা। ( ৪র্থ কাণ্ড ১২শ সূক্ত। )

১৩শ সূঃ। ৬ষ্ঠ কাণ্ড, ১২শ এবং ১৩শ সূক্তে সর্পবিষের আর দুইটী মন্ত্র আছে। অনেক উল্লেখ এই তিনটী সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—কিরাতণ, ধূসরবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, চাকা চাকা দাগবিশিষ্ট ইত্যাদি; এই প্রসঙ্গে মধুর উল্লেখ দেখিতে পাইলাম। কৌশিকসূক্তে ( ২৯, ২৮-২৯ ) সর্পবিষের চিকিৎসায় রোগীকে সত্বর **মধুপান** করাইবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

২২শ সূঃ। তক্মণ—( ১ম কাণ্ড ২৫ সূক্ত। )

২৩শ সূঃ। শিশুদিগের কৃমি ( ২য় কাণ্ড ৩১শ সূক্ত। )

## ষষ্ঠ কাণ্ড

৩য় সূঃ। তক্মণ—( ১ম কাণ্ড ২৫ সূক্ত। )

১২শ সূঃ। সর্পবিষের মন্ত্র—( ৫ম কাণ্ড ২৩ সূক্ত। )

১৪শ সূঃ। **"বলাস"** ( ক্ষয়রোগ—Consumption ) রোগনিবারণের মন্ত্র।

১৬শ সূঃ। **চক্ষুরোগ** ( Ophthalmia ) আরোগ্যের মন্ত্র। টীকাকারেরা এই সূক্তকে "অক্ষিরোগভেষজাম্" সূক্ত বলিয়াছেন। এই সূক্তে চক্ষুরোগে **সরিষা** (mustard) ব্যবহার সূচিত হইয়াছে। কৌশিকসূত্রে ( ৩০, ১-৭ ) এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়—"এই মন্ত্র

উচ্চারণের সহিত সরিষা বৃক্ষের মাদুলী সরিষার তৈলে সিক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিবে, সরিষার পাতার রস সেবন করিতে দিবে, এবং পাতা বাঁটিয়া চক্ষের উপর প্রলেপ দিবে।"

২০শ সূঃ। তক্ম—( ১ম কাণ্ড ২৫ সূক্ত। )

২১শ সূঃ। কেশবৃদ্ধির মন্ত্র। ৬ষ্ঠ কাণ্ড ১৩৭শ ও ১৩৬শ সূক্তে "নিতত্নী" নামক লতাকে কেশবৃদ্ধির জন্য আরাধনা করা হইয়াছে। এই নিতত্নী লতার স্বরূপ স্থিরীকৃত হয় নাই। মন্ত্রে এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে যে, এই লতা জামদগ্নী তাঁহার কন্যার জন্য মৃত্তিকা হইতে তুলিয়াছিলেন। এই লতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "হে লতে! তুমি পুরাতন কেশকে দৃঢ় কর, নূতন কেশ উৎপাদন কর, এবং বর্ত্তমান কেশগুলিকে ঘন করিয়া দাও ( ৬, ১৩৬, ২ )।" ৬ষ্ঠ কাণ্ডে ৩০ সূক্তে শমীবৃক্ষ ( Prosopis Spicigera or Acacia Suma ) কেশবৃদ্ধির জন্য আহূত হইয়াছে।

২৪শ সূঃ। শোথ (Dropsy), বক্ষপীড়া (heart disease) আরোগ্যের মন্ত্র। এই পীড়ায় স্রোতের জলের ব্যবস্থা সূচিত হইয়াছে। ৭ম কাণ্ড ৮৩ সূক্তে শোথের আরও একটী মন্ত্র আছে। কৌশিকসূত্র ( ৩২, ১৪ )

২৫শ সূঃ। ঘাড়ের উপর গণ্ডমালার মন্ত্র। কৌশিকসূত্র ( ৩০, ১৪ )। ৮৩শ সূক্তে আর একটী মন্ত্র আছে। ৫৭শ সূক্তে গণ্ডমালার চিকিৎসার "জালস" ( গোমূত্র ) ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩০শ সূঃ। কেশবৃদ্ধির জন্য শমীবৃক্ষকে আহ্বান ( ২১শ সূক্ত ... ে।

৩৭ শ সূঃ। রোগের মূলীভূত অপ্সর, গন্ধর্ব স ... জন্য অজশৃঙ্গীকে ( ...inapinata ) আহ্বান করা হইয়াছে।

৪৪ শ সূঃ। দেহ হইতে অত্যধিক স্রাব (আস্রাব) নিবারণের মন্ত্র। (১ম কাণ্ড ২য় সূক্ত)

৫৭ শ সূঃ। গণ্ডমালার চিকিৎসা এই সূক্তে বর্ণিত হইয়াছে। "জালস্" অর্থাৎ গোমূত্র এই রোগে ব্যবহৃত হইত বলিয়া অনুমান করা যায়। কৌশিক সূত্রে ( ২২, ১১-১৩ ) বর্ণিত আছে যে "গণ্ডমালার উপর গোমূত্রের ফেনালেপন করিবে।" ২৫ ও ৮৩ শ সূক্ত দেখুন।

৮০শ সূঃ। পক্ষাঘাত আরোগ্য কল্পে সূর্য্যকে এই সূক্তে স্তব করা হইয়াছে।

৮৩শ সূঃ। এই সূক্তে "অপচী" ("গণ্ডমালা"—কেশব ও সায়ন) রোগের আরোগ্যের জন্য মন্ত্র নিহিত হইয়াছে। ( ২৫শ সূক্ত দেখুন )

৮৫শ সূঃ। এই সূক্তে যক্ষ্মারোগ নিবারণের ভরণ বৃক্ষের ( ভরণী—Luffa Fœtida * or Caratoeva roxburghii † ) মাদুলী ধারণের ব্যবস্থা সূচিত হইয়াছে। কৌশিক সূত্রে (২৬-৩৩-৩৭ ) বন্ধন প্রক্রিয়া সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

---

* Monier William's Sanskrit—English Dictionary.

† Bloomfield.

৯০শ সূঃ। এই সূক্তে—"শূলরোগ" (Colic) নিবারণকল্পে মন্ত্র আছে। এই সূক্তে কোনও ভেষজের নাম উল্লেখ নাই, কেবল মন্ত্রের সাহায্যে প্রাচীনেরা এই রোগ আরোগ্য করিতে চেষ্টা পাইতেন বলিয়া বোধ হয়।

৯১শ সূঃ। জলমিশ্রিত যব (Barley—যব) সর্ব্বরোগে প্রয়োজ্য বলিয়া এই সূক্তে লিখিত হইয়াছে।

৯৫ সূঃ। তক্ষণ—১ম কাণ্ড ২৫ সূক্ত।

১০২ সূঃ। তক্ষণ—১ম কাণ্ড ২৫ সূক্ত।

১০৯ সূঃ। ক্ষত রোগের চিকিৎসায় পিপ্পলীর (pepper corn) ব্যবহার সূচিত হইয়াছে। ৪র্থ কাণ্ড ১২শ সূক্ত।

১১১ শ সূঃ। উন্মাদ রোগের মন্ত্র।

১১৬ শ সূঃ। তক্ষণ—১কাণ্ড ২৫ সূক্ত।

১২৭ শ সূঃ। এই সূক্তে চীপুদ্রু বৃক্ষকে সকল রোগের প্রশমক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৩৬ ও ১৩৭শ সূঃ। এই দুই সূক্তে—কেশবৃদ্ধির জন্য নিতত্নী নামক লতাকে আহ্বান করা হইয়াছে। ২১ সূক্ত দেখুন।

...৩ সূক্ত।

৫৬ শ সূঃ। সর্প বিষের মন্ত্র—৫ম কা... য়ান্যু নামক অর্ব্বুদের চিকিৎসার মন্ত্র আছে।

৭৪ শ ও ৭৬ শ সূঃ। এই দুই সূক্তে জ...

৮৩ শ সূঃ। শোথ রোগের মন্ত্র।

## চতুর্দ্দশ ...

৩৪ শ সূঃ। ২ কাণ্ড ৪ সূক্ত দেখুন।

## ঊনবিংশ কা...

৩৫ শ সূঃ। ২ কাণ্ড ৪ সূক্ত দেখুন। ... মিষ্ট গন্ধের রোগনাশক ক্ষমতার

৩৮ শ সূঃ। এই সূক্তে গুগ্‌গুলুর (Bdelli... পাই... । ঢাকার ... বর্ণনা আছে। ... এখানে কুষ্ঠ বৃক্ষকে সকল প্রকার

৩৯ শ সূঃ। কুষ্ঠ বৃক্ষের আরাধনা করিব... দিলে... বার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে—১ম রোগ (যথা জর, কাশরোগ ইত্যাদি) আরোগ্য ... কাণ্ড ২৫ সূক্ত। ...গর চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বেশ

উপরে উল্লিখিত তালিকা দৃষ্টে অতি প্রাচীন হিন্দুদিগের চিকিৎসা বা যে সকল ভেষজের বিশদ আভাস পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদে যে সকল রোগে...

রোগনাশক ক্ষমতা মন্ত্রাকারে সূচিত হইয়াছে,—সেই সকল রোগ ও ভেষজ সম্বন্ধে কৌশিক সূত্রে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। বারান্তরে কৌশিকসূত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

অথর্ব্ববেদে নিম্নলিখিত রোগ সকলের চিকিৎসার উল্লেখ আছে।

| | |
|---|---|
| কোষ্ঠবদ্ধ | কৃমি—( গো-কৃমি, শিশু-কৃমি ) |
| প্রস্রাববন্ধ | নষ্ট-বীর্য্য |
| পাণ্ডু ( কামলা ) | বিষ |
| তক্ষণ ( জ্বর ) | সর্প বিষ |
| কাশি | ক্ষত |
| পামণ ( চুলকনা ) | চক্ষু রোগ |
| বলাস ( ক্ষয়রোগ ) | কেশহীনতা |
| কুষ্ঠব্যাধি | শোথ |
| রক্তস্রাব | গণ্ডমালা ( অপচী ) |
| আস্রাব ( যথা উদরাময়, আমাশয় ) | শূল রোগ |
| বক্ষপীড়া | যক্ষ্মা |
| ক্ষেত্রিয় ( Hareditary diseases ) | উন্মাদ রোগ |
| পক্ষাঘাত | জায়ান্য ( Tumor ) |

অথর্ব্ববেদে নিম্নলিখিত ভেষজ ব্যবহার ও ধাতু প্রভৃতির বাহ্য ধারণ সূচিত হইয়াছে।

| | |
|---|---|
| কুষ্ঠ বৃক্ষ ...া ) | |
| রজনী ( রঞ্জনী, হ... | পিপ্পলী |
| মুঞ্জঘাস | ভরণী বৃক্ষ |
| জাঙ্গিড | অজশৃঙ্গী |
| দশ প্রকার বৃক্ষ | ( জল সংযুক্ত—যব ) |
| পৃশ্নিপর্ণী | |
| পর্ণ বৃক্ষ ( পলাশ ) | চীপুদ্রু |
| অশ্বত্থ | স্রোতের জল |
| কপিত্থক | গুগ্‌গুলু |
| মলম | মুক্তা |
| অরুন্ধতী ( লাক্ষা ) | স্বর্ণ |
| অপামার্গ ...ভূঁা | সীসক |
| নিতত্নী | হরিণের শৃঙ্গ |
| অজ্ঞাত-পুং | জালস্ ( গোমূত্র ) |
| | মধু |

উপরি উল্লিখিত ভেষজ ভিন্ন অথ... আরও অনেক বৃক্ষলতাদির উল্লেখ আছে। ইহার কোনটি স্ত্রী বা পুরুষের ভালবাস...ভের জন্য, শত্রুনাশ করিবার জন্য বা অন্য কোন প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য আরা... .ধিত হইয়াছে। অপর অনেকগুলির কেবল উল্লেখ আছে মাত্র।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

# বাঙ্‌লা-বিশেষণ-রহস্য।

মা ভগবতী একদিন এক বাঙালী কবির হাতে পড়িয়া, বাঙালিনী সাজিয়া, এক বাঙালী পাটনীকে পরিচয় দিবার সময় বাঙালী কুল-মহিলার ভাবে বলিয়াছিলেন, "বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি। জানোতো স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী"। যে বিশেষণের এত গুণ, আমিও আজ সেই বিশেষণকেই "সবিশেষ কহিবারে" আসিয়াছি। সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত অভিধানের সাহায্যে বাঙ্গালা বিশেষণের কোন রহস্যই ধরা পড়ে না। কেন পড়ে না, তাহার জন্য আজ আপনাদিগকে অতীত-ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্র কিংবদন্তী স্মরণ করিতে হইবে। কথাটি অতি পুরাতন, জাহাঁগীর বাদ্‌শাহের আমলের কথা, তাহাও আবার একটি নববিবাহিতা ক্ষুদ্র বাঙালিনী বালিকার কথা। অম্বর-পতি মহারাজ মানসিংহ তখন বাঙ্‌লার সুবাদার। যশোহরে প্রতাপাদিত্যের, বিক্রমপুরে চাঁদরায় ও কেদার রায়ের ধ্বংসসাধন করিয়া তিনি রাজ-মহলের গদিতে শান্ত হইয়া বসিয়াছেন। হিন্দু সুবাদার পরাজিত সামন্তরাজের রাজত্বের যেরূপ বন্দোবস্ত হিন্দুর দৃষ্টিতে করা উচিত, তাহাই করিয়াছেন, যশোহর-রাজবংশের সিংহাসনে কচুরায়কেই বসাইয়াছেন এবং বিক্রমপুরে চাঁদরায়ের রাজত্বের বন্দোবস্ত কেদার রায়ের পত্নীর সহিতই করিয়াছেন। এই সূত্রে ক্ষত্রিয় মানসিংহ কায়স্থ কেদার রায়ের,—মাড়য়ারী মানসিংহ বাঙালী কেদার রায়ের এক কন্যা' গ্রহণও করিয়াছেন। এই সংযোগের কথাটা যখনই মনে পড়ে, তখনই আমার মনে দুটা প্রশ্ন উঠে,—বিক্রমপুরের একটি বাঙালী রাজকুমারী দেড়ফেরা দিয়া শাড়ী পরিয়া, হাতে শাঁখা, বালা, বাউটি; কাণে ঢেঁড়ী, গলায় সাতনহর, সীঁথায় সিন্দুর, পায়ে মল পরিয়া, অঞ্চলের প্রান্তেই অবগুণ্ঠন টানিয়া, অম্বরের রাজ-প্রাসাদে আপনার জন্মভূমির বেশভূষায় আপনার স্বাতন্ত্র্য—আপনার বাঙালিত্ব বজায় রাখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, না, ওড়নী, আঙ্গিয়া, ঘাগরা, কাঁচুলীতে অঙ্গ ঢাকিয়া, হা

ঢ়, কাণে

বালি, গলায় হাঁস্‌লি, পায়ে বেঁকী, নূপুর, কড়া, কোমরে জিঞ্জির, পিটে কপালে টীক

পরিয়া নিজের অনভ্যস্ত অথচ শ্বশুরবাড়ীর দেশে শাবর্গের নিত্য -ব্যবহার্য্য সাজপোষাকে,

ধ্য আপনার স্বাতন্ত্র্য ডুবাইয়া দিয়া, বাঙালী ‑খন সীঁ ন্দুর ছাড়িয়া কুঙ্কুম

‑াইয়া অসন্দিগ্ধ চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াই "খাইল ‑ লইয়া স্বদেশের ভ

ছে, না, "মাড়োয়ারী বুলি" ধরি ‑খা চিরকালের মত ঢাকা দিয়াছে?—

ষয়ে আমাদের কিছু বলিয়া না ও আমরা বুঝিয়া ‑ইতে পারি যে, বঙ্গীয়

াগের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সমস্তই ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু

গর্ভে কোন সন্তান হইয়াছিল কি না আর সে সন্তান কোনও দিন কোনও

লালয়ে "মামাভাত" খাইতে আসিয়াছিল কি না, তাহার সন্ধান আমরা

মাড়ুয়ারী অন্তঃপুরে এই বাঙালিনী রাজ-কুমারীর যে দশা ঘটিয়াছিল, তাহার কারণ দেশচ্যুতি, কিন্তু আমাদের মা বঙ্গভাষা এদেশ ছাড়িয়া কোন দিন কোথাও যান নাই, অথচ আজ তাঁহার গাত্রে যে সাজ-পোষাক দেখিতেছি, যে রত্নালঙ্কারের শোভায় তাঁহাকে অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্না দেখিতেছি, তাহার অধিকাংশই তাঁহার নিজের ঘরের—বাঙ্লার ধন নহে। জানি না, কবে কোন প্রভাবে পড়িয়া সংস্কৃত ভাষার শব্দরাশি ধার করিয়া আমরা আমাদের ভাষা-জননীকে সাজাইয়াছিলাম! এই পরের অলঙ্কারে সাজাইবার পূর্ব্বে আমাদের ঘরে কিছু ছিল কি না, তাহার কিছু এখনও কোথাও পড়িয়া-ঝরিয়া আছে কি না, তাহা খুঁজিয়া দেখিবার অবসর পাই নাই। রমণীর পিতৃদত্ত বস্তুতে যেমন মায়া হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, আমাদের অনেকের ঘরেই প্রাচীনারা এখনও নিজের পেটিকা হইতে নিজের পিতৃদত্ত বস্ত্রালঙ্কার বাহির করিয়া পৌত্রবধূ, দৌহিত্র-বধূ, পৌত্রী, দৌহিত্রীদিগকে মহানন্দে দেখাইয়া অপূর্ব্ব তৃপ্তি অনুভব করেন। কে বলিতে পারে, মানসিংহ-মহিষী কেদার-কুমারীর পেটিকায় বিবাহের চেলির শাড়ীখানি, ঢাকাই শাঁখা-জোড়াটি তাঁহার আজীবন তোলা ছিল না। তেমনি, আমাদের ভাষা-জননীকে আমরা সংস্কৃত, পালি, হিন্দী, মৈথিলী, পারসী, আরবী, উর্দ্দু ও ইওরোপীয় নানা ভাষায় শব্দালঙ্কারে যতই সাজাই না কেন, কে বলিতে পারে, সেই সকল বাহিরের অলঙ্কারের নীচে এখনও মায়ের নিজের ঘরের গড়া গহনা রাশিকৃত পড়িয়া নাই? আর সাহিত্যিক মার্জ্জনার অভাবে সেগুলিকে গ্রাম্যতার মরিচা দিন-দিন আরও আবরিত করিয়া কে... না? কিছুদিন পূর্ব্বে এমন অবস্থা ছিল, যখন সাহিত্য বলিতে কিছু ছিল না, কাব্যরসের জন্য সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডার না নিঙ্ড়াইলে চলিত না, কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় সে দিকে এক বিপুল ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হইয়াছে! প্রাচীনকালে বাঙ্লা ভাষায় রচিত অপ্রকাশিত গ্রন্থ-সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে, কিন্তু বাঙলা ভাষার গঠনে খাঁটি বাঙ্লার শব্দ কি পরিমাণ আছে, সে শব্দগুলি কি ধরণের শব্দ; ত... হিত্যিক শক্তি কতটা, তাহা আমরা এখনও খুঁজিয়া দেখিবার অবকাশ পাই নাই! ... সাহিত্য-পরিষৎ এদিকেও হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় ... দিকেও দেশের লোকে... র অনুসন্ধান-... গিয়া উঠিয়াছে। তাহার ফলে, প্রাদেশিক শব্দ ... াত্মক শব্দ, শব্দ... নাম-র... প্রকাশিত হইতেছে, ব্যাকরণের নানা ত... আবিষ্কৃত হইতেছে চির-প... গুলির মধ্যে, নিত্য-ব্যবহার্য্য ব... মধ্যে যদি হঠাৎ একটা অচিন্তিত-পূর্ব্ব... র্ব রহস্য প্রকাশ পায়, তবে ... সীমা থাকে না।

আমি যখন বাঙ্লা কৃৎ-তদ্ধিত সংগ্রহ করি, যখন বাঙ্লা নাম-রহস্য লিখি ত... বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সহিত ঐ সকল বিষয়ের আলো... ছিলাম। কথা-প্রসঙ্গে রামেন্দ্র বাবু দেখাইয়া দিলেন যে, বাঙ্লা বিশেষণ শব্দগুলির ... আকারান্ত শব্দ। সেই যে চক্ষু খুলিয়া গেল, আর তদবধি বাঙ্লা বিশেষণের মধ্যে ...

প্রকার নূতন-নূতন রহস্য নিত্য-নিত্য দেখিতে লাগিলাম ! তৎপূর্ব্বে নিজে দুই সন্ধ্যা এইরূপ শত-শত বিশেষণ শব্দ লইয়া লেখাপড়া করিতাম ; কিন্তু সেদিন রামেন্দ্র বাবু যে ভাবে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় এই অজ্ঞান-তিমিরান্ধের চক্ষুরুন্মিলিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয়, হায় হায় ! আমি কি কাণা ! এতদিন এই এত বড় ফ্যাট্‌ফেটে সত্যটা আমার চোখেই পড়ে নাই ! ইহাতেই বলিতে হয়—"শুধু চোখ থাকলে নয়, দেখ্‌তে জান্‌তে হয়।"

রামেন্দ্র বাবুর সহিত আলোচনা করিয়া, তখনই বুঝিলাম, নাম-রহস্যের ন্যায় এই বিশেষণ-রহস্যটাও একদিন উদ্ভেদ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সুহৃদ্বর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ-বিদ্যাভূষণ-প্রমুখ পারিষদেরা পরিষদের আজন্ম-সঙ্কলিত বাঙ্‌লা-অভিধান-সংগ্রহে নিযুক্ত আছেন। এই বিশেষণ-সংক্রান্ত যদি কিছু রহস্য টানিয়া বাহির করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে, তাঁহাদের কাজে হয়ত সাহায্যও হইবে।

তারপর আমি বাঙ্‌লা বিশেষণ শব্দগুলি বাছাই করিয়া একটা তালিকা করি। তাহাদের শ্রেণীভেদ করিয়া সাজাইবার সময় দেখিলাম, বিশেষণ শব্দমাত্রই যে আকারান্ত, অন্য স্বরান্ত বিশেষণ নাই, আমাদের ভাষা-জননীর শব্দ-ভাণ্ডার বস্তুতঃই এত দরিদ্র নহে। তবে শ্রেণী-ভেদ করিবার সময় দেখিলাম, সামান্যতঃ যে কোন বিষয় একটু বিশেষিত করিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইলেই অধিকাংশ স্থলেই তাহা আকারেই প্রকাশ করিতে হয়। আমরা যদি দেহ গঠন-দ্বারা বিশেষিত হইতে চাহি, তাহা হইলে বলিব, আমরা "মোটা" হইয়াছি, আর 'রোগা' নহি। আমাদের মধ্যে "ঢেঙা" লোকও আছে আর "বেঁটে খেটে" "খাটো", "ছোটো" লোকও আছে। শেষের কয়টি শব্দেই হ্রস্বত্ব কেবল আকারেই প্রকাশ পাইল বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র "া"-কারে প্রকাশ পাইল না, তবে যদি কেহ "নাটা" লোক বা "গেঁড়া" লোক থাকেন, তাঁহার কোন আকারই লুকাইবার উপায় থাকে না। আবার আমাদের হাত-পা 'খাটো' না হইয়া "লম্বা" হইতে পারে, নাক বাঁশীর মত "টীকল" না হইয়া "থ্যাবড়া" বা "চেপ্‌টা" হইতে পারে আর তাহাও কিন্তু দ্বিবিধ আকারেই চেনা যায়। মোটের উপর গড়নটি যদি "গোল" হয় তবেই গোল বাধিবে, তাহা আকারে প্রকাশ পাইবে বটে ; কিন্তু "া"-কারে ধরা পড়িবে না। ইহার একটু কারণও আছে, "া"-কার শেষের দিকে থাকে, কিন্তু "গোল" হইলে, তাহার দিক্‌-বিদিক্‌ ঠিক থাকে না, কাজেই শেষের দিক্‌ না পাইলে, তাহাতে "া"-কার দেওয়া যায় না; তবে তাহারও যে "া"-কার-গ্রহণের দিকে একটা ঝোঁক আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি, যখন আমরা গোলত্বকেও আর একটু বিশেষিত করিয়া প্রকাশ করিতে চাই, তখন আমরা বলিয়া থাকি, তাহার গড়নটি বেশ 'গোলগাল' এখানে সেই 'গোল',—'গাল' হইয়া দাঁড়াইল। আবার যদি আমাদের অঙ্গহানি ঘটে অর্থাৎ আমরা 'কাণা' হই, 'খোঁড়া' হই, 'খাঁদা' হই, 'বোঁচা' হই, 'নুলা' হই, 'কুঁজা' হই, 'ফোগলা' হই, যে কেহ তাহা দেখিবামাত্রই আকারে বুঝিবেন, কিন্তু যদি 'তোৎলা' হই, কি 'কালা' হই, তাহা হইলে, দৃষ্টিমাত্র আকারে বুঝিবেন না বটে, কিন্তু রাঢ়ের ভাষায় বলিতে গেলে, রা কাড়িলেই বুঝিবেন, তবে যদি

"া"-কারের দ্বারাই যদি বুঝিয়া লয়েন তবে আর রা কাড়িবারও অপেক্ষা করিতে হইবে না। আমরা 'বুড়া' হই আর 'ছোঁড়াই' হই, তাহা আমাদের দ্বিবিধ আকারেই আপনাদের বুঝিতে কোন কষ্টই হইবে না. কিন্তু যদি আমরা মাঝামাঝি জোয়ান ( যুবন্ ) হই, তাহা হইলে বুঝিবেন, আমরা উহাদ্বারা আমাদের বাঙ্‌লা অবস্থার পরিচয় দিতেছি না, খানিকটা হিন্দী ঘেঁসিয়া পরিচয় দিতেছি। যদি বাঙ্‌লা অবস্থার পরিচয় দিতাম, তাহা হইলে, রাঢ়ের ভাষায় বলিতাম 'ছেম্‌ড়া' আর বঙ্গের ভাষায় বলিতাম 'চ্যাঙ্‌রা'—অথবা এসকল স্বদেশী পরিচয় বাদ দিয়া যদি বলিয়া ফেলি "সোমত্ত", তাহা হইলে, বুঝিতে হইবে, আমরা আমাদের অবস্থাটাকে সংস্কৃতে পরিবর্ত্তন করিয়া "সমর্থ" করিয়াছি, তাহার পর তাহাকে আবার বাঙ্‌লায় অনুবাদ—ঠিক্ অনুবাদ নহে—বাঙ্‌লা উচ্চারণে কিছু বদল করিয়া লইয়াছি। রাঢ় ও বঙ্গের মাঝখানে "ছোক্‌রারা" 'চ্যাংড়া' হয়, আর দ্বিবিধ আকারেই ধরা পড়ে। তার পর আমরা যখন নিজের চেষ্টায় গোঁফদাড়ী ফেলিয়া. মাথায় চুল কামাইয়া 'নেড়া' মাথা হই, সেখানেও কোন আকারদ্বারা প্রকাশ হওয়া এড়াইতে পারি না ; কিন্তু ভগবান্ যখন স্বভাবতঃ কেশহীন করিয়া ফেলেন বা গুম্ফহীন করিয়া পুরুষের পরুষ মুখে রমণী-কোমলতা আনিয়া দেন, তখন আমরা 'টেকো' হই, 'মাকুন্দে' হই, তখন আমরা আকারে ধরা দিলেও "া"-কারে বাঁধা পড়ি না। যাঁহারা এ সকল স্থলে সেরেস্তা দুরস্ত রাখিবার জন্য 'টেকুয়া' বা 'টাকুয়া' ও 'মাকুন্দিয়া' লিখিয়া বিশেষণমাত্রকে "া"-কারের মৌরসী দখলের একরার-নামা লিখিয়া দেন, তাঁহারাও কিন্তু 'হলফান এজহারে' অর্থাৎ কথোপকথনের ভাষায় কেহই "া"-কারের এই স্বত্ব স্বীকার করেন না—তা রাঢ়েও নয়, বঙ্গেও নয়।

ভাবের ঘরে ঘা দিয়া যদি আমাদের স্বভাব-চরিত্রকে বিশেষণে বিশেষিত করিতে হয়, তাহা হইলে, অধিকাংশ স্থলেই আমাদিগকে "া"-কারের শরণ লইতে হয়, আকারে সেখানে বড় একটা সুবিধা করিয়া দেয় না, তবে নাকি সেকালের টুলো-পণ্ডিত মহাশয়রা মনস্তত্ত্বের আলোচনায় একটা নিয়ম বাহির করিয়া গিয়াছেন, "আকার সদৃশঃ প্রাজ্ঞঃ" 'তা' সে নিয়মটাও যে এখানে একবারে খাটে না এমন নহে। এই দেখুন, আমরা যখন ভাবের ভরে একবারে 'সাদা' 'সিধা' 'সোজা' মানুষটি হইয়া বসি, কিছুই মারপ্যাচ বুঝি না, 'উল্‌টা' কিছু বুঝিতে চাহি না, কেহ জোর করিয়া কিছু বুঝাইতে আসিলে আমরা 'ন্যাকা' বনিয়া যাই, তখন আমাদের আকারে তো ধরা পড়িতেই হয়, "া"-কারেও যে একবারে কিছু ফুটিয়া পড়ে না, তাহা নহে। আবার আমরা যখন 'হাবা' 'বোকা' লোক দেখি, 'হাঁদা' ছেলের উপর চটিয়া যাই, যখন 'ভোঁদা' ও 'ঢোসা' লোক দেখিয়া অকর্ম্মণ্য বুঝিয়া ফেলি, তখনও সেই আকার এবং "া"-কার উভয়েরই সাহায্য আবশ্যক হয়। আমরা 'আঁটাসাটা' গড়নের লোককে পছন্দ করি, কিন্তু 'গোবদা' লোককে ঘৃণা না করিলেও ভাল যে বাসি না, সেটা ঠিক আর ইহাও যে তাহাদের আকারের জন্যই হয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ অন্য সকল দিকেও যদি অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহা হইলে, দেখা যাইবে যে, বাঙ্‌লা বিশেষণগুলির অধিকাংশই

"া"-কারের হাত এড়াইয়া কথোপকথনের ভাষায় দেখা দিলেও সাহিত্যের মজ্‌লিসে প্রবেশ করিতে পায় না। নিম্নে আকারান্ত ও অন্য বহুবিধ বিশেষণের নানা রহস্য দেখাইয়া কয়েকটি তালিকা করিয়া দিলাম।

## (১) আকারান্ত গুণবাচক বিশেষণ

নিম্নে বাঙ্‌লা বিশেষণ-শব্দের আকারান্ত শব্দগুলি সংগৃহীত হইল। ইহার মধ্যে গুণবাচক ও ভাববাচক শব্দই গৃহীত হইয়াছে। আকারান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ও আকারান্ত ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য পদে বাঙ্‌লা শব্দগুলির বিভিন্নতা বড় নাই; সেই জন্য সেগুলিকে স্বতন্ত্র তালিকা-ভুক্ত করা হইয়াছে। নিম্নের তালিকায় লিঙ্গভেদে যে যে পদের যেরূপ পরিবর্ত্তন হয়, সেগুলি দেওয়া হইল। বিশেষ বিশেষ শব্দের কোন কোন বিশেষত্ব উল্লেখ করিয়া দেওয়া গেল। সুবিধার্থ তালিকাটি অকারাদিক্রমে সাজাইয়া দিলাম।

| শব্দ | অর্থ | লিঙ্গভেদে রূপভেদ |
|---|---|---|
| অঘা ( প্রদেশভেদে "অগা"-উচ্চারণ হয় ) | মূর্খ, অপদার্থ | |
| আওতা | আবৃত, স্বল্পতাপালোক-বিশিষ্ট | |
| আক্রা ( আক্‌কারা ) | মহার্ঘ্য, দুর্ম্মূল্য | |
| আগ্‌লা | অনাবৃত | |
| আচ্‌কা | হঠাৎ, অজানিত | |
| আমা | কাঁচা, অপক্ক, অসিদ্ধ | |
| আল্‌গা | অবদ্ধ, শ্লথ | |
| আলা (ঈষৎ পচা "এই অর্থে এলা" এইরূপ উচ্চারণও প্রদেশভেদে হয়) | আলোকিত, ঈষৎ পচা, | |
| উচক্কা | নব্য, অপক্ক, অবাধ্য | |
| উড়ন্বা ( প্রদেশভেদে "ওড়ন্বা" উচ্চারণও হয় ) | অপব্যয়কারী | |
| উতলা | উদ্বিগ্ন | |
| উল্‌টা (প্রাদেশিক উচ্চারণে "উল্‌টো" হয়) | বিপরীত। | |
| একশা | একত্র, মিশ্রিত | |
| কটা | রুক্ষ গৌরবর্ণ, নষ্ট-গাঢ়বর্ণ | |
| কড়া | কঠিন | |
| কষা | কৃপণ, কষায় স্বাদবিশিষ্ট | |

| শব্দ | অর্থ | লিঙ্গভেদ |
|---|---|---|
| কালা | বধির | |
| কাণা | একচক্ষুহীন, কীটদষ্ট | কাণী |
| কেঙ্লা | পেটুক, পুনঃ পুনঃ প্রার্থনাকারী | কেঙ্লী |
| কোঁকড়া | কুঞ্চিত, কুণ্ডলীভূত, | |
| কোঙ্গা | কুব্জ, কটিভগ্ন | |
| কোঁচ্কা | কুঞ্চিত | |
| কোট্না | অসাক্ষাতে কুৎসাকারী, কুৎসিৎ প্রেমসহচর। | কুট্নী, কুটনী (সংস্কৃতে এই অর্থে 'কুট্টনী' পদ হয়; কিন্তু পুংলিঙ্গে তাহার কোন প্রতিশব্দ নাই) |
| খরা | অতিভর্জ্জিত, মাত্রাতিরিক্ত দগ্ধ | |
| খাঁদা (প্রদেশভেদে 'খেঁদা' হয়) | ক্ষুদ্রনাসিক, নতনাসিক | খাঁদী (প্রদেশ ভেদে 'খেঁদী' হয়) |
| খাড়া | ঊর্দ্ধাধঃভাবে রক্ষিত বা অবস্থিত | |
| খাপা (খাপ্পাও হয়। পারসী খফা শব্দজ) | ক্রুদ্ধ, বিরক্ত | |
| খারা | ন্যায়পর, সত্যনিষ্ঠ, সরল | |
| খেপা (খ্যাপা, ক্ষপা, ক্ষেপা, ইত্যাদি রূপও দেখা যায়) | পাগল, বুদ্ধিহীন, অস্থিরমতি | খেপী |
| খোঁড়া | খঞ্জ | খুঁড়ী |
| খোনা | অনুনাসিক-স্বরভাষী | (কেহ কেহ স্ত্রী-লিঙ্গে 'খুনি' পদও কল্পনা করেন) |
| খোলা | অবদ্ধ, অনাবৃত, অকপট | |
| গবা (সংস্কৃত গবী শব্দের সহিত এই শব্দটার দূরসম্পর্ক আছে বলিয়া অনুমিত হয়। এই শব্দেরই শ্লিষ্টরূপ "গবচন্দ্র" শব্দেরও বহু ব্যবহার দেখা যায়) | নির্ব্বোধ, মূর্খ, অস্ফুটবুদ্ধি | |
| গেঁটা | বামন অথচ দৃঢ়কায় | |
| গেঁড়া | বামন, হ্রস্ব, বেঁটে | |
| গোঙ্গা ("গোঙা" "গোঁগা" এই দ্বিবিধরূপ উচ্চারণও প্রদেশভেদে হয়) | অস্ফুটবাক্, জড়বাক্, মূক, বোকা, শক্তিহীন। | |

| শব্দ | অর্থ | লিঙ্গভেদ |
|---|---|---|
| গোটা | সম্পূর্ণ, অভগ্ন | |
| গোঁড়া | অতিশয় পক্ষপাতী, স্তাবক, চাটুকার, | |
| গোদা | গোদ-রোগ-বিশিষ্ট, স্থায়ি-শোথ-রোগী, দলপতি ( তুচ্ছার্থে ), বানরযূথপতি, | |
| গোব্‌লা | অশোভনীয় স্থূল, অতি স্থূল, ভারি | |
| গোরা ( প্রদেশভেদে "গোরো" বলে। ) | গৌরবর্ণবিশিষ্ট | গোরী ( পদাবলী-সাহিত্যে এই পদের প্রয়োগ দেখা যায়। ) |
| ঘেঁচ্‌ড়া | শাসনতুচ্ছকারী, অদম্য | |
| ঘোলা | অস্বচ্ছ, সমল, তরল, বিকৃতবর্ণ | |
| চওড়া ( চৌড়া রূপও লিখিত হয়। ) | প্রশস্ত | |
| চড়া | মহার্ঘ্য, রুক্ষ | |
| চেপ্‌টা | থ্যাবড়া, উচ্চতাবিহীন অথচ প্রশস্ত | |
| চেঙ্গ্‌ড়া | চপলমতি, অল্পবয়ঃ, যুবক | চেঙ্গ্‌ড়ী |
| চোখা | তীক্ষ্ণ, তীব্র | |
| চোঁয়া ( 'চুয়া' রূপও দেখা যায় ) | অতিরিক্ত ভর্জ্জিত, অতিতাপে শুষ্ক | |
| ছেঁচ্‌ড়া | আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানশূন্য | |
| ছেম্‌ড়া | বালক, যুবক | ছেম্‌ড়ী |

( পূর্ব্বোক্ত চেঙ্গ্‌ড়া শব্দ ও ছেম্‌ড়া শব্দ মূলতঃ এক বলিয়াই মনে হয়, প্রাদেশিক উচ্চারণে বানান হয়ত স্বতন্ত্র হইয়াছে। )

| শব্দ | অর্থ | লিঙ্গভেদ |
|---|---|---|
| ছোক্‌রা | অল্পবয়স্ক, যুবক | ছুক্‌রী |
| ছোঁচা | লোভী, চুরী করিয়া আহারকারী | ছুঁচী |
| ছোঁড়া | অল্পবয়স্ক, কিশোর | ছুঁড়ী |
| জঙ্গ্‌লা ('জঙ্‌লা, জংলা' রূপও দেখা যায়।) | বনাবৃত, বনজাত, অসভ্য, মিশ্রিত ( অসভ্য বা বনবাসী অর্থে জঙ্গুলে বা জঙ্গলিয়া পদও হয়। ) | জঙ্গ্‌লী |
| ঝাঁকড়া | বিশৃঙ্খল, পারিপাট্যরহিত, জড়িত, বহুশাখাপল্লবাদিযুক্ত | |
| ঝাঁঝ্‌রা | বহুছিদ্রযুক্ত, জীর্ণ-শীর্ণ | |

| শব্দ | অর্থ | লিঙ্গভেদ |
| --- | --- | --- |
| টাট্‌কা | সদ্যোজাত, অম্লান, | |
| টেরছা ('টেরচ্ছ' 'টেরচা' পদও হয়।) | তির্য্যক, কোণাকোণী | |
| টেড়া ( 'তেড়া' রূপও হয়, হিন্দী "টেঢ়া" ) | বক্র, হেলা, | |
| টেরা (এই শব্দটীও মূলতঃ 'টেড়া' শব্দ কিন্তু স্বতন্ত্র বানানে স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে।) | বক্রদৃষ্টি, বক্রনয়ন | |
| ঠেঁটা | প্রগল্‌ভ, শ্লেষবাক্যপটু | ঠেঁটি ( ধুতির অপ্রশস্ততা বুঝাইতে 'ঠেঁটি' শব্দ ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়।) |
| ডব্‌কা | নবীন যুবক, কিশোর বালক | |
| ডাঁসা | পরিপুষ্ট অথচ অপক্ক, পাকিবার প্রাগ্‌ভাব | |
| ডেক্‌রা | শঠ, লম্পট, নির্ব্বোধ, দুষ্ট ( গালিতে ব্যবহৃত ) | |
| ডোক্‌লা ("ডোক্‌রা" পদও হয়। জাতিবাচক 'ডোগরা' শব্দের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে কি না জানি না। কাশ্মীরান্তর্গত জম্বুদেশবাসী আর্য্যজাতীয়গণ আপনাদিগকে "ডোগ্‌রা" অর্থাৎ ত্রিগর্ত্তদেশবাসী বলেন।) | উদরম্ভরি, অসংযত, পানাহারে অমিতব্যয়ী | |
| ঢেম্‌না, ("ঢেমন" পদও হয়।) | লম্পট, প্রতারক | ঢেম্‌নী (কেবল উপপত্নী অর্থে ব্যবহৃত হয়) |
| ঢেঙ্গা | দীর্ঘকায়, লম্বা | |
| ঢেপ্‌সা | স্থূলকায় অথচ বলহীন | |
| ঢোস্‌লা ( ঢুস্‌নো পদও হয় ) | প্রৌঢ়-লম্পট | |
| ঢোসা | স্থূলকায় অথচ দুর্ব্বল | |
| তল্‌তা | শূন্যগর্ভ, ফাঁপা | |
| তোৎলা | বাক্‌জড় | |

| শব্দ | অর্থ | লিঙ্গভেদ |
| --- | --- | --- |
| ধুব্‌ড়া | অবিবাহিত, বয়স্ক | ধুবড়ী |
| থেব্‌ড়া | চেপ্‌টা | |
| দরকচা | কতকাংশ পক্ক কতকাংশ অপক্ক | |
| ধলা | শ্বেত | |
| নয়া (নওয়া রূপও হয়) | নূতন | |
| নেঙ্গা, নেটা ("নেঙা" পদও হয়) | বামহস্তে কার্য্যকারী | |
| নেওলা | নিম্ন ( কেবল জমীর সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়। ) | |
| নেকা | অজ্ঞতার ভাণকারী | নেকী |
| নেড়া | মুণ্ডিত-মস্তক | নেড়ী |
| নেঙ্গ্‌চা | অম্ল খঞ্জ | |
| নেঙ্গ্‌টা | উলঙ্গ | নেঙ্গ্‌টী ( 'উলাঙ্গিনী' অর্থ ব্যতীত ইন্দুর-জাতীয় ক্ষুদ্রাকার পশুকে 'নেঙ্‌টী' বলে। বিশেষ্যার্থ প্রকাশ করিলে এই শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র কৌপীন বা অতি ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড বুঝায়। ) |
| নোঙ্গ্‌রা | অপরিষ্কৃত, অপরিচ্ছন্ন | |
| নোনা, লোণা | লবণাক্ত | |
| পল্‌কা | ভঙ্গপ্রবণ, অদৃঢ় | |
| পাকা | পক্ক, দৃঢ়, নিশ্চিত, ইষ্টকাদি-নির্ম্মিত | |
| পান্‌তা | পর্য্যুসিত, জলসিক্ত বাসি (ভাত) | |
| ফর্‌লা | প্রশস্ত অথচ অনাবৃত | |
| ফর্‌দা | প্রশস্ত | |
| ফর্‌সা | পরিষ্কৃত, | |
| ফস্‌কা | অদৃঢ়, আল্‌গা | |
| ফাঁকা | শূন্য, অনাবৃত, বিরল | |
| ফেন্‌শা | ফেণযুক্ত, অম্লমণ্ডযুক্ত | |
| ফোঁপ্‌রা | শূন্যগর্ভ | |
| বল্‌কা | অল্প জ্বাল দেওয়া | |
| বাউরা | বাতুল | |

| শব্দ | অর্থ | লিঙ্গভেদ |
|---|---|---|
| বাঁকড়া ('বাঁকোয়াড়া' পদও হয়) | বক্র-প্রকৃতিক | |
| বাঁকা ( প্রদেশভেদে 'বেঁকা' উচ্চারণও হয়। ) | বক্র | |
| বাঁঝা | বন্ধ্যা | (বন্ধ্যা শব্দের ন্যায় বাঁঝা শব্দও কেবল স্ত্রীলিঙ্গে প্রয়োগ হয়, ইহার পুংলিঙ্গ নাই।) |
| বোকড়া | দীর্ঘদন্ত, উচ্চদন্ত (মোটা ও কর্কশ চাউল বুঝাইতে এই বিশেষণ ব্যবহৃত হয়। "বোকড়া" বা "বুকড়ী" চাউল বলে।) | |
| বোকা | নির্ব্বোধ | |
| বোঁচা | অল্পনাসিক, খেঁদা, ছিন্ননাসিক | বুঁচী |
| বোট্‌কা | তীব্র দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট, পুংছাগের গাত্রগন্ধ-বিশিষ্ট | |
| বোদা | বিস্বাদ | |
| বোবা | বাক্‌শক্তিহীন | |
| ব্যাদড়া | দুঃশীল, দুরন্ত, দুষ্ট | |
| বেহায়া (হিন্দীশব্দ পূর্ণাবয়বে বাঙ্‌লায় চলিয়া গিয়াছে।) | নির্লজ্জ | বেহায়ী ( হিন্দী শব্দের উত্তর বাঙ্গালা স্ত্রীত্ব প্রয়োগ।) |
| ভস্‌কা | অদৃঢ়, অল্প তরল, | |
| ভাগ্‌ড়া | পলাতক, সাহসহীন | |
| ভোঁদা | স্থূলকায় অথচ নির্ব্বোধ | ভুঁদী |
| ভোঁতা | অতীক্ষ্ণ, অশাণিত, ধারশূন্য | |
| ভেল্‌সা | ভেলমিশ্রিত, অবিশুদ্ধ, তীব্রতাশূন্য | |
| মড়া (মরা) | মৃত | |
| ময়লা | অপরিষ্কৃত, মলাযুক্ত | |
| মরিয়া | মরণসংকল্পী, দুঃসাহস, গোঁয়ার | |
| মদ্দা ( মর্দ্দা ) | পুংজাতীয় পশু | মাদা, মাদী |

[ (মর্দ্দ) মদ্দ শব্দ "মরদ" শব্দ জাত, উহার অর্থ পুংজাতীয় মানব।

| শব্দ | অর্থ | লিঙ্গভেদ |
|---|---|---|

বাঙ্গালায় উহার স্ত্রীলিঙ্গে "মাগী" শব্দের প্রয়োগ হয়; কিন্তু "মাগী' শব্দের খাটী বাঙ্‌লা পুংশব্দ "মিন্‌সে"। 'মদ্দ' অর্থে যখন বলবান্ বুঝায়, তখন তাহার স্ত্রীলিঙ্গে "মদ্দানী' পদ হয়।]

| | | |
|---|---|---|
| মাতোয়ারা | উন্মত্ত, বিভোর | |
| মাদা, ম্যাদা | ধীর, স্ত্রীপ্রকৃতিক | |
| মিঠা | মিষ্ট | |
| মেড়ুয়া ( মেড়ুয়াবাদী ) | হিন্দুস্থানী, বর্ব্বর | মেড়ুয়াবাদিনী |

( চলিত কথায় দেশভেদে "মেড়ো"ও বলে। "মেড়ুয়া" বা "মাড়ুয়া" ভুট্টাজাতীয় একপ্রকার শস্য। উহাই যাহাদের প্রধান আবাদ অর্থাৎ কৃষিদ্রব্য, তাহারাই "মেড়ুয়াবাদী", এরূপ অর্থও কেহ কেহ করেন। তাহা হইতে 'বর্ব্বর' (অসভ্য) অর্থ গৃহীত হইয়াছে এবং সামান্য নিম্নশ্রেণীর নির্ব্বোধ অসভ্য লোক বুঝাইতে এই বিশেষণও ব্যবহৃত হয়। )

| | | |
|---|---|---|
| মোটা | স্থূল | |
| রাঙা | রক্তবর্ণ | রাঙী |
| রাঙ্‌ড়া | শুক্লপ্রায়, অল্পরক্ততা বা পীততাবিশিষ্ট | |
| রাঁড়া | ফলপুষ্পহীন, গর্ভধারণে বা উৎপাদনে অক্ষম | রাঁড়ী |

(পুং শব্দ 'রাঁড়া' কেবল বৃক্ষাদির বিশেষণরূপে প্রাগুক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গ 'রাঁড়ী' শব্দে কেবল বিধবা স্ত্রীলোক বুঝায়। এই শব্দের একটু বিকৃত পুমাকার রূপ 'রাঁড়' শব্দে সাধারণতঃ 'বেশ্যা' ও বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইলে 'বিধবা' অর্থ প্রকাশ করে; যথা,— রাঁড়ের বাড়ী ও রাঁড় হইয়াছে। )

| | | |
|---|---|---|
| রোকা | সাহসী, তেজস্বী, ক্রোধী | |
| রোগা | শীর্ণকায়, রুগ্ন, দুর্ব্বল | |
| লম্বা | দীর্ঘ | |
| লাঙ্গ্‌লা | হলবাহী | |
| লুঠেরা ( 'লুঠেড়া' পদও হয় ) | লুণ্ঠনকারী | |
| লেঙ্গ্‌টা | বস্ত্রত্যাগী, বস্ত্রহীন | |
| লোচ্চা | লম্পট | |
| লোণা | লবণাক্ত, লবণস্বাদবিশিষ্ট | |
| ষণ্ডা | বলবান্, দৃঢ়কায় | |

| শব্দ | অর্থ | লিঙ্গভেদ |
|---|---|---|
| সরা | ব্যবহৃত | |
| সাঁড়া | দীর্ঘ, সরল, ফলপুষ্পহীন | |
| সাদা | শ্বেত | |
| সাপ্টা | আবাছা | |
| সারা | ঝাড়াবাছা ( ধান্যের অবস্থা বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। ) | |
| সালিয়ানা | বাৎসরিক | |
| সিধা | সরল, সোজা | |
| সেয়ানা | চতুর, বয়স্ক, যৌবনপ্রাপ্ত | |
| সোজা | সরল, সহজ, সিধা | |
| সেঁতা | সজল, সরস | |
| হাবা | বোকা, বোবা, নির্ব্বোধ | হাবী |
| হাল্কা | স্বল্পভার | |
| হাঁদা | জড়বুদ্ধি | হাঁদী |
| হেঙ্লা | ভিক্ষাপ্রিয়, পুনঃপুনঃ প্রার্থনাকারী | হেঙ্লী |
| হোঁৎকা | কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, অবিবেচক অপরিণামদর্শী | |

উপরের লিখিত শব্দগুলির মধ্যে যেগুলির প্রথমবর্ণে "ে"-কার যুক্ত আছে, তাহাদের অধিকাংশেরই উচ্চারণ পশ্চিম ও দক্ষিণ রাঢ় ব্যতীত অপরত্র য-ফলায় আকার যুক্তবর্ণের ন্যায় ; যথা—কেঙ্গলা—ক্যাঙ্লা, কেবল—ক্যাবল, খেপা—খ্যাপা, গেঁটা—গ্যাঁটা, গেঁড়া—গ্যাঁড়া, চেঙ্ড়া—চ্যাঙ্ড়া, চেপ্টা—চ্যাপ্টা, ছেঁচ্ড়া—ছ্যাঁচ্ড়া, টেরছা—ট্যারছা, টেড়া—ট্যাড়া, টেয়া—ট্যায়া, ঠেঁটা—ঠ্যাঁটা, ডেক্‌রা—ড্যাক্‌রা, ঢেমন—ঢ্যাম্‌না, ঢেঙ্গা—ঢ্যাঙা,—নেঙ্গা ন্যাঙা, নেটা—ন্যাটা, নেওলা—ন্যাওলা, নেকা—ন্যাকা, নেড়া—ন্যাড়া, নেঙ্চা—ন্যাঙ্চা, নেঙ্টা—ন্যাঙ্টা, ফেনশা—ফ্যানসা, ভেল্‌সা—ভ্যাল্‌সা, লেঙ্টা—ল্যাঙ্টা, সেয়ানা—স্যায়না, সেঁতা—স্যাঁতা এবং হেঙ্লা—হ্যাঙ্লারূপে উচ্চারিত হয়। এ গুলিও প্রাদেশিক উচ্চারণ, কিন্তু ইহার মধ্যে কোন্ উচ্চারণ সুসঙ্গত, তাহা স্থির করিতে হইলে, ঐ সকল পদের মধ্যে যাহাদের স্ত্রীলিঙ্গে অন্য পদের প্রয়োগ হয়, তাহাদের আদিবর্ণে যুক্ত এ-কারের অধিকৃত উচ্চারণের বিষয় অর্থাৎ কেঙ্লী, খেপী, ঠেঁটী, ঢেম্‌নী, হেঙ্লী ইত্যাদি পদের এ-কারের উচ্চারণের বিষয় বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে। কেঙ্লা কোঙ্গা চেঙ্ড়া, ঢেঙ্গা, নেঙ্গা, নেঙ্চা, নেঙ্টা, রাঙ্গা, রাঙ্গড়া, লাঙ্লা, লেঙ্টা, হেঙ্লা, প্রভৃতি শব্দের ঙ-গুলির উচ্চারণ অধিকাংশস্থানেই ঙ্ র ন্যায় হয়। ইহাদেরও কোন্ উচ্চারণ সুসঙ্গত, তাহা

স্থির করিতে হইলে, ইহাদের স্ত্রীলিঙ্গের পদগুলির উচ্চারণ বিচার করিলেই বুঝা যাইবে। এই সকল শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কোথাও ঙ-র পূর্ণ উচ্চারণ হয় না, ঙ্-র উচ্চারণই হয়।*

## ( ২ ) আকারান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

বাঙ্‌লা ধাতু বা ক্রিয়ামূলগুলির শেষে া-কার যোগ করিলে, ক্রিয়াবাচক বহু আকারান্ত বিশেষণ পদের উৎপত্তি হয়। ইহার অধিকাংশ পদই আবার অবিকৃত ভাবে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যরূপেও ব্যবহৃত হয়। নিম্নে এইরূপ পদসকলের বিশেষণার্থ ও বিশেষ্যার্থ সহ তালিকা সংগৃহীত হইল। যে সকল ক্রিয়ামূলে া-কার যোগে ক্রিয়াবিশেষণ পদ হয় না, সে সকল ক্রিয়ামূলের ক্রিয়া-বিশেষণাদি পদ লেখা হইল না।

| পদ | বিশেষণার্থ | বিশেষ্যার্থ |
|---|---|---|
| আওটা | আবর্ত্তিত | |
| আঁকা | অঙ্কিত, আলে ঈষৎ দগ্ধ | অঙ্কন। |
| আঁচা | অনুমিত | অনুমান। |
| আঁটা | দৃঢ়, বদ্ধ | দৃঢ়ীকরণ, বদ্ধকরণ। |
| আনা | আনীত | আনয়ন। |
| আম্লা | ঈষৎ অম্লত্বযুক্ত | |
| আলা ( এলা ) | ঈষৎ পর্য্যুসিত | |
| উড়া | উড্ডীয়মান | উড়ন, উড্ডয়ন। |
| এড়া | পরিত্যক্ত | |
| এলা | আল্‌গা, বিশৃঙ্খল, আবদ্ধ | |
| কসা | দৃঢ়ীকৃত, কৃপণ | দৃঢ়ীকরণ। |
| কষা | কষিত, পরীক্ষিত, | পরীক্ষাকরণ। |
| করা | কৃত | করণ। |
| কাচা | ধৌত | ধৌতকরণ। |
| কাটা | কর্ত্তিত | কর্ত্তন। |
| কাড়া | নিস্তুষীকৃত, বলপূর্ব্বক গৃহীত, | নিস্তুষ করণ, বলপূর্ব্বক গ্রহণ |
| কেনা | ক্রীত | ক্রয়। |
| কুটা | কুট্টিত | কুট্টন। |
| কুঁদা | অস্ত্রসাহায্যে বিশিষ্ট আকৃতি কৃত | ঐরূপ আকৃতি দান। |

* ভাবাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ এইরূপ আকারান্ত বিশেষণ শব্দ আরও সংগ্রহ করিয়া পরিষদে পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইব।—লেখক

| পদ | বিশেষণার্থ | বিশেষ্যার্থ |
|---|---|---|
| খসা | ভ্রষ্ট, স্খলিত | স্খলন। |
| খাটা | পরিশ্রমলব্ধ | পরিশ্রম। |
| খাওয়া | ভক্ষিত | ভক্ষণ। |
| খুঁড়া | খনিত | খনন। |
| খুদা | উৎকীর্ণ | উৎকীর্ণকরণ। |
| খোলা | অনাবৃত, অবদ্ধ, উন্মুক্ত | উন্মোচন। |
| খোয়া | নষ্ট | |
| গড়া | গঠিত | গঠন। |
| গণা | গণিত | গণনা। |
| গলা | গলিত | গলন। |
| গাড়া | প্রোথিত | প্রোথিতকরণ। |
| গাদা | পূর্ণ | পূরণ। |
| গোলা | তরলীকৃত, মিশ্রিত | তরলীকরণ, মিশ্রণ। |
| গুঁড়া | চূর্ণীকৃত | চূর্ণ। |
| ঘসা | ঘর্ষিত, ঘৃষ্ট | ঘর্ষণ। |
| ঘাঁটা | মিশ্রিত, বিশৃঙ্খল | মিশ্রিতকরণ, বিশৃঙ্খলীকরণ। |
| ঘেরা | বেষ্টিত | বেড়া। |
| ঘোঁটা | মিশ্রিত, পরিদৃষ্ট | ঘোটন, বেড়ান, পরিদর্শন। |
| চড়া | আরূঢ় | আরোহণ। |
| চসা | কর্ষিত | কর্ষণ। |
| চাঁচা | অস্ত্রাদি দ্বারা পরিষ্কৃত | অস্ত্রাদি দ্বারা পরিষ্কারকরণ। |
| চিনা ( 'চেনা' পদও হয় ) | পরিচিত | চিহ্ন। |
| চুঁয়া | তাপদগ্ধ | |
| চেরা | বিদারিত | বিদারণ। |
| ছাওয়া | আবৃত, আচ্ছাদিত | আবৃতকরণ। |
| ছাঁকা | বস্ত্রাদি দ্বারা চূর্ণ বা তরল বস্তু নির্ম্মলীকৃত | নির্ম্মলকরণ। |
| ছাটা | ঈষৎ কর্ত্তিত | ঈষৎ কর্ত্তন। |
| ছাড়া | অনাবদ্ধ, পরিত্যক্ত | বন্ধনমোচন, পরিত্যাগ। |
| ছেঁচা | কুট্টিত, ছিন্ন | কুটা, ছিন্ন করা। |
| ছেঁচা | সেচিত | সেচন। |
| ছোলা | অল্প চাঁচা | অল্প চাঁচন। |

| পদ | বিশেষণার্থ | বিশেষ্যার্থ |
| --- | --- | --- |
| ছোলা | নিত্বক্‌কৃত | নিত্বক্‌করণ। |
| জপা | জপকৃত | জপকরণ। |
| জমা | সঞ্চিত | সঞ্চয়। |
| জরা | জীর্ণ হওয়া | |
| জানা | জ্ঞাত, পরিচিত | জ্ঞাত হওয়া। |
| জ্বালা | দীপিত | দীপন, প্রদাহ। |
| জেতা | জয়কৃত | জয় করা। |
| জোড়া | সংযুক্ত ( ছিন্ন পদার্থ পক্ষে )<br>অধিকৃত (গৃহাদি পক্ষে) | সংযোগ করা। |
| জোতা | সংযুক্ত ( পশ্বাদি পক্ষে ) | সংযুক্ত করা বা লাগা। |
| ঝরা | ভ্রষ্ট | |
| ঝাড়া | ধুলিরহিত, মলরহিত, পরিষ্কৃত | পরিষ্কৃত করা। |
| তুলা (তোলা) | উত্তোলিত | উত্তোলন, রাশি হইতে কিয়ৎপরিমাণে উত্তোলিত দ্রব্য। |
| ডুবা | মগ্ন | |
| দেখা | দৃষ্ট | দর্শন |
| দুহা (দোহা) | দোহন কৃত,<br>দোহনের উপযুক্ত | দোহন |
| ধরা | ধৃত, বদ্ধ<br>জ্বালে ঈষৎদগ্ধ | ধৃতকরণ। |
| ধসা | স্খলিত | স্খলন। |
| ধুনা | ধুনিত | ধুনন। |
| ধুয়া ( ধোয়া ) | ধৌত | ধৌতকরণ। |
| নড়া | শ্লথ | দোলন, অপসরণ |
| পচা | নষ্ট | পচন। |
| পড়া | পতিত,<br>পঠিত ( 'পঠিত' ও 'পঠন'অর্থে | পতন।<br>পঠন। |

বাঙ্‌লা প্রাচীন সাহিত্যে "পড়া' এইরূপ পদ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় ; কিন্তু পাঠার্থী অর্থে "পড়ুয়া" পদ আছে, "পড়ুয়া" পদ নাই। হিন্দীতে কিন্তু "পঢ়া' ও "পঢ়ুয়া" দুইই হয়।)

| পদ | বিশেষণার্থ | বিশেষ্যার্থ |
|---|---|---|
| পাকা | পক্ক, দৃঢ়, ইষ্টকদ্বারা গ্রথিত, | পক্ক হওয়া। |
| পাওয়া | প্রাপ্ত ( এই "পাওয়া" পদের ন্যায় যে সকল পদের অন্তে "ওয়া" শব্দ দেখা যায়, সেগুলি অন্তঃস্থ ব-কারের উচ্চারণ প্রকাশার্থ কল্পিত, যথা পাওয়া—পাবা, যেমন পাবামাত্র বা পাইবামাত্র ; ঐরূপ দেওয়া—দিবা, লওয়া—লবা বা লইবা ইত্যাদি। এইগুলির সঙ্গে আবার দেখামাত্র—দেখিবামাত্র, শুনামাত্র—শুনিবামাত্র, ধরামাত্র—ধরিবামাত্র, দৌড়া-মাত্র—দৌড়িবামাত্র ইত্যাদি পদগুলির প্রাদেশিক প্রয়োগ-রহস্য তুলনা করা আবশ্যক। ) | প্রাপ্ত হওয়া। |
| পাড়া | পাতিত | পাতিত করা, বিছান। |
| পাতা | স্থাপিত | বিছান। |
| পেঁজা | বিচ্ছিন্নাংশ | অংশ বিচ্ছিন্ন করা |
| পেটা | প্রহৃত, আঘাত দ্বারা পিষ্ট, | আঘাত। |
| পেষা | পিষ্ট | পেষণ। |
| পুছা | মুছা, মার্জ্জিত | মার্জ্জন। |
| পুড়া | দগ্ধ | দহন। |
| পুতা | প্রোথিত | প্রোথিতকরণ। |
| পুরা | পূর্ণ | পূরণ। |
| পুষা | পালিত | পালন। |
| ফলা | ফলযুক্ত | ফলন। |
| ফাটা | ছিন্ন, বিযুক্ত | বিযুক্ত হওন। |
| ফাড়া | কর্ত্তিত, ছিন্নকৃত | ছিন্নকরণ। |
| ফাঁপা | শূন্যগর্ভ | |
| ফাঁসা | ফাটা, নিষ্ফল হওয়া | |
| ফেলা | নিক্ষিপ্ত, পরিত্যক্ত | নিক্ষেপ, পরিত্যাগ। |
| ফুটা | প্রস্ফুটিত | প্রস্ফুটন। |

| পদ | বিশেষণার্থ | বিশেষ্যার্থ |
|---|---|---|
| ফুঁড়া | বিদ্ধ | বিদ্ধ হওয়া। |
| | ছিদ্রকৃত | ছিদ্রকরণ। |
| ফুলা | শোথযুক্ত, ফাঁপা | |
| বলা | কথিত | কথন। |
| বসা | জমাট, | |
| | উপবিষ্ট | উপবেশন। |
| বাঁকা | বক্র | |
| বাছা | স্বতন্ত্রীকৃত | |
| বাড়া | বর্দ্ধিত, | বর্দ্ধন। |
| | বিভক্ত ( যেমন ভাত বাড়া ) | |
| বাঁধা | বদ্ধ | বন্ধন। |
| বাটা | বণ্টনীকৃত | বণ্টন। |
| বিঁধা | বিদ্ধ | বিদ্ধকরণ। |
| বুজা | রুদ্ধ | |
| বুড়া | মগ্ন | মজ্জন। |
| বুনা | উপ্ত, | বপন কাজ, |
| | বয়ন কৃত | বয়ন করা। |
| ভরা | পরিপূর্ণ | পূর্ণকরণ। |
| ভাঙ্গা | ভগ্ন | ভঙ্গ করা। |
| ভাজা | ভর্জ্জিত | ভর্জ্জিত করা। |
| ভানা | নিস্তুষ | নিস্তুষ করা। |
| ভাসা | ভাসমান | ভাসন। |
| ভিজা | আর্দ্র, সিক্ত | সিক্ত করা। |
| ভুলা | ভ্রান্ত | |
| মজা | অতি পক্ক | |
| মরা | মৃত | |
| মলা | মর্দ্দিত | মর্দ্দন। |
| মাখা | ম্রক্ষিত, | ম্রক্ষণ, |
| | মর্দ্দিত | মর্দ্দন। |
| মাজা | মার্জ্জিত | মার্জ্জন। |
| মাড়া | পেষিত | পেষণ। |

| পদ | বিশেষণার্থ | বিশেষ্যার্থ |
|---|---|---|
| মাপা | পরিমিত | পরিমান করা, ওজন করা। |
| মারা | প্রহৃত, | প্রহার, |
| | আঁটা | লাগান। |
| মিটা | নিষ্পত্তীকৃত, মীমাংসিত, সমাপ্ত | নিষ্পত্তি, সমাপন। |
| মুছা | মার্জ্জিত | মার্জ্জন। |
| মুড়া | মুণ্ডিত, শাখাপল্লবহীন, অলহীন (মাখন) | মুণ্ডন। |
| মুদা | মুদ্রিত, বদ্ধ, সঙ্কুচিত | |
| মোড়া | মণ্ডিত, আবৃত | আবৃতকরণ। |
| যাচা | পরীক্ষিত, সাধা | পরীক্ষা, প্রার্থনা। |
| রটা | প্রচারিত | |
| লিখা ( লেখা ) | লিখিত | লিখন। |
| লেপা | লেপিত | লেপন। |
| শড়া | শীর্ণ-প্রায়, পচা | |
| শিখা ( শেখা ) | শিক্ষিত | শিক্ষণ। |
| শুনা ( শোনা ) | শ্রুত | |
| সরা | ব্যবহৃত | |
| সাধা | অভ্যস্ত, অনুরুদ্ধ | |
| সেঁকা | তাপিত | তাপদান। |
| সেঁচা | সেচিত, সিক্ত | সিঞ্চন। |
| হাজা | জলাধিক্যে নষ্ট | জলাধিক্যে নাশ। |
| হাঁটা | পদব্রজে গমনোপযুক্ত | পদব্রজে গমন। |
| হেলা | বক্র | ঘৃণা। |
| ক্ষয় | ক্ষয়প্রাপ্ত | |

পূর্ব্ব-তালিকার উদাহরণগুলির ন্যায় এই তালিকায় আরও অনেক পদ অনুসন্ধান করিয়া সংযোগ করা যাইতে পারে। এই তালিকা-সংগ্রহে একটু সাবধানতা আবশ্যক। যে সকল ক্রিয়ামূল বা বাঙ্‌লা ধাতুতে "া"-কার যোগ করিলে, কেবল বিশেষণার্থ বা বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয় অর্থই প্রকাশ পায়, সেইগুলিই এই তালিকায় গৃহীত হইয়াছে। যে বাঙ্‌লা ধাতুগুলিতে "া"-কার যোগ করিলে কেবল বিশেষ্যার্থ প্রকাশ পায়, সেগুলি ধরা হয় নাই।

এই তালিকার পদ-সংগ্রহে আর একটি বিপদ আছে। বাঙ্‌লা ধাতুর যে গুলির আদিতে বিশুদ্ধ "ই" বা 'উ' অথবা তদ্‌যুক্ত বর্ণ থাকে, তাহাদের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদের উচ্চারণ লেখা বিশেষ বিবেচনা-সাপেক্ষ ব্যাপার। যথা, চিনা বিঁধা, লিখা, শিখা, উড়া, কুটা, কুঁদা,

খুঁড়া, খুদা, চুঁয়া, ডুবা, তুলা, দুহা, ধুনা, ধুয়া, পুছা, পুড়া, পুতা, পুরা, পুষা, ফুটা, ফুঁড়া, ফুলা, বুজা, বুড়া, বুনা, ভুলা, মুছা, মুদা, শুনা,—ইত্যাদি পদের উচ্চারণ সাধারণতঃ কলিকাতা-অঞ্চলে যথাক্রমে ই-কারযুক্ত ধাতুগুলি এ-কারযুক্ত হইয়া ও উ-কারযুক্ত ধাতুগুলি ও-কারযুক্ত হইয়া উচ্চারিত হয়। সাহিত্যে সেইরূপ উচ্চারণগত পদেরই ব্যবহার বেশী দেখা যায়। যথা—চেনা লোক—("চিনা" লোক কেহ লেখে না); কিন্তু ক্রিয়ার অন্যান্য পদে ই-কারই থাকে আর তাহাই সাহিত্যে প্রযুক্ত হয় যথা,—চিনিতে, চিনিয়া, চিনিলাম ইত্যাদি। এইরূপ, বেঁধা, লেখা, শেখা ইত্যাদি। উড়া—ওড়া পাখী, কুটা—কোটা তরকারী, কুঁদা—কোঁদা পায়া, খুঁড়া—খোঁড়া গর্ত্ত, খুদা খোদা চাপরাস, চুঁয়া—চোঁয়া মুড়ি, ডুবা—ডোবা নৌকা, তুলা—তোলা জল ইত্যাদি; কিন্তু এই বিকৃত উচ্চারণও মধ্যরাঢ়ের প্রথা, পশ্চিমরাঢ় বা পূর্ব্ববঙ্গে নাই, সুতরাং আমার মতে পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণ-অনুসারে এগুলির বানান পরিশুদ্ধ করা উচিত। পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণ অনুসরণ করিলে, কতকগুলি চন্দ্রবিন্দুযুক্ত ধাতুর চন্দ্রবিন্দু বাদ দেওয়া আবশ্যক হইবে। কতকগুলিতে তাহা নির্ব্বিবাদে বাদ দেওয়া যাইতে পারে, কারণ সাহিত্যে তাহার উদাহরণের অসদ্ভাব নাই; যথা;—"গাছ পুতিতে হইলে"—ইহাই শুদ্ধ প্রয়োগ, "গাছ পুঁতিতে হইলে"—অধিকাংশ ব্যক্তি লেখেন না। আজকাল কেহ চন্দ্রবিন্দু দিয়া লিখিলেও অধিকাংশ লোকে তাহা সাহিত্যিক শুদ্ধ-প্রয়োগ বলিয়া ধরিতে প্রস্তুত নহেন। "হাঁসি" অনেকে ভালবাসেন, কিন্তু কেহ লেখেন না,—লিখিতে হইলে "হাসি" লেখেন, তবে দুই একটা গান বা কবিতার প্রয়োগের কথা স্বতন্ত্র।

এই শ্রেণীতে এমন কতকগুলি ধাতুজ পদ আছে, তাহাদের বিকৃত উচ্চারণই প্রায় সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে, সেগুলি সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা আবশ্যক কি না, তাহা ভাবিবার কথা; যথা,—কেনা, ঘেরা, চেরা, ছেঁড়া, ছেলা, জেতা, পেঁজা, পেটা, খোলা, ঘোঁটা, জোতা, ইত্যাদি;—ইহাদের প্রয়োগের উদাহরণ; যথা,—কেনা গোলাম, ঘেরা বাড়ী, চেরা বাঁশ, ছেঁড়া কাপড়, ছিলা বাখারি, জেতা মোকদ্দমা, পেঁজা তুলা, পেটা লোহা, খোলা মাঠ, ঘোঁটা সিদ্ধি, জোড়া বাড়ী, জোতা গরু ইত্যাদি। এই গুলিতে ধাতুর মূলরূপ বজায় রাখিয়া 'কিনা গোলাম' 'ছিঁড়া কাপড়'; 'খুলা মাঠ'; 'জুতা গরু' ইত্যাদি পদ কেহ লেখেন না।—এইরূপ উদাহরণ আরও সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক।

এই শ্রেণীর কতকগুলি পদ আবার এমন আছে যে, সেগুলির প্রত্যেকটি কেবল একটি বিশেষ শব্দের কোন একটি বিশেষার্থ প্রকাশের জন্যই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সেই বিশেষার্থ প্রকাশের জন্য সেই শব্দ সেই বিশেষ শব্দটী ব্যতীত অপর কোনও শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয় না, যথা;—'আওটা দুধ বা ক্ষীর' হয়, কিন্তু 'আওটা জল' বা 'আওটা তৈল' বলা যায় না। এইরূপ 'পেঁজা তুলা' 'ধরা গলা' ইত্যাদি।

### ৩। নঞর্থ আকারান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

বাঙলা ধাতু বা ক্রিয়ামূলের আদিতে 'অ' এবং 'আ' উপসর্গ যোগ হইলে, তাহাদের নঞর্থ

প্রকাশ করে। সকল বাঙ্লা ধাতুরই পূর্ব্বে 'অ' বা 'আ' যোগ হয় না। কতকগুলি ধাতুতে অ এবং কতকগুলি ধাতুতে আ যোগ হয়। যে সকল ধাতু বা ক্রিয়ামূলের পূর্ব্বে অ যোগ হয়, সেগুলির সংখ্যা অল্প, তন্মধ্যে যে কয়টি হইতে আকারান্ত বিশেষণ পদ হয়, তাহাদের সংখ্যা আরও অল্প ; যথা,—অচেনা (অপরিচিত), অজানা (অজ্ঞাত, অপরিচিত), অফলা (অজাত ফল), অবলা ( অ-কথিত, অননুজ্ঞাত ), অসাধা—(অননুরুদ্ধ) ইত্যাদি। ইহার পূর্ব্বের তালিকায় ( দ্বিতীয় অর্থাৎ ক্রিয়ামূলজ বিশেষণ তালিকায় ) যে আকারান্ত বিশেষণ গুলির উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, উহাদের মধ্যে অধিকাংশ পদের নঞর্থ প্রকাশার্থ অ বা আ যোগ করিয়া লইলে এই শ্রেণীর বহু উদাহরণ পাওয়া যাইবে। কেবল স্বরাদি ধাতুর উত্তর নঞর্থ প্রকাশের জন্য অ বা আ যোগ হয় না ; যথা,—অ-আঁকা বা আ-আঁকা পদ হয় না।

## ৪। কৃত-আকারান্ত বিশেষণ শব্দ

এতদ্ভিন্ন কতকগুলি আকারান্ত বিশেষণ আছে, সেগুলির সাহিত্যিক রূপ আকারান্ত ; কিন্তু কথিত ভাষায় দেশভেদে তাহাদের বিভিন্ন স্বরান্ত পদের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ শব্দে তৎভব তৎসম্বন্ধীয় প্রভৃতি অর্থে 'ইয়া' ও 'উয়া' যোগ করিয়া এইরূপ বিশেষণ পদ প্রস্তুত করা হয়। কতকগুলির আবার স্ত্রীত্বপ্রয়োগেও অন্যরূপ হয়। নিম্নে কতকগুলি উদাহরণ সংগৃহীত হইল,—

| সাহিত্যিক রূপ | কথিত রূপ | স্ত্রীত্বরূপ |
|---|---|---|
| আড়িয়া, আঁড়ুয়া, এঁড়িয়া | এঁড়ে | |
| আঁতুড়িয়া | আঁতুড়ে | |
| আদাড়িয়া | আদাড়ে | |
| আদরিয়া, আদুরিয়া | আদুরে | |
| আঁধুয়া | এঁদো | |
| আলসিয়া | আল্সে | |
| উচা | উঁচু | |
| উট্কা | উট্কো | |
| উল্টা | উল্টো | |
| এড়াটিয়া | এড়াটে | |
| এলুয়া | এলো | |

[ আজকাল 'এলো' পদই সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছে, এলুয়া পদের প্রচলন প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই এলো পদের সঙ্গে অন্য শব্দ যুক্ত হইলে এলুয়া পদ হয় না ; যথা, এলোমেলো, এলোধাবাড়ী, এলোপাথারী ইত্যাদি। এলোথেলো পদের আবার সাহিত্যিক রূপ

| সাহিত্যিক রূপ | কথিত রূপ | স্ত্রীস্বরূপ |
|---|---|---|
| | আর এক প্রকার আছে ; যথা আলুথালু। আলা ( আলাগন্ধ যুক্ত বা আলোকিত ) এবং এলা (এলায়িত) মূলতঃ এক ধাতু হওয়াই সম্ভব। ] | |
| কইলা | কইলে ( এটি স্ত্রীলিঙ্গপদ ) | |

[ এই পদটি সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'কপিলা' শব্দজাত। স্ত্রী-গোবৎস বুঝাইতে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইহা অন্য কোন শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় না। বাঙ্‌লা ভাষায় এইরূপ একমাত্র শব্দের, একমাত্র অর্থ প্রকাশের জন্য বিশেষ বিশেষ পদের ব্যবহার দেখা যায়। ]

| | | |
|---|---|---|
| কট্‌কটিয়া | কট্‌কটে | |
| সমস্ত পৌনঃপুনিক ধাতুজ পদগুলি এইরূপ হয় | | |
| কটাসিয়া | কটাসে | |
| কড়িয়া | কড়ে [ কড়া শব্দে রুক্ষ বুঝাইলে, তাহার 'কড়ে' রূপ হয়, যথা 'ধাতটে বড় কড়ে গিয়েছে' অর্থাৎ ধাতুটা বড় রুক্ষ হইয়াছে। কড়া অর্থে কৃপণ বুঝাইলে কড়ে পদ হয় না। 'কড়ে রাঁড়ী' পদে কড়ে অর্থে কলি অর্থাৎ কলিকাবস্থায় ( মুকুলিত হইবার পূর্ব্বেই ) যে বিধবা হইয়াছে, অতএব কড়ে অর্থে অল্পবয়স্কা, অপুষ্পিতা হয়, পুষ্পকলিকা অর্থে কড়ে পদ কোন কোন জেলায় চলিত আছে। ] | |
| কলঙ্কিয়া | কলুঙ্কে | |
| কষ্টিয়া | কষ্টে, ক'ষ্টে | |
| কাঠুরিয়া | কাঠুরে | কাঠুরেনী। |
| কাদাটিয়া | কাদাটে | |
| কাঁদনিয়া | কাঁদুনে | কাঁদুনী। |
| কালা ( বর্ণে ) | কালো | |
| ( কর্ণে কালা হইলে কালো হয় না ) | | |
| কুড়িয়া | কুড়ে — এতদর্থে এই শব্দটি সংস্কৃত 'কুষ্ঠ' শব্দজাত। কুষ্ঠগ্রস্তেরা অকর্ম্মণ্য হয়, তাহা হইতে 'কুড়ে' অর্থে 'অলস' হইয়াছে। 'কুড়' অর্থে 'কুঠ, কুষ্ঠ' ইহাও প্রদেশবিশেষে চলিত আছে। | |
| কোন্দলিয়া | কুঁদুলে | কুঁদুলী। |
| খড়ুয়া | খোড়ো | |

| সাহিত্যিক রূপ | কথিত রূপ | স্ত্রীরূপ |
|---|---|---|
| খাওয়াইয়া | খাইয়ে | |

( এই 'খাইয়ে' পদের স্থায় বলিয়ে, কহিয়ে, গাইয়ে, ন্যাচিয়ে, বাজিয়ে, বুঝিয়ে, পড়িয়ে, লিখিয়ে, লড়িয়ে প্রভৃতি পদগুলি মূলতঃ বিশেষণ পদ ; কিন্তু প্রায়ই বিশেষ্যবৎ একক ব্যবহৃত হয়। ইহাদের সাহিত্যিক আকারান্ত রূপগুলির আর দেখাসাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, কতকগুলি ধাতুর সেরূপ রূপও নাই।)

| | | |
|---|---|---|
| খাওনিয়া | খাউনে | খাউনী। |
| খেলুড়িয়া ( সঙ্গী-অর্থে ) | খেলুড়ে | খেলুড়ী। |

"খেলুনে" ও স্ত্রীলিঙ্গে 'খেলুনী' পদও স্থানভেদে শুনা যায়।

| | | |
|---|---|---|
| খেলুয়া | খেলো | |
| গড়ানিয়া | গড়ানে | |
| গতরিয়া | গতুরে | গতুরী। |
| গয়িয়া | গয়ে | |
| গাছুয়া | গেছো | |
| গাতুয়া, গেঁতুয়া | গেঁতো | |

[ এই পদের অর্থ 'অলস' অর্থাৎ যে গা নাড়িতে চাহে না। গা (গাত্র) তুয়া ( ইহার অর্থ যে কি, তাহা জানি না। ]

| | | |
|---|---|---|
| গুড়া | গুড়ো | |
| গুম্‌সা | গুম্‌সো | |
| গুমা | গুমো | |
| গোম্‌ড়া | গুম্‌ড়ো | |
| ঘরুয়া, ঘরোয়া | ঘোরো | |
| ঘাউয়া | ঘেয়ো | |
| ঘাটিয়া | ঘেটে | |
| ঘাসুয়া | ঘেসো | |
| ঘাসুড়িয়া, ঘেসুড়িয়া, ঘেসেড়া | ঘাসুড়ে, ঘেসুড়ে | ঘেসেড়াণী। |
| চড়্‌কা | চোড়্‌কো | |
| চাষাড়িয়া | চাষাড়ে | |

( মূলতঃ এইরূপ 'ড়ে'-ভাগান্ত পদগুলির অনেকগুলি চাষাটে, গোমটা, ইত্যাদি 'টে' ও 'টা' প্রত্যয়ান্ত পদ ছিল।

| সাহিত্যিক রূপ | কথিত রূপ | স্ত্রীরূপ |
|---|---|---|

দেশভেদে 'টে' ও 'টা' 'ড়ে' হইয়া গিয়াছে। এরূপ পদ আরও আছে যথা,—"মজাড়ে" "দাবাড়ে" "কাদাড়ে" ইত্যাদি। কোন কোন পদে "টে"-ভাগান্ত পদের অর্থ হইতে "ড়ে"-ভাগান্ত পদের অর্থের একটু বিকারও হইয়াছে, যেমন কাদাটে ( সমল ) আর কাদাড়ে ( কর্দ্দমপ্রিয়, সর্ব্বদা কর্দ্দম লইয়া কার্য্য করে যে )।

| | | |
|---|---|---|
| চাম্‌সা | চাম্‌সে | |
| চিম্‌সা | চিম্‌সে | |
| চিম্‌ড়া | চিম্‌ড়ে | |

( ইহাও "টে"-ভাগান্ত 'চিম্‌টে' পদের রূপান্তর। এখন ভাষায় এই রূপই বর্ত্তমান, "চিম্‌টে" পদের লোপ হইয়াছে; কিন্তু কোথাও কোথাও "চিম্‌টিনী" পদ শুনা যায়। "চিম্‌সানি" ও "চিমসিনী" পদও চলিত আছে। )

| | | |
|---|---|---|
| চেটুয়া | চেটো ( ইহা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ; অর্থ—নবযৌবনা ) | |
| চোখা | চোখো | |
| চৌকা | চৌকো | |
| ছিচ্‌কা | ছিচ্‌কে | |
| ছেচ্‌ড়া | ছেচড় | |
| ছুট্‌কিয়া | ছুট্‌কো | |
| ছুট্‌লিয়া | ছুট্‌লে | |
| ছুয়াচিয়া | ছোয়াচে | |
| জঙ্গলিয়া | জঙ্গুলে ( বনজাত অর্থে 'জঙ্গুলে' ও জঙ্গলবাসী অর্থে "জঙ্গ্‌লী" পদ ব্যবহৃত হয়। ) | জঙ্গলী। |
| জটিয়া | জটে | |
| জোগাড়িয়া | জোগাড়ে | |
| জলুয়া | জোলো | |
| ঝাঁকুয়া | ঝেঁকো | |
| জালিয়া | জেলে | |
| ঝড়ুয়া | ঝোড়ো | |
| টকুয়া | টোকো | |

জোলো, ঝোড়ো, টোকো প্রভৃতি পদে উপান্ত ওকারের আগম কেবল

| সাহিত্যিক রূপ | কথিত রূপ | স্ত্রীরূপ |
|---|---|---|

প্রাদেশিক উচ্চারণভেদে ঘটে, নতুবা কালো, ঝাড়ো, টোকো হইলেই ঠিক হয়, কিন্তু সাহিত্যে বা ভাষায় তাহাদের বর্তমানতা নাই।

| | | |
|---|---|---|
| টাকুয়া | টেকো | |
| টুকুয়া | টুকুয়ো | |
| ঠিকা | ঠিকে | |
| ঠেকা | ঠেকো | |
| ঠেঙাড়িয়া | ঠেঙাড়ে | |
| ঢিলা | ঢিলে | |
| ঢুস্না, ঢোস্না | ঢুস্নো | ঢুস্নী। |
| তিতা | তিতো | |
| থুব্ড়া | থুব্ড়ো | থুবড়ী। |
| দলুয়া | দোলো | |
| দাছুয়া, দেছুয়া | দেনো | |
| দীঘলিয়া | দীঘ্লে | |
| দুঁদিয়া | দুঁদে | |
| দেউলিয়া | দেউলে | |
| ধাওড়িয়া, ধাউড়ে | ধাউড়ে | |
| ধাড়িয়া, ধেড়িয়া, ধাড়ি | ধেড়ে | ধাড়ী। |

('ধাড়ী' অর্থে প্রসূতি, তদর্থে পুংলিঙ্গে কোন পদ নাই, "ধেড়ে" বা ধাড়ি অর্থে প্রবীণবয়স্ক বুঝায়।)

| | |
|---|---|
| নটুয়া, | নোটো ( লম্পট ) |

নৃত্যকারী বা বাজীকর অর্থে যে "নাটুয়া" পদ সাহিত্যে দেখা যায়, তাহা সংস্কৃত "নট" শব্দজ। সে অর্থে নোটো বা নেটো পদ হয় না।

| | |
|---|---|
| নাইয়া | নেয়ে ( নাবিক ) |
| নাকুয়া | নেকো |
| নুনিয়া, লুনিয়া, লবণিয়া | নুনে |
| নুলা | নুলো |
| নেওটা | নেওটো |

( 'নেওটো' বা আরও শুদ্ধ উচ্চারণে লিখিতে হইলে "ন্যাওটো" পদের অর্থ রাঢ়-অঞ্চলে 'অতিমাত্র অনুগত' বুঝায়। হিন্দী 'নিবট' বা 'নিওয়ট' এবং প্রাচীন বাঙ্‌লাপদাবলীর 'নিপট' শব্দ বোধ হয় এই পদটির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।)

| সাহিত্যিক রূপ | কথিত রূপ | স্ত্রীরূপ |
|---|---|---|
| নেড়া | নেড়ে | নেড়ী। |

মুণ্ডিত অর্থে 'নেড়া' পদ হয়। 'নেড়ে' পদে মূল অর্থ ঠিক থাকে, কিন্তু জাতিভেদ ঘটিয়া যায়; নেড়ে অর্থে "মুণ্ডিতমস্তক বাঙালী মুসলমান" বুঝায় ইহা হইতে সামান্যতঃ মুসলমান মাত্রকেই "নেড়ে" বলা যায়। তদনুসারে মুণ্ডিত-মস্তক বৈষ্ণবেরাও সামান্যতঃ 'নেড়া' পদদ্বারা অভিহিত হয়। "নেড়ী" নেড়ার স্ত্রীত্ব-প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়, "নেড়ের" নহে। দণ্ডি-সন্ন্যাসীরাও মুণ্ডিত-মস্তক কিন্তু"নেড়া"নামে অভিহিত হন না।

| | | |
|---|---|---|
| পহিলা, পহেলা | পইলে | |
| পাঁকুয়া | পেঁকো | |
| পটুয়া | পোটো | |
| পাটুয়া | পেটো যথা,—পেটো দড়ি। | |

( পাট হইতে প্রস্তুত এতদর্থে "পেটো" পদ হয় এবং বিকল্পে "বেটো" বা 'বেটে" পদও হয়, পেটো ইলিস, পেটো রুই ইত্যাদি স্থলে গর্ভিণী ( ডিম্ব-বিশিষ্টা ) অর্থ প্রকাশ করে। এই অর্থে এই শব্দ মৎস্য ব্যতীত অপর কোন জন্তুর বিশেষণ হয় না।

| | | |
|---|---|---|
| পান্‌সা | পান্‌সে | |
| পিছ্‌লা | পিছ্‌লে | |
| পুরা | পুরো | |
| পুচ্‌কিয়া, পুটুকিয়া | পুচকে, পুটকে | |
| ফচ্‌কিয়া | ফচ্‌কে | |
| ফাঁসুড়িয়া | ফাঁসুড়ে | ফাঁসুড়েনী। |
| ফেকাসিয়া | ফেকাসে | |
| ফেগানিয়া | ফেগানে | ফেগানী। |
| ফুটা | ফুটো | |
| বনুয়া (এই পদ আর দেখা যায় না) | বুনো | |
| বাটিয়া | বেটে | |

( বাটিয়া পদের সাক্ষাৎ আজকালকার সাহিত্যে হয় না, প্রাচীন সাহিত্যেও কচিৎ দেখা যায়। )

| | | |
|---|---|---|
| বাড়িয়া | বেড়ে | |
| বুড়া | বুড়ো | বুড়ী। |
| বেগুনিয়া | বেগুনে | |

| সাহিত্যিক রূপ | কথিত রূপ | স্ত্রীস্বরূপ |
|---|---|---|
| বাতুয়া | বেতো | |
| বাথানিয়া | বাথানে<br>এই পদটি কেবল স্ত্রী-গবীর বিশেষণ রূপেই ব্যবহৃত হয়; অর্থ—ঋতুমতী গাভী। | |
| বাসাড়িয়া | বাসাড়ে | |
| ভগুলিয়া | ভগুলে | |
| ভাড়াটিয়া | ভাড়াটে | |
| ভাতুড়িয়া | ভেতুড়ে, ভাতুড়ে | |
| ভাননিয়া | ভান্নুনে | ভান্নুনী, ভান্নী। |
| ভিজা | ভিজে | |
| ভুড়িয়া | ভুড়ো, ভুড়ে | |
| ভুতুড়িয়া | ভুতুড়ে | |
| ভেকা | ভেকো | |
| ভেড়ুয়া | ভেড়ো | |
| ভেপ্‌সা | ভেপ্‌সো | |
| ভোমা | ভেমো | |

বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি স্বতন্ত্র শব্দ আছে, সেগুলির দুই চারিটির উল্লেখ পূর্ব্বে করা গিয়াছে, এটি সেই দলের আর একটি শব্দ। কেবল গোপজাতির নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশার্থ এই শব্দটি প্রয়োগ হয়, যথা "ভেমো গোয়ালা"—শব্দটির পরিবর্ত্তনও লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রথম বর্ণযুক্ত আকার পরিবর্ত্তিত হইয়া একার হয়, যথা—জালিয়া—জেলে আর ওকার পরিবর্ত্তিত হইলে উকার হয় যথা, ঢোস্‌না ঢুস্‌নো, কোন্দালিয়া কুদুলে ইত্যাদি কিন্তু একার হইবার উদাহরণ এই একটি। শব্দটি সম্ভবতঃ সংস্কৃত "ভ্রম" শব্দজাত, তাহা যদি হয়, তবে 'ভমা' 'ভমো' হওয়াই উচিত; কিন্তু "ভোমা" পদই সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

| | | |
|---|---|---|
| ভোঁদা | ভুঁদো | ভুঁদী। |
| ভোলা | ভুলো | |
| মজাড়িয়া | মজাড়ে | |
| মড়াচিয়া, মড়াঞ্চিয়া | মড়াঞ্চে, মড়ুঞ্চে | |
| মরকটিয়া | মরকুটে | |
| মর্কটিয়া | মর্কুটে | |

এই দুই পদের উচ্চারণগত সাদৃশ্য এক হইলেও অর্থগত পার্থক্য বুঝাইবার জন্য মূল শব্দের অনুসরণে বানান লেখা হয়। বানর সদৃশ বা বানরবৎ অর্থে "মর্কুটে" পদ "মর্কট" শব্দের অনু-

সরণে এবং মৃতপ্রায় অর্থে "মরকুটে" পদ "মর" শব্দের অনুসরণে লেখা হয়; এইরূপ 'হাঁসকুটে', 'মারকুটে', ইত্যাদি।)

| সাহিত্যিক রূপ | কথিত রূপ | স্ত্রীরূপ |
| --- | --- | --- |
| মাকাটিয়া | মাকাটে | |
| মাকুন্দিয়া | মাকুন্দে | |
| মাঙ্গ্‌টা, মাঙ্গনিয়া, মাঙ্গটিয়া | মাঙ্গট, মাঙ্গট | মাঙ্‌নী |
| মাছুয়া | মেছো | |
| মাটিয়া, মেটিয়া | মেটে | |
| মাঠুয়া | মেঠো | |
| মুটা | মুটো | |
| রগড়িয়া | রগুড়ে | |
| রন্ধনিয়া | রাঁধুনী | রাঁধুনী |
| রসুইয়া | রসুয়ে | |
| রাঙ্‌ড়াটিয়া | রাঙ্‌ড়াটে | |
| রাঙাটিয়া | রাঙাটে | |
| রাঢ়ীয়া | রেঢ়ো | |
| রুখা, রোখা | রুখো | |
| রুটা | রুটো | |
| সড়্‌ঙ্গা সড়িঙ্গা, সড়িঙ্গা | সড়ুঙ্গে শড়িঙ্গে | |
| সিড়িঙ্গা | সিড়িঙ্গে | |
| শিকড়িয়া | শিকড়ে | |
| শুক্‌না | শুক্‌নো | |
| শুকটা, শুট্‌কা | শুকটো, শুট্‌কো, শুট্‌কে | শুক্‌টি, শুট্‌কী |
| শুকা | শুকো | |
| শুনা, (জমী) | শুনো | |
| সেথুয়া | সেথো | |
| হন্যা | হন্যে | |
| হাটুয়া | হেটো | |
| হাটুরিয়া | হেটুরে, হাটুরে | |
| হাতুয়া ( গাভী ) | হেতো | |
| হাতুড়িয়া | হেতুড়ে, হাতুড়ে | |
| হালিয়া | হেলে | |

| সাহিত্যিক রূপ | কথিত রূপ | স্ত্রীরূপ |
|---|---|---|
| হিজ্‌ড়া | হিজ্‌ড়ে | |
| হুড়কা | হুড়কো | |

এই শব্দ বিশেষণার্থ প্রকাশ করিলে, পতিসঙ্গপরাঙ্মুখ নববধূর অবস্থা প্রকাশার্থ প্রযুক্ত হয়; আর বিশেষ্যার্থ প্রকাশ করিলে "অর্গল" বুঝায়। উভয় পদই সাহিত্যিক ও কথিত ভাষায় প্রয়োগকালে পূর্ব্বোক্ত মত পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।)

| | | |
|---|---|---|
| হুলা, হোলা | হুলো | |

খুঁজিলে সাহিত্য ও কথিত ভাষায় এইরূপ শব্দ আরও বাহির হইতে পারে। এই সকল শব্দের কতকগুলি কথিত ভাষায় একারান্ত বা ওকারান্ত পদই শিষ্ট প্রয়োগ বলিয়া রচনার ভাষাতেও লওয়া হইয়াছে; কিন্তু অধিকাংশের আকারান্ত রূপই এখনও সাহিত্যগ্রাহ্য হইয়া রহিয়াছে। ইহার কতকগুলির উচ্চারণ বঙ্গদেশগ্রাহ্য, কতকগুলি বঙ্গদেশীয় উচ্চারণের সমীপবর্ত্তী; কতগুলির আবার কথিত ভাষার নগ্নরূপকে গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট বিবেচনায় মার্জ্জিত-রচনাপ্রয়াসী লেখকগণদ্বারা "ইয়া" যোগে রচনার ভাষার উপযোগী সাজ-পোষাকে সজ্জিত করা হয়। কতকগুলিকে কেবল আকারান্ত বিশেষণের রূপ দিবার জন্য বা তালিকার অন্যান্য শব্দের সহিত শ্রেণীবদ্ধ করিবার জন্যই যেন বিকৃত করিয়াও "ইয়া", যোগে সমানাকার করিয়া লওয়া হয়। ইহাতে অধিকাংশ স্থলে পদটি সুখশ্রাব্যও হয় না এবং অনেক স্থলে অপরিচিত শব্দবৎ প্রতীয়মান হইতে থাকে।

এই তালিকা হইতে ব্যাকরণ লেখকেরা নানাবিধ অর্থে নানাবিধ তদ্ধিত প্রত্যয়ের ইঙ্গিতও পাইবেন এবং তত্তৎ প্রত্যয়যোগে পদগঠনের নিয়মাদি্ আবিষ্কার করিতে পারিবেন।

## ৫। সমাসযুক্ত আকারান্ত বিশেষণের তালিকা

| | | |
|---|---|---|
| অ-কেজুয়া | অকেজো | |
| অনা-মুখা | অনামুখো | অনামুখী |
| অ-লক্ষণিয়া | অলক্ষুণে | |
| আইবুড়া | আইবুড়ো | |

এই শব্দটি "আয়ুবড়' কিম্বা "অব্যূঢ়' শব্দজাত তাহার মীমাংসা লইয়া একটা তর্ক আছে। দেশের প্রচলিত ভাব "আয়ুবড়" শব্দের অর্থের দিকে, কিন্তু পণ্ডিতেরা "অব্যূঢ়" শব্দের পক্ষে ডিক্রী দিয়াছেন।)

| | | |
|---|---|---|
| আকৃকাটা | আকৃকুটে | আকৃকুটী |

(এই শব্দের নানারূপ বানান চলিত আছে। আককুটে, আক্‌খুটে, অক্কুটে, এতদ্ভিন্ন প্রাচীন সাহিত্যে যে "আখণ্টি"ও "আখেটি" পদ দেখা যায়, এই শব্দের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠতা থাকা অসম্ভব নয়।)

| সাহিত্যিক রূপ | কথিত রূপ | স্ত্রীরূপ |
|---|---|---|
| আঁটকুড়া | আঁটকুড়ো | আঁটকুড়ী। |
| আট-কপালিয়া | আটকপালে | আটকপালী। |
| আট-পিঠা ( পিটা ) | আটপিঠে ( পিটে ) | |
| আট-পহরিয়া | আট-পহুরে | |
| আড়্-মাদলা | আড়্মাদল | |
| আদেঙ্গা, আদঙ্গা, আধেঙ্গা, আধাঙ্গা | | |

এই শব্দগুলিতে যেমন সমাস বর্ত্তমান তেমনি একপ্রকার সন্ধিরও অস্তিত্ব অনুভূত হয়।

| | | |
|---|---|---|
| আন্‌কোরা | ,, | |
| আন্‌মনা | ,, | |
| আবুড়া-খাবুড়া, এবুড়া-খেবুড়া | আব্ড়ো-খাব্ড়ো, এব্ড়ো খেবড়ো | |
| উঁচ্-কপালিয়া | উঁচ্-কপালে | উচ্কপালী |
| উড়ন্-পাকিয়া | উড়ন্-পেকে | |
| উনন-মুখা | উনন-মুখো | উনন-মুখী |
| উন্-পাঁজরিয়া | উন্-পাঁজুরে | |
| উদো-মাদা | | |
| উস্‌কা-খুস্‌কা | উস্‌কো-খুস্‌কো | |
| এক-গুঁইয়া | এক-গুঁয়ে | |
| এক-ঘরিয়া | এক-ঘরে | একঘরী। |
| এক-খাইয়া | এক-খেয়ে | |
| এক-চেটিয়া | এক-চেটে | |
| এক-ছুটিয়া | এক-ছুটে | |
| এক-টানা | | |
| এক-রোখা, এক-রাখা | | |

এক-শা ( শত শব্দের সংক্ষিপ্তরূপ শ তাহার উত্তর অস্ত্যর্থ আ-যোগে শা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, শত একত্র এই অর্থে মিশ্রিত, তদর্থে এই একশা শব্দের প্রয়োগ হয়। )

| | | |
|---|---|---|
| একল-ষাঁড়িয়া | একল-ষেঁড়ে, একড়-ষেঁড়ে | একল-ষাঁড়ী |

যে বহুজনের সহিত একমত হইতে বা একত্র থাকিতে ভালবাসে না তাহাকে একল-ষেঁড়ে বলে। একল—একক, ষেঁড়ে—ষণ্ডবৎ অর্থাৎ ষণ্ডের ন্যায় স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। অনেক ষণ্ডই অন্য ষণ্ডের সঙ্গে একত্র প্রীতিতে বাস করিতে বা একত্র কাজ করিতে চাহে না। এক লাঙ্গলে যে ষণ্ড অন্য ষণ্ডের সঙ্গে চাষ করিতে চাহে না, তাহাদিগকে সংস্কৃতে 'অযুগবহ ষণ্ড' বলে। 'একলষাঁড়িয়া' কথাটি ভাবাক্রান্ত শব্দ।

| সাহিত্যিক রূপ | কথিত রূপ | স্ত্রীরূপ |
|---|---|---|
| কট্-কটিয়া | কট্কটে | |

সমস্ত ধাতুজ ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি প্রায়ই এইরূপ হয়, কন্কনে, কট্কটে, কস্কসে, ঝরঝরে, মড়মড়ে, টরটরে, চকচকে, ইত্যাদি।

| | | |
|---|---|---|
| কন্ধ-কাটা ( কবন্ধ ) | | |
| কালামুখা | কালামুখো | কালামুখী |
| কুলি-কাটা | | |
| কুচক্রিয়া | কুচক্রী | কুচক্কুরী |
| খাপ-ছাড়া | | |
| খুট-আখরিয়া | খুট-আখুরে | খুট-আখরী |
| গঙ্গা-জলিয়া | গঙ্গাজলে, গঙ্গাজলি, গঙ্গাজুলে। | |

("গঙ্গাজলি" বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হইলে গঙ্গাজলের ন্যায় ঈষদুজ্জ্বল পীতবর্ণবিশিষ্ট বুঝায় এবং বিশেষ্য রূপে প্রযুক্ত হইলে "অন্তর্জলি" অর্থ বুঝায়। অন্য পদে গঙ্গাজলস্পর্শে শপথ-কারীকে বুঝায়।)

| | | |
|---|---|---|
| গয়া-কাটা, গয়লা-কাটা, গয়া-খাঁদা | | |
| গুড়্-গুড়িয়া | গুড়্গুড়ে | |
| গেটা-গোটা | | |
| গোঁফ-খেজুরিয়া | গোঁফ-খেজুরে | |
| গোটা-গোটা | | |
| গো-বেচারা | গো-বেচারী | |
| ঘুম-গড়িয়া, ঘুম-গাছড়িয়া | ঘুম-গড়ে ঘুম-গাছড়ে | |
| ঘোড়া-মুখা | ঘোড়া-মুখো | ঘোড়ামুখী |
| চট্কা-ভাঙ্গা | | |
| চল্-বলিয়া, চুল-বুলিয়া | চুল-বুলে | |
| চুলা-মুখা | চুলা-মুখো | চুলো-মুখী |
| ছুচি-বায়া | ছুচি-বেয়ে | |
| জল-ভরা | | |
| ডিমে-রোগা ডিমে-মরা | | |

( ক্রমশঃ )

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী

# শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা

বৈদিক সাহিত্যে পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দ পাওয়া যায়। পশুযজ্ঞ উপলক্ষে পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশে অর্পণ করা হইত। নিহত পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শাসনামক ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া পৃথক করা হইত। যে ব্যক্তি এই কর্ম্ম করিত, তাহার নাম ছিল শমিতা। যজ্ঞভূমির সংলগ্ন যে স্থানে এই কর্ম্ম নিষ্পাদিত হইত, সেই স্থানের নাম শামিত্র দেশ। সেই স্থানেই অগ্নি জ্বালিয়া পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাক করা হইত। যে অগ্নিতে পাক হইত, তাহার নাম শামিত্র অগ্নি। যে দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ সমুষ্ঠিত হইত, তাঁহার উদ্দেশে যাগ প্রধান যাগ। প্রধান যাগের সম্পূর্ণতার জন্য স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির উদ্দেশে যাগ করিতে হইত, ইহার নাম স্বিষ্টকৃৎ যাগ। প্রধান যাগের পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে একাদশ জন নির্দ্দিষ্ট দেবতার উদ্দেশে একাদশটি যাগ করা হইত—তাহার নাম প্রযাজ যাগ। প্রধান যাগ সম্পাদনের পর হুতাবশিষ্ট যজ্ঞিয় দ্রব্য যজমান ও ঋত্বিকেরা একযোগে ভক্ষণ করিতেন। এই ভক্ষণীয় দ্রব্যের নাম ইড়া। উহা ভক্ষণের নাম ইড়া-ভক্ষণ। ইড়া-ভক্ষণেই প্রধান যাগ সমাপ্ত হইত বটে, কিন্তু তৎপরেও কতিপয় আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান না করিলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইত না। এই সম্পূর্ণতাবিধানের জন্য অপর একাদশ জন দেবতার উদ্দেশে একাদশ যাগ অনুষ্ঠিত হইত, ইহার নাম অনুযাজ যাগ। অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক্ স্বহস্তে এই প্রধান যাগ, স্বিষ্টকৃৎ যাগ, প্রযাজ যাগ ও অনুযাজ যাগ সম্পাদন করিতেন। একাদশ অনুযাজ যাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপ্রস্থাতা নামক আর একজন ঋত্বিক্ আরও একাদশটি যাগ সম্পাদন করিতেন, ইহার নাম উপযাজ যাগ। এই সমুদয় যাগ যজমানের মঙ্গলার্থ অনুষ্ঠিত হইত।

আহবনীয় নামক অগ্নিতে মন্ত্রসহকারে যজ্ঞিয় দ্রব্য নিক্ষেপদ্বারা যাগ অনুষ্ঠিত হইত। যজমান সপত্নীক হইয়া যাগ করিতেন। যজমানের পত্নী যজ্ঞের ফলভাগী হইতেন। তৎসত্ত্বেও যজমান-পত্নীর পক্ষ হইতে দেবপত্নীগণের উদ্দেশে পৃথক্‌ভাবে যাগ করিতে হইত, ইহার নাম পত্নী-সংযাজ যাগ। গার্হপত্য নামক অগ্নিতে এই পত্নী-সংযাজ যাগ অনুষ্ঠিত হইত।

পশুবধের পর পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শামিত্র অগ্নিতে পাক করিয়া ঐ সমুদয় যাগ—প্রধান যাগ, স্বিষ্টকৃৎ যাগ, প্রযাজ যাগ, অনুযাজ যাগ, উপযাজযাগ এবং পত্নী-সংযাজ যাগ অনুষ্ঠিত হইত। কোন্ যাগে পশুর কোন্ অঙ্গ যজ্ঞিয় দ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হইবে, বেদের ব্রাহ্মণগ্রন্থে তাহার বিধান আছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া যে সকল সূত্রগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহাতেও সেই সকল বিধান পাওয়া যায়। কতিপয় ব্রাহ্মণ ও সূত্রগ্রন্থ হইতে এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নামগুলি সঙ্কলন করিয়া দিলাম। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন-কার্য্যে ইহা হইতে সাহায্য পাওয়া যাইতে পারিবে।

সঙ্কলিত শব্দগুলির অর্থ সম্বন্ধে স্থানে স্থানে সংশয় ঘটিতে পারে। অনেকগুলি শব্দ এখন

অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। যে সময়ে শ্রৌতকর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তখন যাজ্ঞিকেরা ঐ সকল শব্দের অর্থ নিশ্চিত জানিতেন। ব্রাহ্মণ ও সূত্রগ্রন্থের যে সকল ভাষ্য বা বৃত্তি এখন পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ভাষ্যকার ও বৃত্তিকারদিগের মধ্যে কতিপয় শব্দের অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বোধ হয় শ্রৌতকর্ম্ম ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া পড়ায় এইরূপ মতভেদের হেতু জন্মিয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থে এই সমুদয় নাম প্রচলিত আছে কি না আমি জানি না; আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে আলোচনা করিবেন। আমি যে শব্দগুলি পাইয়াছি, ভাষ্যকার বা বৃত্তিকার কর্ত্তৃক লিখিত অর্থ সহিত তালিকা করিয়া দিলাম।

মার্টিন হোগ ঐতরেয় ব্রাহ্মণগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করিয়াছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত শব্দগুলির ইংরেজি প্রতিশব্দ সেই অনুবাদ হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

পশুযজ্ঞ প্রকরণ ব্যতীত অন্যান্য স্থলেও কিছু কিছু শব্দ পাওয়া যায়। সমুদয় বৈদিকসাহিত্য অনুসন্ধান করিলে এরূপ শব্দ বহু সংখ্যায় মিলিতে পারে। সেরূপ অনুসন্ধানের অবকাশ আমার নাই। চোখের উপর যাহা পড়িয়াছে, তাহাই এস্থানে সঙ্কলিত করিলাম। বৈদিক-সাহিত্যে যাঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা এবিষয়ে আলোচনা করিলে পরিষদের পরিভাষা-সমিতি উপকৃত হইবেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম অধ্যায় তৃতীয় খণ্ডে যজমানের দীক্ষা উপলক্ষে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডে প্রযাজ যাগ উপলক্ষে এবং একবিংশ অধ্যায়ের প্রথমখণ্ডে পশুবিভাগ উপলক্ষে নিম্নোক্ত শব্দগুলি আছে।

মার্টিন হোগের ইংরেজি প্রতিশব্দ ও সংশয়স্থলে সায়ণভাষ্যোক্ত প্রতিশব্দ দেওয়া গেল।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ :—১।৩

| | |
|---|---|
| যোনি | womb |
| গর্ভ | embryo |
| উল্ব | caul ( গর্ভস্থ অভ্যন্তরং চর্ম্ম সর্ব্ববেষ্টনম্—সায়ণ ) |
| জরায়ু | placenta |

ঐ ৬।৬

| | |
|---|---|
| চক্ষুঃ | eye |
| প্রাণ | breath |
| অসু | life |
| শ্রোত্র | hearing |
| শরীর | body |
| ত্বক্ | skin |
| নাভি | navel |

| | |
|---|---|
| বপা | omentum |
| উচ্ছ্বাস | breathing |
| বক্ষঃ | breast |
| বাহু | arm |
| দোষণী (প্রকোষ্ঠৌ) | forearms |
| অংস | shoulder |
| শ্রোণি | loin |
| ঊরু | thigh |
| বঙ্ক্রি (ষড়্‌বিংশতিসংখ্যক) | rib—পার্শ্বাস্থি ( সায়ণ ) |
| উবধ্য | excrement—পুরীষ ( সায়ণ ) |

ঐ　　৬।৭

| | |
|---|---|
| বনিষ্ঠু | entrails (?)—বপায়াঃ সমীপবর্ত্তী মাংসখণ্ডঃ ( সায়ণ ) |
| জিহ্বা | tongue |

ঐ　　৩১।১

| | |
|---|---|
| হনু | jawbone |
| কণ্ঠ | throat |
| কাকুদ্র | palate |
| শ্রোণি | loin |
| সক্থি | thigh—ঊর্দ্ধোভাগঃ (সায়ণ) |
| পার্শ্ব | side |
| অংস | shoulder |
| দোঃ | arm—বাহুঃ ( সায়ণ ) |
| ঊরু | thigh |
| অনূক | urinal bladder—মূত্রবস্তি ( সায়ণ ) |
| সদ | backbone—পৃষ্ঠবংশ ( সায়ণ ) |
| পাদ | foot |
| ওষ্ঠ | upper lip |
| জাঘনী | tail—পুচ্ছঃ ( সায়ণ ) |
| স্কন্ধ | neck |

মণিকা—fleshy portion in neck স্কন্ধে ভবা মণিসদৃশা মাংসখণ্ডাঃ ( সায়ণ )
কীকস—gristle কীকসাঃ পার্শ্বেস্থিতা মাংসশকলাস্ত্রিস্রঃ ( সায়ণ )
বৈকর্ত্ত—fleshy part on the back প্রৌঢো মাংসখণ্ডঃ ( সায়ণ )

ক্লোমা—left lobe হৃদয়পার্শ্ববর্ত্তী মাংসখণ্ডঃ ( সায়ণ )

শিরঃ—head

অজিন—skin

মাধ্যন্দিন বাজসনেয়ি-সংহিতা—২৫ অধ্যায়—অশ্বমেধ প্রকরণ—

পশ্বঙ্গের নাম মহীধর ভাষ্যোক্ত প্রতিশব্দ সমেত

| | |
|---|---|
| দং | দন্ত |
| দন্তমূল | |
| বর্স্ব | দন্তপীঠ |
| দংষ্ট্রা | |
| অগ্রজিহ্বা | |
| জিহ্বা | |
| তালু | |
| হনু | বক্ত্রৈকদেশ |
| আস্য | মুখ |
| আণ্ড | বৃষণ |
| শ্মশ্রু | মুখকেশ |
| ভ্রূ | ললাটগ রোমপঙ্ক্তি |
| বর্ত্মঃ | পক্ষপঙ্ক্তি |
| কনীনক | নেত্রমধ্যস্থকৃষ্ণগোল |
| পক্ষ্ম | |
| ইক্ষু | নেত্রাধোভাগ রোম |
| প্রাণ | |
| অপান | |
| অধর-ওষ্ঠ | |
| উত্তর-ওষ্ঠ | |
| মূর্দ্ধা | মস্তক |
| নির্ব্বাধ | শিরোঽস্থি মধ্যসংলগ্ন মজ্জাভাগ |
| মস্তিষ্ক | শিরোমধ্যস্থ জর্জ্জরমাংসভাগ (মস্তকমজ্জা ইতি ক্ষীরস্বামী) |
| কর্ণ | কর্ণশষ্কুলী |
| শ্রোত্র | শ্রোত্রেন্দ্রিয় |
| অধরকণ্ঠ | কণ্ঠাধোভাগ |

| | |
|---|---|
| শুষ্ককণ্ঠ | কণ্ঠস্থ যঃ শুষ্কো নির্মাংসো দেশঃ |
| মন্যা | গ্রীবাপশ্চাদ্‌ভাগে কৃকাটিকায়াং শিরা মন্যা মতাতে (পশ্চাদ্‌-গ্রীবা শিরা মন্যা ইতি অমরঃ) |
| শীর্ষ | শিরঃ |
| কেশ | অশ্বপক্ষে স্কন্ধস্থ রোম |
| বহ | স্কন্ধ |
| শফ | খুর |
| খুর | গুল্‌ফ |
| ঋক্ষলা | গুল্‌ফাধঃস্থা নাড়ী |
| জঙ্ঘা | গুল্‌ফজানুনোঃ মধ্যভাগঃ |
| বাহু | অগ্রপাদস্থ জানূর্দ্ধভাগঃ |
| জাম্বীর | জম্বীরফলাকার জানুমধ্যভাগঃ |
| অতিরুক্ | জানুদেশ |
| দোঃ | করঃ—অগ্রপাদস্থ জান্বধোভাগঃ |
| অংস | স্কন্ধ |
| স্নোর | অংসগ্রন্থি |
| পক্ষতি | পক্ষস্থ পার্শ্বস্থ মূলভূতং অস্থি বঙ্ক্রি শব্দবাচ্যম্। তানি চ প্রতিপার্শ্বং ত্রয়োদশ ভবন্তি। |
| নিপক্ষতি | দ্বিতীয় পক্ষতি |
| স্কন্ধ | |
| কীকস | অশ্বপুচ্ছোপরি তিস্রোঽস্থিপঙ্‌ক্তয়ঃ সন্তি তানি অস্থি-পঙ্‌ক্তীনি কীকসানি। |
| পুচ্ছ | |
| জাঘন | নিতম্ব |
| শ্রোণি | কটি |
| ঊরু | |
| অন্ন | বঙ্‌ক্ষণ, ঊরুসন্ধি |
| স্ফুগ | স্থূলঃ ফিচঃ নিতম্বাধোভাগঃ |
| কুণ্ড | নিতম্বস্থঃ কূপকঃ আবর্ত্তঃ ককুন্দরশব্দবাচী |
| বনিষ্ঠু | স্থূলান্ত্র |
| স্থূলগুদা | গুদা = গুদং পায়ুঃ, তস্য স্থূলভাগঃ |
| আন্ত্র | অন্ত্রসম্বন্ধী মাংসভাগ |

| | |
|---|---|
| বস্তি | মূত্রপুট |
| আণ্ড | অণ্ড, মুষ্ক |
| শেপ | লিঙ্গ |
| রেতঃ | শুক্র |
| পিত্ত | ধাতুবিশেষঃ |
| পায়ু | |
| শকপিণ্ড | বিষ্ঠাপিণ্ড |
| ক্রোড় | বক্ষোমধ্যভাগ |
| পাজস্য | বলকরমঙ্গম্ |
| জত্রু | অংসকক্ষয়োঃ সন্ধিঃ |
| ভসৎ | লিঙ্গাগ্র |
| হৃদয়ৌপশ | হৃদয়স্থ মাংস |
| পুরীতৎ | হৃদয়াচ্ছাদক অন্ত্র |
| উদর্য্য | উদরস্থ মাংস |
| মতস্ন | গ্রীবাধস্তাদ্ভাগস্থিত হৃদয়োভয়পার্শ্বস্থে অস্থিনী মতস্নে |
| বৃক্ক | কুক্ষিস্থ আম্রফলাকৃতি মাংসগোলক |
| প্লাশি | শিশ্নমূলনাড়ী |
| প্লীহা | হৃদয় বামভাগে শিথিলো মাংসভাগঃ পুপ্পুসসংজ্ঞঃ |
| ক্লোমা | উদরস্থ জলাধারঃ ( ক্লোমা গলনাড়ী ইতি কর্কঃ ; হৃদয়স্য দক্ষিণে ক্লোমা বামে প্লীহা পুপ্পুসশ্চ ইতি বৈদ্যা ইতি ক্ষীরস্বামী ) |
| স্নৌ | হৃদয়নাড়ী |
| হিরা | অন্নবাহিনী নাড়ী |
| কুক্ষি | জঠরস্য দক্ষবামভাগৌ কুক্ষী |
| উদর | জঠর |
| নাভি | |
| রস | ধাতুবিশেষঃ, বীর্য্যম্ |
| যূষ | পক্বান্ন রস |
| বসা | মেদ |
| অশ্রু | নেত্রাম্বু |
| দূষিকা | নেত্রমল |
| অসা | অসৃক্, রুধির |

| | |
|---|---|
| ত্বক্ | চর্ম্ম |

## কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে ৬ অধ্যায় ৭ কণ্ডিকা

পশুযাগ প্রকরণে—যাজ্ঞিকদেবকৃত ব্যাখ্যা সমেত :—

| | |
|---|---|
| হৃদয়ম্ | আম্রফলসদৃশম্ |
| জিহ্বা | রসনা |
| ক্রোড়ম্ | বক্ষোভুজান্তরম্ |
| সব্যসক্থি-পৃষ্ঠনড়কম্ | সব্যস্য বাহোঃ প্রথমং নড়কং অংসাদধো বর্ত্তমানম্ |
| পার্শ্বে | দ্বে পার্শ্বে—একৈকং ত্রয়োদশ বঙ্ক্র্যাত্মকম্ |
| যকৃৎ | কালেয়ম্ |
| বৃক্কৌ | কুক্ষিস্থৌ গোলকৌ মহদামলকতুল্যৌ আম্রফলাকৃতী ইতি ধূর্ত্তস্বামী |
| গুদমধ্যম্ | গুদস্য মধ্যং যেন শকৃৎ নির্গচ্ছতি তদ্বিষমং ত্রেধা কৃত্বা তস্য যো মধ্যমো ভাগঃ ন স্থূলঃ ন চ কৃশঃ |
| দক্ষিণা শ্রোণিঃ | কটী দক্ষিণাপর সক্থ্নঃ উপরি বর্ত্তমানঃ মাংসলঃ প্রদেশঃ। শ্রোণির্দক্ষিণাঃ স্ফিক্ ইতি ধূর্ত্তস্বামী |
| দক্ষিণসক্থি পৃষ্ঠনড়কম্ | দক্ষিণস্য বাহোঃ প্রথম নলকং, অংসাদধ এবাবস্থিতম্ |
| গুদতৃতীয়াণিষ্ঠম্ | আন্ত্রস্য যোঽণিষ্ঠঃ অতিশয়েন অণুঃ অতিকৃশঃ তৃতীয়ো ভাগঃ |
| সব্যা শ্রোণিঃ | উত্তরাপর সক্থ্ন উপরিভাগে মাংসলঃ প্রদেশঃ, কটী-শব্দবাচ্যঃ |
| বর্ষিষ্ঠম্ | অতিশয়েন মহৎ বর্ষিষ্ঠং যদ্গুদতৃতীয়মতিস্থূলম্ |
| বনিষ্ঠু | স্থূলান্ত্রম্ |
| জাঘনী | জঘনপ্রদেশে ভবা পুচ্ছদণ্ড ইত্যর্থঃ। জাঘনী পশোঃ পুচ্ছমিতি হরিস্বামী। জাঘনী বালদণ্ড ইতি মাধবাচার্য্যাঃ। জাঘনী যেন মশকানপনয়তীতি ধূর্ত্তস্বামী। জাঘনী বালধি-রুচ্যতে ইতি জ্ঞানদীপিকাকারঃ |
| ক্লোম | গলনাড়িকা |
| প্লীহঃ | পীহ ইতি যঃ প্রসিদ্ধঃ |
| অধ্যূধ্নী | শতপুটঃ ঊধস উপরি ভবতি |
| পুরীতৎ | হৃদয়ং প্রচ্ছাদিতং যেন মাংসেন তৎ |
| মেদঃ | |
| ঊবধ্যং | পুরীষম্ |

| | |
|---|---|
| লোহিতম্ | রুধিরম্ |
| বপা | |
| বসা | |

## আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে

৭ প্রশ্ন ২২-২৭ কণ্ডিকা পশুমন্ত্র প্রকরণ—ভট্টরুদ্রদত্ত প্রণীত বৃত্তি সমেত—

| | |
|---|---|
| হৃদয় | |
| জিহ্বা | |
| বক্ষঃ | |
| যকৃৎ | কালখণ্ডং নাম গ্রৈবীয়ো মাংসম্ |
| বৃক্কৌ | পার্শ্বগতৌ পিণ্ডৌ |
| সব্যং দোঃ | |
| উভে পার্শ্বে | |
| দক্ষিণাশ্রোণিঃ | |
| গুদতৃতীয়ম্ | |
| দক্ষিণং দোঃ | |
| সব্যা শ্রোণিঃ | |
| ক্লোমা | নাম যকৃৎসদৃশম্ তিলকাখ্যং মাংসম্ |
| প্লীহা | গুল্মঃ |
| পুরীতৎ | অন্ত্রম্ |
| বনিষ্ঠুঃ | স্থবিষ্ঠান্ত্রম্ |
| অধ্যুধ্রী | ঊধঃ স্থানীয়ং মাংসম্ |
| মেদঃ | চর্ম্ম হৃদয়স্য বৃক্কয়োশ্চ |
| জাঘনী | পুচ্ছম্ |
| যূষ | পশুরসঃ |
| বসা | পশুরসঃ |
| অংসৌ | স্কন্ধৌ |
| অণূকঃ | অন্তরাস্থিবিশেষঃ |
| অপর সক্থিনী | শ্রোণ্যোরুপরিদেশৌ |

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

---

# বুদ্ধগয়ার তিনখানি শিলালিপি

এই তিনখানির ভিতর যেখানি সর্ব্বপ্রাচীন ( লক্ষ্মণ-সংবৎ ৫১ ) সেখানি নদীয়া জিলার চাকদহনিবাসী পরলোকগত প্রসিদ্ধ মিষ্টার্ জে, ডি, বেগ্‌লার সাহেবের আবিষ্কৃত। কানিংহাম সাহেবের মহাবোধিগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে যখন একবার বুদ্ধগয়ার মন্দির সংস্কৃত হয়, তখনই উক্ত বেগ্‌লার সাহেব এই শিলালিপিখানি প্রাপ্ত হন। ( মহাবোধির বিজ্ঞাপন ও ৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ) তাহার পর পণ্ডিত ভগবান্‌লাল ইন্দ্রাজী ইংরাজী ১৮৮৫ অব্দে বম্বে-ব্রাঞ্চ রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর যোড়শ সংখ্যক গ্রন্থে উহার পাঠোদ্ধার করিয়া প্রকাশ করেন। ( উক্ত গ্রন্থের ৩৫৭—৬০ পত্র দ্রষ্টব্য। )

পণ্ডিত ভগবান্‌লাল ইহার যে পাঠোদ্ধার করেন তাহা প্রশংসনীয় হইলেও, একেবারে নির্দ্দোষ নহে বলিয়া অনেক দিন হইতে ইহার পুনঃপাঠোদ্ধার করিবার কল্পনা হয়; কিন্তু সে মূল শিলাখানি না পাওয়ায়, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই।

কানিংহাম সাহেবের মহাবোধিগ্রন্থে অবশ্য ইহার একখানি প্রতিলিপি মুদ্রিত আছে, কিন্তু তাহা তত সন্তোষজনক নহে, অথচ শিলাখানিরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না; সুতরাং পুনঃ পাঠোদ্ধারের কল্পনা কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হইয়া আসিতে থাকে।

দৈবক্রমে ভারতীয় আর্কিওলজিকাল সর্ভে বিভাগের বড় কর্ত্তা মৃত বেগ্‌লার সাহেবের পুস্তকালয় ও তৎসংগৃহীত প্রস্তরাদি সমস্তই ক্রয় করেন ও ইংরাজী ১৯০৯ সালে পুস্তকাবলী ব্যতীত যাবদ্‌বস্তু কলিকাতা যাদুঘরে প্রদান করেন। আমাদের চির প্রার্থিত এই শিলালিপি-খানি তাহারই মধ্যে প্রাপ্ত হই।

ডাক্তার ব্লক্ সাহেব তখন জীবিত, তাঁহার কাছে প্রার্থনা করায় তিনি তৎক্ষণাৎ ইহার প্রতিলিপি প্রস্তুত করাইয়া আমায় দেন। মৃত মহাত্মার নিকট আমি তজ্জন্য বিশেষ-রূপে ঋণী।

শিলাফলকখানি চতুষ্কোণ। ইহাতে ১৩টী পংক্তি আছে। ইহার অক্ষর ইংরাজী দ্বাদশ শতাব্দীর উত্তর-ভারতীয় পূর্ব্বাঞ্চলে প্রচলিত বর্ণমালার অনুরূপ। ইহার ভাষা সংস্কৃত। নমস্কারের শ্লোক ভিন্ন ইহা গদ্যে রচিত। ইহার ভাষা ও বর্ণবিন্যাস উভয়ই অশুদ্ধ এবং অর্থ অপরিস্ফুট। ইহা পাঠ করিয়া যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে জানা যায় যে, কতক-গুলি রাজপাদোপজীবী ব্যক্তির প্রার্থনায় রাজা অশোকচল্লদেব মহিপূকালপ্রহিত্যবিহার নামক এক মন্দির প্রস্তুত করেন ও তাহাতে বুদ্ধপ্রতিমা স্থাপিত করেন এবং যাহাতে মহাবোধিস্থিত সিংহলদেশীয় সংঘেরা দীপ-সমন্বিত চৈত্যত্রয়বিশিষ্ট নৈবেদ্য প্রত্যহ দিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করেন। এবং ইহাও বিধিবদ্ধ করিয়া যান যে, বুদ্ধদেবে নিবেদিত এই

নৈবেদ্যের অধিকারী ইহার দ্রব্যাদি আহরণকারী হরিচন্দ্র ও পাচক মামক। ইহা লক্ষ্মণ সেনের ৫১ অতীতাব্দে ভাদ্র মাসের ২৯শে উৎকীর্ণ।

মূল।

সমস্ত ৩ ত্ত ৯ ত্র ৯। তো

১। ওঁ নমো বুদ্ধায় ॥ যে ধর্ম্মা হেতু প্রভবা হেতুং তেষাং
তথাগ^হ্যবদৎ তেষাং চ যো নি

২। রোধ এবং বাদী মাহাশ্রবণঃ ॥ দেয় ধর্ম্মোয়ং প্রবর
মহাজান জায়িনঃ পর

৩। মোপাশক^ত্য প্রকৃত্যোপেত মহারাজ শ্রীমদশোকচল্লদেবস্য যদত্র

৪। পুণ্যং তদ্ভবতু। মাতাপিতৃপুর্ব্বং গমং কৃত্বা শকলসত্বরা-
শেরনুত্তরজ্ঞান

৫। ফলবাপ্তয় ইতি ॥ কম্মার পণ্ডিত ভদন্ত স্থতপধী (?)
রাজগুর পণ্ডিতমুশল।

৬। পাত্র সংঙ্কর দেব। পাত্র ত্রৈলোক্য ব্রহ্ম।
কা'দভিঃ শ্রীমদ্রাজানং বোধ

৭। য়িত্বা। ভট্টদামোদরং। ভট্টপদ্ম। শিষ্ট রাঘব মহিপূকাল প্রহিত্য

৮। বীহারীয়ং বুদ্ধ প্রতিমা সহিতা কারিতা। যদপরং।
নৈবেদ্যার্থং তাং চৈ

৯। তং চৈ ^ ক ^ যং দীপসহিতং আচংন্দ্রার্ক'ং যে কেচিত
শ্রীমন্মহাবোধৌ সিং

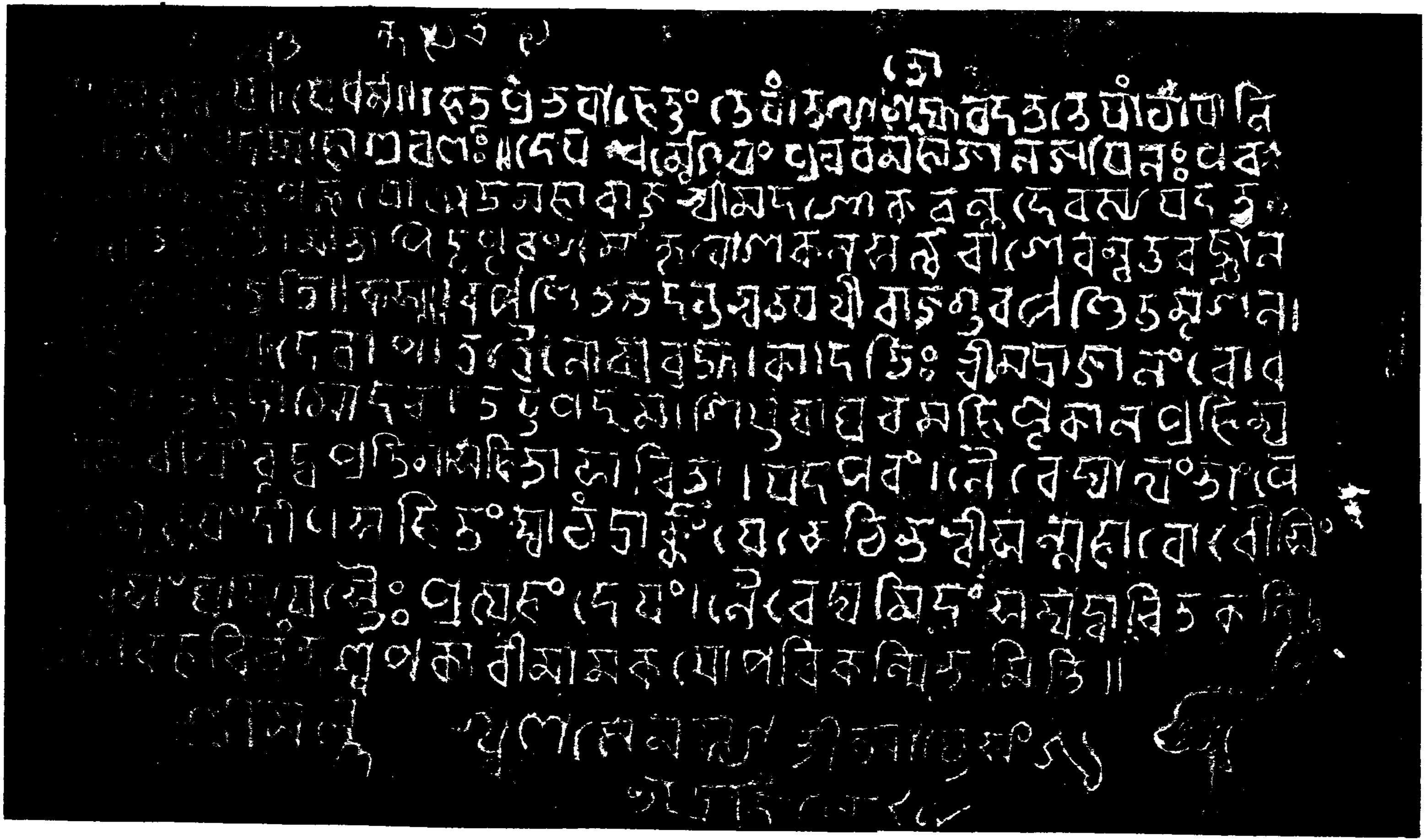
১০। ঘলসংবাদয়স্তৈঃ প্রত্যহং দেয়ং। নৈবেদ্যমিদং .সম্বুদ্ধার্চিত কল্পি

১১। তকার হরি চংন্দ শুপকারী মামকয়ো পরিকল্পিতমিতি ॥

১২। শ্রীমল্লথ্বণ সেনস্যাতীতরাজ্যে সং ৫১

১৩। ভাদ্র দিনে ২৯

পণ্ডিত ভগবান্‌লালের পাঠে ও আমার পাঠে অপর কোন কোন অংশে বিভিন্নতা অপেক্ষা নিম্নলিখিত অংশের অসামঞ্জস্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাঠকগণ দেখিবেন, মূলে নবমপংক্তিতে দুটি কাকপদচিহ্ন আছে,' একটি "চৈ" ইহার পরে ও অপরটি "ক" ইহার পরে।



১। বুদ্ধগয়ার শিলালিপি।

কাকপদচিহ্ন যে প্রক্ষিপ্ত অংশের স্থানান্তরে সন্নিবেশজ্ঞাপক ইহা সকলেরই বিদিত। তৃতীয় পংক্তির "মোপাশক" পদের পর কাকপদ চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট উপরি উদ্ধৃত "সমস্ত" পদটি ইন্দ্রাজীও গ্রহণ করিয়াছেন ও "সমস্ত" পদটির পর লিখিত "৩" এই সংখ্যাটি যে তৃতীয় পংক্তিজ্ঞাপক তাহাও তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় নবম পংক্তিস্থিত কাকপদদ্বয়ের বেলা তিনি বেশ গোলমালে পড়িয়াছেন। উপরিলিখিত "ত্ত ৯" ও "ত্র ৯" যে নবমপংক্তিস্থিত কাকপদদ্বয়ের উদ্দিষ্ট প্রক্ষিপ্ত অংশ, তিনি তাহা বুঝিয়াছেন; কিন্তু বুঝেন নাই যে, উহাতে নবমপংক্তিজ্ঞাপক ৯ দুটি সংখ্যা বিদ্যমান রহিয়াছে। একটি "ত্ত" ইহার পরে, অপরটি "ত্র" ইহার পরে। তিনি সংখ্যাদ্বয়ের আকারের সহিত শারদাক্ষরের সকারের সাদৃশ্য দেখিয়া ইহাদিগকে সকার বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন ও তদনুসারে পাঠ করিয়াছেন "তং চৈত্তৎসত্রংস ধূপং দীপ" ইত্যাদি। এবং মোটের উপর অর্থ করিয়াছেন—ধূপ দীপ ইত্যাদি। আর এই বঙ্গদেশের শিলাফলকে শারদাক্ষরে সংশোধনের সম্ভাবনা দেখাইয়াছেন শিলালিপিখানিতে কাশ্মীর পণ্ডিতের অবস্থিতি দেখিয়া। ( মূল পঞ্চম পংক্তি দ্রষ্টব্য )

পাঠকগণ দেখিবেন, এত কষ্ট-কল্পনা অপেক্ষা মদুদ্ধৃত পাঠই সহজ। আর উদ্ধৃত অংশ যে পংক্তি হইতে উদ্ধৃত হয় সেই পংক্তিজ্ঞাপক সংখ্যা কি পুস্তকে কি শিলাফলকে উদ্ধৃতাংশের পর সন্নিবেশিত করাই চিরপ্রচলিত, সুতরাং এখানে তাহার অন্যথাচরণ জিজ্ঞাসার বিষয়ীভূত। আরও দেখিবেন, লিপিখানির সর্ব্বশেষ পংক্তিস্থিত "ভাদ্র দিনে ২৯ এই ২৯ সের ৯ সংখ্যার আকারের সহিত উদ্ধৃতাংশদ্বয়ের ৯ সংখ্যাদ্বয়ের অনেক সৌসাদৃশ্য। "চৈত্তকত্রয়ং দীপসহিতং" ইহার অর্থও সুগম। অবশ্য "চৈত্তক" কথাটি হইবে "চৈত্যক"।

দ্বিতীয় শিলালিপিখানি আজও ভাল করিয়া কোথাও সম্পাদিত হয় নাই। এসিয়াটিক্ সোসাইটীর জার্ণালে মিষ্টার ভি হাথর্ণের প্রদত্ত প্রতিলিপিসাহায্যে প্রিন্সেপ্ সাহেব একবার প্রকাশ করেন। ( পঞ্চম গ্রন্থ ৬৫৮ পত্র দ্রষ্টব্য ) তাহার পর হইতে আসল শিলাখানির আর কোন সন্ধান থাকে না। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বোধগয়ায় ইহা খুঁজিয়া পান নাই। পণ্ডিত ভগবান্‌লাল প্রিন্সেপ সাহেবের প্রতিলিপি অনুসারেই ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্টিকুইটীতে ইহা আর একবার প্রকাশ করেন। ( দশম গ্রন্থ ৩৪৬-৪৭ পত্র দ্রষ্টব্য ) প্রতিলিপির দোষে এ সব সম্পাদন সন্তোষজনক হয় নাই।

১৯০৬ সালের জানুয়ারী মাসে আমার সোদরপ্রতিম শ্রীমান্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ একবার বোধগয়ায় গমন করেন ও তাঁহার গরীয়সী যশস্বিনী প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসার ফলে তিনি ইহা বোধগয়ার এক অভিনব-প্রস্তুত ইমারতের দেয়ালে দেখিতে পান। এইরূপে এই লুপ্তরত্নের পুনরুদ্ধার হইয়াছে। উদ্ধারকর্ত্তা প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহারই আনীত প্রতিলিপির সাহায্যে ইহা সম্পাদিত হইতেছে, সম্পাদক তজ্জন্য তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী।

ইহার বর্ণমালাও সেই দ্বাদশ শত খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাবিহারে ব্যবহৃত বর্ণমালারই অনুরূপ।

লক্ষ্মণসেন বা তাঁহার পুত্রগণের সমসাময়িক বর্ণমালার সহিত ইহার পার্থক্য বড়ই অল্প। ইহার ভাষা সংস্কৃত ও সমস্তটাই গদ্য এবং প্রায় বিশুদ্ধ। ইহার বিষয়—ইহা কোন এক বৌদ্ধের মানসিক দানের নিদর্শন। এ বুদ্ধধর্মাবলম্বীটির নাম সহণ পাল। ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ইঁহার পিতার নাম মহত্তক চাটব্রহ্ম ও পিতামহের নাম মহামহত্তক ধৃসিব্রহ্ম। ইনি কুমার দশরথের একজন কর্ম্মচারী। কুমার দশরথ ছিলেন—সপাদলক্ষ নামক পর্ব্বতসন্নিহিত খসদেশাধীশ্বর মহারাজ অশোকচল্লের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইহা লিখিত হইয়াছে, লক্ষ্মণ-সংবতের ৭৪ গতাব্দে বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষে বৃহস্পতিবার দ্বাদশী তিথিতে।

মূল

১। ওঁ নমো বুদ্ধায় ॥ দেবধর্ম্মোযং প্রবরমহাযানযায়িনঃ
পরমোপাসকস্য হে বজ্রচরণারবিন্দ মকরন্দমধুকরকলকার ভূপাল বে
২। শ্যাভুজঙ্গপরনৃপতি গরুড় নারায়ণ রিপুরাজমত্তগজসিংহনিখিল
মহীপালজনকেত্যাদি নিজনিখিল প্রশস্তি সমলঙ্ক
৩। ত সপাদলক্ষশিখরি খসদেশরাজাধিরাজ শ্রীমদশোকচল্লদেব
কনিষ্ঠভ্রাতৃ শ্রীদশরথ নামধেয় কুমারপা
৪। দপদ্মোপজীবি ভাণ্ডাগারিক সত্যব্রতপরায়ণাদিনিবর্ত্তনীয়
বোধিসত্ত্বচরিত ক্ষত্রিয়কুলদীপ শ্রীসহণপাল নামধেয
৫। স্য মহত্তক শ্রীচাটব্রহ্মসুতস্য মহামহত্তক শ্রীধৃসিব্রহ্মপৌত্রস্য
যদত্রপুণ্যং তদ্ ভবত্বাচার্য্যোপাধ্যায় মাতাপি
৬। তৃ পূর্ব্বঙ্গমং কৃত্বা সকলসত্ত্বরাশেরনুত্তর জ্ঞানফলাবাপ্তয় ইতি ॥
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন দেবপাদানামতীতরাজ্যে
৭। সং ৭৪ বৈশাখ বদি ১২ গুরৌ ॥

এ পাঠে ও ইহার পূর্ব্বপ্রকাশিত পাঠদ্বয়ে অনেক বিভিন্নতা লক্ষিত হইবে। প্রধান বিভিন্নতা প্রথম পংক্তির "হে বজ্র" কথাটিতে। ভগবান্‌লাল উহাকে পড়িয়াছেন জিনেন্দ্র। অধ্যাপক বেণ্ডলের প্রকাশিত সুভাষিত সমুচ্চয় গ্রন্থে দেখিতে পাই "ওঁ নমঃ শ্রী হেবজ্রায়" বলিয়া উক্ত গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে। সুতরাং মহাযানীদিগের হেবজ্র বলিয়া দেবতা আছেন।

তৃতীয় শিলালিপিখানি বুদ্ধগয়ার প্রসিদ্ধ মন্দিরের প্রাঙ্গণে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। আমি ইহা ব্যতীত ইহার আর কোন সন্ধান জানি না। ডাক্তার ব্লক্ সাহেবের নিকট শুনিয়াছিলাম, ইহা আর বোধগয়ায় পাওয়া যায় না। শ্রীমান্ রাখালদাসও আমায় বলিয়াছেন যে, তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন, যেখানে যত পতিত প্রস্তর আছে



২। বুদ্ধগয়ার শিলালিপি।

সমস্ত উদ্ঘাটন করিয়াও তিনি বোধগয়ায় ইহা দেখিতে পান নাই। সুতরাং কানিংহামের প্রদত্ত প্রতিচিত্রের সাহায্যে ইহার পাঠোদ্ধার করিতে হইতেছে। (মহাবোধি, চিত্র ২৮ দ্রষ্টব্য)

মূল

১। স্বস্তি। নমো···কাত
২। থি ধর্ম্মা(?)চার্য বুদ্ধসেনঃ (?) বুধসং (?)
৩। যাদি সকল শ্রীমন্মহাবোধি ব্র
৪। ত্তের্যথাপ্রধানাদি প্রতিবাসিনো
৫। জনপদান্ কর্ষকাংশ্চাজ্ঞা(?)প্যযিত্বা
৬। বাচয়তি বিদিতমস্ত ভব
৭। ন্তো বৃত্তিরস্মাভির(রি)ত্যাদিনা রাজশ্রী
৮। অশোগচল্ল দেবানাং মুখ্যতমা
৯। নাঞ্চ কমারাজগুরুভিক্ষুপণ্ডিত
১০। শ্রীধর্ম্মরক্ষিত চরণানামাচন্দ্রা
১১। হর্ক্কং সমর্প্পিতা তদেষাং বিধে— —
১২। পাতৃব যথোচিতং দদানাহত্যর্থং বি (?)
১৩। সত কর্ষতচেতি। দশশতসিং
১৪। ঘলস্থবিরাণাগত্রস্থিতানোঞ্চ
১৫। পূর্ব্বব্যবস্থযা গৌরবাদিত্য
১৬। শেষ কাম্যিতরাজগুরুবিধাতব্যা
১৭। যাং সিংঘলানাং মহাবোধি বিষ[য]ক
১৮। সমবিধানমপ্রাপ মোচযতাক্ষমা
১৯। ···সাধনিক রাণক শ্রীব্রহ্মচট্ট
২০। মাণ্ডলিক শ্রীসহজপালপশ্রীজন্মতে
২১। নামন্ত বদতানি ইতি॥

ইহার যখন আসল শিলাখানি পাওয়া যাইতেছে না, তখন ইহার পাঠোদ্ধার সন্তোষজনক হইবার সম্ভাবনা নাই। অপরদ্বয়ের সহিত ইহার এখানে সন্নিবেশের কারণ ইহাও একখানি অশোকচল্লের নামযুক্ত শিলালিপি ও অনেক বিষয়ে পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ। ইহা একখানি দানপত্র। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরস্পর সম্বদ্ধরূপে পাওয়া যায় :—

১। ১৩শ, ১৪শ পংক্তিতে সিংহলদেশীয় এক হাজার স্থবিরের উল্লেখে প্রথম লিপিখানির ৯ম-১০ম পংক্তিস্থ সিংহল সংঘাদির বেশ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

২। ১৯শ পংক্তির "রাণক শ্রীব্রহ্মচট্ট" দ্বিতীয় লিপির ৫ম পংক্তিস্থ মহত্তক চাটব্রহ্মের সহিত বেশ সম্বন্ধ।

৩। ২০শ পংক্তির "মাণ্ডলিকশ্রীসহজপাল" ও দ্বিতীয় লিপির "ক্ষত্রিয়কুলদীপ শ্রীসহণপাল" একই ব্যক্তি। নামটি সহণপাল না হইয়া সহজপাল হইলেই অর্থযুক্ত হয় সুতরাং দ্বিতীয় লিপির লেখক 'জ' লিখিতে 'ণ' লিখিয়া ফেলিয়াছেন।

৪। ৮ম পংক্তির "অশোগচল্ল" যে অশোকচল্ল তাহা অভ্রান্ত।

উল্লিখিত পরস্পর সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যাওয়ায়, এ লিপিখানিও যে পূর্ব্বোক্ত লিপিদ্বয়ের সমকালিক তাহা ইহাতে সময়ের উল্লেখ না থাকিলেও বুঝিলে কোন ক্ষতি হইবে না। ইহার বর্ণমালাও দ্বাদশ শতাব্দের সাক্ষী।

এই তিনখানি লিপি ব্যতীত রাজা অশোকচল্লের নাম আমরা আর একখানি শিলালিপিতে দেখিতে পাই। উহা গয়াস্থিত সূর্য্যমন্দিরের শিলালিপি ও ১৮১৩ নির্ব্বাণসংবতে লিখিত। উহা পণ্ডিত ভগবান্‌লাল সুন্দররূপে সম্পাদন করিয়াছেন। ( ইণ্ডিয়ান্ আণ্টিকুইরি, ১০ম গ্রন্থ পত্র ৩৪২ দ্রষ্টব্য ) সেখানে অশোকচল্লকে বেশ বড় রাজা বলা হইয়াছে। আমাদের অশোকচল্লও যে সেই অশোকচল্ল তাহা তৃতীয় লিপিখানিতে ৯ম-১০ম পংক্তিস্থিত "কমারাজ-গুরুভিক্ষু পণ্ডিত শ্রীধর্ম্মরক্ষিত" ইত্যাদি থাকায় বুঝিতে পারা যাইতেছে। কারণ সে লিপিখানিতে "কমাচক্রস্য রাজ্ঞোগুরুর্ব্বিখ্যাতঃ খলু ধর্ম্মরক্ষিত যতিঃ……॥ প্রখ্যাতং হি সপাদ লক্ষশিখরিক্ষ্মাপাল চূড়ামণিং শীলৈঃ শ্রীমদশোকচল্লমপি যো নত্বা বিনীয স্বযং।" ইত্যাকার শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

সপাদলক্ষগিরি, খস ও কমারাজ্য, সিবালিক, গড়োয়াল ও কমাউন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ( ইণ্ডিয়ান্ আন্টিকুইরি, ১০ম গ্রন্থ ৩৪৫ ও ৩৪৬ পত্রের ফুটনোট নম্বর ২১ দ্রষ্টব্য )

শ্রীবিনোদবিহারিবিদ্যাবিনোদ



তিমনদ দৃষ্ট উপলখণ্ড

(পূর্ণাকার)

# হিমনদ-ঘৃষ্ট উপলখণ্ড

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বর্ণিত উপলখণ্ড শিমলা সহরে সংগৃহীত হইয়াছিল। অনেকেই হয় ত অবগত আছেন যে, শিমলাতে আনেনডাল নামক এক স্থান আছে। এই আনেনডালের উত্তরদিকে যে সমস্ত প্রস্তরের স্তর আছে, তাহাদের মধ্য হইতে আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত তারাদাস চট্টোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি মহাশয় এই প্রস্তরখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শিমলার ভূতত্ত্ব পাঠে জানা যায় যে, উক্ত সহরে দুইটী উপলখণ্ডের স্তর আছে। সর্ব্বাগ্রে মিঃ মেড্‌লিকট এই দুই ভিন্নস্তরকে এক স্তরান্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করেন ও ইহাদিগকে উপল-প্রস্তর বলিয়া অভিহিত করেন (১)। তৎপরে মিঃ ওল্ডহাম্ এই মত প্রকাশ করেন যে, এই উপল-প্রস্তর বাস্তবিকপক্ষে হিমনদ-জাত। এই উপলপ্রস্তরের স্তরকে তিনি দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন ও এই দুই শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী এক শাদা শ্লেট প্রস্তরের স্তরের অস্তিত্ব নির্দ্দেশ করেন (২)। কিন্তু হিমনদ-ঘৃষ্ট উপলখণ্ড তিনি এই দুই স্তরের কোনও স্তর হইতে নিঃসন্দেহ ভাবে প্রাপ্ত হন নাই। ভারতীয় ভূতত্ত্ববিভাগের পূর্ব্বতন অধ্যক্ষ স্যার টমাস্ হল্যাণ্ড এইস্থান হইতে হিমনদ-চিহ্নযুক্ত উপলখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত উপলখণ্ড এসিয়াটিক্ সোসাইটির এক মাসিক অধিবেশনে প্রদর্শিত হইয়াছিল ও তৎপরে সেই উপলখণ্ডের বিবরণ ও মিঃ প্যাস্কো কর্তৃক প্রাপ্ত অপর একটী উপলখণ্ডের বিবরণও প্রকাশিত হইয়াছিল (৩)। এই উপলখণ্ডদ্বয় উপলখণ্ডবাহী নিম্নস্তর হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান প্রবন্ধোক্ত উপলখণ্ড আকৃতিতে ক্ষুদ্র হইলেও, ইহার একদেশ অত্যন্ত মসৃণ ও ইহাতে হিমনদ-ঘর্ষণের চিহ্ন অতি স্পষ্টভাবে রহিয়াছে। ইহা যে হিমনদ-জাত তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। উর্দ্ধতন উপলখণ্ডবাহী স্তর হইতে এই প্রবন্ধোক্ত উপলখণ্ড সংগৃহীত হইয়াছিল। এইরূপ উপলখণ্ড-প্রাপ্তি হিমালয় পর্ব্বতস্থ উপলখণ্ডবাহী স্তরসমূহের সময় নির্ণয়ে কোনও সাহায্য করিতেছে কিনা, তৎসম্বন্ধে স্যার টমাস্ হল্যাণ্ড বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন; সুতরাং এস্থলে সেই প্রশ্নের পুনরবতরণা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত

---

(১) Mem. Geol. Surv. Ind. Vol. III pt. 2.
(২) Rec. Geol. Surv. Ind. Vol. XX, pt. 3.
(৩) Rec. Geol. Surv. Ind. Vol. XXXVII pt. 3.

# শ্রীচৈতন্য-পারিষদ-জন্মস্থান-নিরূপণ

শ্রীচৈতন্য-পারিষদ-জন্মস্থান-নিরূপণ বা ভুবনমঙ্গলগীত নামক এই গ্রন্থ পরম বৈষ্ণব জয়কৃষ্ণ দাস প্রণীত। একখানি মাত্র পুঁথি দেখিয়া এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছি। ইহার দ্বিতীয় পুঁথি কখন দেখি নাই এবং কোথায়ও আছে বলিয়া জানি না। আদর্শ পুঁথি বাঙ্গালা তুলোট কাগজের ৪ খানি মাত্র পত্র। তাহাতে ১০১ শ্লোক আছে—প্রতিলিপির কালমান নাই। দ্বিতীয় পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় বিস্তার এবং অন্যত্র ও কতক কতক অক্ষর লুপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাছে লোপ পায়, সেই ভয়ে অঙ্গহীন হইলেও ইহার সম্পাদন করিয়াছি। পুঁথিতে যেমন আছে, তেমনি লিখিয়াছি, কেবল সংস্কৃত শব্দের বানান সংশোধন করা হইল। যে যে স্থানে অক্ষর লুপ্ত, সেই সেই স্থানে এই (...) চিহ্ন দিয়াছি। তদ্ব্যতীত কয়েক স্থানে নরহরি (চক্রবর্ত্তী?) র "নিত্যলীলামৃত" পুঁথিদৃষ্টে বন্ধনীর মধ্যে পাঠোদ্ধার করিয়াছি। পুঁথিখানি, অনুমান হয় ১৫০।২০০ বৎসরের হইবে। ইহাতে কয়েকটি শূন্যযুক্ত র-কার আছে। কয়েকটি র-কারের শূন্য নাই, আর সব র-কার পেটকাটা।

এই গ্রন্থানুসারে অদ্বৈত প্রভুর জন্মকাল, কার্ত্তিক মাসের দীপান্বিতা অমাবস্যা, মঙ্গলবার, অনুরাধা নক্ষত্র, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ মতে মাঘী সপ্তমী।

এই গ্রন্থানুসারে নিত্যানন্দ প্রভুর পিতা, যিনি হাড়াই পণ্ডিত নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁহার নামান্তর "পরমানন্দ"। ভক্তিরত্নাকরের ১২শ তরঙ্গে দৈবকীনন্দন কৃত বৈষ্ণবাভিধানের এবং কবিকর্ণপুর কৃত গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় যে দুটি বচন উদ্ধৃত আছে, তাহাতে হাড়াই পণ্ডিতের 'মুকুন্দ' এই আর একটি নাম পাওয়া যায়। মরুঞ্চে পোয়াতির ছেলে বলিয়া হাড়াই বা হাড়ো এবং আর দুটি নামের মধ্যে একটি রাশিগত এবং আর একটি ডাক নাম হইতে পারে।

### কবির পরিচয়

আমাদের ঘরে পদ্যে অনুবাদিত গীতগোবিন্দের একখানি খণ্ডিত পুঁথি আছে, তাহাও জয়কৃষ্ণ দাস কৃত। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৪শ ভাগ ১ম সংখ্যায় শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় কবি জয়কৃষ্ণ দাসের 'রসকল্পলতা' কাব্যের পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থ ও উল্লিখিত দুইখানি গ্রন্থের কর্ত্তা সম্ভবতঃ একব্যক্তি। রসকল্পলতার কবি যে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন, এই স্থলে তাহা পুনরুদ্ধৃত করিতেছি—

"গড়বাড়ী বসবাস শ্রীরামমোহন দাস
নিত্যানন্দ প্রেমে মগ্ন অতি।
তস্য সুত কেনারাম সদা মুখে গৌরনাম
বিনা অন্য দেবে নাই মতি॥

রথযাত্রা বাল্যকালে শিক্ষা করি কুতূহলে
কিছুকালে তাহে মত্ত ছিলা।
ইবে গৌরইচ্ছা মনে হরিনাম সংকীর্ত্তনে
দক্ষ হবো মনেতে করিলা॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া পরে মোহন ছুতরের ঘরে
কীর্ত্তনের আদরশ আনিল।
প্রথমেতে গৌরচন্দ্রী শিক্ষা করি মহানন্দী
ক্রমে ক্রমে শিখিলা সকল॥
ছিনু আগে কেনারাম অশেষ গুণের ধাম
গুরু দিলা জয়কৃষ্ণ নাম।
তাঁর আজ্ঞা শিরে ধরি তাই পরিচয় করি
সাধ ইতে না হইবে বাম॥
গৌর কৃপার কথা রচি রসকল্পলতা
লিখি তিঁহো যেবা লেখাইল।
শাক শশী ষড় বিন্দু তায় মিলাইয়া সিন্ধু
মার্গশীর্ষে সমাপ্ত হইল॥"

"জেলা হুগলির আরামবাগ মহকুমার কাছারী হইতে প্রায় দুই মাইল পূর্ব্বে বায়ড়া পরগণার রাণা রঞ্জিৎসিংহের গড়ই—গড়বাড়ী নামে পরিচিত।" কবি "অঙ্কস্য বামা গতিঃ" অনুসারে কাব্যরচনা-কালে মান লিখেন নাই। দক্ষিণা গতি ক্রমে অঙ্কপাত করিলে ১৬০৭ শক লব্ধ হয়, রসকল্পলতার রচনা যেরূপ সুললিত, তাহাতে বোধ হয়, উহা কবির উত্তর কালের রচনা। এই অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়, "শ্রীচৈতন্য-পারিষদ-জন্মস্থান-নিরূপণ" গ্রন্থের বয়স ২৫০ বৎসর হইবে।

## গ্রন্থারম্ভ

**সহায় স্বতন্ত্র চরিত ... ... ...।**
**পারিষদগণ সঙ্গে আইলা কীর্ত্তন রঙ্গে**
**জীব হেতু নদিয়া নগর॥**

**নবদ্বীপে জন্ম প্রভু নিশ্চয় জানিঞা।**
**স্থানে স্থানে পারিষদ জন্মেন আসিঞা॥**

জনমিলা কমলাক্ষ … … … রে[১]।
অদ্বৈত বলিয়া তাঁর বিখ্যাত সংসারে॥
দীপান্বিতা আমাবস্যা কার্ত্তিক মাসেতে।
অনুরাধা নক্ষত্রেতে মঙ্গল বারেতে॥
একচাকা খলত পুরেতে নিত্যানন্দ।
জনম লভিলা প্রভু আনন্দের কন্দ॥
পরমানন্দ ঘরে জন্মিলা আসিঞা।
জার প্রসিদ্ধ নাম হাড়াই পণ্ডিত বলিঞা॥
জনম লভিলা পদ্মাবতীর উদরে।
মাঘশুক্লা ত্রয়োদশী ভূমিসুত বারে[২]॥
কুবের বলিঞা নাম পিতা থুইল।
স্বভাব প্রকাশ নাম নিত্যানন্দ হইল॥
বাল্যদশা তেঁহো প্রভু বালকের সনে।
কৃষ্ণ লীলা খেলা জে খেলেন দিনে ২॥
শ্রীহট্টে জন্মিলা পণ্ডিত গদাধর।
মুরারি মিশ্রের ঘরে সভায় গোচর॥
সেই দেশে শ্রীরাম পণ্ডিত শ্রীনিবাস।
শ্রীচন্দ্রশেখর গুপ্ত মুরারি প্রকাশ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি জন্ম চাটীগ্রাম।
তথাই জন্মিলা দত্ত বাসুদেব নাম॥
বুড়নে জন্মিলা শ্রীঠাকুর হরিদাস।
পরমানন্দ পুরি বিষ্ণুপুরি তিরোতে[৩] প্রকাশ॥

---

১। ঈশান নাগরকৃত "অদ্বৈত-প্রকাশ" অনুসারে শ্রীঅদ্বৈতের পিতা কুবের আচার্য্য তাঁহার নাম কমলাক্ষ রাখিয়াছিলেন। এই শ্লোকের চতুর্থ চরণের ৬টি অক্ষরের অধিকাংশ অবয়ব পুঁথিতে লুপ্ত। "অদ্বৈত-প্রকাশ" দৃষ্টে লাউড় নবগ্রামে শ্রীঅদ্বৈত ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, জানিয়া বৃহৎকাচ সাহায্যে লুপ্ত ৬টি অক্ষর "প্রভু লউড পু" পড়িলাম।

'জয় লাভা কুবের কে বুঝে তার মর্ম্ম। বঙ্গে নবগ্রামে বাস তথাদ্বৈত জন্ম॥" ( নরহরি )

২। ভূমিসুত বারে—মঙ্গলবারে, ১৩৯৫ শকাব্দে।

৩। তিরোতে—তীরভুক্তিতে, ত্রিহুতে।

শ্রীগদাধর দাস আ উলিয়া দহে[৪]।
কাঁচড়ায় শিবানন্দ সেন সভে কহে ॥
শ্রীরঘুনন্দন শ্রীনর ( হরি ) দাস।
... ... ... স ॥
শ্রীবি ... ... ।
... ... আপুনেই জায় ॥
... ... .. ।
... ... ... ॥
... ... ... য়।
... ... আনন্দে ভ্রময় ॥
মহেশপুরেতে জন্ম ... ।
... ... জার কলেবর ॥
সদাশিব কবিরাজ কানাইয়া গ্রামেতে।
তথাই শ্রীপুরুষোত্তম ... সাথে ॥
... ... দাস ... জন্ম তেকলিয়া।
তবেত কহিয়ে শুন যেই যহ দিয়া ॥
... ... ... দাস।
পরমেশ্বর ( দাস ) খড়দহেতে প্রকাশ ॥
জন্মিলা শ্রীবলরাম দাস দোগাছ্যাতে।
প্র ... প্রকাশক ... তে ॥
জন্মিলা বদনানন্দ ( বামন ) পাড়ায়।
জাহার সংগীত গুণ সর্ব্বজীবে গায় ॥
... ... সনাতন ... পতি।
শ্রীরা ... আর জীব মহামতি ॥
পরমেশ্বর ... ... ।
... ... ... ॥

৪। আউলিয়াদহ—এঁড়েদ। শ্রীচৈতন্যভাগবত অনুসারে পরম ভক্ত গদাধর দাসের বাস, গ্রামে হিন্দুর জাতিনাশকারী সংকীর্ত্তনদ্বেষী দুর্ব্বার এক কাজি ছিল, গদাধর তাহাকে হরিনাম বলাইয়াছিলেন। এখানে দাস গদাধরের পাটবাটী বিদ্যমান আছে। উক্ত কাজির নাম বা উপাধি ছিল—রায় সাহেব।

... ... জন্ম বেলডায় ।
কংশারির ঘরে জন্ম লভিলা ... ॥
সূর্য্যদা ... ... ।
... ... খ্যাত সংসার ॥
সভার কনিষ্ঠ তার নাম কৃষ্ণদাস ।
এই চারি ভাই নবদ্বীপে পরকাশ ॥
তথাহী জন্মিলা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ।
গৌড়মণ্ডলে জত পণ্ডিতের বর্য্য ॥ ৩০
শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম জয় ভৃঙ্গ কৃষ্ণদাস ।
ভুবনমঙ্গলগীত করিলা প্রকাশ ॥ ৩১

[ ২ ]

প্রভু আইলেন উদিত নদিয়া ।
জত অবতার সঙ্গে সঙ্গতি করিয়া ॥
জত সব প্রকাশ হইলা নবদ্বীপে ।
একত্র সভার নাম কহিব সংক্ষেপে ॥
নারায়ণী[৫] আলবাটী প্রসিদ্ধ জাহার ।
শ্রীবৃন্দাবন দাস কুমার তাহার ॥
বনমালি আচার্য্য পণ্ডিত গোপীনাথ ।
দামোদর পণ্ডিত শঙ্কর একসাথ ॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মিশ্র নারায়ণ ।
শ্রীরাম পণ্ডিত আর মিশ্র সুদর্শন ॥ ৫
সদাশিবাচার্য্য আর শ্রীগর্ব্ভ সংহতি ।
শ্রীসরখেলের[৬] পুত্র শ্রীআচার্য্যনিধি ॥
গঙ্গাদাস পণ্ডিত তিহো বিছার অবধি ॥

---

৫। এই নারায়ণী, নবদ্বীপের শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী ।

৬। শ্রীসূর্য্যদাস সরখেলের। সরখেল গৌড়ের মুসলমান রাজার দত্ত উপাধি। উহার অর্থ তত্ত্বাবধায়ক। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে সূর্য্যদাস সরখেল, শ্রীনিত্যানন্দের গণভুক্ত কথিত হইয়াছেন। ইনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্বশুর ছিলেন।

হলাউদাচার্য্য আর বল্লভ আচার্য্য।
সনাতন নাম রাজপণ্ডিতের বর্য্য ॥
পুরন্দরাচার্য্য আর মিশ্র কাশীনাথ।
শ্রী ... ... র্য্য সেবানন্দ তার সাথ ॥
শিবানন্দ শেন বৈদ্য বনমালিদাস।
মুরারি চৈতন্য দাস তথাই প্রকাশ ॥
... ... ... জন্ম চাকদাতে
তথাই গোবিন্দ ঘোষ ভাইর সহিতে ॥
গোবিন্দ মাধবানন্দ বাসুদেব হন।
... ... ... ভাই চারিজন[৭] ॥
পানিহাটী জনম লভিলা পুরন্দর।
রাঘব পণ্ডিত আর মিশ্র কাশীশ্বর ॥
... ... ... ডালিয়া।
পরমানন্দ গুপ্ত দাস ঈশান বলিয়া ॥
দ্রাবিড়ে গোপালভট্ট রাঘব গোসাঞি।
কাশীশ্বর হরিভট্ট প্রকাশ তথাই ॥
আকাই হাটেতে বড় কৃষ্ণদাস নাম।
কৃষ্ণদাস বিহরয়ে বড়গাছি ধাম[৮] ॥
মামদাবাদেতে জন্ম কালিয়া কৃষ্ণদাস।
মুকুন্দ বালক নাম শ্রীনাথ প্রকাশ ॥
জন্মিলা সুবুদ্ধি খান গুপ্তপাড়া যেতে।
অনন্তাচার্য্য গোবিন্দাচার্য্য রঘুনাথ তাথে ॥
কাশীনাথ মিশ্র মধুপণ্ডিত হো আর।
তুলসী মিশ্র হো তমুলুকে পরচার ॥

---

৭। নরহরির নিত্যলীলামৃতে—"জয় শ্রীরাজীব চাকন্দা গ্রামে প্রচার।
গোবিন্দ মাধব বাসুঘোষ ভ্রাতা যার।"

৮। নরহরির ভক্তিরত্নাকরে—"বড়গাছি গ্রামে হরিহোড়ের সন্তান।
কৃষ্ণদাস নাম তার তেহো ভাগ্যবান্।"

( গৌরীদ)াস পণ্ডিত জন্মিলা আম্বুয়ায় ।
শ্রীভাগবতাচার্য্য পরমানন্দ তায় ॥
নারায়ণ গুপ্ত আর বৈদ্য গঙ্গাদাস ।
বুদ্ধিমন্ত (খা)ন পানিলাএ পরকাশ ॥
রঘুনাথ দাস আর জগদীশ দাস ।
তথাই হইল এহো দুহে পরকাস ॥
(শু)ক্লাম্বর ব্রহ্মচারী কুমারহট্টেতে ।
সঞ্জয় পণ্ডিত আর শ্রীমান হো তাহাতে ॥
উৎকলে জন্মিলা উড্যা বলরাম দাস ।
... নাথ দাস আর তথাই প্রকাশ ॥
শিশু কৃষ্ণদাস দ্বিজ রামচন্দ্র আর ।
মাধব নায়ক পট্ট তথাই প্রচার ॥
কৃষ্ণপাদপদ্মভৃঙ্গ জয়কৃষ্ণ দাস ।
ভুবনমঙ্গলগীত করিলা প্রকাশ ॥

[ ৩ ]

সাবধান হৈঞা লোক সুনিবে সর্ব্বথা ।
চৈতন্যচন্দ্রের জন্ম পারিষদজন্মকথা ॥

সুহই রাগ ।

সুন সুন সুজন ভাই গৌরাঙ্গ চান্দের কথা ।
সঙ্গে সব লঞা আইলা নদিয়ায় জেই ॥ ধ্রু ॥
আকলায় গরুড় আচার্য্য সভে কহে ।
কাশীশ্বর বক্রেশ্বর পণ্ডিতে হো তাহে ॥
শান্তিপুরে জনমিলা রায় মুকুন্দ ।
উদ্ধরণ দত্ত আর জন্ম কৃষ্ণানন্দ ॥
বুড়নেত্তে জনমিলা শারঙ্গ ঠাকুর ।
উদাসীন ভাবে জার মহিমা প্রচুর ।
সুগ্রীব মিশ্রের জন্ম কুলিয়া গ্রামেতে ।
গোবিন্দানন্দ শিবানন্দ পণ্ডিত হো তাথে ॥

কাশীশ্বর মিশ্র জীব পণ্ডিত হো আর।
তপন আচার্য্যের হয় তথাই প্রচার ॥
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী জন্ম কাঁচিসালি।
তথাই শ্রীকর পণ্ডিতেরে বলি ॥
তথাই কংশারি সেন বল্লভ হোঁসেন।
এ পাঁচের জন্মস্থলি তথাই কহেন ॥
শ্রীখণ্ডে জন্ম শ্রীমুকুন্দ কবিরাজ।
কৃষ্ণের বর্ণন বিনু নাহি আর কাজ ॥
তবে ত গোকুলানন্দ বলরাম দাস।
এ দুহে হইল ঘোড়াঘাটে পরকাস ॥
জস ( ড, ? ) ন গ্রামে জন্ম রায় চক্রবর্ত্তি।
বেতাউ হইলা মনে যাদু উৎপত্তি ॥
রামানন্দ বসু জন্ম কুলীন গ্রামেতে।
তথাই গোপদল পরশু একা[১] সাথে ॥
রামচন্দ্র পুরি আর পুরি দামোদর।
পরমানন্দ পুরি আর পুরি হো ঈশ্বর ॥
সুখানন্দ পুরি আর ব্রহ্মানন্দ পুরি।
গোবিন্দ নৃসিংহানন্দ পুরি নাম ধরি ॥
কৃষ্ণানন্দ পুরি আর পুরি রঘুনাথ।
বিশেশ্বর পুরি আর রাঘব বিখ্যাত ॥
পুরুষোত্তম পুরি আর পুরি হো অনন্ত।
হরিহরানন্দ পুরি সর্ব্বগুণবন্ত ॥
প্রবোধানন্দ সরস্বতী উপেন্দ্র আশ্রম।
শুদ্ধ সরস্বতী নাম তিন এক সম ॥
অনুভবানন্দ চিদানন্দ সরস্বতী।
শ্রীরাম তীর্থ আর কেশব ভারতী ॥
সত্যানন্দ ভারতী হো তীর্থ জগন্নাথ।
নরসিংহ বাসুদেব তীর্থ তার সাথ ॥

---

১। একা—এক।

গরুড় পরমানন্দ অবধূত নাম।
প্রভু পারিষদ সব সন্ন্যাস আশ্রম॥
অন্য উদাসীন সভে সভেই সন্ন্যাসী।
একত্র মিলিলা সভে কেহো কোন দেশী॥
ইহা সভাকার জন্ম নির্ণয় তাহার।
একেকে কহিতে শক্তি নাহিক আমার॥
কৃষ্ণপাদপদ্মভৃঙ্গ জয়কৃষ্ণদাস।
ভুবনমঙ্গলগীত করিলা প্রকাশ॥ ২৪

[ ৪ ]

অপার মহিমা প্রভু শচীর কুমার।
পতিত তারিতে ক্ষিতিতলে অবতার॥ ধ্রু॥
প্রভু পারিষদ সব জন্মিলা ভারতে।
কেহো তাহে ম্লেচ্ছ দেশে পাণ্ডববর্জ্জিতে॥
তাহার কারণ সভে শুন মন দিয়া।
পতিত তারিতে সভে জন্মিলা আসিয়া॥
জানি অবতার এই পতিতপাবন।
কুদেশে জন্ময়ে কেহো তাহার কারণ॥
সেই সব দেশ ধন্য করিবার তরে।
সে সব দেশেতে আর জত দেহ ধরে॥ ৫
নির্ণয় করিয়া ইহা কহে শাস্ত্রে সব।
ম্লেচ্ছ দেশে তেহো[১০] করে থাকেন বৈষ্ণব॥
তিতিন[১১] যোজন তার বিষ্ণুক্ষেত্র জান।
বরাহপুরাণ হয় ইহার প্রমাণ॥
ধরণীরে কহিলেন বরাহ আপনে।
দেখিহ প্রমাণ তাহে জে জন না মানে॥
বৈষ্ণব জে দেশে রহে সেই দেশ পুণ্যবান্।
ভাগবতে কহে পুন ইহার প্রমাণ॥

সপ্তম স্কন্ধেতে কহে নারদ আপনে।
পৃথক্ স্থান প্রসঙ্গেতে অভীষ্টের স্থানে ॥ ১০
বৈষ্ণব আশ্রয় যদি হএ ম্লেচ্ছ দেশে।
গঙ্গা আদি সর্ব্বতীর্থ তাহাতেই বৈসে ॥
আদিপুরাণে আছে ইহার প্রমাণ।
অর্জ্জুনেরে আপনে কহিলা ভগবান্ ॥
সেই সব দেশ জানি সভার পূজিত।
যেই দেশে হয় এক বৈষ্ণব আশ্রিত ॥
ভাগবতে আছে পুন ইহার প্রমাণ।
একাদশে উদ্ধবে কহিলা ভগবান্ ॥
শুভদেশে তেহো যদি না থাকে বৈষ্ণব।
কদাচিৎ সেব্য সেহ নহে কোন সব ॥ ১৫
একথা অন্যথা কভু না জানিবে পাছে।
ভাগবতে দশমস্কন্ধেতে স্ফুট আছে ॥
জানিবে যে সেই দেশে পতিত বলিঞা।
না রহে বৈষ্ণব জাহে আলয় করিয়া ॥
আদিপুরাণে কৃষ্ণ কহিল অর্জ্জুনে।
দেখিহ প্রমাণ তাহে যেই নাহি মানে ॥
এই হেতু ম্লেচ্ছদেশে জন্ম কারো কারো।
পুস্তক আজ্ঞা অবতার ধন্য করিবার ॥
উৎকলে মথুরা গোকুল অযোধ্যা ছাড়িয়া।
পুরুবে জন্মিনা প্রভু ইহার লাগিয়া ॥ ২০
কৃষ্ণপাদপদ্মভৃঙ্গ জয়কৃষ্ণদাস।
ভুবনমঙ্গলগীত করিলা প্রকাশ ॥ ২১

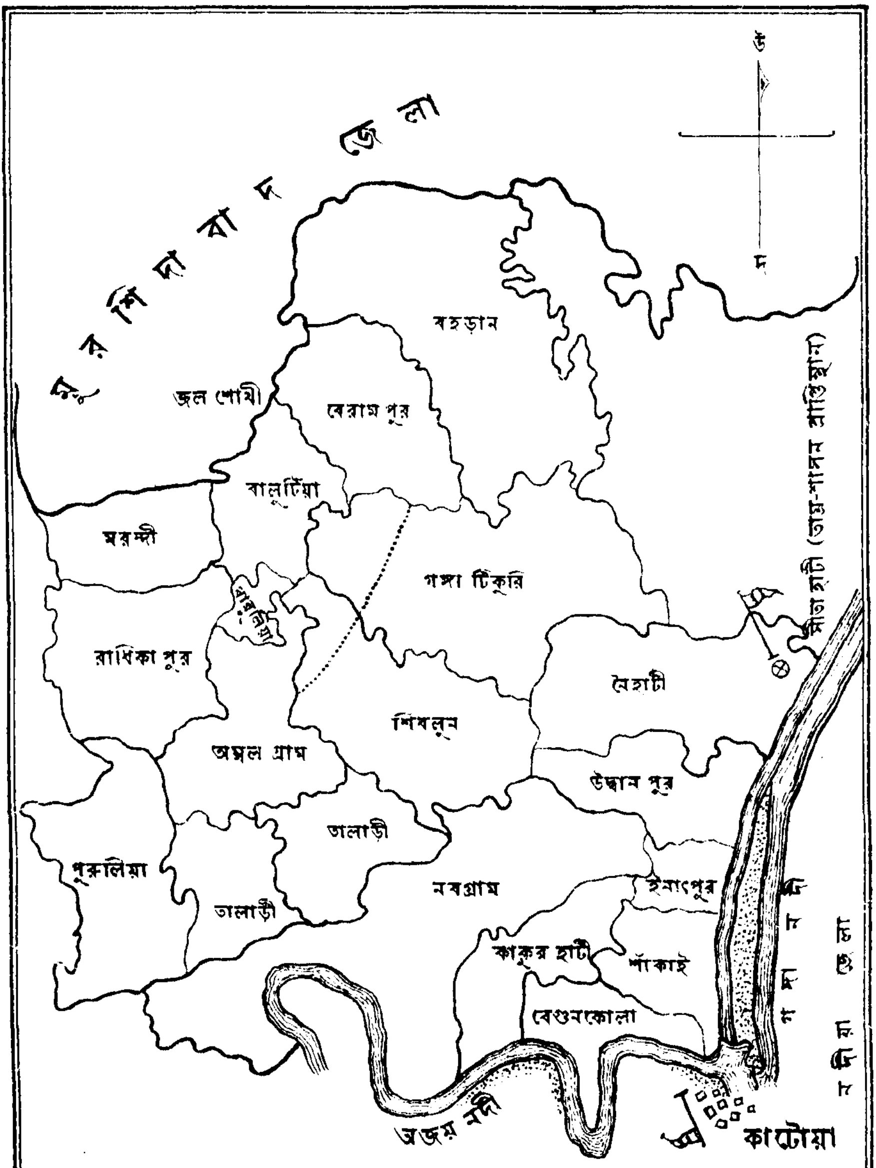
ইতি শ্রীচৈতন্য-পারিষদ-জন্মস্থাননিরূপণ সমাপ্ত ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপারিষদায় নমঃ ॥

শ্রীশিবচন্দ্র শীল।

---

১০। তেহো—তেঁহো, সেহ।    ১১। তিতিস—তিনত্রিকে ?




BENGAL ART STUDIO. CALCUTTA.

# নবাবিষ্কৃত বল্লালসেনের তাম্রশাসন

সীতাহাটীর জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় স্বগ্রামের একটী রাস্তা সংস্কারের জন্য কয়েকজন মজুর নিযুক্ত করেন। রাস্তাটী ভাগীরথী-তীরে অবস্থিত। তাহার অনেক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তীর হইতে অনুমান একশত গজ দূরে মাটী কাটিবার সময়ে মজুরেরা দুই হাত মাটীর নিম্নে একখানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হয়। যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে গত শারদীয়া পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাম্রশাসনখানা বাহির হয়। মজুরেরা প্রথমে উহাকে স্বর্ণনির্ম্মিত বলিয়া অনুমান করিয়াছিল এবং ভূস্বামী বৈদ্যনাথ বাবুকে প্রথমতঃ উহার প্রাপ্তি সংবাদ দেয় নাই। ক্রমে উহা বৈদ্যনাথ বাবুর কর্ণগোচর হয়। তিনি মজুরদিগকে পীড়াপীড়ি করায় তাহারা তাম্রশাসনখানা তাঁহাকে আনিয়া দেয়। কাটোয়ায় জনরব যে তাম্রশাসনের সহিত অন্যূন একমণ রৌপ্য ও কয়েক কলস টাকাও বৈদ্যনাথ বাবুর হস্তগত হইয়াছে। বৈদ্যনাথ বাবু তাম্রশাসন প্রাপ্তি-সংবাদ প্রথমে কাহাকেও দেন নাই বটে, কিন্তু অনুসন্ধানে যতদূর জানিয়াছি, রৌপ্য ও মুদ্রাপ্রাপ্তির জনরব অমূলক।

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রে তাম্রশাসন-প্রাপ্তির অত্যুক্তিপূর্ণ বিবরণ বাহির হয়। এক প্রাচীন হিন্দু রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই সংবাদ ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে প্রকাশিত হয়। সীতাহাটী কাটোয়া হইতে ছয় মাইল মাত্র ব্যবধান। ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের বিবরণ পাঠ করিয়া, আমি অনুসন্ধান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই "প্রসূন"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ সীতাহাটী গমন করেন এবং বৈদ্যনাথবাবুর নিকট হইতে তাম্রশাসনখানা সংগ্রহ করেন। জ্যোতিঃবাবু তাম্রশাসন খানা আমাকে দেখিতে দেন। উহার পাঠোদ্ধার কার্য্যে যখন স্থানীয় মুন্‌সেফ শ্রীযুক্ত বাবু বনোয়ারীলাল গোস্বামী ও আমি নিযুক্ত ছিলাম, তখন গবর্মেণ্ট আর্কিওজিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট "ট্রেজার ট্রোভ" আইনানুসারে তাম্রশাসনখানা দাবী করিয়া পাঠান। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বাবু তাম্রশাসনখানা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎকেই দান করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণেণ্ট দাবী করায় আমি উহা হস্তচ্যুত করিতে সমর্থ হই নাই এবং সাহিত্য-পরিষৎকেও উহা প্রেরণ করা সম্ভব হয় নাই। বৈদ্যনাথ বাবু তাম্রশাসনখানা সাহিত্য-পরিষৎকেই প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে সাহিত্য-পরিষদের উপর তাঁহার প্রীতি সূচিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য তিনি সাহিত্য-পরিষদের ধন্যবাদার্হ। শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ বাবুও সাহিত্য-পরিষদের জন্য তাম্রশাসনখানা সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া, সাহিত্য-পরিষদের কৃতজ্ঞতা তাঁহারও প্রাপ্য।

নৈহাটী ও সীতাহাটী পরস্পর সংলগ্ন গ্রাম। তাম্রশাসনখানা নৈহাটী গ্রামের সীমানার মধ্যেই বাহির হয়। নৈহাটীতে পূর্ব্বে "নই" নামক এক রাজা ছিলেন বলিয়া এ অঞ্চলে প্রবাদ আছে। তাম্রশাসনাবিষ্কারের সংবাদ যখন প্রথম বাহির হয় এবং শতমুখী জনরব তৎসহ প্রভূত ধনরত্নাবিষ্কারের অলীক সংবাদ ঘোষণা করিতে থাকে, তখন অনেকে মনে করিয়াছিলেন

"নই" রাজার গুপ্ত ধনাগার আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাম্রশাসনখানার পাঠোদ্ধার হইলে "নই" রাজার ইতিহাস আবিষ্কৃত হইবে। তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার হইলে দেখা গেল, "নই" রাজার সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই।

তাম্রশাসনের পাঠ উদ্ধার করিয়া জানা গিয়াছে, সেনবংশীয় মহারাজ বল্লালসেনের জননী শ্রীমতী বিলাসদেবী সূর্য্যগ্রহণকালে গঙ্গাতীরে হেমাশ্ব দান করিয়াছিলেন। তাহার দক্ষিণা-স্বরূপে মহারাজ বল্লালসেন ভরদ্বাজগোত্রীয় ওবাসুদেবশর্ম্মাকে বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তঃপাতী উত্তররাঢ়মণ্ডলস্থিত "বাল্লহিট্টা" গ্রাম দান করেন। তাম্রশাসনখানি উক্ত দানের নিদর্শন। তাম্র-শাসনোক্ত ওবাসুদেবশর্ম্মার বংশধর কেহ নৈহাটী অথবা তাহার নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে নাই।

তাম্রশাসনের সহিত প্রাপ্ত বলিয়া বৈদ্যনাথবাবুর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত কল্যাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একটি তামার বাটী ও কয়েক খণ্ড টিন আমাকে প্রদান করেন। টিন কয়েকখানি যে নিতান্ত আধুনিক তাহাতে সন্দেহ নাই—কেন না তাহাতে কয়েকটি ইংরেজী অক্ষর উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। তামার বাটীও বেশী পুরাতন বলিয়া বোধ হয় না। যেখানে তাম্রশাসনখানা পাওয়া গিয়াছিল, তাহার সন্নিকটে পূর্ব্বে একটী নীলের কুঠী ছিল। বোধ হয় টীন কয়েকখানা নীলের কুঠীর সময় মৃত্তিকানিম্নে পড়িয়াছিল। তাম্রশাসন, তামার বাটী ও টীন কয়েকখণ্ড "আর্কিওলজিকাল ডিপার্টমেণ্টে" প্রেরিত হইয়াছে।

## সীতাহাটী, নৈহাটী ও তাম্রশাসনোল্লিখিত নদী ও গ্রামগুলির ভৌগোলিক বিবরণ।

সীতাহাটী ও নৈহাটি ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। কাটোয়া হইতে গ্রামদ্বয়ের দূরত্ব ছয় মাইল। তাম্রশাসন নৈহাটী গ্রামের সীমানার মধ্যেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সীতাহাটী হইতে ন্যূনাধিক তিনক্রোশ পশ্চিমে বীরভূম-কাটোয়া রাস্তার উত্তরে বালুটীয়া গ্রাম অবস্থিত। বালুটিয়াই তাম্রশাসনোক্ত "বাল্লহিট্টা"। বালুটিয়া বর্দ্ধমান জেলার উত্তর সীমায় অবস্থিত। ইহার উত্তরেই মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁদি মহকুমার এলাকা। বর্ত্তমানে বালুটিয়ার চতুর্দ্দিকে নিম্নলিখিত গ্রামগুলি আছে—

উত্তর—মুর্শিদাবাদ জেলার "জলশোথী" গ্রাম।

পূর্ব্ব—বিরামপুর গ্রাম।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব—গঙ্গাটিকুরি গ্রাম।

দক্ষিণ—খাঁড়ুলিয়া ও শিবলুন গ্রাম।

দক্ষিণ-পশ্চিম—রাধিকাপুর গ্রাম।

পশ্চিম—মুরুন্দী গ্রাম।

বর্ত্তমানে বালুটিয়ার দক্ষিণে একটি খাল ( স্থানীয় নাম কাঁন্দর ) খাঁড়ুলিয়া ও গঙ্গাটিকুরির



বল্লালসেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনের উপরিস্থ সদাশিব মূর্ত্তির রাজমুদ্রা।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

প্রান্তদেশ দিয়া প্রবাহিত। শুনিয়াছি, পূর্ব্বে ঐ খাল গঙ্গাটিকুরীর ভিতর ও বালুটিয়ার পূর্ব্বসীমা দিয়া প্রবাহিত ছিল।

তাম্রশাসনে "বাল্লহিট্টা" গ্রামের নিম্নরূপ সীমানা নির্দ্দেশ আছে। বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তঃপাতী উত্তর রাঢ়ামণ্ডলে—

উত্তরে—১। কুড়ুম্বমা গ্রামের দক্ষিণ সীমা-আলি

২। কুড়ুম্বমার পশ্চিমে পশ্চিমাভিমুখী সীমা-আলি

৩। আউহা গড্ডিয়ার দক্ষিণ গোপথ

৪। আউহাগড্ডিয়ার উত্তর গোপথ নিঃসৃত পশ্চিমাভিমুখী সুরকোণা গড্ডিয়ার উত্তরালি পর্য্যন্ত গত সীমালি।

পূর্ব্ব—সিঙ্গটীয়া নদী, তৎপূর্ব্বে অম্বয়িল্লা

দক্ষিণপূর্ব্ব—সিঙ্গটীয়া নদী তাহার দক্ষিণে নাড়ীচা।

দক্ষিণ—সিঙ্গটীয়া নদী, তাহার দক্ষিণে খাণ্ডয়িল্লা।

পশ্চিম—১। 'নাড্ডিনা'র-পূর্ব্বসীমালি

২। জলশোথী গ্রামের পূর্ব্বস্থ গোপথের অর্দ্ধ

৩। মোলাড়ন্দী গ্রামের পূর্ব্বস্থ সিঙ্গটিয়া নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত গোপথের অর্দ্ধ।

উপরোক্ত চতুঃসীমার মধ্যে যে সমস্ত নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে "সিঙ্গটীয়া", নদীর নাম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত নামধেয় কোনও নদী বর্ত্তমানে বিদ্যমান নাই। পূর্ব্বে যে খাল অথবা কাঁদড় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার বর্ত্তমান নাম "জ্যেয়োতরী" এবং বীরভূম জেলার "সিঁয়ান" নামক স্থানে ইহার উৎপত্তি বলিয়া অবগত হইয়াছি। "সিঁয়ান" ও "জ্যেয়োতরী" এই দুই নামের সমবায়োৎপন্ন শব্দের সহিত 'সিঙ্গটিয়া' শব্দের উচ্চারণ সাদৃশ্য আছে। সম্ভবতঃ এই খালটীই পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন ছিল এবং সিঙ্গটিয়া নামে পরিচিত ছিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবাস গঙ্গাটিকুরী গ্রামে। তাঁহার নিকট অবগত হইয়াছি, খালটি পূর্ব্বে গঙ্গাটিকুরীর পূর্ব্বাংশে প্রবাহিত ছিল। তাম্রশাসনে বালুটীয়ার দক্ষিণ, পূর্ব্ব-দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে সিঙ্গটিয়া নদীর উল্লেখ আছে। পূর্ব্বোক্ত খালটীই পূর্ব্বে সিঙ্গটিয়া নদী ছিল। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে গঙ্গাটিকুরীর আয়তন বর্ত্তমান অপেক্ষা খুব কম ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান গঙ্গাটিকুরীর অর্দ্ধেকেরও বেশী তখন অন্য মৌজার অন্তর্গত ছিল বলিয়া বোধ হয়।

তাম্রশাসনে বালুটীয়ার উত্তর সীমার "আউহা গড্ডিয়া" ও "সুরকুণা গড্ডিয়া" এই দুই নাম উল্লিখিত আছে। বর্দ্ধমান জেলায় পুষ্করিণীকে "গড়ে" অথবা "গড়িয়া" বলে। "গড্ডিয়া" শব্দ যদি এই "গড়ে" শব্দের সংস্কৃতরূপ হয়—তাহা হইলে "আউহাগড্ডিয়া" ও "সুরকোণা গড্ডিয়া" শব্দদুইটী, দুইটী পুষ্করিণীর নাম বলা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ "এয়োগড়ে" নামক কোনও পুষ্করিণীকেই সংস্কৃতে "আউহাগড্ডিয়া" করা হইয়াছে। কিন্তু 'এয়োগড়ে' অথবা

"সুরকোণা গড়ে" নামক কোনও পুষ্করিণীর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। উত্তর সীমান্ত "কুড়ুম্বমা" গ্রামেরও কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

তাম্রশাসনোক্ত নামসমূহের মধ্যে (১) খাণ্ডয়িল্লা (২) নাড়ীচা (৩) অম্বয়িল্লা (৪) নাডডীনা (৫) জলশোণী ও (৬) মোলাবন্দী "শাসন" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বোধ হয় এই সমস্ত নামধেয় গ্রামগুলি তাম্রশাসনীকৃত হইয়া বিশেষ বিশেষ লোককে প্রদত্ত হইয়াছিল। নাড়ীচা ও নাডডীনা নামক কোনও গ্রামের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। জলশোণী নামক গ্রাম বর্ত্তমান "বালুটিয়ার" উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে বিদ্যমান আছে। "খাণ্ডয়িল্লা" সম্ভবতঃ আধুনিক খাঁড়ুলিয়া এবং "মোলাড়ন্দী" বর্ত্তমান "মুরুন্দী"। খাঁড়ুলিয়া বর্ত্তমানে বালুটিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত এবং বালুটিয়া ও ইহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কাঁদড়টী প্রবহমান। সুতরাং দক্ষিণদিকে তাম্রশাসনের সময়ের সীমানার সহিত বর্ত্তমান সীমানার মিল আছে, বলিতে হইবে। আধুনিক রাধিকাপুরের উত্তর-পূর্ব্ব অংশ পূর্ব্বে খাঁড়ুলিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল, অনুমান হয়।

"অম্বলগ্রাম" নামধেয় গ্রাম বর্ত্তমান খাঁড়ুলিয়ার পূর্ব্ব ও দক্ষিণে বিদ্যমান আছে। "শিবলুন" গ্রাম বালুটিয়ার পূর্ব্ব-দক্ষিণে কাঁদড় পারে অবস্থিত। অম্বলগ্রাম শিবলুনের সংলগ্ন ও তাহার পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। অনুমান হয়, শিবলুনের যে অংশ বর্ত্তমানে কাঁদড়ের সংলগ্ন তাহা পূর্ব্বে অম্বলগ্রামের সীমানার অন্তর্গত ছিল। গঙ্গাটিকুরির পশ্চিমাংশও অম্বলগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া বোধ হয়, এতৎসংলগ্ন মানচিত্রে শিবলুন ও গঙ্গাটিকুরীর যে অংশ লাল রঙ্গের রেখা দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে, তাহাকে অম্বল গ্রামের অন্তর্গত ধরিলে ও তাহার পশ্চিমে সিঙ্গটিয়া নদী প্রবাহিত ছিল অনুমান করিলে তাম্রশাসনোক্ত পূর্ব্বসীমানা ঠিক হয়।

তাম্রশাসনে কয়েকটী গোপথের উল্লেখ আছে। প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেখানে যে গোপথ ছিল, বর্ত্তমানে তাহার সন্ধান পাইবার আশা, দুরাশামাত্র। এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে গ্রাম যে নামে অভিহিত হইত, বর্ত্তমানে তাহার প্রভূত পরিবর্ত্তন হওয়াই স্বাভাবিক। বালুটিয়া গ্রামের সীমানাস্থিত গ্রামগুলির নামেরও যে প্রচুর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভাগীরথীর পশ্চিম ও অজয় নদের উত্তরে যে ভূভাগ অবস্থিত তাহা পূর্ব্বে উত্তর রাঢ় অথবা উত্তর-রাঢ়া নামে অভিহিত ছিল। তাম্রশাসনে "বর্দ্ধমান" নামের উল্লেখ আছে।

## তাম্রশাসনের পাঠ

প্রথম পৃষ্ঠা

১। ওঁ নমঃ শিবায়॥ সন্ধ্যা-তাণ্ডব-সন্বিধান-বিলসন্নান্দী-
নিনাদোর্ম্মিভি-নির্ম্মর্য্যাদর-

২। সার্ব্বো দিশতু বঃ শ্রেয়োঽর্দ্ধনারীশ্বরঃ। যস্যার্দ্ধে ললিতাঙ্গহার-
বলনৈরর্দ্ধে চ ভীমো-



৩। স্ফুটৈ র্নাট্যারম্ভ-রযৈর্জ্জয়ত্যভিনয়-বৈধানুরোধশ্রমঃ ॥ হর্ষোচ্ছ্বালপ-
রিপ্লবো নিধিরপাং
৪। ত্রৈলোক্যবীরঃ স্মরো নিস্তন্দ্রাঃ কুমুদাকরা মৃগদৃশো
বিশ্রাস্তমানাধয়ঃ। যস্মিন্নভ্যুদিতে
৫। চকোর-নগরাভোগে সুভিক্ষোৎসবঃ সশ্রীকণ্ঠশিরোমণি র্বিজয়তে
দেবস্তমী বল্লভঃ ॥ বংশে
৬। তস্যাভ্যুদয়িনি সদাচার-চর্য্যা-নিরূঢ়ি-প্রৌঢ়াং রাঢ়ামকলিতচরৈ
র্ভূষয়ন্তোঽনুভাবৈঃ। শশ্ব
৭। দ্বিশ্বাভয়-বিতরণ-স্থূললক্ষ্যা বলক্ষৈঃ কীর্ত্ত্যুল্লোলৈঃ স্নপিত বিয়তো
জজ্ঞিরে রাজপুত্রাঃ ॥ তেষাম্বং
৮। শে মহৌজাঃ প্রতিভট-পৃতনাম্ভোধি-কল্লান্তসূরঃ
কীর্ত্তিজ্যোৎস্নোজ্জ্বলশ্রীঃ প্রিয়কুমুদবনোল্লা-
৯। সলীলামৃগাঙ্কঃ। আসীদাজন্মরক্তপ্রণয়িগণ-মনোরাজ্যসিদ্ধিপ্রতিষ্ঠা-
শ্রীশৈলঃ সত্যশীলো নি-
১০। রুপধিকরুণাধাম সামন্তসেনঃ ॥ তস্মাদজনি
বৃষধ্বজচরণাম্বুজষট্পদো গুণাভরণঃ।
১১। হেমন্তসেনদেবো বৈরিসরঃ-প্রলয়হেমন্তঃ ॥ লক্ষ্মীস্নেহার্ত্ত-
দুগ্ধাম্বুধিবলনরয়-শ্রদ্ধয়া মা-
১২। ধবেন, প্রত্যাবৃত্ত-প্রবাহোচ্ছলিত-সুরধুনীশঙ্কয়া শঙ্করেণ। হংসশ্রেণী-
-বিলাসোজ্জ্বলিত-
১৩। নিজপদাহংযুনা বিশ্বধাত্রা, সূত্রাগারামসীমাবিহরণললিতাঃ
কীর্ত্তয়ো যস্য দৃষ্টাঃ ॥ ত-
১৪। স্মাদভূদখিল-পার্থিব-চক্রবর্ত্তী, নির্ব্যাজ-বিক্রম-তিরস্কৃত-সাহসাঙ্কঃ।
দিক্পালচক্রপু-
১৫। ট-ভেদন-গীত-কীর্ত্তিঃ পৃথ্বীপতির্ব্বিজয়সেন-পদপ্রকাশঃ ॥ ভ্রাম্যন্তীনাম্ব-
নান্তে যদরি-মৃ-
১৬। গ-দৃশাং হারমুক্তাফলানি ছিন্নাকীর্ণানি ভূমৌ নয়নজলগলৎ-কজ্জলৈ
র্লাঞ্ছিতানি। যত্রাচ্চি-
১৭। যন্তি দর্ভক্ষতচরণতলাসৃখিলিপ্তানি গুঞ্জা-স্রগ্ভূষা-রম্য-রামা-
স্তনকলশঘনা-শ্লেষলোলা-

১৮। পুলিন্দাঃ ॥ প্রত্যাদিশন্নবিনয়ং প্রতিবেশ্য রাজ্ঞা বভ্রাম কার্ম্মুকধরঃ কিলকার্ত্তবীর্য্যঃ। অস্যা-

১৯। ভিষেক-বিধিমন্ত্রপদৈর্ম্মরীতি রারোপিতো বিনয়বর্ত্মনি জীবলোকঃ ॥ পদ্মালয়েব দয়ি-

২০। তা পুরুষোত্তমস্য গৌরীব বাল-রজনীকরশেখরস্য। অস্য প্রধানমহিষী জগদীশ্বর-

২১। স্য শুদ্ধান্তমৌলিমণিরাস বিলাসদেবী ॥ এষা সুতং সুতপসাং সুকৃতৈরসূত বল্লালসেনম-

২২। -তুলং গুণগৌরবেণ। অধ্যাস্ত যঃ পিতুরনন্তরমেকবীরঃ সিংহাসনাদ্রি-শিখরং নরদেব-

২৩। সিংহঃ। যস্যারিরাজ-শিশবঃ শবরালয়েষু বালৈরলীক নরনাথ পদেঽভিষিক্তাঃ। দৃষ্টাঃ প্রমোদ-

২৪। -তরলেক্ষণয়া জনন্যা নিশ্বস্য বৎসলতয়া সভয়ং নিষিদ্ধাঃ। ক্রীতাঃ প্রাণতৃণব্যয়েন রভ-

২৫। -সাদালিঙ্গ্য বিদ্যাধরী-রাকল্পং বিহরন্তি নন্দনবনাভোগেষু সংসপ্তকাঃ। ইত্যালোচ্য নৃপৈঃ

২৬। স্মর-প্রণয়িতা-ভীতৈঃ শ্রিতঃ স্বর্ব্বধূনেত্রেন্দীবরতোরণাবলিময়ো যস্যাসি-ধারাপথঃ ॥

২৭। দদানা সৌবর্ণং তুরগমুপরাগেশ্বর মণের্ন্মদস্যোদস্রাক্ষীদহনি জননী শাসনপদম্।

২৮। নৃপস্তাম্রোৎকীর্ণং তদয়মদিতো বাসুবিদুষে সতাং দৈন্যোত্তাপপ্রশমন -ফলাকালজলদঃ ॥

২৯। সখলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ। মহারাজাধিরাজ শ্রীবিজয়

৩০। সেন-দেবপাদানুধ্যাৎ পরমেশ্বর পরম-মাহেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রী

৩১। মদ্বল্লালসেন দেবঃ কুশলী। সমুপাগতাশেষরাজরাজন্যক-রাজ্ঞী-রাণকরাজপুত্ররাজা-

৩২। মাত্য-পুরোহিত-মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ-মহাসান্ধিবিগ্রহিক-মহাসেনাপতি-মহামুদ্রাধিকৃত-



২য় পৃষ্ঠা।

১। অন্তরঙ্গ বৃহদুপরিক মহাক্ষপটলিক মহাপ্রতীহার মহাভোগিক
মহাপীলুপতি মহা

২। গণস্থদৌস্‌সাধিক চৌরোদ্ধরণিক নৌবল-হস্ত্যশ্ব-গোমহিষা-জীবিকাদি
-ব্যাপৃতক গৌল্মি-

৩। ক দণ্ডপাশিক দণ্ডনায়ক বিষয়পত্যাদীন্ অন্যাংশ্চ সকলরাজ
-পাদোপজীবিনোঽধ্যক্ষ প্র-

৪। চারোক্তান্ ইহাকীর্ত্তিতান্। চট্ট-ভট্ট-জাতীয়ান্ জনপদান্
ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্ম

৫। ণোত্তরান্ যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ। মতমস্তু ভবতাং।
যথা শ্রীবর্দ্ধমানভুক্ত্যন্তঃ

৬। -পাতিম্যুত্তর-রাঢ়ামণ্ডলে স্বল্প-দক্ষিণ-বীথ্যাং খাণ্ডয়িল্লা-শাসনোত্তরস্থিত
সিঙ্গটিআ-নদ্যু

৭। -ত্তরতঃ নাড়ীচা-শাসনোত্তরস্থ সিঙ্গটিআ-নদী পশ্চিমোত্তরতঃ অম্বয়িল্লা-
শাসন-পশ্চিমস্থি-

৮। -ত সিঙ্গটিগা পশ্চিমতঃ কুড়ুম্বমা দক্ষিণ-সীমালি দক্ষিণতঃ কুড়ুম্বমা
পশ্চিম পশ্চিমগড্ডি

৯। সীমালি দক্ষিণতঃ। আউহাগড্ডিআ দক্ষিণ গোপথ দক্ষিণতঃ।
তথা আউহাগড্ডিয়োত্তর গো-

১০। -পথ নিঃসৃত পশ্চিমগতি স্বরকোনা গড্ডিআকীয়োত্তরালি পর্য্যন্ত গত
সীমালি দক্ষিণতঃ

১১। নাড্ডিনাশাসন পূর্ব্বসীমালি পূর্ব্বতঃ জলসোথীশাসন পূর্ব্বস্থ-গোপথার্দ্ধ-
পূর্ব্বতঃ মোলাড়ন্দী শাসন-

১২। পূর্ব্বস্থিত সিঙ্গটিআ পর্য্যন্ত গোপথার্দ্ধ-পূর্ব্বতঃ। এবং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ
বাল্লহিট্টাগ্রামঃ শ্রী-

১৩। বৃষভশঙ্কর-নলীন সবাস্তু নালখিলাদিভিঃ কাকত্রয়াধিক চত্বারিংশ-
দুন্মান-সমেত-

১৪। আঢ়ক-নবদ্রোণোত্তর-সপ্তভূপাটকাত্মকঃ প্রত্যব্দং কপর্দ্দক-পুরাণ-
পঞ্চশতোৎপত্তিকঃ

১৫। সসাটবিটপঃ সগর্ত্তোষরঃ সজলস্থলঃ সগুবাকনারিকেরঃ সহৃদশাপরাধঃ পরিহৃ-

১৬। -তসর্ব্বপীড়ঃ তৃণপূতিগোচরপর্য্যন্তঃ অচট্ট-ভট্ট-প্রবেশঃ অকিঞ্চিৎ-

প্রগ্রাহ্যঃ সমস্ত রাজভো-

১৭। -গ্যকর-হিরণ্য-প্রত্যায়-সহিতঃ। বরাহ দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়

ভদ্রেশ্বর দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রা-

১৮। য় লক্ষ্মীধর দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় ভরদ্বাজ সগোত্রায়

ভারদ্বাজাঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরায়

১৯। সামবেদ কৌথুমশাখাচরণানুষ্ঠায়িনে আচার্য্য শ্রীবাসুদেব শর্ম্মণে

অস্মন্মাতৃ শ্রী

২০। -বিলাসদেবীভিঃ সুরসরিতি সূর্য্যোপরাগে দত্তহেমাশ্ব-

মহাদানস্য দক্ষিণাত্বেনোৎসৃষ্টঃ

২১। মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোঽভিবৃদ্ধয়ে আচন্দ্রার্কং ক্ষিতি

-সমকালং যাবৎ

২২। ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ। অতো

ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈঃ রে-

২৩। বানুমন্তব্যং ভাবিভিরপি ভূপতিভিরপহরণে নরকপাতভয়াৎ

পালনে ধর্ম্মগৌ

২৪। -রবাৎ পালনীয়ং। ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ।

বহুভির্ব্বসুধাদত্তা রাজভি

২৫। সগরাদিভিঃ। যস্য যস্য যদাভূমি স্তস্য তস্য তদাফলং॥

ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চভূ-

২৬। -মিং প্রযচ্ছতি। উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥

আস্ফোটয়ন্তি পিতরো ব-

২৭। -র্ণয়ন্তি পিতামহাঃ। ভূমিদাতা কুলেজাতঃ সনস্ত্রাতা ভবিষ্যতি॥

ষষ্টিংবর্ষ সহস্রাণি স্বর্গে

২৮। তিষ্ঠতি ভূমিদঃ। আক্ষেপ্তাচানুমন্তা চ তান্যেব নরকং ব্রজেৎ॥

স্বদত্তাং পরদত্তাম্বা যো হরেত

২৯। বসুন্ধারাম্। স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥ ইতি

কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়

৩০। মমুচিন্ত্য মনুষ্য-জীবিতংচ। সকলমিদমুদাহৃতং চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ ॥ জিত-

৩১। নিখিলক্ষিতিপালঃ শ্রীমদ্বল্লালসেন ভূপালঃ। ও বাহ্নশাসনে কৃত দূতং হরিঘোষ সান্ধিবিগ্রহিকম্।

৩২। সং ১১ বৈশাখ দিনে ১৬ শ্রী-নি ॥ মহাসাং করণ নি ॥

অনুবাদ।

১। ওঁ নমঃ শিবায়। সন্ধ্যাকালীন নৃত্যকার্য্যে ভেরীনিনাদতরঙ্গদ্বারা ক্রীড়াপরায়ণ অনন্ত রসার্ণব অর্দ্ধনারীশ্বর মহাদেব আপনাদিগের মঙ্গলবিধান করুন॥

২। যাঁহার নারীরূপ অর্দ্ধাঙ্গে ললিতঅঙ্গহারবলন দ্বারা ( অঙ্গহারঃ = অঙ্গানাং স্থানাৎ স্থানান্তরনয়নম্, অঙ্গবিক্ষেপঃ ইত্যর্থঃ॥ বলনং = ঘূর্ণনম্ ), এবং পুরুষাকার অর্দ্ধাঙ্গে ভীমোদ্‌ভট নৃত্যবেগদ্বারা দ্বিবিধ অভিনয় চেষ্টা জয়যুক্ত হইতেছে॥

৩। যিনি অভ্যুদিত হইলে উল্লসিত জলনিধি বারিবিপ্লব উচ্চতায় শালবৃক্ষ অতিক্রম করে, কামদেব ত্রৈলোক্যে একমাত্র বীর বলিয়া পরিগণিত হন, প্রস্ফুটিত কুমুদাকর জলাশয়সমূহ অতন্দ্রিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকে, মৃগনয়না মানিনীগণের মানরূপ আধি বিশ্রান্তি লাভ করে,—

৪। এবং ( যিনি অভ্যুদিত হইলে ) সমগ্র চকোরনগরে সুভিক্ষোৎসব হয়, সেই শ্রীকণ্ঠ শিরোমণি রজনীবল্লভ চন্দ্রদেব জয়যুক্ত হউন।

৫।৬। সেই চন্দ্রদেবের সমৃদ্ধিশালী বংশে রাজপুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; যাঁহারা সদাচারচর্য্যার খ্যাতিতে প্রৌঢ় রাঢ়দেশকে অতুল প্রভাবদ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন এবং নিত্য সকলকে অভয় বিতরণ দ্বারা স্থূললক্ষ্য হইয়া, বিমল-( ধবল ) কীর্ত্তি-তরঙ্গ-দ্বারা আকাশমণ্ডলকে স্নান করাইয়া দিয়াছিলেন ( আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন )।

৭।৮। তাঁহাদের বংশে মহাবলশালী, শত্রুসৈন্য-সমুদ্রের কল্পান্ত সূর্য্যস্বরূপ, কীর্ত্তিরূপ জ্যোৎস্নাদ্বারা সমুজ্জলশ্রী, কুমুদবনে শশাঙ্কসদৃশ প্রিয়জনের আনন্দবর্দ্ধক, আজন্মানুরক্ত-সুহৃদ্‌-বর্গের মনোরাজ্যে হিমাচলের ন্যায় অচল-প্রতিষ্ঠ, সত্যশীল, অকপট করুণাধার সামন্তসেন ( নামে রাজা ) ছিলেন।

৯। তাঁহা হইতে মহাদেবের চরণপদ্মে ভ্রমরবৎ সদালগ্ন, গুণাভরণ, বৈরিসরসীতে প্রলয়-হেমন্তস্বরূপ * হেমন্তসেন দেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

১০।১১। দেবেন্দ্রের উপবন সীমাপর্য্যন্ত-বিহারিণী যাঁহার ললিত কীর্ত্তিপুঞ্জ মাধবের নিকট লক্ষ্মীস্নেহ-পীড়িত দুগ্ধ-সমুদ্রের ঘূর্ণন বেগরূপে, শঙ্করের নিকট প্রত্যাবৃত্ত প্রবাহ দ্বারা উচ্ছ-

* হেমন্তকালে তড়াগ প্রভৃতি শুষ্ক হইয়া যায়।

লিত শুভ্রফেণাচ্ছাদিত সুরধুনীরূপে এবং বিশ্বধাতা ব্রহ্মার নিকট শুভ্রহংসশ্রেণী বিলাসোজ্জলিত নিজপদরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল।

১২।১৩। তাঁহা (হেমন্তসেন) হইতে অখিল-পার্থিব-চক্রবর্ত্তী, পৃথ্বীপতি বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অকপট বিক্রমে বিক্রমাদিত্যকেও লজ্জিত করিয়াছিলেন এবং দিক্‌পালগণের নগরে তাঁহার কীর্ত্তি গীত হইত।

১৪।১৫। (শত্রুরাজগণকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তাহাদিগের পুরী অধিকার করিবার পরে) যাঁহার (বিজয়সেনের) শত্রুনারীগণের বনান্তে ভ্রমণকালে তাহাদের কণ্ঠহার হইতে নয়ন-জল-মিশ্রিত কজ্জল-চিহ্নিত মুক্তাবলী ছিন্ন হইয়া ভূমিতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত এবং তাহাদের কুশাগ্রক্ষত পদতলসংস্পর্শে তৎক্ষত রুধিরে বিলিপ্ত হইত। গুঞ্জামাল্যভূষিত রমণীস্তন-কলসের সহিত ঘনালিঙ্গনলিপ্সু পুলিন্দগণ সেই মুক্তাফল গুলি সযত্নে চয়ন করিত।

১৬। রাজা (বিজয়সেন) অবিনয়-শাসন করিবার অভিপ্রায়ে ধনুর্ব্বাণ লইয়া প্রতি গৃহে ভ্রমণ করিতেন। তখন তাঁহাকে কার্ত্তবীর্য্য বলিয়া অনুমান হইত। তাঁহার অভিষেক মন্ত্র পঠিত হইবামাত্রই জীবলোক ঈতিশূন্য হইয়া বিনয়বর্ত্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৭। পুরুষোত্তমের দয়িতা লক্ষ্মীর ন্যায়, চন্দ্রচূড়-দয়িতা গৌরীর ন্যায় এই নরপতির প্রধান মহিষী বিলাসদেবী রাজান্তঃপুরের মৌলিমণি স্বরূপ ছিলেন।

১৮। এই রাণী সুতপস্যার পুণ্যফলে গুণগৌরবে অতুল বল্লালসেনকে প্রসব করেন। যে অদ্বিতীয় বীর নরদেব সিংহ পিতার পরে সিংহাসনাদ্রিশিখরে আরোহণ করেন।

১৯। (অরিরাজগণ যুদ্ধে হত হইবার পরে) যে বল্লালসেনের অরিরাজগণের শিশুপুত্রগণ (স্বীয় রাজ্যতাড়িত হইয়া) শবরালয়ে বালকগণ কর্ত্তৃক অলীক রাজপদে অভিষিক্ত হইলেও, (পুত্রাভিষেকদর্শনে হৃষ্টা অতএব) আনন্দে বিগলিতাশ্রু তাহাদের জননীগণ পুত্রবাৎসল্যহেতু (বল্লালসেনের ক্রোধোদ্দীপনভয়ে) দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন।

২০। রণে অনিবর্ত্তি বীরগণ প্রাণতৃণ ব্যয়দ্বারা ক্রীত বিদ্যাধরীগণকে সবলে আলিঙ্গন করিয়া আকল্প সমগ্র নন্দনবনে বিহার করে, ইহা আলোচনা করিয়া কামকর্ত্তৃক জাতপ্রণয় নির্ভীক নৃপতিগণ যাঁহার (বল্লালসেনের) অসিধারাপথ আশ্রয় করিয়াছিলেন। যে অসিধারা পথে স্বর্গবধূগণের নেত্রকমল তোরণরূপে বিরাজিত ছিল।

২১। (এই বল্লালসেনের) জননী অম্বরমণি সূর্য্যের গ্রহণদিনে সুবর্ণনির্ম্মিত অশ্ব দান করিয়া সেই দানকর্ম্মের দক্ষিণাস্বরূপে যাহা উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার শাসন-চিহ্ন তাম্রোৎ-কীর্ণ করিয়া সাধুগণের দৈন্যোত্তাপ প্রশমনার্থ অকালজলদস্বরূপ নৃপতি বল্লালসেন পণ্ডিত ওবাসুকে দিয়াছিলেন।

বিক্রমপুরনগরে সমাবাসিত, পুণ্যবান্, মহারাজাধিরাজ শ্রীবিজয়সেনদেবপাদানুধ্যায়ী, পরমেশ্বর, পরম মাহেশ্বর, পরম ভট্টারক (তপোধন), মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ বল্লালসেন দেব শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার হইতে সমুপাগত যাবতীয় রাজরাজন্যক, রাজ্ঞী রাণক, রাজপুত্র, রাজামাত্য,

পুরোহিত, মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, মহামুদ্রাধিকৃত, অন্তরঙ্গ বৃহদুপরিক, মহাক্ষপটলিক, মহাপ্রতীহার, মহাভোগিক (অশ্বরক্ষক), মহাপীলুপতি (হস্তীপালক), মহাগণস্থ দৌস্সাধিক (দ্বারপাল), চৌরোদ্ধরণিক, নৌবল, হস্ত্যশ্বগোমহিষাজীবিকাদি-ব্যাপৃতক, গৌল্মিক (ঘাটোয়াল), দণ্ডপাশিক দণ্ডনায়ক (চতুরঙ্গ বলাধ্যক্ষ), বিষয়পতি-প্রভৃতি এবং অন্য প্রকার রাজাশ্রিত অধ্যক্ষপ্রচারোক্ত ব্যক্তিগণ এবং ইহাতে অকথিত চট্টভট্ট জাতীয় জনপদবাসিগণ ও ক্ষেত্রকর ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণোত্তর ভোগিগণকে, যথাযোগ্য সম্মানপূর্ব্বক বিজ্ঞাপন ও আদেশ করিতেছেন যে (নিম্নলিখিত বিষয়ে) আপনাদের সকলেরই মত হউক।

শ্রীবর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত উত্তররাঢ়া বিভাগে স্বল্প দক্ষিণ বীথিতে—খাণ্ডয়িল্লা শাসনের উত্তরস্থিত সিঙ্গটীয়া নদীর উত্তর, নাড়ীচাশাসনের উত্তরস্থ সিঙ্গটীয়া নদীর পশ্চিমো-ত্তর অম্বয়িল্লা শাসনের পশ্চিমস্থিত সিঙ্গটিয়া নদীর পশ্চিম, কুড়ুম্বমার দক্ষিণ, সীমালির দক্ষিণ, কুড়ুম্বমার পশ্চিমে পশ্চিমগতি সীমালির দক্ষিণ আউহাগড্ডিয়ার দক্ষিণ-গোপথের দক্ষিণ তথা আউহাগড্ডিয়ার উত্তর গোপথ নিঃসৃত পশ্চিমগতি মুরকোণাগড্ডীয়া-চিহ্নিত উত্তর আলি পর্য্যন্ত গত সীমালির দক্ষিণ, নাড্ডিনা শাসনের পূর্ব্ব সীমালির পূর্ব্ব, জলশোথী শাসনের পূর্ব্বস্থ গোপথার্দ্ধের পূর্ব্ব, মোলাড়ন্দী শাসনের পূর্ব্বস্থিত সিঙ্গটিয়া পর্য্যন্ত গোপথার্দ্ধের পূর্ব্ব,—এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন "বাল্লহিট্টা" গ্রাম,—"শ্রীবৃষভশঙ্কর সংজ্ঞক" নলের পরিমাণে বাস্তু, নাল, খিলের[১] সহিত কাকত্রয়াধিক চত্বারিংশ উন্মান সমেত আঢ়ক[২]নবদ্রোণোত্তর সপ্তভূপাটক পরিমিত, প্রতিবর্ষে কপর্দ্দক[৩]কার্ষাপণ পঞ্চশতোৎপত্তিক, সাটবিটপের সহিত গর্ত্ত ও উষর ভূমির সহিত

১। খিল—অনাবাদী জমী। খিলভূঁই।

২। আঢ়ক—দ্রোণের চতুর্থভাগ। চারিপ্রস্থে এক আঢ়ক।

উন্মান—দ্রোণের সমান পরিমাণ।

ভূপাটক—গ্রামের একদেশ।

দ্রোণ—(১) চারি আঢ়কে এক দ্রোণ।

(২) আঢ়কের সমান।

শব্দকল্পদ্রুম হইতে উপরোক্ত অর্থগুলি সংকলিত হইল।

কাকত্রয়াধিক চত্বারিংশদুন্মান সমেত আঢ়কনবদ্রোণোত্তর সপ্তভূপাটক=(বোধ হয়) সাত ভূপাটক, নয় দ্রোণ এক আঢ়ক, চৌত্রিশ উন্মান, তিন কাক॥

৩। কপর্দ্দক পুরাণ—পঞ্চশতোৎপত্তিক—যাহার আয় পাঁচশত কাহন কড়ি।

কপর্দ্দক=কড়ি। বরাটক।

পুরাণ—অশীতি বরাটকে এক পণ, ১৬পণে এক পুরাণ। ৭ পুরাণে এক রজত।

"অশীতিভির্বরাটকৈর্পণ ইত্যভিধীয়তে।

তৈঃ ষোড়শৈঃ পুরাণং স্যাৎ রজতং সপ্তভিস্তু তৈঃ।" ইতি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বং (শব্দকল্পদ্রুমঃ।)

পুরাণকে কার্ষাপণও বলে।

জল স্থল সমেত, গুবাক ও নারিকেল সহিত, সহ্যদশাঘটিতাপরাধ[৪] সর্ব্বপীড়াপরিশূন্য[৫], তৃণ পূতি[৭] ও গোচর পর্য্যন্ত চট্ট-ভট্টগণের প্রবেশাধিকার রহিত, সর্ব্বপ্রকার দেয় কররহিত, সমস্ত রাজভোগ্য হিরণ্য-প্রত্যায় সহিত[৬]—বরাহ দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, ভদ্রেশ্বর দেবশর্ম্মার পৌত্র, লক্ষীধর দেবশর্ম্মার পুত্র ভরদ্বাজগোত্র, ভরদ্বাজ আঙ্গিরস ও বার্হস্পত্য প্রবর, সামবেদান্তর্গত কৌথুমশাখোক্ত চরণানুষ্ঠায়ী, আচার্য্য শ্রী ওবাসুদেবশর্ম্মাকে, আমার মাতা শ্রীবিলাস দেবী—গঙ্গাতীরে সূর্য্যগ্রহণ কালে যে সুবর্ণাশ্ব দান করিয়াছিলেন, তাহার দক্ষিণাস্বরূপে (উক্ত বাল্লিহিট্টা গ্রাম) উৎসৃষ্ট। আমি চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবী সমকাল যাবৎ মাতাপিতা ও নিজের পুণ্য ও যশ বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে তাহাই তাম্রশাসন করিয়া দিলাম। অতএব আপনারা সকলেই অনুমোদন করিবেন। ভাবী নৃপতিগণও অপহরণে নরকে পড়িবেন এই ভয়ে এবং পালনে ধর্ম্মবৃদ্ধি হইবে এই ভাবিয়া, পালন করিবেন। এ বিষয়ে ধর্ম্মানুশংসি শ্লোক আছে, যথা—সগর প্রভৃতি বহু রাজা ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। যে রাজা যখন ভূমির স্বামী তখন ( সেই ভূমিদানের ) ফল তাহারই হইবে। যিনি ভূমিদান করেন ও যিনি ভূমি প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহারা উভয়েই পুণ্যকর্ম্মা এবং নিয়ত স্বর্গগমন করেন। পিতৃগণ আস্ফালন করেন—পিতামহগণ আগ্রহের সহিত বলিতে থাকেন "আমাদের কুলে ভূমিদাতা জন্মিয়াছে, সে আমাদিগকে ত্রাণ করিবে।" ভূমিদাতাব্যক্তি ষষ্টিসহস্র বর্ষ স্বর্গে বাস করেন। ভূমির অপহর্ত্তা ও অপহরণানুমন্তা ততকাল নরকে বাস করে। স্বদত্তই হউক, অথবা পরদত্ত হউক যে বসুন্ধরা অপহরণ করে, সে বিষ্ঠার কৃমি হইয়া পিতৃগণের সহিত পচিতে থাকে। শ্রী ও মনুষ্যজীবন পদ্মপত্রের জলের ন্যায় চঞ্চল, ইহা বিবেচনা করিয়া ও উদাহৃত বাক্যার্থ বুঝিয়া কাহারও পরকীর্ত্তি লোপ করা উচিত নহে। জেতা নিখিল পৃথিবীপতি শ্রীমদ্বল্লালসেন ভূপাল ওবানুশাসনে কৃতদূত হরিঘোষ সান্ধিবিগ্রহিক।

সং ১১ বৈশাখদিনে ১৬।
শ্রী নি—মহাসাং করণ নি ॥

৪। সহ্যদশাঘটিতাপরাধ—সহ্য ( সহনীয় ) দশাঘটিত ( অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি জাত ), অপরাধ—যাহার ( যে গ্রামের )। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি কারণে শস্যহানি হইলে তাহা সহ্য করিতে হইবে—এই অভিপ্রায়।

৫। পরিহৃত সর্ব্বপীড়ঃ—প্রজার উপর অত্যাচার করিতে পারিবেন না। জমীতে যাহার যে স্বত্ব আছে তাহার উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

৬। রাজভোগ্য হিরণ্যপ্রত্যায় সহিত—ভূমি হইতে রাজার প্রাপ্য স্বর্ণাগম সহিত। ইহা হইতে বোধ হয়—প্রদত্ত ভূমিতে ভবিষ্যতে স্বর্ণাদির খনি আবিষ্কৃত হইলে তাহার স্বত্বও রাজা দান করিতেছেন।

৭। পূতি=তৃণবিশেষ।

## টীকা।

১ম পংক্তি—নান্দী নিনাদঃ = ভেরীনিনাদঃ।

নির্ম্মর্য্যাদঃ = মর্য্যাদা-( সীমা ) হীনঃ।

রসার্ণবঃ = রস সাগরঃ।

২য় পংক্তি অর্দ্ধনারীশ্বর = অর্দ্ধনারীমূর্ত্তি-মহাদেব।

৩য় ,, —নাট্যারম্ভঃ = নৃত্যারম্ভঃ।

রয়ঃ = বেগঃ।

অভিনয়দ্বৈধানুরোধশমঃ = অভিনয়স্য দ্বৈধম্ ( দ্বিপ্রকারং ) তস্য অনুরোধঃ ( উপরোধঃ ) তস্মাৎ শমঃ।

নিধিরপাং = অপাং নিধিঃ, সমুদ্রঃ।

হর্ষোচ্ছালনপরিপ্লবঃ = হর্ষেণ উচ্ছালনং ( আনন্দং উৎক্রান্তঃ ) বিপ্লবো ( বারিবিপ্লবঃ ) যস্য॥

৪র্থ ,, —মৃগদৃশঃ = স্ত্রীলোকসমূহঃ।

বিশ্রান্তমানাধয়ঃ = বিশ্রান্তঃ ( অপগতঃ ) মানাধিঃ মানম্ এব আধিঃ ( মনঃপীড়া ) যাসাং।

৫ম —তমীবল্লভঃ = নিশানাথঃ, চন্দ্রঃ।

চকোরনিকরাভোগে = চকোরাণাং অভোগে ( অভোজনে—উপবাসে )। আভোগঃ = পরিপূর্ণতা। চকোরনিকরাণাং আভোগঃ তস্মিন্ ইতি বা।

৬ষ্ঠ সদাচারচর্য্যা নিরূঢ়ি-প্রৌঢ়াং—

সদাচারচর্য্যায়াঃ নিরূঢ়িঃ ( জন্ম, প্রাদুর্ভাবঃ, খ্যাতিঃ ) তয়া প্রৌঢ়াং।

অকলিতচরৈঃ = অকলিতঃ ( অগৃহীতং, অননুকৃতঃ ) চরঃ ( আচরণং ) যেষাং তৈঃ॥

অনুভাবঃ = কোষদণ্ডজং তেজঃ।

৭ম ,, —বলক্ষৈঃ = ধবলৈঃ।

৮ম ,, —প্রতিভট-পৃতনাম্ভোধি কল্পান্তসূরঃ—

প্রতিভটঃ = প্রতিপক্ষঃ যোদ্ধা।

পৃতনা = সেনা।

অম্ভোধিঃ = সমুদ্রঃ।

কল্পান্তসূরঃ = কল্পান্তসূর্য্যঃ॥

৯ম পংক্তি—আজন্ম-রক্ত-প্রণয়িগণ মনোরাজ্য সিদ্ধিপ্রতিষ্ঠা শ্রীশৈলঃ=

আজন্মরক্তঃ প্রণয়িগণঃ ( আজন্মানুরক্তঃ বন্ধুসমূহঃ ) তস্য মনোরাজ্যং তস্মিন্ সিদ্ধিঃ তস্যাং প্রতিষ্ঠা ( স্থিতিঃ, স্থানং ) তস্যাং শ্রীশৈলঃ ( হিমাচল ইব অচলঃ ) ।

১০ম পংক্তি—নিরুপধিঃ=অকপটঃ ।

১১শ পংক্তি—লক্ষ্মীস্নেহার্ত্তদুগ্ধাম্বুধি-বলনরয়শ্রদ্ধয়া=

লক্ষ্মীস্নেহ-পীড়িত-দুগ্ধ-সমুদ্র-বিস্তৃতি-বেগ-শঙ্কয়া ।

১৩শ পংক্তি—অহংযুঃ=অহঙ্কার যুক্তঃ, গর্ব্বান্বিতঃ

সুত্রামা=ইন্দ্রঃ

আরামঃ=উপবনং ॥

দুগ্ধসমুদ্রবিস্তৃতিঃ, প্রবাহোচ্ছলিতা গঙ্গা, শুভ্রহংসশ্রেণিঃ ইবচ তস্য রাজ্ঞঃ শুভ্র-কীর্ত্তিঃ প্রতীয়তে স্ম ।

১৪শ পংক্তি—নির্ব্যাজঃ=ছলনারহিতঃ ।

সাহশাঙ্কঃ=বিক্রমাদিত্যঃ ।

১৫শ পংক্তি—পুটভেদনম্=নগরং ।

১৭শ পংক্তি—গুঞ্জাস্রক্-ভূষারম্যা ।

গুঞ্জা=লতা বিশেষঃ ॥ কুঁচ-ইতিভাষা ॥

তস্যা স্রক্ ( মাল্যং ) এব ভূষা ( ভূষণং ) তয়া রম্যা ॥

১৮শ „ —পুলিন্দাঃ=ম্লেচ্ছজাতিবিশেষাঃ

১৯শ „ —নিরীতিঃ=ঈতিরহিতঃ ।

২০শ „ —বালরজনীকরশেখরস্য=মহাদেবস্য ।

২৮শ „ —"অদিং" ইতি বৈদিক-প্রয়োগঃ

ওবাসু=ওবাসু নামধেয় ব্রাহ্মণঃ ।

## ২য় পৃষ্ঠা

২৭শ পংক্তি—বল্গয়ন্তি

বল্গনম্=প্লুতগমনং, বহুভাষণম্ ॥

১৫শ পংক্তি—সহ্যদশাপরাধ :—

সহ্য = সহনীয়, দশাঘটিত—( অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্ট্যাদিজনিত ) অপরাধ—যায়। অতিবৃষ্টি ইত্যাদি করণে শস্যহানি ঘটিলে তাহা সহ্য করিতে হইবে, রেহাই দিতে হইবে এই অভিপ্রায়।

পরিহৃত সর্ব্বপীড় :—প্রজার উপর কোনও রূপ অত্যাচার করিতে পারিবেন না, যাহার যে স্বত্ব জমীতে আছে তাহা রক্ষা করিতে হইবে এই অভিপ্রায়।

তাম্রশাসনে মহারাজ বল্লালসেনের পূর্ব্ববর্ত্তী সেনবংশীয় তিনজন রাজার উল্লেখ আছে। তাঁহাদের নাম—সামন্তসেন, হেমন্তসেন ও বিজয়সেন। তাঁহারা চন্দ্রবংশে উদ্ভূত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। সেনবংশীয় রাজগণ বৈদ্য ছিলেন, এইরূপ একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু চন্দ্রবংশে তাঁহাদের উদ্ভব হইলে তাঁহারা বৈদ্য হইতে পারেন না। চন্দ্রবংশ ক্ষত্রিয় বলিয়াই প্রসিদ্ধ। সেনবংশীয় রাজগণ যে, আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রচার করিতেন, চন্দ্রবংশে উদ্ভবের দাবী হইতে তাহাই অনুমান হয়।

তাম্রশাসনে লিখিত আছে, মহারাজ সামন্তসেনের পূর্ব্বে সেনবংশের রাজপুত্রগণ অতুল প্রভাবদ্বারা "রাঢ়"দেশকে ভূষিত করিয়াছিলেন। মহারাজ বল্লালসেন "বিক্রমপুরসমাবাসিত" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহা হইতে অনুমান হয় সেনবংশের আদিরাজগণ রাঢ়দেশে রাজত্ব করিতেন; বিক্রমপুর পরে আবিষ্কৃত হয়। প্রথম হইতেই পূর্ব্ববঙ্গ তাঁহাদের অধিকারে থাকিলে, রাঢ়দেশের সহিত বঙ্গদেশেরও উল্লেখ থাকিত, তাঁহারা রাঢ়দেশকে ভূষিত করিয়াছিলেন, কেবল এই কথা থাকিত না।

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

# গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী-গীতে বৌদ্ধভাব

প্রাচীন হস্ত-লিখিত গ্রন্থ-সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিয়া, আমরা প্রায় পাঁচশত হস্ত-লিখিত পুথি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। এই প্রাচীন পুথি-সংগ্রহ, মালদহ জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির কার্য্যাবলীর মধ্যে অন্যতম কার্য্য। আমরা এই প্রকারে যে সমুদয় প্রাচীন পুথি পাইয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে, বহু অজ্ঞাত, অপ্রকাশিত পুথির আমরা অনুসন্ধান পাইয়াছি। ক্রমশঃ আমরা পুথিগুলির পরিচয় প্রদান করিব। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা প্রাচীন বৌদ্ধভাবের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা উপলক্ষে মালদহে প্রচলিত মঙ্গলচণ্ডীর গীতি-পুস্তকের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

কিছুদিন পূর্ব্বে মালদহের প্রতি হিন্দুগৃহে বিবাহ উপলক্ষে মঙ্গলচণ্ডীর গীত হইত; তৎকালে এদেশের অধিকাংশ অধিবাসী শক্তি উপাসক ছিল।

মোসলমান-রাজত্বের সময়ে বঙ্গদেশে গোবিন্দপাল, মহীপালের গীত এবং মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরী বা মনসার গানের বড়ই আদর ছিল। দেশবাসীর ধর্ম্মভাব লক্ষ্যহীন ভাবে ধাবিত হইতেছিল। সে কারণে চৈতন্য-ভাগবতকার দুঃখের সহিত বলিয়াছেন—

"ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে রাত্র জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয় কেহ দিয়া বহুধন॥"

শ্রীকবিকঙ্কণ-চণ্ডী অতি সুন্দর। আমরা যে মঙ্গলচণ্ডীর কথা বলিব, তাহার রচয়িতা শ্রীকবি মাণিক দত্ত। মাণিক দত্তের চণ্ডী মালদহে গীত হইয়া থাকে। এই চণ্ডী কবিকঙ্কণের ভিত্তির উপর দাঁড় করান হইয়াছে। কোন কোন অংশ অবিকল কবিকঙ্কণের চণ্ডী হইতে গৃহীত দেখিতে পাই। আমরা মাণিক দত্তের দুই খানি হস্ত-লিখিত চণ্ডী পাইয়াছি। একখানি পুথির পত্রসংখ্যা ১৭৫; এই চণ্ডীর আরম্ভ-বাক্য যথা :—৭শ্রীশ্রীদুর্গায় নম।

"ওঁ মঙ্গলে মঙ্গলা দেবি সর্ব্বমঙ্গলকারিনি :
প্রসিদ মম কল্যানি সুভামঙ্গল চণ্ডিকায়ৈ নম :॥"
"বন্দিব ভবানি : জগত জননি : গিরিবরনন্দনি মাতা।"

সমাপ্তি-বাক্য যথা :—

"ইতি মাণিক দত্ত রচিত অষ্টমঙ্গলার গান সম্পূর্ণ। ইতি মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা সমাপ্তা 'যথাদৃষ্টং তথা লিখিং ইতি॥ হস্তিং বিচলিত পাদানি : জিহ্বাং বিচলিত সরস্বতি। ভিমস্যাপি রণেভঙ্গ : মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম॥ জত্নে লিখিতং গ্রন্থং :.জোহরেৎ পুস্তকামম : মাতাচ সুকরি বস্তু : পিতা তস্যচ গর্দ্দব। ভগ্নপৃষ্ঠে কটিগ্রিবে : তব্দৃষ্টে অধোমুখে : জত্নেন লিখিতং গ্রন্থ পুত্রবৎ পালি-

পালক ॥ ইতি সকাব্দা ১৬৯৬ সাকে মাহ অগ্রায়ণ ৯ নবদিবসাংসকে অসিত পক্ষে চতুর্থ্যান-তিথৌ মঙ্গলবারে দ্বিতিয় প্রহর সমূএ গ্রন্থ সম্পূর্ণং ॥ সন ১১৮১ সাল সাক্ষর শ্রীবাণিকান্তশর্ম্মণং ইতি ॥ পাঠার্থং শ্রীরামগোবিন্দ শর্ম্মণং নিবাস জালালপুর ইতি ॥"

এই সমাপ্তিবাক্যে যে সন তারিখ লিখিত আছে, তাহা মূলগ্রন্থের নকল করিবার তারিখ। বর্ত্তমান কালে মঙ্গলচণ্ডীর গীতের প্রচলন নাই, এক্ষণে মনসার গীতের প্রচলন রহিয়াছে। মালদহে দুইখানি মনসার গীত প্রচলিত ; একখানি "তন্দ্রবিভূতি" অপর খানি "জগৎজীবন"।

শ্রীকবি মাণিক দত্তের চণ্ডীর বিষয় বর্ণনার পূর্ব্বে তাঁহার বিষয়ে কিছু বর্ণনা আবশ্যক।

## শ্রীকবি মাণিক দত্ত

মাণিক দত্তের চণ্ডী পড়িলে বোধ হয় তিনি মালদহের লোক, তাঁহার ভাষা ও কোন কোন স্থানের বর্ণনা মালদহের, তাহা আমরা বলিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন, শ্রীশ্রীচণ্ডী আটদিনের গানের পুথি তাঁহাকে প্রদান করেন। এই পুথি-প্রাপ্তির বিবরণ বর্ণন করিতে গিয়া কবি আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

কবির বাসস্থান ফুলুরা নগর, মাণিক দত্ত প্রথমে কানা ও খোঁড়া ছিলেন। দেবীর প্রসাদে দিব্যদেহ প্রাপ্ত হন। মাণিক কলিঙ্গ রাজার কারাগারে বন্দী হন। দেবী তথায় তাঁহার উদ্ধার সাধন করিয়া কলিঙ্গেশ্বরকে চণ্ডীপূজক করেন।

মাণিকদত্তের চণ্ডী একটু ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক পাঠ করিলে, কবিকে মালদহের লোক বলিয়াই বোধ হয়। পুরাতন মালদহের নিকটবর্ত্তী কোন ধ্বংসপ্রায় প্রাচীন গ্রামাদিতে তাঁহার নিবাস ছিল। "ফুলুরা নগর" এই স্থানের নিকটেই ছিল বলিয়া মনে হয়।

মাণিক দত্তের বাসস্থান মালদহে

কবি ধনপতি সদাগরকে গৌড়ে আনিবার কালে যে সমুদায় প্রাচীন গ্রামাদির নামোল্লেখ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"মোড়গ্রামে[১] করি স্নান : রন্ধন ভোজন পান :
ছাত্যা[২] ভাত্যা[৩] এড়াইল তথি।
বড়গাছা[৪] আগলা[৫] : সকল গঙ্গা পার হৈলা :
বুধ রাত্রে বানিঞা ধনপতি ॥
কাঞ্চন নগর[৬] : আইল সদাগর : আইল ব্যাস্তা সন্ন্যাসীপাটন[৭]।
জায় সাধু গঙ্গাজলে : স্নান করিঞা চলে :
রাজদ্বারে দিল দরসন ॥"

( মাণিক দত্তের চণ্ডী )

মোড়গ্রাম, বড়গাছা, আগলা, কাঞ্চননগর ও সন্ন্যাসীপাটন প্রভৃতি গ্রামগুলি মালদহের প্রাচীন বাণিজ্যপ্রধান নগর ছিল এবং প্রধান নদীতীরবর্ত্তী থাকায় ধনপতির তরণী উক্ত নগরগুলির পার্শ্ব দিয়াই গিয়াছিল।

ছাত্যা ও ভাত্যা গৌড়ের পূর্ব্ব পার্শ্বের সুবৃহৎ বিলের নাম। আইন-ই-আকবরিতে উক্ত ছাত্যা ও ভাত্যাকে "Chhatipatia" বলা হইয়াছে, উক্ত সুবৃহৎ বিলে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে (in which are many islands—Jarrett's Vol II, page 123.) ভাত্যার বিল লইয়া "ভাতিয়া পরগণা" হইয়াছে। ভাতিয়ার বিল প্রাচীন পদ্মার পরিত্যক্ত খাদ। কবি অন্য কোন দেশের কোন নগরাদির বর্ণনা এমন সুন্দর করিতে পারেন নাই।

কবি ফুল্লরার মুখ দিয়া চণ্ডীর রূপবর্ণনকালে বলিয়াছেন—

"মাজা খানি দেখি তোর কেন্দুআর নালা ॥"

(ঐ, ৩৮ পত্র)

এই "কেন্দুআর নালা" বর্ত্তমান কে, জি, রেলওয়ের মুচিয়া ষ্টেশনের অনতি দক্ষিণ-পূর্ব্ব-ভাগে। নালাটী সুগভীর ও অপ্রশস্ত। এই সমুদায় স্থানের বর্ণনায় আমাদের বোধ হয় "ফুলুরা নগর" বর্ত্তমান ফুলবাড়ী। কবির ভাষা ও বর্ষা-বর্ণন মালদহের উপযুক্ত হইয়াছে।

"ঘরে পাছে আইল পানি, ছাল্যা পুল্যা পানি ছেচে :
জুলি কাটিঞা থোম পুতি।"
"দুয়ারের আগদিঞা বন্যার গমন :
ঢেউয়ে কাটিঞা লয় মাটি :"
"ঢেউয়ে কাটিয়া লয় ভিটা।"
"কলাগাছ কাটিঞা ভাড়ুই ডুব বান্ধিল ॥"

(ঐ)

সুতরাং এই প্রকার ভাষা ও বর্ষা-বর্ণনা দেখিয়া মাণিক দত্ত যে মালদহের লোক ছিলেন, তাহা বুঝিতে পারি। রঘু ও রাঘব নামে তাঁহার দুইজন "পাইল" বা দোহার ছিলেন, তানপুরা ও খোল বাজাইয়া মাণিক দত্ত চণ্ডীর গান গাহিতেন।

"রঘু রাঘব পাইল দিনু সহিতি করিঞা।
বায়েন তাম্বুর দিনু সম্প্রদা গোছাঞা ॥" (ঐ)
"মাণিক দত্ত রচিঞা মাণিক দত্ত কৈল।
রঘুর রচনা কবিকঙ্কণ হইল ॥
তিন চারি জনে তবে সম্প্রদা হইঞা।
দুর্গার মণ্ডপে সবে উত্তরিল গিঞা ॥"

মাণিক দত্তের রচনার মধ্যে তাহার "পাইল" রঘু কবিকঙ্কণের রচনা যোগ দিয়া গাহিতেন।

মাণিক দত্তের চণ্ডী পুথির সহিত শ্রীমন্তের সম্বন্ধ সুদৃঢ়ভাবে শৃঙ্খলিত দেখি। হস্ত-লিখিত চণ্ডী পুথির মধ্যে বস্ত্র ও সূত্রদ্বারা নির্ম্মিত একটী পুত্তলিকা থাকিতে দেখিয়া, তাহার কারণ

শ্রীমন্ত। অনুসন্ধানে বুঝিলাম, উক্ত বস্ত্র-পুত্তলিকার নাম শ্রীমন্ত। যে দিন পুথি লিখিতে আরম্ভ করিতে হয়, সেই দিবস উক্ত শ্রীমন্ত নির্ম্মাণ

করিয়া তাহার পূজা দিয়া তবে শ্রীশ্রীচণ্ডীর আরম্ভ-বাক্য লিখিতে হয়। যতদিন চণ্ডী পুথি-খানি বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন উক্ত শ্রীমন্তকে পুথির সহিত একত্র বন্ধন করিয়া রাখিতে হইবে।

শ্রীকবি মাণিক দত্তের চণ্ডীর পরিচয় দিতে হইলে বলিতে হয়, শ্রীকবিকঙ্কণে চণ্ডীর বিষয়-গুলি অবিকল ইহাতে গৃহীত, অধিকাংশ স্থলে কবিকঙ্কণের রচনাও উদ্ধৃত হইয়াছে, তবে বিশেষত্বের মধ্যে এই চণ্ডীর মধ্যে বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতের বহুল সমাবেশ দৃষ্ট হয়। সেই কারণে আমাদের মনে হয়, মঙ্গলচণ্ডীর গীতের প্রাধান্য সময়ে এদেশে বৌদ্ধভাবের সৃষ্টি-প্রকরণ এবং চণ্ডিকার উৎপত্তি সবিশেষ প্রচলিত ছিল। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সেই বৌদ্ধ তান্ত্রিকতামূলক সৃষ্টি-প্রকরণ অবগত ছিল। সেই কারণে কবি বাধ্য হইয়া দেশীয় জনগণের মনস্তুষ্টি উদ্দেশে তাঁহার গীতগ্রন্থে স্থানীয় ধর্ম্মভাবই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কবি আদি নিরাকার বুদ্ধ হইতে আদ্যা দেবীর সৃষ্টি করিয়া, শেষে ত্রিমূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়াছেন। কবির সৃষ্টি-প্রকরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম ;—

ধর্ম্মের শরীরধারণ

"আপনে ধর্ম্মগোশাই গোলক ধিয়াইল।
গোলক ধিয়াইতে ধর্ম্মের মুণ্ড সৃজিল ॥
আপনে ধর্ম্ম গোশাই শূন্য ধিয়াইল।
শূন্য ধিয়াইতে ধর্ম্মের সরির হইল ॥
আপনে ধর্ম্ম গোসাই হুহিত ধিয়াইল।
হুহিত ধিয়াইতে ধর্ম্মের দুই চক্ষু হৈল ॥
জন্ম হইল ধর্ম্ম গোসাই গুণে অনুপামা।
পৃথিবি সৃজিঞা তেঁহো রাখিবে মহিমা ॥
মুখের অমৃত ধর্ম্মের খসিঞা পরিল।
হস্ত পদ পৃথিবিতে জল উপজিল ॥ ‡

সমুদ্র-সৃষ্টি

জলেতে আসন গোসাই জলেতে বৈসন।
জল ভর করিঞা ভাসেন নিরঞ্জন ॥
ভাসিতে ধর্ম্ম গোসাই পাইল ঠেসন।
চৌদ্দ যুগ বহিঞা গেল ততক্ষণ ॥"

---

‡ জলসৃষ্টি সম্বন্ধে শূন্য পুরাণে দেখিতে পাই যথা—

"পরভুর বিন্দুতে জল হইল আচম্বিতি ॥ ৫০"

( শূঃ পুঃ=বিশ্বকোষ কার্য্যালয় )

আদিবুদ্ধ বা ধর্ম্ম জলের উপর ভাসিতে ভাসিতে তাঁহার বাহন উলূক উপরি উপবেশন করিলেন। মাণিক দত্তের চণ্ডীতে পদ্মপুষ্পসৃষ্টি ও তদুপরি ধর্ম্মের উপবেশনের কথা জানিতে পাই। পদ্মাসনোপরি বুদ্ধের অবস্থান সূচিত হইয়াছে।

ধর্ম্মের বাহন উলুকের উৎপত্তি।

"ধর্ম্মের ঠেসন হৈতে উলুক জন্মিল।
জোড় হস্ত করি উলুক সমুখে ডাড়াইল
হাসিঞা কহেন কথা ত্রিদেশের রায়।
কহ কহ উলুক কতযুগ জায়॥
জত যুগ গেল তবে ব্রহ্মার উদ্ধারণে।
তখনে আছিলাঙ আমি মন্ত্রধিয়ানে॥
মন্ত্রধিয়ানে আমি ভাল পাইলাঙ বর।
চৌদ্দ যুগের কথা স্তন আমার গোচর।
চৌদ্দ যুগের কথা তুমি স্তন নৈরাকার।
ইতিন ভূবনে পাতকি নাহি আর॥

ধর্ম্মের আসন পদ্মপুষ্পের সৃষ্টি।

সম্মুখে বচিল গোসাই পদ্ম ফুল।
তাহাতে বসিঞা গোসাই জপে আগু মূল

(ঐ)

ধর্ম্ম নিরঞ্জন পদ্মফুলের উপরে বসিয়া পৃথিবী সৃষ্টি করিবার উপায় স্থির করিলেন। শূন্য-পুরাণে এই সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে, দেহের মল হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল। যথা—

"তিলেক পবমান মলা নিল নারায়ণ।" ১০৭

(শূঃ পুঃ)

"ছিষ্টির সাজন পবভু কৈল হেনমতে॥" ১০৮

(ঐ)

মাণিক দত্ত পাতাল হইতে মৃত্তিকা আনিতে গমন করিয়াছিলেন।

"নানা পত্র বহ্না গেল পাতাল ভূবন।
পাতাল ভূবন লাগি করিল গমন॥"
দ্বাদস বৎসরে মৃত্তিকার লাগি পাইল।
হস্তে করি মৃত্তিকা সরিরে বুলাইল॥
বাটুল প্রমাণ মৃত্তিকা হস্তেত করিঞা১।
স্তম্ভাকারে ধর্ম্ম গোসাই উঠিল ভাসিঞা॥

---

* রমাই পণ্ডিতের শূন্তপুরাণের মতে—

"চোদ্দ জুগ বৈ পরভু তুলিলেন হাই।
উহু নিশ্বাসে জনমিলেন পক্ষী উলু কাই॥"

"আন্তের গম্ভীরা"য় উলুকের সবিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে আর লিপিবদ্ধ হইল না।

+ পদ্মপুষ্প ধর্ম্মপূজায় ব্যবহৃত হয়। বর্ত্তমান কালে রাঢ়দেশের ধর্ম্মের গাজনে এবং মালদহের আন্তের গম্ভীরা" পূজায় তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

(১) মালদহের আন্তের গম্ভীরার ভক্তগড়া বন্দনায় এই প্রকারের ছড়া দেখিতে পাই। কাঁকড়া তিল পরি-

পুনরপি আসিঞা পদেত কৈল ভর।
মনে মনে চিন্তে গোসাই ধর্ম্ম নিরাকার॥
মনে মনে চিন্তি তবে ধর্ম্ম অধিপতি।
কার উপর স্থাপিব নির্ম্মান বসুমতি॥

বুদ্ধ বা ধর্ম্মের বাহন গজসৃষ্টি।

আপনে ধর্ম্ম গোসাই গজযুক্ত হৈল।
গজের উপরে বসুমতি কে স্থাপিল॥
গজ সহিতে প্রিথিবি জায় রসাতল।"

( মাণিক দত্তের চণ্ডী )

"আপনে ধর্ম্ম গোসাই কুর্ম্ম রূপ হৈল।
কুর্ম্মের উপরে প্রিথিবি রাখিল॥
কুর্ম্ম সহিতে নারে প্রিথিবির ভার।

ধর্ম্মবাহন কূর্ম্মসৃষ্টি

গজ কুর্ম্মে প্রিথিবি জায় রসাতল॥"

( ঐ )

ধর্ম্ম নিরঞ্জন এই প্রকারে ক্রমশঃ বিজ্ঞতম হইয়া শেষে যুক্তিপূর্ব্বক নাগসৃষ্টি করিয়া তাহার উপর পৃথিবীর ভারার্পণ করিয়া সুস্থির হইলেন।

"টানিঞা ছিড়িল গলের কনক পৈতা।
এক গোটা নাগ হৈল সহস্রেক মাথা॥
নাগের নাম বাসুকি থুইল নিরঞ্জন।
তাহাকে ধরিতে আজ্ঞা ই তিন ভুবন॥"

---

মাণ মৃত্তিকা আনিয়াছিল—"কাঁকড়া আনিল মৃত্তিকা বিন্দু পরিমান।" (আদ্যের গম্ভীরা কঃ মাঃ পঃ সন ১৩১৬ ১ সং) অন্য একটী গম্ভীরা শিব গড়ার দেখা যায়, মাণিকদত্তের চণ্ডী-বর্ণিত সৃষ্টি-প্রকরণ ও আদ্যার উৎপত্তি বলা হয় এবং গাত্রের মলের কথাও আছে।

* শূন্যপুরাণে এই প্রকার দেখি যথা—

"পদ্ম হস্তদিআ পরভু বোলে থির থির।
পদ্ম হস্তে জনমিল জে কূর্ম্মের সরীর॥" ৭২

গজ বা হস্তী সম্বন্ধে বৌদ্ধদিগের সুন্দর মত বিদ্যমান আছে। সু-হস্তীর কথা, বৌদ্ধ শিল্পীদের গজপ্রিয়তা। বুদ্ধের নিকট গজযূথের প্রণাম ইত্যাদি আমাদিগকে ধর্ম্মের গজসৃষ্টির রহস্য উদ্ভাসিত করিয়া দেয়। কূর্ম্ম ধর্ম্ম-শরীর হইতে উৎপন্ন বলিয়া, বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ কূর্ম্মরূপী বুদ্ধের পূজা করিয়া থাকেন। আমাদের দশ অবতার মধ্যে যেমন বুদ্ধও আছেন, তদ্রূপ কূর্ম্মও আছেন। রাঢ়ের অনেক স্থানে কূর্ম্মরূপী ধর্ম্মের পূজা হইয়া থাকে। বর্দ্ধমান জেলার কালেশ্বর গ্রামে কচ্ছপাকৃতি ধর্ম্মরাজ আছেন।

হস্ত-লিখিত প্রাচীন জগন্নাথবিজয়, যাহা মুকুন্দ ভারতী বিরচিত, তাহাতে কচ্ছপের সর্ব্বজ্ঞতার পরিচয় আছে।

"জাও জাও বাসুকি হউক চিরাই।
আমি জাকে জন্ম দিব তাকে দিই ঠাই ॥" + (ঐ)

এই প্রকারে ধর্ম্মনিরঞ্জনের সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। সেই পূর্ব্বকালে মালদহে যে শূন্যপুরাণীয় বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা যথেষ্ট বিস্তার লাভ করিয়াছিল; তাহার নিদর্শন এদেশের প্রাচীন পুথি, প্রাচীন গান, প্রাচীন ব্রতাদিতে যথেষ্ট দেখিতে পাই।

আদিবুদ্ধ বা আদিধর্ম্ম হইতে আদ্যা নামক এক শক্তির উদ্ভব দেখিতে পাইতেছি। এই আদ্যাদেবী ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। মালদহের আদ্যের গম্ভীরায় সেই আদ্যার পূজা হইয়া থাকে। বৌদ্ধ আদ্যাদেবী বা চণ্ডী ক্রমশঃ আমাদের শ্রীশ্রীচণ্ডী দেবী হইয়া শিবসহ অর্চ্চিত হইতেছেন। মাণিক দত্ত এই আদ্যার চণ্ডীত্ব প্রাপ্তির যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অদ্ভুত ব্যাপার। পূর্ব্বে এদেশে এই প্রকার আদ্যাচণ্ডী-উৎপত্তিই সকলের রুচিকর ও বিশ্বাস্য ছিল।

বৌদ্ধমতে ধর্ম্মের স্ত্রীরূপ ও চারিপদ। মাণিক দত্তের আদ্যা স্ত্রীরূপ; কিন্তু ধর্ম্মদেহ হইতে ধর্ম্মরূপী যে কচ্ছপ বাহির হইয়াছে, তাহাব চারিপদ সূচিত হইতেছে। ধর্ম্মের সৃষ্টি হইতে আদ্যার উৎপত্তি এই চণ্ডীতে উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু আদ্যাকে দেখিতে দেবীবৎ বোধ হইলেও তিনি প্রথমে স্ত্রীমূর্ত্তি ছিলেন না। আদিধর্ম্ম হইতে এই যে ধর্ম্মমূর্ত্তির জন্ম হইল, ইনিই প্রকৃতি-রূপিণী ধর্ম্ম।

কাপ্তেন টেম্পলের মতে, সিকিম দেশে যে ধর্ম্মপ্রতিমা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাঁহার বর্ণ শ্বেত, চারিখানি হস্ত এবং স্ত্রীমূর্ত্তি; হস্তে পদ্ম ও জপমালা আছে। সিকিম দেশীয় এই ধর্ম্মমূর্ত্তির সহিত মহাবিদ্যার ঐক্য পবিলক্ষিত হয়। মহাবিদ্যা বৌদ্ধদের, তিনি নিরাকারা হইয়াও সাকার ভাবে পূজিতা হয়েন।

মহাবিদ্যা কাশপুষ্পসদৃশ শুভ্রবর্ণা, নানালঙ্কারভূষিতা চতুর্ভুজা, দুই হস্তে পদ্ম ও অক্ষমালা, সর্ব্বরাজেন্দ্র মুদ্রা। পাদমূলে এক বিদ্যাধর ধূপাধার ও পুষ্পাধার লইয়া আছেন। যাহাই হউক, এই প্রকার মূর্ত্তিই আমাদের চণ্ডীদেবী হইয়াছেন। এক্ষণে মাণিক দত্তের চণ্ডীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্ণনা আবশ্যক।

"একস্বর রাজ্য ভার পালিব কেমনে।
ইহা বোলি ধর্ম্ম তবে ভাবেন আপনে॥"

---

+ শূন্যপুরাণেও এই প্রকার বাসুকী-সৃষ্টির উল্লেখ আছে দেখিতে পাই—

"এত বুলি বোলি আদ্যি তব পদতলে।
কনক পৈতে ছিঁড়ে ফেলি দেহ জলে॥ ১২
উলূকের বাক্য শুনি পরভু নিরঞ্জন।
কনক পৈতা খুলিআ লইল ততক্ষণ॥ ১৩
ছিড়িআ ফেলেন্ত জলে কনক পৈতা।
জনমিল বাসুকি নাগ সহস্রেক মাথা॥ ১৪"

আত্মার উৎপত্তি

'হাম্য তে জন্মিঞা আত্মা পড়ে ভূমিতলে।
উঠিঞা ডাড়াইল আত্মা দেখেন সকলে॥ ( ঐ )
স্ত্রীর আকার নাই চণ্ডিকা হবে কিসে।
জন্মিল স্ত্রী গোটা নহিল পুরুসে॥"

ধর্ম্ম গোসাঞী আত্মাকে স্ত্রীরূপে সাজাইয়া দিলেন। তৎপরে ধর্ম্ম ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সৃষ্টি করেন। আদ্যাদেবীকে—

"জপিবারে জাপ্য মালা দিল প্রজাপতি॥"

আদ্যার বিবাহ দিবার জন্য ধর্ম্মনিরঞ্জন শিবকে পতিরূপে নির্ব্বাচিত করিলেন। শিব বলিলেন, সপ্তবার জন্ম গ্রহণ করিলে তবে আদ্যার সহিত বিবাহ হইতে পারে।

আদ্যাদেবী এই কথা শ্রবণ করিয়া—

"হরি হরি বলি মাতা দেহ জে ছাড়িল।" ( ঐ )

প্রথমে—"তবে জন্ম হৈল মাতা কর্ম্মকার ঘরে।"

"তবে জন্ম হৈল দেবী কুম্ভকার ঘরে॥" ( ঐ )

এই প্রকারে শেষে দক্ষ রাজার গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন, কিন্তু দক্ষরাজ—

"সোবর্ণ নাদিঞা তবে আনিল গড়িঞা।
নাদিয়ার মধ্যে তবে ছাল্যা সোয়াইঞা॥" ( ঐ )
"সমুদ্রে ভাসাঞা দিল ধর্ম্ম স্তঙরিঞা॥" ( ঐ )

জনৈক ঋষি সেই সুবর্ণ গামলা ধরিয়া—

"রূপার ঢাকুনি তবে দিল ঘুচাইঞা।
ডোহা চোহা করি ছাল্যা কান্দিছে বসিঞা॥"

ঋষিকন্যাকে তাঁহার পত্নীর নিকট লইয়া যাইলেন—

"সুনিঞা ঋষিআনি[১] আনন্দিত হইল॥" ( ঐ )

কিছুকাল পরে শিব দেশে ভিক্ষা করিতে গিয়া আদ্যাকে দেখিতে পাইলেন।

"দেশে ভিক্ষা করে সিব বসোয়ার[২] পৃষ্ঠে।"

যাহাই হউক, এই প্রকারের মিলনের পর শিবের বিবাহ সম্পাদিত হইল। এই বিবাহের বর্ণনায় "ঋষিআনির" খেদোক্তি, মুকুন্দ ভারতীর জগন্নাথবিজয় গ্রন্থোক্ত কাঠের জগন্নাথের বিবাহেও দেখিতে পাই।

শেষে আদ্যাদেবী আপনার পূজা প্রচারার্থ চেষ্টিত হইলেন।

"সকল দেবতা গণে : ভবানি পুজিবে : ধর্ম্মনিরঞ্জন জানে।" ( ঐ )

---

(১) ঋষিআনি—ঋষিপত্নী। (২) বসোয়া—বৃষ।

আদ্যাদেবী বিসাইরূপী হনুমানকে[৩] ডাকিলেন এবং বলিলেন—

"আমার বচন ধর : কলিঙ্গ নগরে চল : দেহারা নির্ম্মাণ করহ।" (ঐ)

জোড় হস্ত করিঞা বোলে কামিনা[৪] : সুনগো মঙ্গল চণ্ডীরাই।" (ঐ)

কলিঙ্গ দেশে আদ্যার দেহারা নির্ম্মাণার্থ চারিখানি পাথর জন্য—

"দুর্গা বোলে হনুমান বাটার তাম্বুল খায়।
আমার সাক্ষাতে চারি পাথর জোগায়॥" (ঐ)

হনুমান ভবানীর হস্তের পান মস্তকে ধারণ করিয়া—

"সাতালি পর্ব্বতে হনু পৈল লাফ দিঞা।"

কবির বাটীর সন্নিকটে "সাতালি পর্ব্বত", রাজমহল পাহাড়শ্রেণী তাঁহার জানা ছিল। সে কারণে হনুমানকে সাঁওতালি পাহাড়ে পাঠাইলেন। সম্ভবতঃ সেই সময়ে গৌড়নগরের প্রস্তর রাজমহল পাহাড় হইতেই আনীত হইত।

এত দেশ থাকিতে কলিঙ্গদেশে দেহাবা নিম্মাণের আবশ্যক কি ছিল? তাহার অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, এ কলিঙ্গ পুণ্ড্রদেশ বহির্ভূত হিমালয় সন্নিকটবর্ত্তী বৌদ্ধতান্ত্রিকপ্রধান দেশ। Broucke কৃত ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে কোচবিহার ও আসামের উত্তরস্থিত এক কলিঙ্গবন দৃষ্ট হয়। এই কলিঙ্গদেশে এক সময়ে বৌদ্ধতান্ত্রিকপ্রভাব বিশেষভাবে আত্ম-বিস্তার করিয়াছিল। দার্জিলিংএ অদ্যাপি একটী সংঘারামের চিহ্ন ও বৌদ্ধ দেবদেবীমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। আমাদের বিশ্বাস কতকগুলি অনার্য্য দেবতা বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীতে পরিণত হইয়াছেন। যে সময়ের কথা মাণিক দত্ত বলিতেছেন, সম্ভবতঃ সেই সময়ে উক্ত কলিঙ্গদেশে অবশ্য পুণ্ড্ররাজ্যের পার্শ্বেই, বৌদ্ধগণ বা অনার্য্যগণ তখন বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম্মের উৎকর্ষে যত্নবান্ ছিলেন। সেই কারণে কলিঙ্গে আদ্যার দেহারা তুলিবার ইচ্ছা হইল, তখনও এ দেশে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতামূলক অপূর্ব্ব দেবদেবীব আবির্ভাব হয় নাই। উক্ত কলিঙ্গদেশ হইতেই বৌদ্ধতান্ত্রি-কতামূলক কোন কোন প্রজা পুণ্ড্র বা মালদহপ্রদেশে আনীত হইয়া থাকিবে। মালদহের পল্লীকথায় এ বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে। পুণ্ড্রক্ষত্রিয়গণও সম্ভবতঃ সেইকালে সেই নব ধর্ম্মদেবীর উপাসনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় জনগণ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন।

হনুমান্ প্রস্তর আনিলে আদ্যাদেবী বলিলেন—

---

(৩) বিসাই অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্মা। আদ্যাদেবী হনুমানকে ডাকিলেন কেন? আমরা দেখিতে পাই, উলুককে অনেক স্থলে হনুমানরূপী বলা হইয়াছে। কবিকঙ্কণও হনুমানকে দেহারা নির্ম্মাণে খাটাইয়াছেন। উলুকের মূর্ত্তি কতকটা গরুড় বা হনুমানের মত।

বর্ত্তমান কালে করাসডাঙ্গায় খোলসিনি গ্রামে ধর্ম্মরাজ মন্দিরের দ্বারদেশে বানরাকৃতি কাষ্ঠময় উলুক দণ্ডায়মান আছেন। উলুক ধর্ম্মবাহন। লাউসেনকেও এই বানররূপী উলুক মল্লবিদ্যা শিখাইয়াছিলেন। ধর্ম্মমঙ্গলেও হনুমান ধর্ম্মবাহনরূপে আরোপিত হইয়াছেন।

(৪) শিল্পী।

"সনয়া বনয়া পাথর কৈল ভাগে ভাগ।
এমন সুন্দর পাথর কথা পাইলে লাগ॥" ( ঐ )

দেহারা নির্ম্মিত হইল, উহার—

"সান বান্ধা পিড়া মাঝিয়া কাচ ঢাল।
দুয়ার মুখে লাগাইল হেঙ্গুল হরিতাল॥"

মাণিক দত্তের এই চণ্ডীর গীত কলিঙ্গের কোন ব্যক্তি শ্রবণ করিয়া রাজাকে বলিয়াছিল, সম্ভবতঃ সেই সময় পুণ্ড্র দেশের কতকাংশ কলিঙ্গেশ্বরের অধিকারে আসিয়াছিল।

মাণিক দত্তকে ধরিয়া আনিবার জন্য কলিঙ্গেশ্বর—

"———— কোতাল তাম্বুল ধর খায়।
মানিক দত্ত মোরে তুমি আনিঞ জোগায়॥"

বলিয়া অনুরোধ করেন। মাণিক দত্ত কলিঙ্গে নীত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। চণ্ডীর কৃপায় মুক্তি পাইয়া কলিঙ্গে চণ্ডীপূজার গীত প্রচলিত করিয়া দিলেন। এই উপাখ্যান-দৃষ্টে পুণ্ড্রদেশ হইতেই কলিঙ্গে আদ্যাপূজা প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক কলিঙ্গে সেকালে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতারই প্রচলন ছিল। বৌদ্ধচণ্ডী আমাদের শ্রীশ্রীচণ্ডিকাদেবীর দেহে প্রবেশ করিয়া বৌদ্ধভাব হিন্দুভাবে মিশিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষা বৈদেশিক শব্দে পুষ্টি পাইয়া, যেমন দিন দিন বিশাল হইতেছেন, হিন্দুধর্ম্মও তেমনি বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান প্রভৃতি দেবদেবী ও পীর পাইয়া বর্দ্ধিত কলেবর হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীহরিদাস পালিত
মালদহ-জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি।

---

# জীব-বিজ্ঞানের পরিভাষা

গত ১৩১০ সালে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় জীব-বিজ্ঞানের যে পরিভাষা প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সংশোধন-যোগ্য কয়েকটী এবং অপর কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ সংকলিত হইল।

Abiogenesis—জড়াৎ-জীবোৎপত্তি।

Acrania—অমুণ্ড।

Adaptation—সমীকরণ, যোগ্যীভবন।

Adeciduata—অনাবৃত।

Adelochorda—, Hemichorda— } লুপ্তমেরু, অর্দ্ধমেরু।

Afferent—অন্তর্বাহী।

Alternation of generations—জনন-বিপর্য্যয়।

Amphineura—উভবাতী।

Anabolism—গঠনক্রিয়া।

Aplacentata—অফুলী।

Arthropoda—গ্রন্থীপদী।

Asexual—অলিঙ্গ, অচিহ্নিত।

Asteroidea—তারামৎস্যাদি।

Auricle—রক্তগ্রাহকস্থলী।

Biogenesis—জীবাৎ-জীবোৎপত্তি।

Brachiopoda—ভুজপদী।

Caterpillar—কীটাবস্থা, কীট।

Cephalopoda—মুণ্ডপদী, মুণ্ডগ।

Cestoda—ফীতাক্রমি।

Chaetopoda—রোমপদী।

Chordata—পৃষ্ঠবংশী।

Class—শ্রেণী।

Cloaca—থ'লে।

Conjugation—সংযোগ।

Correlation—সহপরিবর্ত্তন।

Crinoidea—তারাপক্ষাদি, পদ্ম-পক্ষাদি।

Craniata—সকরোটী, সমুণ্ড।

Crustacia—খোলকী।

Cyclostomi—রন্ধ্রমুখী।

Deciduata—ফুল-ত্যাগী, ফুলী।

Dentition—দন্তসংস্থান।

Dipnoi—দ্বিনাসিক, নাক-বদন।

Echinodermata—কণ্টকচর্ম্মী, তারাকায়া।

Echinoidea—সিন্ধুকণ্টকাদি।

Efferent—বহির্ব্বাহী।

Endo-skeleton—অন্তঃ-কঙ্কাল।

Exo-skeleton—বহিঃকঙ্কাল।

Family—পরাজাতি।

Fauna—প্রাণীমালা।

Fins—ডানা।

Fossils—জীবাবশেষ।

Gastropoda—উদরপদী, উদরগ।

Genus—গণ।

Heredity—বংশানুক্রম।

Hirudinea—জলৌকাদি।

Holothuroidea—সিন্ধুকুষ্মাণ্ডাদি।

Hydrozoa—পুরুভুজাদি।

Imago—পতঙ্গাবস্থা।

Impregnation—বংশরক্ষণ।

Infusoria—কষায়কীট।
Insecta—কীটাদি।
Invertebrata—অমেরুশ্রেণী।
Katabolism—ধ্বংশক্রিয়া।
Larva—কীটাবস্থা।
Lobule—নতি।
Malconformation—অসমসংস্থান।
Motabolism—গঠন-ভঞ্জন।
Mollusca—শম্বুকাদি।
Monotremata—একনালী।
*Mutation*—বিবর্ত্তন।
Myriopoda—সহস্রপদী, বহুপদী।
Nascent—বিকাশশীল।
Nemathelminthes—গোলকৃমি।
Nerve—বাতনাড়ী, স্নায়ুঃ।
Nerve cells—স্নায়ুকোষ।
Nerve-fibre—স্নায়ুসূত্র।
Neucleus—কোষেশ।
Neucleous—কোষেশক।
Onychophora—নখগ।
Organ—ইন্দ্রিয়, যন্ত্র।
Organism—দেহী।
Organisation—দেহগঠন, দেহবিধান।
Ovum—স্ত্রী-কোষ।
Parthenogenesis—অপুংজনন।
Pelecypoda—কুঠারপদী।
Phylum—সম্প্রদায়।
Placentata—ফুলী।
Platyhelminthes—চাপ্টাকৃমি।
Plexus—জাল।
Poly-zoa—বহুজৈবিক।
Pro-simiæ / Lemuroida —নিশাবানর।
Protoplasm—জীববস্তু।
Protozoa—প্রথমজ।
Pseudopodia—অস্থায়ী পদ।
Race—বর্গ।
Radiolaria—বিকীর্ণক, অরী।
Ray—ভুজাভাস।
Reduplication—অধিকাঙ্গত্ব।
*Reproductive*—বংশরক্ষক।
Response—সাড়া।
Reversion—পূর্ব্বানুবৃত্তি।
Rhizopodia—অস্থায়ীপদী।
Rotifera—ঘূর্ণকীট।
Rudiment—লুপ্তাবশেষ, ক্ষয়াবশেষ।
Rudimentary—ক্ষয়াবশিষ্ট।
Scyphozoa—ছত্রী।
Spormary—শুক্রাশয়।
Species—জাতি।
Teleostomi—পূর্ণমুখী।
Tentacles—শুঁড়।
Tissue—কোষসংস্থান।
Trematoda—রন্ধ্রীকীট।
Turbellaria—চাপটাকীট, চাপাকীট।
Turtle—চিত্রকচ্ছপ।
Uro-chorda—সিন্ধুফুয়ারা।
Variation—পরিবর্ত্তন।
Ventricle—রক্তচালকস্থলী।
Vertebrata—সমেরুশ্রেণী।

শ্রীশশধর রায়।

লক্ষ্মীচন্দ্রব্রতপাঞ্চালীর

# ভ্রম-সংশোধন

১৩১৭ বঙ্গাব্দের ১৭শ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১ম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় "লক্ষ্মীচন্দ্র ব্রত-পাঞ্চালী" নামক একখানি প্রাচীন পুঁথি প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—"প্রতিলিপিকারের কল্যাণে গ্রন্থ-মধ্যে একটি মাত্র ভণিতা আছে। * * * উক্ত ভণিতা পাঠে আমরা অবগত হইতে পারি, শ্রীরামচরণ নাথ ১১৪৫ মঘী সনে পাঞ্চালিখানা বিরচন করিয়াছেন। * * * * কবি শ্রীরামচরণ নাথের নামাতিরিক্ত আর কোন বিশেষ পরিচয় পাইবার সম্ভাবনা নাই। ভণিতা সম্বন্ধে তাঁহার এই সিদ্ধান্ত আমি সমীচীন মনে করি না। পাঞ্চালীখানিতে দেখিলাম, উহার দুই স্থলে দুইটি ভণিতা আছে, যথা :—

(১) শ্রীরামচরণ নাথ দুর্গারামে কয়।
অনাথ কাতর মুই তরাও সমন ভয়॥

(২) কৃপা কৈলা রাঙ্গা পায়, তরিতে সমন দায়,
দেখিলাম রাতুল চরণ।
সম্বৎসর দুর্গারাম, তরিতে সমন ধাম,
ছায়া দেয় ঐ রাঙ্গাচরণ॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কবির নাম শ্রীরামচরণ নাথ নহে, কিন্তু নাথ দুর্গারামই বটে। ১ম ভণিতার ১ম চরণ বিশদ করিলে "শ্রীরামচরণে নাথ দুর্গারামে কয়" এইরূপ দাঁড়াইবে এবং তাহাই ঐ চরণের বিশুদ্ধ পাঠ হইত। "শ্রীরামচরণ নাথ"কে রচয়িতা মনে করিলে পরবর্তী "দুর্গারাম" পদের কোন সদর্থ থাকিতে পারে না। অসতর্কতাবশতঃই জীবেন্দ্র বাবুর এ ভ্রম ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই। ইতি—

শ্রীআবদুল করিম।

# আর্য্য-বিজ্ঞানে বর্ত্তমান জীবাণু

## বা BACILLI.

"ক্রিমি" শব্দটী যেরূপ অর্থে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সে ভাবটুকু পরিত্যাগ করিয়া অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় যে আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ মনীষিগণ যে সকল রোগজনক জীবাণুর (Bacilli) উল্লেখ করেন, আর্য্য মহর্ষিগণ তাহাদিগকে ক্রিমিজাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কেন না আধুনিক প্রায় অধিকাংশ জীবাণুজনিত রোগকে মহর্ষি সুশ্রুত "রক্তজ ক্রিমিজাত" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুশ্রুতকথিত 'রক্তজ ক্রিমিপুঞ্জের' স্বরূপ বর্ণনা অতিশয় সংক্ষিপ্ত হইলেও বর্ত্তমান রোগ-জীবাণুর বর্ণনার সহিত অনেকস্থলে সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল কারণে একপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, আমি তাহা পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিব।

সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্রের ৫৪ অধ্যায়ে "রক্তজ ক্রিমি" সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। যথা

"কেশরোমনখাদাশ্চ দন্তাদাঃ কিক্কিশা স্তথা। (দাশ্চ পাঠান্তর)
কুষ্ঠজাশ্চ পরীসর্পা জ্ঞেয়াঃ শোণিতসম্ভবাঃ।
তে সবক্তাশ্চ কৃষ্ণাশ্চ স্নিগ্ধাশ্চ পৃথবস্তথা।
রক্তাধিষ্ঠানজান্ প্রায়ো বিকারান জনয়ন্তি তে॥"

অর্থাৎ কেশাদ, রোমাদ, নখাদ, দন্তাদ, কিক্কিশ, কুষ্ঠদ ও পরীসর্পা এই সপ্তবিধ ক্রিমি রক্তে জন্মে। ইহারা রক্তবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, স্নিগ্ধ এবং স্থূল। এই ক্রিমিসমূহ দ্বারা রক্তাধিষ্ঠানগত রোগসমূহ জন্মিয়া থাকে।

রক্তাধিষ্ঠানগত রোগসমূহ কি, তাহার উত্তরে মহাত্মা ডহ্লনাচার্য্য বলেন, "রক্তাধিষ্ঠানজান্ ব্যাধিসমুদ্দেশীয়োক্তান্ বীসর্পপীড়কাদীন্"। সে স্থলে নিম্নলিখিত রোগসমূহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

"কুষ্ঠবীসর্পপীড়কানীলিকাতিলকালকন্যচ্ছব্যঙ্গেন্দ্রলুপ্তপ্লীহবিদ্রধিগুল্মবাতশোণিতার্শোঽর্ব্বুদাঙ্গমর্দ্দাসৃগ্দররক্তপিত্তপ্রভৃতয়ো রক্তদোষজা গুদমুখমেঢ্রপাকাশ্চ।"

কুষ্ঠ, বীসর্প, পীড়কা, নীলিকা, তিলকালক, ন্যচ্ছ, ব্যঙ্গ, ইন্দ্রলুপ্ত, প্লীহা, বিদ্রধি, গুল্ম, বাতরক্ত, অর্শ, অর্ব্বুদ, অঙ্গমর্দ্দ, অসৃগ্দর, রক্তপিত্ত, গুদপাক, মুখপাক (রোহিণী প্রভৃতি), মেঢ্রপাক (প্রমেহ উপদংশ প্রভৃতি) রোগ রক্তদোষজাত। যক্ষ্মারোগও যে রক্তজ ক্রিমি দ্বারা জন্মে, তাহারও অন্যত্র স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

যদি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রদর্শিত বিবরণ অবলম্বন করিয়া সন্ধান করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রক্তদোষজাত রোগসমূহমধ্যে আয়ুর্ব্বেদে প্লীহারোগের উল্লেখ আছে। অতএব প্লীহারোগ রক্তক্রিমিজ হইতে সমুৎপন্ন। মহামতি জেমস্ সাহেবও প্লীহারোগকেই

ম্যালেরিয়াজ্বরের পরিচায়করূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।* প্লীহারোগে "জ্বর" যে একটি আনুষঙ্গিক লক্ষণ রূপে বিদ্যমান থাকে, আয়ুর্ব্বেদে তাহারও উল্লেখ আছে। যথা—

"বিদাহ্যভিষ্যন্দিরতস্য জন্তোঃ প্রদুষ্টমত্যর্থমসৃক্ কফশ্চ।
প্লীহাভিবৃদ্ধিং কুরুতঃ প্রবৃদ্ধৌ, প্লীহোত্থমেতজ্জঠরং বদন্তি॥
তদ্বামপার্শ্বে পরিবৃদ্ধিমেতি, বিশেষতঃ সীদতি চাতুরোঽত্র।
মন্দজ্বরাগ্নিঃ কফপিত্তলিঙ্গৈরুপদ্রুতঃ ক্ষীণবলোঽতিপাণ্ডুঃ॥"

আবার দীর্ঘকাল জ্বর ভোগ করিলেও যে প্লীহারোগ উপস্থিত হয়, আয়ুর্ব্বেদে তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"ত্রিসপ্তাহব্যতীতস্য জ্বরো য স্তনুতাং গতঃ।
প্লীহাগ্নিসাদৌ কুরুতে স জীর্ণজ্বর উচ্যতে॥"

সম্ভবতঃ এস্থলে দীর্ঘজ্বর জন্য রক্তের অবস্থা নিকৃষ্ট হওয়ায় রক্তে ক্রিমিসমূহ উৎপন্ন হয় এবং তজ্জন্য প্লীহারোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। মহামতি জেমস্ সাহেবের রচনাবলী হইতে এই দুই প্রকার কথাই পাওয়া যায়। এক্ষণে প্লীহাজ্বরোৎপাদক এই রক্তজ ক্রিমিসমূহকে বর্ত্তমান 'ম্যালেরিয়াল্ প্যারাসাইট' বলা যাইতে পারে কি না? এস্থলে একটী প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে, পাশ্চাত্য মনীষিগণ যাহাদিগকে 'ম্যালেরিয়াল্ প্যারাসাইট' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, উহারা চক্ষুদ্বারা দর্শনযোগ্য নহে; অণুবীক্ষণযন্ত্রসাহায্যে উহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতে হয়, কিন্তু মহর্ষি সুশ্রুত রক্তজ ক্রিমিপুঞ্জকে "পৃথু" অর্থাৎ স্থূল বলিয়াছেন। যাহারা স্থূল তাহারা 'প্যারাসাইট' হইবে কি প্রকারে? ইহার উত্তরে মহর্ষি সুশ্রুত বলেন—

"দৃশ্যাস্ত্রয়োদশাদ্যাস্তু ক্রিমীণাং পরিকীর্ত্তিতাঃ।
কেশাদাদ্যাস্ত্বদৃশ্যাস্তে দ্বাবাদ্যৌ পরিবর্জ্জয়েৎ॥"

---

* "In certain parts of India as many as 70 to 80 per cent of the native children under ten years of age harbour the malarial parasite which has its course in their blood unchecked, because the parents of the children (though they often recognised that the children have "fever") do not as a rule think it worth while to bring them for treatment. Many of the children have enlarged spleen reaching as low as the level of the umbilicus or more." p. 9.

রক্তপরীক্ষার স্থলে কথাটা একটু প্রকারান্তরে লিখিত হইয়াছে যথা,—"Go to a native village in the evening and take the temperatures of half a dozen children with enlarged spleens. It will almost certainly be found that one or two of the children have a rise of temperature though they may be playing about apparently quite well." p. 49.

(The Causation and Prevention of Malarial Fever, by Dr. S. P. James B. I. M. S.)

টীকা—"আন্ত্যা স্ত্রয়োদশেতি অজবান্ত্যা দারুণান্তা ইত্যর্থঃ। কেশরোমান্ত্যা ইতি কেশাদ্যাঃ পরীসর্পান্তা রক্তজক্রিময়ঃ। দ্বাবান্ত্যাবিতি রক্তজা যে ক্ষয়ে চ। আন্ত্যৌ তেন কেশাদা রোমাদা ইত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ 'অজব' হইতে 'দারুণ' পর্য্যন্ত যে ত্রয়োদশ প্রকার কফজ ও পুরীষজ ক্রিমি উহারা দৃশ্য এবং কেশাদ হইতে রোমাদ পর্য্যন্ত যে সপ্তবিধ রক্তজ ক্রিমি উহারা অদৃশ্য অর্থাৎ চক্ষুদ্বারা দর্শনযোগ্য নহে! আন্ত্য দুই প্রকার কেশাদ ও রোমাদ ক্রিমি ক্ষয়রোগেও জ্ঞাতব্য। এই স্থানে রক্তজ ক্রিমি হইতে ক্ষয় বা যক্ষ্মারোগের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যাহা হউক, সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাহারা চক্ষুদ্বারা দর্শনের অতীত, এমন কি মহর্ষি সুশ্রুতই যাহাদিগকে অদৃশ্য বলিতেছেন, তাহারা যে কি কৌশলে পুষ্ট বা স্থূলরূপে দৃষ্ট হইত, তাহার জানিবার আর কোনও উপায় নাই।

রক্তজ ক্রিমিসমূহের বর্ণনাকালে উহাদিগকে রক্তবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও স্নিগ্ধ বলা হইয়াছে। মহামতি জেমস্ সাহেবও বর্ত্তমান ম্যালেরিয়াল্ প্যারাসাইট্ সমূহকে রক্তবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও স্নিগ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন।[১] অতএব যাহারা দেখিতে একপ্রকার—যাহাদিগের স্থান ও কার্য্য তুল্য, তাহাদিগকে এক পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ ঔদরীয় দৃশ্য ক্রিমি-সমূহকেই বর্ত্তমান মনীষিগণ প্যারাসাইট্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[২] সুতরাং রক্তজ ক্রিমি-পুঞ্জকে প্যারাসাইট বলিলে বিশেষ আপত্তির কারণ উপস্থিত হইতে পারে না এবং যে সময়ে এই রক্তজ ক্রিমিসমূহ প্লীহাজ্বরে বিদ্যমান থাকিবে, তৎকালে ইহাদিগকে ম্যালেরিয়াল্ প্যারা-সাইট যে সময়ে কুষ্ঠরোগে বিদ্যমান থাকিবে, সে সময়ে ব্যাসিলাই লেপ্রি প্রভৃতি আধুনিক নামে গ্রহণ করা যাইতে পারে।[৩] আর্য্যবিজ্ঞানসমূহ সূত্রমাত্রাত্মক বলিয়া ইহার অধিক বিস্তৃত বিবরণ আয়ুর্ব্বেদে পাইবার সম্ভাবনা নাই†।

তবে কথা এই যে, প্লীহরোগ হইতেই জ্বর হউক অথবা দীর্ঘকাল জ্বরের নিমিত্ত রক্ত দূষিত হইয়া প্লীহা হউক, এই জ্বরকে ম্যালেরিয়া বলিতে আধুনিক "কারণতত্ত্ব' লইয়া একটু আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। এস্থলে সে সকল কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার বক্তব্য এই

---

(১) "On searching each corpuscle carefully the observer will presently come across one in which fine black dots or pigments are seen" & p. 50.

(২) "They may contain grains of "intensely black" malarial pigment (melanin)" p. 50.

(৩) "By this method the red blood corpuscles are stained pink and the bloodplatelets and *the nuclei of the leucocytes a deep ruby red.*" p. 50.

† "The various entozoa found in the human subject are truly parasites, and inhabit a living organism and obtain nourishment from its body."

Main's Medical Dictionary.

যে সুশ্রুতোক্ত রক্তজ ক্রিমিপুঞ্জের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টতঃই অনুমিত হয় যে, কুষ্ঠ, পীড়কা, বীসর্প, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগসমূহ যে রক্তে ক্রিমি বা জীববিশেষের উৎপত্তিবশতঃ উপস্থিত হয় অথবা এই সকল রোগে যে রক্তে জীববিশেষ বিদ্যমান থাকে, তাহা আর্য্য মহর্ষিগণ বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তাঁহারা এই রক্তস্থিত জীবপুঞ্জের যেরূপ আকারগত বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যতই সংক্ষিপ্ত হউক—বর্ত্তমান 'ম্যালেরিয়াল্ প্যারাসাইট', 'বেসিলাই লেপ্রি' প্রভৃতির সহিত তুলিত হইতে পারে। রক্তজ ক্রিমিসমূহ ব্রণগত হইয়া যে "হর্ষকণ্ডূতোদসংসর্পণ" প্রভৃতি উপস্থিত করে এবং অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত ( যাহাকে জেমস্ সাহেব Sexual developement বলিয়াছেন ) হইলে "ত্বক্‌শিরামাংসস্নায়ুতরুণাস্থি" প্রভৃতি ভক্ষণ করে, চরকে তাহাও কথিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ কুষ্ঠ বীসর্প যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ এইরূপে বর্ত্তমান ক্রিমিপুঞ্জ দ্বারা সমাক্রান্ত হইয়াই দুঃসাধ্য ও বিকৃত হয়।

আর্য্য মহর্ষিগণ যে ক্রিমি শব্দটীকে কেবল ঔদরীয় দৃশ্য ক্রিমি ( যাহাকে ইংরেজীতে worm বলে ) সমূহের উদ্দেশেই ব্যবহার করেন নাই, তাহা চরকের নিম্নলিখিত কথাগুলিতে বেশ বুঝিতে পারা যায়—

'ইহ খল্বগ্নিবেশ! বিংশতিবিধাঃ ক্রিময়ঃ পূর্ব্বমুক্তা নানাবিধেন প্রবিভাগেনান্যত্র সহজেভ্যঃ"। ( চরক বিমানস্থান ৭ম অধ্যায়। )

অগ্নিবেশ! সহজ ক্রিমিসমূহ ব্যতীত বিংশতি প্রকার ক্রিমির কথা নানাবিধ বিভাগ দ্বারা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই স্থানে "অন্যত্র সহজেভ্যঃ" বলিয়া একটা কথা আছে। যাহা জন্মের সহিত জন্ম লাভ করে, তাহাকে সহজ বলে। নিদানের টীকাকার মহামহোপাধ্যায় বিজয়রক্ষিত বলেন, 'বিংশত্যতিরিক্তাশ্চাতিসূক্ষ্মাঃ ক্রিময়ঃ সহজাশ্চরকেণোক্তাস্তে চাবৈকারিকত্বেন রোগাধিকারে নোচ্যন্তে" অর্থাৎ বিংশপ্রকার ক্রিমি ব্যতীতও চরকে অতি সূক্ষ্ম সহজ ক্রিমিসমূহের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহারা কোনও রোগ উৎপাদন করেনা বলিয়া রোগের উল্লেখস্থলে তাহাদিগের উল্লেখ করিবার কোনও আবশ্যক হয় নাই। মহর্ষি চরকোক্ত এই সহজ ক্রিমিসমূহ—বেদান্তশাস্ত্র প্রভৃতিতে কথিত অতিবাহিক ভাবাপন্ন জীবপুঞ্জের পরিবর্ত্তিত অবস্থা। অতিবাহিক জীবপুঞ্জ—অবিকৃত ধূম, বাষ্প, বৃষ্টি, শিশির, ঔদ্ভিজ ও অন্যান্যবিধ খাদ্য এবং পানীয় প্রভৃতির সহিত শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী হইলে, 'ভুবঃ শরীরস্থ' ও 'সংস্বেদাত্মনো জাতঃ' এই নিয়মের দ্বারা শারীর উপাদানের সহিত মিলিত হইয়া যেরূপ আকার প্রাপ্ত হয়, এ স্থানে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। আহার্য্যাদি যথানিয়মে জীর্ণ হইলে উহা হইতে রস, রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, এইরূপে মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং অতিবাহিক জীবগণ ক্রমে স্পষ্টতর হইয়া শুক্র ধাতুতে উপস্থিত হয়, অবিকৃত রস, রক্ত প্রভৃতি ধাতুতে এই জীবপুঞ্জ এত সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি করে যে, তৎকালে উহাদিগের বিদ্যমানতা উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু যখন স্পষ্টতর হইয়া শুক্র ধাতুতে উপস্থিত হয়। তৎকালে অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে শুক্রকীট বা 'স্পারমাটোজোয়া' রূপে উহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়।

মহর্ষি চরক এই রক্তাদিস্থিত জীবাণুসমূহকে ক্রিমি জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া "সহজ ক্রিমি" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ক্রিমি শব্দের ব্যাপকতা অনুমিত হইতে পারে। বিশেষতঃ রক্তজ ক্রিমিসমূহ যে উদরীয় পুরীষজ ক্রিমি বা কফজ ক্রিমির অন্তর্ভুক্ত নহে, তাহা মহর্ষি সুশ্রুত স্বয়ং বলিয়াছেন। যথা—

"এষামন্যতমং জ্ঞাত্বা জিঘাংসুঃ স্নিগ্ধমাতুরং।
সুরসাদিবিপক্বেন সর্পিষা বাময়েদিতঃ॥" ইত্যাদি

( উত্তরতন্ত্র ৫৪ অধ্যায়। )

এই রক্তজ ক্রিমিসমূহের ভিন্নতম বুঝিয়া কফ ও পুরীষজ ক্রিমিসমূহকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত সুরসাদিগণ দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত সেবন করাইয়া প্রথমে বমন করাইবে। ইত্যাদি। এস্থানে "এষামন্যতমং জ্ঞাত্বা" কথাটিতে কফ ও পুরীষজ ক্রিমি হইতে রক্তজ ক্রিমিসমূহকে পৃথক্ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে কফ ও পুরীষজ ক্রিমিসমূহ রক্তজ ক্রিমিপুঞ্জের এক জাতীয় নহে—রক্তজ ক্রিমি স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত। এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে মহর্ষি সুশ্রুতকথিত রক্তজ ক্রিমিসমূহকে রোগোৎপাদক বর্ত্তমান রক্তস্থ কীটাণু বা ব্যাসিলাই ব্যতীত অন্য কিছুই বলা যাইতে পারে না। কুষ্ঠ, বীসর্প, যক্ষ্মা, প্লীহা প্রভৃতি যে সকল রোগে রক্তে জীব বিশেষের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে বলিয়া পাশ্চাত্য মনীষিগণ স্থির করিয়াছেন—সেই রক্ত-জীব-জাত-পীড়াসমূহ যে রক্তজ ক্রিমি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই জীবপুঞ্জ যে বায়ুপ্রবাহে প্রবাহিত হইয়া এক দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রামিত হয়, সুশ্রুতে তাহারও আভাস পাওয়া যায়। যথা—

"প্রসঙ্গাদ্ গাত্রসংস্পর্শান্নিশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
একশয্যাসনাচ্চৈব গন্ধমাল্যানুলেপনাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরং॥"

( নিদানস্থান ৫ম অধ্যায়। )

সর্ব্বদা গাত্রসংস্পর্শ, রোগীর নিশ্বাস, একত্র ভোজন, একশয্যায় শয়ন, একাসনে উপবেশন এবং রোগীর ব্যবহৃত গন্ধমাল্যাদি ব্যবহার প্রভৃতি কারণে কুষ্ঠ, জ্বর, যক্ষ্মা, নেত্রাভিষ্যন্দ এবং ঔপসর্গিক রোগসমূহ এক দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রমিত হয়। ঔপসর্গিক শব্দে সুশ্রুতের টীকাকার "শিতলিকাদয়ঃ' বলিয়াছেন। নিদানের টীকাকার মহামহোপাধ্যায় শ্রীকণ্ঠ দত্ত 'ভূতোপসর্গজ' রোগ বলেন। ভূতশব্দে প্রাণীসমূহকে বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং যে সকল প্রাণীবিশেষ হইতে এই রোগসমূহ জন্মিয়া থাকে, সেই রক্তজ ক্রিমিপুঞ্জকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যাহা হউক, উদ্ধৃত শ্লোকটীতে ক্রিমিপুঞ্জের বায়ুপ্রবাহে বিস্তৃত হইবার আভাসও পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা এরূপও অনুমান করা যাইতে পারে যে বায়ুপ্রবাহে রোগোৎপাদক জীবাণুপুঞ্জ প্রবাহিত হইয়া যে সুস্থ দেহে সংক্রামিত হইয়া রোগোৎপাদন করিতে পারে, তাহা আর্য্য

মহর্ষিগণ অনবগত ছিলেন না। সম্ভবতঃ এই নিমিত্ত চরকের জনপদোদ্ধংসনীয় অধ্যায়ে দুষ্ট বায়ুর উল্লেখস্থলে মহর্ষি চরক বলিয়াছেন যে—"অসাত্ম্যগন্ধবাষ্পসিকতা পাংশুধূমোপহতমিতি" অর্থাৎ দূষিত গন্ধ, দূষিত বাষ্প, সিকতা, পাংশু, ও ধূমযুক্ত বায়ুর সংস্পর্শে রোগ জন্মে। গন্ধ, বাষ্প, সিকতা, পাংশু ও ধূমসমূহ যে কি প্রকারে দূষিত হয়, এ স্থানে তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। তাহারা যে জীবাণুপুঞ্জের বিশেষ অনুকূল আশ্রয়, তাহা আর্য্যবিজ্ঞানে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। এই সকল কারণে আমার বোধ হয় যে সুশ্রুতোক্ত রক্তজ ক্রিমিসমূহকে বর্ত্তমান জীবাণু বা 'ব্যাসিলাই' বলা যাইতে পারে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
( রঙ্গপুর )

---

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

( ত্রৈমাসিক )

সপ্তদশ ভাগ—অতিরিক্ত সংখ্যা

## বাঙ্গালা ভাষা

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এম্ এ প্রণীত

---

সম্পাদক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু


শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

২৪৩৷১ আপার সার্কুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে প্রকাশিত।

---

কলিকাতা

২৷১৩ শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, বাগ্‌বাজার

"বিশ্বকোষ-প্রেসে"

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৭


---

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা। ] [ প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸৹ আনা।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## বাংগলা শব্দ-শিক্ষা *

এখানে বাংগলা শব্দের উচ্চারণ, পরিবর্তন, বানান, ও লিখন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

শব্দের উচ্চারণ বা ধ্বনিই ভাষার প্রাণ। আমরা রেখা দ্বারা সেই ধ্বনি প্রকাশ করি। ধ্বনি-পরিবর্তনের সংগে সংগে শব্দ পরিবর্তিত হয়। যেখানে শব্দের উচ্চারণ প্রধান অভিধেয়, সেখানে প্রথমে স্থান নির্দেশ আবশ্যক। কারণ, যোজনান্তে ভাষা, কথাটা মিথ্যা নয়। মোটামুটি রাঢ়ের ভাষা আমার লক্ষ্য।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসিতে পারেন, রাঢ়ের ভাষা কেন আনিতেছি। ইহার উত্তর, এই ভাষা কতক কতক জানি, বংগের অন্য স্থানের জানি না। এই এক উত্তর, দ্বিতীয় নাই।

রাঢ়ের ভাষা প্রধান লক্ষ্য হইলেও বাংগলা ভাষা আলোচনায় বিঘ্ন হইবে না। কোন্ এক স্থানের ভাষা না ধরিলে অন্য স্থানের ভাষা বুঝিতে পারা যায় না। সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখা যাবতীয় জ্ঞানের মূল।

রাঢ়ও অল্প স্থান নহে। গংগার পশ্চিমে বংগের যে ভাগ আছে, তাহাকেই স্থূলতঃ রাঢ় বলা যায়। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ের শব্দে প্রচুর প্রভেদ আছে। দক্ষিণ রাঢ়ের ভাষা আমার আলোচ্য। আরও বিশেষ করিতে হইলে, হুগলী জেলার পশ্চিমাংশে যেখানে উত্তরে বর্ধমান দক্ষিণে মেদিনীপুর পশ্চিমে বাঁকুড়া পূর্বে হুগলী জেলা পরস্পর নিকটবর্তী হইয়াছে, সেখানকার ভাষা আমার আলোচ্য। বোধ হয় এই মণ্ডলকে মধ্যরাঢ় বলিতে পারা যায়। যে রাজা রামমোহন ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বর্তমান বাংগলা ভাষার সংস্কর্তা বলিয়া খ্যাত, তাঁহারা এই মণ্ডলের ভাষা প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। 'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল'—এই কথায় একদা শব্দটি বাদ দিলে এবং ফুটেছিল বলিলে ঐ মণ্ডলের কথিত ভাষার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভাষায় তাঁহার অতুল উপদেশ রাখিয়া গিয়াছেন, সে ভাষা উক্ত মণ্ডলের জন-সাধারণের ভাষা।

নারীদিগের ব্যবহৃত শব্দ গ্রাম্য মনে করা যাইতে পারে। অন্যান্য বিষয়ে পুরুষ যেমন গতিশীল এবং নারী স্থিতি-শীল, ভাষা ও ভাষার শব্দ সম্বন্ধেও তেমন। নারী-জাতিই ধর্ম-কর্ম রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার ভাষা-পরিভাষা প্রভৃতি জাতীয় জীবনের অংগ রক্ষা করিতেছে। এমন কি, কোন্ কোন্ শব্দকে কৌলিক প্রথার ন্যায় সযত্নে পোষণ করিতেছে।

* অন্য শব্দের অভাবে এখানে শিক্ষা-শব্দটি সংস্কৃত শিক্ষা-শাস্ত্রের অনুরূপ অর্থে প্রয়োগ করিতেছি। সাধারণতঃ শিক্ষা-শাস্ত্র ব্যাকরণের অংগ-স্বরূপ বিবেচিত হয়।

নিরক্ষর লোকদিগের ভাষারও পরিবর্তন শীঘ্র হয় না। ভাষা-সম্বন্ধে নিরক্ষর-পুরুষ নিরক্ষরা-নারীর প্রায় সমান। অশিক্ষিত ভদ্রকুলনারীর ভাষাই দেশের শুদ্ধ ভাষা।

বোধ হয়, হুগলী ও নবদ্বীপ—এই দুই জেলার ভাষা বর্তমান বাংগলা ভাষা নামে খ্যাত। কলিকাতায় ঐ দুই জেলার ভাষার কতকটা মিশ্রণ পাওয়া যায়। ইহাই কলিকাতার ভাষা। কলিকাতা-বাসী কোন্ কোন্ নারীর,—নারী কেন, তথাকার বহু পুরুষেরও—কথিত ভাষায় কেমন একটা আটোপ, কেমন একটা বিলাসের লক্ষণ পাওয়া যায়। হয়ত ইহা নাগরিক জনের স্বাভাবিক ধর্ম, হয়ত ইহা গীত-চর্চার ফল। ইহার কারণ যাহাই হউক, গ্রামবাসীর কানে কলিকাতার ভাষায় নূতনত্ব ঠেকে। ইহাকেও ভাষার অন্তর্গত মনে করিতে পারা যায়। বহুকাল হইতে নবদ্বীপ পণ্ডিতের বাসভূমি। সেখানে পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ কুলে সংস্কৃত শব্দের যে বাহুল্য ঘটিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য নাই। কিন্তু পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণেরাই সমাজ নহেন। তাঁহারা সমাজের মাথা সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজ-দেহে মাথা ব্যতীত অন্যান্য অংগ আছে। শুনিয়াছি, সে সকল অংগের ভাষা রাঢ়ের অপেক্ষা অধম। মধ্যরাঢ়ের যে ভাষা উপস্থিত করিতেছি, তাহা তথাকার সর্ব্বসাধারণের ভাষা কিংবা অধিকাংশ লোকের ভাষা, গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষিত, এবং ভদ্রবংশের অশিক্ষিত নর-নারীর ভাষা। এখানে হিন্দুর বাংগলা এবং মুসলমানের বাংগলা নামে দুই জাত নাই। ইহার প্রধান কারণ, সে মণ্ডলে মুসলমান অধিবাসী অত্যল্প; এত অল্প যে সমস্ত অধিবাসীর দশমাংশ হইবে কিনা সন্দেহ। শুনিয়াছি, নদীয়া জেলায় মুসলমানী বাংগলা নামে বাংগলা ভাষার এক জাত আছে। গ্রিয়ার্সন সাহেব বংগদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কথিত ভাষার যে সকল উদাহরণ দিয়াছেন, বোধ হয় তৎসমুদয় এক শ্রেণীর নহে। মনে হয় কোন্‌টা শিক্ষিত লোকের, কোন্‌টা উচ্চশ্রেণীর লোকের, কোন্‌টা একেবারে নিম্নশ্রেণীর লোকের কথিত ভাষা একত্র হইয়াছে। দেখিতেছি, তিনি নবদ্বীপের ভাষার খ্যাতি স্বীকার না করিয়া হুগলী জেলার ভাষাকে শ্রেষ্ঠস্থান দিয়াছেন। যদি বর্তমান লিখিত ভাষাকে আদর্শ ধরা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে রাঢ়ের ভাষা সেই আদর্শের নিকটবর্ত্তী বটে।

শব্দের উচ্চারণের পর সংস্কৃত মূল অন্বেষণ করা যাইবে। এ নিমিত্ত তিন উপায় অবলম্বন হইবে—(১) সংস্কৃত শব্দের বাংগলা উচ্চারণ, (২) শব্দের পুরাতন রূপ, (৩) শব্দের ওড়িয়া, হিন্দী, মরাঠী অনুরূপ। বিভক্তি প্রত্যয়াদি যোগে শব্দের যে পরিবর্তন হয়, তাহা এখানে আলোচনা না করিয়া ব্যাকরণ-অধ্যায়ে করা যাইবে। এখানে শব্দ মাত্র আলোচ্য। কোশে এই বিষয়ের পরিসমাপ্তি হইবে।

দেখা যাইবে, সংস্কৃত শব্দের বাংগলা উচ্চারণ, বিশেষতঃ কথাবার্তার উচ্চারণ লক্ষ্য করিলে বহুশব্দের সংস্কৃত মূল আবিষ্কৃত হইতে পারে। এ নিমিত্ত বংগের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উচ্চারণ নিয়ম জানিতে পারিলে ভাল হইত। কারণ একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পাইয়া থাকে। সকল রূপ একত্র পাইলে মূল রূপ ধরা সহজ হইয়া পড়ে। উপস্থিত

ক্ষেত্রে এই উপায় ধরিবার সুযোগ হইল না। এমন কি, রাঢ়েরও নানাস্থানে বেড়াইয়া সাধারণ লোকের সহিত মিশিয়া বহু অনুসন্ধানে যাহা জানিবার কথা, প্রবাসে থাকিয়া তাহাও জানিবার সুযোগ হইল না। সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক-মহাশয় বাংলা শব্দ সংগ্রহ করিতে সদস্যগণকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলা-দেশের উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুর গুণেই হউক, বিবাদের ভাবী আশংকাতেই হউক, একটা ধারার অভাবেই হউক, বাংলা শব্দ সংগ্রহে কিংবা তাহার ব্যাকরণে কেহ বড়-একটা মন দেন নাই। কেহ কেহ স্থান-বিশেষের কিছু কিছু শব্দ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় একত্র করিয়াছেন, কেহ কেহ ব্যাকরণের প্রকরণবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই মৃদুগতি বর্তমানের উপযুক্ত নয়। কোন্ কাজ প্রথম চেষ্টায় সম্পূর্ণ ও সুন্দর হয় না। ইহা ভাবিয়া, 'সাতমণ তেলের' আশা ছাড়িয়া, যাহা পাইয়াছি তাহা অকিংচিৎকর হইলেও একত্র করিতেছি।

শব্দের পুরাতন রূপ পুরাতন পুথীতে পাওয়া যায়। সাহিত্য-পরিষৎ পুরাতন বহু পুথীর সন্ধান পাইয়াছেন। বিশেষ বিশেষ পুথী মুদ্রিত করাইয়াছেন। এই সকল পুথী যৎসামান্য আলোচনা করিলেই জানা যায়, পূর্বকালেও বংগের বিভিন্ন স্থানের লিখিত ভাষায় আশ্চর্য-জনক সমতা ছিল। আরও পূর্বে বংগ ও ওড়িশার ভাষার প্রচুর সাম্য ছিল। ইহাতে আশ্চর্যই বা কি? নদীর গোড়ার দিকে গেলে শাখা প্রশাখা অদৃশ্য হইতে থাকে। কাল-ক্রমে শাখা প্রশাখা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সকল শাখা সমান বলবান্ কিংবা সমান বিস্তীর্ণ হয় না। দেখা যায়, গত সাত আট শত বৎসরে ওড়িয়া ভাষার পরিবর্তন প্রায় ঘটে নাই, এবং প্রাচীন বাংলা এবং বর্তমান ওড়িয়া প্রায় এক ছিল। গত দুই তিন শত বৎসরে রাঢ়ের ভাষার দ্রুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রাঢ়ের ও পূর্ববংগের বর্তমান কথিত ভাষায় যত প্রভেদ পাওয়া যায়, পূর্বে তত ছিল না। কি কারণে রাঢ়ের ভাষার পরিবর্তন দ্রুত এবং কি কারণে পূর্ববংগের মন্দ মন্দ ঘটিয়াছে, ঐতিহাসিকেরা তাহা নির্দেশ করিবেন।

বংগের যে অংশের ভাষা এখানে আলোচ্য, শব্দের ক্রমবিকাশ বা পরিবর্তন বিচারে সেই অংশের পুরাতন পুথীর বিশেষ প্রয়োজন আছে। উপস্থিত প্রস্তাবে কএকখানি পুরাতন পুস্তক প্রধান আধার করা গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রচারিত শূন্য-পুরাণ পুরাতন। বিজ্ঞ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু এই পুস্তকের সংশোধক। তিনি ইহাকে বাংলা ভাষার একখানি আদি গ্রন্থ বলিয়াছেন। ভাষাতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর নিকট এরূপ পুরাতন গ্রন্থের আদর চিরকাল থাকিবে। এই হেতু এই পুস্তকের বিস্তৃত আলোচনা সাহিত্য-পরিষদে উপস্থিত করা গিয়াছে। এখনও উহা ছাপা হয় নাই, কিন্তু এই বৎসরের পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার কথা আছে। দেখা গিয়াছে, বর্তমান শূন্যপুরাণখানি এক সময়ে কিংবা একস্থানে একই লেখকের রচিত নহে। কিন্তু রামাই পংডিত উহার আদি লেখক ছিলেন, এবং তিনি মধ্যরাঢ়বাসী ছিলেন।

প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে মধ্যরাঢ়ের গ্রাম্য দরিদ্র কবি মুকুন্দরাম-চক্রবর্তী কবিকংকণ অভয়ামংগলচণ্ডী রচনা করিয়াছিলেন। উহাতে অনেক কথিত শব্দের পুরাতন রূপ পাওয়া যায়। কোন্ কোন্ শব্দ এখন প্রচলিত নাই। সুখের বিষয়, সাহিত্য-পরিষৎ কবিকংকণের হাতের লেখা পুথী ছাপাইতে উদ্যোগী হইয়াছেন। যে দুই তিন খানি চণ্ডী ছাপা হইয়াছে, তাহার কোনওখানিকে অবিকৃত বলিতে পারা যায় না। সন ১২৭৫ সালে কলিকাতা আহিরীটোলায় নীলমণি চক্রবর্তী একখানি কবিকংকণ মুদ্রিত করেন। সেই সংস্করণ হইতে প্রমাণ উদ্ধার করা যাইবে।

দুই তিন বৎসর হইল সাহিত্য-পরিষৎ মধ্যরাঢ়ের মাণিকরাম গাংগুলীর ধর্মমংগল প্রচার করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রচারিত হইলেও গ্রন্থের সংস্করণ সমীচীন হয় নাই। পুথী লেখকের ভুলের সংগে মুদ্রাকরের ভুল একত্র হইয়া নানাশব্দের অর্থগ্রহে বিঘ্ন ঘটাইয়াছে। সে যাহা হউক, প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে মাণিকরাম গাংগুলী যে ভাষায় শ্রীধর্মমংগল গান রচনা করিয়াছিলেন, সে ভাষাকেও মধ্য-রাঢ়ের গ্রাম্য ভাষা বলিতে পারা যায়।*

রাঢ়ের উত্তরাংশে বীরভূম, পূর্বে নদীয়া। প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে বীরভূমের চণ্ডীদাস যে মধুর পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেও রাঢ়ে প্রচলিত কতকগুলি শব্দের প্রাচীনরূপ পাওয়া যাইবে। রমণীমোহন মল্লিক চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। এই মুদ্রিত পদাবলীতে অন্যের রচিত পদও মিশিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। চণ্ডীদাসের ভাষায় মৈথিলী-হিন্দী শব্দ আছে। ক্রিয়াপদের শেষ স্বর সানুনাসিক করা বীরভূমের ভাষার এক লক্ষণ। এ লক্ষণ চণ্ডীদাসে আছে।

বৈষ্ণব কবিদিগের ভাষা দ্বারা বাংগলাভাষার শৈশব পুষ্ট হইয়াছিল। সে ভাষা ত্যাগ করিলে বাংগলা ভাষা থাকে না। এই হেতু বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং চৈতন্যচরিতামৃত-লেখক শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের আলোচনা এবং তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে স্থানে স্থানে প্রমাণ উদ্ধার করিতে হইয়াছে। প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্বে মিথিলা প্রদেশে (বিহারের পূর্বাংশে) বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক মধুর পদাবলী রচনা করিয়া পরবর্তী বৈষ্ণব কবিকুলের ভাষায় প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভাষা হিন্দী ও বাংগলার মিশ্রণ। ১৩০১ সালে ৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ বিদ্যাপতির পদাবলী প্রচারিত করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এক সময়ে ছিলেন। ইহা সত্য না হইলেও চৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের পূর্বে ছিলেন। দুঃখের বিষয়, না বিদ্যাপতির না চণ্ডীদাসের পদাবলী পুরাতন অর্থাৎ শুদ্ধ আকারে পাওয়া যায়।

প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে বর্ধমান জেলার পূর্বোত্তরাংশে কৃষ্ণদাস-কবিরাজ চৈতন্য-

---

* মাণিকরামের সময় সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার পঞ্চদশ ভাগের ১ম সংখ্যা দেখুন।

চরিতামৃত লিখিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ভাষা উত্তর রাঢ়ের ভাষার তুল্য। সেকালে পণ্ডিত ও ভদ্রসমাজের লোকে যে ভাষা জানিতেন, বোধ হয় চৈতন্যচরিতামৃতে সে ভাষা পাই। তাঁহার ভাষায় হিন্দী শব্দ কিছু অধিক আছে। ৺জগদীশ্বর-গুপ্ত চৈতন্যচরিতামৃত প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন।

শান্তিপুর ফুলিয়াগ্রামবাসী কৃত্তিবাস চারিশত (?) বৎসর পূর্বে যে রামায়ণ লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও রাঢ়ের কোন্ কোন্ শব্দের প্রাচীন রূপ পাই। ইং ১৮০৩ সালে শ্রীরামপুরে কাঠের অক্ষরে যে রামায়ণ ছাপা হইয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে তাহা পাইয়াছি। 'বাল্মীকিকৃত রামায়ণ মহাকাব্য কৃত্তিবাস বাঙ্গালা' ভাষায় রচনা করিয়া সরল বাংগলার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। ভাষা দেখিলে উক্ত রামায়ণের ভাষার আদর্শ নদীয়া জেলার বলিয়া বোধ হয়।

পুরাতন যে কোন্ বাংগলা বহি হইতে বর্তমান কোন্ কোন্ শব্দের প্রাচীন রূপ উদ্ধার করা যাইতে পারে। উপস্থিত প্রস্তাবে বহু গ্রন্থ আবশ্যক হইবে না। শূন্যপুরাণ, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস; কবিকংকণ, কৃত্তিবাস ও কৃষ্ণদাস; মাণিকরাম ও ভারতচন্দ্র; ইহাঁরা স্থানে স্থানে যেমন সংস্কৃত তৎসম শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তেমন তদ্ভব শব্দও করিয়াছেন।

ওড়িয়া, হিন্দী ও মরাঠী ভাষায় সংস্কৃত তদ্ভব শব্দ প্রচলিত আছে। কোশ-অধ্যায়ে বাংগলা শব্দের সংস্কৃত মূল-নির্ণয়ে ঐ তিন ভাষা হইতে অনুরূপ শব্দ উদ্ধার করা যাইবে। স্থূলতঃ দেখা যাইবে, যে শব্দ অনুরূপ আকারে এই চারি ভাষাতে বর্তমান, সে শব্দের মূল সংস্কৃত হইবার সম্ভাবনা। কোন্ কোন্ স্থলে ধ্বনি-সাম্য প্রমাণ হয় না সত্য, কিন্তু সংস্কৃত-মূলক ভাষায় ধ্বনি-সাম্য আনুমানিক প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে। শূন্যপুরাণ আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে, বাংগলার সহিত ওড়িয়ার বিলক্ষণ সাদৃশ্য ছিল; এমন কি পূর্ব্বকালে ঐ দুই ভাষা এক ছিল বলিয়া মনে হয়। বর্তমান কালেও ঐ দুই ভাষাকে এক ভাষার দুই শাখা বলিলেও দোষ হয় না। দুই দশটা শব্দের উত্তর বিশেষে ভাষার জাতিবিভাগ ঘটে না; ওড়িয়া ও বাংগলার অস্থি-মজ্জা এক, ব্যাকরণ প্রায় এক। অনেক হিন্দী ও বাংগলা শব্দ এক, এবং কোন্ কোন্ মরাঠী ও ওড়িয়া শব্দ এক। আশ্চর্যের কথা, কোন্ কোন্ ওড়িয়া শব্দ রাঢ়ে পাই না, কিন্তু পূর্ববংগে পাই। ইহার কারণ পূর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। ওড়িয়া ও পূর্ববংগের কথিত ভাষার পরিবর্তন অধিক হয় নাই। সংস্কৃত-প্রাকৃতে যেমন সংস্কৃত শব্দের ব্যংজন লোপ ঘটিয়াছিল, ওড়িয়া ও চট্টগ্রামের কথিত ভাষায় শব্দে সংস্কৃত-প্রাকৃতের ঐ লক্ষণ বর্তমান আছে।*

* কোন কোন বাংগালী মনে করিয়াছেন, ওড়িয়া-কথিত ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ আছে। তাঁহাদের এই ভ্রমের কারণ বাংগলাতে অপ্রচলিত কিন্তু ওড়িয়াতে প্রচলিত কএকটা সংস্কৃত শব্দ। কপাটের খীলকে ওড়িয়াতে অর্গলি কিংবা কিলনি কহে। এই একটা অর্গল শব্দ (বাং আগড়) শুনিয়া একটা ভাষার প্রকৃতি অনুমান করিতে দেখিয়াছি। বস্তুতঃ ওড়িয়াতে সংস্কৃত-প্রাকৃত নিয়ম অধিক রক্ষিত হইয়াছে। বাংগলাতে, বিশেষতঃ

সংস্কৃত শব্দের বাংগলা রূপান্তর হইবার প্রাকৃতিক কারণ অবশ্য আছে। সে কারণ উদ্‌ঘাটন কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি সে কারণের ঈষৎ আভাসও পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা শব্দ-পরিবর্তনের নিয়ম আবিষ্কারে সাহায্য হয়। তৃতীয় পরিচ্ছেদে এই বিষয়ের চেষ্টা করা যাইবে। দেখা যাইবে, যদিও উদ্যম অকিংচিৎকর এবং প্রায় নিষ্ফল হইয়াছে, তথাপি স্থূলতঃ বলা যাইতে পারে, সুখোচ্চারণ-প্রয়াস সংস্কৃত শব্দের রাঢ়ীয় বিকারের হেতু হইয়াছে। মানুষের আলস্যে যাহার জন্ম, তাহার পূর্ণতা এক নিয়মে হয় না। গ্রাম্য উচ্চারণে শিশুর আধ-আধ ভাষার জিহ্বার জড়তার লক্ষণ পাওয়া যায়। কোন জিহ্বা, কোন স্বর-তন্ত্রী, বিশেষতঃ কোন মস্তিষ্ক কি ভাবে শব্দ সংক্ষেপ করিবে, তাহা কে বলিতে পারে?

শব্দের লিখিত রূপও বিচার্য্য হইয়াছে। আমরা অমুক কাজ করি বলিয়া সে কাজের ভাল-মন্দ বিচার আবশ্যক হয় না, এমন নহে। আমাদের বেশ ভূষার নিত্য নিত্য পরিবর্তন ও সংশোধন হইতেছে; শব্দের লিখিত রূপেরও না হইতেছে এমন নয়। কোন পথে সে পরিবর্তন ও সংশোধন বাংছনীয়, তাহার আলোচনায় সুফল হইতে পারে।

পরিশেষে বক্তব্য, হাইল-শূন্য ডোংগা তরংগের অল্প আঘাতেই কাইত হইয়া পড়ে। আশা এই, ডোংগা অল্প জল ভাংগে, নদীর গভীর জল চায় না। তথাপি চড়ায় লাগিবার আশংকা আছে। পাকা মাঝীর আশায় ছোট ডোংগাটি উপস্থিত করিতেছি।

---

রাঢ়ের বাংগলাতে, সংস্কৃত শব্দের আধিক্য ঘটিয়াছে। ব্যংজন লোপ করিয়া তৎস্থানে স্বরবর্ণ প্রয়োগ ওড়িয়াতে গ্রাম্য লোকের ভাষায় প্রচুর শুনিতে পাওয়া যায়। সং সাধারণ ওং সাহাণ (যেথা, জগন্নাথ দেবের সাহাণ মেলা) সং সুলভ ওং সল, সং শুভাশিষ—ওং সুআসিস ইত্যাদি। এইরূপ, সং কুক্কুট—রাঢ়ে ওড়িশায় কুকুড়া, চট্টগ্রামে কুউড়া—কুড়া; সং কোকিল বাং কোকিল ওং কোইলি চট্টগ্রামে কোইলা; সং কাক বাং কাগ ওং কাউ চট্টগ্রামে কাওআ। ক্রিয়াপদ বাং হারাইলে ওং হজিলে চট্‌টগ্রামী হাজিলে (ফার্সী হজীমৎ হইতে)। শব্দের শ ষ স স্থানে হ করা চট্টগ্রামের কথিত ভাষার রীতি; ওড়িয়া গ্রাম্য ভাষাতেও শ ষ স স্থানে হ শোনা যায়। সং দৃশ ধাতু হইতে ওং দুস ধাতু; গ্রাম্য লোকে প্রায়ই দুহ ধাতু করে।

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### শব্দের উচ্চারণ

সংস্কৃত বর্ণমালার আকার ও বর্ণের উচ্চারণ শিখিলে যে-কেহ যে কোন্ সংস্কৃত শব্দ শুনিলেই ঠিক ঠিক বর্ণযোগে তাহার লিখিত রূপ দিতে পারে, তেমনই, লিখিত রূপ দেখিলে শব্দ ঠিক উচ্চারণ করিতে পারে। এ বিষয়ে ইংরেজী-বর্ণমালা এবং শব্দের বানান কত অধম, তাহা উক্ত-ভাষা-শিক্ষার্থীর পরিশ্রমে বুঝিতে পারা যায়। বাংগলার বর্ণমালা সংস্কৃত, এবং অনেক শব্দও সংস্কৃত ; কিন্তু আমরা যে ভাবে সে সকল শব্দের উচ্চারণ করি, তাহাতে সংস্কৃত বর্ণমালার কোন্ কোন্ বর্ণের উচ্চারণ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন স্বরোদয় শাস্ত্রে গণনা লাঘব নিমিত্ত 'ব্রংবৌ শসৌ জযৌ চৈব ঙ্ঞাংবো ডঞৌ পরস্পরম্ একেন দ্বিতীয়ং জ্ঞেয়ং' নিয়ম ছিল। আমরা ঐ নিয়মের উপরে উঠিয়াছি। আমাদের ভাষায় ই ঈ উ ঊ প্রভেদ প্রায় নাই ; অ, ই, উ, এ, ও এই পংচস্বরের স্থান য, য়ি, য়ু, য়ে, য়ো অধিকার করিয়াছে ; ণ ন, বব, শ ষ স, জ য পরস্পর ঐক্য স্থাপন করিয়াছে। আরও কত কি হইয়াছে, তাহা দেখা মন্দ নয়।

আমরা বাল্যকালে গ্রামের পাঠশালায় যে বর্ণের যে নাম ও উচ্চারণ শিখিয়াছিলাম, কালস্রোতে পড়িয়া তাহার অনেক ভুলিয়া গিয়াছি। এখন হাতের লেখা এবং শব্দের উচ্চারণের প্রতি পাঠশালার পড়ুয়া উদাসীন হইতেছে। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বে গ্রাম্য পাঠশালায় যে যে বর্ণের যেমন যেমন উচ্চারণ শেখানা হইত, এখানে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি। কোন্ কোন্ বিষয়ে ওড়িয়ার সহিত রাঢ়ের ভাষার সাদৃশ্য আছে। এই কারণে পুরী জেলার ব্রাহ্মণের উচ্চারণও দেওয়া যাইতেছে।*

| | ওড়িশায় | রাঢ়ে | বরিশালে |
|---|---|---|---|
| ঋ | রু | রি | রি |
| ৯ | লু | লি | লি |
| ঐ | এই, অই | অই | ওই |
| ঔ | ওউ, অউ | অউ | ওউ |

* নিজের যাহা, তাহাই ভাল—এই সাধারণ নিয়মানুসারে বংগদেশে যেমন অমুক স্থানের উচ্চারণ ভাল বলিয়া লোকে গর্ব করে, ওড়িশাতেও তেমনই করে। কিন্তু পুরী জেলা বংগের নবদ্বীপ মনে করা যাইতে পারে। এই হেতু পুরী জেলার উচ্চারণ দিতেছি। অনেকে জানেন না, পুরী জেলার ব্রাহ্মণের উচ্চারণ বিশেষতঃ শ ষ স উচ্চারণ ওড়িশার অন্যান্য স্থানের উচ্চারণ হইতে কিছু ভিন্ন। যথা পয়সা, সাধারণ ওড়িয়া পইসা, পুরীর ব্রাহ্মণের মুখে পইশা। এই রূপ আরও আছে।

| | ওড়িশায় | রাঢ়ে | বরিশালে |
|---|---|---|---|
| অং | অং ( গ্ ? ) | অং ( গ্ ) | অং ( গ ) |
| অঃ | অ ( হ্ ) | অ ( হ্ ) | অ ( হ্ ) |
| য | জ্য | জ | জ |
| য় | ইঅ | ইঅ | এও |
| শ | শ্য | য | য |
| ষ | ষঁ | য | য |
| স | স(ছ) | য | য |
| ক্ষ | খ্য | খিঅ | খেও |
| ল | ল | ল | ল |
| ळ | (ল্‌ড়) | — | — |

কএকটি বর্ণের উচ্চারণ জানাইতে এক এক নাম করা হইত। যথা,—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ঙ | উঅঁ | উঅঁ | উমা |
| ঞ | নিঅঁ | ইঅঁ | নিঅ |
| ণ | (অ)ণ | আনু | আনু |
| ড় | ড় | ড় | (ডয়)য় |
| ঢ় | ঢ় | ঢ় | (অতিগুরু ডয়) য় |
| র | র | র | ('রেপ')য় |

ণ এবং ळ এর উচ্চারণ বর্ণ-সাহায্যে কিংবা অনেক বাংগালায় বাগ্‌যন্ত্রে প্রকাশের আশা নাই। কিন্তু পূর্বকালে বাংগলা পাঠশালায় 'ণ'কে আনু বলিয়া উহার প্রকৃত উচ্চারণ জানিবার চেষ্টা হইত। উহা আনু নহে, আণ করিবার চেষ্টা। কৃষ্ণ, বিষ্ণু, প্রভৃতি শব্দের বাংগলা উচ্চারণ কৃষ্টঁ, বিষ্টুঁ। এখানে সেই চেষ্টার লক্ষণ পাওয়া যায়। বাস্তবিক ওড়িয়া কি তেলুগু যখন বিষ্ণু শব্দ উচ্চারণ করে, তখন আমাদের কানে উহা প্রায় বিষ্টুঁ শুনি। ণ কর্কশ নহে, কোমল। ওড়িয়া, তেলুগু ও মরাঠীতে দুই প্রকার ল আছে। একটি উচ্চারণে ড এবং আমাদের জানা ল—এই দুএর মধ্যবর্তী। বেদে নাকি এই ল (ळ) আছে। সংস্কৃত-প্রাকৃতে ঋ স্থানে রি হইত, ঋ যুক্ত কোন্‌ কোন্‌ শব্দে ঋ স্থানে উ ও হইত। আশ্চর্যের কথা ওড়িয়া তেলুগু মরাঠী ভাষায় ঋ রু, কিন্তু আর্যাবর্তে ও বংগে রি উচ্চারিত হয়। যেন আর্য্যাবর্ত হইতে দক্ষিণাপথ পৃথক্‌ হইয়াছে। সংস্কৃত-প্রাকৃতে ঋ ৯ ঐ ঔ স্বর ছিল না, বাংগলা-প্রাকৃতেও নাই। বাংগলা লিখনে ৯ ও নাই। সংস্কৃত-প্রাকৃতে ঙ ঞ শ ষ ন য এই কএক ব্যংজন ছিল না। বাংগলা-প্রাকৃতে ঙ ঞ ন য

নাই। ব আছে বটে, কিন্তু লিখনে ওয়া হইয়াছে। সংস্কৃত-প্রাকৃতে ণকারের, ওড়িয়া ও মরাঠীতেও ণকারের, হিন্দী ও বাংগলায় নকারের, এবং সংস্কৃত-প্রাকৃত হিন্দী ও ওড়িয়ার সকারের, মরাঠীতে শ ও সকারের, বাংগলায় শ ও ষকারের উচ্চারণের আধিক্য পাওয়া যায়। ওড়িয়ায় য ও ব ফলা উচ্চারণে সংস্কৃতের তুল্য, বাংগলায় এই দুই বর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব করে। পুরীজেলায় ব্রাহ্মণেরা যম যমুনা ইত্যাদি শব্দের য উচ্চারণে কতকটা জ্য আনেন। তাঁহাদের মুখে শংকা, শনি ইত্যাদি শব্দের শ উচ্চারণে কতকটা শে বা শ্ব শোনা যায়। এইপ্রকারে দেখা যায়, আমরা শব্দ শুনিয়া তাহার বানান করিতে পারি না; বানান পৃথক মুখস্থ করিয়া রাখি। ওড়িয়া ও মরাঠী এবং কতকটা হিন্দুস্থানী এই বিষম কষ্টে এখনও পড়ে নাই। কারণ ইহারা ধ্বনি-সংবাদী বানান ছাড়ে নাই। যোধপুরের সংস্কৃত পণ্ডিতও জোধপুর লিখিয়া থাকেন।

পূর্বংগের স্থানবিশেষে চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ প্রচলিত নাই। তাই ঙ উমা, ঞ নিষ্ক নাম পাইয়াছে। আশ্চর্যের কথা, তেলুগু ঞ প্রায় ণি তুল্য উচ্চারণ করে। (তুং রাজ্ঞী—রাণী)। বংগের স্থানে স্থানে র ড় ঢ় উচ্চারণে এক। তাই বিশেষণ দ্বারা ঐ ঐ বর্ণ পৃথক্ করিতে হইয়াছে। ঢ় এর উচ্চারণ 'গুরুতর' বটে। নচেৎ যে পঠন-শব্দে সংস্কৃত-প্রাকৃত, হিন্দী, ওড়িয়া, মরাঠী ঢ কিংবা ঢ় করিয়াছে, আমরা সেখানে ড় করিতাম না। আশ্চর্যের বিষয়, যে রাঢ়ের এক পাশে হিন্দী এবং অন্যপাশে ওড়িয়া, সেখানে ঢ বা ঢ় প্রায়ই ড় হইয়াছে। হিন্দী ও ওড়িয়া ঢ এর ভক্ত। ড় টিও কম নহে। বোধ হয় অর্ধেক বাংগালীর মুখে 'কাপর পরা' শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ 'কাপর পড়া' করিয়া কলিকাতার নতুন, বীরভূমের বাসাত এবং রাঢ়ের বাকস (বাসক ফুল) স্মরণ করাইয়া দেয়। এইরূপ অপভ্রষ্ট উচ্চারণ হইতে কখনু কখনু চলিত বাংগলা শব্দ সংস্কৃতের মতন বোধ হয়। কোন্ ভদ্রলোক পত্রদ্বারা 'কুমার লতা' সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে ছিল 'বিলাতী কুমড়া,' আমি বুঝিয়াছিলাম সং কুমারিকা লতা!

এইখানে এখনকার পাঠশালার একটা প্রবল পাণ্ডিত্য-রোগের উল্লেখ করা যাইতেছে। আমরা বাল্যকালে পাঠশালায় পড়িয়াছি, সিদ্ধিরস্তু অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ ইত্যাদি। এখনকার ছেলেরা পড়ে স্বরে-অ, স্বরে-আ, হ্রস্ব-ই, দীর্ঘ ই, ঋ, ঌ, ইত্যাদি। ক খ শিখিবার সময় আমরা বর্গীয় জ অন্তঃস্থ য, দন্ত্য ন মূর্ধন্য ন, তালব্য শ মূর্ধন্য ষ দন্ত্য স জানিতাম না। আমাদের বালকেরা অল্পবয়সেই পণ্ডিত হইয়া উঠিতেছে। বিশেষণ দিয়া বর্ণের উচ্চারণ শেখানো কৌতুকের কথা বটে। ঘিএর আস্বাদ কেমন? না—গোরস-মহনোত্থবৎ!

দেখিতে পাই, যে দেশকে সংস্কৃতপণ্ডিত অনার্যদেশ বলিয়া নিন্দা করেন, সেই দেশের

তেলুগুভাষী সংস্কৃত বর্ণমালার উচ্চারণ যেমন শুদ্ধ রাখিয়াছেন, সংস্কৃতভাষী আর্যগৌরব-স্ফীত লোকে তেমন রাখিতে পারেন নাই। তেলুগু ভদ্রলোকের মুখে বাংগলাভাষা শুনিলে আমাদের উচ্চারণ-বিকারের মাত্রা বুঝিতে পারি। তাহাঁরা কেমন অক্লেশে স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ করেন, কেমন অক্লেশে সাহিত্য বিষয়, প্রশংসা প্রভৃতি শব্দের শ ষ স এর উচ্চারণ করেন, তাহা না শুনিলে বিশ্বাস হইত না। অতএব বোধ হইতেছে, পাঠশালার বর্ণের উচ্চারণ শেখানা কঠিন কথা নহে।*

এখানে আর এক কৌতুকাবহ নূতনত্বের উল্লেখ করা যাইতেছে। আমরা বাল্যকালে পাঠশালায় শিখিতাম মাথায়-পাগড়ী ঙ, পেট-কাটা ষ, কাঁধে-বাড়ী ধ, হাড়-গোড়-ভাঙ্গা দ, ইত্যাদি। এরূপ পড়িবার কি উদ্দেশ্য ছিল, তাহা অনেকে চিন্তা করেন না। বটতলার শিশু-বোধকে ক-এ করাত, খ-এ খরগোস ইত্যাদির চিত্র আছে। নব্য বালবোধ-কর্তারা এক এক বর্ণের পাশে এক এক বিচিত্র চিত্র দিয়া এক ছত্র পয়ার গাঁথিয়া দিতেছেন। বটতলার শিশুবোধকের চিত্রের উদ্দেশ্য, শিশু ক খ ইত্যাদি বর্ণের নাম শিখিতে পারিবে। করাত দেখিলেই ক নাম মনে আসিবে। নব্য বাল-বোধের চিত্রের উদ্দেশ্য ছেলে-ভুলানা ব্যতীত আর কিছু মনে হয় না। পয়ারের উদ্দেশ্য একেবারে বুঝি না। তবে দেখিতে পাই, মুখস্থ বিদ্যা ছেলেবেলা হইতেই আরম্ভ হয়। চিত্রের প্রয়োজন দুইটি, চিত্র দ্বারা বর্ণের নাম এবং আকৃতি মনে আসিবে। পাঠশালার মাথায়-পাগড়ী ঙ শিখিয়া বর্ণটির আকৃতি মনে রাখা সহজ হইত। এখন বর্ণটির নাম শিখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। অতএব পাঠশালার ব্যবস্থা অপেক্ষা নব্য বালবোধের ব্যবস্থা অধিক অসম্পূর্ণ।

সাক্ষর ও নিরক্ষর লোকের উচ্চারণে একটু আধটু প্রভেদ থাকিবেই। গ্রাম্যতা-দোষ, অস্পষ্টতা-দোষ নিরক্ষর লোকের উচ্চারণে না আসিয়া পারে না। কথিত ভাষায় পরিশ্রম বাঁচাইবার চেষ্টায় শব্দ সংক্ষেপ করিয়া থাকি। বংগের কোন্ কোন্ স্থানে লোকে স্বভাবতঃ এত তাড়া-তাড়ি কথা বলে যে শব্দের ব্যংজন-বর্ণও লুপ্ত হইয়া পড়ে। আমরা লিখি হইয়া, কিন্তু বলি হোএ বা হোয়ে। ই স্থানে এ, এ স্থানে ই, উ স্থানে ও, ও স্থানে উ, অ স্থানে ও সহজে আসিয়া পড়ে।

এখানে প্রথমে শব্দের উচ্চারণের সূত্র সংকলন করা যাইতেছে। মধ্যরাঢ়ের উচ্চারণ

---

* একদিন কোন্ তেলুগু ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত কথাবার্তার সময় নদী বুঝাইতে নদি বলিয়াছিলাম। আমি কি বলিতেছি, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু যেমনই নদী উচ্চারণ করিলাম, অমনই ঈষৎ হাসিয়া আমায় উত্তর করিলেন। অপরদিকে কোন শিশুকে বাংগলা শিখাইবার সময় বর্ণের যথার্থ উচ্চারণ শিখাইয়াছিলাম। ফলে দাঁড়াইয়াছিল, যে কোন শব্দ ঠিকমত বলিলে সে অক্লেশে বানান শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারিত। তখনও সে 'প্রথমভাগ' দেখে নাই। দুঃখের বিষয়, বিদ্যালয়ে প্রবেশমাত্র তাহার বর্ণজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে, এবং এখন শব্দের বানান কণ্ঠস্থ করিতেছে।

সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। কোন্‌ কোন্‌ সূত্রে অ-ব্যাপ্তি কিংবা অতি-ব্যাপ্তি দোষ ঘটিয়া থাকিবে। শব্দবিৎ তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন। দুঃখের বিষয়, শব্দের উচ্চারণ জানাইবার উপযোগী অক্ষর নাই। মুদ্রাকর যে অক্ষর রাখিয়াছে, তাহা হইতে বাছিয়া সাংকেতিক চিহ্ন করিতে হইল। কেহ যেন মনে না করেন, আমি সকল চিহ্ন ভাল বলিতেছি।

## সাংকেতিক চিহ্ন।

স্বরবর্ণ স্পষ্ট উচ্চারিত। যথা, কোম্‌।

স্বরবর্ণ লুপ্ত। যথা, কোন্‌।

ঈষৎ ই। যথা, আজ কাল ( আজি-কালি )

একার বাঁকা। যথা, দেখ—দ্যাখ।

ঙ্‌, ঞ্‌। যথা, পঙ্ক—পংক, বঞ্চিত—বংচিত।

ইং—ইংরেজী।

উং—উচ্চারণ।

ওং—ওড়িয়া।

ওং-তে—ওড়িয়াতে। এইরূপ অন্যত্র।

গ্রাং—গ্রাম্য ( নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর মৌখিক ভাষা।

তুং—তুলনা কর।

তেং—তেলুগু।

প্রাং—প্রাকৃত।

ফাং—ফার্সী।

বাং প্রাং—বাংগলা-প্রাকৃত ( অর্থাৎ লিখনের সাধু ভাষা নহে )।

মং—মরাঠী।

লিং—লিখনে বানান।

সং—সংস্কৃত।

সংপ্রাং—সংস্কৃত-প্রাকৃত ( শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী-সংকলিত প্রাকৃত-ব্যাকরণ হইতে গৃহীত )।

সূঃ—( এই গ্রন্থের লিখিত ) সূত্র।

হিং—হিন্দী।

### ১। পদান্ত অ প্রভৃত।

/০ যে বিশেষ্য পদের শেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জন নাই, তাহার। যথা, কাঠ, তেল, মানুষ।

৶০ সর্ব্বনাম পদের। যথা, আপনার, কার।

৴৹ যে বিশেষণ পদ দুই ব্যঞ্জন-জাত নহে, আন ও ত প্রত্যয়ান্ত নহে, কিংবা যাহার শেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জন নাই, তাহার। যথা, কোমল, পাগল, সুন্দর। কিন্তু ভাল্, কাল্, মাঠ ( অলস ), জড় ( একত্রীকৃত ), ছোট, বড়, যেন্, কেন্, হেন্, সাবাস্, বিখ্যাত, মত ( সদৃশ ), শুদ্ধ, ইত্যাদি। পুরান্ ( সং পুরাতন ) যদিও মূলে আন প্রত্যয়ান্ত নহে, সাদৃশ্যে অকারান্ত উচ্চারিত হয়।

।৹ এগার হইতে আঠার পর্য্যন্ত সংখ্যা-বাচক বিশেষণ ব্যতীত অন্য সংখ্যা-বাচক বিশেষণের। যথা, এক, আট, পঁচিশ। কিন্তু এগার্, বার্, তের্। ( বাস্তবিক এগারহ, বারহ ইত্যাদি ২৷৴৹ দেখ। )

।৴৹ নান্ত ও মান্ত ক্রিয়াপদের, এবং অসম্ভ্রমে অনুজ্ঞা-ক্রিয়াপদের। যথা, করেন, করিলাম, তুই কর, সে করুক।

২। পদান্ত অ উচ্চারিত। (—)

৴৹ হান্তপদের। যথা, কলহ, কেহ।

৶৹ অন্ত্য ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে অনুস্বার কিংবা বিসর্গ থাকিলে। যথা, বংশ, দুঃখ।

৷৹ দুই ব্যঞ্জন-জাত শব্দের প্রথমবর্ণে ঋ, ঐ কিংবা ঔ থাকিলে। যথা, মৃগ, তৈল, গৌণ। কিন্তু তইল, গউন ( বিলম্ব ) ইত্যাদি তিন অক্ষরজাত শব্দ হলন্ত উচ্চারিত হয়।

।৹ শব্দের শেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকিলে। যথা, গঞ্জ, পুষ্প, সহ্য।

।৴৹ তান্ত, বান্ত ও লান্ত ক্রিয়াপদের এবং সম্ভ্রমে অনুজ্ঞা-ক্রিয়াপদের। যথা, করিত, করিব, করিল, তুমি কর।

।৶৹ আম প্রত্যয়ান্ত পদের। যথা, পাকাম, জেঠাম। বাস্তবিক আম প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষণ।

।৷৹ সমাস-সিদ্ধ পদের প্রথম শব্দ দুই ব্যঞ্জনজাত হইলে। যথা, মল্-মাস, জড়্-ভরত, বিল্ব-বৃক্ষ, হর্-গৌরী, দিন্-নাথ। কিন্তু চরণ-কমলেষু, বদন-পংকজ ( প্রায়ই বদন্-পংকজ ), পরিহাস-প্রিয়, ইত্যাদি। কিন্তু দুই ব্যঞ্জনজাত প্রথম শব্দটি কথিত ভাষায় অত্যন্ত চলিত হইলে সে শব্দের শেষের অ প্রায়ই লুপ্ত হয়। যথা, তাল্-গাছ, দেব্-সেবা, শিব্-তলা, বিষ্-বড়ী, ইত্যাদি। অতএব দেখা যাইতেছে, কথিত ভাষায় স্বর-সংক্ষেপে বাংলা শব্দের অন্ত্য অ লুপ্ত হইয়াছে। চলিত শব্দ অত্যন্ত চলিত বলিয়া চলিত্ উচ্চারিত হয়, কিন্তু কথিত, পঠিত। ওড়িয়াতে পদান্ত অ লুপ্ত হয় না। কিন্তু কালে হইবে, সন্দেহ নাই। এখনই অনেক লোককে বিখ্যাত্ ( বিখ্যাত, ) সমাচার্ ইত্যাদি বলিতে শোনা যায়।

৷৹ পদের আদি ও মধ্যস্থিত বর্ণের। যথা, সকুমসুখময়। কিন্তু শেষে অ ভিন্ন অন্য স্বর থাকিলে, তৎপূর্ব্ব অ প্রায়ই লুপ্ত হয়। যথা কাট্না, গণ্তি, এম্নি, ইত্যাদি।

৷৴৹ শূল্ ( কীলক ), ভুল্, ব্রত, ব্রণ, মম ( আমার ), তব ( তোমার ), প্রভৃতি কয়েকটি

বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম পদ অকারান্ত, এবং লাল, নীল, পীত, খল, শঠ, প্রভৃতি কএকটি বিশেষণ পদ হলন্ত উচ্চারিত হয়। বিশেষ্য অকারান্ত উচ্চারণ তাবার এমনই বিরোধী যে, কেহ কেহ শূলা, তুলা বানান করেন।

॥৵০ যে শব্দের শেষে পূর্ব্বকালে হ থাকিত কিংবা হ লোপে যে শব্দের শেষের ব্যঞ্জন আসিয়াছে, সে শব্দের অন্ত্য অ উচ্চারিত হয়। যথা, ষোলহ—ষোল্, কয়হ—কয়্। সং গ্রহ হইতে গের্। মস্ত হইতে মস্তন—মস্ত্।

৩। অ—ঈষৎ ও। (ও্)

/০ অকারান্ত ব্যঞ্জনের পরে ই উ কিংবা ঋ (উং রি) থাকিলে অ-কার ঈষৎ ওকার উচ্চারিত হয়। যথা, হরি (হো্রি), পশু (পো-শু), মসৃণ (মো-সৃণ)। অ প্রচলিতসংস্কৃত শব্দের অ-কার ও্ উচ্চারিত হয় না। যথা, ধরণী, ময়ূখ, সংচয়ী, পারদর্শী। (কলিকাতায় দশটি—দোশটি, দপ্তরী—দোপ্তরী হইয়া থাকে। এমন কি, নবমী—নোবোমী, অষ্টমী—ওষ্টোমী শোনা যায়। অর্থাৎ ই কারের পূর্বস্থিত অ কেবল নহে, ইহারও পূর্বস্থিত অ ঈষৎ ওকার, কাহারু কাহারু মুখে স্পষ্ট ওকার শুনিতে পাওয়া যায়। অ-কে ও উচ্চারণ করা নবদ্বীপ ও যশোরে সাধারণ। কেহ কেহ কর্তব্য শব্দ কোর্তোব্য পড়েন। এইরূপ উচ্চারণ ভাষার দোষ ভিন্ন আর কি বলিতে পারা যায়?)

৵০ পরবর্ণে য ফলা থাকিলে। যথা, সত্য, পথ্য।

৶০ পরে ক্ষ থাকিলে। যথা, রক্ষা, তক্ষণ।

।০ দুই বর্ণজাত নান্ত ও সান্ত শব্দের স ন হলন্ত উচ্চারিত হইলে। যথা, মন (মো্ন্,) বন (প্রায়ই বো্ন), সং—খস (খো্স)। কিন্তু, মণ, রণ, কম, গম, যম, মম্ (মধুত্থ,) পথ, বড় (-গাছ) ইত্যাদির আগুক্ষরের অ-কার ও উচ্চারিত হয় না। (কলিকাতার লোক ও-কার ভক্ত; তাই সেখানে গোম, মোম, যোম (যম) শোনা যায়।)

৷৴০ নঞর্থ অ-কার ও হয় না। যথা, অ-শুদ্ধ, অ-বিনাশ, অনুপকার।

বোধ হয় উপরি-উক্ত স্থল ব্যতীত অন্যত্র অ-কার ও উচ্চারিত হয় না। ছোট্, গেল্, কত্, ভাল্, করিল্, ইত্যাদি ছোটো, গেলো, কতো, ভালো, করিলো নহে।

৪। একার বক্র। (২)

/০ দেখ, এক, নেড়া, ভেঁড়া, সেঁতা, এমন, যেমন, সেকরা প্রভৃতি অত্যন্ত প্রচলিত শব্দের আদ্য এ-কারের পরে অ কিংবা আ থাকিলে সেই এ-কার একটু বাঁকা হয়। বর্ণ-সাহায্যে এই উচ্চারণ জানাইবার উপায় নাই। তথাপি কেমন কদাপি ক্যামন নহে, বেলা কদাপি ব্যালা নহে। এই উচ্চারণ জানাইতে ে উলটাইয়া লেখা যাইবে।

৵০ এ-কারের পরে আ আসিলে এ-কার অবশ্য বাঁকা হয়, আগন্তুক আকারের প্রাদুর্-

গমন করে। স্বরবর্ণের উচ্চারণ-বিকারের কারণ এই। বাঁকা এ্য উচ্চারণ দ্বারা একার দীর্ঘ করিবার চেষ্টা হয়। 'কথার টান' প্রকরণে ইহা দেখা যাইবে।

৵৹ এ-কারের পরে অ আসিলে, পরে ই উ থাকিলে এবং শব্দটি অত্যন্ত প্রচলিত না হইলে এ-কার বাঁকা হয় না। একটা (এ বাঁকা), কিন্তু একটি, একটু, একট্যে (একটিয়া)। দ্যাখ, কিন্তু দেখিস, দেখি। অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের এ-কার বাঁকা হয় না। যথা, এক-পদ, একাংগ, একান্নবর্তী, একদা, কেশ। এবং, কেবল প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ সংস্কৃত এবং কথাবার্তায় প্রচলিত হইলেও বাঁকা উচ্চারিত হয় না। বাঁকা উচ্চারণ গ্রাম্যতা দোষ; এবং গ্রাম্য উচ্চারণের নিয়ম উদ্ধার সহজ নহে। দেখা যায় শব্দটি দুই অক্ষর-জাত না হইলে একার বাঁকা হয় না। আশ্চর্যের কথা, শ স এর এ-কার প্রায়ই বাঁকা হয় না। যথা, সেটা, সেখানে, শেষ, সেবা, শেরা, ইত্যাদি। সে রাঢ়ের নিতান্ত গ্রাম্য উচ্চারণে শ্যা উচ্চারিত হয়। এইরূপ, আ-কারান্ত ও ই-কারান্ত কোন্ কোন্ শব্দের আ ও ই বাঁকিয়া্য হয়। কলিকাতায় বাঁকা শব্দ প্রায়ই ব্যাকা, বাখারী—ব্যাকারী, এমন কি টাকা—ট্যাকা গ্রাম্য উচ্চারণ পাওয়া যায়।

।৹ যত, তত, যখন, তখন প্রভৃতি কএকটি শব্দের আদ্য অকারও বাঁকা এ হয়। যত—য্যাত, যখন—য্যাখন। যে সকল বাংগালী বহুকাল হইতে ওড়িশায় বসবাস করিয়াছেন তাঁহাদেরও মুখে এই বাঁকা এ শুনি। অতএব বোধ হয় এই সকল শব্দের প্রাচীন উচ্চারণ ঐরূপ ছিল। বাস্তবিক, যখন—যেক্ষণ, তখন—তেক্ষণ।

৫। ং—ঙ্।

রাঢ়ে অনুস্বারের উচ্চারণে ঙ্ (ঈষৎ গ) আসে। এইহেতু রঙ্গ, রাঙ্গ, বাঙ্গলা প্রভৃতি শব্দের রং, রাং, বাংলা বানান দেখা যায়।

৬। ঃ।

বিসর্গের পরস্থিত ব্যঞ্জনের উচ্চারণে দ্বিত্ব হয়। যথা, দুঃখ—দুখ্খ, প্রাতঃকাল—প্রাতক্কাল।

৭। য যা যি যু যে যো।

বাংগলায় ইহাদের উচ্চারণ স্বরতুল্য হইয়াছে। বাংগালী ছাড়া অন্য কোন্ ভারতবাসী করিয়া পড়িবার সময় করি-ইয়া পড়িয়া থাকেন। ওড়িয়া কখন্ ভুলিয়াও ওড়িয়া লেখে না; খুঁট-আঁখয়োও লেখে ওড়িআ। ই পরে আ বরং য়া হইতে পারে; কিন্তু উ এ ও পরে আ কিরূপে য়া হয়, তাহার কারণ পাই না। বোধ হয় পূর্বকালের গ্রাম্য অশিক্ষিত পুথা-লিপিকরেরা য় উচ্চারণ করিতে না পারিয়া স্বরের বাহন করিয়াছিল। বায়ুশব্দের গ্রাম্য উচ্চারণ বাউ, ময়ূর—মউর। শূন্যপুরাণে, 'অহনেক (অনেক) গতি দিলা জম্ম জর্ম্ম-কার।

কৃত্তিবাসে আগুজন, আগুতন। কবিকংকণে 'কৃপা কর কৃপামই, তোমার শরণ লই, জীয়ে মোর নাহি প্রয়োজন।' গ্রাম্য লিপিকরের দোষ কি, আধুনিক পংডিতেরও মুখে শুনি নিওগ ( নিয়োগ )।

হয়, হায়, প্রায় প্রভৃতি শব্দের বাংগলা উচ্চারণে য় এর উচ্চারণ পাই। এখানে য় প্রায় ঈষৎ অ। পূর্বে দেখা গিয়াছে, পদের অন্ত্য অ সম্পূর্ণ উচ্চারিত হয় না। শেষ বর্ণ অ হইলে তাহা একেবারে লোপ করাও চলে না। এরূপস্থলে য় দিবার রীতি হইয়া থাকিবে। সং ভবতি,পালি হোতি, প্রাচীন বাংগলা হএ, ওড়িয়া হুএ, মৈথিলী হোএ, হিন্দী হৈ (বাস্তবিক হই ), মরাঠী হোই বা হোয়। শূন্যপুরাণের প্রাচীন অংশে য় পাই না, তৎস্থলে অ কিংবা এ। প্রাচীন বাংগলা হএ, করএ ক্রমে হয়ে, করয়ে, হয় করয় হইয়া এক্ষণে হয় করে হইয়াছে। বহুশব্দে য় উচ্চারণে এ এবং কোন্ কোন্ শব্দে ই হইয়াছে। সং কায়স্থ হইতে কাএত। এইরূপ গায়ন বায়ন উচ্চারণে গাএন বাএন। পট্টনায়ক ওড়িয়াতে পট্টনাএক। শূন্যপুরাণে 'ভকত নাএকে ধর্ম্ম করিব কল্যাণ।' যে য় বর্ণের সংস্কৃত উচ্চারণ মাত্র শিখিয়াছে, সে 'হয়' পড়িবার সময় হএ পড়ে।* কোন্ কোন্ বৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত কলিকাতা-নিবাসীর মুখে প্রিওজন ( প্রয়োজন ) শুনিয়াছি (শূন্যপুরাণে পৃয়োজন)। তাঁহারা য়ো স্থানে ইও করিয়া থাকেন। (আন্ত প্র—প্রি হইয়া যায়।) য স্থানে ই হইবার বহু দৃষ্টান্ত পরে এবং ব্যাকরণ-অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে।

মৈথিলী অ অক্ষর দেখিতে কতকটা বাংগলা য অক্ষরের মতন। হয়ত ঐ দুই অক্ষরের ভুলেও প্রাচীন লিপিকর অ য় অভেদ করিয়াছিল।

বাংগলাতে এত অধিক য় আসিবার কারণ যাহাই হউক, কএকটি, দুইএর, মা এর ভাইএর ইত্যাদির বানানে য় না বসানাই ভাল। কারণ য় বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণের প্রয়োজন আছে, এবং যাহার যা প্রাপ্য, সে তাহা পাইলে বিবাদ হয় না।

৮। ঙ্—ং।

ঙ্ প্রায়ই ং বা ঙ্ তুল্য উচ্চারিত হইয়া থাকে। অঙ্ক শোনায় অংক, সঙ্খ্যা সংখ্যা, রঙ—রং। নবদ্বীপের পণ্ডিতের মুখে প্রায় ঁতুল্য শুনি। অঙ্ক শব্দ ভাল উচ্চারণ করিতে বলিলে তাঁহারা অঁক্ক করেন।

৯। ঞ্—ন্।

বাংগলা উচ্চারণে ঞ ৯কারের মতন লুপ্ত হইয়াছে। চবর্গের মাথায় বসিলে ঞ নকার

* পূর্বে ( ৪৪ পৃঃ ) পাদটীকায় যে শিশুর উল্লেখ করিয়াছি, সে হয় যায় ইত্যাদি পড়িবার সময় হএ জাএ করিত। তাহাকে পদান্ত য় বর্ণের বাংগলা উচ্চারণ শিখাইতে বহু কষ্ট হইয়াছিল।

উচ্চারিত হয়। যথা, বাঞ্ছা—বান্‌ছা, ঝঞ্ঝাট—ঝন্‌ঝাট। গোসাঁই, ঠাঁই ইত্যাদির প্রাচীন বানান গোসাঞি, ঠাঞি। এই বানান মন্দ বলিতে পারি না।

১০। চ্‌ঞ, জ্‌ঞ।

বাংগলা-প্রাকৃত উচ্চারণে যাজ্ঞা একেবারে যাচিংগা হইয়াছে। জকারে ঞ যুক্ত হইলে প্রাকৃত ও সাধু বাংগলায় একই প্রকার উচ্চারিত হইয়া থাকে। শব্দের আদ্য জ্ঞ উচ্চারণে গেঁ বা গ্যাঁ। যথা, জ্ঞান—গেঁআন বা গ্যাঁন, জ্ঞানী—গেঁআনী বা গ্যাঁনী। জ্ঞান শব্দের শেষে ন থাকাতে গ-তে চন্দ্রবিন্দু না দিলেও চলে (১১ সূঃ)। এইহেতু বিদ্যাপতি ও ও কৃত্তিবাসে গেয়ান; যেন শব্দটি বাস্তবিক গ্যান (তুঃ খেআন বা খেয়ান)। শূন্যপুরাণে গিআন, গেআন। অন্যত্র জ্ঞ গ্‌গঁ। যথা, যজ্ঞ—জগ্‌গঁ, জিজ্ঞাসা—জিগ্‌গাঁসা। জ্ঞ উচ্চারণ বিষয়ে মৈথিলী ও ওড়িয়া আমাদের মতন। মরাঠী উচ্চারণ আরও বিচিত্র, জ্ঞান—দ্যান।

১১। ঙ, ণ, ন, ম। ষ্ণ।

আমরা যে নাকীসুরে কথা কহিতে ভালবাসি, তাহার প্রচুর প্রমাণ পরে পাওয়া যাইবে। এখানে একটার উল্লেখ করিতেছি। পংক উচ্চারণে পংক, বংগ—বঁংগ, তিনি—তিঁনি, কণ্ঠা—কঁণ্ঠা, কম্প—কঁম্প, তাহার—তাঁহার।* অথচ কলিকাতার (কলেজ ষ্ট্রীটে) 'বিষ্টুপুরের উৎকৃষ্ট তামাকের দোকানে' ষ্ণএর বাংগলা উচ্চারণের সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। এই বিজ্ঞাপন যদি নিতান্তই শুদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে বিষ্টু শব্দ বিষ্টুঁ লিখিলেই চলিতে পারে। ষ্ণ স্থানে সংস্কৃত-প্রাকৃতে ণ্‌হ হইয়াছিল। সে ভাষায় ণকারের ছড়াছড়ি ছিল। ওড়িয়া তেলুগু মরাঠী ণ উচ্চারণ করিতে পারে, হিন্দী ও বাংগলায় ণকার ন হইয়াছে।

১২। ম-ফলা।

ওড়িয়ায় ম-ফলার ম স্পষ্ট উচ্চারিত হয়। বাংগলায় ম স্থানে ঁ এবং যুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয়। যথা, আত্মা—আত্‌তাঁ, (কেহবা আঁত্‌তাঁ), পদ্ম—পদ্‌দঁ (কেহবা পদ্দঁ, কেহবা পদ্দ, তাই পদ্মিনী বা পদ্মাবতী নামের স্ত্রীলোক অপভ্রংশে পদ্দী নাম পায়)। ম-ফলার পরে ন থাকিলে কেহ কেহ ম স্থানে ঁ আনে না। যথা, লক্ষ্মণ—লখ্‌খঁন বা লখখন (লক্ষণ—লোক্ষণ), রুক্মিনী—রুক্‌কিঁনী বা রুক্‌কিনী, ব্রাহ্মণ—ব্রাম্‌ভঁন বা ব্রাম্ভন বাংপ্রাকৃতে বাম্‌ভঁন। কিন্তু ব্রহ্ম—ব্রম্হঁ (১৬ সূত্র দেখ)।

১৩। য-ফলা।

/০ অকারান্ত আদ্য বর্ণে য-ফলা থাকিলে গ্রাম্য উচ্চারণে অ য স্থানে এ হয়। যথা,

---

* ইংরেজী think—থিংক, game—গেঁম ইত্যাদি সর্বদা শুনিতে পাওয়া যায়।

ব্যক্তি—বেক্তি, ব্যয়—বেয়, ব্যবসায়—বেবসায়। য্-ফলা-যুক্ত ব্যঞ্জন আকারান্ত হইলেও বাংগলাপ্রাকৃতে এ হয়। যথা, ন্যায্য—নেজ্জ ; অন্যায়—অন্নেয় বা অন্নেই।

৶৹ আদ্যবর্ণ ব্যতীত অন্য বর্ণে য্-ফলা থাকিলে সে বর্ণের দ্বিত্ব হয় এবং য লুপ্ত হয়। যথা, সত্য—সত্ত (সোত্ত, বাস্তবিক উচ্চারণ সইত্ত, ই গ্রস্ত হইয়া স৲ত্ত, ২০সূঃ ; তুং যজ্ঞ—যোগ্য, মিথ্যা—মিত্থা। শূন্যপুরাণে, আদিত্ত, কল্লান। সংস্কৃত-প্রাকৃতেও এইরূপ হইত। যথা, কাব্য—কাব্ব, নৃত্য—নৃত্ত।

৶৹ সংস্কৃতপ্রাকৃতে হ্য—জ্ঝ হইত। আমরা তাহাই রাখিয়াছি। যথা, সহ্য—সজ্ঝ (বাস্তবিক—সইজ্ঝ—স৲জ্ঝ), বাহ্য—বাজ্ঝ (বাস্তবিক বা৲জ্ঝ)। অশিক্ষিত ওড়িয়া ব্যয় লিখিবার সময় লেখে বএ কিংবা বয়, কিন্তু উচ্চারণে আমাদের অপেক্ষা ভাল। ওড়িয়া পণ্ডিতেরা উহ্য বাহ্য প্রভৃতির উচ্চারণ শুদ্ধভাবে করেন।

১৪। র-ফলা।

আদ্যবর্ণ ব্যতীত অন্য বর্ণে র্-ফলা থাকিলে সে বর্ণের দ্বিত্ব হয়। যথা, রাত্রি—রাত্ত্রি, বিক্রম—বিক্ক্রম। শব্দের আদ্যবর্ণে র্-ফলা থাকিলে সে বর্ণের অ স্থানে ও, এবং প্রাকৃতে এ উচ্চারিত হয়। যথা, ক্রমে—ক্রোমে, ক্রেমে ; প্রস্রাব—প্রোস্রাব, প্রেস্রাব (২৩ সূঃ)।

১৫। ব-ফলা।

আদ্যবর্ণে থাকিলে ব লুপ্ত হয়। যথা, দ্বারা—দারা, স্ব-পক্ষ—সপক্ষ। অন্য বর্ণে থাকিলে সে বর্ণের দ্বিত্ব হয়। যথা, বিদ্বান—বিদ্দান, পক্ব—পক্ক, সত্ত্ব—সত্ত (সত্য—স৲ত্ত), তাহাদ্বারা—তাহাদ্দারা। শূন্যপুরাণে, অসস (অশ্ব)।

১৬। হ্ন, হ্ম, হ্ব, হ্ল।

ইহাদের উচ্চারণে হ্ পূর্ব্বে না থাকিয়া পরে যায়। যথা, আহ্নিক—আন্হিক, ব্রাহ্মণ—ব্রাম্হন (হ স্থানে ভ হইয়া ব্রাম্ভন), আহ্বান—আব্হান, আহ্লাদ—আল্হাদ। সংস্কৃত-প্রাকৃতেও এইরূপ বর্ণবিপর্যয় হইত। কিন্তু সংস্কৃত-প্রাকৃত কি সংস্কৃতপণ্ডিতের ভাষা ছিল ? ওড়িয়া উচ্চারণ সংস্কৃতের তুল্য।

১৭। ক্ষ।

সংস্কৃত-প্রাকৃতে ক্ষ স্থানে খ, কোন্ কোন্ শব্দে ছ হইত। বাংগলায় আদ্য ক্ষ খ, অন্যত্র খ্খ উচ্চারিত হয়। যথা, ক্ষয়—খয়, দক্ষিণ—দখ্খিন (দোখ্খিন, ৩ সূঃ), ইক্ষু—ইখ্খু। বাংগলাপ্রাকৃতে আদ্য ক্ষ উচ্চারণে খে বা খ্যে হয়। যথা, ক্ষমা—খেমা, ক্ষমতা—খেমতা, অর্থাৎ ক্ষ উচ্চারণে খেঅ বা খ্যঅ। ওড়িয়াতেও এইরূপ।

---

# ২য় পরিচ্ছেদ।

## শব্দের বিকার।

এতক্ষণ বর্ণের উচ্চারণ পরিবর্তন দেখা গেল। উচ্চারণ-পরিবর্তনের সংগে সংগে কোন্ কোন্ শব্দের বিকার হইয়াছে। সুতরাং বানানেরও হইয়াছে এবং মূলশব্দটি ভিন্ন রূপ পাইয়াছে। অধিকাংশ পরিবর্তন সংস্কৃতপ্রাকৃত নিয়মানুসারে ঘটিয়াছে এবং লিখিত ভাষায় স্থান পাইয়াছে। কএকটি শব্দ এখনও লিখিত সাধুভাষায় চলিত হয় নাই, গ্রাম্য লোকের লেখায় এবং তাহাদের মুখে মুখে আছে। যে শব্দ শব্দকল্পদ্রুমে পাইব, তাহাকেই সংস্কৃত বলিয়া গণ্য করিব। সে শব্দ প্রাচীন কি অর্বাচীন সংস্কৃত, তাহার বিচার করিব না। কোশাধ্যায়ে সংস্কৃত ও অন্যান্য কোশের উল্লেখ করা যাইবে। এখানে কএকটি প্রধান সূত্র লিখিত হইতেছে।

### স্বরবর্ণ।

১৮। অন্ত্যস্বর লোপ।

১ম সূত্রে পদান্ত অ-লোপের দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। অ ভিন্ন অন্য স্বরও লুপ্ত হয়। যথা, সং শিলা—শিল; সং ধারা (অস্ত্রের)—ধার; সং আশা—আশ; সং অতিথি—অতিথ; সং ভিত্তি—ভিত; রীতি—রীত; হেতু—হেত (গ্রাম্য); দয়ালু—দয়াল; ইক্ষু—আখু—আখ (ওড়িয়াতে এখনও আখু)। মৈথিলীতে অন্ত্যস্বর প্রায় লুপ্ত হয়। এইরূপ, বাংলাতেও অত্যন্ত পরিচিত শব্দের শেষ স্বর লোপ করিবার চেষ্টা আছে। শেষ স্বর পর্যন্ত উচ্চারণ করিবার যেন ধৈর্য থাকে না।

১৯। মধ্যস্বর লোপ।

তিন ব্যঞ্জনজাত শব্দের শেষ বর্ণে অ ভিন্ন স্বর থাকিলে মধ্যবর্ণের আ ভিন্ন স্বর প্রায়ই গ্রস্ত বা লুপ্ত হয়। যথা, ধরণা—ধর্‌ণা (ধর্ণা—ধন্না, ৪৫সূঃ); কাটনা—কাট্‌না; সরিষা—সর্ষা (সর্ষা); পানীতা—পান্‌তা (ভাত); উলুটা—উল্‌টা; গা-মোছা—গাম্‌ছা। সং পরীক্ষা—পরখ; সং সহিত—সহত—সাথ। এই সূত্রানুসারে বহু শব্দের মধ্যস্থিত ই উ কথিত ভাষায় গ্রস্ত হইয়া থাকে। বলিলে—ব'ল্‌লে; যাইবে—যাবে; ইত্যাদি (২০ সূঃ দেখ)। কিন্তু, রোগাটে, আটাস্তে ইত্যাদি যে সকল শব্দের দ্বিতীয় বর্ণে আ আছে, সে আ গ্রস্ত হয় না। কিন্তু, সং পতাকা—গ্রাং পতকা (যথা, শূংপুং)।

২০। কুটিল অ, আ। (১)

শব্দের মধ্যস্থিত ই উ গ্রাসে পূর্ব্ব স্বর অ আ-কারের কুটিল উচ্চারণ হয়। যথা, আজি—

আঁজ ; পাংশু—পাঁশ ; চালু ( প্রাচীন রূপ )—চাউল—চাল ; ইত্যাদি। দেখা যায়, গ্রস্ত ই উ স্থানে ঈষৎ ই উচ্চারিত হয়। দালি—দাইল ( স্বরের বিপ্রকর্ষ )—দাল। ই স্থানে অ আকারের কুটিল উচ্চারণ জানাইতে ইকারের মাথায় শৃংগ ( ˋ ) চিহ্ন দেওয়া গেল। কেহ কেহ মাথায় ( ' ) চিহ্ন দিয়া থাকেন। কিন্তু 'কমা' চিহ্ন অপেক্ষা শৃংগ-চিহ্ন ভাল বোধ হয়। যাহা হউক, কোন্ন এক চিহ্ন দেওয়া আবশ্যক। কালি—কাল ; খলি—খইল—খল ; নারিকেল—নারকেল ; চারি—চার ; ধাতু—ধাত। নতুবা চাল, দাল বা ডাল, খল, চার উচ্চারিত হইবার আশংকা থাকে এবং তখন তদ্দ্বারা ভিন্ন অর্থ প্রকাশিত হয়। কল্য ( কাল ) কদাপি কাল উচ্চারিত হয় না। নব্য বালক ও যুবকেরা আজ কাল উচ্চারণ করিতেছে, কিন্তু তাহা শুদ্ধ কিংবা দেশের প্রচলিত উচ্চারণ নহে। এই সূত্রানুসারে কথিত ভাষায় সরিষা—সর্ষা ( সর্ষা নহে ), মহিষ—মইষ—মষ ( মষ নহে ), নারিকেল—নারকেল ( নার্কেল নহে )। বলিলে—বাস্তবিক বলে, হইল—হল ( হোলো নহে, পূর্ব কালের বানান, হল্য ; যথা, মাণিকে, 'বায়ে হল্য মহীপুত্র' ; আরও প্রাচীন, হইলা ; তুং ওং হেলা )।

২১। আদ্যস্বর লোপ।

যথা, সং অতসী—তসী—তিসী ; সং অলাবু—লাউ, সং অবলম্ব—বলম—ওলম, সং উডুম্বর—ডুম্বর—ডুমর—ডুমুর, সং অভ্যন্তর—ভ্যন্তর—ভিতর, সং উপানহ—পানহ—পানই (কৃত্তিবাসে ; হিং পনহী )। উদাহরণের প্রত্যেক শব্দেই আদ্যস্বরলোপ ব্যতীত অন্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই সকল পরিবর্তনের সূত্র যথাস্থানে পাওয়া যাইবে। এখানে শব্দগুলি সূত্রভারাক্রান্ত করা হইল না।

২২। অ—আ।

অকারান্ত সংযুক্ত ব্যংজনের একটির লোপ হইলে পূর্বস্থিত অ স্থানে আ হয়। যথা, সং হট্ট—হাট ; সর্প—সাপ ; হস্ত—হাথ ( বা হাত ) ; রক্ষা—রাখা। সংস্কৃতে সংযুক্ত ব্যংজনের পূর্বস্বর দীর্ঘ উচ্চারিত হয়। অ দীর্ঘ করিতে গিয়া আ আসিয়াছে। কিন্তু মনে রাখা কর্তব্য, বর্তমান বাংগলায় অকারের দীর্ঘ আকার নহে ( ৩য় পরিচ্ছেদ দেখ )। বোধ হয় পূর্বকালে বাংগলায় অকারের দীর্ঘ আকার ছিল।

কোন্ন কোন্ন শব্দের বর্ণ পরিবর্তিত হইলেও পূর্বস্থিত অ স্থানে আ হয়। যথা, সং অংক—আঁক ; সং বংচ ধাতু—বাঁচ ধাতু ; সং কণ্টক—কাঁটা ; দন্ত—দাঁত ; অংশু—আঁশ ; ভক্ত—ভাত ; অশ্বত্থ—আশোদ বা আশুদ ( রাঢ়ে ), ইত্যাদি। সং অম্ল—অম্বল—কলিকাতায় আম্বল। পরে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

২৩। অ—এ।

সংস্কৃত নকুল—সংপ্রাং নেউল, বাং ওং নেউল ; সং শয্যা—সংপ্রাং সেজ্জা, বাং শেজ ( চণ্ডীদাসে শেজ, ঢাকায় সেইজ, রাঢ়ে নাই ) ; সং বল্লী—সংপ্রাং বেল্লী, বাং বেলী বা বেল

(ফুল); সং কন্দুক—সংপ্রাং গেঁডুঅ,-বাং গেঁদা (ফুল), সং খর্জুর—খাজুর—খেজুর। কতকগুলি শব্দের আদ্য অকার এ উচ্চারিত হয়, কিন্তু লিখনে প্রচলিত হয় নাই। যথা, ক্ষমা—খেমা, অক্ষম—অক্ষেম, ক্ষণেক—খেনেক, যখন—যেখন (উং জেখন) ইত্যাদি (৪ সূত্রঃ দেখ)। এইরূপ, আদ্য বর্ণে র্ ফলা থাকিলে তাহার বিকারে অ প্রাকৃত উচ্চারণে এ হয়। যথা, প্রস্রাব—পেস্‌সাব বা পেচ্‌ছাব (৪১ সূঃ); গ্রহ—গেরু; গ্রহণ—গেরণ (মং গিরাণ); প্রণাম—পেন্নাম—পেনাম (গ্রাং); ইত্যাদি।

২৪। অ—ও, ও—অ।

সং খস—বাং খোস (পাচড়া); সং অসার—বাং ওসার (বিস্তার)। সং গোধূম—বাং গম (ওং গহম্, হিং গেহূঁ, মং গোহূঁ); সং (অংগুলী-) মোটন—বাং মটকানা; সং গৌঃ—গৌর—গোউর্—গোরু বা গরু; দোড়ী (সং ডোর হইতে)—দড়ী; প্রাচীন বাং বোলি—বলি; ইত্যাদি।

২৫। আ—এ।

৵৹ সং খর্জ্জুর—খাজুর—খেজুর (রাঢ়ে); সং বংগা, বংগন (কিংবা বাতিংগন)—তেং বংগা, হিং বৈংগন, মং বৈংগন, ওং বাইগণ্, পূর্ববংগে বাইগন, শূন্যপুরাণে বাগন, প্রাচীন বাং ব্যগন, এখন রাঢ়ে বেগুন; সং খাত্র—বাং খাই—খেই—খি (গ্রাং); সং তলাচী—বাং তালাই—তেলাই (গ্রাং); সং আলুলিত—বাং এলো; (ক্রিয়া) আইলে—এলে; ইত্যাদি। কলিকাতায় বার (বাহির)—বের; বাঁকা—বেঁকা; টাকা—টেকা (রাঢ়ে গ্রাং), বাখারী—বেকারী (কলিকাতায় গ্রাং); ইত্যাদি।

৶৹ পরে পরে দুইবার আ থাকিলে প্রথম আ স্থানে এ হয়। কোন্ কোন্ শব্দে দুই আ স্থানে দুই এ হয়। যথা, হাংডীশাল—হাঁশাল—হেঁশেল; গাঁজাল—গেঁজাল বা গেঁজেল; ভাঁজাল—ভেজাল (উং ভজাল)।

৷৹ বাংগলা শব্দে ই পরস্থিত আ-কার এ উচ্চারিত হয়। যদিও এই বিকার রাঢ়ে ঘটিয়া থাকে, ভাষার গতিক দেখিলে ইহা কালে অন্যত্রও ঘটিবে বোধ হয়। যথা, মিঠা—মিঠে, চিঁড়া—চিঁড়ে।

।৹ কথিতভাষায় ক্রিয়াপদসংক্ষেপে আ স্থানে এ সর্বদা করা হইয়া থাকে। প্রথম বর্ণে অ এবং দ্বিতীয় বর্ণে ইআ বা ইয়া থাকিলে অ-কার ও (বাস্তবিক কুটিল অ ২০ সূঃ), এবং ইয়া ( ) হয়। যথা, করিয়া—(প্রাচীন) কর‍্যা (পূর্ববংগে এখনও কর‍্যা)—কোর‍্যো; হইয়া—হয়্যা—হোয়ে; বলিয়া—বল্যা—বোল্যে; ইত্যাদি। এ সকল স্থলে য্-ফলার সংস্কৃত উচ্চারণ মনে রাখিতে হইবে।

।৵৹ প্রথম বর্ণে আ এবং পরে ইআ বা ইয়া থাকিলে আ স্থানে এ এবং ইয়া স্থানে ( ) হয়। যথা, রাঁধিয়া—(প্রাচীন) রান্ধ্যা—রেঁধো; বাড়িয়া—বাড়্যা—বেড়ো; কান্দিয়া—

কান্দ্যা—কেঁদে ; ইত্যাদি। করাইয়াছি, পাঠাইয়াছি ইত্যাদি—করিএছি, পাঠিএছি। এই প্রকার শব্দ করেছি, পাঠেছি, ইত্যাদি লিখিলেও চলিত।

এইরূপ, মাটি+আল—মাট্যাল—মেটেল ; মাটি+ইআ—মাট্যা—মেটে ; মাঝ্যা—মেঝো ; ইত্যাদি। তদ্ধিত প্রকরণে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

।৶৹ প্রথম বর্ণে ই কিংবা উ এবং পরে ইআ বা ইয়া থাকিলে ইআ ইয়া স্থানে ে া হয়, কিন্তু প্রথম স্বরের পরিবর্তন হয় না। যথা, মিশিয়া—মিশে ; কুটিয়া—কুটো। কুষ্ঠ+ইআ—কুঠিয়া—কুঠো ; তিল+ইআ—তিলিয়া—তিলো, ইত্যাদি।

।৶৹ আ পরে এ থাকিলেও আ স্থানে এ হয়। যথা, চাউলের—চালের—চেলের (রাঢ়ে গ্রাং ; যথা, মাণিকে, 'একলের চেলের অন্ন এক গ্রাসে খাই।') ; জাতির বিচার—জেতের বিচার। এইরূপ পরিবর্তন গ্রাম্য বটে, কিন্তু এখন শুদ্ধাশুদ্ধির কথা নহে। রাঢ়ে শব্দবিকারের ধারা দেখা যাইতেছে। তা ছাড়া, কোথায় গ্রাম্য উচ্চারণের শেষ এবং কোথায় সাধু উচ্চারণের আরম্ভ, তাহা বলা দুষ্কর।

কৃত্তিবাসে আসিয়া খাইয়া হাসিয়া ইত্যাদি এস্তে, খেয়ে, হেস্তে হয় নাই। কবিকংকণেও প্রায় নাই। মাণিকে ও ভারতচন্দ্রে দুই রূপই পাই। অতএব গত দুইশত বৎসরের মধ্যে আকারের একারে পরিবর্তনের খরস্রোত বহিয়াছে। কৃত্তিবাসে, কবিকংকণে, মাণিকে খাজুর (খর্জুর)। তখনও খেজুর হয় নাই। ভারতচন্দ্রে 'মাথা খেতে আলি মোর।'—তখনও এলি হয় নাই, কিন্তু খেতে হইয়াছে। এইরূপ পরিবর্তন পূর্ববংগের বহুস্থানে অদ্যাপি অজ্ঞাত। রাঢ়ের যে সকল বাংগালী দুই তিন শত বৎসর পূর্ব হইতে ওড়িশা-প্রবাসী হইয়াছেন, তাহাঁরাও প্রাচীন আ একেবারে ছাড়িতে পারেন নাই। কিন্তু বহুকাল হইতে আকার একারে পরিবর্তনের চেষ্টা চলিতেছে, তাহা শূন্যপুরাণ দেখিলে বুঝিতে পারি। যথা,

ঠাকুর বোলেন ভক্ত সহ জিজ্ঞাসিএ।
কেবা জনম দিআ আইল কুথাঅ থাকিএ॥

২৬। আ—ও।

/৹ বাংগলা শব্দে উ পরস্থিত আকার ও উচ্চারিত হয়। যথা, খুড়া-খুড়ো ; কুব্জা (কুব্জ)—কুজো।

৵৹ অআকারান্ত শব্দের পরে উআ বা উয়া আসিলে উআ উয়া স্থানে ও হয়। যথা জল+উআ—জলুয়া—জলো ; টক+উআ—টকুয়া—টকো ; কবা+উআ=কবুয়া—কবো ; দলা+উআ—দলুয়া—দলো ; ইত্যাদি। পরে ও থাকাতে পূর্ব অ ঈষৎ ও-কার উচ্চারিত হয়।

৶৹ শব্দের আদিতে আ থাকিলে এবং পরে উআ বা উয়া আসিলে আ স্থানে এ, এবং উআ উয়া স্থানে ও হয়। যথা, আখ+উআ—আখুয়া—এখো ; মাঠ+উআ—মাঠুয়া—মেঠো ; ইত্যাদি। তদ্ধিত-প্রকরণে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

২৭। ই—এ।

কোন্-কোন্ সংস্কৃতশব্দে ই এ, উ ও বিকল্পে হয়। যথা, লিখন লেখন, মিলন মেলন, দ্যুতি দ্যোতি। সংস্কৃতপ্রাকৃতে একার ওকারের প্রাধান্য ছিল। পরে সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকিলে পূর্বের ইকার এ, এবং উকার ও হইত। যথা, সং বিল্ল—সাংপ্রাং বেল্ল, বাং বিল (গর্ত); সং চিহ্ন—সংপ্রাং চেণ্হ, বাংপ্রাং চেন্হা। বাংগলাতেও এইরূপ পাওয়া যায়। সং বিল্ব—বাং বেল; সং হিক্কা—বাং হেচকী; সং খদির—বাং খএর (ওং খইর); সং খিংখরী—বাং খেংগরা; সং বিড়াল—বাং বেড়াল বা বেরাল। শিখে মিশে ইত্যাদি রাঢ়ে শেখে মেশে। গ্রাম্যভাষায় ছিলু—ছেলু, লিপ্সা—লেপ্সা, হিম—হেম। বিপরীত পরিবর্তনও ঘটে। রাঢ়ে গ্রাম্য সি (সে), নরিন্দ (নরেন্দ্র) শুনিতে পাওয়া যায়।

২৮। উ—অ।

সং মুকুট—সংপ্রাং মকুট, হিং মকুট, বাং মকুট—মটুক (বর্ণবিপর্যয়ে, ৫৯ সূঃ) সং মুকুল—মকুল—বকুল—বউল (রাঢ়ে এইখানেই শেষ; মধ্যবংগে বৌল—বোল, হিং বৌল)। সংস্কৃতকোশে মুকুট মকুট; মুকুর মকুর; মুকুল মকুল; ইত্যাদি দুই-প্রকারই পাই।

২৯। উ—ও, ও—উ।

/০ সং পুস্তী—সংপ্রাং পোত্থী, ওং হিং মং পোথী, বাং পুথী (বা পুঁথী); সং পুষ্কর—সংপ্রাং পোক্খর, ওং পোখরী, কবিকংকণে পোখর, এখন পুকর বা পুকুর। এইরূপ, সং কুদ্দাল—কোদাল; সং ধূম—ধুআঁ বা ধোঁআঁ; সং কুত্র—কোথা; বুভুক্ষা—ভোখ (হিং); ইত্যাদি। শূন্যপুরাণে তুমার (তোমার), কুথাকার (কোথাকার), কুন আজ্ঞা (কোন্ আজ্ঞা), ইত্যাদি। বাঁকুড়া জেলায় অদ্যাপি এইরূপ উ পাওয়া যায়।

৴০ কোন্-কোন্ সং শব্দের উ স্থানে অন্য স্বর আসিয়াছে। যথা, সং ক্ষুধা—খিধা—খিদে (২৩ সূঃ, ক্ষ—খিঅ; সুতরাং ক্ষুধা—খিউধা, এইরূপ উচ্চারণ ওড়িয়াতে আছে; খিউধা—খিধা, উ-লোপে); সং ক্ষৌর (কর্ম)—খেউরি (ক্ষৌ—খেঅউ—খেউ, অ-লোপে); সং উন্দুর—ইঁদুর; সং উংকুণ—ইকুন (কোন্ কোন্ স্থানে); সং নুপুর—বাং হিং নেপুর; সং শূল—শেল (লক্ষ্মণের শক্তিশেল, সং শৈল হইতে?)—শাল (যেমন, গাজনে শালে ভর)।

৶০ কোন্ কোন্ সংস্কৃত শব্দের ও স্থানে উ হইয়াছে। যথা, সং কোল—বাং কুল, সং ওড্রদেশ—ওং ওড়িশা বাং উড়িষ্যা; সং ভোজ্য—ভুজ্জি (প্রাং)।

৩০। ঋ—রি, ই।

সং ঋণ—সংপ্রাং রিণ, বাংগলাতেও বাস্তবিক রীন (মং রীণ)। সং বৃদ্ধ—সংপ্রাং বঢ্ঢ, বুঢ্ঢ—বাং বুড়া; সং ঋজু—সংপ্রাং রিজ্জু-উজ্জু—বাং রিজু, রুজু; সং ঋষি—সংপ্রাং রিসো, ইসো—বাংপ্রাং রিসি (শূং পুং রিষি)। ব্যঞ্জনে অসংযুক্ত ঋ বাংগলাতে রি, এবং

সংযুক্ত ঋকার ই হয়। যথা, সং তৃণ—বাংপ্রাং তিন্ন ; সং ঘৃত—বাং ঘি (ওং ঘিঅ) ; সং কৃষ্ণ (বিষ্ণু)—সংপ্রাং কিণ্‌হো, কণ্‌হো—বাং কানাই ; সং মৃগ—বাংপ্রাং মিগ্‌ (যথা, শূংপুং) ; সং দৃষ্টি—দিষ্টি (কবিতায় দিঠি) ; সং শৃংখল—শিকল ; সং বৃত্তি—বিত্তি ; সং গৃহিনী—গিইনী, গিন্নী (নকার দ্বিত্ব দেখিয়া বোধ হয় গৃহিনী—গিরিনী—গির্নী—গিন্নী) ; সং চমৎকৃত—চমৎকিত (কৃত্তিবাসে অরণ্যে), চমকিত ; শৃগাল—শিআল ; জামাতৃ—জামাই (ত লুপ্ত)। কোন্ কোন্ বাংপ্রাং শব্দে ঋকার রি হয়। যথা, হৃদয়—রিদয় (সংপ্রাং হিঅঅ, বাং কবিতায় হিয়া) ; হৃষিকেশ—রিষিকেশ (হ লোপ)। রি স্থানে ইর্ হইতে পারে। যথা, কৃপণ—কির্‌পন—কিপ্‌পন (রেফ বলিয়া দ্বিত্ব ৪৫সূঃ) ; তৃষা—তির্‌ষা বা তির্ষা ; ঘৃণা—ঘির্‌না—ঘিন্না—ঘেন্না। সং মৃ কৃ ধাতু হইতে ম্রিয়তে, ক্রিয়তে হয়। অর্থাৎ ঋ স্থানে রি। মন্ত্রী মন্তৃ, কৃমি ক্রিমি, তৃণ ত্রিণ, দুই প্রকার বানান সং কোশেও দেখিতে পাই।

৩১। অই—ঐ, অউ—ঔ।

বাংগলাতে ঐ ঔ উচ্চারণ বিকৃত হইয়া অই অউ হইয়াছে। ফলে অই স্থানে ঐ, এবং অউ স্থানে ঔ বানান পাওয়া যায়। যথা, সং অদস্—অঅ—অই (স্ লুপ্ত, দ স্থানে অ হইয়া অ স্থানে ই ; তুং চটক—চড়অ—চড়ই)—ঐ ; সং দধি—দই (বা দৈ) ; সং মদিকা—মই (বা মৈ)। তেমনই, সং মধু—মউ (বা মৌ, ওং মহু) ; সং বধূ—বউ (বা বৌ, ওং বহু) ; সং চতুর—চউ (বা চৌ, যেমন চৌদিকে) ; সং দ্রু ধাতু (গতি)—দউড় ধাতু (আমরা লিখি দৌড়) ; ইত্যাদি।

৩২। ঐ—এ, ঔ—ও।

সং প্রাং-তে ঐ ঔ ছিল না, বাং প্রাং-তেও নাই। বাং-শব্দেও নাই বলিতে পারা যায়। কারণ কৈলাস উচ্চারিত হয় কইলাস, গৌর—গউর, চৈত্র—চইত্র। কোন্ কোন্ সং শব্দের ঐ স্থানে এ, ঐ স্থানে ঔ হইয়াছে। যথা, সং কৈকেয়ী—বাংপ্রাং কেকয়ী ; সং কৈবর্ত-বাং ওং কেঅট ; সং তৈল—তেল ; সং ঔষধ—ওষুদ ; সং গৌর—গোরা ; সং ধৌতি—ধোতি (হিং ; মং ধোতর)—ধুতি (আশ্চর্য, শূন্যপুরাণে ধৌতি ; যথা, কেমন বরন আপুনি কেমন পরিছ ধৌতি) ; সং রৌদ্র—রোদ।

কিন্তু কোন্ কোন্ সং শব্দের অন্ত্যস্বর স্থানেও ঐ ঔ আসিয়াছে। যথা, সং নূতন—নৈতন, নৌতন (যথা, শূন্যপুরাণে, ওং, বিদ্যাপতি 'নৌতুন লেহ' (স্নেহ) ; এখানে নূতন—নউতন (স্বরের বিপ্রকর্ষ)। তেমনই, সং নিরাশ—নৈরাশ (যথা, চণ্ডীদাসে, অবলার আশ না কর নৈরাশ)। সং নিরাকার—নৈরাকার, সং—যৌবন—যৈবন (প্রাং), সং নৌ—না (বা লা, ওং লাহা) ; না হইতে বাং নাঅড়িয়া বা নাউড়্যে (নাবিক)।

৩৩। স্বর আগম ও বিপ্রকর্ষ।

অল্প কএকটি শব্দের মাঝে স্বর আগম হইয়াছে। যথা, সং মল—মঅল ; মঅল+আ—ময়লা, হিং মৈলা। সং শির—শিঅর ; সং কাল, বর্ণবিপর্যয়ে কলা—কয়লা, হিং

কোইলা, ওং কচ্চা। শূন্যপুরাণে স্বর আগমের অন্ত উদাহরণ পাওয়া যায়। যথা, অনেক—অহণেক, জনা যাত্রী (প্রত্যেক যাত্রী)—জঅনা যাইতি। এ সকল স্থলে উচ্চারণ অনুসারে বানান করাতে স্বরের আগম হইয়াছিল।

কোন্ কোন্ শব্দের স্বর বিপ্রকৃষ্ট হইয়াছে। প্রাচীন বাং চালু—চাউল; আজি—আইজ—আজ; কালি—কাইল—কাল; সং খলি—খইল—খল; সং কিট্ট—কাইট—কাট; সং আলি—আইল—আল। পূর্ববংগের কইর‍্যা (করিয়া), বইস্যা (বসিয়া), ইত্যাদি এইরূপ।

৩৪। ব্যংজন আগম।

সং ওষ্ঠ—বাং ঠোঁট, হিং ওঁঠ হোঁঠ, মং হোট হোঁট, ওং ওঠ। (বোধ হয়, সং অধরোষ্ঠ হতে রোষ্ঠ—ঠোঁট)। ওঝা—রোঝা—রোজা (রাঢ়ে); উপকথা—রূপকথা (নদীয়ার); উই—রুই (বংগের কোন্ কোন্ স্থানে, রাঢ়ে নহে)। এইরূপ, কোন্ কোন্ স্থানে আশু (নাম)—রাশু হইয়াছে। মুর্শীদাবাদে একটা কথা আছে, 'আম বাবুর বাগানের রাম যেমন রেঁশো (আঁশুয়া) তেমনই রম্বল (অম্বল)।' কথাটা সত্য হউক না হউক, নদীয়ায় (মেহেরপুরে) রাধিকা—আধিকা, রামায়ন—আমায়ন হইয়াছে। অনেক শব্দে আদ্য-স্বরের সহিত হ্ যুক্ত হইয়াছে। যথা, সং অত্র—সংপ্রাং এত্থ, বাং এথা বা হেথা; সং অল—বাং হুল; সং আবেশ—বাং হাবেশ (কবিকং); আঁঠু—হাঁটু; সং এরংড—হেরংড—ভেরেংডা (হ স্থানে ভ, ৩৭সূঃ; নদীয়ায় র লোপে ভেংডা)। কবিকংকণে, 'পথে যাইতে সদাগর লাগিল উচ্ছটা'; উচ্ছটা এখন উছট, হুচট দুইই শোনা যায়। আছাড়—কাছাড়; যথা, মাণিকে, 'শরণে কাছাড় খেয়ে সর্ব্বাঙ্গেতে কড়া' (শরণে=যুদ্ধে)। হিন্দী-প্রভাবে কোন্ কোন্ শব্দের মাঝে ল্ আগম হইতেছে। যথা, চোআনা হইতে চোলাই, সেঁআ হইতে সেলাই (চৈতন্যচরিতামৃতে এবং অদ্যাপি রাঢ়ে কাপড় সেঁআ), ধোআ হইতে ধোলাই। ধু ধাতু হইতে ধুঅনী ও ধুচনী দুই শব্দ পাইয়াছি (ধুঅনী—যে নারী ধোয়, ধুচনী—যাহাদ্বারা ধোয়)। বিদ্যাপতি ও চংডীদাসে শু ধাতু (শয়ন) শুত ধাতু হইয়াছে। এইরূপ বোধ হয় সং পট্টী হইতে পাড়ী—পাঅড়ী—পাগড়ী; এবং পাগড়ী শব্দের ড়ী গিয়া পাগ। সং পর্বত হইতে পাহাড় না হইতে পারে। সং পাটক কিংবা পার হইতে পুকুরের পাড়; গ্রাম্য লেখকেরা পাড় শব্দ শুদ্ধ করিয়া পাহাড় লেখে। অর্থাৎ পাড়—পাআড়—পাহাড়। পর্বত শব্দের বিকারে পাহাড় না আসিতে পারে এমন নয়; এমন কি সং পাষাণ শব্দ হইতেও আসিতে পারে; সং পাষাণ সংপ্রাং পাহাণ, এবং ণ স্থানে ড় হইতে পারে (৩৮সূঃ)। কিন্তু পাড় কিংবা পাষাণ হইতে আসা সহজ। তা ছাড়া পাহাড়-পর্বত সহচর শব্দ আছে। সহচর শব্দের দুইটি শব্দই প্রায় স্বতন্ত্র। ওং পহাড়, হিং পহাড়, মং ডোংগর। ওং-তে পহাড়, বোধ হয়, হিন্দী হইতে আসিয়াছে। অতএব পাহাড় শব্দ হয় বাংগলা, না হয় হিন্দী। মাঝে হ্ দেখিয়া বোধ হয় মূলে হিন্দী। মূল হিন্দী হইলে পাড় হইতে পাহাড় আসা অধিক সম্ভাবনা।

## অসংযুক্ত ব্যঞ্জন।

### ৩৫। কগ চজ তদ পভ য ব লোপ।

সংস্কৃত-প্রাকৃতে অনাদিভূত অসংযুক্ত ঐ সকল ব্যঞ্জনের প্রায়ই লোপ হইত। বাংগলাতেও হয়। যথা, সং নিকট—নিঅড়—নিয়ড় (বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তি, কবিকং); সং অন্ধকার—অন্ধআর—অন্ধার ( ওং )—আঁধার ; সং নকুল—নউল—নেউল ; সং দেবকুল—দেঅউল—দেউল ; সং সাগর—সাঅর—সায়র ( যথা, মাণিকে, 'সুখের সায়রে ভাসে দিবস রজনী' ) ; সং ভগিনী—ভইনী ( ওং ভঅণী )—বইন বা ব'ন ( হিং বহীন ) ; সং দ্বিগুণ—দিউন—দুন ( ৪৭ সূঃ ) ; সং সেচনী—সেঅনী ( গ্রাং সিউনী, ওং সেণী ) ; সং রাজ ( ন্ )—রাঅ—রায় ; সং রাজি ( রাজিকা )—রাই ( সরিষা ) ; সং রাজ্ঞী—রাণী ( ঞ উচ্চারণে ণি তুল্য ) ; সং বাতুল—বাউল ; সং বিতান—বিআন ; সং মাতা—মাআ ( চণ্ডীদাসে, সো চান্দ বদনে ফিরি না চাহলি তো বড়ি নিঠুর মায়্যা )—মায়া—মেয়ে ( ২৫ সূঃ ), হিং মৈয়া ( উং মায়া ), এবং সং মাতৃ শব্দ হইতে হিং মং মাঈ, ওং মাই, বাং মাদী ; সং গাত্র—গাত্ত ( বিদ্যাপতি )—গাঅ—গা ; সং বদন—বঅন—বয়ান ( তুং নয়ন—নয়ান ) ; সং ছেদনী—ছেঅনী—ছেনী ; সং বপন—বঅন—বয়ন ; সং নবদ্বীপ—নঅদীঅ ( শূং পুরাণে, নঅদীব ( ৩৯ সূঃ )—নদীআ ; সং দীপশলাকা—দীঅ-শলাআ—দিয়াশলাই ; সং সুভগা—সুহআ—সুআ ; সং দুর্ভগা—দুহআ—দুআ ; সং বায়ু—বাউ ( গ্রাং ), বাই ( তুং আয়ু—আই ) ; সং যবানী—যআনী—যোআন ; সং জীব—জীঅ—জীউ ; সং দেবর—দেঅর ; সং নবনী—নঅনী—ননী।

সংস্কৃত শব্দের শেষের ক প্রায়ই আ হইয়াছে। যথা, ঘোটক—ঘোড়া ; পেটক—পেড়া ; বটক—বড়া ; পাটক—পাড়া ; মোদক—মোঅআ—মোআ ; গোপালক—গোআলা।

### ৩৬। হ লোপ।

অসংযুক্ত স্বরবর্ণে হ্ আগম পাইয়াছি (৩৪ সূঃ)। কোন্ কোন্ শব্দের হ্ লোপও হয়। যথা দহি ( দধি )—দই ; বিবাহ—বিভা ( ব পরে হ থাকাতে ভ ; ৪৩ সূঃ )—বিআ—বিয়া—বিয়ে ( ২৫ সূঃ ) ; বহা—বআ—বয়া ( বহন ) ; ঘাহ—ঘাঅ—ঘা ; করহ—করঅ—কর ; ফলাহার—ফলার ; বাহার—বায়ার ; ব্যবহার—ব্যভার ; তাহারা—তারা ; লোহা—লোআ ; ইত্যাদি।

### ৩৭। খ থ ধ ভ শ ষ স—হ।

যথা, মুখে—মুঁহে—মুঞে ( যথা, গালিতে, মুঞে আগুন ; কবিকংকণে, 'তুলিয়া আছাড়ে ভুঞে, শোণিত নিকলে মুঞে, দুই অঙ্গে বহে ঘাম জল' ) ; তেমুখ-পানি—তেমুহানি—তেমু-আনি ; সং সখী—সহী—সই ; কথ (ধাতু)—কহ (ধাতু) ; থর-থরি—থরহরি ( যথা, বিদ্যাপতি, থির নাহি হোয়ত থরহরি কাঁপে ) ; সং দধি—দই ; সং মধু—মহু ( ওং )—মউ ; সং সাধু—

সাহু (উপাধি) ; সং সৌভাগ্য—সোহাগ—সোহাগা ; শ্বশুরী—শাউড়ী ; সং গোশালা—গোহাল ; সং কার্ষাপণ—কাহন ; সং মাস—'মাহ ; ইত্যাদি। ইহাদের সহিত সং ভবন্তি ( ক্রিয়া )—পালি হোন্তি, ওং হুঅন্তি, বাং হয়ন ( হঅন )—হএন বা হয়েন ; মৈথিলী ও প্রাচীন বাং ভেল—হৈল, ইত্যাদি তুলনা করা যাইতে পারে। সংস্কৃত কোশে হরিত ( বর্ণ ), ভরিত—দুই রূপই আছে। এই সূত্রের :বিপরীত, হ্ স্থানে ভ হয়। যথা, ব্রাহ্মণ—ব্রাম্ভন ( প্রাং বাম্ভন—বামন—বামুন ) ; ( রাত্রি ) প্রভাতিল—পহাইল ; সং রহস্য—রভস ( বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস )।

৩৮। ট ঠ ড ঢ দ ন র ল।

সংস্কৃত-প্রাকৃত কোন্ কোন্ শব্দে ট ঠ ঢ ণ দ ম র ল বর্ণের পরিবর্তনে ড হইত। এইরূপ পরিবর্তন সংস্কৃতেও পাওয়া যায়। এখানে বাংগলায় উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। যথা, সং ঘটী—ঘড়ী ( যেমন, চারি ঘড়ী বেলা ) ; সং ঘাট—ঘাড় ; সং বধুটী—বউড়ী ; সং কুঠার—সং প্রাং কুঢার—কুড়াল বা কুড়ল ; সং পঠতি—সং প্রাং পঢই—পড়ে ( বিদ্যাপতিতে, অব হি মদন পঢায়ব পাঠ ) ; সং শ্রেণী—শিঁড়ী, ( ওং সেণি, হিং সীঢ়ী বা নিসেনী, মং শিডী বা নিসণ=সং নিশ্রেণী বা নিশ্রয়ণী ) ; সং দর—ডর ; সং দংশ—ডাঁশ ; সং দোর—ডোর ( সূতা ) ; সং নগ্ন—লাংটা ( বা নেংটা, অন্য রূপ নেড়া, অন্য শব্দ উ-লংগ ; বাং নেড়া ওং লণ্ডা ; বাং নাংটা মং নাগডা হিং লংগা ; ইহাতে উ আগম হইয়া উনংগা—উলংগ ; কিংবা উৎ-লংগ হইতে উল্লংগ—উলংগ ( কোশ দেখ ) ; সং হরিদ্রা—সংপ্রাং হলদ্দা—বাং হলুদ ; সং অপসারি (ধাতু)—বাং আছাড় (ধাতু) ; সং অন্তরাল—বাং আড়াল ; সং নালী—নাড়ী ; সং দাড়িম্ব—বাং ডালিম ; সং বাতুলি—বাং বাদুড় ; ইত্যাদি। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে অনেক শব্দে ল স্থানে র আছে। যথা, কাজর ( কাজল ), কোর ( কোল ), বিজুরী (বিজুলী)। গ্রাম্য ভাষায় ড স্থানে ল হইয়া থাকে। যথা, সং সুরংগ বাং সুড়ংগ, গ্রাং সুলংগ (কৃত্তিবাসে)· ( তুং সং সরিল=সং সলিল )। ড র ল—এই তিন বর্ণের পরস্পর পরিবর্তন সংস্কৃত শব্দেও আছে। জর=জড=জল ; চর=চল ( বাং চড় ধাতু ) ; গুল=গুড় ; অরকৃত=অলকৃত। রলয়োরভেদঃ সূত্র হইতে ওড়িয়া ও মরাঠীতে দুই প্রকার ল কারের এত আধিক্য হইয়াছে। সং বাং জল—ওং জল, মং জল বা জল। ড এবং ল এর উচ্চারণ মিশিয়া ল়কার হইয়াছে। পূর্বকালে সংপ্রাকৃতে ণকারের আধিক্য ছিল, এবং তাহার উচ্চারণও ঠিক ছিল। এই উচ্চারণে ঈষৎ ড আসে। এই হেতু সংস্কৃত দুই পাঁচটা শব্দের ণ ন স্থানেও বাংগলাতে ড পাই।

৩৯। ক—খ, চ—ঝ, ট—ঢ, ত—ধ, প—ভ।

বর্গের প্রথম চারি বর্ণের উচ্চারণে সাদৃশ্য আছে। এই হেতু কথিতভাষায় উহাদের পরস্পর পরিবর্তন হইতে দেখা যায়। যথা, সং কাক—কাগ ; সং কবল—খাবল, খামল ; কজল—কল (যেমন, গোরুর এক কল ঘাস) ; সং শাক—শাগ ; সং আকাশ—আগাশ (গ্রাং) ; সং কারিকরি—

কারিগরি; সং উপকার—উবগার ( গ্রাং ); আখ—আক; বাঘ—বাগ; সং বীজ—বীচ, বীচি ( যথা, কবিকংকণে, 'গৌরীর দশনরুচি দেখিতে দাড়িম্ববিচি মলিন হইল লজ্জাভরে।' ); মাছ—মাচ; করিয়াছি—কোরেচি; মেঝ্যে—মেজো; সাঁঝ—সাঁজ; কাঠি—কাটি ( কৃত্তিবাসে কাষ্ট ); কাঁঠাল—কাঁটাল; বটগাছ—বড়্গাছ; মাথা—মাতা ( কৃত্তিবাসেও ); পাথর—পাতর; আধ—আদ; রাঁধনী—রাঁদনী; সং রেফ—রেপ; গোঁফ—গোঁপ; কাপাস—কাবাস; সং অপগুণ—অবগুণ; সবে—সভে ( সবাকার—প্রাচীন বাং, এবং বর্তমান গ্রাং সভাকার ); নিবানা ( নির্বাণ )—নিভানা ( ওং লিভ ধাতু )।

আদ্যবর্ণ প্রায়ই পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু সং দূর—ধুর ( কলিকাতার ); সং পাশ—ফাঁশ; সং ঘটিত—গঠিত; সং কীল—খীল। ক স্থানে গ, প স্থানে ফ সংস্কৃতপ্রাকৃতেও ছিল। যথা, সং কাক—সংপ্রাং কাগ; সং পাটয়তি—সংপ্রাং ফালেই—বাং ফাড়ে; সং গৃহম্—সংপ্রাং ঘরম্; ইত্যাদি। সংস্কৃত শব্দেও এই প্রকার পরিবর্তন হইত। যথা, কপাট—কবাট; জবা—জপা ( ফুল ); কর্বট—কর্পট, খর্বট ( অমরটীকায় ); শৃগাল—শৃকাল, সৃগাল; ইত্যাদি। এখানে অন্য পরিবর্তনও উল্লেখ করা যাইতে পারে। সংস্কৃতকোশে পাই, নাগরংগ—নারংগ; শ্বেত—শ্বেত; কুশল—কুষল, কুসল; কোশ—কোষ; অভিলাষ—অভিলাস; কৃমি—ক্রীমি; ক্ষেলা—খেলা; ক্ষুর—খুর; ভ্রকুটি—ভ্রূকুটি, ভ্রূকুটি ( অমরে; এমন কি, ভৃকুটি নাকি হয় ); ইত্যাদি। এইরূপ, ই ঈ, উ ঊ, ঋ অর ই, ই এ, ঔ ও, ক গ চ, গ জ, ত ট, স্থ ঠ, শ ষ স, ইত্যাদির পরস্পর পরিবর্তনের চিহ্ন পাওয়া যায়। হয় ত এইরূপ পরিবর্তন সংপ্রাং সময়ে হইয়াছিল। সংস্কৃতভাষাও চিরকাল এক ছিল না। যাহা হউক, দেখা যায়, বাংগলায় যেমন পরিবর্তন পাই, সংস্কৃতেও তেমন পরিবর্তন ছিল। প্রভেদ এই, সংস্কৃতে যে শব্দের ছিল, বাংগলাতে হয় ত সে শব্দের নাই।

উপরের দৃষ্টান্তের অধিকাংশ গ্রাম্য। কিন্তু গ্রাম্য শব্দই কালে সাধু হইয়া পড়ে। দেখা যায়, অনাদিভূত ক ঘ—প্রায়ই গ, খ—ক, ছ—চ, ঝ—জ, ট—ড, ঠ—ট, ঢ—ড, থ—ত, ধ—দ, ফ—প, ভ – ব, হইবার দিকে প্রবণতা আছে। ভিন্ন ভিন্ন বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণও পরস্পর পরিবর্তিত হইতে পারে। ক স্থানে চ,—যেমন সং তির্যক—তেরচা, সং বি-ক্রী (ধাতু)—বেচা; চ স্থানে ক,—সং কুংচিত—কোঁকড়া; জ স্থানে গ,—সং ত্যজ ধাতু হইতে ত্যাগ; ইত্যাদি।

## ৪০। ব—ভ, ওয়া।

হ্ পরে হ্ থাকিলে ব্‌হ্ স্থানে ভ হয়। যথা, ব্যবহার—ব্যভার; বিবাহ—বিভা; জিহ্বা ( বাং উচ্চারণে জিব্‌হা—জিভ ( জীভ ), জিভা। হ্ না থাকিলেও ব স্থানে ভ হয়। যথা, সং বাষ্প—ভাপ, সং গবী—গাভী ( সং গৌঃ (স্ত্রীলিংগ)—সংপ্রাং গাবী হইত; ইহা

হইতেও বাং গাভী মনে করা যাইতে পারে)। সং গভিনী—বাং গাবীন, হাভাত হইতে হাবাতিয়া ইত্যাদি শব্দে বিপরীতক্রম ঘটিয়াছে।

কোন্ কোন্ সংস্কৃত শব্দের ব স্থানে ওয়া হইয়াছে। যথা, সং আবর্ত্তিত হইতে আবর্তিতানা—আওয়াটানা—আওটানা (যেমন দুধ আওটানা); সং নিবর্ত্তিত হইতে নিবর্তিতানা—নেওয়াটানা—নেউটানা (কৃত্তিবাসে নেউটিয়া; ওং লউটি)। খাওয়া, শোওয়া ইত্যাদির ওয়া, বা মনে করা যাইতে পারে। এই হেতু খাবার বেলা=খাওয়ার বেলা, শোবার ঘর=শোওয়ার ঘর, দুই রকমই চলিত আছে। ওড়িয়াভাষা কেবল ব রাখিয়াছে; ওং নেবা—বাং নেওয়া, ওং দেবা—বাং দেওয়া। হিন্দী মরাঠী তেলুগু ভাষায় ব আছে, বাংলা ও ওড়িয়ায় নাই। ফলে হিন্দীর ঘড়ীবালা, ফেরিবালা ইত্যাদি আমরা ঘড়ী-ওয়ালা, ফেরি-ওয়ালা করিয়েছি। বাস্তবিক ঘড়ী-আলা, ফেরি-আলা শুদ্ধ বোধ হয়, এবং এইরূপ উচ্চারণ কলিকাতা ব্যতীত অন্যত্র শুনিতে পাই। বোধ হয়, আল, আলা প্রত্যয় হিংতে বাল, বালা হইয়াছে (ব্যাকরণ দেখ)।

৪১। শ ষ স—চ, ছ।

স ও ছ এর একপ্রকার উচ্চারণে সাদৃশ্য আছে। এই হেতু সং সূত্র—সূতা—ছুতা (ছুতা ধরা); সং সূচী—ছুঁচ; সং সৃষ্টি—ছিষ্টি (শূন্যপুরাণে, এবং প্রচলিত গ্রাং); ফার্সী পসন্দ—পছন্দ; ইত্যাদি। সং শব্দের শ ও ষ স্থানেও বাংলাতে ছ পাই। যথা, সং শিরা-বা শিলা-গৃহ—চিলাঘর; সং শালা—চালা; সং শ্রী—সংপ্রাং সিরী—বাং ছিরী (বা ছিরি;) সং বিশ্রাম—বিচরাম (গ্রাং; বিদ্যাপতি, তুয়া বিনু মালতী নাহি বিসরাম; শূন্যপুরাণে, বিসরাম ও বিছ্রাম; বিচরাম বা বিছরাম হইতে জিরান); সং শকট—ছগড়া (বা ছেগড়া গাড়ী); সং মূষা—মুছি; সং ষট্—ছয়। শ ও ষ উচ্চারণ পরিবর্তিত হইয়া স না হইলে (চ কিংবা) ছ আসিতে পারিত না। হয় ত হিন্দীপ্রভাব ঘটিয়াছিল।

৪২। ম—ব।

সং কোন্ কোন্ শব্দের ম স্থানে ব, এবং ব স্থানে ম হইয়াছে। যথা, সং মুকুল—বকুল—বউল; সং বিনা—বিনি—মিনি (মিনি সূতায় হার গাঁথা); নামা—নাবা; সং বামন—বাবন—হইতে বাঅনিয়া বা বাঅন্তে। ইহাদের বিপরীত, সং বিনতি—মিনতি (হিংতে বিনতি); সং বৈষ্ণব—বৈষ্টম; পৃথিবী—পিথিমী (রাঢ়ে গ্রাং); হিং দল-বাদল (বাদল=মেঘসমূহ)—দল-মাদল (ধর্মঠাকুরের নাম এবং বনবিষ্ণুপুরের প্রাচীন রাজার দুই কামানের নাম)। এইরূপ, সং প্রদীপ—পিদীপ—পিদীম (রাঢ়ে গ্রাং), সং কচ্ছপ—কাছিম। ইহার সহিত সং আত্মন্—বাং আপন তুলনা করা যাইতে পারে। সংস্কৃতেও ব ম পরিবর্তনের চিহ্ন আছে। যথা, যবানী—যমানী (বাং জোয়ান), যবনিকা—যমনিকা।

৪৩। ন—ল।

ন স্থানে ল, এবং ল স্থানে ন করা কেবল বাংগলার নহে, ওড়িয়াতেও প্রচুর আছে। এ সম্বন্ধে রাঢ়ে একটা ঠাট্টার কথা চলিত আছে। 'লবীন লাপিত লাছ ছুঁআর দিয়া লাচিতে লাচিতে লদীতে লাইতে গেল।' বলা বাহুল্য, গেল্ শব্দের ল ব্যতীত আর সব ল নকার হইবে। এইরূপ, ওড়িয়াতে 'লবীনা ল পুংজা লড়িআ লেই লা উপরে রখি আ'—অর্থাৎ হে নবীন, নয় পুংজ (গণ্ডা) নড়িয়া (নারিকেল) লইয়া নৌকা উপরে রাখিয়া আয়।' বাং প্রাকৃতে লাল—নাল; নীল—লীল; লাউ—নাউ; না (নৌকা)—লা; ইত্যাদি। কৃত্তিবাসে নব-কুশ (লবকুশ); চণ্ডীদাসে 'লেতের (নেতের) পতাকা'। পূর্বকালে রাঢ়ে নুন শব্দ ছিল না, ছিল লুণ বা লুঁণ। চণ্ডীদাস ও কবিকংকণে লুণ পাই। ওড়িয়াতে লুণ, নুণ; হিন্দীতে লোন নোন লুন নূন। এইরূপ, রাঢ়ের করিনু খেনু গেনু ইত্যাদির প্রাচীন রূপ করিলুঁ, খেলুঁ, গেলুঁ ছিল বলিয়া অনুমান হয়। লুঁ সহজেই নু হইয়া পড়ে। লোন বা লুন শব্দের দ্বিতীয় বর্ণ অনুনাসিক হওয়াতে প্রথম বর্ণও অনুনাসিক উচ্চারিত হয় (১১ সূঃ)। তখন লুন—নুন হয়। বোধ হয়, ন লকারের প্রাচীন আকারও উহাদের গোলমালের এক কারণ হইয়াছিল। পূর্বকালে লএর আকার ন ছিল। বাস্তবিক লএর মাঝের বক্রতা কম হইলে ল দেখিতে নএর মতন হয়। মৈথিলী ল ন চেনা সহজ নহে।'

## সংযুক্ত ব্যঞ্জন।

৪৪। ব্যঞ্জন লোপ।

আমরা সংস্কৃত শব্দ মুখে উচ্চারণ নিমিত্ত কথাবার্তার ভাষায় অধিকাংশ সংযুক্ত ব্যঞ্জন ভাংগিয়া বা কাটিয়া ছোট্ট করিয়া লইয়াছি; বাং প্রাকৃত উচ্চারণে কদাচিৎ কোন্ বর্ণের দ্বিত্ব করিয়াছি। এখানে সংপ্রাকৃতের নিয়ম না ধরিয়া একবারে বাংগলায় আসা যাউক।'

/০ সংস্কৃত শব্দে তিনটা ব্যঞ্জন যুক্ত থাকিলে বাংগলায় প্রথম বর্ণ অবশ্য লুপ্ত হয়। দুইটি সংযুক্ত ব্যঞ্জনের একটি থাকে, অন্যটিরও প্রায় লোপ হয়। যথা, সং উষ্ট্র—উট; সং সম্ভ্রম—সরম; সং স্ত্রী—স্ত্রী বা তিরী (প্রাং; বিদ্যাপতিতেও)।

৵০ সংযুক্ত ব্যঞ্জন লুপ্ত হইলে কোন্ কোন্ শব্দের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়। পূর্বস্বর এবং সংযুক্ত ব্যঞ্জনের স্বর অ থাকিলে পূর্বস্বর আ হয়; অন্য স্বর থাকিলে পূর্বস্বর দীর্ঘ বানান করি না বটে কিন্তু প্রায়ই দীর্ঘ উচ্চারণ করি। যথা, সং ভক্ত—ভাত, সং ভল্লুক—ভালুক (রাঢ়ে ভাল্লুক নহে); সং বপ্তা—বাপা, বাপ; সং ফল্গু—ফাগু বা ফাগ; সং ফুল্ল—ফুল (উং ফুল); সং কুত্র—সংপ্রাং কুত্থ—বাং কোথা। হিন্দী ও মরাঠীতে অ ভিন্ন অন্য স্বরেও দীর্ঘ বানান করা হয়। যথা, সং ইষ্টক—হিং মং ঈট। বাংগলাতে ইট বানান ঠিক আছে। চণ্ডীদাসে, 'না জানে মীঠ কি তীত'। এখানে সং মিষ্ট—মীঠ; সং তিক্ত—তীত।

হিন্দীতে এইরূপ। উষ্ট্র—হিন্দীতে ঊঁট, মরাঠীতে উঁট। চন্দ্রবিন্দুযোগে স্বর দীর্ঘ করিবার রীতি বাংগলাতেও প্রচুর আছে। যথা, সং ইষ্টক—ইঁট, সং পুস্তী—পুঁথী। এ বিষয় পরে দেখা যাইবে। এখন কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যাউক।

মস্তকস্থিত ব্যংজন লুপ্ত হয়। যথা, সং স্কন্ধ—কাঁধ (প্রাং কাঁদ; যথা, চংডীদাসে, 'মনের সহিতে মরম কৌতুকে সখীর কান্ধেতে বাহু।'); সং স্থির—থির (উং থীর, ওং থীর); সং স্থান—থান, থানা (সং প্রাং ঠাণ হইতে বাং ঠাঁই, ই ঁ লোপে ঠা; যথা, মাণিকে, 'এক চক্ষে এখনি ঘুরাতে পারি ঠায়।' ওং ঠা, বাং ঠাঁই করা—ভোজনস্থান করা। সং স্থান—হিং থান থানা, যেমন সং কারু-স্থান—কারখানা, বাং-তেও সে স্থান—সেখান); সং স্পর্শ—পর্শ (পরশ—যেমন পরশ পাথর); সং স্ফটিক—ফটিক; সং স্না(ন)—নাহা, অন্য রূপ সান, চান, কোথাও (যেমন বাঁকুড়ায়) সিনান, বাং প্রাং স্নান (শূন্যপুরাণে, সান চান সিনান স্নান, বিদ্যাপতিতে নাহা সিনান); নিষ্ঠুর—নিঠুর (কবিতায়); সং গোষ্ঠ—গোঠ; সং দুগ্ধ—দুধ; সং মুদ্গ—মুগ; সং গচ্ছ—গাছ; সং অট্ট—আটা; সং হট্ট—হাট; সং গল্ল—গাল; সং খল্ল—খল (মর্দনের), খাল (নালা); সং কন্থা—কাঁথ, কাঁথা; সং কুব্জ—কুঁজা, কুঁঝা (উং কুবো); সং নপ্তৃ—নাতি; সং নিঃসৃপ্তি—নিসুতি; সং লক্ষ—লাখ; সং কক্ষ—কাখ বা কাঁখ; ইত্যাদি।

৪৫। সংযুক্ত র।

র লুপ্ত হইলে অবশিষ্ট ব্যংজনের দ্বিত্ব হয়। দ্বিত্ব না হইলে পূর্বনিয়মে প্রথম স্বর অ স্থানে আ হয়।

/০ মস্তকস্থিত র। সং দর্প—দপ্প—দাপ; সং কর্ণ—কন্ন—কান; সং পূর্ব—পুব্ব—পুব; সং অর্ধ—অদ্ধ—আধ; সং কার্য—কাজ্জ—কাজ; সং কর্মকার—কামআর—কামার; ইত্যাদি। কিন্তু ধর্ম—ধম্ম হয়, ধম্ম হইতে ধাম হয় না; বোধ হয় ধাম(ন্) শব্দ আছে বলিয়া হয় না। রাঢ়ের প্রাকৃত-বাংগলার কাজ্জ, কম্ম, দপ্প, বন্ন (বর্ণ), তিত্থ (তীর্থ) ইত্যাদি প্রচুর শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ শব্দ শূন্যপুরাণে আছে; যথা, 'শুনহে উল্লুক মুনি কজ্জর (কার্যের) বিধান।' দুগ্গা (দুর্গা), বজ্জ (বজ্র), ভাদ্দ (ভাদ্র), সুবন্ন (সুবর্ণ), ইত্যাদি। কবিকংকণে, 'যার কিত্তি সমুদ্রে জাঙ্গাল।' ইহার বিপরীত, কৃত্তিবাসের রামায়ণে সর্বত্র কীর্ত্তিবাস, অন্ন—অর্ন (ওং প্রাকৃতেও অর্ন)।

৵০ অধঃস্থিত র। আদিভূত ব্যংজনে। যথা, সং শ্রী—শ্রী (গ্রাং); প্রবেশিকা—পএশিকা—পশিকা; সং প্রিয়—পিয় ('পিয়দশী অশোক', তুলনা করুন); সং প্রদীপ—পদীপ (শূন্যপুরাণেও; দ্বিতীয় ব্যংজনে ই আছে বলিয়া প্রায়ই পিদীপ); সং ব্রত—বত্ত বা বেত্ত (রাঢ়ে বত্ত বা বর্ত নহে); সং ব্রাহ্মণ—বাম্ভন—বামন বা বামুন; সং দ্রব্য—দিব্য—দিব্ব (যথা, কবিকং, 'টাকার দিব্য হয় দশ আনা।'); সং প্রায়শ্চিত্ত—পাচিত্তি (গ্রাং)।

১/০ শব্দের মধ্যস্থিত র্ লোপে অবশিষ্ট বর্ণের দ্বিত্ব হয়। যথা, চক্রবর্তী—চক্কবত্তী; সং গর্ভস্রাব—গভ্ভস্সাব; বত্রিশ—বত্তীশ, ইত্যাদি।

।০ শব্দের অন্তস্থিত র্ লোপ হইলে অবশিষ্ট ব্যঞ্জনের প্রায়ই দ্বিত্ব হয় না। কোন্ কোন্ শব্দে শেষে আ আসে। যথা, সং বিপ্র—বিপ্প; সং রাত্রি—রাত্তি, রাতি বা রাত; সং বজ্র—বাজ; সং আম্র—আম; সং চূর্ণ—চুন; সং তাম্র—তামা, সং পবিত্র—পইতা; সং খনিত্র—খনিতা—খন্তা; সং ক্ষুরপ্র—খুরপা; সং চক্র—চাকা, চাক; সং দ্বিপ্রহর—দুপর; সং কর্দ—কাদা; সং চন্দ্র—চাঁদ, চাঁদা (চাঁদা-মামা ছাড়া চাঁদা-মাছ আছে)।

।/০ কোন্ কোন্ শব্দে র্কারের বিপ্রকর্ষ হয়। যথা, সং শীঘ্র—বাং প্রাং শীগৃষ বা শিগ্‌গির; (প্রথম বর্ণে ই আছে বলিয়া দ্বিতীয় বর্ণেও ই আসিয়াছে); সং গ্রীষ্ম—গিরিষ্‌খি (বিদ্যাপতি, 'শীতের ওঢ়নী পিয়া, গিরিষীর বা'; গরমি শব্দও আসিতে পারে); সং চক্র—চক্কর, সং গ্রহ—(গ্রেহ—গ্রেঅ—) গের্, সং পর্ব—পরব, ইত্যাদি। ইহাদের বিপরীত, সং পরমায়ুঃ—প্রমায়ু—প্রমাই (প্রাং, কৃত্তিবাসে প্রমায়ু)। সংযুক্ত র্-এর বিপ্রকর্ষ নদীয়া জেলার বাংলায় প্রচুর পাওয়া যায়। যথা, চন্দ্র—চন্দর, রাত্রি—রাত্তির, শীঘ্র—শিগ্‌গির। হিন্দীভাষায় এইরূপ বিপ্রকর্ষ অত্যন্ত সাধারণ। বোধ হয়, ইহার প্রভাবে বিদ্যাপতিতে র্কারের বিপ্রকর্ষ অধিক হইয়াছিল। চণ্ডীদাসে, 'করম ধরম সরম ভরম সকলি করিনু নাশ'।

৪৬। সংযুক্ত য।

/০ য্ লোপ হইলে অবশিষ্ট ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয়। যথা, সং সত্য—সত্ত এবং সাচ্চ (ত্ত স্থানে চ, ৫০সূঃ)। সং ভাষ্য—ভাব্‌ব (যথা, শূন্যপুরাণে, 'কাজর ভাস্‌স নাই')। সং দ্রব্য—দব্ব (শূন্যপুরাণেও)।

৵০ দ্বিত্ব না হইলে পূর্বস্বর অ প্রায়ই আ হয়। যথা, শস্য—শাস—শাঁস, সং অন্য—আন (যথা, আনমনে, আনচান)।

১/০ পূর্বস্বর অ না হইলে শেষের স্বর আ হয়। যথা, সং রূপ্য—রূপা, সং কাংস্য—কাঁসা, সং কুল্য—কুলা, কুলি (পয়ঃনালা)। শেষের স্বর ই হওয়াই সাধারণ নিয়ম। য্-ফলার প্রকৃত উচ্চারণের শেষ চিহ্ন, ই। যথা, সং সূর্য—সুজ্জি, সং পুণ্য—পুন্নি, সং ভাগ্য—ভাগ্‌গি, সং মহার্ঘ্য—মআগ্‌গি—মাগ্‌গি, সং সাক্ষ্য—সাক্‌খি (সেওয়া), সং দিব্য—দিব্বি (শপথ), সং কন্য—কান্নি, ইত্যাদি।

৪৭। সংযুক্ত ব।

/০ আদিস্থিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের অধঃস্থিত ব্কার উ কিংবা ও হয়। যথা, সং দ্বি—দুই—দুই, দ্বিতীয়—দুতীয় (প্রাং, ওড়িয়াতেও), সং স্বর—সুর, সং দ্বার—দুআর বা দোআর বা দোর, সং স্বর্ণ—সন্ন—সোনা, সং দ্বিগুণ—দুনা বা দুন্ (গ লুপ্ত)।

৵০ অনেক শব্দে ব-কার ওআ হয় (৫০ সূঃ তুলনা কর)। যথা, সং স্বাদ—সোআদ, সং স্বামী—সোআমী, সং স্বস্তি—সোআস্তি, অগ্রবান্—আগবান—আগোআন বা আগুআন। দ্বারবান—দ্বারওআন—দ্বারোআন—বা দরোআন (গ্রাঃ দরান)। এইরূপ কোন্ কোন্ শব্দের আগু ব্যঞ্জনের ব লুপ্ত হয়। যথা, সং দ্বারা—দোআরা—দআরা—দারা। কিন্তু সংখ্যাবাচক কতকগুলি শব্দের দ্বা এর দ লুপ্ত হয় (তুঃ সং দ্বি-দশন্=বিংশতি)। যথা, সং দ্বাবিংশ—বাইশ, সং দ্বাত্রিংশ—বত্রিশ, সং দ্বাদশ—বার্‌ (সংপ্রাঃ বারহ্, ওঃ বার্‌, হিং বারহ, মং বারা; অতএব বোধ হইতেছে বাং বার্‌ শব্দের পরে হ্ ছিল, সে হ্ দ্বাদশ শব্দের শ স্থানে আসিয়াছিল, এবং মাঝের দ লোপে অ স্থানে র আগম হইয়াছিল)।

৶০ মধ্যস্থিত ব লুপ্ত হয়, এবং অবশিষ্ট ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয়। যথা, সং বিদ্বান—বিদ্দান (যদিও লেখা হয় না)। কদাচিৎ ব স্থানে উ হয় (তুঃ সং বিদ্বস্ হইতে বিদুষী)। যথা, সং অশ্বত্থ—আশুত, সং শম্বুক—শামুক। কিন্তু ব (বর্গ্য) লুপ্ত হয় না। যথা, কম্বল, শম্বল।

।০ অন্তস্থিত ব লুপ্ত হয়, কদাচিৎ উ হয়। যথা, সং অবলম্ব—অলম—ওলম; সং কদম্ব—কদম, সং কলম্বী—কলমী, সং বিল্ব—বেল, সং পরশ্ব—পরশু, সং লট্ব—লাটু (ছেলেদের খেলাইবার)। ব স্থানে আ হইবার দৃষ্টান্তও আছে। যথা, সং রব বা রাব—রা, সং সর্ব—সারা, সং পক্ব—পাকা।

৪৮। সংযুক্ত ল।

৴০ অধঃস্থিত আদিভূত সংযুক্ত লকারের বিপ্রকর্ষ হয়। যথা, সং শ্লোক—শোলোক, সং প্লীহা—পিলা—পিলে (হ্ লোপ, এবং ২৫সূঃ)। এইরূপ, ইংরেজী গ্লাস—গেলাস, ইং ক্লাস—কেলাস।

৵০ অন্তস্থিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মস্তকস্থিত ল লুপ্ত হয়, এবং অবশিষ্ট ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয়। যথা, সং বল্গা—বগ্গা (বা বগ্গ)—বাগ (বাগ মানে না, বাগ-ডোর); সং অল্প—অপ্প, সং গল্প—গপ্প।

৶০ অন্তস্থিত ও অধঃস্থিত ল বিপ্রকৃষ্ট হয়। যথা, সং অম্ল—অম্বল (কম্বল শব্দ দেখিয়া অম্বল হইয়া থাকিবে); রক্তকমল—রক্তকম্বল (কোকনদ; শূন্যপুরাণেও)। সং দধ্যম্ল কলিকাতায় একবারে দম্বল হইয়াছে।

৪৯। সংযুক্ত ন।

৴০ অন্তস্থিত ও অধঃস্থিত ন বিপ্রকৃষ্ট হয়। যথা, সং যত্ন—যতন, রত্ন—রতন, স্বপ্ন—স্বপন, লগ্ন—লগন (বিবাহের), সপত্নী—সঅতিনী—সতিনী—সতীন। সং স্নাধাতুর স লুপ্ত হইয়া বাং না ধাতু।

৵০ অন্তস্থিত ও মস্তকস্থিত ন লুপ্ত হয়, এবং অবশিষ্ট ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয়। যথা,

সং জন্ম—জন্ম (জনম প্রায়ই পদ্যে), সং ভিন্ন—ভিন (যথা, চণ্ডীদাসে, রাধে না ভাবিও ভিন)। অধিকাংশ প্রচলিত শব্দে ন্ন স্থানে চন্দ্রবিন্দু হয়। যথা, সং দন্ত—দাঁত।

৶০ শব্দের মধ্যস্থিত ও মস্তকস্থিত ন্ লুপ্ত হয় না। যথা, চন্দন, অন্তর। কোন্ কোন্ শব্দে ন্ স্থানে চন্দ্রবিন্দু হয়। যথা, সং সন্দংশ - সাঁড়াশী।

৫০। ত—চ ট, ত্য—চ, স্ত—থ।

সংস্কৃত কোন্ কোন্ শব্দের বাংগলা রূপান্তরে ত স্থানে ট, ত্য স্থানে চ, স্ত স্থানে থ হয়। যথা, সং কর্তরী—কাটারী; সং নর্তকী—নাটাই, সং মৃত্তি—মাটি (বিদ্যাপতিতে, মিটি), সং কৈবর্ত—কেবট—কেঅট (যেমন কেঅটিয়া সাপ); সং তিলক—টিকা (যেমন, রাজটিকা)। সং সত্য—সাঁচা, সাঁচ্চা (কৃত্তিবাসে মিছা সাঁচা); সং নৃত্য—নাচা, নাচ। সং হস্ত—হাথ বা হাত (হিং হাথ, বাং ওং মং হাত); সং মস্তক—মাথা; সং প্রস্তর—পাথর। কোন্ কোন্ শব্দে ত স্থানে চ হইয়াছে। যথা,—সং তণ্ডুল বা তন্দুল—(শূন্যপুরাণে) তাঁডুল, তাঁউল—(পরে) চালু—চাউল—চাল। এইরূপ, সং কর্তরী বা কর্ত্রী—কাঁচী। সংস্কৃত-কোশে চিমি তিমি, চিন্তিড়ী তিন্তিড়ী—দুই রূপই আছে।

৫১। ত্থ—ত ঠ; স্থ—ত থ ঠ ঢ; থ—ঢ; থ্য—ছ।

ত্থ স্থানে ত ঠ হয়। যথা, সং কপিত্থ—কইথ—কএত (তুং সং খদির—খএর); সং অশ্বত্থ—আশুত (বা আশুদ); সং উত্থান—উঠান (অংগন)।

কোন্ কোন্ শব্দে স্থ স্থানে ত থ ঠ ঢ হয়। যথা, সং কায়স্থ—কাএত (কায়থ শব্দের বিকারে); সং স্থির—থির (যথা, 'ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি, চিত্ত থির নাহি হোয়।'); সং প্রস্থান—পথান (মাণিকে; এখন পেস্থান); সং প্রস্থান—পঠান্ হইতে গ্রাং পিট্-টান (পিট্টান দেওয়া—প্রস্থান করা); সং অস্থি, অষ্ঠি—আঁঠি; সং স্থান—ঠাঁই; সং স্থগ—ঠগ। সং স্থগ (ধাতু)—ঢাক (ধাতু)। কোন্ কোন্ শব্দে থ স্থানে ঢ হয়। যথা, সং শিথিল—সংপ্রাং সিঢিল, সঢিল—ঢিলা। থ্য স্থানে ছ। যথা, সং মিথ্যা—মিছা।

৫২। ৎস, শ্চ—চ্ছ, ছ।

ৎস স্থানে চ্ছ হয়, অর্থাৎ ত স্থানে চ এবং স স্থানে ছ (৪১ সূঃ)। যথা, সং জ্যোৎস্না—জ্যোচ্ছনা; সং বৎস বাচ্ছা—বাছা; সং উৎসর্গ—উচ্ছর্গ; সং মৎস—মচ্ছ—মাছ; সং কুৎসা—কুচ্ছা; সং মহোৎসব—মচ্ছব (যথা, মাণিকে, 'মহানন্দ মচ্ছব ময়না ভুবনে।')। কৃত্তিবাসে চিকিচ্ছা (চিকিৎসা), কুচ্ছিত (কুৎসিৎ), ইত্যাদি আছে। চণ্ডীদাসে চিকিচ্ছা। ওড়িয়া পণ্ডিতও চিকিচ্ছা, উচ্ছর্গ ইত্যাদি উচ্চারণ করেন। সং পশ্চাৎ—পচ্ছাৎ—পাছা; পাছ (পাছু পেছু); পশ্চিমা—পচ্ছিমা—পচ্ছিমা (দারোয়ান)। এইরূপ সং-প্রাকৃতেও হইত।

৫৩। ষ্ট—ঠ।

ষ্ট স্থানে ঠ হয়। যথা, সং মুষ্টি—মুঠি, মুঠা; সং যষ্টি—যাঠি—ষাট্; সং দৃষ্টি—দিঠি (পদ্যে); সং যষ্টি—সংপ্রাং লঠ্ঠা—লাঠি (কিন্তু য স্থানে ল হওয়া আশ্চর্যের কথা; সং লগুড় হইতে লাঠি আসিতে পারে না কি?); সং অষ্টাদশ—আঠার (৪৭ সূঃ, দ্বাদশ দেখ); সং অষ্ট—আঠ (ওং হিং মংতে আঠ, আমরাও শুনি আঠ; তুং হাথ—হাত)। কিন্তু সং ইষ্টক—ইঁট, উষ্ট্র—উট। অথচ সং দংষ্ট্রা—দাঢ়া; সং রাষ্ট্রীয়—রাঢ়ীয়—রাঢ়ী (রাঢ়ী); মহারাষ্ট্রী—মরাঠী (বা মারহাট্টা); রাষ্ট্র (ময়)—রাষ্ট (কথা রাষ্ট হওয়া)। অতএব সং রাষ্ট্র শব্দের ত্রিবিধ রূপান্তর পাইতেছি।

৫৪। ধ ধ্য—ঝ, ঠ।

ধ, ধ্য স্থানে ঝ হয়। যথা, সং বুধ (ধাতু)—বুঝ (ধাতু); সং যুধ্ (ধাতু)—যুঝ (ধাতু); সং মধ্য—মাঝ; সং সন্ধ্যা—সাঁঝ; সং বন্ধ্যা—বাঁঝা। কোন্ কোন্ শব্দের ধ স্থানে ঠ হয়। *এইরূপে বোধ হয় সং ধাম (ন্)—ঠাম; যথা, বিদ্যাপতি, 'হাম নাহি যাওব সো পিয়া ঠাম'*; চণ্ডীদাসে, 'প্রভাতে উঠিয়া ভয়ভীত হৈয়া আসিলা রাধার ঠাম।' (স্থান হইতেও ঠাম আসিতে পারে)। হ্ সান্নিধ্যে ত স্থানে থ, ও দ স্থানে ধ হয়। যথা, সং সহিত—সাথ (শূন্যপুরাণে, সইত); সং দুহিতা—পালি ধী (বা ধিতা)—ঝী।

৫৫। ক্ষ—খ, ছ।

ক্ষ স্থানে খ ও ছ হয়। যথা, সং অক্ষি—আখি—আঁখি; সং পক্ষ—পাখা; সং ইক্ষু—আখ (আক নহে; ইক্ষু—সং-প্রাং ইক্খু, ওং আখু, হিং উখ ঈখ; মং ঊস উঁস); সং ভিক্ষা—ভিখ; সং পরীক্ষা—পরখ। কিন্তু সং বক্ষ—বুক। সংস্কৃতেও কোন্ কোন্ শব্দের ক্ষ পরিবর্তে খ বানান করা চলে। যথা, ক্ষুর খুর, ক্ষুরপ্র খুরপ্র।

ষ মৈথিলী ও হিন্দীতে খ হইয়া গিয়াছে। এই কারণে সং ভাষা—ভাখা; সং মুষ্টি—মুখটি ( কৃত্তি, কবিকং); সং বেশ—হিং ভেষ—হিং বাং ভেখ (যেমন ভেখধারী বৈষ্টম); সং পুষ্কর—সংপ্রাং পোক্খর—পোখর—পুখর—পুকর।

বোধ হয় ক্ষ হইতে ক লুপ্ত এবং ষ পৃথক্ ও স তুল্য উচ্চারিত হইয়া ক্ষ স্থানে ছ হইয়াছে। যথা, সং ক্ষুরী—ছুরী; সং মক্ষি—মাছি; সং ক্ষার—ছার, ছাই (ছার-খার = ক্ষার-ক্ষার); সং কক্ষে—কাছে; সং ক্ষুপ—ছুপ—ঝোপ; ঐক্ষণ—ঐছন ( প্রাচীন বাং, বর্ত্তমান ওং হিং; সং ক্ষণ শব্দে উৎসব ও কাল দুই অর্থ আছে; কাল অর্থে ক্ষণ—খন)। সংস্কৃতেও মাছিকা, ছুরিকা শব্দ আছে। সং-প্রাকৃতে ক্ষ স্থানে খ ছ এবং কোন্ কোন্ শব্দে ঝ হইত। ক্ষ বর্ণের ষ স্থানে হ হইয়া সং দক্ষিণ—ডাহিন, ডাহিনা।

৫৬। দ, দ্য—জ।

দ্য স্থানে জ হয়। যথা, সং দ্যূত—জুআ; সং অদ্য—আজি; সং বাদ্য—বাজ্জ—বাজন

( শূন্যপুরাণে, 'সংখ ঘণ্টা বাজ্জ বাজএ।' ); সং বাদ্যকর—বাজিকর; সং বৈদ্য—বেজ ( কৃত্তিবাসে, আসামে ), বেজি ( নেউল ); সং মন্দুরা—মাঁদুর—মাজুরি; সং বিদ্যুৎ(+ল)—বিজুলি।

দ স্থানে জ এবং জ স্থানে দ হইতে পারে। যথা, সং জংগল—দংগল ( লোকের দংগল —লোকারণ্য ); সং যশদ—দস্তা ( ওং জসত্তা ); সং যুবরাজ—দুবরাজ ( কৃত্তিবাসে; তুং দুবরাজপুর ); সং মদ্গুর ( মৎস্য )—মাগুর, ( পাবনায় মজ্গুর ); সং দদ্রু—দাদু—দাদ ( তুং জাদু ); কাগজ—মং কাগদ, তেং কাগিত; সং পলাণ্ডু—পলান্দু—পআঁজ—পেআঁজ—( ফার্সী ) পেআজ; সং পাদুকা—দুকা—( উর্দু ) জুতা। সংস্কৃতেও এইরূপ পরিবর্তনের চিহ্ন আছে। তুং দ্যোতি জ্যোতি, গর্দ ও গর্জ ধাতু। সংস্কৃতকোশে বাজ ( বাদ্য ) শব্দও পাই। সংপ্রাংতে সং শব্দের দ্য স্থানে জ হইত।

৫৭। সংযুক্ত ম।

/০ মস্তকস্থিত ম্ লুপ্ত হয় না। যথা, সং কুসুম্ভ—কুসুম ( বৃক্ষবিশেষ ); সং কুম্ভকার—কুমার, কুমর; সং কুম্ভীর—কুমীর। সং আম্র, তাম্র—সংপ্রাং অম্ব, তম্ব হইতে কলিকাতার নিকটে আঁব, তাঁবা। ওড়িয়াতে আম্ব, তম্বা। কোন্ কোন্ শব্দের ম্ম স্থানে ন্ম হয়। যথা, সম্মুখ—সন্মুখ, সং সম্মান—সন্মান ( হিং ও মংতেও এইরূপ )।

৵০ অধঃস্থিত ম প্রায়ই থাকে এবং অবশিষ্ট ব্যংজনের লোপ হয়। যথা, সং ব্রাহ্মণ—বামন বা বামুন; সং কুষ্মাণ্ড—কুমাণ্ড—কুমাঁড়—কুমড়া ( স্বরবিপর্যয় ); সং শাল্মলী—শামলী—শিমল—শিমুল; সং উষ্ম হইতে বাং উমানা ( উষ্ম করা )। এইরূপ, সম্মুখ—সমুখ ( বাং-প্রাং সন্মুখ )। এই সম্মুখ হইতে সামনা শব্দও আসিয়াছে। কিন্তু সং রশ্মি—রশি ( দড়ি )।

৶০ আদি ও অধঃস্থিত ম প্রায়ই থাকে। যথা, সং স্মরণ—সমঁরণ, সঙরণ; সং শ্মশান . মশান, ( এখন শ্মশান )।

।০ কোন্ কোন্ শব্দের ম চন্দ্রবিন্দু হয়। যথা, কম্প—কাঁপ; সং ভূমি—ভূঁই। কিন্তু সং লম্ফ হইতে লাঁফ না হইয়া লাফ ( হিংতেও লাফ )।

৫৮। ব্যংজন লোপ।

পূর্বে ব্যংজন-লোপের দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। এখানে অপর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। সং মুখ-কোষ—মুখোষ; সং ভ্রাতৃশ্বশুর—ভাশুর; পিতৃ-স্বসৃ—পিসী; সং মাতৃ-স্বসৃ—মাসী; সং নখ-রংজনী—নরুন ( ওং নহরুণি নউরুণি, হি নহনী, মং নখজীন, চংডীদাসে, 'হাতে দিয়া দরপণী, খোলে নখ-রঞ্জনী, বোলে বৈস দেই কামাই।' ); সং হাংডীশালা—ওং হাংডীশাল—যশোরে হানশেল—পাবনায় হাঁশেল—রাঢ়ে হেঁশেল; সং লৌকিকতা—লৌকতা; সং পশুলোম—ফার্সী পশম; সং পাষাণ—ষাণ ( ষাণ-বাঁধানো

ঘাট), ফুল-তেল—ফুলেল (তুঃ মং এরংডেল—এরংড তেল, সং-প্রাংতে এইরূপ হইত); আটমাসিয়া—আটাসিয়া—আটাস্তে; পাটকাঠি—পাকাঠি—পাকাটি (কলিকাতায় পাঁকাটি); সং সমভিব্যাহারে—সমিদ্ধে; ইত্যাদি। কথিতভাষায় বর্ণসংক্ষেপ করা সাধারণ রীতি। একটা—নদীয়ায় এট্টা, একটু—এট্টু; পড়িল—নদায়ায় পোলো, রাঢ়ে পড়্‌ল; হইয়া—পূর্ববংগে হয়া—পাবনায় হআ—রাঢ়ে হয়ে। এইরূপ একই শব্দ স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সংক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। এতদ্‌বিষয় পরে দেখা যাইবে।

৫৯। বর্ণ বিপর্যয়।

অত্যন্ত প্রচলিত বহু শব্দের বর্ণ-বিপর্যয় ঘটিয়াছে। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পূর্বে পাওয়া গিয়াছে। এখানে আর কতকগুলি দেওয়া যাইতেছে। সং ভর্তা—ভারতা—ভাতার; সং ছোটিকা—টোসকি বা টুসকি (মং চিকটী বা চুটকী); সং মৎকুণ—মাকুন্দ (খনার বচনে, 'যদি দেখ মাকুন্দ চোপা এক পা বেরিও না বাপা); সং সন্ধি—সিন্ধ—সিঁদ; সং শ্মশ্রু—সংপ্রাং মসমূ—মঁস্থ—মুছ—মোছ (ওং নিস; হিং মোছ; মং মুছ্ মিশী); সং পুনর্বার—পুনরাঅ—পুনরায়; সং পারাবত—পারাঅ—পাঅরা—পায়রা; সং বারাণসী—বানারসী—বানারস—বনারস; সং বিদেশিনী—দেবিশিনী—দেয়াশিনী (?, চণ্ডী-দাসে); সং পংক্তি—পাঁইজ; অবূঢ়-ভকৃত—অয়বুঢ়-ভাত—আইবুড় ভাত; সং ভাকুট—ভেটকী (মাছ); সং বুড় (ধাতু)—(ডুব ধাতু); সং বাসক—বাকস; ঢেঁকিশালা—ঢেঁকশাল—ঢেঁষ্‌কাল (গ্রাং); ফাং বক্‌সীস—বসকিস (গ্রাং); ইং বাক্‌স—বাষ্‌ক (গ্রাং); ইং টেক্‌স—টেষ্‌ক (গ্রাং), ইত্যাদি। গত দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে কোন্ কোন্ শব্দের বর্ণ বিপর্যয় ও বিপ্রকর্ষ ঘটিয়াছে। সং উৎ—কৃ ধাতু হইতে কৃত্তিবাস ও কবিকংকণে উকটে; এখন নদীয়ায় ও রাঢ়ে উটকে; সং বংগসেন (বক বা অগস্তি ফুল) কৃত্তিবাস ও কবিকংকণে বাকসনা, বাকসোনা; কিন্তু এখন রাঢ়ে বাস্‌কনা।

বর্ণলোপ আগম বিপর্যয় প্রভৃতি কারণে কোন্ কোন্ সংস্কৃত শব্দ বাংগলা রূপান্তরে এমন হইয়াছে যে, বিশেষ সাবধান না হইলে "দেশজ' রূপ অধম-তারণের শরণাপন্ন হইতে হইবে। ইহার ভূরি দৃষ্টান্ত যে-কোন্ অভিধানে পাওয়া যাইবে। এখানে কএকটি প্রধান পরিবর্তনের উল্লেখ দ্বারা দিগ্‌দর্শন মাত্র করা গেল। বাংগলা শব্দকোশে ইহার নিষ্পত্তি হইবে।

৬০। চন্দ্রবিন্দু।

বাংগলা শব্দের চন্দ্রবিন্দু-নির্ণয় এক কঠিন ব্যাপার। রাঢ়ের পশ্চিমে দক্ষিণে উত্তরে পূর্বে চন্দ্রবিন্দু আছে, কিন্তু বীরভূম কি নদীয়া জেলায় যত আছে, হুগলী জেলায় তত নাই। ওড়িশায়, মানভূমে, বিহারে চন্দ্রবিন্দু প্রচুর। মরাঠী ও হিন্দীর ত কথাই নাই। তেলুগুতে হিন্দী অপেক্ষা অল্প। নদীয়া জেলায় প্রচুর; কিন্তু উহার পূর্বদিকে অল্পে অল্পে হ্রাস পাইয়া

যশোর ও পাবনার পূর্বার্ধে, বরিশালে, ঢাকায়, মৈমনসিংহে, শ্রীহট্টে চন্দ্রবিন্দুযোগে শব্দে অনুনাসিকত্ব-প্রকাশের রীতি নাই। আশ্চর্যের বিষয়, নোআখালী জেলায় আবার আরম্ভ হইয়া চাটগাঁএ চন্দ্রবিন্দু প্রচুর হইয়াছে। এইরূপ ব্যাপ্তির কারণ অনুসন্ধান চিত্তাকর্ষক হইতে পারে। এখানে সে দুরূহ তত্ত্বে না গিয়া রাঢ়ের চন্দ্রবিন্দু-প্রয়োগ আলোচনা করা যাউক।

কৃত্তিবাস ও কবিকংকণে দেখিতে পাই, সে কালে রন্ধন, বন্ধন, ক্রন্দন প্রভৃতির ন্ স্থানে ঁ হয় নাই। এমন কি, ভারতচন্দ্রে ছিণ্ডিল, কান্দিয়া, বান্ধা, কান্ধে ইত্যাদি পাই। সে কালে ঁ ছিল না, এমন নহে। কিন্তু সে সময় অপেক্ষা এখন যে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার লক্ষণ পাওয়া যায়। হাতের লেখা ওড়িয়া পুথীতে ঁ অল্প আছে। পূর্বকালে ওড়িয়াতে ঁ স্থানে ন্ কিংবা ং দেওয়া হইত।

রাঢ়ের শব্দের উচ্চারণ ও বানান লক্ষ্য করিয়া চন্দ্রবিন্দু-প্রয়োগের কএকটি সূত্র সংকলন করা যাইতেছে।

৴০ শব্দের প্রথম অক্ষরে চন্দ্রবিন্দু বসে। এরূপ উচ্চারণ কিংবা বানান সকল স্থলে শুদ্ধ নহে। কিন্তু এখানে শুদ্ধাশুদ্ধের কথা আনিব না।

৵০ যে সকল সংস্কৃত শব্দে কোন্ অনুনাসিক বর্ণ আছে, তাহাদের বাংগলা রূপান্তরে চন্দ্রবিন্দু প্রায়ই আসিয়াছে। প্রথম স্বর অ থাকিলে তাহা আ হয়। যথা, সং অংশু—আঁশ; সং আমিষ—আঁইষ (আইঁষ); সং রোম—রোঁআ (রোআঁ); সং ধূম—ধুঁআ (ধুআঁ); সং শমী—শাঁই (শাইঁ); অংক—আঁক; সং কংডন—কুঁড়া, কাঁড়া; সং অংকুশ—আঁকশী; সং শংখ—শাঁখ; সং শিংঘ (ধাতু)—শোঁগা; সং অংগুল—আঁগুল; সং জংগাল—জাঁগাল; সং বংচ ধাতু—বাঁচা; সং উংছ ধাতু—ওঁছা; সং গংজ—গাঁজ; সং কংটক—কাঁটা; সং কংঠী—কাঁঠী; সং যন্ত্র—জাঁতা; সং কুন্থন—কোঁত; সং সন্দংশ—সাঁড়াশী; সং বন্ধন—বাঁধা; সং কম্প—কাঁপ; সীমন্ত—সীঁতা; ইত্যাদি। সং আচমন সমর্পণ ঘর্ষণ সীবন ইত্যাদিতে অনুনাসিক বর্ণ আছে বলিয়া উহাদের বাংগলা আকার আঁচানা সঁপা ঘেঁষা সেঁওয়া ইত্যাদিতে ঁ আসিয়াছে। অল্প কএকটি সংস্কৃত শব্দের অনুনাসিকত্ব বাংগলায় আসে নাই। যথা, সং তংক টংক—টাকা, সং শৃংখল—শিকল, সং লম্ফ—লাফ, সং কিংচিৎ—কিছু; সং বিংশতি—বিশ (সংপ্রাং বীশা), সং ত্রিংশৎ—ত্রিশ (সংপ্রাং তীসা), ইত্যাদি।

৶০ কোন্ কোন্ সংস্কৃত শব্দের সংস্কৃত-প্রাকৃত আকারে অনুস্বার আগম হইত। তাহাদের কএকটি বাংগলায় চন্দ্রবিন্দু পাইয়াছে, অধিকাংশ পায় নাই। যথা, সং কর্কোট—সংপ্রাং কংকোড—বাং কাঁকুড়; সং বক্র—সংপ্রাং বংক—বাঁকা; সং মূর্ধন্—সংপ্রাং মুংড বাং মুঁড়া। কিন্তু সং বৃশ্চিক—সংপ্রাং বিংছিও—বাং বিছা, সং গুচ্ছ—সংপ্রাং গুংচ্ছ—বাং গোছা। বংক, বোংট (সং বৃন্ত) মুংড, কাগ ইত্যাদি শব্দ সংস্কৃত-কোশেও স্থান পাইয়াছে।

।০ প্রাকৃত বাংগলায় কোন্ কোন্ সংস্কৃত শব্দের রূপান্তরে ঁ আগম হয়। যথা, সং ইষ্টক—ইঁট (ওং ইটা, মং ঈট, হিং ঈঁট); সং পুস্তী—পুঁথী (ওং হিং মং পোথী); সং কাচ—কাঁচ

( ওং কাচ, হিং মং কাঁচ ) ; সং গুড়ূচী —গুলংচ ; সং অক্ষি—আঁখি ( ওং আঁখি, হিং আঁখ ) ; সং উচ্চ—উঁচা ( ওং উচা বা উন্‌চা, হিং উঁচা, মং উঁচ, উঁচা ) ; সং ছিদ্র—ছেঁদা ; সং পুত্তিকা ( শাক )—পুঁই ; সং পাশ—ফাঁশ ; সং পূয—পুঁজ ; ইত্যাদি। অনুস্বার-ভক্ত হিন্দীর প্রভাবে বাংগলা কোন্‌ কোন্‌ শব্দে ৺ আসিয়া থাকিবে। তথাপি বাংগলা হিন্দী মরাঠী—তিনটি প্রধান ভাষাতে ৺ থাকাতে বাংগলাশব্দে ৺ প্রয়োগ কেবল ভাষাদোষ বলিতে পারা যায় না। কৃত্তিবাসে ( আন্তে ) 'পুতি কান্দে' ( পুঁথী কাঁধে ) ; কবিকংকণে 'পুথী খুঙ্গী।'

।৵০ শব্দের দ্বিতীয় বর্ণ এ ঐ ও ঔ ভিন্ন অন্য স্বর থাকিলে প্রথমবর্ণে ৺ বসিতে পারে। যথা, আঁউ-মাঁউ ; কাঁই-কুঁই ; চোঁআ ; ছোঁআ ; সাঁইত্রিশ ; জুঁই ; থাঁই ( থাঁকতি ) ; আজ ক-অইঁ ; এইঁ ; বাংগলা গ্রাং কাঁহিনী ; গাঁএন ; বাঁএন ; ইত্যাদি শব্দে ৺ আসিবার কারণ শব্দের শেষের ন। এই কারণে প্রাচীন গোঁআনা ( গমন )। কিন্তু কাই ( আঠা ) ; জাই ( ফুল ) ; ধাই ( ফুল ) ; ইত্যাদিও আছে।

।৶০ শব্দে একটি ব্যংজন থাকিলে ৺ আসে। যথা, ঝাঁ, ঝিঁ, পেঁ, পোঁ, শাঁ, শোঁ, হাঁ, হুঁ, ইত্যাদি। এরূপ শব্দের সংস্কৃত-মূলেও অনুনাসিক বর্ণ আছে ( ৵০ সূঃ দেখ )।

।৷৶০ কোন্‌ শব্দে বর্গের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় বর্ণ পরে পরে থাকিলে, কিংবা দুই বর্গের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় বর্ণ পরে পরে থাকিলে ৺ আসে। যথা, কাঁথ, ফাঁপা। প্রথম বর্ণে আ, হ, শ থাকিলেও আসে। যথা, আঁথর, আঁচ, শাঁস।

॥০ সমাস হইলেও শব্দের ৺ যথাস্থানে থাকে। যথা, ঠাইঁ-নাড়া, বউ-কাঁটকী, খোঁপা-বাঁধা মাথা। গোস্বামী—গোসাঁই হইবার কথা, এবং প্রাচীন বানানে ( গোসাঞি ) গোসাইঁ ছিল। রাঢ়ের গ্রাম্য উচ্চারণে গোঁসাই হইয়াছে।

॥৵০ আধুনিক লিখিত ভাষায় শব্দের প্রথম বর্ণে ৺ বসিতেছে। অতএব যে সকল শব্দের আদিতে ন কিংবা ম আছে, তৎসমুদয়ে ৺ লাগে না। তেমনই, দ্বিতীয় বর্ণ অনুনাসিক হইলেও লাগে না। যথা, তামা তাঁবা, তাঁহার তিনি। ( বাস্তবিক তাহাঁর যাহাঁর, ইহাঁর ইত্যাদি ঠিক। এইহেতু পূর্ববংগের কোন্‌ কোন্‌ স্থানে তানার ( অর্থাৎ তিনি-র )।

॥৶০ দুইএর অধিক অক্ষরজাত শব্দের শেষের সংযুক্ত অনুনাসিক ব্যংজন প্রায়ই ভাংগা হয় না। কোন্‌ কোন্‌ স্থলে সংযুক্ত ব্যংজনের একটি থাকে। যথা, সং করংজ ( বৃক্ষ ), কুরংড, কুড়ংগ ( কুলংগি বা কোলংগা ), কলংক ; বাং কাসন্দি ( সং কাসমর্দ ), গোএন্দা।

॥৷৶০ যে সকল বাংগালা শব্দের আদিতে য র ল শ ( ষ স ) আছে, তাহাদের ৺ আবশ্যক হয় না। এমন কি লুংঠন ও লম্ফ, লুঁঠ ও লাঁফ হয় নাই। শাঁপ ( সম্পাত হইতে ? ) ও শাঁস সম্বন্ধে ৶০ সূত্র দেখ।

৶০ কতকগুলি শব্দে চন্দ্রবিন্দু যোগে ও বিয়োগে ভিন্ন অর্থ বুঝায়। যথা, আটি ( ধানের ),

আঁঠি ( আমের ) ; আটা ( গমের ), আঁটা ( বন্ধনে ) ; কাচ—( কৌপীন ), কাঁচ (পরকলা) ; কাচা ( ধোআ ), কাঁচা ( আপাকা ) ; কাড়া ( বহিষ্করণ ), কাঁড়া ( নিস্তুষকরণ ) ; কাত ( একাশি ), কাঁত বা কাঁথ ( প্রাচীর ) ; খেদা ( তাড়ন ), খেঁদা ( নতনাসিক ) ; কুচা ( ছোট ), কুঁচা ( কুঞ্চন ) ; চিড়া ( 'ক্রোধ' ), চিঁড়া (চিপিটক) ; দাড়া ( দাঢ়া মাছের ), দাঁড়া ( দণ্ড ) ; বাটা ( পেষণ ), বাঁটা ( বণ্টন ) ; ভাটা ( হ্রাস ), ভাঁটা ( গোলক ) ; সাপ ( সর্প ), শাঁপ ( শাপ ) ; খাস ( নিশ্বাস ), শাঁস ( শস্য ) ; ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ শব্দ সংস্কৃত হইতে অনুনাসিকত্ব পাইয়াছে ( শব্দকোশ দেখ )।

৸৹ সাদৃশ্যে কোন্ কোন্ শব্দে ঁ আসিয়া থাকিবে। যথা, সং চঞ্চ—চাঁচ, সং চর্চরী—চাঁচর ( কেশ ) ; সং হংস—হাঁস, সং হাস্য—হাঁসি (নদীয়া ও কলিকাতায়), ইতিহাঁস (চাটগাঁএ) হাঁসপাতাল ( ইংরেজী হস্‌পিটাল ) ; সং চম্পক—চাঁপা, চাঁপ দাড়ী ( কলিকাতায়, রাঢ়ে চাপদাড়ী ) ; বঙ্ক—বাঁকা, বাঁকি ( কলিকাতায় )।

৸৵৹ হলন্ত তুল্য উচ্চারিত ঙ্গ ভাঙ্গিয়া ং হয়। কিন্তু ঙ্গা ঙ্গি ঙ্গু ঙ্গে ঙ্গো এই এইরূপ থাকে কিংবা অনুস্বারের পর গা গি গু গে গো লেখা হয়। যথা, রঙ্গ্ ( বর্ণ )—রং, কিন্তু রঙ্গ—ঠাট ; রাঙ্গ্তা—রাংতা ; ব্যঙ্গ ( ভেক )—বেং ; বাঙ্গলা—বাংলা ; শৃঙ্গ—শিং। কবিকঙ্কণে ( ধনপতির নৌকারোহণ ), 'কলিঙ্গ ত্রৈলঙ্গ অংগ বংগ পিংগল হাংগর ভিংগা সংগে গংগা তরংগ' শব্দগুলিতে গ্রাম্য লেখকের বানান পাওয়া যাইতেছে।

৸৶৹ দুই এর অধিক অক্ষর-জাত শব্দের সংযুক্ত ঞ্জ এবং ম্র প্রায়ই ভাংগা হয় না। কারণ ঞ্জ উচ্চারণে ন্ন হয়, এবং ম্র উচ্চারণে কষ্ট নাই। যথা, গঞ্জনা কখনও গাঁজনা হয় না ; কিন্তু গঞ্জ হইতে গাঁজ, ঝম্প হইতে ঝাঁপ আছে। ম্রকারের দুই প্রকার উচ্চারণ আছে। এক উচ্চারণে পূর্ণ অনুনাসিক, অন্য উচ্চারণে ঈষৎ। মশায়, মসকরা, মক্কা ইত্যাদির সহিত মামা, মাসী, মুখ ইত্যাদির উচ্চারণ তুলনা করিলেই প্রভেদ জানা যাইবে। প্রথমোক্ত শব্দগুলির ম্র অকারান্ত বলিয়া উহাকে পূর্ণ অনুনাসিক করিবার সুবিধা হয় না।

পূর্বকালে করিয়া, খাইয়া প্রভৃতি ক্রিয়া পদের শেষের স্বরবর্ণ অনুনাসিক করিবার দিকে ঝোঁক ছিল। চণ্ডীদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ( চৈতন্য চরিতামৃত ), এবং বীরভূমের বর্তমন ভাষায় এই ঝোঁকের লক্ষণ আছে। আশ্চর্যের বিষয়, পুরী জেলারও ব্রাহ্মণদিগের শব্দে এই ঝোঁক আছে। সং ত্বা প্রত্যয়ের প্রাকৃত-বিকারে বিকল্পে তাহা অনুনাসিক হইত।

### ৬১। মানুষের নাম সংক্ষেপ।

মানুষের ডাক-নাম প্রায়ই সংক্ষিপ্ত হয়, এবং আদরে ও অনাদরে নামের শেষ স্বর ভিন্ন হয়। আদরে শেষ স্বর অ উ হয়। অনাদরে পুরুষের নামের শেষ স্বর আ এ ও, এবং স্ত্রীলোকের ঈ হয়। বোধ হয় কবিকঙ্কণের সময়ে পুরুষের নামের শেষ স্বর আ

হইত। যথা, 'ভুবনা কিরণা দুহে হৈল কানা, চক্ষে দিল বালি গুঁড়া।' ওড়িয়াতেও পুরুষ-স্ত্রী উভয় স্থলেই আদরে অ উ হয়; অনাদরে পুরুষের নামের পরে আ যুক্ত হয়, এবং স্ত্রীলোকের নামের অন্তস্বর ই হয়। নামসংক্ষেপের সংগে শেষস্বর পরিবর্তিত হওয়াতে শব্দগুলি নূতন আকার ধারণ করে। এইরূপ ডাকনাম আলোচনা-দ্বারাও বাংগলা কথিত-ভাষায় সংস্কৃত শব্দের রূপান্তরের ধারা জানিতে পারা যায়। দেখা যায়, শব্দসংক্ষেপের পূর্বোক্ত সূত্রগুলি নাম-সংক্ষেপেও খাটে।

ক। অনাদরে পুরুষের নাম।

/০ দুই অক্ষরের অকারান্ত নামের অ স্থানে আ হয়। যথা, হর—হরা, শ্যাম—শ্যামা, হেম—হেমা। কিন্তু রাজ—রেজো; কারণ রাজা বলিলে অনাদর প্রকাশ হয় না।

৵০ তিন অক্ষরের অকারান্ত নামের আ ভিন্ন মধ্যস্বর প্রায়ই লুপ্ত হয় এবং শেষের অ স্থানে আ হয়। যথা, মদন—মদ্‌না, গণেশ—গণ্‌শা, মহেশ—মএশা।

৶০ ইকারান্ত নামের ই স্থানে এ হয়। যথা, হরি—হ'রে, কালী—কালে—কেলে (২৫ সূঃ), গিরি—গিরে, মুচি (রাম)—মুচে, বেণী—বেণে।

।০ অ আকারান্ত নামের আদিতে কিংবা মধ্যে ই থাকিলে অ আ স্থানে এ হয়। তিন অক্ষরের নামের আ ভিন্ন মধ্যস্বর প্রায়ই লুপ্ত হয়। যথা, শিব—শিবে, হীরা—হীরে, হরিশ—হ'র্‌শে, মাণিক—মো'ণ্‌কে, বিপিন—বিপ্‌নে।

।/০ তিন অক্ষরের অকারান্ত নামের আদিতে কিংবা মধ্যে উ ভিন্ন স্বর থাকিলেও অ স্থানে এ হয়, এবং পূর্বস্থিত অ প্রায়ই উ হয়। যথা, যাদব—যাদ্‌বা বা যাদুবে; কেশব-কেশ্‌বা বা কেশুবে, মোহন—মোহনা বা মোহুনে, পরাণ—পরাণে, কৈলাস—কৈলাসে।

।৵০ উকারান্ত নামের উ স্থানে ও হয়। যথা, মধু—মো'ধো; আশু—আশো—এশো (২৫ সূঃ)। কিন্তু বিধু বিধে।

।৶০ অ আকারান্ত নামের আদিতে কিংবা মধ্যে উ থাকিলে অ আ স্থানে ও হয়। তিন অক্ষরের নামের মধ্যস্থিত আ ভিন্ন স্বর প্রায়ই লুপ্ত হয়। যথা, কুশ—কুশো; নকুল—নক্‌লো; ঠাকুর—ঠাক্‌রো; কুসুম—কুস্‌মো।

॥০ শেষ বর্ণ য় হইলে তাহার স্থানে এ হয়। যথা, বিজয়—বিজএ—বিজে (কদাচিৎ বেজা); অভয়—অভএ (কদাচিৎ অবে)।

॥/০ অ আ পরস্থিত এবং নামের অন্তস্থিত ব প্রায়ই লুপ্ত হয়। যথা, মাধব—মাধা;

আদরে বাধু,—ইহার অনাদরে, রেধো। যাদব—যাদা; আদরে যাদু, অনাদরে যেদো। গ্রামে যাদবমাত্রেই আদরে যাদু, এবং কোলের ছোট ছেলেও যাদু। (যথা, লাগিকে, 'নাচরে বাছাধন নাচরে যাদব।' 'সামুলা বলেন বাছা শুনরে যাদব।' এখানে লাউসেনকে যাদব নামে ডাকা হইয়াছে।)

॥৵০ তিন অক্ষরের নামের মধ্যবর্ণে এ থাকিলে সেইখানেই নাম শেষ হয়। যথা, সুরেশ—সুরে, দিনেশ—দিনে।

॥৶০ তিন অক্ষরের নামের শেষে ন্ত, ন্দ, এবং তৎপূর্বে ন থাকিলে সে ন লুপ্ত হয়, এবং শেষস্বর এ হয়। যথা, অনন্ত—অন্তে, আনন্দ—আন্দে।

৷০ তিন অক্ষরের নামের শেষের ন্ন লুপ্ত হয়, এবং শেষস্বর আ হয়। যথা, প্রসন্ন—প্রস—পেসা (২৩ সূঃ, রাঢ়ে পিসন্নে)।

৷৵০ তিন অক্ষরের নামের শেষের ন্দ্র লুপ্ত হয়, এবং শেষস্বর এ হয়। যথা, যোগীন্দ্র বা যোগেন্দ্র—যোগে। কিন্তু মহেন্দ্র—মাহিন্দে।

৷৶০ চারি বা অধিক অক্ষরের নাম সংক্ষেপে দুই এবং কদাচিৎ তিন অক্ষরে দাঁড়ায়। তখন উপরি-উক্ত নিয়ম খাটে। যথা, রামহরি—রামা, রামধন—রামা বা ধনা, বলরাম—বলা, ভগবান্—ভগা প্রায়ই ভোগে, পীতাম্বর—পীতুমে। কিন্তু অবিনাশ—বিনে, জনার্দন—দনাই (জ স্থানে দ, ৫৩ সূঃ)।

খ। অনাদরে স্ত্রীলোকের নাম।

তিন কিংবা অধিক অক্ষরের নাম দুই অক্ষরে দাঁড়ায়, এবং সকল নামের শেষস্বর ঈ হয়। যথা, রাধা—রাধী, দুর্গা—দুগী, পদ্মা—পদী, অভয়া—অবী, পীতাম্বরী—পীতুমী, শরৎ—শরী, সারদা—সারী, লক্ষ্মী—লখী, বিন্ধ্যবাসিনী—বিন্দী, কাদম্বরী—কাদী, থাকমণি—থাকী, সৌদামিনী—সোদী, সুখদা—সুখী।

গ। আদরে পুরুষ ও স্ত্রী নাম।

আদরে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের নামও সংক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু শেষস্বর অ, অত্যাদরে উ হয়। যথা, হেম—হেম্—হেমু, নীলমণি—নীল্—নীলু, গণেশ—গণ্—গণু, শরৎ—শর্—শরু, পঞ্চানন—পাঁচু। রাধা—রাধ্—রাধু, থাকমণি—থাক্—থাকু, সৌদামিনী—সোদ্—সোদু। পুরুষের নামের শেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকিলে প্রায়ই মস্তকস্থিত বর্ণ থাকে। যথা, মহেন্দ্র—মহেন্—মহীন্, সুরেন্দ্র—সুরেন্।

অতএব দেখা যাইতেছে, নাম দুই অক্ষরের হইলে এবং পুরুষের নাম আকারান্ত এবং পূর্বস্বর অকারান্ত এবং স্ত্রীলোকের নাম ঈকারান্ত হইলে বিকৃত হইবার সম্ভাবনা অল্প হয়।

৬২। বাংলা সংখ্যাবাচক শব্দ।

সংস্কৃত এক হইতে শত পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের বাংলা রূপান্তর আলোচনা করিলে

পূর্ব্বোক্ত অনেক সূত্রের চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এখানে সংক্ষেপে তাহা দেখান যাইতেছে। রাঢ়ে প্রচলিত শব্দ মনে করিতে হইবে।*

| মূল শব্দ | | রূপান্তর | |
|---|---|---|---|
| সং | বাং | সং | বাং |
| এক | এক | একা | এগা |
| দ্বৌ | দুই | দ্বা, দ্বি | বা, ব, বি |
| ত্রীণি | তিন | ত্রয়স্, ত্রি | তে, তি |
| চত্বারি | চারি | চতুর্ | চউ, চৌ, চো |
| পঞ্চ | পাঁচ | | পঁচ, পঁয়, পন্ |
| ষষ্ | ছয় | ষো | যো, ছঅ—ছা, ছয়—ছি, ছঅ—ছ |
| সপ্ত | সাত | | সত, সাত—সায়, সাতা |
| অষ্ট | আট | অষ্টা | আঠা |
| নব | নয় | | নয়—নি |
| দশ | দশ | | দহ, রহ |
| বিংশতি | বিশ | | ইশ |
| ত্রিংশৎ | ত্রিশ | | ত্রিশ—তিরিশ, তিশ |
| চত্বারিংশৎ | চালিশ, চল্লিশ | | তালিশ, আলিশ |
| পঞ্চাশৎ | পন্চাশ | | পান্ন, আন্ন, হান্ন |
| ষষ্টি | ষাটি, ষাইট | | ষট্টি |
| সপ্ততি | সত্তরি, সত্তর | | হাত্তর, আত্তর |
| অশীতি | আশি | | রাশি |
| নবতি | নবই, নব্বই | | আনবই, রানই, আনব্বই, রানব্বই |
| শত | শ | | |
| একোন- | উন্- | | |

এই সকল পরিবর্ত্তনের সূত্রগুলি একত্র করা যাইতেছে।

* বিদ্যাসাগর মহাশয় বোধোদয়ে এই সকল শব্দ দিয়াছেন। কএকটা শব্দ একটু পরিবর্ত্তন করিলে অন্যান্য শব্দের সহিত মিল থাকে। এ বিষয় ১৩১৩ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীপত্রে আলোচনা করা গিয়াছে। দেখা যায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রদত্ত শব্দ বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইতেছে।

ক। লোপ।

৵০ শব্দের মধ্য-কিংবা অন্তস্থিত চ ত দ প ব হ লুপ্ত হইতে পারে ( ৩৫, ৩৬ সূঃ )। যথা, সং পঞ্চ—পঅ্-পয়্-( ত্রিশ ) ; সং .অশীতি—অশীই—অশী ( ওং )—আশী বা আশি ; সং ষা—বা-( ষষ্টি ) ; সং পঞ্চাশৎ—পনাহ্—পানহ্-পায়্—আয় ( তে-পায়, বা-আয় ) ; সং নব—নঅ—নয়্—ন ; সং অষ্টাদশ—অঠারহ ( হিং )—আঠার্।

৶০ যুক্ত ব্যঞ্জনের মাথার ব্যঞ্জন লুপ্ত হয়। হইলে পূর্ববর্ণের স্বর দীর্ঘ হয় ( ৪৪ সূঃ )। যথা, সং সপ্ত—সাত, সং অষ্ট—আট।

৷০ র-ফলার র লুপ্ত হয় ( ৪৫ সূঃ )। যথা, সং ত্রীণি—তীনি ( ওং তিনি )—তীন ( তিন ) ; সং ত্রিংশৎ—ত্রিশ, তীশ ( গ্রাং ),তীস ( হিং )। র বিপ্রকর্ষে ত্রিশ—তিরিশ ( বাং, ওং )।

।০ শব্দের মধ্য- ও অন্তস্থিত অসংযুক্ত স্বর লুপ্ত হয় (১৮, ১৯ সূঃ)। যথা, সং ত্রয়োদশ—ত্রওদশ ( ৭ সূঃ )—তেওদশ ( ১৪ সূঃ )—তে-দশ—তে-বহ ( হিং ), তের্ ( বাং ওং ) ; সং ত্রীণি—তীনি—তীন ( তিন )।

।৵০ সংযুক্ত অনুনাসিক বর্ণ প্রায়ই চন্দ্রবিন্দু হয় ( ৬০৶০ সূঃ )। যথা, সং পঞ্চ—পাঁচ ; কদাচিৎ ন হয়। যথা, সং পঞ্চ (-দশ)—পন্(-রহ)। লুপ্তও হয়। যথা, বিংশতি—বিশ।

খ। পরিবর্তন।

।৶০ ক স্থানে গ হয় ( ৩৯ সূঃ ) যথা, সং একা (-দশ)—এগা (-রহ )।

।৷০ চ স্থানে ত হয় ( ৫০ সূঃ )। যথা, (পয়্-)চালিশ—(পয়্-) তালিশ।

॥০ ব স্থানে উ হয় ( ৪৭ সূঃ )। যথা, সং দ্বি—দুই—দুই।

॥৵০ শ ষ স্থানে স, এবং স স্থানে হ, ছ হয় ( ৪১ সূঃ )। যথা, সং দ্বাদশ—বা-অস—বা রহ , সং ষষ্—সহ—ছয় বা ছ ( মং সহা )।

॥৶০ ষ্ট স্থানে ঠ হয় ( ৫৩ সূঃ )। যথা, সং অষ্টাদশ—আঠারহ ( হিং )—আঠার্।

॥৷০ ড র ল স্থান পরিবর্তন করিতে পারে ( ৩৮ সূঃ )। যথা, সং ষোড়শ—ষোড়হ ( মং ষোড়া )—ষোলহ ( হিং )—ষোল্ ; সং চত্বারিংশৎ—চআরিশ—চারিশ—চালিশ ( ওং, বাং ) বা চল্লিশ।

৸০ অউ স্থানে ঔ, এবং ঔ স্থানে ও হয় ( ৩১, ৩২ সূঃ )। যথা, সং চতুর্দশ—চউদহ—চউদ্ ( ওং ) চৌদহ ( হিং ) চৌদ্দ—চোদ্দ ; চৌরাশী—চোরাশী—চুরাশী ( গ্রাং )।

৸৵০ শব্দের আদ্য অ স্থানে আ হয় ( ২২ সূঃ )। যথা, সং অশীতি—আশী বা আশি ; সং সপ্ততি—সত্তর—সাত্তর—হাত্তর ( বা-হাত্তর ) ; সং অষ্টাদশ—অঠারহ—আঠার্। নবই—আনবই ( পঁচানবই )।

৸৶০ শব্দের অন্তস্থিত অ স্থানে য, এবং য স্থানে ই হয় ( ৭, ৬৷ সূঃ )। যথা, সং

পঞ্চ—পর্ন্ন—পঁয়(-ত্রিশ) ; সং ষষ্—ছয়—ছি(-আত্তর) ; সং সপ্ত সাত—সাঁয়(-ত্রিশ) ; সং নব—নঅ—নয়—নি(-রানবই)।

প। আগম।

৮৶০ অসংযুক্ত স্বরবর্ণে র যুক্ত হয় ( ৩৪ সূঃ )। যথা, সং সপ্ততি - সত্তই—সত্তরি ( ওং )—সত্তর ; বি-আশী—বিরাশী ; নি-আনবই—নিরানবই।

৯ সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মাথায় বর্ণ লুপ্ত হইলে নীচের বর্ণের দ্বিত্ব হয় (৪৪,৪৫ সূঃ )। যথা, সং চতুর্দশ—চউদ্দহ—চৌদ্দ ; সং ষষ্টি—ষট্টি ( এক-ষট্টি )।

৯/০ অসংযুক্ত ব্যঞ্জন লুপ্ত হইলে পূর্বব্যঞ্জনের দ্বিত্ব কিংবা স্বর দীর্ঘ হয়। যথা, সং নবতি—নবই—নব্বই ; সং পঞ্চাশৎ—পানাহ—পান্ন ( তে-পান্ন )। চালীশ—চল্লিশ, ছাবীশ—ছাব্বিশ। চালীশ—চল্লিশ ; এখানে চা স্থানে চ হইয়া পরবর্ণের দ্বিত্ব হইয়াছে। এইরূপ, চৌবিশ—চোব্বিশ, ছয়বিশ—ছাব্বিশ। ব্যঞ্জনবর্ণের এইরূপ দ্বিত্ব গ্রাম্য বোধ হয়। কারণ এই সূত্র কেবল বাংগলা সংখ্যাবাচক শব্দে পাই, অন্য শব্দে পাই না। অন্য ভিন ভাষার শব্দেও এই সূত্র প্রায় খাটে না। বাং নব্বই, ওং নবে, হিং নব্বে ( কিন্তু বা-নবে, ঊন্নানবে ), মং নব্বদ ( কিন্তু একান্নব, ব্যান্নব )। বাং পান্ন, ওং বন, হিং পনন, মং পন্নদ।

---

এগার, বার ইত্যাদি এগারহ, বারহ কিংবা এগারা, বারা ইত্যাদি করিলে বার ( ১২ ) ও বার ( পালা ) শব্দের সহিত গোল হইবার আশঙ্কা থায়। চোব্বিশ, ছাব্বিশ, নব্বই, চাল্লিশ, চল্লিশ, তাল্লিশ ইত্যাদির ব ও ল কারের দ্বিত্বের মর্য্যাদ শাখায় জুটিয়াছে। কোথাও চৌ, কোথাও চো, কোথাও চু না করিয়া সর্বত্র চৌ কিংবা চো করিলে সুবিধা আছে। চৌ অপেক্ষা চো করা বাংগলাভাষার ধারা। বাংগলা ভাষার শব্দের মাঝের অ আ স্থানে প্রায়ই য যা লেখা হইয়া থাকে। যবং অ স্থানে য করাতে উচ্চারণে দোষ আসে না। কিন্তু যা করিলে উচ্চারণ পরিবর্ত্তিত হয়। এই কারণে আ স্থানে হা হইয়া বাহান্ন, বাহাত্তর ইত্যাদি হইয়াছে। সং একোন(-বিংশতি) স্থানে বাং ঊন, ওং অণ, হিং ঊন, মং একোণ, ( বা একুণ ) হইয়াছে। এইরূপে, বাং ঊনইশ ( ঊনিশ গ্রাং ), ঊনত্রিশ, ঊনচালিশ, ঊনপন্চাশ, ঊনষাটি, ঊনসত্তরি, ঊনআশি, ঊননবই। এই রূপে ঊন-শ হইবার কথা। ভক্তিপাতক অংশেও ( ৯৯ )। কিন্তু সং নব-নবতি হইতে বাং নিরানবই, হিং নিনানবে, মং নব্যান্নব।

এখানে বাংলা সংখ্যাবাচক শব্দগুলি লেখা যাইতেছে। গ্রাম্যতা ত্যাগ করিলে মূল আকার এই দাঁড়ায়। নামের সৌষ্ঠবের প্রতিও লক্ষ্য রাখা গিয়াছে।

| | দশ | বিশ | ত্রিশ | চালিশ | পঞ্চাশ | ষাট | সত্তরি | আশি | নব্বই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এক | এগার | একইশ | একত্রিশ | একচালিশ | একান্ন | একষট্টি | একাত্তর | একাশি | একানব্বই |
| দুই | বার | বাইশ | বত্রিশ | বআলিশ | বাআন্ন | বাষট্টি | বাআত্তর | বআশি | বআনব্বই |
| তিন | তের | তেইশ | তেত্রিশ | তেআলিশ | তেআন্ন | তেষট্টি | তেআত্তর | তেআশি | তেআনব্বই |
| চারি | চোদ্দ | চোবিশ | চোত্রিশ | চোআলিশ | চোআন্ন | চোষট্টি | চোআত্তর | চোআশি | চোআনব্বই |
| পাঁচ | পনর | পঁচিশ | পঁচত্রিশ | পঁচালিশ | পঁচান্ন | পঁচষট্টি | পঁচাত্তর | পঁচাশি | পঁচানব্বই |
| সাত | সতের | সাতাইশ | সাতত্রিশ | সাতালিশ | সাতান্ন | সাতষট্টি | সাতাত্তর | সাতাশি | সাতানব্বই |
| আট | আঠার | আঠাইশ | আটত্রিশ | আটালিশ | আটান্ন | আটষট্টি | আটাত্তর | আটাশি | আটানব্বই |
| নয় | ঊনইশ | ঊনত্রিশ | ঊনচালিশ | ঊনপঞ্চাশ | ঊনষাট | ঊনসত্তরি | ঊনআশি | ঊননব্বই | ঊনশত |

# ৩য় পরিচ্ছেদ

## শব্দবিকারের কারণ

সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতে কিংবা সংস্কৃত হইতে বাংগলায় শব্দের অসংযুক্ত ও সংযুক্তবর্ণের যে সকল পরিবর্তন হইয়াছে, তাহার প্রাকৃতিক কারণ অবশ্য আছে। যিনি সে কারণ আবিষ্কার করিবেন, তিনি ভাষাবিদ্যাকে বিজ্ঞানের আসনে বসাইতে পারিবেন। জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাতে গমন লৌকিক-জ্ঞান ও বিজ্ঞানের রীতি, এবং অজ্ঞাতে প্রবেশ করিতে হইলেই অনুমান বা কল্পনা আবশ্যক হয়। এখানে এইরূপ অনুমান বিস্তর করিতে হইবে।

সংস্কৃত ব্যাকরণে বর্ণগুলি কণ্ঠ্য তালব্য মূর্ধন্য দন্ত্য প্রভৃতি কএকটি উৎপত্তিস্থানমূলকভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। আমরা বাল্যকাল হইতে এই সকল বিশেষণ শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু কেবল বিশেষণ পাইলেই বিশেষ্যের গুণ বা ক্রিয়া বুঝিতে পারা যায় না। যে ঘিএর আস্বাদ না পাইয়াছে, তাহাকে আস্বাদ ঘৃতবং বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করা বৃথা। উপস্থিত লেখকের ভাগ্যে সংস্কৃতভাষার বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ শেখা ঘটে নাই। এই হেতু সামান্য বুদ্ধিতে সংস্কৃতবর্ণের উচ্চারণ বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। সংস্কৃত পণ্ডিত এই চেষ্টার বহু স্থানে ভুল দেখিতে পাইবেন। কিন্তু বর্ণের উচ্চারণ না জানিলে শব্দপরিবর্তনের নিয়ম বুঝিতে পারা যাইবে না, এবং একটা কাঠাম না করিলেও মূর্তি গড়িতে পারা যাইবে না।

### ৬৩। স্বর ও ব্যঞ্জন।

দেখা যায়, ক হইতে ক্ষকার পর্যন্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ সময়ে জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বারা মুখবিবর পরিবর্তিত করিতে এবং প্রশ্বাসবায়ু বহির্গমন সময়ে মুখ বন্ধ করিতে হয়। অকারাদি স্বরবর্ণ উচ্চারণে এরূপ করিতে হয় না; বাগ্‌যন্ত্রের তন্ত্রীর কম্পন সবিশেষ আবশ্যক হয়। অকারাদি স্বরবর্ণ ভাষার সুর, ককারাদি বর্ণ সুরের ব্যঞ্জন।

কিন্তু সকল স্বর কিংবা সকল ব্যঞ্জন সমান নহে। অ সুর যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ রাখিতে পারি, ঐ কিংবা ঔ পারি না। ক উচ্চারণ করিয়াই শেষ করিতে হয়, নতুবা ক-ধ্বনি থাকে না। কিন্তু হ-ধ্বনি কিছুক্ষণ স্থায়ী করিতে পারি, কিন্তু অ-ধ্বনির তুল্য দীর্ঘকাল পারি না। ঙাদি পাঁচটি অনুনাসিক বর্ণ, এবং য় র ল ব চারিটি অন্তঃস্থ বর্ণ কতকটা বিকৃত করিয়া উহাদের ধ্বনি কিছুক্ষণ রাখিতে পারি। শ ষ স হ এই চারি বর্ণের উচ্চারণে শ্বাস বেগে বাহির করিতে হয়। বোধ হয় এই কারণে এই চারিবর্ণ সংস্কৃত ব্যাকরণে উষ্মবর্ণ (উষ্ম অর্থে বাষ্প বা বায়ু) নাম পাইয়াছে। অতএব ব্যঞ্জন বর্ণের স্থূলভাগ করিলে ক-বর্গাদি পাঁচ বর্গের ব্যঞ্জন স্পর্শ বর্ণ, শ ষ স হ উষ্ম বর্ণ, য় র ল ব অন্তঃস্থ বর্ণ, অর্থাৎ স্বর ও ব্যঞ্জনের মধ্যবর্তী। কিংবা অ ই উ মূলস্বর, ঋ এ ও ঐ ঐ

যৌগিক স্বর (পরে দেখ), য় র ল ব হ ঙ ঞ ণ ন ম স্বরব্যঞ্জন, এবং অবশিষ্ট বর্ণ পূর্ণ ব্যঞ্জন। বলা বাহুল্য এ কথা সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতে কিছু ভিন্ন।

সংস্কৃত শিক্ষাশাস্ত্রের মতে উরঃ কণ্ঠ শির জিহ্বামূল দন্ত নাসিকা ওষ্ঠ তালু, এই আট স্থানে স্বর ও ব্যঞ্জনের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যথা, অ আ হ কণ্ঠ্য বর্ণ, ই ঈ চ-বর্গ য় শ তালব্য, উ ঊ প-বর্গ ওষ্ঠ্য, ঋ র ষ ট-বর্গ মূর্ধন্য, ৯ ল স ত-বর্গ দন্ত্য, ক-বর্গ জিহ্বামূলীয় (কোন মতে) বা কণ্ঠ্য, ব দন্তৌষ্ঠ্য, এ ঐ কণ্ঠ্যতালব্য, ও ঔ কণ্ঠৌষ্ঠ্য, য় র ল ব ঙ ঞ ণ ন ম সহিত হ যুক্ত হইলে ঔরস্য, ঙ ঞ ণ ন ম ং অনুনাসিক। ঃ অন্তের আশ্রয়ে থাকিয়া তাহার স্থানভাগী হয়।

৬৪। পংচস্বর।

ই এ অ ও উ—এই ক্রমে পাঁচটি স্বর একটির প'র একটি ছন্দে উচ্চারণ করিতে পারা যায়। ই হইতে উ তে আসিতে মুখবিবরের আকার ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হয়। পরে দেখা যাইবে, বাংগলা অ এবং আ দুইটি স্বতন্ত্র স্বর। এই হেতু বাংগলায় পংচস্বর না বলিয়া ষট্ স্বর বলিলে সব স্বর পাওয়া যায়। ই এ আ অ ও উ, ছয়টি স্বরের উচ্চারণ-ক্রম। অর্থাৎ ই এ আ ইত্যাদি পরে পরে সহজে বলিতে পারা যায়। এই কারণে বাংগলা উচ্চারণে ইকার অন্নেই একারে, একার আকারে, আকার অকারে, অকার ওকারে, ওকার উকারে পরিবর্তিত হয়। স্বরগুলি ব্যুৎক্রমেও পরিবর্তিত হয়। পরে দেখা যাইতেছে, সংস্কৃত শব্দের অকার আকার-প্রিয় বাংগলা ভাষায় আকারে পরিবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু সংস্কৃত শব্দের আকার বাংগলায় অকারে পরিবর্তিত হইতে প্রায় দেখি না। বাং ছিল, ছেল (গ্রাং), ছ্যল (গ্রাং); কেমন, ক্যমন; কুমার, কুমর, কুমোর; কাঁপনি, কাঁপোনি, কাঁপুনি; ইত্যাদি স্মরণ করিলে স্বরের ক্রমিক পরিবর্তন বুঝিতে পারি। রাঢ়ে অকার প্রায়ই অকার উচ্চারিত হয়, কলিকাতা নদীয়া যশোরে ওকার এবং কোন কোন শব্দে উকার হয়। কোন কোন লেখক চিরণী চালনী চাকরি প্রভৃতি শব্দ চিরুণী চালুনী চাকুরি বানান করেন। যশোর ও ঢাকায়, পাঠাইছি, রাঢ়ে পাঠিএছি, নদীয়ায় পাঠিইছি (প্রায়ই পাটিইছি)। রাঢ়ে, খেতে কোত্তে; যশোরে, খাতি কোর্তি। সং বাত্তিংগন—বাইংগন—বাইগন—ব্যাগন—ব্যগন—বেগোন—বেগুন (তুং আগুন) পরে পরে এই ক্রমে পরিবর্তিত না হইলেও বাইগন হইতে বেগুন হইয়াছে। এইরূপ, অনেক শব্দে প্রথমে আ হইতে বাঁকা এ, পরে বাঁকা এ হইতে পূর্ণ এ আসিয়াছে। সেইরূপ, শব্দ-বিশেষের আন্ত এ বাঁকা এ হইয়াছে।

৬৫। অ আ।

সংস্কৃত ব্যাকরণে অকারের দীর্ঘ, আ। বাংগলা ব্যাকরণ কি বলে, জানি না। দেখিতে পাই, বাংগলায় অকারের দীর্ঘ স্বর, আ নহে। কফ্ এবং কাফ্ উচ্চারণ করিলেই বুঝিতে

পারি, বাংগলা উচ্চারণে অ আ দুইটি স্বর ভিন্ন। অকারের দীর্ঘ, অ-অ-অ ; আকারের দীর্ঘ, আ-আ-আ। ই উ এরূপ নহে। ই দীর্ঘকাল স্থায়ী করিলে ঈ, উ দীর্ঘকাল স্থায়ী করিলে ঊ পাই। সংগে সংগে সুরও একটু উপরে ওঠে। এই জন্য ই+ই কিংবা ই+ঈ=ঈ ; উ+উ কিংবা উ+ঊ=ঊ। কিন্তু আমরা অ যেমন উচ্চারণ করি, তাহাতে অ+অ কিছুতে আ হয় না। মহা+আশয়=মহাশয় কি রূপে হয়, তাহা বেশ বুঝিতে পারি ; কিন্তু রাম্+আগমন=রামাগমন কেন হয়, তাহা অকারের বাংগলা উচ্চারণ করিলে বুঝি না। কিন্তু যদি অকারের উচ্চারণ আকারের তুল্য করি, অর্থাৎ যদি অ-কে আকারের হ্রস্ব স্বর মনে রাখিয়া অ উচ্চারণ করি, তাহা হইলে সংস্কৃতব্যাকরণের সন্ধির সূত্র ধরিতে কষ্ট থাকে না।

বাংগলা ও ওড়িয়াতেই আ হইতে অ পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দী হ্‌ম পড়িতে হইলে আমাদিগকে হ্যাম্ লিখিতে হইবে। কারণ হিন্দীর অ বাংগলায় নাই। মরাঠী ভাষাতেও তাই। তেলুগু ভাষায় আরও স্পষ্ট, অকারের উচ্চারণ হ্রস্ব আ। হিন্দীভাষী লিখিবে, অটক অংগুর অংগার কংগাল ; বংগভাষী লিখিবে আটক আংগুর আংগার কাংগাল। তেলুগু 'মনুষ্য' শব্দ উচ্চারণ করিলে আমরা শুনিব, প্রায় মাহুষ্যা। আমরা বাংগলায় অকারের উচ্চারণ পৃথক্ করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধির নিয়ম কাল্পনিক করিয়া ফেলিয়াছি।

বাংগলা ও ওড়িয়াতে আ হইতে অ স্বতন্ত্র হইয়াছে। কিন্তু এই দুই ভাষায় সংস্কৃত শব্দের অ স্বর এক ধ্বনি পায় নাই। সং ছত্র—বাংগলাতে ছাতা, কিন্তু ওড়িয়াতে ছতা ; সং কর্কট—বাংগলাতে কাঁকড়া, কিন্তু ওড়িয়াতে কংকুড়া ; অর্থাৎ বাংগলা ভাষা সংস্কৃত অ স্থানে আ লিখিয়া অকারের সংস্কৃত উচ্চারণ স্মরণ করাইতে চেষ্টা করে ; ওড়িয়াভাষা অ লিখিয়া সংস্কৃত বানান রক্ষা করে। এবিষয়ে আসামী ভাষা ওড়িয়ার তুল্য। বস্তুতঃ অ-কারের উচ্চারণ লঘু হইয়াছে। কারণ সংস্কৃত অ না-বাংগলা আ, না-ওড়িয়া অ (কিংবা বাংগলা অ)। ইহা হইতেও বুঝিতেছি সংস্কৃত অ উচ্চারণে বাংগলা আ এবং অকারের মধ্যবর্তী ছিল। সংস্কৃত অ দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রদেশে আছে।

৬৬। এ ও ঐ ঔ।

সংস্কৃত ভাষায় একার ওকারের উচ্চারণ বাংগলার মতন ছিল কি ? যদি ছিল, তবে অ+ই=এ, অ+উ=ও কিরূপে হইত ? যদি সংস্কৃত-ব্যাকরণকার স্বর-সন্ধির নিয়ম কেবল কল্পনা-বলে লিখিয়া না থাকেন, তাহা হইলে সে ভাষায় একারের উচ্চারণের শেষে ই, এবং ওকারের উচ্চারণের শেষে উ আসিত। বোধ হয়, এই হেতু এ ঐ কণ্ঠ্য-তালব্য, এবং ও ঔ কণ্ঠৌষ্ঠ্য বলা হইয়াছে। আরও দেখিতে পাই ইকার উকারের গুণ হইলে এ ও, এবং ই উ এ ওকারের বৃদ্ধি হইলে ঐ ঔ হইত। সন্ধির সূত্রেও

অ+এ=ঐ, অ+ও=ঔ। ইহা হইতে বুঝিতেছি, সংস্কৃত-প্রাকৃতে এবং বাংগলা-প্রাকৃতে কি কারণে ঐ ঔ স্থানে এ ও হইয়াছে।

সে যাহা হউক, ঐ ঔকারের বাংগলা উচ্চারণে প্রত্যেকটিতে দুইটি স্বর স্পষ্ট শুনিতে পাই। উভয় স্বরে সমান মাত্রা দিয়া দৈব—দইব, গৌর—গউর করিয়া থাকি। তেলুগু ঐ-কে আই এবং ঔ-কে আউ উচ্চারণ করে। ওড়িয়া পণ্ডিত ঐ-কে এই উচ্চারণ করেন। আমরা দই লিখিতে দৈ, মউ লিখিতে মৌ লিখিয়া ফেলি!

বাংগালায় একার ওকারের হ্রস্বদীর্ঘ আছে, কিন্তু পৃথক পৃথক অক্ষর নাই। তেলুগু ও মৈথিলীতে হ্রস্ব এ ঐ ও ঔ এবং দীর্ঘ এ ঐ ও ঔকারের অক্ষরই আছে।

৬৭। কথার টান।

শব্দের স্বর-বিশেষ দীর্ঘকাল স্থায়ী করাব নাম কথার টান। বোধ হয়, স্বর দীর্ঘ করা অর্থাৎ স্বর টানা বলিলে তাহাই বুঝায়। বংগদেশের স্থানভেদে কথার টানের প্রভেদ আছে, এবং ইহাই ভাষার প্রধান কারণ হইয়াছে। এক অ-স্বরের কত রকম টান আছে! কোথাও ঈষৎ লুপ্ত, কোথাও সম্পূর্ণ লুপ্ত, কোথাও অ এবং কোথাও ও হইয়াছে।

হ্রস্ব স্বরের উচ্চারণকাল ১ ধরিলে, দীর্ঘ স্বরের ২ মনে করা যাইতে পারে। অর্থাৎ হ্রস্ব-স্বরের মাত্রা ১, দীর্ঘস্বরের মাত্রা ২। নিম্নলিখিত শব্দগুলি পড়িলে অকারাদি স্বরবর্ণের হ্রস্বদীর্ঘ ধরা পড়িবে। মাত্রা অধিক জানাইবার নিমিত্ত বর্ণের মাথায় ঊর্ধ্বরেখা দেওয়া গেল।

ক́র ( হাত ), ( তুমি ) কর́ ( ক্রিয়াপদ )

শ́র ( দুধের ), সর́ ( ক্রিয়াপদ )

দেখা যাইতেছে, বিশেষ্যপদ কর শর ইত্যাদির প্রথম অক্ষরের অকার দীর্ঘ, দ্বিতীয় অক্ষরের মাত্রা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। কর্, সর্ ইত্যাদি ক্রিয়াপদেরও মাত্রা ২; কিন্তু দ্বিতীয় অক্ষরে অধিক, প্রথম অক্ষরে অল্প। অর্থাৎ বিশেষ্য কর শব্দের আদ্য অকার দীর্ঘ, ক্রিয়া কর পদের অন্ত অকার দীর্ঘ।

কা́ন ( কর্ণ ), কানা́ ( অন্ধ )

কা́ল ( সময় ), কালা́ ( বধির )

দাঁ́ড় ( দন্ত ), দাঁড়া́ ( ক্রিয়া )

ইত্যাদি শব্দে আকারের হ্রস্বদীর্ঘ না করিলে সহজে অর্থবোধ হয় না। দেখা যায়, দুই অক্ষরের বিশেষণ শব্দের শেষ অক্ষরে জোর দিতে হয়। বড়্, ছোট্, খাট্, মাঠ্, তিত্, ভাল্ প্রভৃতি বিশেষণ শব্দের শেষের অকার প্রস্ত বা লুপ্ত না হইয়া দীর্ঘ হইয়াছে। কেহ দীর্ঘ অকার উচ্চারণ করে, কেহবা অকারকে ওকারে পরিণত করিয়া দীর্ঘ করে। শব্দের বিশেষ বিশেষ বর্ণে বল দিতে গিয়া স্বরের মাত্রা দীর্ঘ হইয়া পড়িতে পারে। তিনি—এই শব্দের দুই অক্ষরে মাত্রা প্রায় সমান। কিন্তু তিনু-ই শব্দে তুকারের ইকার দীর্ঘ। ঠিক বানান

করিতে হইলে তীনই লেখা আবশ্যক। তিন দিন—উচ্চারণে তীন দীন। এই দুই শব্দের প্রত্যেকের ২ মাত্রার প্রায় সব প্রথম অক্ষরে পড়িয়াছে। মুড়ি (চাউলের), মুড়ী (পাঁঠার) —এই দুই শব্দের ইকার হ্রস্ব দীর্ঘ না করিলে অর্থ বোঝা যায় না। হিন্দী ও মরাঠীতে ঈট (ইষ্টক) লেখা হয়। ওড়িয়াতে ইটা বলাতে ই দীর্ঘ করিতে হয় না। আমরা ইঁট বলিয়া ই দীর্ঘ করি।

তুল্—এই শব্দে ল্ হ্রস্ব অকারান্ত। এজন্য ত এর উ দীর্ঘ হইয়াছে। তুল (তুলাযন্ত্র) এই শব্দে ল্ প্রায় হলন্ত। এই হেতু উহার মাত্রা ত এর উতে যুক্ত হইয়া উকে দীর্ঘ করিয়াছে। কিন্তু আমরা লিখি হ্রস্ব। তুলা শব্দের দুই অক্ষরে মাত্রা প্রায় সমান পড়িয়াছে। তুলো উচ্চারণ করিলেও প্রায় তাই হয়। শূল (বেদনা), শূল্ (গোঁজ) শব্দ শূল্ কিংবা শূলা লেখা উচিত।

দেন্, দেনা ; কেন্ (ক্রয়), কেন্ (কথং) ; মেলা (উন্মুক্ত), মেলা (হাট), ইত্যাদি শব্দে একারের হ্রস্বদীর্ঘ পাই। কেশ, করিলেন—এই দুই শব্দের এ সমান দীর্ঘ নহে।

গোল (শব্দ), গোল (বর্তুল) ; খোল, খোলা ; শোধ, শোধা ; ইত্যাদি শব্দে ওকারের হ্রস্ব দীর্ঘ পাওয়া যায়।

এক দুই তিন ছয়—ইত্যাদি শব্দের শেষ অক্ষরে মাত্রা নাই বলিলেই হয়। এজন্য সে মাত্রা প্রথম অক্ষরে গিয়া তাহার স্বর দীর্ঘ করিয়াছে। এ দীর্ঘ করিবার দুই প্রকার রীতি দেখা যায়। এ স্বর দীর্ঘ করিয়া, এবং এ সংগে আ স্বর যোগ করিয়া। এক—শব্দে শেষোক্ত রীতি পাওয়া যায়। উহার গ্রাম্য উচ্চারণ এআ্ক। (তা বলিয়া উহা ম্যাক নহে। ম্যাক কি রকমে উচ্চারণ করিব, তাহাই ভাবিয়া পাই না!) পশ্চিম বংগে 'কেবল' শব্দের কে-তে প্রথমোক্ত রীতি, পূর্ববংগে দ্বিতীয়োক্ত রীতি প্রযুক্ত হয়। যদি উচ্চারণ অনুসারে বানান করিতে হয়, তাহা হইলে দূই তীন লেখা আবশ্যক।

যেমন একার দীর্ঘ করিবার দ্বিবিধ রীতি আছে, তেমনই অকার ইকার উকার দীর্ঘ করিবারও দ্বিবিধ দ্বিবিধ রীতি আছে। অকার উকারের এক প্রকার দীর্ঘ ওকার, ইকারের একপ্রকার দীর্ঘ একার। গেল্, গেলো, গেইল্, গেইল্—একই ক্রিয়াপদের বিভিন্ন স্থানীয় রূপ। প্রভেদ স্বরের মাত্রায়।

দুই অক্ষরের মোট মাত্রা ২। তেমনই তিন অক্ষরের ৩, চারি অক্ষরের ৪। চারি অক্ষরের চলিত শব্দ অল্পই আছে। থাকিলে তাহাকে তিন অক্ষরে পরিণত করিবার চেষ্টা আছে। সেই রূপ, তিন অক্ষরের শব্দকে দুই অক্ষরে আনিবার চেষ্টা আছে। করিলেন—ক'রেন বা কোরেন, করিল—কর্লো বা কর্লো। করিলেন—পদে র-এর অকার প্রায় লুপ্ত। ইহার মাত্রা প্রথম অক্ষরে গিয়া পড়িয়াছে। ক'রেন পদে ইহা আরও স্পষ্ট। অকারের দীর্ঘ ওকার হইতে পারে। এজন্য উচ্চারণ প্রায় কোরেন। দ্বিতীয় অক্ষরে মাত্রা বৃদ্ধি করিলে করেন পাই। এইরূপ, গেলেন—কোন্ কোন্ স্থানে গ্যালেন হইয়াছে। করিল্—এই পদে তিন

মাত্রা তিন অক্ষরে প্রায় সমান হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শব্দের মোট মাত্রা সকল অক্ষরে সমান ভাগে বাঁটিয়া দিতে ভাষা যেন কষ্টবোধ করে। ইহা ভাষায় প্রাণের লক্ষণ। যদি দুই অক্ষরের শব্দে দুই অক্ষরেই হ্রস্ব স্বর থাকে, তাহা হইলে একটি স্বর প্রায় লুপ্ত হইয়া অন্যটির মাত্রা বৃদ্ধি করে। শব্দটি তিন অক্ষরের হইলে এবং প্রত্যেক অক্ষরে হ্রস্ব স্বর থাকিলে একটি হইয়া অন্ত্য অক্ষরের স্বর বৃদ্ধি করে। তরল—শব্দের ল্‌এর মাত্রা তু-তে গিয়াছে। এই-রূপ, গরম, স্বপন, কলশ ইত্যাদি। দেখা যায়, শব্দের প্রথম অক্ষরের প্রতি বাংগলা ভাষায় বেশী টান। অনেকে মনে করেন, পশ্চিম বংগে কথার টান নাই। বস্তুতঃ কথার টান নাই বলিতে পারা যায় না। স্থানভেদে অল্প বা অধিক, এই মাত্র প্রভেদ। করিল—এইরূপ রাখিলে প্রথম অক্ষরে টান দিবার সুবিধা হয় না। এইহেতু, কর্‌ল্‌ (বাস্তবিক ক'ল্লে) হইয়াছে। র্‌ লোপে পরবর্ণের দ্বিত্ব হয় (৪৫ সূঃ); তাই রাঢ়ে কোল্লে বা ক'ল্লে)। পড়িল—রাঢ়ে প'ড়্‌ল্‌; নদীয়া যশোর খুলনায় ড়্‌ লুপ্ত হইয়া প'লো বা পোলো। রাঢ়ের কইল্‌ (কহিল) ঐ ঐ জেলায় কোলো। কোন্‌ কোন্‌ স্থানে ক্রিয়াপদেরও শেষ অক্ষর প্রায় হলন্ত উচ্চারিত হয়। তাহার মাত্রা অন্ত্য অক্ষরে (প্রায়ই আদ্য অক্ষরে) দেওয়া উদ্দেশ্য। এই রূপে, লাগিল্‌—লাগ্‌ল্‌, লাগ্‌লো হইয়াছে। লাইগ্‌লো পদে ল্‌। এর প্রতি টান চরম হইয়াছে। উত্তর বংগে লাগিল্‌ পদ আছে। পশ্চিম বংগে শব্দের শেষ অক্ষর প্রায় হলন্ত উচ্চারিত হইলেও প্রথমের প্রতি টান অধিক হয় নাই। উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ববংগে প্রথমের প্রতি টান বাড়িয়াছে।

শব্দের শেষ অক্ষরে অ ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকিলেও উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। করিতে—পদ পশ্চিম বংগে ক'ত্তে বা কোত্তে। এখানে দ্বিতীয় অপেক্ষা প্রথম অক্ষরে টান বেশী। যশোরে প্রথম অক্ষরে টান বাড়িয়া শেষ অক্ষরে কমিয়াছে। ফলে, কোত্তি হইয়াছে। ঢাকায় কইর্তে আসিয়া প্রথম অক্ষরে টান অত্যধিক হইয়াছে। ব্যাকরণ-অধ্যায়ে দেখা যাইবে, কথার টানের প্রভেদে কারকের ও ক্রিয়াপদের বিভক্তির রূপান্তর ঘটিয়াছে।

রাঢ়ের উচ্চারণ লক্ষ্য করিলে নিম্নলিখিত কএকটি সূত্র পাওয়া যায়।

/• অনুস্বার কিংবা বিসর্গের পূর্বস্থিত স্বর দীর্ঘ হয়। যথা অংশ, দুঃখ।

৵• যুক্ত ব্যংজনের পূর্বস্বর দীর্ঘ হয়। যথা, মস্ত, বেম্নন।

৶• চন্দ্রবিন্দু যুক্ত স্বর দীর্ঘ হয়। যথা, কাঁচ, ইঁট, ভেঁড়া, রোঁআ। এবিষয় পরে দেখা যাইবে।

।• দুই কিংবা তিন অক্ষরের শব্দের প্রথম অক্ষরের স্বর দীর্ঘ হয়। যথা, যম, তিল, কিরণ, নদী, কেশ, কেশব, গোল, গোলক। অতএব প্রথম বর্ণে দীর্ঘ স্বর বানান না থাকিলেও তাহা দীর্ঘ উচ্চারিত হয়, এবং শেষ বর্ণে দীর্ঘ স্বর বানান থাকিলেও তাহা হ্রস্ব উচ্চারিত হয়। সুরের অর্থাৎ [illegible] মাত্রা, উচ্চতা নিম্নতা প্রভৃতির ভেদপ্রদর্শন সহজ নহে। অনাদরে রাম হয় রামা। এখানে কেবল অনাদর নহে, আহ্বানে শেষ স্বর দীর্ঘ করিতে গিয়া রামা আসিয়াছে। অনাদর না থাকিলে হয় রামু।

৬৮। ক-বর্গ।

সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণকার ব্যঞ্জন বর্ণকে স্পর্শ, অন্তঃস্থ ও উষ্ম—এই তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন। ক হইতে ম পর্যন্ত স্পর্শবর্ণ। এই সকল বর্ণ পাঁচ বর্গে (সজাতীয় শ্রেণীতে) বিভক্ত হইয়াছে। বর্ণ-মালার বিভাগ, বর্গে বিভাগ, বর্গে বর্ণের স্থান-নির্দেশ ইত্যাদি বিষয়ে সংস্কৃত-ব্যাকরণ অদ্বিতীয়। দুঃখের বিষয়, নিজের অজ্ঞতা হেতু সে ব্যাকরণের সহিত অনুভব-সিদ্ধ অনুমান মিলাইয়া দেখিতে পারিলাম না।

জিহ্বামূল মুখের পশ্চাংদিকে লইয়া অর্থাৎ কণ্ঠে লাগাইয়া প্রশ্বাস বায়ু দ্বারা জিহ্বা ঈষৎ মুক্ত করিলে ক, গ উচ্চারিত হয়। অতএব ক গ-কে জিহ্বামূলীয় ও কণ্ঠ্য, দুই-ই বলা চলে। হ্ স্বরবর্ণ তুল্য। অতএব ক+হ্=ঘ, গ+হ্=খ। যখন ঙ ক-বর্গের অন্তর্গত, তখন জিহ্বাকে ক উচ্চারণ করিবার স্থানে রাখিয়া অধিকাংশ বায়ু নাসিকা-পথে বাহির করিলে ঙ উচ্চারিত হইবে। ক একবার ক বলিতে বলিতে কঙ্‌কণ উচ্চারণ করিলে ঙ আসিয়া পড়ে। অতএব বাংগলা শব্দ বাঙ্‌লা লেখা চলে না। বোধ হয় সংস্কৃতপ্রাকৃতে অনুস্বারের উচ্চারণে ঈষৎ গ্ থাকিত। নতুবা সং সিংহ শব্দ সংপ্রাকৃতে সিংঘ অর্থাৎ সিং(গ্+হ) হইতে পারিত না। প্রাকৃত-বাংগলাতেও সিংঘ্, কখনও বা সিংঘী, সিংগী। এইরূপ উচ্চারণ আছে বলিয়া অনেকে নিজের উপাধি সিংহ স্থানে ইংরেজীতে সিং, সিংগ, সিংঘ লিখিয়া থাকেন।

দেখা যাইতেছে, ক গ এক-জাত, খ ঘ অন্য-জাত। সংস্কৃত-ব্যাকরণের সংজ্ঞায়, খ ঘ ঘোষবর্ণ, ক গ অঘোষ। সং ঘোষ অর্থে মেঘ-ধ্বনি আছে। খ ঘ উচ্চারণ করিলে কিঞ্চিৎ গভীর ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। উচ্চারণে একটু বিশেষ প্রযত্ন আবশ্যক হয়। এই কারণে গ্রাম্য লোকের মুখে শব্দের খ ঘ স্থানে ক গ বাহির হয়।

ক-বর্গের ন্যায় অন্যান্য বর্গেরও প্রথম ও তৃতীয় বর্ণে, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণে সজাতত্ব আছে। এই হেতু সংস্কৃতব্যাকরণে ব্যঞ্জনবর্ণের অন্য বিভাগ পাওয়া যায়। যথা,—

**হ য় ব র ল, ঞ ঙ ণ ন ম, ঝ ঢ ধ ঘ ভ, জ ড় দ গ ব, খ ফ ছ ঠ থ, চ ট ত ক প, শ ষ স।**

সজাত বর্ণের পরস্পর পরিবর্তন স্বাভাবিক বলিয়া সংস্কৃতব্যাকরণে দিগ্‌গজ, বাগ্‌দেবী, দিগন্ত, নিজন্ত, ষড়ানন, জগদীশ, উচ্চারণ, সচ্চরিত্র, সজ্জন, ইত্যাদি সন্ধিজাত শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

৬৯। চ-বর্গ। য শ।

জিহ্বাপৃষ্ঠ তালুতে লাগাইয়া প্রশ্বাসবায়ু দ্বারা খুলিয়া লইয়া চ জ উচ্চারিত হয়। চ+হ=ছ, জ+হ=ঝ। চ উচ্চারণ করিবার সময় অধিকাংশ বায়ু নাক দিয়া

বাহির করিলে ঞ পাওয়া যায়। বোধ হয়, ঙ এবং ঞ বর্ণদ্বয়ের উচ্চারণ লক্ষ্য করিয়া উহাদের নাম বাংগলায় উঁঅঁ এবং ইঅঁ, এবং তেলুগুতে ণ্যা এবং ণি (ণ্ এর প্রাকৃত উচ্চারণ চাই) হইয়াছে। চঞ্চল উচ্চারণ করিলে ঞ বর্ণের উচ্চারণ কতকটা ইঅঁ হইয়া পড়ে। চ উচ্চারণ করিবার সময় মুখবিবর যেরূপ হয়, প্রায় সেইরূপ করিয়া শ্ এবং য় উচ্চারিত হয়।

অতএব চ-বর্গের সহিত শকারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। পশ্চাৎ—শব্দ উচ্চারণ করিবার সময় শ্ আসে। শকৃতি-শব্দে শ্ অবশ্য আছে। ওড়িয়া পাঠশালায় শ্ এর নাম শু হইয়াছে। এই নামও একবারে কাল্পনিক নহে। কেহ কেহ 'খাঁটি বাংগলা' শব্দ হইতে শ্ দূর করিয়া স্ বসাইতে বলেন। বোধ হয়, ইহাঁরা সংস্কৃতপ্রাকৃত ব্যাকরণের সূত্র স্মরণ করিয়া এরূপ ইচ্ছা করেন। এতদ্দ্বারা বাংগলাশব্দের বানান সহজ হইতে পারে, কিন্তু শব্দ বিকৃত হইয়া পড়িবে। বাস্তবিক হেঁশেল কাঁশ ইত্যাদি শব্দে স্ শুনি না, শ্ শুনি। ব্যুৎপত্তি স্মরণ করিলেও শ্ লেখা উচিত। শাদা, শিক্ষা, এমন কি, আইশ (আইস) ক্রিয়াপদেও শ্ শুনি। বাংগলাশব্দে শ্ উচ্চারণ আধুনিক নহে। প্রাকৃত-মাগধী ভাষায় শ্ ছিল। বাংগলাভাষা তাহা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। উচ্চারণ লক্ষ্য করিলে ওড়িয়া ও হিন্দীতে স্-এর, মরাঠীতে শ ও স-এর, তেলুগুতে ষ ও স-এর, এবং বাংগলাতে শ ও ষ-এর আধিক্য পাই। মরাঠী ও হিন্দুস্থানী ও ওড়িয়া উচ্চারণ ধরিয়া শ্ কিংবা স্ লিখিয়া থাকে, আমরাই যা-নয়-তাই লিখি। সং স্বপ্ ধাতু হইতে বাং শু ধাতু আসিয়াছে। কেবল এই একটি ধাতুতে আমরা স্ ছাড়িয়া শ্ লইয়াছি। বোধ হয়, শয়নে শ্ দেখি বলিয়া শু করিয়াছি।

যখন ঞ এবং শ্-এর উৎপত্তিস্থানগত সাদৃশ্য আছে, তখন অংশ বংশ প্রভৃতি শব্দের বাংগলা উচ্চারণ বিকৃত বলিতে হইবে। ওড়িয়া পণ্ডিত (কেবল পণ্ডিত কেন, সাধারণ লোকেও) অংশ উচ্চারণ করেন অঙ্শ। বাংগালী পণ্ডিত করেন অঙ্শ। এইহেতু যাচ্ঞা হইয়াছে যাচ্গাঁ, এবং বাং-প্রাকৃতে যাচিংগা। বোধ হয়, সংস্কৃতভাষীও যাচ্ঞা উচ্চারণ কিছু কঠিন মনে করিতেন; নতুবা যাচনা শব্দ আসিত না, এবং চঞ্চ বঞ্চ গঞ্জ প্রভৃতি ধাতুর অনুরূপ চন্চ বন্চ গন্জ ইত্যাদি পাইতাম না। আমরা খঞ্জন শব্দ খন্জন বলিয়া আর কি দোষ করিয়াছি। ঙ সম্বন্ধেও এই কথা। সংস্কৃতেই আকাংক্ষা এবং কংকণে কান্ক্ষ এবং কন্ক ধাতু আছে।

আমরা জিজ্ঞাসা যজ্ঞ জ্ঞান উচ্চারণ করি জিগ্‌গাঁসা যগ্‌গঁ্য গ্যান। সং জ্ঞান—প্রাকৃতে ণাণ, জাণ। জিজ্ঞাসা—জিগ্ঞাশা হইতে জিগ্‌গাঁশা বা জিগ্‌গ্যাঁশা। অর্থাৎ জ্ঞ স্থানে গ্ হইয়াছে। জ্ঞান—গ্ঞান হইতে গেঅাঁন বা গ্যাঁন। হিন্দী ওড়িয়া তেলুগুতেও এইরূপ। জ্ঞান মরাঠীতে দ্ন্যান বা দ্যাঁন। জ গ দ সজাত, এইমাত্র সাদৃশ্য; এবং গ্ হইতে জ্ঞ, এবং জ্ঞ হইতে দ্ অল্পেই চলিয়া আসে। প্রাকৃত-বাংগলায় এবং মরাঠীতে দ জ্ঞ-এর পরিবর্ত্তন ঘটে (৫৩সূঃ)। যাজপুর শব্দে জ্ঞ গ জ্ঞ এই তিন বর্ণের পরিবর্ত্তনের আভাস পাইতেছি।

যজ্ঞ—যাগ—যাজ—এই ক্রমে যাজ আসিয়া থাকিবে। যাগের মূল যজ্ঞ—একথা বিস্মৃত হইয়া যাগ-যজ্ঞ সহচর শব্দ রচিত হইয়াছে।

জ য-এর উৎপত্তিস্থানগত সাদৃশ্য আছে। দ য় একত্র হইলে য় অবিকল জ্ঞ-এর মতন শোনায়। যদি যদি যদি ক একবার পড়িলে জদি শোনা যায়।*

এই হেতু বিদ্যুৎ হইতে বিজুলী পাইয়াছি, এবং উদ্যোগ উচ্চারণ করি উদ্‌জোগ। অতএব মরাঠী যখন দ্যান বা দ্‌য়ান বলে, তখন সে বাস্তবিক জ্যান বা জ্ঞান বলে অর্থাৎ জ্‌ঞান আনিবার চেষ্টা করে। সংস্কৃতেও দেখিতেছি বণিজ্‌ শব্দ হইতে বণিক্‌ হয় এবং বণিগ্‌বৃত্তি শব্দ আছে। বিশেষতঃ কোন্‌ কোন্‌ ধাতু অভ্যস্ত হইলে গ স্থানে জ্ঞ হয়। সংস্কৃতে গগাম না হইয়া জগাম। সং ভুজ ধাতু হইতে ভোগ হইয়াছে।† কিন্তু উচ্চারণ-মূলক কারণ পাইতেছি না।

শুধু দ্য যে জ্ঞ-এর মতন শোনায়, তাহা নহে। ধ্য উচ্চারণ করিলে ঝ-এর মতন শোনায়। ধ্য বাস্তবিক দ+হ+য়। অর্থাৎ দ+য়=জ, জ+হ=ঝ। এই হেতু জাহাজ শব্দ মরাঠীতে ঝাজ হইয়াছে। তেলুগু যখন মধ্যাহ্ন বলে, তখন মধ্‌ঝান্ন শুনি। অতএব মধ্য শব্দ মাঝ হইবার কারণ আছে (৫৪ সূঃ)। জ দ সজাত, ঝ ধ সজাত। এই হেতু রাঢ়ের গ্রাম্য স্ত্রীলোকের মুখে জাহাদ (জাহাজ) শুনি, এবং সং বুধ ধাতু হইতে বুঝ ধাতু পাইয়াছি।

সহ্য বাহ্য প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ সজ্‌ঝ, বাজ্‌ঝ হইবার কারণও পাওয়া যায়। সহ্যশব্দের হ্য-এর বিপর্যয়ে য্‌হ; এখন জ্‌হ হইতে ঝ পাই। হ্‌-যুক্ত অন্ত বর্ণেরও বিপর্যয় ঘটিয়াছে। হ্ল হ্ন হ্ম হ্ব, সকলেই আমরা বাংগলা উচ্চারণে বর্ণবিপর্যয়ের পরিচয় পাই। যেন আগে হ্‌ উচ্চারণ করিয়া পরে ন ম য ল ব উচ্চারণ করা কঠিন। বস্তুত আগে হ্‌ উচ্চারণ কষ্টকর না হইলে বিপর্যয় ঘটিত না। হ্‌ স্বরতুল্য; এই হেতু আগে স্বর উচ্চারণ করিয়া পরে ব্যংজন উচ্চারণ করায় অসুবিধা হয়।

বোধ হয়, এইরূপ কারণে মিথ্যা—মিছা, সত্য—সাচ্চা বা সাঁচা হইয়াছে। য-ফলা না থাকিলেও দ স্থানে জ, ধ স্থানে ঝ হয়। তেমনই ত স্থানে চ, এবং থ স্থানে ছ হইয়া থাকে (৫০ সূঃ)।

৬৯। ট বর্গ। ঋ র ষ ক্ষ।

জিহ্বাগ্র তালুর অগ্রভাগে অর্থাৎ মূর্ধায় লাগাইয়া প্রশ্বাস বায়ুদ্বারা খুলিয়া লইয়া ট ড

---

* একদিন এক তেলুগু ভদ্রলোক বিদ্যুৎ বলিতেছিলেন, আমি বিদ্‌জুৎ শুনিতেছিলাম। ইহাতে আশ্চর্য হইলে তিনি বিদ্‌য়ুৎ ধীরে ধীরে যেমন বলিলেন, আমি অমনই য় স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। বিদ্যুৎশব্দের ত-স্থানে ল হইয়া সংপ্রাকৃতে বিজ্জুলা। এখানে বিদ্যুৎ শব্দের উত্তর স্বার্থে ল মনে করা নিষ্প্রয়োজন।

† ইংরেজী g বর্ণে গ ও জ দুই-ই হয়।

উচ্চারিত হয়। ট+হ=ঠ, ড+হ=ঢ। ট উচ্চারণ করিবার সময় অধিকাংশ বায়ু নাক দিয়া বাহির করিলে ণ চলিয়া আসে। জিহ্বা ও তালুর মাঝে একটু ফাঁক রাখিলে ষ হয়। কতকটা এইরূপে র ও ল। জিহ্বার কম্পনে র; জিহ্বার দুই পাশ দিয়া বায়ু বাহির হইলে ল। এই ল বাস্তবিক ळ, বাংগলা ল নহে। কিন্তু উহাদের উচ্চারণ স্থান এত কাছে কাছে যে কিঞ্চিৎ অসাবধান হইলেই উহারা এক হইয়া পড়ে।

একটু চেষ্টা করিলে আমরা বিষ্ণু শব্দ ঠিক উচ্চারণ করিতে পারি। তখন ষ ও ণ, উভয়েরই ঠিক উচ্চারণ পাই। ভিক্ষা উচ্চারণ করিলে ষ ঠিক আসে। ষষ্ঠ শব্দ উচ্চারণ করিলে ট বর্গের সহিত ষ-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বুঝিতে পারি। এই শব্দে ষ স্পষ্ট উচ্চারিত হয়। নব্য শিক্ষিতেরা অক্লেশে (ই)স্ট্রিট বলিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ লোকে ইষ্টীট, কষ্টে ইষ্ট্রীট বলে। অতএব বোধ হয় আমরা ইংরেজী-শিক্ষার গুণে স্ট উচ্চারণ করিতেছি। তেমনই পষ্চাৎ কিংবা পস্চাৎ উচ্চারণ করিতে পারি না, এমন নহে। বাস্তবিক পস্চাৎ উচ্চারণ না থাকিলে পছ্চাৎ—পাছা আসিতে পারিত না। শ এর উচ্চারণ স্থানের অত্যল্প দূরে ষ-এর উচ্চারণ-স্থান, তদপেক্ষা অধিক দূরে স-এর উচ্চারণস্থান। এই হেতু একটু অসাবধান হইলেই শ ষ এক হইয়া পড়ে, কিন্তু তত শীঘ্র স হয় না। না হইলেও শ হইতে ষ এবং ষ হইতে স আসা সহজ। তেমনই স হইতে ষ এবং ষ হইতে শ আসাও সহজ।

হঠাৎ মনে হয়, ণ-এর উচ্চারণে ড কিংবা ড় আসে। বাস্তবিক কিছু না আছে, এমন নয়। তথাপি ঞ অপেক্ষা ঙ কোমল, ন অপেক্ষা ণ কোমল। বিষ্ণু উচ্চারণ বরং শুদ্ধ, বিশ্নু কিংবা বিষ্নু আদতে নয়। সংস্কৃত শব্দের সুখোচ্চারণে সংস্কৃতপ্রাকৃতের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইহা হইতেও বোঝা যায়, ণ উচ্চারণ কঠিন নহে। কষ্টকর হইলে ওড়িয়া তেলুগু মরাঠিতে এত ণ থাকিত না। সং শ্রেণী শব্দের র লোপ করিয়া প্রথমে শেণী। ওড়িয়াতে এইরূপ (সেণি) আছে। বাংগলায় শেণী শব্দ শিণী হইয়া এখন শিড়ী বা শিঁড়ী দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ, সং রণ হইতে বাং রড়া, লড়া, এবং হিং লড়াই আসিয়াছে। র ও ষ পরে কেন ণ হয়, তাহার কারণ বোঝা যাইতেছে। যদি আমরা কর্ণ স্বর্ণ ঠিক উচ্চারণ করিতে পারিতাম তাহা হইলে ণ-এর প্রয়োজন বুঝিতে বিলম্ব হইত না। যখন বাংগলায় ণ নাই, তখন কর্ণ হইতে কাণ এবং স্বর্ণ হইতে সোণা লিখিলে বৃথা পাণ্ডিত্য প্রকাশ হয়। ঘর্ষণ হইতে ঘষা লিখিলে উচ্চারণ মত বানান হয়, ঘসা লিখিলে না মূলের সহিত, না উচ্চারণের সহিত মেলে।

ট ড র ল সমজাতি বলিয়া একের স্থানে অন্যে বসিতে পারে। রলয়োরভেদঃ—সূত্রের মূল এই। কে রে বা কে রা কেডা কেটা প্রায় একই শব্দ। ড় কিংবা ঢ় সংস্কৃতে নাই, তেলুগুভাষাতেও নাই। ওড়িয়াতেও প্রায় নাই; নাই কারণ ফল পড়ে পড়ে,—দুই-ই লেখা চলে। তেমনই বই পঢ়ে পঢ়ে। ঢ ঢ়-এর যে-কোন একটি লিখিলেই চলে।

প্রাচীন ळकারের রূপান্তরে বাংগলা ড় মনে হয়। ড়-এর উচ্চারণে ল ও ড দুই বর্ণ মিশিয়া থাকে। ळकারের উচ্চারণ প্রায় তাই। এইরূপ, ঢ়-এর উচ্চারণে ল ও ঢ দুই বর্ণ মিশিয়াছে। কিন্তু উভয় স্থলেই ল এত অল্প উচ্চারিত হয় যে, উহারা প্রায় ড ও ঢ, কিন্তু তদপেক্ষা কোমল। জল শব্দের ওড়িয়া জळ, কিন্তু জড বা জড় নহে। তথাপি যখন তেলুগু মনুষ্য ড়ু বলে, তখন আমাদের কাণে প্রায় মানুষ্যাঢ়ু বোধ হয়।

সংস্কৃতব্যাকরণের দেব+ঋষি=দেবর্ষি, মহা+ঋষি=মহর্ষি প্রভৃতি সন্ধি হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়, ঋ কদাপি রি কিংবা রু নহে। ঋ স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জন নহে। এই এক কথাতেই রি রু-বিবাদের খণ্ডন হইতেছে। সং কৃ ধৃ ভৃ সৃ প্রভৃতি ধাতু বাংগলায় কর্ ধর্ ভর্ সর্ ধাতু হইয়াছে। এই পরিবর্তনে ঋকারের স্বরত্ব বিনষ্ট হয় নাই। অন্যত্র ঋকার রি হইয়া পড়িয়াছে। কারণ ঋকার অল্পেই রু হইয়া পড়ে। গ্রাম্য লেখক যখন ঘৃত শব্দ শুদ্ধ করিতে গিয়া ঘ্রত লেখে, তখন সে গুরু অপরাধ করে না। কিন্তু যাঁহারা খ্রীষ্টাব্দ শব্দ খৃষ্টাব্দ লিখিয়া বসেন, তাঁহারা বাংগলাভাষার প্রকৃতি ভুলিয়া যান। কৃষ্ণ ও খৃষ্ট এক বলিতে পারি না। যাহা হউক, ঋণ শব্দ বরং রীণ লেখা চলে, শ্রী শব্দ শৃ লেখা চলে না।

১০। ত-বর্গ। ল স।

জিহ্বার অগ্রভাগ উপরের দাঁতে লাগাইয়া প্রশ্বাসবায়ুদ্বারা খুলিয়া লইয়া ত দ উচ্চারিত হয়। ত+হ=থ, দ+হ=ধ। ত উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বার অগ্রভাগ যেখানে থাকে, সেখানে তাহা রাখিয়া অধিকাংশ বায়ু নাক দিয়া বাহির করিলে ন হয়। জিহ্বাকে ত উচ্চারণ করিবার মতন রাখিয়া স ও ল উচ্চারিত হয়। এই ল দন্ত্য, অন্য ল(ळ) মূর্ধন্য। (কেহ কেহ তালব্য বলেন; কিন্তু কেন বলেন, বুঝি না।)

ত বর্গের মাথায় স নিশ্চয়ই স উচ্চারিত হয়। হস্ত, মস্তক বলিতে গেলে স পাই; শ কিংবা ষ পাই না। কারণ শ কিংবা ষ উচ্চারণ করিতে গেলে জিহ্বা যেখানে রাখিতে হয়, সেখান হইতে দ্রুত সরাইয়া ত-বর্গের নিমিত্ত দন্তমূলে আসিতে পারা যায় না। সংযুক্ত ব্যঞ্জন উচ্চারণের সময় আমরা অধঃস্থিত অর্থাৎ শেষবর্ণের উচ্চারণের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া পড়ি, মস্তকস্থিত অর্থাৎ প্রথমবর্ণ স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে ধৈর্য থাকে না। হস্ত শব্দের হ্ উচ্চারণ করিয়াই শেষবর্ণ ত-এর দিকে মন পড়ে; সেই টানে স্‌ও আসিয়া পড়ে। আলস্য কিংবা জিহ্বার জড়তাহেতু মস্তকস্থিত বর্ণ সম্পূর্ণ উচ্চারিত হয় না। মানুষ পরিশ্রম বাঁচাইতে পারিলে ছাড়ে না।

আমরা হস্ত শব্দকে হাত করিয়া লইয়াছি। এখানে কিন্তু জিহ্বার জড়তা প্রধান কারণ হইয়াছিল। আমাদের পূর্বপুরুষগণ হস্ত বলিতে গিয়া হত্থ বলিতেন। শূন্যপুরাণে, 'পুনর্ব্বাপি গোসাঞি ছিহত্থ বুলাইল।' ছিহত্থ—শ্রীহস্ত। পূর্বে দেখা গিয়াছে, সংযুক্তব্যঞ্জনের মস্তকস্থিত ব্যঞ্জন লুপ্ত হইলে পূর্বস্বর দীর্ঘ হয়। এখানে সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ বিকৃত

রক্ষিত হইয়াছে। সংযুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বস্বর দীর্ঘ না হইয়া পারে না। কারণ সংযুক্ত ব্যঞ্জনরূপ নালা লাফাইয়া পার হইবার আগে থমকিয়া দাঁড়াইতে হয়, শক্তি সংগ্রহ করিতে হয়। সংস্কৃতভাষায় অকারের দীর্ঘ আ। হস্ত শব্দের হ্ বর্ণের অ দীর্ঘ। হাত শব্দে আমরা সেই আ রাখিয়াছি। বাংলাতেও এই আ হ্রস্ব নহে, দীর্ঘ। এইরূপ, সংযুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী সকল স্বরই দীর্ঘ হয়। আমরা ধ্বনিসংবাদী বানান না করাতে ইট উট লিখিয়া থাকি, ঈট ঊট লিখি না।

স্‌কারের নানাবিধ ধ্বনি আছে। একপ্রকার ধ্বনি ছ্‌-এর ধ্বনির কাছাকাছি। ছ্‌-এর প্রকৃত ধ্বনি পাইতে হইলে তাহাকে তালব্য করিতে হইবে। স্‌-এর নিমিত্ত জিহ্বাগ্র দন্তমূলে লাগাইতে হয়। সেখান হইতে একটু পিছাইলে ষ হইয়া পড়ে। বোধ হয় আমরা মৎস্য উচ্চারণ করি মৎষ্য। জিহ্বাগ্র আর একটু পিছাইলে মৎশ্য। মৎস্য শব্দ উচ্চারণ করিতে ৎ নিমিত্ত জিহ্বাকে সমুখদিকে আনিতে হয়, কিন্তু তখনই য় মনে আসে। কাজেই জিহ্বাকে সমুখদিকে আনিয়াই পেছু ঠেলিতে হয়। এই তাড়াতাড়ি আনা-গনাতে আধ্‌-পথে ছ্‌ও বটে, স্‌ও বটে, এমন এক ধ্বনি বাহির হয়। তখন স্‌ দন্ত্যতালব্য হয়। মচ্ছ শব্দের ছ্‌ পশ্চিমবংগের লোকে যত কর্কশ করে, পূর্ববংগের লোকে তত করে না। ওড়িয়া পংডিতদিগের মুখে যাবতীয় ৎস, চ্ছ-তে পরিণত হয়, কিন্তু ছ্‌ কোমল শোনা যায়।

কেহ্‌ কেহ্‌ প্রশ্ন—প্রস্তঁ, জ্যোৎস্না—জ্যোস্তাঁ, স্নান—স্তাঁন উচ্চারণ করেন। আমরা বাল্যকালে এইরূপ উচ্চারণ যত শুনিতাম, এখন তত শুনি না। নব্যশিক্ষিতেরা তঁ ত্যাগ করিয়াছেন। ন=তঁ মনে না করিলে স্না—স্তাঁ হইতে পারিত না। বাস্তবিক স্থূলভাবে বলিতে পারা যায়, কঁ-এর ক ত্যাগ করিলে ঙ, চঁ-এর চ ত্যাগ করিলে ঞ, টঁ-এর ট ত্যাগ করিলে ণ, তঁ-এর ত ত্যাগ করিলে ন। ট ত্যাগ না করিলে বিষ্টুঁ (বিষ্ণু), ত ত্যাগ না করিলে জ্যোস্তাঁ। প্রশ্ন শব্দের শ, ন্‌কারের সহিত যুক্ত থাকাতে উচ্চারণে প্রস্ন এবং তার পর প্রঁস্তঁ হইয়াছে।

শ-কে স উচ্চারণ করার দৃষ্টান্ত অধিক পাই না। কিন্তু অনেক স্থলে শ-কে ষ তুল্য উচ্চারণ করিতে শুনি। শৃগাল শব্দের শ তালব্য; কিন্তু তাহাতে রি (ঋ) মূর্ধন্য। এই রি উচ্চারণ করিতে হইবে বলিয়া জিহ্বা প্রথমেই মূর্ধায় গিয়া ঠেকে। ফলে ষৃগাল বা ষ্রীগাল শুনি। শিআল শব্দের শ প্রায়ই ষ উচ্চারিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রী শব্দ স্রী উচ্চারণ করেন, কিন্তু প্রাকৃতজন করে শ্রী কিংবা ষী। সুরেশ—শুরেষ শোনা যায়, সুশ্রী বোধ হয় সুস্রী। প্রশ্নের শ-কে অনেকেই ষ করেন। সেইরূপ, প্রসন্ন শব্দের স্‌ মূর্ধন্য শোনা যায়। র থাকাতেই প্রশ্ন ও প্রসন্ন শব্দে ষ উচ্চারিত হয়।

অতএব মনোযোগ করিয়া শুনিলে বুঝিতে পারি, আমরা সংযুক্ত বর্ণে শ ষ স তিন-ই উচ্চারণ করি। উচ্চারণ সময়ে কান দিই না বলিয়া হঠাৎ বুঝিতে পারি না। অসংযুক্তে স অন্ততঃ দুইপ্রকার—মূর্ধন্য ও দন্ত্যতালব্য আছে। অতএব যাঁহারা এক স দ্বারা শ-তুল্য,

যাবতীয় ধ্বনিপ্রকাশের বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা না ধ্বনিসংবাদী বানানের, না সংস্কৃতবর্ণবিন্যাসের পক্ষপাতী। ক্ লিখিয়া যদি বলি, উহাকে কোথাও ক, কোথাও খ, কোথাও গ, উচ্চারণ করিতে হইবে, তাহা হইলে বর্ণমালা লঘু হয় বটে, কিন্তু কাজের লাঘব হইবে না। কারণ বাংগলাব্যাকরণের সংগে এক বৃহৎ শিক্ষা শাস্ত্র জুড়িয়া দিতে হইবে। ইংরেজী শব্দকোশে শব্দের উচ্চারণ লিখিয়া জানাইতে হইয়াছে। বাংগলাতে এই উপসর্গ টানিয়া আনা বাঞ্ছনীয় নহে। ধ্বনিসংবাদী বানানের পক্ষে কতদুর যাইতে পারা যায়, তাহা দেখিতে হইবে। তেমনই, সংস্কৃত শব্দ-উচ্চারণে গ্রাম্যতা ও অস্পষ্টতা যথাসাধ্য ত্যাগ করিয়া তাহা বর্ণবিন্যাস-সংবাদী রাখিতে হইবে। কোন্ কাজে ঘোর পরিবর্তন মংগলদায়ক হয় না। হয়ত প্রথম প্রথম দুইপ্রকার বানান আবশ্যক হইবে। হিন্দী ও মরাঠী-কোশে কোন্ কোন্ শব্দের দুইপ্রকার বানান দেখা যায়।* কালে একটা থাকিবে। বাংগলাতেও এই উপায় ধরা যাইতে পারে। সংস্কৃতকোশেও কোন্ কোন্ শব্দের দুইপ্রকার বানান দেখিতে পাই। কোশ কোষ, পট্টিস পট্টিশ, কুল্মাষ কুল্মাস, কলস কলশ, সম্বল শম্বল, ইত্যাদি নানা শব্দে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ধ্বনিসংবাদী বানান হইতে দুই দুই শব্দ উৎপন্ন হইয়াছিল।

৭১। পবর্গ। ব।

ওষ্ঠদ্বয় মিলিত এবং প্রশ্বাসবায়ুদ্বারা মুক্ত করিয়া প ব উচ্চারিত হয়। প+হ্=ফ, ব+হ্=ভ। ম-এর উচ্চারণ সকলেই জানে। উ উচ্চারণ করিবার মতন ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ খুলিয়া ব় উচ্চারিত হয়। তখন জিহ্বাগ্র দাঁতে গিয়া ঠেকে। এই হেতু ব় দন্তোষ্ঠ্য। অতএব দেখা যাইতেছে, ব্ এবং ব় এর উচ্চারণ-স্থানগত সাদৃশ্য কিছু আছে। এই হেতু বাংগলা ও ওড়িয়ায় একটি ব, এবং হিন্দী ও মরাঠীতে কোন্ কোন্ শব্দে ব ব় দুই ই বলা চলে। কোন্ কোন্ সংস্কৃত শব্দেও এইরূপ বিকল্প বিধি আছে। বাংগলায় ব় থাকিলে ভাল হইত। অনেক 'ওয়া' হইতে রক্ষা পাওয়া যাইত। কোন্ কোন্ সং শব্দের ব় স্থানে বাংগলাতে উ কিংবা ও হইয়াছে। তেমনই, কোন্ কোন্ শব্দের য়, ই হইয়াছে। কিন্তু ব স্থানে উ কিংবা ও হয় নাই, জ স্থানে ই হয় নাই।

৭২। অনুনাসিক বর্ণ।

মুখনাসিকাসহিত উচ্চার্যমান বর্ণ অনুনাসিক। অনুনাসিক বর্ণের মধ্যে মকারের অধিকার বিস্তৃত। ম প-বর্গের মাথায় চড়ে, অনুস্বারের স্থানেও বসে। পাঁচ বর্গের পাঁচ অনুনাসিক বর্ণ আছে, কিন্তু য় র ল ব় শ ষ স হ্ এই কএক বর্ণের নাই। ম দ্বারা ইহাদেরও

* মরাঠী কোশ হইতে কএকটি শব্দ দিতেছি। দেখা যাইবে, এই সকল শব্দের বানান হিন্দী ও বাংগলা হইতে ভিন্ন। শরাব (মদ্য), শহর, শাহাজাদা, শহাণা (সেয়ানা), শাবাস, শিজণেঁ (সিদ্ধ করা), শিড়ী বা শিঁড়ী (সিঁড়ী), শিধা (সিদ্ধান্ন), শিপাই, শিরকা, শিলাই, শেঁকণেঁ বা শেকণেঁ (যেমন রুটী শেঁকা), সং—জ্যোতিষী মং জোশী, ইত্যাদি।

অনুনাসিকের কাজ চলে। তখন ম্ প্রায়ই ং রূপ ধরে। সংযোগ সংবাদ সংশয় সংহার, কিন্তু ঝম্প লম্ফ সম্ভব শম্বল।

বাংগলায় পাঁচ অনুনাসিক বর্ণ নিজেদের স্বত্ব চন্দ্রবিন্দুকে দান করিতে বসিয়াছে। তেলুগুতে চন্দ্রবিন্দুর নাম অর্ধানুস্বারম্। পঞ্চ অনুনাসিক বর্ণ ৺ দ্বারা অনুস্বারের অর্ধ পরিচয় প্রদান করে। ফলে ৺ দ্বারা অনুনাসিক কোমল হইয়াছে। এই কোমল ভাবে অনুনাসিক বর্ণ যাহাঁরা তাহাঁরা শব্দে লোককে সম্ভ্রম প্রদর্শন করে, এবং অন্য এমন শব্দের শিরোভূষণ হইয়াছে যে শব্দের মাথায় চড়িবার অধিকার ঙাদি পাঁচ বর্ণের ছিল না। এই অধিকারের কারণ অনুসন্ধান করা যাউক।

পরে বাংগলা-কোশ উপস্থিত করা যাইবে। তাহার শব্দ সংখ্যা করিবার সুযোগ হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বাংগলা-শব্দ-সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাকেই এখন আধার করা যাইতেছে। তাঁহার সংগ্রহে প্রায় ৭৫০০ শব্দ আছে। হ্কারাদি কএকটি শব্দ নাই বটে, কিন্তু সেগুলি পূরণ করিলে শব্দসংখ্যা ঐরূপ হইবে। ইহাদের মধ্যে যৌগিক শব্দ এবং বহুবিধ সহচর অনুচর শব্দ নাই। কিন্তু চলিত ভাষার অনেক ছাঁকা শব্দ পাইতেছি।

দেখা যায়, অস্বরাদি শব্দ শতকরা ৯, কবর্গাদি ২০, চবর্গাদি ১৩, টবর্গাদি ৬, তবর্গাদি ১৩, পবর্গাদি ২৫, রলসহাদি ১২। অর্থাৎ বাংগলা শব্দের অধিকাংশের আদ্যবর্ণ ক ও পবর্গের একটা। বিশেষ দেখিলে, শতকরা ৮টা শব্দের আদ্যক্ষর ক, এইরূপ ব, এবং শতকরা ৬টা শব্দের আদ্যক্ষর প, এইরূপ ম। অর্থাৎ এই চারিবর্ণ বাংগলার মূলশব্দের একতৃতীয়াংশের আদ্যক্ষর হইয়াছে।

প্রথম বর্ণে চন্দ্রবিন্দু কিংবা প্রথম বর্ণে ন কিংবা ম, এমন শব্দ শতকরা ২০টা। পূর্বে দেখা গিয়াছে, দ্বিতীয় বর্ণ অনুনাসিক হইলে আমাদের উচ্চারণে প্রথমবর্ণও অনুনাসিক হয়। এইরূপ শব্দ ১১টা। অতএব মোট শব্দের প্রায় একতৃতীয়াংশ আমরা নাকী সুরে আরম্ভ করি। পরে শব্দকোশে যে বাংগলা ধাতু দেওয়া গিয়াছে, তাহাতেও দেখিতেছি একতৃতীয়াংশে নাকীসুর আছে। পূর্বকালে যে আরও অধিক ছিল, তাহার প্রমাণ থাঞা পাঞা ইত্যাদি। অতএব দেখা যাইতেছে, আমরা অনুনাসিকত্ব হ্রাস করিয়া আনিয়াছি। আরও হ্রাস করিবার সম্ভাবনা আছে।

বোধ হয়, সংস্কৃতে শব্দের অক্ষরবিশেষে বল-প্রয়োগে বিসর্গ ও অনুস্বারের উৎপত্তি হইয়াছিল। স্বরকে যে নাকী সুর করে, তাহা অনুস্বর। সংস্কৃতের অ ই উ ঋ স্বরবর্ণের হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত—ত্রিবিধ মাত্রা, উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত—ত্রিবিধ বল-ন্যাস, এবং ইহাদের সহিত অনুনাসিক যুক্ত হইয়া নানাবিধ সুর হইত। এইরূপে, সংস্কৃতে ১৩০ সুর গণিত হইত। বাংগলাতেও শব্দের অক্ষরবিশেষে বল দিতে হয়, নতুবা সহজে অর্থবোধ হয় না। তুমি তাকে বোলেছে?—এই বাক্যের এক এক পদে বল দিলে এক এক রকম অর্থ হয়। বলা বাহুল্য, বল এবং কথার মাত্রা এক নহে। কথার মাত্রায় শব্দ ভিন্নরূপ শোনায়।

অনুস্বার দ্বারা যত বল দেওয়া যায়, চন্দ্রবিন্দু দ্বারা তত দেওয়া যায় না, কিন্তু স্বর কিছু দীর্ঘ হয়। পক পংক, পক পঁক উচ্চারণ করিলেই প্রভেদ ধরা পড়িবে। কাশ কাঁশ, খোচা খোঁচা, কাথ কাঁথ ইত্যাদি শব্দ পড়িলেই চন্দ্রবিন্দু দ্বারা অক্ষরের বল ও মাত্রা বোঝা যাইবে। বাংগলাভাষায় শব্দের প্রথম অক্ষরে জোর পড়ে। এই কারণে অনুনাসিক শব্দ প্রথম হইতেই অনুনাসিক হইয়াছে।

চন্দ্রবিন্দু দ্বারা আর এক কাজ হয়। কোন্ শব্দে দুইটি দুরুচ্চার্য বর্ণ পরে পরে আনিতে হইলে প্রথমবর্ণে চন্দ্রবিন্দু দিয়া তাহাকে কোমল করি। পূর্বে দেখা গিয়াছে, বর্গের প্রথম ও তৃতীয়, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ সজাত। দুই অক্ষরের শব্দে দেখা যায়, (১) দ্বিতীয় অর্থাৎ শেষ বর্ণটি বর্গের দ্বিতীয় বা চতুর্থ বর্ণ হইলে তাহাকে হসন্ত উচ্চারণ করা কঠিন। কারণ সে বর্ণে হ্ থাকে, এবং হ্ স্বরতুল্য। এই হ্ লুপ্তও করিতে পারা যায় না। কাথ্ কাঘ্, কাছ্ কাঝ্, পাখ্ পাঘ্ ইত্যাদি উচ্চারণে একটু বেগ পাইতে হয়। আমরা কাছ (নিকট), কাঠ, কাথ, চাথ, দুধ, ইত্যাদি লিখি সত্য, কিন্তু প্রায়ই বলি কাচ কাট কাত চাক দুদ। শেষবর্ণে আ ই উ ইত্যাদি কোন্ স্বরবর্ণ থাকিলে বলিতে কষ্ট হয় না। এই জন্য, কাছে পাখা বাঘা গাধা চাখা ইত্যাদি হইয়াছে।

(২) এক বর্গের একই বর্ণ পরে পরে আনা কষ্টকর। তেমনই ভিন্নবর্গের প্রথমবর্ণ পরে পরে আনাও কষ্টকর। কিন্তু কবর্গ ও চবর্গের প্রথম বর্ণ শব্দের শেষ অক্ষর হইলে উচ্চারণে যত বেগ পাইতে হয়, পবর্গের কি তবর্গের হইলে তত হয় না। এ সকল স্থলে দুই অক্ষরের মাঝে চন্দ্রবিন্দু বসিয়া তাহাদের বিরোধ মিটাইয়া দেয়। কাক—কাগ, কাচ—কাঁচ, চাঁচ, ফাঁক, কাঁক—কাঁকাল, গাঁঠ, ঘাঁট, ইত্যাদি দেখুন। এইরূপ, ফাঁক ফাঁকি ফিঁক (ধাতু) ফুঁক ফোঁটা শব্দ দেখিলে মনে হয়, ফা ফি ফু ইত্যাদির উচ্চারণ কিছু কষ্টকর।

বোধ হয়, এই কারণে অনেক সংস্কৃত শব্দের মধ্যস্থিত অনুনাসিকবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল। কাঁকই কাঁটা তাঁত কাঁপ ঝাঁপ কাঁথা ইত্যাদির সংস্কৃত শব্দে ঐ কারণের চিহ্ন দেখিতে পাই। অতএব বোধ হয় শব্দের অক্ষরবিশেষের স্বর পরিবর্তন এবং উচ্চারণ সুকর করা চন্দ্রবিন্দু-প্রয়োগের উদ্দেশ্য। সংস্কৃতেও দেখা যায়, একই শব্দ সানুনাসিক ও নিরনুনাসিক উভয়ই আছে। যথা, গুজ গুঞ্জ, খুড খুণ্ড, গুফ গুম্ফ ধাতু। সুতরাং যেমন বংগে কোন্ কোন্ স্থানে চন্দ্রবিন্দুর অভাব কিংবা সদ্ভাব আছে, সেরূপ অভাব ও সদ্ভাব সংস্কৃতেও ছিল।

৭৩। উচ্চারণ-সৌকর্য।

উচ্চারণসৌকর্য শব্দবিকারের এক প্রধান কারণ। যে ব্যঞ্জন উচ্চারণ করিতে আয়াস লাগে, তাহার আয়ু দীর্ঘ হয় না। কারণ প্রয়োগেই শব্দের জীবন। লোকে কাজ চায়, ভাব চায়, কথা চায় না।

শ্রম-লাঘব-চেষ্টায় শব্দের সন্ধির উৎপত্তি। সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধির সূত্র স্বাভাবিক,

এবং যাহা স্বাভাবিক তাহার গতি কেহ রোধ করিতে পারে না। দুই তিন ব্যঞ্জন একত্র হইয়া যে সংযুক্ত বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারও মূল শ্রমলাঘব-চেষ্টা বোধ হয়। স-ত-র-ঈ একত্র করিয়া স্ত্রী শব্দ সংস্কৃত ভাষায় জন্মাবধি আছে কিনা সন্দেহ। শব্দের উত্তর যে বিভক্তি ও প্রত্যয় হয়, তাহা প্রথমে পৃথক শব্দ থাকে, বহুল প্রয়োগে তাহা সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। তখন মূল শব্দ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর হয়। পানি (সং পানীয়) শব্দের প্‌ লুপ্ত হইয়া বাংগলায় আনি প্রত্যয় হইয়াছে, এবং আমরা যখন চ'ল চোঁআনি, তলানি বলি, তখন চোঁআনি ও তলানি শব্দে যে জল আছে তাহা ভুলিয়া চাল চোঁআনি জল, তলানি জল বলিয়া ফেলি। যাহাঁরা 'গ্রেষ্ট্রীটস্থ ৫ সংখ্যক ভবন' লেখেন, তাঁহাদের সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান থাকিতে পারে, কিন্তু বংগভাষাজ্ঞান নাই। বিদ্যাপতি গাহিয়াছিলেন, 'তিরিবধ পাতক লাগয়ে তোয়।' রাঢ়ের গ্রাম্যজন যখন তিরি কিংবা সি বলে, তখন তাহার নিন্দা হয় না, কারণ স্ত্রী স্ত্রী বলিয়া কেহ তাহার কানে শব্দটি শোনায় নাই। কিন্তু যখন শিক্ষিত লোকে স্ত্রীজুকৃত বলেন, তখন তাহাঁদের লজ্জাবোধ হওয়ার কারণ থাকে।

হস্ত শব্দ উচ্চারণ করিতে গিয়া জিহ্বার জড়তায় হত্থ হইয়াছিল। আমরা হাত লিখি বটে, কিন্তু প্রায়ই শুনি হাথ। কারণ হ্‌ এর টানে ত্‌ এর উচ্চারণ থ্‌ এর মতন হইয়া পড়ে। হাথ শব্দের অ্‌ হলন্ত উচ্চারিত হওয়াতে ত্‌ কি থ্‌, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারি না। কিন্তু হাতী অপেক্ষা হাথী অধিক শুনি। কণ্টক কাঁটা; কিন্তু কণ্টক ফল কাঁঠাল (রাঢ়ে)। কৃত্তিবাস, কবিকংকণ প্রভৃতি পুরাতন গ্রন্থে কাঁঠাল। বোধ হইতেছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় আম জাম কাঁঠাল লিখিয়াছিলেন।* কাঁটাল বলা অপেক্ষা কাঁঠাল বলায় যে শ্রম কম হয়। এইরূপ কারণে সং অষ্টাদশ—আঠার, সং অষ্টাবিংশতি—আঠাইশ হইয়াছে। যে ভাষা সং ঘটন শব্দকে গঠন করিয়াছে, সে ভাষা শব্দের মাঝে ঠ বসাইতে কাতর হয় না। যদি কাঁঠাল শব্দের আদ্য অক্ষর অতি বলবান্ হয়, তবেই কাঁটাল, নতুবা কাঁঠাল। এই হেতু কলিকাতার গ্রাম্য উচ্চারণে কাঁটাল নহে, কাঁটাল হইয়াছে।

শব্দের শেষ স্বর আ করিতে রাঢ়ের লোক কাতর। আ স্বরের পূর্ব্বে ই পাইলে আকারকে এ, এবং উ ও পাইলে আকারকে ও করিয়া ছাড়ে। মুখ হাঁ করিয়া থাকা অসভ্যতা হইতে পারে; কিন্তু সভ্যতা অসভ্যতা ভাবিয়া আ স্থানে এ ও হয় নাই। ই উ পরে আ উচ্চারণে যত কষ্ট, ই পরে এ, এবং উ পরে ও উচ্চারণে তত নয়। এই কারণে মিঠে চিঁড়ে খেতে, শুখো (শুষ্ক) বুড়ো ধেরো (ধারুয়া) ইত্যাদি হইয়াছে। শেষস্বর এ ও হওয়াতে উচ্চারণ-শ্রম-লাঘব হইয়াছে, শব্দ কোমল ও মিষ্ট হইয়াছে। বোধ হয় বংগের সর্বত্র এইরূপ উচ্চারণ অচিরে প্রচলিত হইবে। ভবিষ্যৎ গণনায় কখনও নিঃসংশয় হইতে পারা যায় না। ভাষার ভবিষ্যৎ-গণনা আরও কঠিন। রাঢ়ের ভাষায় প্রাচীন করিবুঁ করিবু পরিবর্তিত হইয়া করিব আকার ধরিয়াছে। কিন্তু কথনে

* দেখিতেছি, কোন্ আধুনিক সংশোধকের হাতে পড়িয়া আম জাম কাঁঠাল—আম জাম কাঁটাল হইয়াছে।

কোর্বে। লুপ্ত হয় নাই। করিনু বা করিনু, করিতু আমরা করিলাম করিতাম লিখিতেছি বটে; কিন্তু কোর্লুম কোর্তুম অল্পকালে লুপ্ত হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

উচ্চারণ-সৌকর্য-চেষ্টায় বর্ণ-বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে। ইং বাক্‌ষ—বায্‌ক হইয়া থাকে। কারণ বাক্‌ষ বলিতে প্রথমে ওষ্ঠ, তার পরে একবারে কণ্ঠ, তারপর মূর্ধার ক্রিয়া আবশ্যক হয়। কিন্তু বায্‌ক বলিতে প্রথমে ওষ্ঠ্য, পরে মূর্ধন্য, এবং শেষে কণ্ঠ্যবর্ণ উচ্চারণ করিতে হয়। ইহাই সুবিধা জনক। এইরূপ কারণে ঢেঁকী-শালা—ঢেঁকি-শাল—ঢেঁকশাল—ঢেঁষ্‌কাল (রাঢে গ্রাং) হইয়াছে। কণ্ঠ্য তালব্য মূর্ধন্য ওষ্ঠ্য এই ক্রমে বর্ণ উচ্চারণ আবশ্যক হইলে শ্রমলাঘব হয়। বোধ হয়, এই হেতু বাংগলা শব্দের অধিকাংশের আদ্যবর্ণ ক ও প বর্গের কোন্ এক বর্ণ হইয়াছে।

সভ্য মানব বহুকাল চেষ্টার পর সভ্য হইয়াছে। তাহার আচার, তাহার নীতি, তাহার বুদ্ধি, তাহার ধর্মজ্ঞান অল্পকালে পায় নাই। তাহার ভাব ও চিন্তা অল্পকালে বিকাশ হয় নাই, তাহার ভাষাও হয় নাই। যে যে সোপান দিয়া সে অপরের উপরে উঠিয়াছে, সভ্য মানব জন্ম হইতে সেই সেই সোপান দিয়া তাহার ব্যক্তিত্বলাভ করে। জীব-বিস্তার এই মস্ত সত্য ভাষার ক্রমবিকাশে লাগাইলে দেখা যায়, সংস্কৃত-প্রাকৃতভাষা জড়-প্রকৃতি নিম্নসমাজের ভাষা ছিল। সংস্কৃত বদন শব্দ বঅন শুনিলে বুঝি, বঅন-ভাষী সভ্যতার নিম্ন-সোপানে রহিয়াছে। সংস্কৃত ও পালি পাশে পাশে থাকিতে দেখিলে বুঝি সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষিত জাতির এবং পালি অশিক্ষিত জন সাধারণের ভাষা ছিল। কিন্তু যে জাতি পালিকেও ভাংগিয়া সোজা করিয়া ফেলিয়াছিল, যে জাতি ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণ-সংখ্যা কম করিয়াছিল, সে জাতি মেধাবী ছিল না। যখন শিশু প্রথম প্রথম কথা কহিতে শেখে, তখন তাহার উচ্চারিত শব্দ অস্পষ্ট হয়। এঁ ওঁ এ উ দ্বারা শব্দ-প্রকাশের নিষ্ফল চেষ্টা দেখিলে বোঝা যায়, মস্তিষ্কের যে অংশ-সাহায্যে সে কথা কহিতে চেষ্টা করিতেছে, সে অংশের পূর্ণতা হয় নাই। তখন সে জল-কে বলে দল, নীল-কে বলে লীল, সতত পড়ে সদত। চোখে দ্রব্য দেখে, কানে সে দ্রব্যের নাম শোনে, কিন্তু মস্তিষ্কের যে অংগবিশেষ দ্বারা শব্দ-জ্ঞান এবং পদ ও পদার্থের সম্বন্ধ সম্পাদিত হয়, তাহা অপুষ্ট থাকে। শিশুর শব্দ-সংখ্যা অল্প, শব্দের ব্যঞ্জন অস্পষ্ট। ভাব ও তৎপ্রকাশক-শব্দ-উচ্চারণ এক সময়ে ঘটে না। সে মাথা ও হাত নাড়িয়া, সুর করিয়া শব্দের অভাব পূরণ করে। বহুকাল অভ্যাসের পর বাগ্‌যন্ত্রের পেশী তাহার মস্তিষ্কের আজ্ঞানুসারে চলিতে আরম্ভ করে।

এখন এই পরিচ্ছেদ শেষ করি। অত্যন্ত সংক্ষেপে লেখাতে হয়ত সকল স্থল সুস্পষ্ট হয় নাই। কোন্ কোন্ স্থলে ভুলও হইয়া থাকিবে। কিন্তু বোধ হয় এই ভুলে উদ্দেশ্য-সাধনে বিঘ্ন হইবে না। কারণ আশা আছে, সমালোচনা-অগ্নিতে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ হইলে লঘু অসার অংশ থাকিবে না।

# ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

## বাংগলা-লিখন।

### ৭৪। বাংগলা বর্ণ।

৴০ বাংগলা শব্দের উচ্চারণ ও বিকার সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা গেল। এখন বাংগলা লিখনরীতি দেখা যাইতেছে।

প্রথমে সেই পুরানা কথা আবার স্মরণ করি। কতকগুলি ধ্বনির সমষ্টির নাম ভাষা। যখন হিন্দুস্থানী কলাবত্ উর্দু গান করেন, যে উর্দু ভাষা জানেনা সে তখন কতকগুলা ধ্বনি-মাত্র শোনে। দুই চারিবার শুনিতে শুনিতে রেখা দ্বারা সেই ধ্বনি লিখিয়া ফেলিতেও পারে। তেলুগু হয়ত তেলুগু অক্ষরে লিখিবে, ওড়িয়া ওড়িয়া অক্ষরে, বাংগলী বাংগলা অক্ষরে, মরাঠী নাগরী অক্ষরে, ইংরেজ ইংরেজী অক্ষরে লিখিবে। যে ইংরেজী সংক্ষিপ্ত লিপি শিখিয়াছে সে হয়ত সেই লিপিতে গান লিখিয়া ফেলিতে পারিবে। উর্দু ভাষা না জানিলে ইহাদের মধ্যে কেহ গানের, শব্দের অর্থ, কিছুই বুঝিবে না। এই ভারতবর্ষে সংস্কৃত শ্লোক নানা অক্ষরে লেখা ছাপা পড়া হইতেছে। 'গ্রামোফোন' নামক যন্ত্রে নানা ভাষার গান লেখা যাইতেছে। অতএব অক্ষর আর কিছু নয়, এক এক ধ্বনির দ্যোতক, সংকেত, বা চিহ্ন। *

---

* 'অক্ষর' শব্দের ধাত্বর্থ যাহার নাশ নাই, অনশ্বর, স্থায়ী। এই অর্থ হইতে ব্রহ্ম, মোক্ষ। মুখের শব্দ স্থায়ী নহে। ধাতুপ্রস্তরাদিতে অংকিত রেখা স্থায়ী। বোধ হয়, ইহা হইতে অক্ষর শব্দে অ আ ইত্যাদির অর্থ বর্ণ হইয়াছিল। 'বর্ণ' শব্দের এক অর্থ রংগ। ব্রাহ্মণাদি জাতির বর্ণ অর্থাৎ দেহের রংগ এক ছিল না। এই রংগ অর্থ হইতে যে রংগ দিয়া অকারাদি জ্ঞাপিত হইত সেই রংগও বর্ণ, এবং অকারাদি ধ্বনিও বর্ণ বলা হইত। অক্ষর লিখিত, ক্ষোদিত হইবার কথা। রংগ দিয়া শব্দ জ্ঞাপিত হইলে লিপি বলা যায়। পরে অক্ষর ও বর্ণ শব্দ একার্থ হইয়া থাকিবে। সেইরূপ, লেখা শব্দ হইতে রেখা, এবং লিপি অর্থেও লেখা হইয়া থাকিবে। লিখিত—অংকিত, চিত্রিত; লিপিকর—চিত্রকর, লেখক। আমরা বলি 'চিত্রকর চিত্র লেখে'। যদিও লেখার নিমিত্ত লেখনী, এবং বর্ণ-লেপন নিমিত্ত তুলি আবশ্যক। বর্ণ শব্দের দুই অর্থ আছে; ভাষার ধ্বনি-বিশেষ, এবং সেই ধ্বনির দ্যোতক। ক বর্ণ বলিলে ক এই ধ্বনি অর্থাৎ ক-কার, এবং 'ক' এই মূর্তি। ক-কারের রূপ বা মূর্তি 'ক'। সং-বর্ণন অর্থাৎ রংজন বা শুক্লাদিবর্ণ যোজন হইতে বাং বানান। অর্থাৎ কোন ধ্বনির পর কোন ধ্বনি, এবং কোন অক্ষরের পর কোন অক্ষর—দুই-ই বোঝায়।

এখানে অকার ককার ইত্যাদি 'কার' যুক্ত বর্ণ দ্বারা অ-ধ্বনি কধ্বনি, এবং অবর্ণ ক্‌বর্ণ দ্বারা অকার ক্‌কার বোঝা যাইবে। বর্ণের আকৃতি অর্থে অক্ষর শব্দ প্রচলিত আছে। স্বর কিংবা স্বর-যুক্ত ব্যঞ্জনকেও অক্ষর বলা যায়। অ ক কি শ্রী এক একটি অক্ষর। 'পরমেশ্বর' শব্দে পাঁচটি অক্ষর আছে। 'ক-অক্ষর গোমাংস' বলিলে বোঝায় ক অক্ষর লিখিতে জানে না; পরন্তু এমন নয় যে ক এই ধ্বনি উচ্চারণ করিতে পারে না। অতএব বাংগলা বর্ণমালা অর্থে বাংগলা শব্দের মূল ধ্বনি-সমূহ, এবং অক্ষরমালা অর্থে অ আ ইত্যাদি অক্ষর-সমূহ।

৵০ যাবতীয় ভাষাতে কতকগুলি ধ্বনি সাধারণ। যেমন স্বরবর্ণ। সংস্কৃত ভাষায় যত প্রধান ধ্বনি আছে, নাগরী অক্ষর-মালায় ঠিক তত অক্ষর আছে। সংস্কৃত ব্যাকরণে উনপঞ্চাশ বর্ণের পরিচয় আছে। বাংগলা ব্যাকরণে উনপঞ্চাশ বর্ণ নাই, কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে উনপঞ্চাশ অক্ষর দেওয়া হইয়া থাকে।

কিন্তু এই রীতি ঠিক নহে। কারণ পূর্বে দেখা গিয়াছে বাংগলায় এক বই দুই জ ধ্বনি নাই, এক বই দুই ন ধ্বনি নাই, ইত্যাদি। দুই ন, দুই জ, দুই ব, ঙ ঞ, বাংগলা অক্ষরমালায় স্থান পাইবার কারণ, সংস্কৃত ভাষা হইতে বাংগলা ভাষার উৎপত্তি। বিজ্ঞানের ভাষায়, সংস্কৃত ভাষার বিবর্তনে বাংগলা ভাষার উৎপত্তি। সংস্কৃত ভাষার কএকটা ধ্বনি বাংগলা ভাষায় না থাকিলেও সেই ধ্বনির চিহ্ন বাংগলা অক্ষর মালায় রহিয়া গিয়াছে। জীব রাজ্যেও এইরূপ দেখা যায়। অংগের ক্রিয়া নাই, কিন্তু অংগ রহিয়া গিয়াছে। কোন্ যুগ হইতে নর-নারী পৃথক হইয়াছে! কিন্তু নরের বুকে স্তন-চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। এইরূপ অনাবশ্যক শেষচিহ্ন অল্পকালে লুপ্ত হয় না। সামাজিক প্রথায় ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

৶• সংস্কৃতবর্ণমালা এবং তদনুরূপ অক্ষরমালা বাংগলা ব্যাকরণে নিবিষ্ট হইবার আর এক কারণ আছে। সংস্কৃত পুথী, সংস্কৃত শ্লোক, সংস্কৃত শব্দ, বাংগলা অক্ষরে লেখা হইত, এবং হইতেছে। কেবল বাংগলায় আবশ্যক অক্ষরগুলি রাখিলে সংস্কৃত পুথী কিংবা শ্লোক লিখিবার সময় সে অক্ষরে কুলায় না। আমরা 'রীণ' বলি কিন্তু লিখি 'ঋণ'; আমরা বলি 'জদি' কিন্তু লিখি 'যদি'। অর্থাৎ যে সকল শব্দ মূলে সংস্কৃত, সে সকল শব্দের উচ্চারণ যাহাই হউক অথবা সে সকল শব্দ বাংগলায় যাহাই হউক, আমরা সংস্কৃত রূপটা রাখিতে চাই। প্রাচীন ধনীবংশ পরে নিঃস্ব হইলেও বড়-মানষি চাল সহজে ছাড়িতে পারে না। এই রীতিতে লাভ আছে, ক্ষতিও আছে। সংসারে কোন রীতি আছে, যাহাতে কেবল লাভ কিংবা কেবল ক্ষতি আছে? তবে দেখা যায়, সংস্কৃতপ্রাকৃত-ভাষার ব্যাকরণকার অনাবশ্যক বর্ণ ও অক্ষর পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন। আমরা পারিতেছি না; কারণ সংস্কৃত-প্রাকৃত হইতে বাংগলাভাষার জন্ম স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ হইতেছে। গৌরবশালী সংস্কৃত থাকিতে অপভ্রষ্টকে সমাদর করিতে লজ্জা বোধ হইতেছে। কিন্তু সব সময় লজ্জা রক্ষা করিতে পারি না। সংস্কৃতে ব এবং ব, দুই বর্ণ পৃথক। বাংগলাতে দুই-ই এক করিয়া সংস্কৃত শব্দের বানানে ভুল দেখিতেছি না, বাংগলা অক্ষরে লেখা ও ছাপা সংস্কৃত বহির অশুদ্ধি বুঝিতে পারিতেছি না।

।• তথাপি বাংগলা শব্দের নিমিত্ত য য়, ড ড়, ঢ ঢ় প্রভেদ করিতে হইয়াছে। সংস্কৃতে ড় ঢ় (য়) ধ্বনি নাই। বাংগলায় ळ ধ্বনি নাই; কিন্তু 'হলবর্ণ', 'হলন্ত উচ্চারণ' ইত্যাদি নাম রহিয়া গিয়াছে।* এইরূপ, বাংগলায় ঌ নাই, ৯ নাই। বাংগলায় ঐ ঔ

* বাস্তবিক হচ্ছ বর্ণ। হ-এর পরে এই ळ বলিবার রীতি ছিল।

স্নাট বলিলেও চলে। কারণ ঐ ঔ স্বর উচ্চারণে অই অউ হইয়াছে। ঙ ঞ ণ ব্যঞ্জনও প্রায় নাই।

।/০ অতএব বাংগলা বর্ণ এই,—অ আ ই ঈ উ ঊ এ ও ঁ ং ঃ ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ড় ঢ ঢ় ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য় র ল শ ষ স হ্‌। অর্থাৎ ৪২টা। এই বিআলিশ বর্ণের বা ধ্বনির নিমিত্ত ইহার প্রায় আড়াই গুণ অক্ষর আছে। মূল অক্ষরও অল্প নহে। যথা, অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ এ ঐ ও ঔ ঁ ং ঃ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ড় ঢ ঢ় ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য য় র ল শ ষ স হ ক্ষ জ্ঞ ঋ হ্ন। অর্থাৎ ৫৪টা। ক্ষ জ্ঞ ঋ হ্ন, এই চারি অক্ষর মূল অক্ষর নহে। তথাপি ঐ ঔ যেমন, এই চারি অক্ষরও তেমন আবশ্যক হয়। কৈলাস গৌর শব্দ কইলাস গউর লিখিতে পারি; তেমনই বক্ষ—বক্‌খ, মনোজ্ঞ—মনোগ্‌গঁ, বিষ্ণু—বিষ্টুঁ, বাহ্ন—বাজ্‌ঝ লিখিলেও চলিত, কিন্তু মূল থামান থাকিত না।

১৫। বাংগলা অক্ষর।

/০ নাগরী অক্ষর হইতে বাংগলা অক্ষর, কি বাংগলা হইতে নাগরী অক্ষর, কিংবা অপর এক তৃতীয় অক্ষর হইতে নাগরী ও বাংগলা অক্ষর আসিয়াছে, বোধ হয় তাহার মীমাংসা হয় নাই। উপস্থিত প্রস্তাবে তাহা জানা একান্ত আবশ্যক নহে। তবে দেখা যায়, নাগরী ও বাংগলা অক্ষরে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। হয়ত তৃতীয় এক অক্ষর হইতে নাগরী ও বাংগলা অক্ষরের উত্‌পত্তি হইয়াছে। শেষোক্‌ত অনুমানের প্রমাণ নাগরী ও বাংগলা অক্ষরে আছে।

৵০ কালে নাগরী অক্ষরের পরিবর্তন হইয়াছে। সব প্রদেশের ছাপার নাগরী অক্ষর অবিকল এক নহে। ছাপার অক্ষর এবং হাতের অক্ষরও এক নহে। কোন্‌ কোন্‌ প্রাচীন তাম্রশাসনে নাগরী অক্ষরের সংগে বাংগলা অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। কালে বাংগলা অক্ষরেরও পরিবর্তন হইয়াছে। তথাপি এই পরিবর্তিত বর্তমান অক্ষর দেখিলেও বলিতে পারা যায় যিনি এই অক্ষর কল্পনা করিয়াছিলেন তিনি সামান্য লোক ছিলেন না।

৶০ ক-বর্গের ও চ বর্গের, এবং ট-বর্গের ও ত-বর্গের বর্ণ উচ্চারণে ও বিকারে এক পর্যায়-ভুক্‌ত। চবর্গের বর্ণের উচ্চারণস্থান ক-বর্গের বর্ণের একটু সম্মুখদিকে। তেমনই ত-বর্গের বর্ণের স্থান টবর্গের বর্ণের একটু সম্মুখে। চবর্গের বর্ণ পরিবর্তিত হইয়া কবর্গের বর্ণ হয়। তেমনই ত-বর্গের বর্ণ টবর্গের হয়। অনুলোম পরিবর্তনও হয়। বাংগলা অক্ষরে এই পরিবর্তন-সম্ভাবনা ব্যক্‌ত আছে। ক এর প্রতিবিম্ব চ, খ-এর ছ। ক চ, খ ছ, গ জ, ঙ ঞ স্থিরচিত্তে দেখিলে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। টবর্গের অক্ষর উলটাইয়া উপর নীচে ধরিলে তবর্গের অক্ষরের আকার আসে। ণ ন একই। নাগরী ট ঠ ড ঢ এবং ত থ দ ধ দেখিলে সাদৃশ্য সহজে লক্ষ্য হইবে। কিন্তু পবর্গ এরূপ নয়। প অক্ষর হইতে ফ ব ভ ম অক্ষর কল্পনা হইয়াছে। ম অক্ষরে প আছে, ন'ও আছে। নাগরী

থ ঝ ঢ ধ ভ এর মধ্যে আকার সাদৃশ্য আছে। কোন্ সাদৃশ্য নাগরী অক্ষরে স্পষ্ট, কোন্ সাদৃশ্য বাংগলা অক্ষরে স্পষ্ট। কিন্তু কি নাগরী কি বাংগলা, কোনটাতে য ল শ ষ স এই কএক অক্ষরের সহিত অন্য অক্ষরের সাদৃশ্য নাই। নাগরী ব এবং ব অক্ষরের সাদৃশ্য আছে; কারণ অল্পবিকারে ব বর্ণের উচ্চারণ ব এর মতন হইয়া পড়ে। ঋ র, ৯ ল এর মধ্যে সাদৃশ্য আছে। বাংগলা অ ও হ অক্ষরের সাদৃশ্য আকস্মিক বোধ হয় না। লুপ্ত অকারের বাংগলা চিহ্ন (ঽ) হ-কারের তুল্য। হ-তে দাঁড়ী দিয়া যেন অ, কিংবা অ-এর দাঁড়ী কাটিয়া যেন হ হইয়াছে। অ হইতে আ সুন্দর কৌশলে আসিয়াছে। অ + া = আ, অর্থাৎ অ + অ = আ। উচ্চারণের সংগে অক্ষরের আকৃতিরও সামঞ্জস্য আছে। বাংগলা উচ্চারণে অ আ পৃথক স্বর হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সংস্কৃতে অ এর দীর্ঘ আ ছিল। বাংগলা ঈ এর আকৃতি নিশ্চয়ই পরিবর্তিত হইয়াছে। ই এর নীচে আর এক ই (শৃংগহীন) জুড়িয়া ঈ হইবার কথা। এই নিয়ম উ হইতে ঊ, ঋ হইতে ৠ অক্ষরে আছে। অ+া=আ, ই+ই=ঈ, উ+উ=ঊ, ঋ+ৃ=ৠ। শুধু সন্ধির সূত্রে নয়, আকারেও লক্ষ্য হইতেছে। কোথা হইতে এ ও মূর্তিকল্পনা, তাহা বোঝা যায় না। ও গোলাকার, ও বলিবার সময় মুখের যে আকার হয়। এই আকার ো-তে স্পষ্ট। ঐ তে ই এর, এবং ঔ তে উ এর শৃংগ আছে। একটি শূন্যে (০) অনুস্বার, অক্ষরের মাথার উপরে শূন্যে ঁ চন্দ্রবিন্দু। স্বরের পরে যে অনুনাসিক উচ্চারিত হয় তাহা অনুস্বর; স্বরের সংগে যে অনুনাসিক উচ্চারিত হয়, তাহা চন্দ্রবিন্দু।* বোধ হয় দুইটি শূন্যে (ঃ) বিসর্গ কল্পনার মূলে কিছু ছিল। রেফ (´) র এর বাম রেখা, র-ফলা (্র) র এর নিম্নরেখা।

এই সকল অক্ষরের নিমিত্ত মূর্তিউদ্ভাবকের প্রশংসা করিতে হয়। আমরা বাল্যকাল হইতে দেখিতেছি বলিয়া মূর্তিগুলির পরিকল্পনায় আকৃষ্ট হই না। কালে মূল আদর্শ ক্ষীণ হইয়া থাকিবে; যাহা মূলে ছিল না তাহা আসিয়া থাকিবে। কারণ এতকাল লেখকের কলমের মুখে অক্ষরের ভাগ্য নির্ভর করিতেছিল।*

।০ বাংগলা হ ই দেখুন। হ অক্ষরের মতন ই কেন হইবে, তাহার কারণ পাওয়া যায় না। ঈ অক্ষরের সহিত ঙ অক্ষরের সাদৃশ্য থাকা দোষ। পূর্বকালে ক্ল লিখিতে শৃংগহীন ঈ লেখা হইত। নাগরী হ ই অক্ষরে যেমন উভয়ের সাদৃশ্য রক্ষিত হইয়াছে,

* অনুস্বার উচ্চারণে যে ঈষৎ গ আসে (৩০৮/০, ৩৮, ৩৯), তাহার মূল বেদের প্রাতিশাখ্যে আছে। পুরীর কোন বৈদিক পণ্ডিত প্রাতিশাখ্যভাষ্য হইতে এই সূত্রটি দিয়াছেন, অনুস্বারস্তু গুঁ স্যাৎ ছন্দসি রেফোষ্মবর্ণেষু পরেষু। অর্থাৎ র শ ষ স হ পরে থাকিলে অনুস্বারের উচ্চারণ গুঁ হয়। যথা, হংসাংসি অগ্নিরে তস্মাৎ— পড়িতে হইবে হংসাগুঁসি অগ্নিরে তস্মাৎ। বোধ হয় অনুস্বার স্থানে তেলুগুভাষার মু-এর উৎপত্তিও এইখানে। তেলুগুতে বক্রং শব্দ না হইয়া বক্রমু শব্দ বিবেচিত হয়।

* ইংরেজীতেও কএকটি অক্ষরে সাদৃশ্য আছে। যথা, P B, C G, I J, M N, V W, I A H এর সাদৃশ্য আকস্মিক বোধ হয় না।

বাংলা ই ঈ অক্ষরে তেমন হয় নাই। র ও ব এর আকার অবিকল এক! য় য ছাপিতে মুদ্রাকর যে এত ভুল করে, তাহার কারণ অক্ষর-কল্পনায় বর্তমান। দেখা যায়, এক অক্ষর হইতে অন্য অক্ষর কল্পনায় আসিতে ত্রিবিধ কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে। ব এ অংকুশ দিয়া ক; ব এর নীচে বিন্দু দিয়া র, ব এর গাএ শৃংগ দিয়া ঝ, ধ। প এ অংকুশ দিয়া ফ, ড ঢ য-এর নীচে বিন্দু দিয়া ড় ঢ় য়, য এর মাঝে শৃংগ দিয়া ষ। যিনি অক্ষর কল্পনা করিয়াছিলেন, তিনি কোন্‌ কোন্‌ অক্ষরে উদ্‌ভাবন-শ্রম লঘু করিয়াছিলেন।

।/০ যে অক্ষর লিখিতে সময় লাগে কিংবা কষ্ট হয়, তাহার বিকার অবশ্যম্ভাবী। যে অক্ষর কলমের এক টানে লিখিতে পারা যায় না, যে অক্ষর দেখিলে অন্য অক্ষরের ভ্রম জন্মে, এবং যে অক্ষর তুল্যধ্বনি জ্ঞাপক অক্ষর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহা ভাল বলিতে পারা যায় না।

ফার্সী অক্ষর এমন যে কলমের এক টানে অল্প স্থানে বহু শব্দ লিখিতে পারা যায়। পারা যায় বটে, কিন্তু পাঠকের নিকট সে লেখা কষ্টের কারণ। এক সুকৃতা অভাবে ফার্সী পড়িবার সময় পাঠককে ফাঁপরে পড়িতে হয়। অজ্ঞাত ফার্সী শব্দের বানান দেখিয়া ঠিক পড়িবার জো নাই! কএকটি বাংলা অক্ষরেও বিন্দু জুটিয়াছে। বিন্দু-চিহ্নের দোষ এই, উহা অদৃশ্যও হইতে পারে। বিশেষ দোষ, বিন্দু দিতে কাগজ হইতে কলম তুলিতে হয়। ক্রিয়াপদ ব্যতীত বাক্য হয় না, এবং বাংলা ক্রিয়াপদে অধোবিন্দুযুক্ত য় ও য় এর বাহুল্য আছে। ইয়া প্রত্যয়ান্ত পদে ও অধিকরণ কারকে য় এবং সম্বন্ধপদে র লাগে।* প্রত্যেক য় এবং র লিখিতে দুই দুই অক্ষর লিখিবার সময় লাগে। নাগরী অক্ষরে এই অসুবিধা নাই।

।৶০ যখন ব্যঞ্জন অক্ষরে স্বর যোগ করিতে হয়, তখন অ ভিন্ন অন্য স্বরাক্ষরের মূর্তি পরিবর্তন করিতে হয়। অ হইতে ঔ, এগার স্বর। এই এগার স্বরাক্ষরের দশটি নূতন মূর্তি আছে। যথা, া ি ী ু ূ ৃ ে ৈ ো ৌ। ক মূর্তি অকারযুক্ত ক্ এর। অতএব ক্ + অ = ক, অর্থাৎ অকারের অভাব-বোধক হস-চিহ্ন ( ্ ) আছে। অকারান্ত বহু বাংলা শব্দের শেষ ব্যঞ্জন প্রায় হসন্ত উচ্চারিত হয়। শুধু লিখন-শ্রম লাঘব করিতে গিয়া আমরা অকারান্ত অক্ষর লিখিয়া থাকি। কিন্তু ইহাতে যে সূক্ষ্মতা বা ব্যক্ততার অভাব ঘটিতেছে, তাহা বলা বাহুল্য। সংস্কৃত শব্দ লিখিবার পক্ষে নাগরী অক্ষর ঠিক আছে, প্রত্যেক ব্যঞ্জনের অকারে অ আছে। ওড়িয়া তেলুগু তামিলভাষী বাংলা অক্ষর দেখিয়া বাংলা শব্দ ঠিক পড়িতে পারেন না। হিন্দী ও মরাঠী শব্দ লিখিবার সময়ে নাগরী অক্ষরেরও দোষ বুঝিতে পারা যায়। কারণ বাংলায় মতন হিন্দী ও মরাঠী শব্দের শেষের অকারান্ত ব্যঞ্জন হসন্ত উচ্চারিত হয়। যাহা সংস্কৃত শব্দ লেখায় পক্ষে ঠিক ছিল, তাহাকে অবিকল বাংলা হিন্দী মরাঠীতে লইয়া আমরা অসুবিধায় পড়িয়াছি।

।৶০ ক্ + ই = কি, ক্ + ঈ = কী। ব্যঞ্জনে ই বামে বসে, ঈ দক্ষিণে বসে। ই অক্ষরের বামাগতি আধুনিক দেবনাগর অক্ষরের এক অদ্ভুত ব্যবস্থা। কারণ ব্যঞ্জনের পরে

---

* গণিয়া দেখিলে বাংলা রচনায় এক হাজার শব্দ লিখিতে গেলে প্রায় ১৩৭ টি য় এবং ২৭০টি র লাগে।

স্বর, স্বরের পরে ব্যঞ্জন নহে। দেখা গিয়াছে, শিশু ক্+ঈ=কী অক্লেশে পড়িতে শেখে; কিন্তু ক্+ই=কি পড়িবার সময় প্রথম প্রথম ইক পড়ে। ইহাতেও বোঝা যাইতেছে লেখায় স্বাভাবিক ক্রমের বিপর্যয় ঘটিয়াছে। প্রাচীন দেবনাগর অক্ষরে ি ী অক্ষরের দাঁড়ী ছিল না। উপরের ধনুক বামে কিংবা দক্ষিণে দিলে ই ঈ লেখা হইত। ওড়িয়া অক্ষরে কি লিখিতে হইলে ক-এর মাথায় ধনুক মাত্র দিতে হয়। কিন্তু কী লিখিবার সময় ক-এর মাথায় ধনুক দিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে বাংগলার মতন দাঁড়ী দিতে হয়। অতএব ওড়িয়া অক্ষরে ি ী সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক রীতি মিশিয়া গিয়াছে। বাংগলা ী অক্ষরের ধনুক কাঁশের আকার হইয়াছে।

ই যেমন ব্যঞ্জনের বামে বসে, বাংগলা এ ঐ এবং কতকটা ও ঔ বামে বসে। এই রীতির প্রশংসা করিতে পারা যায় না। নাগরীতে ড় বামদিকে, ঢ় দক্ষিণদিকে বাঁকে। বাংগলায় উভয়েই দক্ষিণে বাঁকিয়া ৎ ৎ সহজে বুঝিতে দেয় না। ৎ অক্ষরের মাথা কাটা কি না, তাহা ছাপার অক্ষরে দেখিতে চক্ষুপীড়ন করিতে হয়। ছাপার ভুলও যে কত হয়, তাহা মুদ্রাকর বিলক্ষণ অবগত আছেন।

পূর্বে যাহা বাঁকা এ বলা গিয়াছে, তাহার দ্যোতক নাই। দ্যোতক যে অত্যাবশ্যক তাহা স্বীকার করি না। কারণ এ লিখিয়া ঠিক এ পড়িলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। বরং বাকা এ উঠিয়া গেলেই ভাল। সংস্কৃত 'বেলা' শব্দে যদি কেহ বাঁকা এ দিয়া লেখেন, তবে বীরভূম ও বরিশালবাসী 'দেড়' 'পেট' 'লেপ' প্রভৃতি শব্দে বাঁকা এ কেন না দিবেন? এই বাঁকা এ যে ভাষার অংগ, তাহা ভুলিয়া লাভ কি?

কেহ কেহ বলিতে পারেন, অন্য ভাষার শব্দ লিখিবার সময় বাঁকা এ আবশ্যক হইতে পারে। যদি আবশ্যক হয়, তবে নূতন অক্ষরও আবশ্যক। যাবতীয় ধ্বনি-জ্ঞাপন নিমিত্ত বাংগলা অক্ষর নাই। কোন্ কোন্ ইংরেজী শব্দ বাংগলা হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজী অনেক শব্দের উচ্চারণে বাঁকা এ আছে। মনে করুন ইংরেজী 'হেট কোট' লিখিতে চাই; 'হ্যাট' লিখিলে কি ঠিক উচ্চারণ পাইব? সংস্কৃত বর্ণমালায় য়্যা-র উচ্চারণ বাঁধা আছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, য্যা-কে বাংগলায় বাঁকা এ মনে করিলে ক্ষতি কি? ক্ষতি এই, একই অক্ষরের দুই-প্রকার উচ্চারণ হইবে, সংস্কৃত ও বাংগলাবর্ণ পৃথক মনে রাখিতে হইবে, এবং সংস্কৃত ও ভারতের অন্য ভাষার শব্দ লিখিবার সময় সে কথা চিন্তা করিলে য্যা অক্ষরের প্রকৃত উচ্চারণ জানাইতে বিঘ্ন হইবে। এক অক্ষরের নানাবিধ উচ্চারণ রাখা, এবং হিজিবিজি কাটিয়া পড়িতে বলা প্রায় তুল্য কথা। কেহ কেহ অ্যা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। উহা যে কি রূপে পড়িব, তাহা ভাবিয়া পাই না। এ্যা অক্ষরও দেখা গিয়াছে। য়্যা অক্ষরও অনেককে মোহিত করিয়াছে। কিন্তু বাংগলাভাষার প্রকৃতি স্মরণ করিলে অ্যা এ্যা য়্যা য্যা ইত্যাদি অক্ষর যোজনায় প্রয়োজন থাকে না। আমরা বেপার বেপারী বেভার হেলা খেলা এক প্রভৃতি শব্দে এ লিখি; কিন্তু স্থানভেদে এই এ বাঁকা উচ্চারিত

হয়। সোজা এ ও বাঁকা এ্যকারের মূল প্রভেদ মাত্রায় (৬৭)। শব্দবিশেষে স্বরের মাত্রার ভেদ হয়; কিন্তু লিখনে মাত্রার প্রভেদ দেখাইতে হইলে গানের স্বরলিপির মতন লিপি আবিষ্কার করিতে হইবে। ইংরেজী শব্দেও এ্য লিখিলে মাত্রা দেখানা হইবে না, এই মাত্র দোষ। কোন্ কোন্ ইংরেজী শব্দের বাঁকা এ্যকার স্থানে বাংগলাতে অ্যা লিখিলেও চলে। আর এক কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ভাষান্তরে গেলে শব্দের উচ্চারণ পরিবর্তন প্রায় ঘটে। আর্বী ও ফার্সী বহু শব্দ বাংগলায় আছে। সে সকল শব্দ কি আর্বী ও ফার্সীর মতন বলিতেছি, না লিখিতেছি? কেবল ইংরেজী শব্দের বেলা ইংরেজের মতন উচ্চারণ-প্রয়াস কেন? যাবতীয় ইংরেজী শব্দ কি অবিকল ইংরেজের মতন আমরা বাংগলায় বলিতেছি, লিখিতেছি? আমরা বলি ও লিখি, 'মাষ্টার' 'জজ' 'আপিশ' 'লণ্ঠন' 'বোতল' 'কোম্পানী'। 'বর্ধমান' ও 'মেদিনীপুর' ইংরেজীতে হইয়াছে 'বর্ডআন' 'মিডনাপুর'। কোথায় 'কালীঘাটা'; আর কোথায় 'কাল্‌কাট্টা', 'কলিকত্তা', 'কলিকাতা'! এই কারণে বলি, যাহারা ইংরেজী শব্দের ঠিক উচ্চারণ বাংগলায় রাখিতে প্রয়াসী, তাঁহারা নিষ্ফল কাজে বৃথা শ্রম করিতেছেন।* 'হ্যাট কোট' না লিখিয়া হেটকোট লিখিলে এবং পড়িলে বাংগলাভাষা রক্ষা পায়। অভিধানে কিংবা শিক্ষাশাস্ত্রে বাঁকা এ্য আবশ্যক হইতে পারে, অন্যত্র নহে।

॥/০ উচ্চারণ-সংক্ষেপ নিমিত্ত আমরা শব্দের মধ্যস্থিত ইকার উকার লোপ করিয়া থাকি। এই লোপ জানাইতে কেহ কেহ 'কমা'-চিহ্ন (') দিয়া থাকেন। কিন্তু কথিতভাষার ক্রিয়াপদ ব্যতীত বিশেষ্য ও বিশেষণ পদেরও মধ্যস্থিত ইকার উকার লুপ্ত হইয়া থাকে। খইল (সং খলি) সংক্ষেপে খল কিংবা খোল নহে, চাউল ডাইল চাল ডাল নহে, ধাতু সাধু ধাত সাধ নহে। এই সকল শব্দের ইকার উকার স্থানে ঈষৎ ই হয়। এ বিষয় পূর্বে দেখা গিয়াছে (২০)। এই ঈষৎ ই জানাইবার অক্ষর না থাকাতে ভাষার শব্দবিকার চলিতেছে। প্রাচীন বৈসহ হইয়াছে বৈস—বোস্, এবং বসু (উপাধি) হইয়াছে বোস্। এই দুই শব্দেও ঈষৎ ই একেবারে নাই তাহা নহে। এখানে বরং বোস্, বোস্ লিখিতে পারা যায়, কিন্তু আজকাল চালডাল ধাত চার দাদ (দদ্রু) ইত্যাদি বানান শুদ্ধ বলিতে পারি না। হইল কথিতভাষায় হোলো, করিল—কোর্লো বা কোল্লো। এরূপ স্থলে হোলো কোল্লো লেখা ভাল বোধ হয়। হইয়া করিয়া হাসিয়া খাইয়া প্রভৃতি ইয়া-প্রত্যয়ান্ত শব্দের সংক্ষিপ্ত আকার হয়ে করে়া হেসে খেয়ে করিলেও চলে। শেষে য় থাকাতে হয়ো খেয়ো লেখা আবশ্যক হয় না। ব্যাকরণ-অধ্যায়ে এ বিষয় আলোচনা করা যাইবে।

॥৶০ পূর্বে দেখা গিয়াছে এগারটি স্বরবর্ণের বাইশটি মূর্তি আছে। ইহাতেও আমরা তুষ্ট নই। আর কতকগুলি রাখিয়াছি। যথা—

---

* আমিও একসময়ে 'গ্যাস' লিখিতাম। পরে শিখিয়াছি বাংগলাতে শব্দটি 'গেস', বরং 'গেষ'।

ত্‌...ৎ। ্...ও (যেমন ঙ্ক ত্ত ত্ত), ' (যেমন ক্র ক্র ক্র)

্...া (যেমন ঙ্গ ক্র ক্র)। ্...া (যেমন হ্ব)

পূর্বকালে আরও কএকটি ছিল। কু (ক্ত), মু, ভু, লু, ইত্যাদির পূর্বরূপ এখন আর চলিত নাই। হু এখনও হু আছে। হ ক্ষুদ্র তরংগ হইয়া ু কে বলবান করিয়াছে। কোথা হইতে বা কি কারণে এই সকল রূপ আসিয়াছে, তাহা জানিয়া সম্প্রতি লাভ নাই। দেখিতেছি, এগার স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ ষোল। মোট সাতাইশ। মনে রাখিতে হইবে, ব্যঞ্জন বসাইতে গেলেই একটা স্বরাক্ষর চাই, এবং ু ূ ৃ এর রূপান্তর যে-সে ব্যঞ্জনে লাগে না। সংক্ষিপ্তরূপ থাকাতে কাগজ কম লাগে; এই মাত্র সুবিধা। কই লিখিতে যত সময় লাগে, কা বা কি লিখিতেও প্রায় তত লাগে। ঁ ং ঃ যোগ করিলে স্বরাক্ষরই ত্রিশটি হয়!

॥৶০ ব্যঞ্জনের স্কন্ধে কেবল স্বর নহে, অন্য ব্যঞ্জনও চড়িয়া নানারূপ ধরিয়াছে। তিনটা ব্যঞ্জনও উপরে উপরে চড়িয়া চীনা অক্ষরের অনুকরণ করিয়াছে। উপরে উপরে চড়াতে ফল এই হইয়াছে যে স্থানে একটি বসিত সে স্থানে দুই তিন, এমন কি চারি অক্ষর বসিয়া পরস্পরের চাপে সূক্ষ্ম আকার ধারণ করিয়াছে। নীচে কএকটি লেখা যাইতেছে।

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্য | ক্য | ক্ষ | ক্ষ | ষ্ণ | ষ্ণ | ব্ধ | ব্ধ |
| ক্ব | ক্ব | ঙ্ক | ঙ্ক | ত্ত | ত্ত | ন্থ | ন্থ |
| ক্ন | ক্ন | ঙ্গ | ঙ্গ | ত্থ | ত্থ | স্থ | স্থ |
| ক্ম | ক্ম | ঞ্চ | ঞ্চ | ত্র | ত্র | হ্ম | হ্ম |
| ক্র | ক্র | জ্ঞ | জ্ঞ | গ্ধ | গ্ধ | স্ত্র | স্ত্র |
| ক্ত | ক্ত | ট্ট | ট্ট | দ্ধ | দ্ধ | ক্ষ্ম | ক্ষ্ম |
| | | ণ্ড | ণ্ড | ন্ধ | ন্ধ | র্ম | র্ম |

ইত্যাদি। অর্থাৎ

ক এর রূপ তিন; ক, ক্ত (ক্র), ক্ষ।
গ এর দুই; গ, ঙ্গ।
ঙ এর দুই; ঙ, ঙ্ক।
চ এর দুই; চ, ঞ্চ।
ঞ এর দুই; ঞ, জ্ঞ।
ণ এর তিন; ণ, ণ্ড, ষ্ণ।
থ এর দুই; থ, ন্থ, (স্থ)।
ধ এর দুই; ধ, দ্ধ (গ্ধ, ব্ধ, ন্ধ)।
ন এর দুই; ন, ক্ন।
ম এর তিন; ম, ক্ম, হ্ম।
য এর দুই; য, ক্য।
র এর চারি; র, প্র, র্ক, র্ম (র্য, র্ব, র্ত, র্দ, র্ভ)।
স এর দুই; স, স্ত।

পূর্বে বাংলা ভাষায় ৩৪টি ব্যঞ্জনবর্ণ পাইয়াছি। এই ৩৪ বর্ণের ৫৬ মূর্তি। এখানেও মনে রাখিতে হইবে যে-সে ব্যঞ্জনে লাগিলে অন্য ব্যঞ্জনের রূপান্তর হয় না। বর্গ্য ব এবং অন্তঃস্থ ব থাকাতে অর্থাৎ একই ব দুই বার পড়াতে বা লেখাতে শিক্ষার ক্লেশ বাড়ে না। কিন্তু কৃর লিখিতে হইলে কৃ না লিখিয়া ক্র, গৃধ লিখিতে হইলে গৃধ্র, নৃথ লিখিতে হইলে নৃথ, ইত্যাদি শিখিতে শ্রম ও কাল ব্যয় হয়। যাঁহারা বাংলা বর্ণমালা ছাঁটিয়া ছোট করিতে আগ্রহ দেখাইতেছেন, দুঃখের বিষয় তাঁহাদের দৃষ্টি যুক্তাক্ষরের বিপুল স্তূপের প্রতি পতিত হয় নাই। আমরা বাংলাভাষার প্রসার আকাঙ্ক্ষা করি; কিন্তু প্রসারের পথে কাঁটার যে ঘন বেড়া দিয়া রাখিয়াছি, তাহা ভুলিয়া যাই। চিরসহিষ্ণু বাংগালী ছাড়া অন্যে কেন এই বেড়া সরাইয়া বাংগালাভাষা শিখিবে? বাংগালী শিশু দুই বৎসর ধরিয়া বাংগালা অক্ষর শিক্ষা করে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয়ে'র দুই ভাগ না শিখিলে বাংলাভাষা পড়িতে ও লিখিতে পারে না। ভাষাশিক্ষা তাহার উদ্দেশ্য; সে উদ্দেশ্যের পথে বিঘ্ন যত কম হয়, তত ভাল নহে কি?

৮০ যে সকল যুক্তাক্ষরের মূল অক্ষর এত ছোট কিংবা বিকৃত যে দেখিতে বুঝিতে কষ্ট হয়, সে গুলার বিসর্জন এবং নূতন অক্ষরের সর্জন আবশ্যক। এ ত্র, ও ত্ত, হ্ হ হৃ, ক্র ক্র, ইত্যাদি অক্ষরের নিন্দা করিতেই হইবে। পুরুষ ও স্বরূপ এই দুই শব্দের রু-তে কোন উ আছে, তাহা বলিতে অনেকে ভুল করেন। ক্ষ, জ্ঞ, ঝ্ঞ, হ্ম, এই চারি অক্ষরের উচ্চারণ মূল ব্যঞ্জনের মতন নহে; অর্থাৎ এই চারি অক্ষর বিশেষ বিশেষ ধ্বনি-জ্ঞাপক হইয়াছে। আরও দেখা যায়, স্বরাক্ষরের দুই প্রকার আকৃতি দ্বারা বিশেষ সুবিধা হয় নাই। দুই প্রকার রাখিয়াও আমরা সাতষট্টি অক্ষর দ্বারা বাংলা লেখা পড়া করিতে পারি। যথা, অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ঁ ং ঃ ় া ি ী ৗ (ঈষৎ ই) ু ূ ৃ ে ৈ ো ৌ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ড় ঢ ঢ় ণ ত থ দ ধ ন প ফ ভ ব ম য য় র ল শ ষ স হ ক্ষ জ্ঞ ঝ্ঞ ্য ´ ‿ । *

৮/০ ব্যংজনের মাথায় র বসিলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে সে ব্যংজনের দ্বিত্ব হয়, হয়ও না। ইহার কারণও পাওয়া যায়। কর্ম শব্দ করম্ এবং করম্ম—দুই-ই শোনা যাইত। নতুবা ব্যাকরণে দ্বিত্ববিধির বিকল্প থাকিত না। আমরা করম্ বলি। এই হেতু চণ্ডীদাস হইতে বর্তমান কবি পর্যন্ত সকলেই ধরম করম মরম বরণ দরশন প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন। অতএব বাংলাভাষায় ধর্ম কর্ম মর্ম বর্ণ দর্শন প্রভৃতি শব্দই ঠিক। † সংস্কৃত

---

* ১৩১৬ সালের কার্তিকের এবং ১৩১৭ সালের বৈশাখের প্রবাসীপত্রে বাংলা অক্ষর নামক প্রবন্ধে এই বিষয় আলোচনা করা গিয়াছে।

† শুধু রেফযুক্ত ব্যংজনের বেলা এ কথা নহে। চিন্তা করিলে বোঝা যায়, আমরা ব-দ্র বলি না, বলি বদ্দ্র; অ-গ্নি, র-ক্ত বলি না, বলি অগ্গ্নি, রক্ক্ত; ইত্যাদি। কেবল র-ফলা যুক্ত ব্যংজনে র মিশিয়া উচ্চারিত হয়। যেমন শ্রী, ব্রত ইত্যাদি। র-ফলা যুক্ত ত উচ্চারণে দ্বিত্ব হয়। আমরা রা-ত্রি না বলিয়া বলি রাত্‌ত্রি।

ব্যাকরণের বিকল্পবিধি ধরিলেও কার্য কর্ম সর্ব কর্ম পরিবর্তন অর্ধ মূর্ছা প্রভৃতি লিখিলে বানানে দোষ পড়ে না। বস্তুতঃ বোম্বাই ও কাশীতে ছাপা সংস্কৃত বহিতে রেফ-যুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব পাই না। সুখের বিষয় বাংগলায় সমুদায় ব্যংজনের দ্বিত্ব করিয়া লেখা রীতি নহে। বাংগলা বানানে পূর্ণ শব্দের ণ একটি হইয়াছে, ওড়িয়া বানানে এখনও পূর্ণ্ণ রূপে বর্ত্তমান আছে।

৸৶০ বাংগলায় সংযুক্ত অনুনাসিক ব্যংজনের সংখ্যা অল্প নহে। আমরা সংযুক্ত ঙ্ ঞ্ ণ্ বর্ণের উচ্চারণ বিকৃত করিয়াছি। লিখনে ঐ অক্ষর রাখিয়া অধিক কি লাভ করিতেছি? সংযুক্ত ন ও মকারের উচ্চারণ ঠিক আছে। সুতরাং ঐ দুই অক্ষর রাখা অবশ্য কর্তব্য। সংস্কৃত-প্রাকৃতে অন্ত্য ম্, এবং ব্যংজন পরে থাকিলে ঙ ঞ ণ ন স্থানে ং হইত। সং পঙ্‌ক্তিঃ সংপ্রাং পংত্তো, সং বঞ্চনম্ সংপ্রাং বংচণং, ইত্যাদি। সংস্কৃত ব্যাকরণ মতেও সংযুক্ত অনুনাসিক বর্ণ স্থানে বিকল্পে, এবং কোন্ কোন্ মতে সচ্ছন্দে অনুস্বার লেখা যাইতে পারে। বোম্বাই ও কাশীর পণ্ডিতেরা সংস্কৃত হিন্দী মরাঠীতে এই বিধান মানিয়া আসিতেছেন। আমরাও সংখ্যা পংক্তি আশংকা ইত্যাদি লিখিয়া থাকি। যখন বিন্দু-বিসর্গের বিন্দু অর্থে অনুস্বার চিহ্ন (ং), তখন বিন্দুর গাএ হসচিহ্ন ( ্ ) না দিলেও চলে। চিহ্ন দিবার সময় কাগজ হইতে কলম তুলিতে হয়। বস্তুতঃ বিন্দু বা শূন্য (০) অর্থে একটা অক্ষর লুপ্ত। ক বর্গের পূর্বে থাকিলে তাহা ঙ্, চ বর্গের পূর্বে থাকিলে তাহা ঞ, ট বর্গের পূর্বে থাকিলে তাহা ণ্, ইত্যাদি। *

৸৶০ যুক্তাক্ষর ভাংগিয়া লিখিলে হসন্তচিহ্ন দিতে দিতে সময় বহিয়া যায়। অক্ষর-বিশেষ উপর নীচে লিখিলেও অক্ষরের আকার স্পষ্ট থাকে, অক্ষর-বিশেষ গাএ গাএ না লিখিলে বুঝিতে পারা যায় না। যুক্তাক্ষরের প্রয়োজন হলন্তচিহ্ন লোপ করা। লিখনশ্রমলাঘব উদ্দেশ্য হইলে প্রত্যেক অক্ষরের আকার পবিবর্তন আবশ্যক হইতে পারে। সে পরিবর্ত্তন অনুমোদনযোগ্য নহে। যাহা আছে, তাহার সংস্কার চলে; তৎপরিবর্তে নূতন চলে না। উদ্দেশ্য-অনুযায়ী অক্ষর ছাপাখানায় নাই বলিয়া এই পুস্তকে আবশ্যক সংস্কার দেখাইতে পারা গেল না। তথাপি কোন্ কোন্ যুক্তাক্ষর ভাংগিয়া লিখিয়া সর্বাংগসুন্দর অক্ষরের আশায় পাঠকের ও মুদ্রাধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছি। জানিনা, লেখককে পাঠক ক্ষমা করিতে পারিবেন কি না। তবে একটা কথা বলি, এখানে শব্দের বানান পরিবর্তিত হয় নাই, অক্ষর-বিশেষের সংযুক্তরূপ পরিবর্তিত হইয়াছে।

বাস্তবিক, সামাজিক বহু ব্যাপারে আমরা গতানুগতিক-ন্যায় মানিয়া সমাজ-দেহ আটে-পিঠে বাঁধিয়া ফেলিয়াছি। সংযম মনুষ্যত্ব-বিকাশের অন্তরায়। যিনি সংযমের সীমা দেখাইয়া দেন, তিনিই সমাজের প্রকৃত হিতৈষী।

---

* বিন্দুযোগ দ্বারা ঙ্ ঞ্ ণ্ ন্ ম্ প্রদর্শন ভাল বলিতে পারা যায় না। কোন্ অনুনাসিক বর্ণ হইতে পারে, তাহা সহজে বোঝা যায় বলিয়া নাগরী লিখনে এই রীতি চলিত হইয়া থাকিবে।

# শুদ্ধিপত্র*

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ১ | ৯ | প্রতিশ্রুতবত ভাগবতা | প্রতিশ্রুতবতা ভগবতা |
| ৩ | ১৩ | "যে অনেকে | যে "অনেকে |
| ৩ | ২১ | —জনশ্রুতি | জনশ্রুতি, |
| ৪ | ৫।৬ | না বাজিত এমন নহে, | বাজে। |
| ৫ | ১।২ | দ্বিষদ্বীর্য্য, নিরাকরিষ্ণু | দ্বিষদ্বীর্য্যনিরাকরিষ্ণু |
| ৫ | ২ | হংসমণ্ডল, দ্যুতিবিষ্ণু | হংসমণ্ডলাবিদ্যুতিষ্ণু |
| ৫ | ৮ | সমাস্তান্তে | সমস্তন্তে |
| ৫ | ১৮ | (২) শ্রিতাতীত | (২) শ্রিতাতীত— |
| ৫ | ২২ | গত | শ্রিত |
| ৫ | ২৬ | লক্ষ্য | চক্ষু |
| ৬ | ১৫ | (ক্ষ) | ক্ষো |
| ৭ | ৬ | মুনি বররুচি | মুনির্বররুচি |
| ৭ | ১০ | রাজবল্লভের সম্বন্ধে | রাজবল্লভের |
| ৭ | ১০ | বলিয়াছিলেন। | বলিয়াছিলেন |
| ৭ | ২০ | সর্ব্ববর্ম্মিকম্ | সার্ব্ববর্ম্মিকম্ |
| ৭ | ২১ | প্রমাণ নমস্কার | প্রমাণ, নমস্কার |
| ৭ | ৩১ | সৌষ্টব | সৌষ্ঠব |
| ৮ | ২১ | অন্তান্তসাধারণ | অনন্তসাধারণ |
| ৮ | ২২ | প্রস্থান | কাতন্ত্র প্রস্থান |
| ৮ | ২৩ | কাতন্ত্রের মূল সর্ব্ববর্ম্মকৃত | সর্ব্ববর্ম্মকৃত মূল কাতন্ত্রের |
| ৮ | ৩১ | শাস্ত্রান্তরে | না শাস্ত্রান্তরে |
| ৯ | ২ | ঠেকে | ঠেক, |
| ৯ | ৭ | পড়িয়া | গড়িয়া |
| ৯ | ১৬ | আবশ্যক ; | আবশ্যক। |
| ১০ | ৩ | মহেশ্বর | মাহেশ্বর |

* গত ১৭শ ভাগ ১ম সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত "কাতন্ত্র-ব্যাকরণ" প্রবন্ধে মুদ্রাকর-প্রমাদবশতঃ যে ভুল হইয়াছে; ইহা তাহার শুদ্ধি-পত্র।—পত্রিকা-সং।

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ১০ | ১৭ | করিয়াছি ; | করিয়াছি। |
| ১১ | ১৮ | প্রতিভায় আরও | প্রতিভায় |
| ১১ | ২৯ | পাণিনি | পাণিনির |
| ১১ | ৩১ | ক্রমস্তঃ | ক্রমস্ত |
| ১২ | ১ | কাতন্ত্রের সংজ্ঞাগুলি | (১) কাতন্ত্রের সংজ্ঞাগুলি |
| ১২ | ২ | ইতি | ইহ |
| ১২ | ৬ | অন্বর্থ | অবয়বার্থ |
| ১২ | ৮ | কোনও লক্ষণ | কোনও না কোনও লক্ষণ |
| ১২ | ৮ | করিয়া নাম | করিয়া পদার্থের নাম |
| ১২ | ৯ | চালাই না ; | চালাই না। |
| ১২ | ১১ | করিলেন | করিলে |
| ১২ | ১৪ | যদৃচ্ছনাম | যদৃচ্ছানাম |
| ১২ | ১৭ | যদৃচ্ছলব্ধ | যদৃচ্ছা |
| ১৩ | ৪ | মাহাত্ম্য | মাহাত্ম্যে |
| ১৩ | ৯ | এবং তাহা | এবং |
| ১৩ | ১০ | হইতে | হইতে তাহা |
| ১৩ | ২৫ | বাঙ্গালায়ও | বাঙ্গালায়ও সন্ধি |
| ১৩ | ৩০ | স্ ও (হ) | স্ (হ) |
| ১৩ | ৩১ | বলিয়া | বদলিয়া |
| ১৪ | ১ | ইংরাজে | ইংরাজের |
| ১৪ | ৫ | যেহেতু | এইরূপ বলিলে |
| ১৪ | ৭ | বর্গের | "বর্গের |
| ১৪ | ৭ | পঞ্চমবর্গ, | পঞ্চমবর্ণ |
| ১৪ | ৮ | বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের | বৈজ্ঞানিকত্বের |
| ১৪ | ২১ | খাটে ; | খাটে। |
| ১৪ | ২৬ | বিশিষ্ট | বিশিষ্ট ধর্ম্ম |
| ১৪ | ৩০ | সন্ধ্যাক্ষর | সন্ধ্যক্ষর |
| ১৫ | ২ | পড়িয়াছেন | পড়িয়াছেন। |
| ১৫ | ৬ | দ্রুততরোচ্চারিত, | দ্রুততরোচ্চারিত |
| ১৫ | ৮ | অয়্ ঐ | অয়্, ঐ |
| ১৫ | ১৯।২০ | 'অয়' এবং 'আয়' | 'অয়্' এবং 'আয়্' |

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ১৫ | ২১ | উপরে | 'উ' পরে |
| ১৫ | ২৪ | term) | term ) । |
| ১৫ | ২৬ | যায় | যায়, |
| ১৫ | ২৮ | নাড়ি | নাড়ি |
| ১৬ | ১ | ওষ্ঠ, | ওষ্ঠ্য |
| ১৬ | ১২ | তথাবা | তথাচা |
| ১৬ | ১৯ | "দন্তস্ত | দন্ত্যস্ত |
| ১৬ | ২০ | দন্তের | দন্ত্যবর্ণের |
| ১৬ | ২২ | সং | সঃ |
| ১৬ | ৩১ | অন্তঃস্থ | অন্তস্থা |
| ১৭ | ৬ | ত্য | ত্য, |
| ১৭ | ১৭ | প্রাচীনতর | প্রাচীনতর |
| ১৭ | ২০ | দুর্গ | কি দুর্গ |
| ১৭ | ২০ | কি এই | এই |
| ১৭ | ২৬ | সংজ্ঞা | স্বল্পাক্ষর বা লঘু পরিভাষা |
| ১৮ | ৩ | হস্ | হল্ |
| ১৮ | ৪ | কাতন্ত্র | (২) কাতন্ত্র |
| ১৮ | ৪ | কাতন্ত্রের | (ক) কাতন্ত্রের |
| ১৮ | ৫ | পাণিনির | (খ) পাণিনির |
| ১৮ | ৯ | সবর্ণের | সবর্ণে |
| ১৮ | ২০ | সূত্র | সূল |
| ১৯ | ৫ | সমাস | সমাস, |
| ১৯ | ৬ | ভাষা কথ্য | কথ্য ভাষা |
| ১৯ | ২২ | "খি" | খি |
| ১৯ | ২৪ | ব্যুক্ষাতি | কুক্ষাতি |
| ১৯ | ২৫ | অবতুলরতি" | অবতুলরতি |
| ২০ | ১০ | "এ্যাভ্যুঙঃ | এ্যাভ্যুঙঃ" |
| ২০ | ১১ | যোঃ | যো |
| ২০ | ১৩ | "চণ্ | চণ্ |
| ২০ | ১৩ | পরোক্ষ | পরোক্ষা |
| ২০ | ১৭ | চেক্রীয়িতঃ" | চেক্রীয়িত |

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ২০ | ১৭ | সমাম্নায় | সমাম্নায়ঃ |
| ২০ | ১৮ | সমানক্ষরাণি | সমানাক্ষরাণি |
| ২০ | ১৯ | মত | মতে |
| ২০ | ১৯।২০ | অ ত, ই ত, উত | অ৩ ই৩ উ৩ |
| ২১ | ৫ | পৃঠো | পূর্ব্বো |
| ২১ | ১২ | ষষ্ঠ্যন্ত | ষষ্ঠ্যন্ত ; |
| ২১ | ১৩ | ভাষাগত | ভাষাগত বা |
| ২১ | ২২ | কার্ত্তিকের | কার্ত্তিকের |
| ২১ | ২৩ | বিস্তারন্ন | বেদান্তরত্ন |

শ্রীবনমালি চক্রবর্ত্তী ।

# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনের

# কার্য্য-বিবরণী

১৩১৭

## প্রথম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—২৬শে আষাঢ় (১৩১৭), ১০ জুলাই (১৯১০) রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকা।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ বি এল্ (সহকারী সভাপতি)

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহার দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ। ৪ প্রবন্ধ (ক) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের "ব্যাবিলনে বৈদিক ধর্ম্ম।" (খ) কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী মহাশয়ের "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অতিরিক্ত নূতন শ্লোক ও অভিনব গুপ্তের টীকা" এবং (গ) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের "বাঙ্গালা বিশেষণ-রহস্য" নামক প্রবন্ধ পাঠ। ৫। প্রদর্শন—রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুরের প্রদত্ত শেরশাহ ও আকবর শাহের স্বর্ণমুদ্রা। ৬। শোকপ্রকাশ ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পরলোক গমনের জন্য শোক-প্রকাশ। ৭। বিবিধ।

উপস্থিতি—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)

,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্,

মহামহোপাধ্যায় ,, ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ

পণ্ডিত ,, শিবনাথ শাস্ত্রী এম্এ,

কবিরাজ ,, মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর

কবিরাজ ,, দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী

কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস গুপ্ত বিদ্যারত্ন এম্ এ — শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায়

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ — ,, বিহারীলাল দাস

হেমেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী — ,, প্রাণনাথ সরকার

শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
" রামকমল সিংহ
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" ব্রজধন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য
" সলিলচন্দ্র মিত্র
" বিজয়কুমার পাল
" রামপদ রায়
" ফকীর দাস রায়
" হেমেন্দ্রনাথ রায়
" সতীশচন্দ্র সরকার
" বীরেশ্বর সেন
" হরিপদ মাইতি
" আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়
" রামকমল চট্টোপাধ্যায়
" শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ
" রজনীকান্ত বক্সী
" নিকুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
" হেমেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
" জ্ঞানদাভূষণ চট্টোপাধ্যায়
" নরেন্দ্রচন্দ্র সেন
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
" উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন
" বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়
" অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
" তারকনাথ বিশ্বাস
" রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ,
" শিবদাস চট্টোপাধ্যায়
" সুধীররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
" নীহারচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
" ললিতমোহন দে
" ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
" শ্রীশচন্দ্র ঘোষ
" আশুতোষ ঘোষ
" শরৎচন্দ্র দত্ত
" গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
" জিতেন্দ্রনাথ সেন
" জিতেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
" পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
" আশুতোষ শাস্ত্রী
" সূর্য্যনারায়ণ সেন এম্ এ,
" নরেন্দ্রনাথ দালাল
" রাধিকাপ্রসাদ নাথ
" শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী
" নগেন্দ্রনাথ বসু
" ভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" সুবোধচন্দ্র রায়
" চিত্তসুখ সান্যাল
" হরমোহন সেন
" অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়
" রাসবিহারী হাজরা
" ক্ষীরোদচন্দ্র রায়
" সরলকুমার বসু
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ,
" শশিভূষণ বিদ্যানিধি
" আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
" যতীন্দ্রনাথ পাঠক
" রমানাথ ভট্টাচার্য্য
" হরিনাথ ঘোষ
" রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

| | |
|---|---|
| „ প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | „ তারকনাথ দেব |
| „ মণিমোহন মিত্র | „ গৌরহরি সেন |
| „ সত্যচরণ বসু | „ সুরেশচন্দ্র নন্দী |
| „ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য | „ বিনোদবিহারী গুপ্ত |
| „ বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য | „ হেমচন্দ্র ঘোষ |
| „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ (সম্পাদক) | |

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্,এ,
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্,এ,
} সহঃ সম্পাদক।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল, সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর, গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় | কুমার শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ২।১ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট। |
| „ | „ | শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু ট্রানস্লেটার, হাইকোর্ট, ৬৯ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। |
| „ | „ | শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সুপারিঃ স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের ষ্টেট। |
| শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায় | শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | কবিরাজ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন বি এ ৩১ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট। |
| শ্রীভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায় | শ্রীপূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বেঙ্গল টেঃ ইঃ অধ্যাপক, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। |
| শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র | শ্রীপশুপতিনাথ শর্ম্মা | ডাঃ শ্রীশ্রীশচন্দ্র সিংহ ৫৫ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট। |
| „ | „ | শ্রীনিতাইচরণ দত্ত ১।১ নীলমণি সরকারের লেন। |
| „ | „ | শ্রীবিশ্বেশ্বরপ্রসন্ন সেন ১৭ কুমারটুলী ষ্ট্রীট। |

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীবিনয়কুমার সেন | শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত | শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ ২৮ বাদুড়বাগান লেন। |
| শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র | শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ৫ আনন্দ চ্যাটার্জ্জির লেন। |
| " | " | ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ বি, বীডন ষ্ট্রীট। |
| " | " | ডাঃ শ্রীবটকৃষ্ণ রায় এল্ এম্ এস্ ৮৩ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। |
| " | " | কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন ৫৭ সুকিয়া ষ্ট্রীট। |
| " | " | শ্রীনিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ, বিটি, হেয়ার স্কুল। |
| " | " | কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় এম্ এ এম্ বি, ২০ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট। |
| " | " | শ্রীধনপতি বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ বি এল্ উকিল পুরী। |
| " | " | শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ট্রেজারার, পুরী। |
| " | " | শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকিল, পুরী। |
| " | " | শ্রীনরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ, ৬ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন। |
| " | " | শ্রীপ্রমথবন্ধু রায় বি এ, ধুবড়ী স্কুল, ধুবড়ী, আসাম। |
| শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী | " | শ্রীনিকুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ২ সচ্চাষীপাড়া রোড, কাশীপুর। |
| | " | শ্রীআশুতোষ দত্ত জমিদার ৩ পতিতুণ্ডের গলি, কালীঘাট, কলিকাতা। |
| শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দাস | " | শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস বি এ, লাবান, শিলং। |

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | শ্রীরাজচন্দ্র বর্ম্মা সরকার গোবিন্দপুর, গাইবান্ধা, (রঙ্গপুর)। |
| শ্রীনিকুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় | ” | শ্রীসোমনাথ রায় জমিদার, জারা পোষ্ট (মেদিনীপুর)। |
| শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | ” | শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, বঙ্গবাসী কলেজ, ২৬।২ স্কট্‌স্ লেন্। |
| ” | শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | কুমার শ্রীবরদিন্দুনারায়ণ রায় জেমো, কান্দী, মুর্শিদাবাদ। |
| ” | ” | শ্রীজিতেন্দ্রনারায়ণ রায় জেমো, কান্দী, মুর্শিদাবাদ। |
| শ্রীরামকমল সিংহ | শ্রীবসন্তকুমার ভৌমিক | শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৩০।৬ মদন মিত্রের লেন। |
| শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র | শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত | শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, বি এল, ৯ বীডন রো। |
| শ্রীপশুপতিনাথ শর্ম্মা | শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র | শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায় সাহাপুর, বেহালা, ২৪ পরগণা। |
| মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ | শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত | মন্ত্রী তামিলসঙ্গম মদুরা, মান্দ্রাজ। |

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল,—

| উপহার-দাতা | উপহৃত পুস্তকাদি |
|---|---|
| কুমার শ্রীমহিমারঞ্জন চক্রবর্ত্তী | ১। বীরভূম-রাজবংশ। |
| ইন্দুব্রহ্ম স্বামী | ২। ধর্ম্মসমাজ-প্রসঙ্গ, ৪ খানি। |
| রায় শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর বাহাদুর সি, আই, ই, | ৩। ছায়াদর্শন। |
| শ্রীরজনীকান্ত সেন | ৪। অমৃত |
| শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বসাক | ৫। পত্রকৌমুদী ( ১৮৬৮ ), |
| | ৬। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ( ১২৫১ ), |
| | ৭। বেণীসংহার। |
| শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী | ৮। দেওয়ানী আইন-সংগ্রহ ১৭৯৩—১৮৪৩, ১ম খণ্ড, |
| | ৯। ঐ ২য় খণ্ড। |

| উপহারদাতা | উপহৃত পুস্তকাদি |
|---|---|
| কুমার শ্রীশরৎকুমার রায় বাহাদুর এম্ এ, | ১০। শতপথ ব্রাহ্মণ, ২ খানি। |
| শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | ১১। ঈশপের নীতিগল্প। |
| শ্রীআনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত | ১২। সাহিত্যসোপান সরল ব্যাকরণ ও সংক্ষিপ্ত রচনাপ্রণালী, |
| | ১৩। গৃহিণীর কর্তব্য, |
| | ১৪। ভিক্টোরিয়া পাঠ। |
| কুমার শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র | ১৫। হিন্দু-বিধবার পত্যন্তরগ্রহণ-নিবারণ উদ্দেশ্যে সংস্থাপিত কায়স্থ-সভার কার্য্য-বিবরণ। |
| শ্রীসুবোধচন্দ্র রায় | ১৬। দুর্গালীলাতরঙ্গিণী। |
| *Supdt. Govt. Press, Madras* | ১৭। *Sankara's Sarva Sidhanta* Sangraba, |
| | ১৮। A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Mss in the Govt. Oriental Mss. Library, Madras. |
| Registrar, Calcutta University | ১৯। Minutes III, 1909. |
| Babu Amrita Lal Bose | ২০। How to be a great Orator. |
| Supdt Govt. Press, Allahabad | ২১। List of Sanskrit, Jain and Hindi Manuscripts. |
| Asst. Secy, Maju Public Library (Howrah) | ২২। Report of the Public Library for 2½ years (Oct. 1907 to March 1910). |
| Babu Ananda Lal Mukerjee | ২৩। The Agricultural Ledger 1896 No. 37. |
| | ২৪। " " 1901 No. 11. |
| | ২৫। " " 1904 No. 5. |
| | ২৬। " " 1904 No. 9. |
| | ২৭। " " " No. 10. |
| | ২৮। " " " No. 11. |
| | ২৯। " " 1905. No. 1. |
| | ৩০। " " " No. 2. |
| | ৩১। Memoirs of the Dept. of Agriculture in Vol. 1. No. 1. April 1906. |
| | ৩২। " Vol. 1. No. 4. (Botanical Series) August 1906. |

| উপহারদাতা | | উপহৃত পুস্তকাদি |
|---|---|---|
| Babu Ananda Lal Mookerjee | ৩৩। | Memoirs of the Dept. of Agriculture in Vol I. No. 4. Feb. 1907. (Botanical Series). |
| | ৩৪। | „ Vol II. No. 1. March 1907. (Botanical Series). |
| | ৩৫। | „ Vol. 1. No. 6. April 1907. (Botanical Series). |
| | ৩৬। | „ Vol. 1. No. 4 June 1907. (Etymological Series). |
| | ৩৭। | „ Vol 1. No. 1. Part II (Botanical Series) July 1907. |
| | ৩৮। | „ Vol. II. No 4. Dec. 1907. (Botanical Series). |
| | ৩৯। | The Agricultural Journal of India Vol. IV, Part IV, Oct. 1909. (Quarterly) |
| | ৪০। | The Diaries of three Surgeons of Patna. |
| | ৪১। | Bengal—Past and Present- (Quarterly) Jany 1908. Vol II No1. |
| | ৪২। | „ April Vol II. No. 2. |
| | ৪৩। | „ July Vol II. No. 3 |
| | ৪৪। | „ 1909 Jany—March Vol III. |
| | ৪৫। | „ 1910 Vol V. |
| | ৪৬। | „ 1909 Vol III. |

পুঁথি

| | | |
|---|---|---|
| ১। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী | ১। | মহাভারত (খণ্ডিত) |
| | ২। | ভক্তি-চিন্তামণি |

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ মান্দ্রাজ-প্রদেশের মদুরা-সহরের "তামিলসঙ্গম" নামক সভার পক্ষ হইতে তাহার মন্ত্রীকে (সম্পাদককে) পরিষদের সভ্যরূপে প্রস্তাব করিবার সময় জানাইলেন, "আমি যখন সেখানে গিয়াছিলাম, তখন 'তামিল-সঙ্গমে'র কর্ত্তৃপক্ষেরা আমাকে বলেন, 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' বাঙ্গালা-ভাষার উন্নতির জন্য যাহা করিতেছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য, আমরা পরিষদের পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিতে চাহি। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া উক্ত সভাকে সংযুক্ত করিয়া দিন। তামিল-সঙ্গমকে পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া দিন এবং উক্ত সভার প্রকাশিত পুস্তকাদির

বিনিময়ের ব্যবস্থা করিয়া দিন। একাল পর্য্যন্ত তামিলসঙ্গম যে সমস্ত* পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন, (তাহা সংখ্যায় শতাধিক); তাহা সমস্তই পরিষৎকে উপহার দিতে প্রস্তুত আছেন। আপনি বিনিময়ে পরিষদের গ্রন্থমালা আনাইয়া দিন।' আমি তাঁহাদের আগ্রহ, শ্রদ্ধা এবং চেষ্টা দেখিয়া বলিলাম 'পরিষদের সমস্ত গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় ও বাঙ্গালা অক্ষরে সম্পাদিত হয়, আপনাদের তাহাতে সুবিধা কি?' তাহাতে তাঁহারা বলিলেন, 'তামিলসঙ্গমের সদস্যগণের মধ্যে বাঙ্গালা জানা লোকের অভাব নাই।' এই কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত এবং আনন্দিত হইয়া তাঁহাদের প্রস্তাব মত কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছি। রামনদের রাজা এই সঙ্গমের পৃষ্ঠপোষক। ইঁহাদের কার্য্য অতি সুন্দর নিয়মে চলিতেছে। অল্পদিনের মধ্যেই ইঁহারা বহুগ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন। তামিলভাষা ও অক্ষব এবং উচ্চারণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। তথাপি তাঁহারা যে আমাদের পরিষদের প্রতি এতটা শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাইয়া ইহার অনুসরণ করিতে চাহিয়াছেন, ইহা আমাদের পক্ষে অল্প গৌরবের কথা নহে।"

সতীশবাবুর ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিয়া শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় বলিলেন, "মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় আজ যে সংবাদ দিলেন, তাহা আমাদের পক্ষে অতীব আনন্দ এবং গৌববের বিষয় সন্দেহ নাই। আমাদের পরিষৎকে আমরা এখনও আমাদের সঙ্কল্পমত পরিচালন করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পরিষদের নামের উপযুক্ত কোন বিশেষ গৌরবজনক কার্য্য আমরা এখনও করিয়া উঠিতে পারি নাই, অথচ পরিষৎ যে সামান্য কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতেই মদুরার ন্যায় দূরদেশের 'তামিলসঙ্গমে'র ন্যায় ক্ষমতা-শালিনী সভাও যে ইহাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, ইহা মনে করিলেও আনন্দের অবধি থাকে না। 'তামিলসঙ্গমে'র গুণগ্রাহিতার প্রশংসা করিতে হয়। তবে এদিকে পরিষদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন; মহারাষ্ট্র-সাহিত্য-পরিষৎ ও গুজরাটী-সাহিত্য-পরিষৎ ইতিপূর্ব্বেই পরিষৎকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাব আমি সর্ব্বান্তঃ-করণে সমর্থন করিতেছি এবং তাঁহা দ্বারা এই সংযোগ সুসাধিত হইল বলিয়া, তাঁহার নিকটেও আমরা কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। পুস্তকাদির বিনিময়েব প্রস্তাব আগামী কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে উপস্থাপিত করিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করা যাইবে।"

অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, "শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় রঙ্গপুর-শাখা-পরিষদের বার্ষিক উৎসবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আজ বেলা ১২টার সময় ফিরিয়া আসিয়াছেন, তিনি ক্লান্ত, তিনি আজ আসিতে পারিবেন না। তাঁহার প্রবন্ধ সুতরাং আজ স্থগিত থাকিবে। তাঁহার প্রবন্ধ শুনিবার জন্য আজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী প্রভৃতির ন্যায় গণ্যমান্য সদস্যগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন; কিন্তু দৈববশে তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইল না। যাহা হউক, এবার যেদিন নগেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ থাকিবে, সেদিন আবার আমরা তাঁহাদিগকে পাইব।"

অতঃপর কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন-শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নূতন

শ্লোক ও অভিনব গুপ্তের টীকা” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধের সারাংশ এই:— কাশ্মীর হইতে এই টীকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সংস্কৃত প্রায় সকল শাস্ত্রগ্রন্থেরই বিভিন্ন পাঠান্তর দেখা যায়, চণ্ডী ও গীতায় তাহা দেখা যায় না; কিন্তু অভিনব গুপ্তের এই টীকাখানিতে গীতার অনেকগুলি শ্লোকের পাঠান্তর ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এই টীকার মধ্যে কয়েকটী অতিরিক্ত ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব শ্লোকও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অভিনব গুপ্ত কোন সাম্প্রদায়িক ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া অন্য টীকার অর্থ নিরসন করিয়া স্বমত স্থাপনের জন্য টীকা রচনা করেন নাই। তিনি সহজে সরল পন্থায় গীতার অর্থ বুঝিবার উদ্দেশ্যে এই টীকা রচনা করিয়াছেন। কবিরাজ মহাশয়ের সমগ্র প্রবন্ধ ৩য় ভাগ “বাণী” পত্রিকায় দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় তাঁহার “বাঙ্গালা-বিশেষণ-রহস্য” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। বাঙ্গালা-বিশেষণ-শব্দগুলি সংগ্রহ করিয়া, তাহাদিগকে নানা শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া, মুস্তফী মহাশয় সকল শ্রেণী হইতে কতকগুলি রহস্যময় উদাহরণ দিলে সভায় সকলেই স্মিতমুখে প্রবন্ধটী উপভোগ করেন। এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় লালগোলার রাজা বাহাদুরের দানে ক্রীত দুইটী প্রাচীন মোহর প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, “শের শাহের যে স্বর্ণমুদ্রাটী পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে সুবর্ণের ভাগ বড় কম এবং আকারেও সুদৃশ্য নহে। আকবরী-মোহর যেটি পাওয়া গিয়াছে, উহা টাঁড়ার টাঁকশালে মুদ্রিত। এই টাঁকশালের মুদ্রা অতি অল্পই পাওয়া যায়। রাজা টোডরমল যখন বাঙ্গালায় আসেন, তখন তিনিই টাঁড়ার টাঁকশাল স্থাপন করিয়া যান। এই দুইটী মুদ্রা ক্রয় করিতে যে টাকা লাগিয়াছে, তাহা পরিষদের পরমহিতৈষী পোষ্টবন্ধু রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর দান করিয়াছেন।”

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় রাজা বাহাদুরের এই দানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলেন—“রাজা বাহাদুর নানা দিক্ দিয়া পরিষদের উপকার করিতেছেন। তাঁহার নিকট পরিষদের কৃতজ্ঞতার অবধি নাই, তাঁহার এই সৎকার্য্যে দানের জন্য ধন্যবাদ করিয়াও শেষ করা যায় না। তিনি প্রকৃত প্রস্তাবেই পরিষদের একজন অকৃত্রিম উন্নতিকামী বন্ধু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।”

অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন—“রঙ্গপুর তাজহাটের মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত গোপাল লাল রায় বাহাদুর পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডারে এক হাজার টাকা দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।”

অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন—“প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক চন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার বিয়োগে শোকানুভব করে নাই, এমন লোক বিরল। তিনি সুলেখক, বিদ্বান্ এবং বহু গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া পরিষৎ প্রথম হইতেই তাঁহাকে বিশিষ্ট সদস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক বৎসর তিনি ইহার

সভাপতিও ছিলেন। ইহার উন্নতির জন্য তিনি যথেষ্ট যত্ন ও চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। আমি প্রস্তাব করিতেছি, একটী বিশেষ সভা আহ্বান করিয়া চন্দ্রনাথ বাবুর জন্য শোকপ্রকাশ এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হউক।”

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে স্থির হইল,—আগামী মাসিক সভার পূর্ব্বে এই “বিশেষ-সভা” আহূত হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন—“কবিরাজ মহাশয় কাশ্মীর হইতে গীতার নূতন টীকা আবিষ্কার ও সংগ্রহ করিয়া আনিয়া এক নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। শ্রীধর স্বামীর টীকা ও শাঙ্করভাষ্যই বিশেষ প্রচলিত ছিল, তারপর আরও কতকগুলি টীকা প্রকাশিত হইয়াছে। ৺দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে সংস্করণ ছাপাইয়া গিয়াছেন, তাহাতেও অনেক-গুলি টীকা দেওয়া আছে। অভিনব গুপ্তের টীকারও যেমন ব্যাখ্যা হিসাবে অভিনবত্ব আছে, তেমনি উহা হইতে গীতার পাঠান্তর এবং নূতন অতিরিক্ত শ্লোকের সংবাদ পাওয়াতে উহা দ্বারা গীতা সম্বন্ধে কিছু সংবাদ পাওয়া গেল। এই গ্রন্থ আবিষ্কারে কবিরাজ মহাশয় সকলেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। কবিরাজ মহাশয় পরিষদের একজন বিশিষ্ট হিতৈষী। তিনি তাঁহার সংগৃহীত নূতন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালার সংবাদ এবং নূতন টীকার সংবাদ পরিষদের সভায় প্রথম প্রকাশ করায়, ইহারও গৌরব বর্দ্ধিত করিলেন সন্দেহ নাই। কবিরাজ মহাশয় পরিষদের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র। ব্যোমকেশ বাবুও পরিষদের নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও মধ্যে মধ্যে যে সকল প্রবন্ধ রচনা করেন, সেগুলিও বেশ উপাদেয় হয়। তাঁহার নিকট বাঙ্গালা-ব্যাকরণের অনেক রহস্যের কথা আমরা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই। তাঁহার সরস লেখায় প্রবন্ধগুলির নীরসতা আদৌ অনুভূত হয় না। অদ্যকার প্রবন্ধ যেরূপভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা মধ্যে মধ্যে না হাসিয়া থাকিতে পারি নাই, অথচ প্রবন্ধটীতে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে।”

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সভাপতি।

## দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—২৯শে শ্রাবণ (১৩১৭), ১৪ই আগষ্ট (১৯১০), রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা।

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ। ৪। "প্রসূন"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয়কে পরিষদের বিশেষ সভ্যরূপে গ্রহণ-সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ৫। শোক-প্রকাশ—রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরলোক-গমনে। ৬। প্রদর্শন—(ক) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত "বৌদ্ধঘণ্টা" ও "তাম্রমুকুট", (খ) রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের প্রদত্ত গৌড়ের ইষ্টক, (গ) শ্রীযুক্ত নৃপতিনাথ ত্রিবেদী ম [illegible] য়ের প্রদত্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি, (ঘ) শ্রীযুক্ত জানকী নাথ গুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত নশীপুরের ই[illegible], (ঙ) শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রদত্ত ভুষণার ইষ্টক, ([illegible]) শ্রী[illegible]ক্ত অতুলচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের প্রদত্ত বিষ্ণুপুরের ইষ্টক, কামানের গোলা ও সাঁজোয়া, ([illegible]) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত ও শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের [illegible]ত চারিটী তাম্রমু[illegible] এবং (জ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয়ের প্রদত্ত [illegible]র মন্দিরের ইষ্টক।

৭। প্রবন্ধ—(ক[illegible]যুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের "ব্যাবিলনে বৈদিক ধর্ম্ম", (খ) শ্রীযুক্ত রা[illegible]নাথ ঘোষ মহাশয়ের "শ্রীমৎশঙ্ক[illegible]র গুরু-পরম্পরা" এবং (গ) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ মহাশয়ের "আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি—অথর্ব্ববেদ ও কৌশিকসূত্র" নামক প্রবন্ধ। ৮। বিবিধ।

উপস্থিতি—রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার ,, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএইচ, ডি

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী | শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু |
| " পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ | " নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব |
| " হীরেন্দ্র নাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম্এ, বিএল্ | রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ বসু বাহাদুর |
| " বীরেশ্বর পাড়ে | শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ |
| কবিরাজ শ্রীযুক্ত [illegible]নারায়ণ সেন শাস্ত্রী | " আশুতোষ শাস্ত্রী এম্ এ |

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
" রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
" চারুচন্দ্র বসু
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" নিশিকান্ত সেন গুপ্ত
" নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
" শরৎচন্দ্র দাস
" ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এল্ এম্ এস্
" জগৎচন্দ্র সোম চৌধুরী
" ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়
" চামেলীকুমার চট্টোপাধ্যায়
" তরুণীকুমার ভট্টাচার্য্য
" রাজেন্দ্রকুমার পাল
" মনীন্দ্রনাথ বসু
" দীননাথ অধিকারী
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" রজনীকান্ত বক্সী
" দীনেশচরণ দাস গুপ্ত
" ব্রজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
" সুরেশচন্দ্র সরকার
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" তারকনাথ বিশ্বাস
" রমেশচন্দ্র ভাদুড়ী
" কুমুদবন্ধু রায়
" হেমন্তকুমার কর
" মনতোষ কুমার চন্দ্র
" সুবোধকুমার পাঠক
" গুরুদাস গুপ্ত
" পবিত্রকুমার রায়
" অমরেন্দ্রলাল দাস গুপ্ত

শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন
" রসিকচন্দ্র সাহা
" শশিমোহন সাহা
" নগেন্দ্রনাথ মিত্র
" ললিতমোহন দে
" কেশব দাস দে
" নগেন্দ্রনাথ বসু
" জানকীনাথ দাস গুপ্ত এম্ এ
" করুণাচন্দ্র মজুমদার
" নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
" গিরিজামোহন সান্যাল
" প্রাণনাথ সরকার
" মহেন্দ্রচন্দ্র দাস
" শরৎচন্দ্র দে
" জিতেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
" হেমদাকান্ত চৌধুরী
" সতীরঞ্জন [illegible]
" মণিমোহন মিত্র
" প্রভাসচন্দ্র ব[illegible]
" ভবেশচন্দ্র সেন
" মুরারিমোহন দাস
" প্রমথনাথ দে
" চঞ্চলীচরণ গুহ-ঠাকুরতা
" ব্রজেন্দ্রমোহন সাহা
" শশিভূষণ সিংহ
" ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" প্রভাতচন্দ্র সেন
" পান্নালাল মল্লিক
" চারুচন্দ্র মিত্র
" অমৃতলাল রায়
" লালমোহন দাস

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত মোক্ষদাকুমার বিশ্বাস | শ্রীযুক্ত ইব্রাহিম হোসেন |
| ,, ভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | ,, জয়গোপাল কবিরত্ন |
| ,, রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ | ,, নরেন্দ্রনাথ দে |
| ,, রাধাগোবিন্দ মজুমদার | ,, পশুপতিনাথ বসু |
| ,, পার্ব্বতীকুমার মজুমদার | ,, বাণীনাথ নন্দী |
| ,, কমলকৃষ্ণ সিংহ | ,, সুন্দরলাল জহরী |
| ,, কৃষ্ণদাস বসাক | ,, বসন্তকুমার সেন |
| ,, মোহিনীমোহন দাস | ,, প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় |
| ,, গোপীনাথ দাস | ,, সৌরেন্দ্রনারায়ণ রায় |
| ,, জীবনরতন ধর | ,, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ |
| ,, কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় | ,, শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় |
| ,, রাখালদাস সেন গুপ্ত | ,, কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত বি এ |
| ,, বিধুভূষণ দত্ত | ,, চণ্ডীদাস মজুমদার বি এ |
| ,, রাধেশচন্দ্র সেন | ,, নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী |
| ,, নিখিলনাথ ভৌমিক | ,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত |
| ,, লক্ষ্মীকান্ত ব্রহ্ম | ,, [illegible]তুলাল পাল |
| ,, যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র | ,, [illegible]তীশচন্দ্র বিশ্বাস |
| ,, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত | ,, [illegible]তীশচন্দ্র সরকার |
| ,, কুঞ্জবিহারী মণ্ডল | ,, জিতেন্দ্রনাথ সেন |
| ,, শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ,, অখিলচন্দ্র মজুমদার |
| ,, মতিলাল দে | ,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (সম্পাদক) |

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
,, হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
,, তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
} সহকারী সম্পাদক।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর, গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

সভার প্রারম্ভেই শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কোন বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে নূতন সদস্য-নির্ব্বাচনাদির পূর্ব্বেঃ স্বীয় প্রবন্ধ "ব্যাবিলনে বৈদিক ধর্ম্ম" পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি জর্ম্মণ-তত্ত্ববিৎ হিউগো-বিন-ক্লার কর্তৃক আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপিযুক্ত ফলকের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই ফলকে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান সময় হইতে ৩৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে হিত্তাইত-পতি সুবিব লিউম ও মিতনি-পতি ক্ষত্তি-

উ-অস্ত্র নামক দুই নৃপতির মধ্যে যে সন্ধি হইয়াছিল, সেই সন্ধির প্রসঙ্গ এই ফলকে উল্লিখিত আছে। এই সন্ধি-প্রসঙ্গে উক্ত ফলকে মিতনি-পতির উপাস্য দেবতা মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতির নাম উল্লেখ আছে। ইহাতে কেহ কেহ বলেন যে, এই সমস্ত দেবতা বৈদিক দেবতাই বটে; কিন্তু যে সময়ে উহা লিখিত হইয়াছে, সেই সময়ে ঐ দেবগণের পূজা ভারত-সীমায় প্রবেশ করিতে পারে নাই, তৎকালে বৈদিক আর্য্য ও ইরানিয়দের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় নাই। আর একদল বলেন যে, এই দেবতাগুলি বৈদিক দেবতা নহে; এই সমস্ত দেবতা ইরানিয়গণের উপাস্য দেবতা এবং ইরানিয়গণ হইতেই আর্য্য-সভ্যতা এসিয়া মাইনরে বিস্তৃত হইয়াছিল। নগেন্দ্র বাবু উভয় মত আলোচনা করিয়া বিশেষরূপে প্রমাণ করেন যে, মিত্র বরুণাদি যে বৈদিক দেবতা তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই এবং ভারতীয় আর্য্যগণই উক্ত বৈদিক দেবগণের পূজা লইয়া এসিয়া মাইনরে উপনীত হইয়াছিলেন। প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে, সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন;—

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত | শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | শ্রীএস্ সি সান্যাল, Assistant Editor, Agricultural Journal of India and Pusa Publications, India. |
| „ | „ | শ্রীপার্ব্বতীনাথ দত্ত বি এস্‌সি, Geological Survey of India, Calcutta. |
| „ | „ | শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ বসাক এম্ এ, ৬৯ মীর্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। |
| „ | শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এ, হেডমাষ্টার, টেরী পোষ্ট, টেরী ষ্টেট, ইউ পি। |
| শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র | শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত | কবিরাজ শ্রীসারদাকান্ত মজুমদার, ১১ হরিমোহন বসুর লেন, কলিকাতা। |
| „ | „ | শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডক্ ডিস্‌পেন্সারি, খিদিরপুর। |
| „ | „ | শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সিংহ, ৩।১ নীলমণি সরকারের লেন, কলিকাতা। |
| শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ | „ | শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র দেওয়ান, ডেঃ ইন্‌স্‌পেক্টর অব স্কুলস্, রাঙ্গামাটী |

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ | শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত | শ্রীঅনন্ত কুমার বড়ুয়া, পালী-শিক্ষক, রাঙ্গামাটী গভঃ, হাই স্কুল। |
| শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | " | শ্রীঅনাথবন্ধু গুহ এম্ এ, বি এল্, ময়মনসিংহ। |
| " | " | ডাঃ শ্রীবিপিনকৃষ্ণ দত্ত, জমিদার, মজিলপুর, জয়নগর পোঃ। |
| " | " | শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র বি এ, ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। |
| শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ | " | শ্রীহরিজীবন ভট্টাচার্য্য, শিক্ষক, গভঃ স্কুল, তেজপুর, আসাম। |
| " | " | শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বসু, জমিদার, তেজপুর, আসাম। |
| শ্রীযোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার | " | শ্রীশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, অধ্যাপক, হাজারীবাগ কলেজ, হাজারিবাগ। |
| শ্রীযামিনীকান্ত সেন | " | শ্রীশ্যামাচরণ সরকার, উকিল, চট্টগ্রাম। |
| " | " | শ্রীজগচ্চন্দ্র সেন এম্ এ, বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, চট্টগ্রাম। |
| " | " | শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন, উকিল, পটিয়া, চট্টগ্রাম |
| " | " | শ্রীঅন্নদাচরণ দত্ত এম্ এ, বি এল্, হাইকোর্টের উকিল, চট্টগ্রাম। |
| " | " | শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত, উকিল, চট্টগ্রাম। |
| " | " | শ্রীবরদাকুমার নন্দী, উকিল, চট্টগ্রাম। |
| " | " | শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী বি এ, হেডমাষ্টার, সাতকানিয়া স্কুল, চট্টগ্রাম। |
| " | " | শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত, প্রধান আচার্য্য, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ, চট্টগ্রাম। |
| শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য | " | শ্রীহরিপ্রসন্ন বাগচী, ইনকম-টেক্স এসেসর, মেদিনীপুর। |

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য | শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত | শ্রীমনীন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, অধ্যাপক, মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর। |
| ” | ” | শ্রীঅভয়গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, পুলিস ইন্‌স্পেক্টর, কাঁথি। |
| শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ | ” | শ্রীমহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ২৭।৫ রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন, কলিকাতা। |
| শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী | ” | শ্রীঅমূল্যদেব পাঠক বি এল্, উকিল, দিনাজপুর। |
| ” | ” | শ্রীনবকুমার লাহিড়ী, শিক্ষক, নীলফামরি স্কুল, রঙ্গপুর। |
| ” | ” | শ্রীআশুতোষ গুহ, বালুরবাড়ী, দিনাজপুর। |
| ” | ” | শ্রীপ্রাণনাথ লাহিড়ী, ফুলকোচা, সিরাজগঞ্জ, পাবনা। |
| ” | ” | শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বাগচী, রায়পুর, সি, পি। |
| ” | ” | শ্রীরজনীকান্ত সরকার, রামবাড়ী, রাজসাহী। |
| ” | ” | শ্রীরাজচন্দ্র বর্ম্মা-সরকার, গোবিন্দপুর, গাইবান্ধা। |
| ” | ” | শ্রীসতীশচন্দ্র গোস্বামী, নওগাঁ, রাজসাহী। |
| ” | ” | শ্রীতারকচন্দ্র মৈত্র, ইটালি, বড়িয়া পাকুড়িয়া, নাটোর। |
| ” | ” | শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঠাকুর, জমিদার, বাজুগুরু। |
| ” | ” | শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্, নীলফামারি, রঙ্গপুর। |
| ” | ” | শ্রীনর্ম্মদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, দিনাজপুর। |
| ” | ” | শ্রীসুধীরচন্দ্র সেন বি এল্, ঐ |
| ” | ” | শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন বি এল্, ঐ |

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী | শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত | শ্রীমধুসূদন রায় বি এল্, দিনাজপুর। |
| ” | ” | শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত বি এল্, ঐ। |
| ” | ” | শ্রীসতীশচন্দ্র রায় বি এল্, ঐ। |
| ” | ” | শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর বাগ্‌চী, রঙ্গপুর। |
| শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র | শ্রীপশুপতিনাথ শর্ম্মা কবীন্দ্র | শ্রীচারুচন্দ্র আচার্য্য, ৪।৩ শিবশঙ্কর মল্লিকের লেন, কলিকাতা। |
| শ্রীপশুপতিনাথ শর্ম্মা কবীন্দ্র | শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র | শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০৬ অপার সার্কুলার রোড কলিকাতা। |
| শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত | শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ঝামাপুকুর লেন, মর্টন ইন্‌ষ্টিটিউসন্ ঐ |
| শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় | শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিশ্বাস এম্ এ, অধ্যাপক, ওয়েস্‌লিয়ান্ মিশন কলেজ, বাঁকুড়া। |
| শ্রীঅখিলকুমার চট্টোপাধ্যায় | ” | শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত বি এ, Dy. Collector and Personal Assistant to the Commissioner, Chittagong Division, Chittagong. |
| ” | ” | শ্রীউপেন্দ্রলাল রায় বি এল্, জমিদার, চক্‌বাজার, চট্টগ্রাম। |
| শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | ” | শ্রীকুলচন্দ্র দে, পুলিশ সব ইন্‌স্পেক্টর, ঘাটাল, মেদিনীপুর। |
| ” | ” | রায় শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, Inspector of Schools, Agra Dn. Cp. Asst. Registrar, Allahabad University, Allahabad. |
| ” | ” | শ্রীবসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, Asst. Registrar Allahabad University, Allahabad. |
| ” | ” | শ্রীবিনোদলাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, Prof. of Mathematics Govt. College, Ajmere. |
| ” | ” | মিঃ জিঃ সিঃ চক্রবর্ত্তী, Prof. of Mathematics, Mahomedan Anglo-Oriental College, Aligarh. |

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | রায় শ্রীরামচরণ দাস বাহাদুর, Hony. Magistrate, Allahabad. |
| ” | ” | শ্রীবেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়, Acct. P. W. D. Church Road, Colonelgunj, Allahabad. |
| ” | ” | শ্রীহর্ষনাথ মুখোপাধ্যায়, Overseer, P. W. D. Allahabad. |
| ” | ” | শ্রীঅভয়চরণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, Prof. Muir Central College, City Road, Allahabad. |
| ” | ” | শ্রীউমেশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, Prof. Muir Central College, City Road, Allahabad. |
| ” | ” | শ্রীকুমুদবিহারী মিত্র এম্ এ, Prof. Muir Central College, City Road, Allahabad. |
| ” | ” | শ্রীসতীশচন্দ্র দেব এম্ এ, Prof. Muir Central College, City Road, Allhabad. |
| ” | ” | শ্রীপারদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, মুন্সেফ, আসানসোল। |
| ” | ” | ডাঃ শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গিরিডি। |
| ” | ” | ডাঃ শ্রীরাসবিহারী মৈত্র, আসানসোল। |
| ” | ” | শ্রীসারদাপ্রসাদ রায়, আসানসোল। |
| ” | ” | শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, সব ইন্‌স্পেক্টর অব স্কুলস, আসানসোল। |
| শ্রীসারদাচরণ মিত্র | ” | শ্রীবিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়, Retired Sub. Judge, Baje Sibpur, Sibpur (Howrah). |

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
| --- | --- | --- |
| শ্রীরমণীমোহন ঘোষ | শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ বি এ, নাসরাপাড়া, [illegible]। |
| শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু | „ | শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, খলিসানি, চন্দননগর, |
| শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার রায় | „ | শ্রীবনমালী সাহা, সম্পাদক, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, উল্লাপাড়া, পাবনা। |
| শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার রায় | শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | শ্রীপূর্ণেন্দু চক্রবর্ত্তী বি এ, প্রধান শিক্ষক, ভিক্টোরিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ। |
| „ | „ | শ্রীযাদবগোবিন্দ রায় কাছারিয়াপটী, সিরাজগঞ্জ। |
| | | ছাত্র সভ্য |
| শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র | শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত | শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, 4th year class, Scottish Church's College, B Sc. |
| „ | „ | শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, 3rd. Year class. Scottish Church's College, 50-1, Wellington Street Local. |
| „ | „ | শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র, 10, Dhuniabagan Road, Nekasipara, Shyambazar, Ist year Class, Metropolitan Instn. |
| „ | „ | শ্রীরাসবিহারী চট্টোপাধ্যায়, ৮৭।৮৮ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট। |
| শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ | „ | শ্রীপতি ভট্টাচার্য্য, ২য় বার্ষিক শ্রেণী সংস্কৃত কলেজ, ১৩।৩ তারক চাটার্জ্জির লেন। |
| „ | „ | শ্রীসত্যরঞ্জন ঘোষ, ২য় বার্ষিক শ্রেণী, স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজ, ৬ বেচু চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট। |

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করা হইল :—

উপহারদাতা। উপহৃত পুস্তকাদি।

১। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—৪৭। গিরিশ গ্রন্থাবলী—২০ সিরিজ। ৪৮। বাংলার সামাজিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড। ৪৯। সমাজ-সংস্কার। ৫০। প্রবন্ধপাঠ। ৫১। পরিত্রাণ

পদ্ধতি। ৫২। সাহিত্য-বোধ (১ম ভাগ)। ৫৩। সম্বন্ধ-নির্ণয়। ৫৪। মেদিনী-কোষ। ৫৫। মহাভারত। ৫৬। ভাষাবিজ্ঞান। ৫৭। ভাগবত-নির্ণয়। ৫৮। বর্ণজাতি-নির্ণয়ঃ। ৫৯। সাহিত্য-প্রবেশ। ৬০। Report of the Indian University Commission, 1902. ৬১। Places of Historical Interest at Murshidabad. ৬২। Kalyana Manjusha. ৬৩। Hindi Scientific Glossary. ৬৪। The Vernacular Examination Manual. ৬৫। C. U. Convocation Address, 1910. ৬৬। Report on the Inspection of the Presidency College, 1908. ৬৭। Bangabasi College Magazine, February, March 1910. ৬৮। The English Diary of an Indian Student, 1861-62. ৬৯। Indian Educational Policy, 1904. ৭০। Collection and Preservation of the Records of Ancient Sanskrit Literature.

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—৭১। যাত্রিকের গতি (জন বুন্যান)। ৭২। হিতসংগ্রহ (Version of Gay's Fables)

শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়—৭৩। The Agricultural Ledger, 1904 No. 2. ৭৪। Hand-loom Weaving in India. ৭৫। Hand-Book of Commercial Products No 5 (Jute).

৭৬। Handbook of Commercial Products No. 8 (Iron)

৭৭। " " No. 10 (Adhatoda Vasika)

৭৮। " " " No. 23. (Silk)

শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ শীল—৭৯। মেঘদূত।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্—৮০। অধ্যাত্ম চণ্ডী (সংস্কৃত)। ৮১। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাসার। ৮২। নীতিকুসুমাঞ্জলি। ৮৩। ধর্ম্মসমাজ-প্রসঙ্গ।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ—৮৪। বঙ্গীয় নাট্যশালা।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ—৮৫। নিয়তি।

The Registrar, Calcutta University—৮৬। C. U. Calendar 1910, Parts II & III. ৮৭। C. U. Minutes 1909, Pt. IV

শ্রীযুক্ত সম্পাদক, রামমোহন লাইব্রেরী—৮৮। বাঙ্গালা-পুস্তকের তালিকা।

শ্রীঅমৃতগোপাল বসু—৮৯। ব্যবস্থাদর্পণ।

শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়—৯০। ভারতীয় বিদুষী, ৯১। রূপকথা, ৯২। জাপানী ফানুস, ৯৩। কাদম্বরী।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বসাক—৯৪। Hindu Loyalty, ৯৫। Victoria Samrajayam ৯৬। ভিক্টোরিয়া গীতমালা, ৯৭। Hindu Astronomy (Part I & II). ৯৮। নূতন পঞ্জিকা, সন ১২৬২, ১২৬৪।৬৬।৬৯।৭০, ১২৭১—১২৮০, ১২৮১—৮৬, ও ১২৮৮,

৯৯। গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা, ১০০। হিন্দুপ্রেশ পঞ্জিকা—১২৯৪।৯৭।৯৯, ১৩০১—১৩১১, ১৩১৩, ১২৮৯—১২৯৩, ১৩০০, ১৩১৫। ১০১। বিশুদ্ধ পঞ্জিকা, ১৩১২।১৪।১৬।

শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল গোস্বামী—১০২। কৃষ্ণ-কমল গীতিকাব্য।

শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ-স্মৃতিতীর্থ-কাব্যভূষণ—১০৩। তারকেশ্বর তথ্য।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—১০৪। ভারতের শিক্ষিত মহিলা।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়—১০৫। মনসা-মঙ্গল।

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত আচার্য্য বিদ্যাভূষণ—১০৬। লঘুজাতকং।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী—১০৭। বঙ্গভাষা-ব্যাকরণ, ১০৮। চিত্তবিকাশ কাব্য, ১০৯। হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত।

মেসার্স এস এণ্ড কোং—১১০। আদর্শ রমণী, ১১১। ইস্‌লাম্ চিত্র, ১১২। ইস্‌লাম্ বক্তৃতামালা।

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্—১১৩। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ—১১৪। প্রাচীন লেখমালা ( ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড )।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—১১৫। রামচরিত।

৬। অতঃপর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদন অনুসারে তিনি প্রস্তাব করিতেছেন যে, কাটোয়ার "প্রসূন" পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয়কে পরিষদের বিশেষ সভ্যরূপে গ্রহণ করা হউক। এই প্রস্তাব যথারীতি সমর্থিত হইলে পর, সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৭। অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব অন্যতম সহকারী সভাপতি ও বিশিষ্ট সভ্য রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর সি আই ই মহোদয় সম্প্রতি পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের জন্য আগামী ১২ই ভাদ্র সাহিত্য-পরিষদে এক বিশেষ অধিবেশন হইবে।

৮। অতঃপর নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি প্রদর্শিত হইল ;—

( ক ) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত বৌদ্ধঘণ্টা ও তাম্রমুকুট। এই উপলক্ষে শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত বিবরণ সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হয়। ঐ বিবরণ পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

( খ ) রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর প্রদত্ত গৌড়ের ইষ্টক। এই প্রদর্শন সম্বন্ধে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় জানাইলেন যে, সম্প্রতি রাজা বাহাদুর এক ভীষণ পারিবারিক দুর্ঘটনাতে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু এই দুঃসময়েও তিনি

পরিষৎকে ভুলিতে না পারিয়া পরিষদে এই উপহার প্রেরণ করিয়াছেন। এই ঘটনা পরিষদের প্রতি রাজাবাহাদুরের ঐকান্তিক শ্রদ্ধার ও ভালবাসার অন্যতম নিদর্শন।

(গ) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত ও শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রেরিত চারিটি তাম্রমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিগুলির মধ্যে একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি ও অপর একটী হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিগুলি কুচবিহারের উত্তরে তিন ক্রোশ দূরে বাণেশ্বর মন্দির-সংলগ্ন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের সময় পাওয়া গিয়াছিল। এই পুষ্করিণী মহারাজ প্রাণনারায়ণের (১৬২৫-১৬৫৫ খৃঃ) সময়ে খনিত হইয়াছিল।

(ঘ) শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর হইতে সংগৃহীত (১) কতিপয় ইষ্টক;—এই ইষ্টকে পৌরাণিক চিত্র আছে। (২) একটী কামানের গোলা। (৩) যুদ্ধকালে সৈনিকের ব্যবহৃত লোহার সাঁজোয়ার খণ্ড। এই লৌহবর্ম্ম লোহার জালে নির্ম্মিত॥

(ঙ) বরাহনগরনিবাসী সেবাব্রত,শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত ব্রিফ্‌টন নগরস্থিত ষ্টেপল্‌টন groveএর চিত্র। এই স্থানে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর প্রথমে সমাধি হইয়াছিল এবং এই চিত্র শ্রীমতী মেরী কার্পেণ্টার কর্ত্তৃক অঙ্কিত হইয়াছিল।

(চ) শ্রীযুক্ত জানকীনাথ গুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত নছিপুরের ইষ্টক। এই ইষ্টকগুলি তারকেশ্বর হইতে দুই ক্রোশ পশ্চিমে দামোদর নদীর তীরবর্ত্তী নছিপুর নামক গ্রামস্থ একটী শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই মন্দির অন্যূন দেড় শত বৎসরের পুরাতন। ইহার প্রতিষ্ঠাতার নাম ৺শান্তিরাম গুপ্ত। এই ইষ্টকগুলিতে নানাবিধ পৌরাণিক চিত্র খোদিত আছে।

(ছ) শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রদত্ত ভূষণার ইষ্টক।

(জ) শ্রীযুক্ত নৃপতিনাথ ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রদত্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি জেমোর রাজকুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় মহাশয়ের জমিদারী, মুর্শিদাবাদ জেলা কান্দি মহকুমার অন্তর্গত মহিষগ্রামে প্রাপ্ত, কুমার বাহাদুরের অনুমতিক্রমে তাঁহার আত্মীয় নৃপতি বাবু ইহা সংগ্রহ করিয়া সম্পাদক মহাশয় দ্বারা পাঠাইয়া দিয়াছেন।

(ঝ) শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত কামাখ্যার মন্দিরের ইষ্টক।

৯। অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, ভারতেশ্বর সপ্তম এড্‌বার্ডের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে যে শোক ও সহানুভূতিসূচক তারবার্ত্তা প্রেরিত হইয়াছিল, ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে সেই বার্ত্তার প্রাপ্তি-সংবাদ আসিয়াছে এবং এই প্রাপ্তি-সংবাদে উল্লিখিত আছে যে, যথাস্থানে পরিষদের এই শোক ও সহানুভূতিসূচক পত্র প্রেরিত হইবে।

১০। অতঃপর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় "শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের গুরু-পরম্পরা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি কাশ্মীরে-দৃষ্ট "বিদ্যার্ণব তন্ত্র" নামক একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করেন। এই গ্রন্থখানি প্রায় ১॥ হাত লম্বা, এক বিঘৎ চওড়া ও ৭। ৮ ইঞ্চি

গুরু। ইহার পত্র সংখ্যা ৯২৪ এবং ইহাতে প্রায় ৩৪৩০০ শ্লোক আছে। এই তন্ত্রখানি একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ ও দক্ষিণ-মার্গীর উপযোগী। গ্রন্থকর্ত্তা শঙ্করাচার্য্যের প্রশিষ্য ও বিষ্ণু শর্ম্মার শিষ্য। তাঁহার নাম বিদ্যারণ্য-যতি বা প্রগল্‌ভাচার্য্য। এই তন্ত্রে কপিল হইতে আরম্ভ করিয়া শঙ্করাচার্য্য পর্য্যন্ত ৭১ জন গুরুর নাম পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু এই গুরুপরম্পরা যথার্থ বলিয়া নির্ব্বিবাদে গৃহীত হইবার যোগ্য কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ ইহাতে যে সমস্ত মুনি ঋষিগণের নাম পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ রক্ষিত নাই। যাহা হউক এই গুরু-পরম্পরাতে আমরা মনে করিতে পারি যে, (১) আচার্য্য যে নিজ পরম গুরু গৌরপাদকে 'সম্প্রদায়বিৎ' বলিয়াছেন, তাহা অসত্য নহে; (২) ব্যাস হইতে শিষ্য-পরম্পরায় তিনি একজন এবং সেই হেতু (৩) তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের অর্থও স্বকপোল-কল্পিত নহে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, এই প্রবন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ হইল এবং এই প্রবন্ধ লেখার জন্য রাজেন্দ্র বাবু পরিষদের ধন্যবাদার্হ।

১১। অতঃপর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ মহাশয় "আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, অথর্ব্ব বেদের সময় আয়ুর্ব্বেদ প্রচলিত ছিল। এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ অর্পণ করেন। কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, ঋগ্বেদ অথর্ব্ববেদের পূর্ব্ববর্ত্তী ও ঋগ্বেদে আয়ুর্ব্বেদের উল্লেখ আছে। বোধ হয় যে, ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ববেদের পূর্ব্বেও আয়ুর্ব্বেদ প্রচলিত ছিল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

## প্রথম বিশেষ অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—৫ই ভাদ্র (১৩১৭), ২১শে আগষ্ট (১৯১০), অপরাহ্ণ ৬টা।

আলোচ্য-বিষয়—স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

উপস্থিতি—শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল্ (সভাপতি)

রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্

সার্ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল্

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচডি,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
„ বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ
„ দেবকুমার রায় চৌধুরী
„ বরদাদাস বসু
কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল
„ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
„ বিনয়কুমার সরকার এম্ এ
„ ভবানীচরণ ঘোষ
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ,
„ ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষ এল্ এম্ এস্
„ রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ
„ দীননাথ মজুমদার
„ সত্যেন্দ্রনাথ দে
„ বিজয়কৃষ্ণ নিয়োগী
„ শশিকান্ত সেন গুপ্ত
„ রাজেন্দ্রকুমার ঘোষ
„ প্রবোধচন্দ্র দে
„ যোগেন্দ্রকিশোর দাস

কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
„ ভূপেন্দ্রলাল দত্ত
„ অতুলচন্দ্র সেনগুপ্ত
„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
„ গোপালদাস চৌধুরী
„ তারকনাথ বিশ্বাস
„ সুবোধচন্দ্র রায়
„ সতীশচন্দ্র ভাদুড়ী
„ শৈলজানাথ রায় চৌধুরী
„ হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
„ প্রকাশচন্দ্র পাকড়াশী
„ সুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক
„ ব্রহ্মমোহন ঘোষ
„ হারাধন মুখোপাধ্যায়
„ অবিনাশচন্দ্র সাহা
„ সতীশচন্দ্র বসু
„ গোপালচন্দ্র সেন
„ নিত্যানন্দ রায়
„ যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ — সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ } সহঃ সম্পাদক।

স্যর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিয়া সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। তিনি বলিলেন যে, ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ এই সভা আহূত হইয়াছে। চন্দ্রনাথ বাবু সংস্কৃত, ইংরাজী, বাঙ্গালা এই কয় ভাষায় অদ্বিতীয় ছিলেন। বঙ্কিমবাবু যখন বঙ্গদর্শন বাহির করেন, তখন চন্দ্রনাথ বাবু ও তাঁহার কতিপয় বন্ধুর নিকট যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এই বঙ্গদর্শনকে বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের ভিত্তিস্বরূপ বলা যাইতে পারে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানানুসারে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়, চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি বলেন যে,—"চন্দ্রনাথ বাবু বঙ্গসাহিত্যের যেরূপ অকৃত্রিম সেবক ছিলেন, সেরূপ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি সময় কাটাইবার জন্য যে বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি অতি শ্রদ্ধার সহিত, একটী গুরুতর কর্ত্তব্যপালনের ন্যায় বঙ্গভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি Oriental Seminaryর একজন খ্যাতনামা ছাত্র। তার পরে বি এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং এম্ এ পরীক্ষায়ও উচ্চস্থান প্রাপ্ত হন। সেকালে ইংরেজি শিক্ষার গর্ব্বে স্ফীত যুবকগণ দেশীয় ভাষাকে বড় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না। বিশেষতঃ ইংরেজি প্রবন্ধ লিখিয়া ও বক্তৃতা করিয়া, তিনি যশোলাভ করিয়াছিলেন। সেদিকে মনোযোগ দিলেও তিনি প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারিতেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রতিভা নিজের জন্য নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া লয়। চন্দ্রনাথের প্রতিভা মাতৃভাষার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমবাবু ও বঙ্গদর্শনের সহিত চন্দ্রনাথ বাবুর জীবনব্যাপী যে নিবিড় সখ্য সংস্থাপিত হইল, তাহা হইতেই চন্দ্রনাথ বাবুর সাহিত্যানুরাগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। চন্দ্রনাথ বাবু হিন্দুসমাজকে যুক্তির উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহার সাহিত্য-জীবনের ধ্রুব ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে সময় হিন্দুসমাজ নানাপ্রকার বিভিন্নমুখী স্রোতে বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, যে সময় ইংরেজি-শিক্ষার বন্যায় দেশের ভাল ভাল আচার-অনুষ্ঠান ও চরিত্র-মাহাত্ম্য ভাসিয়া যাইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সময় বঙ্গের জাতীয় জীবনের ভিত্তি হিন্দুধর্ম্মের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে চন্দ্রনাথ তাঁহার লেখনীকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এই বিষয় ভূদেববাবুর প্রভাব চন্দ্রনাথ বাবুর মানসিক পরিণতিতে সহায়তা করিয়াছিল। ধর্ম্মমত সকলের অনুমোদিত না হইতে পারে, হিন্দুধর্ম্মের উপর সমাজ-সংস্থাপন সম্বন্ধেও মতভেদ থাকিতে পারে এবং আছে, কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবুর ঐকান্তিক যত্ন এবং সাধুসংকল্প-সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। চন্দ্রনাথ বাবু হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে একটী সূক্ষ্ম যুক্তি ও ধর্ম্মভাবের অনুকূল ব্যবস্থা দেখিতে পাইতেন। তিনি ঈশ্বরে ভক্তিমান ও পরকালে বিশ্বাসী ছিলেন। পৃথিবীতে যে সুকুল, দুঃখকষ্ট, আধিব্যাধি নিরত মানব-জীবনকে ব্যথিত ও

প্রপীড়িত করিতেছে, তাহা তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। পরকালে যে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল এবং ঈশ্বরের বিচারে যে তাঁহার একনিষ্ঠ নির্ভর ছিল, তাহার ফলে তিনি শোকতাপের মধ্যেও চিত্তকে স্থির রাখিতে পারিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সমাজ-সম্বন্ধেও তাঁহার একটা উন্নতির আশা ছিল। তিনি বাঙ্গালীর চরিত্রে অনন্যসাধারণ মাহাত্ম্য দেখিবেন, এই আশা তাঁহার মনে বদ্ধমূল ছিল। তাঁহার নিজের চরিত্রবল ও স্বাধীনতাই এই Optimismএর হেতুভূত। তাঁহার স্বাধীনতা, নির্ভীকচিত্ততা সম্বন্ধে ইংরেজ-কর্ম্মচারিগণ পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। চরিত্রবল ও স্নেহগুণে তাঁহার পারিবারিক জীবনও অশেষ সুখের আকর ছিল। চন্দ্রনাথ বাবুর পারিবারিক জীবনের মত সুন্দর, সরল ও সংযত জীবন প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। চন্দ্রনাথ বাবুর পারিবারিক জীবনেই আমরা তাঁহার সাধুতা ও সাধুজীবনের পুরস্কার উভয়ই দেখিতে পাই। মাতৃভাষার সেবায়, হিন্দুধর্ম্মের সেবায়, স্বদেশের কল্যাণ-কামনায়, চরিত্রের কঠোর সাধনায় চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার দেহমন নিয়োজিত করিয়াছিলেন; সুতরাং এই শোক-সভায় সাহিত্য-পরিষৎ একটী জাতীয় কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন। চন্দ্রনাথ বাবু সাহিত্য-পরিষদের একজন সভাপতি ছিলেন। বাঙ্গলা ভাষায় সংযতভাব, বিশুদ্ধিরক্ষা, চিন্তাশীলতা প্রভৃতি গুণ সঞ্চারিত করিয়া চন্দ্রনাথ বাবু ইহার মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। সেজন্য তিনি বাঙ্গালীমাত্রেরই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাত্র; সুতরাং তাঁহার স্মৃতি-রক্ষা করিয়া বাঙ্গালী একটী কর্ত্তব্য পালন করিবে ও ধন্য হইবে, ইহা স্বাভাবিক।

অতঃপর সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, চন্দ্রনাথ বাবু শারীরী ভাবে আমাদের মধ্যে বিদ্যমান নাই বটে, কিন্তু তাঁহার আত্মা চিরদিন বঙ্গদেশে বিরাজ করিবে। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বাবুর মতামত লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি যে বাঙ্গালা-সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন ও বাঙ্গালা সাহিত্যিকগণের মধ্যে যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে, এ বিষয়ে দ্বিমত হইতে পারে না। অদ্যকার প্রবন্ধ-লেখক প্রসিদ্ধ দার্শনিক, সাহিত্যসেবী ও সুলেখক এবং অদ্যকার প্রবন্ধ তাঁহার উপযুক্তই হইয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার বক্তব্য বিষয়গুলি আটঘাট বাঁধিয়া অথচ সতেজে বলিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ তেজই যথার্থ তেজ। এই প্রবন্ধে যাঁহার পবিত্র জীবনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার তেজও এইরূপ সঙ্গত তেজ ছিল। চন্দ্রনাথ বাবু ইংরাজিতে ও বাঙ্গালাতে যতদূর সম্ভব কৃতবিদ্য ছিলেন। এইরূপ মণিকাঞ্চনসংযোগ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে চিৎপুরস্থ ব্রাঞ্চ ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে চন্দ্রনাথ বাবুর সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। আমি সেই সময়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়িতাম। চন্দ্রনাথ বাবু আমাপেক্ষা একশ্রেণী নিম্নে পড়িতেন বটে, কিন্তু তিনি সেই সময়ে সর্ব্ব-পরিচিত ছিলেন। তিনি ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং বি এ পরীক্ষাতে তিনি প্রথম স্থান ও রাসবিহারী বাবু দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি ঘরে ও বাহিরে অনেক

কাজ করিয়াছেন। চন্দ্রনাথ বাবু অসাধারণ সদ্বক্তা ছিলেন এবং প্রকাশ্য স্থানে বক্তৃতা করিতে তিনি পছন্দ করিতেন না। বাহিরে ও দূরে থাকিয়া তিনি কাজ করিতে ভালবাসিতেন। সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতে আমি তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম এবং নানা প্রকার ওজর ও আপত্তির পর তিনি এই পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। জীবনের শেষ ভাগে তিনি কিছু শোক পাইয়াছিলেন ও রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত সহনশীল ছিলেন। তাঁহার কার্ব্বঙ্কলে অস্ত্র-প্রয়োগের পর তাঁহাকে পূর্ব্বের মতই প্রশান্ত মুখ দেখিয়াছিলাম। তাঁহার জীবনী আলোচনা কেবল তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের জন্য নহে, আমাদের শিক্ষার জন্যও দরকার। তাঁহার পুত্রগণ যদি তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের কোনও পুস্তক লেখেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। আত্মার ভিতর পরমাত্মার স্ফূর্ত্তি না হইলে, চন্দ্রনাথ বাবু যে সমস্ত কাজ করিয়াছেন সে সমস্ত কাজ করা সম্ভবপর নহে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে চন্দ্রনাথ বাবুর জন্য পরিষদের এই শোক-সভাতে যোগদান করিতেছি ও প্রবন্ধ-লেখককে প্রবন্ধ লেখার জন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

অতঃপর রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ মহাশয় বলেন যে, বাঙ্গালা-ভাষার প্রতি অনুরাগবশতঃই তিনি বাঙ্গালা-ভাষাতে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এবং সেইজন্য আমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অভাব প্রভৃতি নির্ভীক ভাবে সমালোচনা করিতেন। তাঁহার সময় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ ইংরাজিতে লেখাই পছন্দ করিতেন; কিন্তু তিনি নিজে এ বিষয়ে বঙ্কিম বাবুর পদানুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার লিখিত "শকুন্তলা তত্ত্ব" এক অমূল্য গ্রন্থ। শকুন্তলা-চরিত্রের এরূপ সমালোচনা জগতের সাহিত্যের মধ্যে এক অতি শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিবে। তিনি এই এক গ্রন্থ লিখিলেই অমর হইতেন। এই গ্রন্থ অনেক ভাষায় অনূদিত হওয়া উচিত। তিনি সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় সভাপতি ছিলেন এবং পরিষদের উন্নতির জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। হিন্দুত্ব ও হিন্দু-আদর্শের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এইরূপ শ্রদ্ধা বঙ্কিম বাবুরও ছিল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত দুইটী প্রস্তাব সভাস্থলে উপস্থিত করেন ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব দুইটী গৃহীত হয়।

(১) বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরবস্থল ও অনুরক্ত সেবক, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ও বিশিষ্ট সভ্য, বিচক্ষণ সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বঙ্গ ভাষাকে বিবিধ সম্পদে সম্পন্ন করিয়া লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা-সাহিত্যের ও বাঙ্গালা-সমাজের অসাধারণ ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশও শোকার্ত্ত। পরিষৎ তাঁহার জন্য আন্তরিক শোক-প্রকাশ করিতেছেন ও তাঁহার শোকার্ত্ত পরিজনগণের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।

(২) পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-

পরিষৎ সঙ্কল্প করিতেছেন, পরিষদের-কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার আবশ্যক ব্যবস্থা করিবেন।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ অর্পণ করিলে পর, সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীচারুচন্দ্র বসু
সভাপতি।

## দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—১২ই ভাদ্র (১৩১৭), ২৮শে আগষ্ট (১৯১০), অপরাহ্ণ ৬ টা।

আলোচ্য বিষয়—রায় বাহাদুর ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি, আই, ই, মহোদয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ ও তাঁহার স্মৃতি-সংরক্ষণ।

উপস্থিতি—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)

মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত বনওয়ারি আনন্দ দেব বাহাদুর

শ্রীযুক্ত সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল্

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বি এ, বিদ্যাবিনোদ

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএচ, ডি,

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার

" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ

" বনওয়ারীলাল চৌধুরী বি এস্‌সি

কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন সেন

" চারুচন্দ্র বসু

" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

" সতীশচন্দ্র মিত্র

" ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এল্, এম্, এস্,

" বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ

" অমৃতলাল বসু

" মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী

" ভবানীচরণ ঘোষ

" জানকীনাথ গুপ্ত এম্ এ

" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

" বরদাদাস বসু

" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বিএ

" তারাপ্রসন্ন ঘোষ

শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেনগুপ্ত

" গৌরহরি সেন

" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ

" বাণীনাথ নন্দী

" চিত্তসুখ সান্যাল

" সতীন্দ্রসেবক নন্দী

" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

" মনোরথ রায়

" যোগীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

" কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতভূষণ বি এ বীরভূম শাখা

" সন্তোষচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ সব্ ডেঃ কলেক্টর বীরভূম শাখা

" চন্দ্রকান্ত ঘোষ

" শীতলচন্দ্র রায়

" কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত বি এ

" আশুতোষ মিত্র

" মতিলাল দেব

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" রজনীকান্ত মজুমদার
" যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী
" মতিলাল সরকার

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
" কার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত বি এ
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ সম্পাদক

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
} সহঃ সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও বলেন যে পরলোকগত রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আমার আত্মীয়তা ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর মহাশয় বলিবেন। চন্দ্রশেখর বাবু সকলের নিকটই সুপরিচিত; সুতরাং তাঁহার পরিচয় দিবার কোন আবশ্যক নাই।

২। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশ অনুসারে শ্রীমান হেমদাকান্ত চৌধুরী বি, এ স্বরচিত নিম্নলিখিত কবিতা পাঠ করেন।

## স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

বঙ্গ বাণী জননীর চিরপ্রিয় ওহে সুসন্তান
কোথা গেলে আজ,
হাহাকারে সারাদেশ ভরে গেছে তোমার বিহনে
হে সাহিত্যরাজ,
আলোকিত ছিল বঙ্গ অতুলন তোমার প্রভায়
এতকাল ধরি',
শশী অস্তে নিভে গেছে ক্ষীণপ্রভ প্রদীপের ভাতি
এক এক করি'।
ছেয়ে গেছে অন্ধকারে, তার মাঝে কীর্ত্তিরাশি তব
অক্ষয় অমর,
আলোক পুঞ্জের মত সুবিমল উজ্জ্বল বিভায়
ভাতিবে সুন্দর।
প্রথম উদিলে যবে পূর্ব্বাকাশ আভায় রঙ্গিয়া
বালসূর্য্য যুক্ত,

বিস্ময়ে হেরিল সবে তাহামাঝে কি ভাব গরিমা
ছিল লুকায়িত।
ক্ষীণমূহ্ বঙ্গভাষা নিদ্রালস শিশুর মতন
ছিল অসহায়,
তড়িতের মত তব লেখনীপরশে জাগিল স্পন্দন
শিরায় শিরায়।
দূরে গেল অলসতা—পূর্ব্বদিন যে মূক কাতর
অবোধের ভাষা,
গাহিল নূতন তানে, প্রতিদিন উঠিল ফুটিয়া
নবভাব আশা।
আভরণ হীন দীন অবজ্ঞাত যেই সভয়ে সুদূরে
বত সভামাঝে,
নবীনউৎসাহগর্ব্বে বসে নিজ উন্নত আসনে
দীপ্ত নব সাজে।
ভিখারিণী মাতা আজি রাজরাণী কল্যাণে যাঁহার,
চির অতুলন,
সেই দেব, কোথা তুমি প্রতিভাতনয়, বরেণ্য সুন্দর
শান্ত সুশোভন।
আপনার অসীম প্রভাবে দিলে যারে অনুপম
নবীন জীবন,
তার সনে চিন্তামাখা নিভৃত আলাপ ক্ষণেকেই
হল অবসান।
সুনিপুণ কারুহস্তে রচিলে যে দিব্য আয়তন
শিল্পীশ্রেষ্ঠ, হায়।
সুধু তথা ক্ষণমাত্র বিরামের লভি অবসর
লইলে বিদায়।
যাও দেব, বঙ্গভাগ্যে তব সঙ্গ ক্ষণ তরে সুধু
দিব্য পুণ্যময়,
ঈর্ষাবশে ডাকে তোমা প্রতিদানে কাতর অমরা
বাণীর আলয়।
যশঃ প্রভাকর তব চিরোজ্জ্বল রহিবে হেথায়
অমর বাঞ্ছিত,

"প্রভাত—নিশীথ চিন্তা" "মহাশক্তি" আপন গৌরবে
সবে বিরাজিত।
বঙ্গহৃদি তবস্মৃতি চিরতরে রাখিবে গাঁথিয়া
পুণ্য সুবিমল,
আপন প্রভায় দীপ্ত আপনার কীর্ত্তির মন্দিরে
রহিবে উজ্জ্বল।

শ্রীহেমদাকান্ত চৌধুরী বি, এ।

অতঃপর শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বিদ্যাবিনোদ মহাশয় রায় বাহাদুর কালী প্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, গত ১৩০৫ হইতে ১৩১০ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের মধ্যে স্বর্গগত রায় বাহাদুরের সহিত তাঁহার বহুবার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয়ের সুযোগ ঘটিয়াছিল। বাল্যে কালীপ্রসন্ন ইংরেজি ভাষায় অসাধারণ দখল ও ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন দ্বারা তাঁহার শক্তির সম্যক্ পরিচয় প্রদান করেন। সেই সময় এক জন খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক ইংরাজ তাহাকে তাঁহার মাতৃভাষার চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহারই উন্নতি-সাধন উত্তরকালে তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের লক্ষ্য ছিল এবং এই মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বাঙ্গালা ভাষার মূলে সংস্কৃত ভাষার ভিত্তি থাকা উচিত, এবং এই জন্যই তিনি যুবা বয়সে তাঁহার স্বাভাবিক উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকারে সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি ভাষার বিশুদ্ধি ও সৌন্দর্য্য বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন, কিন্তু কেবলমাত্র ভাষার সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে গিয়া উহার বিশুদ্ধি নষ্ট করেন নাই। তাঁহার ভাষা সুন্দর অথবা হৃদয়গ্রাহী না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার ভাষার বিশুদ্ধি অতুলনীয়। কোন কোন স্থলে তাঁহার ভাষার এই বিশুদ্ধি সাধারণকে তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়ের ভাব ও মত সম্বন্ধে অন্ধ করিয়া দেয়। স্বর্গগত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে তিনি শ্রদ্ধা ও আন্তরিক ভক্তি করিতেন। ঈশ্বরের বিচিত্র বিধানে তিনি উক্ত স্বর্গগত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যু দিবসে লোকান্তরিত হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও ভক্তি গভীর ছিল।

কালীপ্রসন্ন বাঙ্গালার কথিত ভাষাকে ঐশ্বর্য্যশালী করিতে অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন এবং তাঁহারই অনুগ্রহে আমরা আজকাল প্রচলিত "স্বায়ত্ত-শাসন" শব্দটি পাইয়াছি। তিনি বাঙ্গালা ভাষার প্রতি যত্নশীল ব্যক্তিগণের সহিত মিশিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। তিনি নবীন লেখক ও লেখিকাগণকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতেন এবং পাছে সাধারণ লোকগণ ভগ্নোদ্যম ও নিরুৎসাহ হন সেই ভয়ে তিনি অতি সাবধানতার সহিত সমালোচনা করিতেন ও সেই হেতু তাঁহার সমালোচনায় কখনও তীব্রতা থাকিত না। কালীপ্রসন্ন লিখিত ও

কথিত ভাষায় একটা পার্থক্য সর্ব্বদা বিশ্বমান থাকা আবশ্যক বিবেচনা করিতেন। সাময়িক পত্রের সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বিষয়ে তাঁহার ধারণা অতি উচ্চ ছিল। কালীপ্রসন্ন বাঙ্গালার সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে যে এক অতি উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। তিনি একাধারে কবি, অদ্বিতীয় বাগ্মী, গভীর চিন্তাশীল দার্শনিক, বিশুদ্ধ ও মার্জ্জিত ভাষার লেখক, এবং পক্ষপাতদোষশূন্য সমালোচক। অসাধারণ বাগ্মিতায় বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তাঁহার স্বরের ন্যায় তাঁহার ভাষাও ওজস্বিনী ছিল। তাঁহার জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত তিনি রীতিমত অধ্যয়ন করিতেন।

অতঃপর সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, চন্দ্রশেখর বাবুর প্রবন্ধ বিশুদ্ধ ভাষায় রচিত, সৌন্দর্য্য-পূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে এবং আশা করি এই প্রবন্ধ-পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইবে। পরলোকগত রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যিক ছিলেন এ কথা বলিলে ঠিক হয় না। তিনি সমস্ত বঙ্গের অথবা সমস্ত সাহিত্য-জগতের এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। আমি নিজে পশ্চিম বঙ্গের লোক। পূর্ব্ববঙ্গের লোকের সমাদর পূর্ব্ববঙ্গেই নিবদ্ধ নহে। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জানিতে হইলে তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করা বিশেষ আবশ্যক। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে অত্যল্প সংখ্যক গ্রন্থই পাঠ্য পুস্তক-স্বরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন যে, পরলোকগত বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের লোক ছিলেন বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ তাঁহাকে যথোচিত সমাদর করেন নাই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই উক্তির মূলে কোন সত্য নাই। সাধারণতঃ যে শ্রেণীর গ্রন্থ পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হয়, পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত গ্রন্থগুলি সে সকল গ্রন্থ অপেক্ষা অনেক উচ্চ অঙ্গের ছিল ও সাধারণতঃ তাঁহার রচিত গ্রন্থের ভাষা ও ভাব বিদ্যালয়ের ছাত্রের পক্ষে দুর্ব্বোধ ছিল। এই জন্যই তাঁহার গ্রন্থগুলি দুই একখানা ব্যতিরেকে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। তাঁহার ভাষার পবিত্রতা ও প্রাঞ্জলতা সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ হইতে পারে না। ভাষার পবিত্রতা রক্ষণ করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেন। তিনি অশেষ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন এবং ভাষা ও ব্যাকরণের উপর তাঁহার দখল ছিল। কেহ কেহ মনে করেন যে, তাঁহার রচনার ভাষা ও ভাব এত উচ্চ ধরণের ছিল যে, সাধারণ পাঠক অনেক সময়েই তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি যথার্থরূপে ধরিতে পারেন না। যাহা হউক তাঁহার রচনার ভাব, পবিত্রতা ও প্রগাঢ়তা সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই এবং হইতেও পারে না এবং সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, ত্রিতাপ সন্তপ্ত মানুষ তাঁহার গ্রন্থগুলি পড়িয়া অনেক সময়ে নিজের দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে সান্ত্বনা লাভ করিতে পারেন।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে, চারি বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ

হয়। তিনি বাঙ্গালার সাহিত্যকে এক অতুল শব্দ-সম্পদ্ দান করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার লেখা অত্যন্ত যুক্তিমূলক ছিল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় বলেন যে, তাঁহার সহিত পরলোকগত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিদ্যা ও বুদ্ধিতে তাঁহার মত লোক সাহিত্য-ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিরল কিন্তু তাঁহার চরিত্রে লেশ মাত্র অহঙ্কার ছিল না। তিনি সমস্ত সাহিত্যসেবীকে সমান ভাবে আদর করিতেন এবং প্রত্যেককে আপন অপেক্ষা বড় মনে করিতেন। তাঁহার কতকগুলি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ আছে এই সমস্ত গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন যে, গত চল্লিশ বৎসর তাঁহার সহিত কালী-প্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জানাশুনা ছিল। ঢাকা নগরে প্রথমে তাঁহার সহিত আলাপ হয়। তখন পরলোকগত বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহিত্যিক ছিলেন না, ছোট আদালতে কেরাণী-গিরি করিতেন। কালীপ্রসন্ন চিন্তাশীল, ভাবুক ও প্রেমিক ছিলেন। তাঁহার সমস্ত প্রবন্ধেই তিনি প্রবন্ধের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন। তাঁহার ব্যবহারে এরূপ একটা অমায়িকতা ও অকৃত্রিমতা ছিল যাহা আমাদের দেশে ক্রমশঃই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। তিনি যে বাঙ্গালী ছিলেন একথা তিনি কখনই ভুলিতেন না এবং তাঁহার চরিত্রের এই অংশটি প্রত্যেকেরই অনুকরণীয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলেন যে, পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত একদিন মাত্র সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার রচনায় ভাব অলঙ্কার-প্রিয়তার ও ভাবা-সৌন্দর্য্যে আবৃত। পশ্চিম বঙ্গে তাঁহার যত প্রভাব, পূর্ব্ববঙ্গে বোধ হয় তত প্রভাব নাই ও ছিল না। তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের পার্থক্য এই প্রথম শুনা যাইতেছে। এইরূপ কথার যৌক্তিকতা নাই কারণ তিনি সমস্ত বঙ্গের।

অতঃপর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বলেন যে পশ্চিম বঙ্গ পরলোকগত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন সেরূপ শ্রদ্ধা তিনি পূর্ব্ব-বঙ্গে পান নাই। তিনি গরীব সাহিত্য-সেবীদিগকে অনেক সময় সাহায্য করিতেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, চন্দ্রশেখর বাবু আমার পরম বন্ধু পরলোকগত রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর সি আই ই মহোদয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার উপর আর কিছু বলা অনাবশ্যক হইলেও আমি কিছু বলিব, কারণ গুণীর গুণের আলোচনা শত বার হওয়া উচিত। আমি ২৫।৩০ বৎসর হইল সেন্ট্রাল টেক্‌ষ্ট বুক কমিটির অন্যতম সদস্যরূপে কাজ করিতেছি। এই কমিটি কখনও পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে প্রভেদ করেন নাই বরং অনেক সময়ে এই কমিটি পশ্চিম বঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ব বঙ্গের লেখকদিগকে অধিক পরিমাণে সমাদর করিয়া আসিতেছেন। আমি পরলোকগত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত সমগ্র পুস্তকগুলি পাঠ করিয়াছি। কোনও নূতন পুস্তক লেখা হইলেই তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই পুস্তক একখানি আমাকে পাঠাইয়া দিতেন। সার্ গুরুদাস ও আমি তাঁহাকে যে সমস্ত পত্রাদি লিখিয়াছি সেই

সমস্ত পত্র যদি তাঁহার বাড়ীতে থাকে ও যদি সেগুলি কখনও প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সর্ব্ব-সাধারণ দেখিতে পাইবেন যে, আমরা উভয়েই তাঁহাকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতাম। তিনি দুঃস্থ গ্রন্থকারদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। তিনি সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। আমি তাঁহার ভাষা অত্যন্ত ভালবাসিতাম; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের প্রচলিত ভাষা আমার তত পছন্দ হয় না। অদ্যকার এই সুন্দর প্রবন্ধ লেখার জন্য চন্দ্রশেখর বাবুকে ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত দুইটি সঙ্কল্প উপস্থিত করেন ও সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে এই দুইটি সঙ্কল্প গৃহীত হয়—(১) বাঙ্গালা-সাহিত্যের ভক্ত সেবক ও সমুজ্জ্বল রত্ন, বাঙ্গালা ভাষার অভিনব রচনা-রীতির প্রবর্ত্তক, বঙ্গীয় ও সংস্কৃত-সাহিত্যের উৎসাহদাতা এবং সাহায্যকর্ত্তা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব বিশিষ্ট সভ্য ও পরম হিতাকাঙ্খী কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর রায় বাহাদুর সি আই ই মহোদয়ের পরলোক-গমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া, আন্তরিক মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিতেছেন ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের সহিত গভীর মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।

(২) পরিষৎ সঙ্কল্প করিতেছেন যে, ৺কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহোদয়ের স্মৃতি-রক্ষার সমুচিত ব্যবস্থার জন্য সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত করা হউক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
সহ-সম্পাদক।

শ্রীচারুচন্দ্র বসু
সভাপতি।

## তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—২৬ শে ভাদ্র (১৩১৭), ১১ই সেপ্টেম্বর (১৯১০), রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ। ৪। প্রদর্শন,—(ক) কাশিমবাজারের মহারাজা বাহাদুর প্রদত্ত প্রস্তর-মূর্ত্তি। (খ) লালগোলার রাজা বাহাদুর কর্তৃক প্রদত্ত কতিপয় পুথি। (গ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের প্রদত্ত বৌদ্ধস্তূপের খণ্ড। (ঘ) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী বি এ মহাশয়ের প্রদত্ত তাঁতি পোকা নির্ম্মিত বস্ত্র। ৫। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস রায় বাহাদুর সি আই ই লিখিত "ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম সম্বন্ধে অলিকসন্দরের মত," (খ) শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়ের "দলবদ্ধ উদ্ভিদের সাহায্য বিনিময়" ও (গ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "নূতন পন্থা" ৬। শোক প্রকাশ—(ক) শশিভূষণ চৌধুরী (অবসর-প্রাপ্ত সব-জজ) ও (খ) অক্ষয়কুমার ঠাকুর এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের পরলোক-গমনে। ৭। বিবিধ।

উপস্থিতি—মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্ ডি (সভাপতি)

„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্

রায় বাহাদুর „ শরচ্চন্দ্র দাস সি আই ই

কুমার „ ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এ, বি এস্‌সি
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্
„ রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ
„ মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী এম্ আর এ এস্
„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
„ রামরতন সরকার
„ নগেন্দ্রকুমার মজুমদার
„ অচ্যুতানন্দ সেন গুপ্ত
„ শ্রীনাথ সেন
„ উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র
„ মণিমোহন মিত্র
„ সুরেশচন্দ্র সরকার
„ ললিতমোহন দে
„ শ্রীশচন্দ্র ঘোষ
„ অন্নদাচরণ কারকুন
„ চারুচন্দ্র বসু
„ সুরেন্দ্রকুমার রায়
„ সীতানাথ কর্ম্মকার বি এ
কুমার „ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ
„ নলিনচন্দ্র পাল
„ সত্যচরণ লাহা

শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা
„ পশুপতিনাথ শর্ম্মা কবীন্দ্র
„ কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
„ গোপালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
„ ভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ মহিমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
„ সচ্চিদানন্দ গুপ্ত বি এল্
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
„ নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
„ বামাচরণ কুণ্ডু
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়
„ শরচ্চন্দ্র চৌধুরী
„ মহেন্দ্রলাল মিত্র
„ প্রবোধকুমার দাস

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
„ হৃষীকেশ মিত্র
„ নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য
„ বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী
„ হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ
„ ডাঃ পশুপতি নাথ ঘোষ
„ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ বি
„ নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্
„ যামিনীভূষণ সেন এম্ বি
„ বিপিনবিহারী মিত্র
„ বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়
„ রামকমল চট্টোপাধ্যায়
„ রামকমল সিংহ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ — সম্পাদক

„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত
} সহঃ সম্পাদক

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর, গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন;—

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত | শ্রীগতিকৃষ্ণ সেন বি এ, ১৮।১ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন। |
| „ | „ | শ্রীকাশীপ্রসাদ জয়স্বয়াল বি এ, ব্যারিষ্টার, ৪০ ঝাউতলা রোড, বালীগঞ্জ। |
| শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় | শ্রীপদ্মিনীমোহন নিয়োগী | শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী জমিদার, 'মেহেরপুর বাঙ্গালা', ধুবড়ী, আসাম। |

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় | শ্রীপদ্মিনীমোহন নিয়োগী | শ্রীভুবনচন্দ্র বড়ুয়া বি এ, মার্চেন্ট, 'আসামভিলা' ৩২ অপার সার্কুলার রোড। |
| " | " | শ্রীআশুতোষ সাহা, ১১।১ হ্যারিসন রোড। |
| " | " | শ্রীসরোজভূষণ চট্টোপাধ্যায়, জমিদার, সাধুহাটী, যশোহর। |
| " | " | শ্রীযোগেন্দ্রলাল নন্দী বি এ, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, মালদহ। |
| " | " | ডাঃ শ্রী ডি আর দাস, ৭।১ হ্যারিসন রোড। |
| শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত | শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত | শ্রীঅম্বিকাপ্রসাদ সেন এম্ এ, বি এল্, অফিঃ ডেঃ মাঃ, রাজসাহী। |
| " | " | শ্রীসারদাপ্রসাদ সেন বি এল্, এ্যাসিঃ সেসন জজ, কুমিল্লা। |
| " | " | শ্রীতারিণীকৃষ্ণ সেন বি এল্, উকিল, মাণিকগঞ্জ। |
| " | " | শ্রীযোগেন্দ্রকুমার নিয়োগী বি এ, উকিল, মাণিকগঞ্জ। |
| " | " | শ্রীফটিকচন্দ্র দাস, ( Retired ) ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, মত্ত, মাণিকগঞ্জ। |
| " | " | শ্রীহেমেন্দ্রকুমার সেন, জমিদার, C/o শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন, বক্সি-বাজার, ঢাকা। |
| " | " | শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন এম্ এ, সব্ ডেঃ কলেক্টর, পটিয়া। |
| " | " | শ্রীভূধর দাস বি এল্, কুমিল্লা। |
| " | " | শ্রীপ্রমথনাথ দাসগুপ্ত, সব্ রেজিষ্টার, ঘিয়োর, মাণিকগঞ্জ। |

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত | শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত | শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সরকার, দশড়া, মাণিকগঞ্জ। |
| " | " | শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন এম্ এ, সব্ ডিঃ অফিঃ, নওগাঁ, রাজসাহী। |
| শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় | " | শ্রীনিখিলনাথ রায় বি এল্, সব্ ডিঃ অফিঃ, লালবাগ ( মুর্শিদাবাদ )। |
| " | " | শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন এম্ এ, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, হাওড়া। |
| " | " | শ্রীললিতগোপাল মুখোপাধ্যায়, সব্ রেজিষ্ট্রার, মেহেরপুর ( নদীয়া )। |
| " | " | শ্রীদাশরথি চট্টোপাধ্যায় বি এল্, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, নাটোর, রাজসাহী। |
| " | " | শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ বি এ, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, মাদারীপুর, ফরিদপুর। |
| " | " | শ্রীগোপেন্দ্র সরকার, ১৩৷১ হ্যারিসন রোড। |
| " | " | শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্, মুন্সেফ্, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা। |
| " | " | শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র সেন, সত্বাধিকারী, ইণ্ডিয়ান সোপ কোং, ৬৪৷১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। |
| শ্রীরজনীরঞ্জন দেব | " | শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি এ, শিক্ষক, রাজা গিরীশচন্দ্র হাই স্কুল, শ্রীহট্ট। |
| " | " | শ্রীশশিভূষণ দাস, শিক্ষক, রাজা গিরীশচন্দ্র হাই স্কুল, শ্রীহট্ট। |
| শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত | শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | শ্রীমন্মথেশচন্দ্র সান্যাল, এ্যাসিঃ সার্জ্জন, বি এন্ রেলওয়ে, নাইনপুর, সি পি। |
| " | " | শ্রীসতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সব্ ম্যানেজার, সুরসঙ্গ ওয়ার্ড-ষ্টেট, জনসন্ রোড ষ্টেসন, মোজাঃফরপুর। |

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীপশুপতিনাথ শর্ম্মা | শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র | শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, বেহালা ( ২৪ পরগণা )। |
| শ্রীরামরতন সরকার | " | শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র বি এ, ১৫৯।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট। |
| শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ | শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | শ্রীভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ৩৫।২ বীডন ষ্ট্রীট। |
| ডাঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ কর | " | শ্রীবিশ্বম্ভর মিত্র, ৫০ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। |
| শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় | " | শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৭৩ বেণ্টিক ষ্ট্রীট। |
| " | " | শ্রীনরেন্দ্রমোহন চৌধুরী, ৬৫ হরিশ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর। |
| " | " | শ্রীরামরতন চট্টোপাধ্যায়, ১১ চাউলপটী রোড, ভবানীপুর। |
| শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | " | শ্রীচন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ বি এ, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, হুগলী। |
| শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ | " | শ্রীনৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়, ৬২ বেণেটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা। |
| শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র | " | শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। |
| শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী | " | শ্রীনগেন্দ্রনাথ দে, ৬২ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট। |
| শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত | ডাঃ জে এন ঘোষ এম্ ডি, ৬৫।১ বীডন ষ্ট্রীট। |
| " | " | মৌলবী আবদুল ওয়ালী, সব্ রেজিষ্ট্রার, পুরুলিয়া। |
| শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | শ্রীযতীন্দ্রমোহন বসু, ২।৫ চৌরঙ্গী রোড। |
| " | শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মিত্র, ৭৮ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। |
| শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত | শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ | শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮৮।৯ চোরবাগান সেকেণ্ড লেন। |

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী | শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ | কবিরাজ শ্রীগিরিজাভূষণ রায় কবিভূষণ, ৯ জরিফস্ লেন। |
| | | ছাত্রসভ্য |
| শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র | শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত | শ্রীগিরিজানাথ ঘোষ, খলিফাবাগ, ভাগলপুর। |
| " | " | শ্রীকুমুদবন্ধু রায়, ৪৪।৩ হ্যারিসন রোড। |
| " | " | শ্রীমোহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বি এ, ১৮।২ ছকু খানসামার লেন। |
| " | " | শ্রীগুরুদাস গুপ্ত, ৪৪।৩ হ্যারিসন রোড। |
| " | " | শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত, ২য় বার্ষিক শ্রেণী, বি এম কলেজ, বরিশাল। |
| শ্রীরজনী রঞ্জন দেব | " | শ্রীশশিভূষণ পাল, ছাত্র, রাজা গিরিশচন্দ্র হাই স্কুল, শ্রীহট্ট। |
| " | " | শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শ্যাম, ছাত্র, রাজা গিরিশচন্দ্র হাই স্কুল, ঐ |
| " | " | শ্রীউপেন্দ্রনাথ দেব, ছাত্র, রাজা গিরিশচন্দ্র হাই স্কুল, ঐ |
| " | " | শ্রীহরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, ছাত্র, রাজা গিরিশচন্দ্র হাই স্কুল, ঐ |
| " | " | শ্রীমথুরানাথ দেব, ছাত্র, রাজা গিরিশচন্দ্র হাই স্কুল, ঐ |
| " | " | শ্রীগোপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ছাত্র, রাজা গিরিশচন্দ্র হাই স্কুল ঐ |
| " | " | শ্রীসজল কান্ত দাস, ছাত্র, রাজা গিরিশচন্দ্র হাই স্কুল ঐ |

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল :—

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র—১১৬। জিলা বর্দ্ধমানের মানচিত্র (ইন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়)

১১৭। জিলা দিনাজপুর ও বগুড়ার মানচিত্র (রাজেন্দ্রলাল মিত্র) ১১৮। জিলা চব্বিশ পরগণার মানচিত্র। ১১৯। জিলা যশোহরের মানচিত্র। ১২০। জিলা বাখরগঞ্জের মানচিত্র। ১২১। জিলা মুর্শিদাবাদের মানচিত্র। ১২২। জিলা ঢাকা ও ফরিদপুরের মানচিত্র।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী—১২৩। রমেশচন্দ্র দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী (আশুতোষ ঘোষ) ১২৪। নগেন্দ্র বালা (মোহিনী মোহন রায়) ১২৫। The Meditations & Contemplations of the Rev. James Hervey A.M. ১২৬। Letters of Hester Chapone ১২৭। Lessons on Food (Harro Nath Ray L. M. S) ১২৮। Military Life of Arthur Duke of Wellington ১২৯। The Indian National Congress (1901) ১৩০। দলিতকুসুম ১৩১। স্বদেশ-প্রেম ১৩২। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী—১৩৩। শ্রীশ্রীপদ্যাবলী ১৩৪। চিত্র কাব্যম্ ১৩৫। Pagal Haranath.

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র—১৩৬। মূর্ত্তিপূজা।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী—১৩৭। উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক।

ডাঃ শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু—১৩৮। খাদ্য।

শ্রীযুক্ত আব্দুল লতিফ— ১৩৯। জোলেখা।

শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ রায়— ১৪০। মধুর মিলন, ১৪১। সূত্রধর-তত্ত্ব (পরিশিষ্ট)। ১৪২। শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিণী, ১৪৩। শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য— ১৪৪। ভাষা-পরিচ্ছেদ।

পুথি

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য— ১। পুরাতন পঞ্জিকা।

৫। অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লালগোলার রাজা বাহাদুর কর্ত্তৃক উপহৃত নিম্নলিখিত পুথিগুলি প্রদর্শন করেন;—

১। (ক) হিতোপদেশ—শ্রীবিষ্ণু শর্ম্মা প্রণীত (সংস্কৃত) (খ) সত্যনারায়ণের কথা (বাঙ্গালা), (গ) বীরাষ্টমীর ব্রতকথা (সংস্কৃত), (ঘ) দুর্ব্বাষ্টমীর ব্রতকথা (সংস্কৃত), (ঙ) ললিতা সপ্তমীর ব্রত (সংস্কৃত), (চ) শিবরাত্রির ব্রত (সংস্কৃত)।

২। (ক) নৃসিংহ সরস্বতী কৃত বেদান্তসার টীকা সুবোধিনী, (খ) হস্তামলক—শঙ্করাচার্য্য কৃত টীকা সমেত, (গ) ভরত সেন কৃত দ্রুতবোধ ব্যাকরণ।

৩। (ক) পুরুষসূক্ত ব্যাখ্যা, (খ) লক্ষ্মী চরিত্রম্।

৪। রঘুনন্দন—অষ্টাদি প্রতিষ্ঠাপ্রয়োগ, ৫। পুরুষোত্তম দেব বিরচিত সপ্তসতী-টীকা।

৬। কুমারসম্ভব, ৭। পুষ্করণী অর্ঘ-বিধি, ৮। বৃষোৎসর্গ বিধি প্রভৃতি, ৯। আহ্নিক-পদ্ধতি ১০। রঘুনন্দনী কৃষ্ণযজ্ঞ প্রয়োগ, ১১। ভাগবত-ভাবার্থ-দীপিকাপ্রকাশিকা, ১২। ভগীরথ বিরচিত চণ্ডী টীকা, ১৩। কল্পশাস্ত্র, ১৪। উৎকল খণ্ডে পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য, ১৫। সটীক রুদ্রাধ্যায়, ১৬। কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ, ১৭। কাশীখণ্ড, ১৮। ছন্দমঞ্জরী গীতগোবিন্দ, ১৯। মহিমন্ন স্তোত্র, ২০। রঘুভট্টি কুমার (খণ্ডিত), ২১। কাশীদাসী মহাভারত, ২২। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, ২৩। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ, ২৪। বাজে পুঁথি, ২৫। অমরকোষ, ২৬। ষট্চক্রদীপিকা ( সটীক ) ২৭। প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশকৃত নৈষদটীকা, ২৮। রামসেবক কৃত কাতন্ত্রভট্টি টীকা, ২৯। কালীতারা, কালীরহস্য, গোপাল-স্তোত্র।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় কাশীমবাজারের মাননীয় মহারাজা প্রদত্ত প্রস্তরমূর্ত্তি ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রদত্ত কতিপয় বৌদ্ধস্তূপ খণ্ড প্রদর্শন করেন।

( ক ) কাশীমবাজারের মহারাজের প্রদত্ত মূর্ত্তি—

মূর্ত্তিটি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহা মুর্শিদাবাদ জেলায় মহারাজের জমিদারীর অধীনে শক্তিপুর থানার অন্তর্গত দেবকুণ্ড গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল। বেলডাঙ্গা-নিবাসী চিত্রকর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহা মহাশয় ইহার সংবাদ লইয়া আসিয়াছিলেন। তৎপরে মহারাজা বাহাদুর ইহার সন্ধান করিয়া যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়াছেন। মকরপৃষ্ঠে গঙ্গাদেবী দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার কটিদেশ হইতে নিম্নভাগ বর্ত্তমান আছে। উর্দ্ধদেশ ভগ্ন। দেবীর দক্ষিণে একটি সহচরী ছত্র ধারণ করিয়া আছে ও বামে অপরা ব্যজন করিতেছে। পাদপীঠে নতজানু উপাসকের মূর্ত্তি।

( খ ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রদত্ত—

বুদ্ধগয়া হইতে আনীত গোলাকার স্তূপ-বর্ত্তুলের অংশ। ইহার গায়ে ধ্যান-নিমগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তির কয়েকটি পংক্তি আছে। ইহার উপরে আধুনিক নাগরিতে কয়েকটি অক্ষর আছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগ্চী বি এ মহাশয়ের প্রদত্ত তাঁতিপোকা-নির্ম্মিত বস্ত্র প্রদর্শন করেন। এই বস্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ গত মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

৬। অতঃপর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি আই ই মহাশয় "ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম সম্বন্ধে অলিকসন্দরের মত" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ভাগলপুরের শ্রীযুক্ত তারকনাথ মহাশয়জীর পুস্তকাগারে প্রাপ্ত একখানি পুস্তক হইতে এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন কালে মহাবীর যবনরাজ আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয় উপলক্ষে দেশবিদেশ অতিক্রম করিয়া যখন ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, তখন এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতে দণ্ডী নামে এক জ্ঞানী ও বয়োবৃদ্ধ তপস্বী বাস করিতেন। আলেকজাণ্ডার মহাত্মা দণ্ডীকে নিজের সহিত সাক্ষাৎ

করিবার আহ্বান-সংবাদ একজন দূতদ্বারা প্রেরণ করেন, কিন্তু দণ্ডী কোনরূপ সর্ত্তেই আলেকজাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকার করেন নাই। তাহাতে দূত তাঁহাকে নানারূপ ভয় প্রদর্শন করেন, কিন্তু দণ্ডী বলেন যে, তিনি তাঁহার ভয়ে ভীত নহেন। তিনি বলেন যে, আলেকজাণ্ডার যদি তাঁহাকে বধ করেন, তাহা হইলে তিনি জরাগ্রস্থ ভগ্নপ্রায় দেহপিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া অধিকতর শান্তিময় স্থানে গমন করিবেন। এই সংবাদে আলেকজাণ্ডার দণ্ডীর নিকট এই মর্ম্মে এক পত্র লিখেন যে, তিনি ব্রাহ্মণদিগের মতের সারবত্তা ও আশ্চর্য্য জীবনোপায় সম্বন্ধে অনেক অসাধারণ কথা শুনিয়াছেন। সেই বিষয় তাঁহার নিকট পরিজ্ঞাত হইবার জন্য ও তাহার শ্রেষ্টতা উপলব্ধি করিবার জন্য তাঁহার শিষ্য হইতে ইচ্ছা করেন। এই পত্রের উত্তরে দণ্ডী আলেকজাণ্ডারকে লিখিয়া জানান যে, ব্রাহ্মণদিগের জীবন বিশুদ্ধ, সরল ও সুখ-দুঃখে অবিচলিত। তাঁহাদের হৃদয়ে হিংসা, দ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতার লেশমাত্র নাই। তাঁহাদের জন্য কোনরূপ বিচারালয়ের আবশ্যক হয় না, কারণ তাঁহারা কোনরূপ দুষ্কর্ম্ম করেন না। তাঁহাদের একমাত্র বিধি আছে যে, তাঁহারা স্বভাবের কোনরূপ নিয়ম ভঙ্গ করেন না। কেবলমাত্র জীবন-ধারণের জন্য যাহা প্রয়োজন হয়, তাহাই সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহারা আয়াস স্বীকার করেন। প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন জিনিষে তাঁহাদের বাসনা নাই। তাঁহারা সকলকে ভ্রাতৃভাবে দেখিয়া থাকেন। কারণ সকলেই এক পরম পিতা পরমেশ্বরের সন্তান ও তিনি যাহা দিয়াছেন, তাহা সকলেরই সমান ভাবে ভোগ করা উচিত। বৃক্ষত্বক্ ও পত্র পরিধান করিয়া তাঁহারা লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকেন ও তাঁহারা স্ত্রীগণকে অলঙ্কারাদির দ্বারা ভূষিত করেন না, কারণ তাঁহারা জানেন যে, আড়ম্বরযুক্ত পরিচ্ছদে সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি না হইয়া কষ্টেরই বৃদ্ধি হয়। লক্ষ্মী তাঁহাদের একমাত্র শত্রু। যাহাই ঘটনা হয়, তৎসমস্তই তাঁহারা ভবিতব্য বলিয়া বিবেচনা করেন। এই পত্র-প্রাপ্তির পর আলেকজাণ্ডার কৌপীনধারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিবার জন্য কতিপয় সহচর সহ দণ্ডীর নিকট আগমন করেন ও তাঁহাকে বলেন যে, তাঁহার জ্ঞানের কিয়দংশ লাভের জন্য তাঁহার চরণপ্রান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া দণ্ডী আলেকজাণ্ডারকে অনেক উপদেশ প্রদান করেন। আলেকজাণ্ডার ধীরভাবে সেই সমস্ত উপদেশ শুনিয়া প্রাজ্ঞমনীষী দণ্ডীকে বলেন যে, তিনি তাঁহার সমস্ত কথার যাথার্থ্য সম্যক্রূপে উপলব্ধি করিতেছেন। তিনি পূর্ণ শান্তির মধ্যে থাকিয়া প্রকৃতির সমস্ত ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান হইয়াছেন, কিন্তু আলেকজাণ্ডার নিজে কোলাহল ও অবিরাম শ্রম লইয়া বাস করিতেছেন। আলেকজাণ্ডার এই কথা বলিলে পর, তদীয় দাসগণ দণ্ডীর সম্মুখে বহুমূল্য আশ্চর্য্য কারুকার্য্য সম্বলিত স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রস্থিত উপহার সম্ভার উপস্থিত করেন। দণ্ডী ইহা দেখিয়া হাস্য-সম্বরণ করিতে পারেন নাই এবং নানা কথার পর তিনি অবশেষে আলেকজাণ্ডারকে বলেন যে, "পাছে তুমি মনে কর আমি তোমার উপহারের প্রতি অবজ্ঞা করিতেছি, এই জন্য আমি এই ঘৃত গ্রহণ করিলাম।" দণ্ডী এই কথা বলিয়া অরণ্য হইতে কতকগুলি শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক উহাতে অগ্নি সংযোগ

করিয়া আলেকজাণ্ডারকে বলিলেন যে, "ব্রাহ্মণের সমস্ত বস্তুই আছে। ব্রাহ্মণ যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই ভোগ করিতে পারেন।" এই বলিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে ঘৃতাহুতি দিয়া তৎসমক্ষে অতি সুস্বরে সমস্ত পদার্থের দাতা পরমেশ্বরের স্তব গান করিতে লাগিলেন।

৭। এই প্রবন্ধ পাঠ করা হইলে পর, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলেন যে, রায় বাহাদুরের এই প্রবন্ধে খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহার একটি সুন্দর চিত্র বর্ণিত হইয়াছে—প্রবন্ধ-লেখক প্রবন্ধের জন্য পরিষদের ধন্যবাদার্হ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দেন।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দেন এবং বলেন যে, কোন্ স্থানে আলেকজাণ্ডারের সহিত দণ্ডীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ এই প্রবন্ধে থাকিলে আরও ভাল হইত।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, পুরাকালে সাধু-সন্ন্যাসী কি ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তাহার একটি সুন্দর চিত্র আমরা এই প্রবন্ধে প্রাপ্ত হইয়াছি।

৮। তৎপরে সময়াভাবে নিবারণ বাবুর প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল ও রাখাল বাবুর প্রবন্ধ-পাঠ স্থগিত রহিল।

৯। অতঃপর সম্পাদক মহাশয় পরিষদের সভ্য অক্ষয়কুমার ঠাকুর এম্ এ, ও শশি-ভূষণ চৌধুরী এম্ এ বি এল্ মহাশয়দ্বয়ের পরলোক-গমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শোক-প্রকাশ করিলেন ও স্থির হইল যে, ইঁহাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারের নিকট সহানুভূতি-সূচক পত্র প্রেরিত হইবে।

১০। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীচারুচন্দ্র বসু
সভাপতি।

## চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—১৫ই আশ্বিন (১৩১৭), ২রা অক্টোবর (১৯১০), রবিবার অপরাহ্ণ ৬৷৷০ টা।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকো-পহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ। ৪। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়কে পরিষদের বিশেষ সভ্যরূপে গ্রহণ সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ৫। প্রদর্শন—(ক) ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম্, এ; এল, এম, এস্ মহাশয়ের প্রেরিত হিন্দু কেল্লার কামান (খ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত হুসেন শাহী মুদ্রা (গ) শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত কয়েকটী মুদ্রা। ৬। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয়ের "বাঙ্গালার ক্রিয়াপদ" ও (খ) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "ভারতে লিপির প্রাচীনত্ব" (বেদাদি সাহিত্যিক প্রমাণ-সম্বলিত)। ৭। শোক-প্রকাশ—প্রমথনাথ মিত্র ব্যারিষ্টারের পরলোক-গমনে। ৮। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু (সভাপতি)
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
„ চিত্তসুখ সান্যাল
„ শরৎকুমার লাহিড়ী
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
„ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
„ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
„ হেমেন্দ্রনাথ বক্শী
„ দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
„ চন্দ্রনাথ মিত্র
„ পূর্ণচন্দ্র মল্লিক

শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায়
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ শ্রীশচন্দ্র গুহ
„ হেমেন্দ্রমোহন গুহ
„ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ
„ বিনয়কুমার সরকার এম্ এ
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ নন্দলাল দে
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ সন্তোষকুমার বসু
„ তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ—সম্পাদক
„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
} সহঃ সম্পাদক।

২। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ বি এল্ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার | শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত | শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ সংস্কৃতাধ্যাপক, ঢাকা কলেজ, পোঃ রমণা, ঢাকা। |
| শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় | " | শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কাঞ্চনতলা কুঠী, সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান। |
| শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ | " | শ্রীঅবনীভূষণ দাস বি এস্‌সি ৬ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট। |
| শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী | " | শ্রীব্রজনাথ পাল চৌধুরী জমিদার, রাণাঘাট, নদীয়া। |
| " | " | শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৩ শ্রীগোপাল মল্লিকের লেন। |
| শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত | শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | শ্রীরাখালচন্দ্র পালিত অধ্যাপক, বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল স্কুল। |
| " | " | শ্রীমোজঃফর আহাম্মদ মাদ্রাস্ মেস্, নোয়াখালী। |
| শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত | " | শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় কান্তিক প্রেস্, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। |
| " | শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল | শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র, অর্চ্চনা সম্পাদক ২৬ পার্ব্বতীচরণ ঘোষের ষ্ট্রীট। |
| " | শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ | শ্রীহরিমোহন ভট্টাচার্য্য ৬৬ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। |
| শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী | শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত | শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু ৬১ নন্দলাল বসুর ষ্ট্রীট ( বাগবাজার ) |
| শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র | শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত | শ্রীমাখনলাল মৈত্র ১৭৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, (জামিরতা, পাবনা) |

৪। অতঃপর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্দেশানুসারে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্ব সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় বিশেষ-সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৫। তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল,—

উপহারদাতা। উপহৃত পুস্তকাদি।

রেজিষ্ট্রার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—

১৪৫। Calcutta University Minutes 1910 Pt. 1,

শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর এল্ আর্ সি, পি, এল্, এম্, এস্,

১৪৬। Diseases of Women.

১৪৭। Diseases of Children.

শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেব তরফদার—১৪৮। Dialogues (W. Carey).

শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু—১৪৯। ত্রিধারা, ১৫০। হিন্দুত্ব, ১৫১। ফুল ও ফল, ১৫২। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি, ১৫৩। কঃ পন্থা, ১৫৪। বেতালে বহুরহস্য, ১৫৫। সংযম্ শিক্ষা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার—১৫৬। শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত— ১৫৭। জাতীয় শিক্ষা ও সানিহাটী মাধ্যমিক ৫ম মান।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত— ১৫৮। গ্রীসদেশের ইতিহাস।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—১৫৯। বাঙ্গালার মস্‌নদ্।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দকালী শর্ম্মা মুন্সী— ১৬০। সংক্ষেপ ভাগবত ও সুধার আকর।

১৬১। সুধার আকর।

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত জ্যোতিঃশাস্ত্রী—১৬২। বিশুদ্ধ দৈনিক গ্রহস্ফুট।

শ্রীযুক্ত চৌধুরী কে, বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী—১৬৩। The Hanemann Medical College and Hospital of Chicago. (50th Annual Announcement)

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—১৬৪। আমার গ্রন্থাবলী (রত্নাকর) ১৬৫। সদ্ভাবকুসুম, ১৬৬। শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা, ১৬৭। সরল গণিত, ১৬৮। ক্রমদীপিকা, ১৬৯। সানিহাটী মাধ্যমিক ৫ম মান জাতীয় বিদ্যালয়ের ১ম বিবরণ, ১৭০। Indubala, ১৭১। The Devalaya and its Aims and Objects. ১৭২। Social Reform in Bengal.

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ—১৭৩। রাজকন্যা।

শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—১৭৪। পরদেশী।

৬। অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয়ের প্রেরিত হিন্দুকেল্লার কামান প্রদর্শন করেন। এই কামানটি শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল

ধন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে ঘাটাল সাব্‌ডিভিসনের অন্তর্গত শ্যামসুন্দরপুর: গড় নামক স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, মহাশয়েব প্রদত্ত হুসেনশাহী মুদ্রা, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়েব প্রদত্ত কয়েকটি মুদ্রা এবং শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত বৌদ্ধশাসন প্রদর্শিত হয়।

৭। অতঃপর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় "বাঙ্গালার ক্রিয়াপদ" প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে, প্রবন্ধ অতি সরস ও সুন্দর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলেন যে, প্রবন্ধ অতি সংক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং আশা করা যাইতেছে যে প্রবন্ধ ইহা অপেক্ষা বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইবে।

৮। অতঃপর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "ভারতে লিপির প্রাচীনত্ব" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। ভারতে লিপির অস্তিত্ব কত কাল হইতে ছিল, তাহা প্রবন্ধ-লেখক বেদ, উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ, সংহিতাদি গ্রন্থ হইতে চার পাঁচশত বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি পাণিনি প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তক হইতেও ভারতীয় লিপির প্রাচীনতা প্রমাণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে নানা বিভিন্ন মতের সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, ভারতের লিপি ভারতেই উৎপন্ন। লিপি-বিষয়ে ভারত কাহারও নিকট ঋণী নহে।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষীয় ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অত্যন্ত হাস্যাস্পদ। এই সমস্ত মতের তীব্র সমালোচনা হওয়া আবশ্যক। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলেন যে, ঐতরেয় গ্রন্থে অক্ষর শব্দের উল্লেখ আছে। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলেন যে, সমস্ত প্রবন্ধ না দেখিয়া কোনওরূপ মতামত প্রদান করা সম্ভবপর নহে। বিদেশীয় সাহিত্যিকগণ অক্ষরের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ক্রমশঃ ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

৯। অতঃপর প্রমথনাথ মিত্র ব্যারিষ্টার মহাশয়ের পরলোকগমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শোকপ্রকাশ করা হয়। সম্পাদক মহাশয় বলেন যে, পরলোকগত মিত্র মহাশয় পরিষদের একজন বিশেষ হিতৈষী সভ্য ছিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

| | |
|---|---|
| শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত | শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ |
| সহঃ সম্পাদক। | সভাপতি। |

## তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—১৮ই অগ্রহায়ণ (১৩১৭), ৪ঠা ডিসেম্বর (১৯১০), রবিবার, অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা।

আলোচ্য-বিষয়—রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ ও তাঁহার স্মৃতি-রক্ষণ।

উপস্থিতি—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)

„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্

„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার
„ শরৎকুমার লাহড়ী
„ সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এল্
„ বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এস্‌সি
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
„ ভবানীচরণ ঘোষ
„ যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্
„ চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্
„ মোক্ষদাচরণ ভৌমিক
„ বগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
„ শৈলেন্দ্রমোহন দত্ত
„ প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়
„ অম্বিকাপ্রসাদ মিত্র
„ অমূল্যচরণ সেন
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ প্রথমনাথ মিত্র
„ নিত্যানন্দ রাম
„ যতীন পাল
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ পশুপতিনাথ শর্ম্মা কবীন্দ্র
„ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল
„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
„ মন্মথমোহন বসু বি এ
„ বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
„ গৌরহরি সেন
„ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ
„ হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল
„ সতীশচন্দ্র সরকার
„ সতীশচন্দ্র বর্ম্মণ বি এল্
„ সন্তোষকুমার বসু বি এ
„ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত
„ প্রফুল্লকুমার সরকার বি এল্
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ বিনয়ভূষণ রায়
„ কুঞ্জবিহারী মণ্ডল
„ সুকুমার চট্টোপাধ্যায়
„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ রামকমল সিংহ
„ নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়
" বিনয়কুমার সরকার এম্ এ
" চিত্তসুখ সান্যাল
" বাণীনাথ নন্দী
" হেমন্তকুমার কর

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মিত্র
" হেমেন্দ্রনাথ বক্সী
" অমূল্যকুমার মুখোপাধ্যায়
" দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
" সতীন্দ্রসেবক নন্দী

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ ( সম্পাদক )

" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
} সহকারী সম্পাদক

প্রথমেই স্বর্গীয় কবির ভক্ত-শিষ্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়—"তুমি, নির্ম্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম্ম মুছায়ে" নামক গানটী গাহিয়া সভার উদ্বোধন করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত বগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সুকবি শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিএল্ রচিত নিম্নলিখিত কবিতাটী আবৃত্তি করেন—

## কবি রজনীকান্ত

প্রসূতি যন্ত্রণা ভুলে অঙ্কে তুলে লয়,
বক্ষে ধরে পরাণের প্রাণ-কিশলয়
আনন্দ-অধীর ! কি ধন সেই জানে তা' !
হে রজনীকান্ত ! তুচ্ছ করি' সর্ব্ব ব্যথা
কি ধন লাগিয়া তুমি পুলকিত প্রাণ—
রুদ্ধকণ্ঠ, বাক্যহারা,—করিলে প্রয়াণ
মহাকালপারাবারে ! ভক্তের বিভব,
ও সে দুঃখ-মৃণালের কমল-সৌরভ !
নীরব ও রব, তবু আজো কর্ণে আসে
মধুর ঝঙ্কার রোল—উচ্ছ্বাসে উল্লাসে !
অন্তপার—তবু হের রঙ্গে চারিধার
রজোহীন রজনীর জ্যোস্না-পারাবার !
সঙ্গীত থামিয়া যায়—রহে তার রেশ,
জীবন আলোকময়—কোথা তার শেষ !

অতঃপর শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেনগুপ্ত মহাশয় নিজ রচিত একটি কবিতা পাঠ করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় "কান্তকবি রজনীকান্ত" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে লেখক বলেন যে, সরল ও আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারে মৃত কবি ছোট বড় সকল সাহিত্যিককেই সাদরে অভ্যর্থনা করিতেন। তিনি চির-হাস্যময় ও চির-সঙ্গীতময় ছিলেন এবং পরিচিত বন্ধুবর্গের হৃদয়ে হাসির ফোয়ারা ও সঙ্গীতের তরঙ্গ ছুটাইয়া দিতেন। তাঁহার হাসির কবিতা সমাজের নিখুঁত চিত্র। তাঁহার সাধারণ কবিতার মধ্যে যথেষ্ট সৌন্দর্য্য বিদ্যমান থাকিলেও, তাঁহার ভক্তিতত্ত্ব ও ভগবৎ-বিষয়ক গীতগুলি কাব্য-জগতের ভাস্বর কোহিনুর। মৃত্যু-শয্যায় শায়িত থাকিয়াও, কবি যে ভাবে নিজের পুত্র-কন্যা বা শিষ্যকণ্ঠে গান শুনাইয়া তাঁহার বন্ধুবর্গকে পরিতৃপ্ত করাইয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে একটা ঐশ্বরিক প্রেরণা ব্যতীত মানুষের এমন সংযত সাধনার ভাব আসিতে পারে না। তাঁহাকে রুগ্নাবস্থায় দেখিয়া মনে হইত, যেন সত্য সত্যই ভগবান্ তাঁহার মত খাঁটি সোনাকে উজ্জ্বল করিবার জন্য ব্যাধিরূপ অগ্নিতে একবার দগ্ধ করাইয়া লইলেন। চির-হাস্যময় ও চির-সঙ্গীতময় কবি যে নির্ব্বাক্‌ভাবে এই পৃথিবীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিতাপের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। গত ২৮শে ভাদ্র রাত্রি ৮৷৷০ ঘটিকার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়।

এই প্রবন্ধ-পাঠের পর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় মৃত কবির রচিত "তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ" নামক গান গাহিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, রজনীকান্ত মৃত্যু-শয্যায় যে সকল কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই অমৃত। মৃত্যু-শয্যায় অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে তাঁহার কবিতা-রচনা দেখিয়া মনে হয় যে, রজনীকান্ত স্বভাব-কবি ছিলেন এবং এইজন্য তাঁহার সুন্দর কবিতা অপেক্ষা মৃত্যু-শয্যায় তাঁহার কবিত্বপূর্ণ ভাব অধিকতর সুন্দর। রজনী-কান্তের ন্যায় কবি সচরাচর জন্মগ্রহণ করেন না। মৃত্যু-ভীতি তাঁহার হৃদয়ে সাধারণ কবিতার প্রস্রবণ বন্ধ করিতে পারে নাই। ইহা তাঁহার পক্ষে গৌরবের বিষয় এবং বাঙ্গালী জাতির পক্ষে কম শ্লাঘার কথা নহে। এই সকল কথা স্মরণ করিয়া, তাঁহার প্রতি, তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি এবং বঙ্গভাষার প্রতি বাঙ্গালীর যে কর্ত্তব্য আছে, তাহা যেন বাঙ্গালী বিস্মৃত না হন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে, মৃত কবি ভাবে, ভাষায় ও ঝঙ্কারে সমান কৃতী ছিলেন। তিনি যেরূপ গম্ভীর বিষয় রচনায় সিদ্ধহস্ত, রহস্য-রচনাতেও সেইরূপ নিপুণ ছিলেন। তিনি যে কেবলমাত্র নিজে গান রচনা করিতেন, তাহা নহে। তিনি নিজের গানেই নিজে সুর দিয়া গাহিতেন। তিনি নানা উপায়ে বঙ্গভাষাকে অমূল্য রত্নরাজি দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথা মনে হইলে, মহাপুরুষের কথা মনে হয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে বিশেষভাবে

ধন্যবাদ প্রদান করেন ও বলেন যে, যাঁহারা ইংরাজী, জর্ম্মণ, সংস্কৃত প্রভৃতি সাহিত্যের আলোচনা করেন, তাঁহাদের নিকটেও রজনীকান্তের ভাবুকতা আদৃত হইবে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পর এরূপ কবি আর হয় নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু বি এ মহাশয় মৃত কবির সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কবিতাটী পাঠ করেন,—

## চিতাভস্ম

১

দীর্ঘ দিবা অবসান, ধীরে ধীরে আসিল নামিয়া
সন্ধ্যা ছায়া ঘন,
ঊৰ্দ্ধলোকে, নভোতলে, নিশিথিনী ফেলে আপনার
নীরব চরণ।
মন্দ হ'য়ে এল ক্রমে উগ্রতেজ জীবন-সংগ্রাম
আবেগ চঞ্চল ;
শ্রান্তিহীনা নগরীর থামে নাই তবু দিবসের
কর্ম্ম-কোলাহল।
সুধীর গম্ভীর সেই অপূর্ব্ব সঙ্গমে, নিশিদিনে,
যৌবনে জরায়,
আনন্দ কিরণ ধারা বরষিয়া একটি প্রদীপ
নিবে গেল হায়!

২

সে দিন শারদাকাশে দশমীর চন্দ্রকর-ধারা
প্লাবিল ধরণী ;
দক্ষিণের দূরাগত শীতল সমীরে ভেসে যায়
মেঘের তরণী।
গীত-ছন্দে, পুষ্প-গন্ধে, মৃদুমন্দ মলয় হিল্লোলে,
পাপিয়ার গানে,
কোন স্বপ্নরাজ্য হ'তে তন্দ্রালস আনন্দ সংবাদ
শিরে ধরি আনে!
শান্ত করি ক্লেশতাপ, রচিলে যে দিন আপনার
কুসুম-শয়ন,

প্রকৃতির অঙ্গ ভরি, হে কবি! উঠিল ফুটি কত
স্নেহ-আয়োজন!

৩

মরণ-নদীর তীরে ব্যর্থ আশা ল'য়ে, চারিদিন
চারি রাত্রি ধরি,
ছিন্ন করি দেহ-কারা ডুবেছ অতল নীরে
কি সংগ্রাম করি!
কণামাত্র অন্ন তব পশেনি শরীরে, পশে নাই
একবিন্দু জল;
শুধু রোগ যন্ত্রণায় বহিয়াছে সদা দেহ মাঝে
তীব্র হলাহল।
কণ্ঠে নাহি ছিল ভাষা,—বেদনা কাতর শুধু তব
দৃষ্টি সকরুণ
করিত প্রয়াস কত,—বুঝা'তে তোমার অন্তহীন
ব্যথা নিদারুণ।

৪

শয্যাপার্শ্বে বসি তব কতদিন—কত মাস ধরি,
হে ভাবুক কবি!
নিমেষ পলকহীন নয়নে হেরেছি রোগ-ক্লিষ্ট
শান্ত তব ছবি।
বুঝিয়াছি কি দাহনে দগ্ধ করি নিশিদিন
দুরন্ত অনলে,
সর্ব্ব চেষ্টা তুচ্ছ করি দারুণ বিরামহীন ব্যাধি
প্রতি পলে পলে,
তোমারে মৃত্যুর পথে গিয়াছে লইয়া; যাতনায়
সুশীতল জল
ল'য়েছ বদনে, তা'ও প'ড়েছে গড়ায়ে, সিক্ত করি
শুধু শয্যাতল।

৫

আঁখিভরা অশ্রু ল'য়ে, রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাসে, পূতচিত্তে
সারা দিনমান

পদতলে ছিনু বসি', নিরখিতে ভক্তি-নত হৃদে
সে মহাপ্রস্থান।
ছিল না বিশ্রাম ব্যথা, আসে নাই ক্লান্তি অবসাদ;
শুধু ক্ষণ তরে
তোমার চরণ ছাড়ি গিয়েছিনু তোমারি পূজায়
কম্পিত অন্তরে।
অচিরে শুনিনু যবে অমরাত্মা তব ত্যজি গেছে
এ মর সংসার,
ব্যাকুল বেদনে মোর উঠিল হৃদয়ে সুনীরব
তীব্র হাহাকার।

৬

তার পরে ধীরে ধীরে রাখি তোমা কুসুম-শয্যায়,
শত ভক্ত মিলে,
তোমার সঙ্গীত-তানে জাগাইয়া সুপ্ত নরনারী
তোমা ল'য়ে চলে।
অনল-যাতনাময় 'তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া' সে
'রসাল নন্দনে'
দয়াল লইলা ডাকি, সিক্ত করি তপ্ত তনু তব
করুণা-চন্দনে।
শত কণ্ঠে উৎসারিয়া সঙ্গীতের দিব্য সুধাধারা,
করি হরিধ্বনি,
শ্মশানের মুক্ত বুকে রাখিল সে অমূল্য-সম্ভার
বহি ল'য়ে আনি।

৭

আজ কত দিন পরে আবার আশ্রয় লভি প্রাণ
মৃত্যুর ছায়ায়,
চিনে নিল আপনারে, চিনিল সবায়, সংসারের
সীমান্ত রেখায়।
জীবন মৃত্যুর কবি! চাহি অনিমিষে স্পন্দহীন
শান্ত মুখে তব,
চকিতে নয়ন আগে গেল চলি নীরব যাত্রায়
এ নিখিল ভব।

শ্মশান-কিঙ্করদল, পাপকথা বলি, ফিরিতেছে
করি অট্টহাস;
শিশু-মুখে অগ্নি দিতে চুমে তারে পিতা, অশ্রুসনে
ফেলে দীর্ঘশ্বাস।

৮

হে কবি! হে মহাগুরু! পথভ্রান্ত আর্ত্ত মানবের
তুমি ধ্রুবতারা,
আঁধার কণ্টকবনে গৃহহীন শ্রান্ত পথিকের
তুমি জ্যোতিধারা!
ত্রিদিব বীণায় তব মূর্ত্তরাগে ললিত ঝঙ্কারে,
দীপকের গানে,
পথহারা কত প্রাণ ল'য়ে গেছ উর্দ্ধলোক দিয়ে
অনন্তের পানে।
প্রতিদিন তুচ্ছ হীন শত কাজে যেরা অতিক্রমি,
ক্ষুদ্র বর্ত্তমান,
শিখায়েছ অন্বেষিতে, লভিতে গো অনন্ত জীবনে
অমৃত সন্ধান!

৯

শতেক সঙ্গীত তানে ধ'রেছিলে ললাট উপরে
যে স্বর্গের আলো,
আজ তব চিতালোকে দীপ্ততর দিব্য তেজে তাহা
হইল উজল।
হে কবি! হে মহাগুরু! শিক্ষা সাধনায় কাটাইয়ে
জীবনের বেলা,
মরণে দেখায়ে দিলে নবরশ্মিপাতে বিধাতার
বিশ্বযন্ত্র খেলা।
অন্ধ মোহে মত্তপ্রাণ—চকিতে তাহার তন্দ্রা করি দূর
তাড়িত সঞ্চারে,
লক্ষ্যহারা গতিহারা শত চিত্ত আনিলে ফিরায়ে
অন্তরের দ্বারে।

১০

মূর্খ মোরা,—ইন্দ্রিয়ের সুখ দুঃখ ল'য়ে, আলিঙ্গন
করি মরুভূমি

ব'য়েছি সতত, তাই ভেবেছিনু ব্যাধির পীড়নে
আর্ত্ত বুঝি তুমি।
বিশুদ্ধ কনক সম দারুণ দাহনে বিকশিত
কান্তি শতধার
সুনির্ম্মল আত্মা তব এল বাহিরিয়া, দেহ শুধু
বিশুষ্ক অঙ্গার।
আকুল পিপাসা তার তৃপ্ত হল, সদা পরমেশ-
প্রেমামৃত পানে;
আনন্দ-মদির গন্ধে গুঞ্জরিয়া চরণ ঘেরিয়া,
মত্ত গুণগানে।

১১

ব্যাধিরে করিয়া ব্যর্থ চিরমুক্ত কল্পনা তোমার
ভ্রমি নিশিদিন,
মানস নয়নে তব দিত উদ্‌ঘাটিয়া, এ বিচিত্র
বিশ্ব সীমাহীন।
প্রবাস অতীত হল, এ জগতে সাঙ্গ হল যবে
জীবনের কাজ,
মরণে আহ্বান করি লইলে বরিয়া পরাইয়ে
কি মোহন সাজ।
দেখাইলে রোগ-জ্বালা-উদ্বেগ-আকুল এ জীবন
বিষাদ আধার ;—
সর্ব্ব শোক, সর্ব্ব তাপ, সর্ব্বব্যথাহর মরণ সে
শান্তি-পারাবার!

১২

গভীর নিশীথ রাতে ধীরে ধীরে বসিনু আসিয়া
জাহ্নবীর তীরে;
নীরবে বহিয়া যায় স্নিগ্ধ জলরাশি আলিঙ্গিয়া
সুপ্তা নগরীরে।
পাখী উড়ে গেল পারে চমকিয়া স্তব্ধ নীরবতা
নৈশাকাশ তলে,
শিরোপরে মর্ম্মরিয়া উঠিতেছে অশ্বত্থমঞ্জরী
সমীর-হিল্লোলে।

ক্ষুদ্র তরীখানি দূরে নদীবক্ষে স্বচ্ছ-অন্ধকারে
যায় কোন স্থানে,
চিতানল রক্তশিখা উচ্চ শিরে উঠিছে নিয়ত
স্বর্গলোক-পানে।

১৩

তখন সে গগনের পটভূমি প'রে ধীরে ধীরে
হইল উদয়,
তারালোকদীপ্ত পথে শুচিস্মিত কান্ত ছবি তব,
পুণ্য-জ্যোতির্ম্ময়!
নন্দন-মন্দার-গন্ধে আমোদিত করি বায়ুস্তরে
অপ্সর কিন্নর,
কলহাস্যে দলে দলে পরাইল বিজয় মুকুট
তব শিরোপর।
শতেক শিঞ্জিনি-ধ্বনি প্রতিধ্বনি সহ ভাসি আসে
প্লাবিয়া শ্রবণ,
বীণা মুরলীর তানে কি সঙ্গীতে উঠিল ভরিয়া
নিশীথ পবন!

১৪

গতপ্রায় শ্মশান-শর্ব্বরী ; এবে হ'ল নির্ব্বাপিত
চিতানল-রেখা,
শত ক্ষুদ্র অগ্নিকণা স্বল্পালোকে মণি-রত্ন মত
শুধু যায় দেখা।
জনে জনে নম্রমুখে মৃণ্ময় কলসে ল'য়ে আসি
পূত গঙ্গাজল,
অন্তিম শয়নে, কবি! দিল তোমা শেষ অর্ঘ্য ল'য়ে
করি সুশীতল!
অশ্রুভার চক্ষে ল'য়ে, নতশিরে, ম্লান উষালোকে,
মন্থর চরণে,
ধীরে ফিরে আসিলাম, বাঁধি ল'য়ে চিতাভস্মশেষ
উত্তরীয় কোণে!

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, কএকবৎসর পূর্ব্বে পূর্ণিমা-সম্মিলনে রজনী-কান্তের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। সেই রাত্রিতেই তাঁহার অমৃতময়ী বাণী এবং

সুমিষ্ট কণ্ঠঝঙ্কার শুনিয়া তাঁহার প্রতি অপরিসীম প্রীতি এবং অপরিমেয় শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। তিনি যে প্রকৃত কবি তাহা তাঁহার মৃত্যু-শয্যায় প্রথমে জানিতে পারা যায়। পীড়ার সময় তাঁহার অমৃতবর্ষণ দেখিয়া হোমার ও মিল্টনের কথা মনে পড়িত। রজনীকান্তের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, তাঁহার নিজের পৌত্রের মৃত্যুতে যে শোক হইয়াছিল, রজনীকান্তের মৃত্যু-সংবাদে তাঁহার তদপেক্ষা অধিক শোক হইয়াছিল। তাঁহার দুস্থ পরিবারের দুঃখমোচন করা এবং তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করা আমাদের কর্ত্তব্য। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য তাঁহার একটি তৈলচিত্র এবং তাঁহার গ্রন্থের একটি স্মৃতি-সংস্করণ করা আবশ্যক এবং এই স্মৃতি-সংস্করণ হইতে যে আয় হইবে, তাহা তাঁহার পরিবারবর্গকে দেওয়া হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিলে পর তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :—

"স্বদেশভক্ত, কবিতা ও গীতি-রচয়িতা, রহস্য-সঙ্গীত-রচনা-কুশল, বন্ধুজনপ্রিয়, কোকিল-কণ্ঠ গায়ক, কবিবর রজনীকান্ত সেন মহাশয় দুঃসহ রোগযন্ত্রণায় অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া অকালে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনে বঙ্গীয় কবিকুলে একটি উজ্জ্বলতম রত্নের অভাব হইল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে সমবেত বঙ্গবাসিগণ তাঁহার মৃত্যুতে আন্তরিক শোকপ্রকাশ ও কবিবরের শোকগ্রস্তপরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনাসূচক পত্র লেখার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদককে অনুরোধ করিতেছেন।"

সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় স্বর্গীয় কবির রচিত "অমৃত" নামক পুস্তকখানি বিনামূল্যে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য, শ্রীযুক্ত শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়কে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বলেন যে, এই সভাতে মৃত কবির যে সমস্ত গুণাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে, তদপেক্ষা তাঁহার অনেক বেশী গুণ ছিল। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষা করা উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীর কর্ত্তব্য কার্য্য।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব করেন ও সেই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :—

"বঙ্গের কীর্ত্তিমান্ কবি রজনীকান্তের স্মৃতি-রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা বঙ্গবাসীদিগের কর্ত্তব্য। এজন্য এই সভা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রতি তাহার সমুদয় ভার অর্পণ করিতেছেন।"

সভাভঙ্গের পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয় উপস্থিত সভ্যগণের নিকট অর্থ-প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনানুযায়ী ২৪৬৷৶৫ চাঁদা স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৭৷৶৫ সভাস্থলে সংগৃহীত হয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ত্তৃক মৃত কবির "আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল ক'রেছে গর্ব্ব করিতে চুর" সঙ্গীত গীত হইলে পর, সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভাভঙ্গ করা হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত—সহঃ-সম্পাদক। শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী—সভাপতি।

## পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—১১ই অগ্রহায়ণ (১৩১৭), ২৭শে নবেম্বর (১৯১০), রবিবার, অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ-পাঠ, ২। সভ্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—(ক) ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল্ এম্ এস্ মহাশয়ের প্রদত্ত বৌদ্ধস্তূপ ও শালগ্রাম-শীলা, (খ) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের প্রদত্ত ব্রহ্মদেশীয় বুদ্ধমূর্ত্তি ও (গ) পরিষৎকর্ত্তৃক কামাখ্যা হইতে সংগৃহীত হরগৌরী-মূর্ত্তি। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের "অম্লবেতস্", (খ) শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের "কোচবিহারের ভাষা ও গ্রাম্য-সাহিত্য", (গ) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত বি এ মহাশয়ের "ধর্ম্মপালের গড়" এবং (ঘ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সারদা-প্রসন্ন কবিরত্ন মহাশয়ের "মহাকবি কালিদাস"। ৬। শোক-প্রকাশ—কুমার পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায়, হরিচরণ সরখেল এম্ এ, বি এল্ ও দুর্গাপ্রসাদ মিশ্র মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

উপস্থিতি—মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি (সভাপতি)

রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্

„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি, এল্

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
„ কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
„ বাণীনাথ নন্দী
„ চিত্তসুখ সান্যাল
„ চারুচন্দ্র বসু
„ অম্বিকাচরণ গুপ্ত
„ ডাঃ আবদুল গফুর
„ মৌলবী মহম্মদ একরাম খাঁ
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ সতীশচন্দ্র মিত্র

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার
„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
„ হেমন্তকুমার কর
„ কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত বি এ
„ হেমদাকান্ত চৌধুরী
„ নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু
„ অম্বিকাপ্রসাদ মিত্র মজুমদার
„ শ্রীশচন্দ্র বসু
„ আনন্দনাথ রায়

শ্রীযুক্ত শশিকান্ত সেন গুপ্ত
„ প্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার
„ শশিভূষণ ঘোষ
„ নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র
„ পশুপতি দত্ত
„ ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ বি এ, বি এস্‌সি
„ পূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী
„ জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
„ অবনীকান্ত উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত মহম্মদ সহিদুল্লাহ্‌ বি এ
„ সতীশচন্দ্র বসু
„ রামকমল সিংহ
„ বিহারীলাল দাস
„ শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
„ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ সূর্য্যকুমার পাল
„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ ফণিভূষণ বসু

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ } সহঃ-সম্পাদক
„ রাখালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম্ এ }

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর, গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত | শ্রীরামকমল সিংহ | শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম্ এ, বি এল্ উকীল, ফরিদপুর। |
| „ | শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | শ্রীনগেন্দ্রকুমার মজুমদার জমিদার, বাজিতপুর, ফরিদপুর, বর্ত্তঃ কুঠিঘাটা, বরাহনগর, হরিশ-ভবন। |
| „ | শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ঘোষ ডেঃ মাঃ, ধুবড়ী। |
| শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র | শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত | শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় Sectional Officer P. W. D. Satpookoor Bungalow Ghaterswar P. O, (24 pargs). |
| | | শ্রীআশুতোষ সিংহ ডাক্তার, ৩।২ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট। |

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দে | শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত | শ্রীহেমেন্দ্রমোহন রায় বি এ<br>Asst. Supdt, Acct. General's Office, Rangoon. |
| শ্রীশরৎচন্দ্র রায় | " | শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত বি এল্<br>৩০।১ বৈঠকখানা রোড। |
| শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ | " | শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র রায় এল্ এম্ এস্<br>৫৭ অখিল মিস্ত্রীর লেন। |
| শ্রীজগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | " | শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় আই সি এস্<br>Madras. |
| শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | " | শ্রীযোগেশচন্দ্র দাসগুপ্ত বি এ<br>দ্বিতীয় শিক্ষক, রাধানাথ হাই স্কুল, স্বর্ণগাম পোঃ, ঢাকা। |
| শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু | " | শ্রীঈশানচন্দ্র চৌধুরী<br>বিষ্ণুপুর, মুনশীবাজার পোঃ, শ্রীহট্ট। |
| শ্রীরামকমল সিংহ | " | শ্রীললিতকৃষ্ণ চৌধুরী<br>৪০ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। |
| " | " | শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস<br>Chitpur Coal Depot. |
| " | শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | শ্রীসৌরীন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ<br>জমিদার, ছাতিনাকান্দী, কান্দী, মুর্শিদাবাদ। |
| শ্রীসারদাচরণ মিত্র | " | শ্রীহরিপ্রসাদ মিত্র এম্ এস্‌সি<br>২৫।৩ বোসপাড়া লেন। |
| শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র | শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | শ্রীঅক্ষয়কুমার তত্ত্বনিধি<br>ঈশান চতুষ্পাঠী, ডোঙ্গাভাঙ্গা,<br>পলাশপাই ( মেদিনীপুর )। |
| শ্রীসতীশচন্দ্র সাহা | শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র | শ্রীসাধুচরণ মুখোপাধ্যায়<br>নটের (Notair) চন্দননগর। |
| ডাঃ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় | শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত | শ্রীভবেন্দ্র ঘোষ শাস্ত্রী<br>৭ মুরা থার্ড লেন, বেলেঘাটা পোঃ। |
| শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত | শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল | শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ বি এল্<br>১৬।১ মিত্রের লেন। |
| | | শ্রীসতীশচন্দ্র বর্ম্মণ বি এ<br>শ্রীমাধরায়ের লেন, চোরবাগান। |

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
| --- | --- | --- |
| শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন | শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় | শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ডেঃ মাঃ, কটক। |
| " | | শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ অধ্যাপক, জগন্নাথকলেজ ঢাকা। |
| " | " | শ্রীরেবতীনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ডেঃ মাঃ, হাওড়া। |
| শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ | " | শ্রীরজনীপ্রসাদ নিয়োগী ডেঃ মাঃ, ফরিদপুর। |
| শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত | শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র ১২ নারিকেলবাগান। |
| " | " | শ্রীযতীন পাল ৭।১ পারশীবাগান লেন। |
| | | ছাত্র-সভ্য |
| শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র | শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র | শ্রীজানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ১৩।৩ তারক চাটুর্য্যের লেন। |

৪। তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহার দাতৃগণকে নিম্নলিখিত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল—

| উপহারদাতা | উপহৃত পুস্তকাদি |
| --- | --- |
| শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত | ১৭৫। শিশির |
| শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী বি এ | ১৭৬। কবি-সম্মিলনী |
| শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় | ১৭৭। আলপনা |
| কুমার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব | ১৭৮। বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না |
| শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | ১৭৯। সাবিত্রী |
| শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী | ১৮০। চণ্ডিকাবিজয় |

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—১৮১। শান্তিপথ, ১৮২। সাহিত্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র, ১৮৩। বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ, ১৮৪। রাধা, ১৮৫। আমার গ্রন্থাবলী, ১৮৬। শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান কার্য্যের পরিচয়, ১৮৭। আর্য্য-বিধবা, ১৮৮। গার্গী, ১৮৯। বিবাহ মীমাংসা, ১৯০। A simple means of mass Education, ১৯১। Expansion of Self Pt. 1.

শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সরকার বি এ, বি টি—১৯২। রহস্য-সন্দর্ভ, ১৯৩। বিবিধার্থ-সংগ্রহ, ১৯৪। গৌড় ও বেহার দেশীয় নক্সা, ১৯৫। Several tracts on Hindu Theism.

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বর্ম্মণ—১৯৬। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত ( ১ম ভাগ )।

শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ মজুমদার দেবশর্ম্মা—১৯৭। কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ।

„ সম্পাদক "একলিপি-বিস্তার-পরিষদ্"—১৯৮। বিদ্যাপতি ঠাকুরকী পদাবলী।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—১৯৯। সাহিত্য-রত্ন, ২০০। উর্দ্দু উপদেশ, ২০১। বৈষয়িক ব্যাপার, ২০২। অনুত্তম স্তবনাবলি।

রেজিষ্ট্রার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—২০৩। Calcutta University Minutes Pt. V (1909).

পুথি

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়—১। বৈষ্ণব-বন্দনা, ১১৬০ সাল ২। গীতগোবিন্দ, ৩। প্রার্থনা, ৪। শল্যপর্ব্ব, ৫। স্মরণমঙ্গল, ৬। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, ৭। পদাবলী, ৮। সুদামার দারিদ্রভঞ্জন, ৯। চৈতন্য-তত্ত্বসার, ১০। গোবিন্দলীলামৃত কথা, ১১। ডাকচরিত, ১২। যোগাদ্যার বন্দনা, ১৩। গোবিন্দলীলামৃত, ১৪। পদাবলী, ১৫। হংসদূত ( খণ্ডিত ), ১৬। ভক্তিচিন্তামণি, ১৭। রামায়ণ ( উত্তরাকাণ্ড ), ১৮। নাড়ী-পরীক্ষা ( সংস্কৃত ), ১৯। চৈতন্যচরিতামৃত।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয়ের প্রেরিত বৌদ্ধস্তূপ ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের প্রদত্ত ব্রহ্মদেশের বুদ্ধমূর্ত্তি ও সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক হরগৌরী-মূর্ত্তি প্রদর্শন করান। এই ব্রহ্মদেশীয় বুদ্ধমূর্ত্তি কতদিনের ও প্রথম ইহা কোথা হইতে আনীত হইয়াছে, তাহা কোন প্রকারে জানা যায় নাই ও জানেন নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক গণ্ডক নদীতীরে প্রাপ্ত দুইটি শিলা প্রদর্শন করেন। এই শিলা দুইটি কোনও প্রকার জীবাশ্ম।

অতঃপর শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "অম্লবেতস" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, বিভিন্ন গ্রন্থকারগণ এই অম্লবেতস গাছকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং এইরূপে ইহার ৪৩ নামকরণ হইয়াছে। ইহার ফলে আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়িগণকে অনেক সময়ে গোলযোগে পড়িতে হয়, কারণ দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন গাছকে এবং গাছের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে অম্লবেতস বলিয়া থাকে।

অতঃপর প্রবন্ধ-লেখক বাজারে প্রচলিত কতকগুলি অম্লবেতসের নমুনা দেখাইলেন।

শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, প্রদর্শিত দ্রব্যগুলির মধ্যে কোনটিই অম্লবেতস নহে, ইহা বাস্তবিক পক্ষে একরূপ লোণা জাতীয় বৃক্ষ।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-পাঠককে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, কবিরাজ মহাশয়ের বস্তু নির্দ্দেশে এইরূপ গোলমাল থাকিলে আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ভাবনার ও ভয়ের বিষয়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের নির্দ্দেশ অনুসারে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় পরিষদের অন্যতম ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত বি এ মহাশয়কে সভাতে পরিচয় করাইয়া দেন ও

পরিচিত হইলে পর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত মহাশয় তাঁহার "ধর্ম্মপালের গড়" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)।

সভাপতি মহাশয় এই প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে, পালবংশীয় ধর্ম্মপাল নরপতিগণ বারেন্দ্র ভূমির শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের "রাজবংশীয় ভাষা ও সাহিত্য" এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সারদাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত মহাশয়ের "কালিদাস" নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় কর্তৃক মুর্শিদাবাদের জেমো কান্দীর কুমার পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায়, হাইকোর্টের উকিল হরিচরণ সারখেল ও পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ মিশ্রের পরলোকগমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শোকপ্রকাশ ও তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি-সূচক পত্র-প্রেরণের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ করা হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
সহঃ-সম্পাদক।

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ
সভাপতি।

## ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—১৭ই পৌষ (১৩১৭), ১লা জানুয়ারী (১৯১১), রবিবার, অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সভ্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ,—(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের "বঙ্গের আদিম সপ্তশতী ব্রাহ্মণ ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ অভিন্ন," (খ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারি বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের "বুদ্ধগয়ার তিনখানি শিলালিপি" এবং (গ) শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের "বঙ্গে পর্ত্তুগীজ-প্রভাব ও বঙ্গভাষায় পর্ত্তুগীজ-পদাঙ্ক"। ৫। শোক-প্রকাশ—(ক) কাশীর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী, (খ) রায় বাহাদুর রামব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায় ও (গ) অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ এ মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৬। বিবিধ।

উপস্থিতি—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ (সভাপতি)

মাননীয় মহারাজ „ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর
মহারাজ কুমার „ বনওয়ারী আনন্দদেব বাহাদুর
পণ্ডিত „ বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব
মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার „ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএচ্ ডি

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
„ রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ
„ উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন
„ বাণীনাথ নন্দী
„ সুরেশচন্দ্র সরকার
„ পুলিনবিহারী দত্ত
„ উপেন্দ্রনাথ বেরা
„ ক্ষেত্রনাথ রায়
„ নিত্যানন্দ রায়
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ লীলাধর মিশ্র
„ যুগলকিশোর মিশ্র

শ্রীযুক্ত হরিদ্বার মিশ্র
„ গোপীনাথ মিশ্র
„ উগ্রনাথ মিশ্র
„ গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য
„ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
„ যতীন্দ্রনাথ রায়
„ তারকব্রহ্ম মজুমদার
„ বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ মহেন্দ্রলাল মিত্র
„ রসিকরঞ্জন বিদ্যাভূষণ
„ সতীশচন্দ্র সরকার
„ শশিকান্ত সেন গুপ্ত
„ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার | শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় |
| " বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় | " সত্যচরণ দাস |
| " সুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক | " কালীরাম দাস |
| " আশুতোষ ভট্টাচার্য্য | " মন্মথনাথ রায় |
| " অনিলকৃষ্ণ ঘোষ | " সতীশচন্দ্র বসু |
| " রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী | " সতীশচন্দ্র মিত্র |
| " হরেকৃষ্ণ মিত্র | " নীলমণি ভট্টাচার্য্য |
| " মাখনলাল মৈত্র | " শরৎচন্দ্র বসু |
| " সুরেশচন্দ্র বসু | " যোগেশচন্দ্র মজুমদার |
| " ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় | " করুণাচন্দ্র মজুমদার |
| " চারুচন্দ্র মিত্র | " রামকমল সিংহ |

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—সম্পাদক

" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
" হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
} সহঃ সম্পাদক।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর, গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত | শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবাসী-কার্য্যালয়। |
| শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র | " | শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গুপ্ত ১৬ কালভৈরব রোড, বেনারস সিটী। |
| শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র | " | শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র কবিভূষণ সিদ্ধান্তরত্ন ১।১ দুর্গাদাস মুখার্জ্জির লেন, গ্রে ষ্ট্রীট। |
| শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সেন | " | শ্রীকুঞ্জলাল বর্ম্মণ ১১ চৌরঙ্গী রোড। |
| শ্রীসারদাচরণ মিত্র | " | শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩৭ ঘোষের লেন। |

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ | শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | শ্রীহৃদয়রঞ্জন সেন এম্ এ, বি এল্<br>ডেঃ মাঃ, দেওয়ানবাজার, চট্টগ্রাম। |
| শ্রীরামকমল সিংহ | " | শ্রীশশধর বিদ্যাভূষণ<br>(১২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট),<br>পিঙ্গলা, পোঃ বরস্বর, জেলা ফরিদপুর। |
| শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত | " | শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়<br>১৪।২ বাহির মির্জ্জাপুর রোড, (জনাই, হুগলী)। |
| শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ | " | শ্রীশ্রীশচন্দ্র সেন<br>শিক্ষক, কুষ্টিয়া হাই স্কুল, কুষ্টিয়া। |
| শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় | শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত | শ্রীযতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস এম্ এ<br>ডেঃ মাঃ, ২৫২ আপার সার্কুলার রোড। |
| শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় | শ্রীরামকমল সিংহ | শ্রীভুবনমোহন পাঠক বি এ<br>৩৮ বলরাম মজুমদারের ষ্ট্রীট। |
| " | | শ্রীকৃষ্ণদাস রায়<br>Merchant and Banker, ১৭ হরচন্দ্র মল্লিকের লেন। |
| " | শ্রীভুবনচন্দ্র বড়ুয়া | শ্রীনবীনচন্দ্র বড়দলই বি এল্<br>উকীল, হাইকোর্ট, ৩ ওল্ড বৈঠকখানা সেকেণ্ড লেন। |
| " | শ্রীযোগেন্দ্রলাল নন্দী | শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ বক্সী<br>উকীল, (মতিয়া) ফরিদপুর। |
| " | " | শ্রীগণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়<br>Land Acquisition Office, কৃষ্ণনগর। |
| শ্রীপশুপতিনাথ শর্ম্মা কবীন্দ্র | শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র | শ্রীসন্তোষকুমার লাহিড়ী<br>৬৩।১ হ্যারিসন রোড। |
| শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত | শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র | শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়<br>গৌরাঙ্গপাড়া, কাটোয়া, বর্দ্ধমান। |
| শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত | শ্রীললিতমোহন পাল<br>প্রধান শিক্ষক, নেতড়াপাড়া, কাজীপুর (পাবনা)। |
| শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত | শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত | শ্রীধীরেন্দ্রকুমার দত্তগুপ্ত এম্ এ<br>Settlement Camp, মূলচর, ঢাকা। |
| শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ঘোষ | | শ্রীবামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্<br>উকীল, ধুবড়ী। |

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ঘোষ | শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত | শ্রীপ্যারীমোহন দত্ত উকীল, ধুবড়ী। |
| শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ | ” | শ্রীরেবতীরমণ দত্ত এম্ এ ডেঃ মাঃ, সয়োয়াতলী, চট্টগ্রাম। |
| শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র | ” | শ্রীপশুপতিনাথ দেব ৫৭ বীডন ষ্ট্রীট। |
| শ্রীরামকমল সিংহ | ” | শ্রীকমলকৃষ্ণ সাহা বি এল্ ৪৩ সার্কুলার গার্ডেনরীচ রোড, খিদিরপুর। |
| শ্রীসারদাচরণ মিত্র | শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী | শ্রীকৃষ্ণলাল দত্ত ৮ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট। |
| ” | শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | শ্রীঅজয়কুমার দত্ত ব্যারিষ্টার, ৯।২ হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীট। |
| ” | ” | জে এন্ গুপ্ত স্কোয়ার নোয়াখালী। |
| শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | ” | শ্রীরমাকান্ত বরকাকাটী Translator, High Court. |
| কুমার শ্রীশরৎকুমার রায় | ” | শ্রীবিরাজমোহন মজুমদার এম্ এ, বি এল্ ২৯ চাউলপটী লেন, ভবানীপুর। |
| ” | ” | শ্রীজীবানন্দ মল্লিক, রাণাঘাট, (২২।২ শোভারাম বসাকের ফার্ষ্ট লেন, কলিকাতা)। |
| শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত | ” | ডাঃ শ্রীমতিলাল বসু এল্ সি পি এস্ Tea Estate, জলপাইগুড়ি। |
| শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | এ, চৌধুরী | শ্রীরণেন্দ্রমোহন ঠাকুর ১১ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট। |
| শ্রীহেমদাকান্ত চৌধুরী | কুমার শ্রীশরৎকুমার রায় | শ্রীনলিনীকান্ত চৌধুরী বি এল্ নাটোর, রাজসাহী। |
| | ” | কুমার শ্রীশিবশেখরেশ্বর রায় বি এ তাহিরপুর, রাজসাহী। |
| | ” | শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল বি এ নওগাঁ, রাজসাহী। |
| | ” | কুমার শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ লাহিড়ী কাশিমপুর, রাজসাহী। |

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত | শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮।১ নেবুতলা লেন, বহুবাজার। |
| শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত | শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | শ্রীভবতোষ চট্টোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সী কলেজ। |

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল—

| উপহারদাতা | | উপহৃত পুস্তকাদি |
|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন রায় | ২০৪। | শুক্লা |
| „ অক্ষয়কুমার বড়াল | ২০৫। | শঙ্খ |
| „ কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব | ২০৬। | দুর্গাপূজার বলি ও জীববলি |
| „ প্রিন্সিপাল, সংস্কৃত কলেজ | ২০৭। | A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts No 27. |
| „ সম্পাদক, সাহিত্য-সভা | ২০৮। | Lectures on Hindu Philosophy (Part 1). |
| „ প্রফুল্লচন্দ্র রায় চৌধুরী | ২০৯। | গৌহাটী বঙ্গ-সাহিত্যানুশীলনী সভার প্রথম বর্ষের কার্য্য-বিবরণী |
| „ রাধামাধব কর | ২১০। | স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক |
| „ শশধর বিদ্যাভূষণ | ২১১। | সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ ও রচনা-শিক্ষা |
| „ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত | ২১২। | তীর্থরেণু |
| Asiatic Society | ২১৩। | Memoirs of the Asiatic Society of Bengal Vol. III, No 3. |

পুথি

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী—১। নলদময়ন্তী, ২। কর্ণমুনির পারণ, ৩। গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী, ৪। ভীষ্মপর্ব্ব, ৫। পদাবলী, ৬। সারীশুক-সংবাদ, ৭। গোবিন্দলীলামৃত-সার, ৮। কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য প্রণীত গ্রন্থ, ৯। মূল-সম্বাদ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "বঙ্গের আদিম সপ্তশতী ব্রাহ্মণ ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ অভিন্ন" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন (এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের লিখিত "বঙ্গে পর্ত্তুগীজ-প্রভাব ও বঙ্গভাষায় পর্ত্তুগীজ-পদাঙ্ক" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন (এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারি কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের "বুদ্ধগয়ার তিনখানি শিলালিপি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন ( এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে )।

অতঃপর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সুধাকর দ্বিবেদী, রায়-বাহাদুর রামবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়গণের পরলোকগমনে সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করিলেন। সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, পরলোকগত দ্বিবেদী মহাশয়ের নাম জগদ্বিখ্যাত এবং তাঁহার মৃত্যুতে সমস্ত জগতের ক্ষতি হইয়াছে। কাশীর শাখা-পরিষদের উন্নতির জন্য তিনি অনেক যত্ন করিতেন। পরলোকগত অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে, মৈত্র মহাশয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন; তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সাহিত্য-পরিষদ্ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পরলোকগমনে পরিষদের পক্ষ হইইতে শোক প্রকাশ করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশব বলিলেন যে, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধে তিনি তৃপ্ত হইয়াছেন। তিনি প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, গয়ানিবাসীর নিকট হইতে তিনি সংবাদ বহন করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদেব মত কি প্রমাণেব উপর স্থাপিত, তাহা তিনি বলেন নাই। বাঙ্গালা দেশে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের নাম শোনা যায় না। শাকদ্বীপী সংজ্ঞা কেন হইল, প্রবন্ধ লেখক তাহা বলেন নাই। শাকদ্বীপ কোথায়, তাহাও নির্দ্দেশ করেন নাই। মঙ্গোলিয়া, তাতার, তিব্বত ও মানসসরোবর প্রভৃতি স্থান লইয়া শাকদ্বীপ। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ সমস্ত ব্রাহ্মণের আদিপুরুষ। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণ এক কি না, তাহাতে গভীর সন্দেহ আছে। পরাশর-পদ্ধতি ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ বলেন—তাহারা এক নহে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেব মতও এইরূপ। শাস্ত্রী মহাশয় গাঞী কথার উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রামগত বা গোত্রগত সাদৃশ্য দ্বারা অভিন্নত্ব প্রমাণ করা ঠিক কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে। আমার বিশ্বাস, সপ্তশতী ব্রাহ্মণের ভিন্ন অস্তিত্ব নাই। তাঁহারা কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের সহিত একত্র মিশিয়া গিয়াছেন। শাকদ্বীপী ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণ এক নহে।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখকদিগকে সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও বলেন যে, আচার্য্য শব্দ অতি প্রাচীন। তিনি আরও বলেন যে, শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের প্রতিবাদে কাহারও ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ নাই। আচার্য্য এবং গ্রহবিপ্র প্রভৃতি শব্দগুলি উচ্চ সম্মানবাচক, খানাকুল কৃষ্ণনগর-সমাজ অত্যন্ত প্রাচীন, এই সমাজের বৈধ ক্রিয়ায় গ্রহবিপ্রেরা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং বিশেষ বিশেষ দান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শাকদ্বীপী ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণের অভিন্নতা অনুসন্ধানের বিষয়।

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে, শ্রীযুক্ত উমেশ

চন্দ্র বিদ্যাবত্ন মহাশয় শাকদ্বীপের যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, শাকদ্বীপ ও বর্ত্তমান Sogdiana (সমরখন্দ ও বোখারা) এক ও তৎসন্নিহিত প্রদেশই জেন্দগ্রন্থে Arii বা প্রাচীন আর্য্যভূমি বলিয়া কথিত হইয়াছে। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণের পরস্পরের গাঞী ও গোত্রের মিল আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এই মিল কি করিয়া হইল। শাকদ্বীপী ও সপ্তশতী ইহারা কি উভয়েই সর্ব্বপ্রথমে একত্রে বাঙ্গালা দেশে বাস করিতেন ও পরে শাকদ্বীপী বাঙ্গালা হইতে বেহারে গমন করেন অথবা উঁহারা উভয়েই একত্রে বেহারে বাস করিতেন এবং সপ্তশতীরা পরে বেহার হইতে বাঙ্গালাদেশে আগমন করেন। যাহা হউক, সপ্তশতী ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কেহ কোনও স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। প্রবন্ধ-লেখক উক্ত ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার মৌলিক গবেষণার পরিচায়ক। কিন্তু প্রবন্ধ-লেখকের মত আমিও শেষ সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলেন যে, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ আমাদের অনুসন্ধানের চক্ষে দেখা আবশ্যক। শাকদ্বীপী ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণের গাঁঞী ও গোত্রের মিল আছে, কিন্তু এই সাদৃশ্য তাহাদের অভিন্নতার সুস্পষ্ট পরিচায়ক কি না তাহা ভাবিবার বিষয়। সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের বিষয় লইয়া কুলজী গ্রন্থে অনেক কল্পনা আছে, অনেকের বিশ্বাস সপ্তশতী ঠিক সাতশত নহে এবং ইহারা যে ভিন্ন দেশ হইতে বাঙ্গলাদেশে আসিয়াছেন, এই প্রবাদই চিরকাল চলিত আছে। যাহা হউক, শাস্ত্রী মহাশয় যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, সেই প্রশ্নের অনুসন্ধান আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয় বলেন যে, সপ্তশতী ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের গাঞী এক ও এইজন্য এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের এক হওয়াই সম্ভব। মগ ব্রাহ্মণ ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ এক। আচার্য্য পদবী বিশেষ; আচার্য্যের একনাম গণক। গণকগণ পণ্ডিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, তাঁহার লিখিত প্রবন্ধের সমালোচনা করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথার আলোচনা করিয়াছেন। এইজন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত।

সভাপতি মহাশয় বলেন যে, পঠিত তিনটি প্রবন্ধই অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধ সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে, সপ্তশতী ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ যে এক হইতে পারে শাস্ত্রী মহাশয় তাহাই বলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত যে শেষ সিদ্ধান্ত, তাহা নহে। এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান আবশ্যক। সপ্তশতী ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত অতি অল্প প্রবন্ধই প্রকাশিত হইয়াছে ও এই জন্য শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। গোত্র গাঞী প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা আবশ্যক। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে ব্যক্তিগত ভাবে কাহাকেও কিছু বলা হয় নাই এবং আশা করি, এ সম্বন্ধে যেন কাহারও ভ্রমধারণা না থাকে। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারি কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা প্রকাশিত না হইলে তাহার কোনও আলোচনা হইতে পারে না।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে যে সমস্ত শব্দের তালিকা দিয়াছেন, সেই সমস্ত শব্দের মধ্যে কোন কোন শব্দ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও তিনি যে শব্দ-সংগ্রহ অদ্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, সেই সংগ্রহের জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। পর্তুগীজ শব্দ ও বাঙ্গালাশব্দের সাদৃশ্য সম্বন্ধে তিন খানা পুস্তক মুদ্রিত আছে। কিন্তু এই সমস্ত পুস্তকে যে শব্দের তালিকা আছে, তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় মালদহে উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনের বিষয় উল্লেখ করিয়া, কোন্ কোন্ রাস্তা দিয়া যাওয়া যাইতে পারে এবং কোন্ রাস্তায় কি সুবিধা, কি অসুবিধা এই সমস্ত সংবাদ উপস্থিত সভ্যগণকে জ্ঞাপন করেন।

এই সভাতে মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন। পরিষদ্ সম্পাদক মহারাজা বাহাদুরের এই উপস্থিতির জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে, মহারাজা বাহাদুর চিরকাল সাহিত্য-পরিষদ্‌কে অনুগ্রহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন ও পরিষদ্ আশা করেন যে, মহারাজা বাহাদুরের এই স্নেহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
সভাপতি।

## চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—৮ই মাঘ (১৩১৭), ২২শে জানুয়ারী (১৯১১), রবিবার, অপরাহ্ণ ৫।০ ঘটিকা।

আলোচ্য-বিষয়—শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ ও স্বর্গীয় মহাত্মার স্মৃতি-সংরক্ষণ।

উপস্থিতি—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল (সভাপতি)

„ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল্

„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল

„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি

„ অমৃতলাল বসু

„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্

„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

ডাঃ „ জে এন্ ঘোষ এম্ ডি

„ বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এ, বি এস্‌সি

„ রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর

ডাঃ „ সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল এম্ এস

„ গোপাল দাস চৌধুরী

„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ „ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএচ্ ডি

রায় „ চুনিলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এফ্ সি এস

শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র সমাজপতি

„ তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ

„ চারুচন্দ্র বসু

„ লক্ষ্মণচন্দ্র রায়

„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

„ শৈলজানাথ রায় চৌধুরী

„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ

„ মন্মথমোহন বসু

„ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী

„ ব্রজেন্দ্রকুমার শীল এম্ এ, বি এল্

„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল্

„ চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্

„ শৈলেন্দ্রকুমার দত্ত

„ নরেন্দ্রকুমার দত্ত

„ রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ

„ তড়িৎকান্তি বক্সী এম্ এ

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নিয়োগী এম্ এ
„ পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম্ এ
„ গতিকৃষ্ণ সেন
„ সরলকুমার বসু
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু
„ অনন্তনারায়ণ সেন
„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
„ ভোলানাথ ঘোষ
„ সতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
„ ডাঃ শ্রীশচন্দ্র বসু
„ তারকনাথ বিশ্বাস
„ হেমন্তকুমার কর
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ অমৃতগোপাল বসু
„ জিতেন্দ্রনাথ সেন
„ সতীন্দ্রনাথ সরকার
„ মণীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার
„ সুরেশচন্দ্র সরকার
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ শরচ্চন্দ্র চৌধুরী
„ নিত্যানন্দ রায়
„ সচ্চিদানন্দ গুপ্ত বি এল্
„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
„ সুরেন্দ্রনাথ সান্ধকী গোস্বামী
„ ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়
„ গোষ্ঠবিহারী প্রামাণিক
„ নকড়ি রায়
„ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ
„ বিনয়কুমার সরকার এম্ এ
„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
„ রামকমল সিংহ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ—সম্পাদক

„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
} সহঃ সম্পাদক

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় বলেন যে, স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুতে সমস্ত ভারত শোক-সন্তপ্ত। দক্ষিণ ভারত, মহীশূর প্রভৃতি স্থান হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সেই সমস্ত স্থানের অধিবাসিগণও শিশির বাবুর মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার জন্য শোক-প্রকাশ করা ও তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য। স্বর্গীয় শিশির বাবু সাহিত্যিক ছিলেন, সেই হিসাবে তাঁহার মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করিবার জন্য, তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য এই সভা আহূত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, অদ্য আমরা স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ করিবার জন্য সমবেত। তাঁহার জন্য কেবল বাঙ্গালী-জাতি শোক-সন্তপ্ত নহে, কিন্তু সভাপতি মহাশয় যেরূপ বলিলেন, সমস্ত ভারত তাঁহার মৃত্যুতে ব্যথিত। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ত্রিবিধ ছিল, রাজনীতি, সাহিত্য-চর্চ্চা ও ধর্ম্মালোচনা এবং এই

তিন ক্ষেত্রেই তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। রাজনীতি-বিষয়ে তাঁহার যে সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল ও তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা সমস্ত ভারতে কীর্ত্তিত। এরূপ অনেক লোক পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহাদের মৃত্যুতে আমাদের যেরূপ শোক হয়, আবার তাঁহাদের কীর্ত্তি ও কার্য্যের কথা মনে করিলে, আমরা আবার সেইরূপ সান্ত্বনা পাইয়া থাকি। শিশির বাবু এইরূপ ক্ষণজন্মা ছিলেন। এই সমস্ত মহাপুরুষের মৃত্যু জনিত শোকে মানুষকে নিষ্কর্ম্মা করে না; বরং তাহাকে আরও উদ্যমশীল করে। আমার জীবনের প্রথম ভাগে আমি তাঁহার রাজনীতি কার্য্যে যোগ দিয়াছিলাম। তাঁহার রাজনীতির আদর্শ অত্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর ছিল। তিনি যে খুব বড় বৈয়াকরনিক ছিলেন, তাহা তাঁহার লেখা পড়িয়া বোধ হয় না। কিন্তু তথাপি তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার লেখার গুণের কোন ব্যতিক্রম করে নাই। যখন আমি তাঁহার 'অমিয় নিমাই-চরিত' পাঠ করি, তখন আমি দন্তশূলে পীড়িত ছিলাম, তথাপি আমি প্রথম দিনেই উহা শেষ করিয়াছিলাম। ধর্ম্মভাব ছাড়িয়া দিলেও, 'অমিয় নিমাই-চরিতে'র ন্যায় উচ্চতর সাহিত্য খুব কম দেখা যায়। এই পুস্তকের 'অমিয় নিমাই-চরিত' নাম সার্থক। তিনি দুই একটি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন এবং নিজেও একজন সুগায়ক ছিলেন। তিনি একজন যথার্থ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে একত্র সমবেত হইয়া শোকপ্রকাশ করা ও তাঁহার স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের ধর্ম্মভাব, রাজনীতি-ক্ষেত্রে নির্ভীকতা সর্ব্বজনখ্যাত। তাঁহার কীর্ত্তি তিনি নিজেই রাখিয়া গিয়াছেন, সুতরাং এক হিসাবে ধরিতে গেলে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য [illegible] বেশী কিছু করিবার নাই। তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা ও তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করা আমাদের কর্ত্তব্য। শিশির বাবুর ন্যায় একাধারে এতগুণের সমাবেশ আমি কখনও দেখি নাই; সুতরাং তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলে আমরাই ধন্য হইব। সাধারণের রাজনীতির আলোচনার মূলে শিশির বাবু ও তাঁহার স্থাপিত Indian League। তাঁহার পূর্ব্বে রাজনীতির আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল, রাজনীতি-সম্বন্ধে তাঁহার কার্য্যের আলোচনার স্থান এই সভা নহে। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে কয়েকখানি সুন্দর গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, সেগুলি কখনও বিস্মৃত হইবে না। 'নরোত্তম চরিত' তাঁহার প্রথম গ্রন্থ। তাঁহার 'অমিয় নিমাই চরিত' সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিশির বাবুর সহিত একমত না হইলেও, এই গ্রন্থে যে সকল মনোমুগ্ধকর ভাব নিহিত আছে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। জগাই মাধাই উদ্ধারের বৃত্তান্ত প্রভৃতি তিনি যাহা লিখিয়াছেন, ভাষা ও ভাবের মধ্য দিয়া দেখিতে গেলে, তাহা জগতের সাহিত্যে অতি উজ্জ্বল রত্ন বলিয়া বিবেচিত হইবে। আমার সহিত তাঁহার গত ২৫ বৎসরের পরিচয়। তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণ ও মহাপ্রভুর কথা বলিলে, তিনি বিচলিত হইতেন, অধীর

হইতেন ও ভাবে মূর্চ্ছিত হইতেন। তাঁহার ভক্তি-ভাব অতি উচ্চ ছিল। আমার মনে হয়, ভক্তির পরিমাণ দ্বারা আমরা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্থির করিতে পারি এবং সেই হিসাবে তাঁহার অপেক্ষা বড় লোক আমি কখন দেখি নাই। আজকাল তাঁহার মত কৃষ্ণভক্ত লোক অতি বিরল। তাঁহার জীবন পরদুঃখে ব্যথিত হইত ও তিনি সকলকে প্রেমে বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষা সম্বন্ধে আমার একটি প্রস্তাব আছে। আমি পাঁচ বৎসরের জন্য সমস্ত ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে একজন ভক্তের জীবন চরিত সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে প্রতি বৎসর ২৫৲ করিয়া একটি পুরস্কার দিতে প্রস্তুত আছি। আমি এই পুরস্কারের টাকা সাহিত্য-পরিষদের হস্তে দিব, এই প্রবন্ধ বাঙ্গালা-ভাষায় রচিত হইবে এবং এই পুরস্কার সম্বন্ধে সাহিত্য পরিষৎ সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন এবং এইরূপে পাঁচ বৎসরের পরীক্ষার পর যদি যুক্তি-সঙ্গত বিবেচনা হয়, তাহা হইলে যাহাতে এই পুরস্কার-প্রদান চিরস্থায়ী হয়, আমি তাহার চেষ্টা করিব।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কর্ত্তৃক শিশির বাবুর পরলোকগমন উপলক্ষে রচিত একটি কবিতা পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন যে, গত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া স্বর্গীয় শিশির বাবু নানা ক্ষেত্রে কাজ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত, ইহাতে বোধ হয় যে, এখনও আমাদের আশা আছে, যদি কখনও ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস উপযুক্ত লোক দ্বারা লিখিত হয়, তাহা হইলে আমরা শিশির বাবুর সম্যক্ পরিচয় পাইতে পারিব। শিশির বাবুর মৌলিকত্ব ছিল। তিনি নায়ক পুরুষ ছিলেন ও তিনি ভাল রসজ্ঞ ছিলেন। ১৮৭০।৭১ খৃঃ যখন আমি কাশীতে ছিলাম, তখন আমি প্রথম অমৃতবাজার পড়ি। শিশির বাবুর মাতার নামানুসারে এই পত্রের নামকরণ হইয়াছিল। এই পত্রের লেখা উদ্দীপ্ত ছিল ও ইহা কাণের ভিতর দিয়া প্রাণের ভিতর যাইত। শিশির বাবু অসাধারণ রসিক ছিলেন; আমার নিজের যদি কিছু রসবোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্য আমি শিশির বাবুর নিকট ঋণী। ১৮৭২ খৃঃ নবেম্বর মাসে প্রথম তাঁহার সহিত দেখা হয়। যখন প্রথম প্রকাশ্য রঙ্গ-মঞ্চে অভিনয় আরম্ভ করি; তখন শিশির বাবুর নিকট হইতে যথেষ্ট সহায়তা পাইয়াছিলাম। তিনি আমাদের দেশের অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন, স্বায়ত্ত-শাসন, কার্য্যকরীবিদ্যা প্রভৃতির গোড়ায় শিশির বাবু। তাঁহার জীবন একটি শিক্ষার বিষয়।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলেন যে, শিশির বাবুর মৃত্যুতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় যে কত ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে তাহা বলা যায় না, প্রেমের ভাষা গদ্যের ভিতর দিয়া যদি কেহ সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে তাহা শিশির বাবুই করিয়াছেন। ভক্তের ভাষা ব্যাকরণ প্রভৃতি কাহারও অনুশাসন মানে না। তাঁহার প্রণীত 'অমিয় নিমাই-চরিতে'র ভাষা অতি সুন্দর। তাঁহার মত ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তি বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচারে ব্রতী ছিলেন; এইজন্য বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলেন যে, তিনি আমাকে এত ভালবাসিতেন যে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলা আত্মীয়ের কথা বলার ন্যায়। চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদানুসরণ করিয়া তিনি 'কালাচাঁদ গীতা' লিখিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় ভক্তিতত্ত্ববিষয়ক এরূপ গ্রন্থ আর নাই। তাঁহার প্রণীত 'অমিয় নিমাই-চরিত' গ্রন্থের জন্য বোধ হয় যে, এই গ্রন্থের সম্যক্ আদর হয় নাই। তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক 'নরোত্তম চরিত'। এই গ্রন্থে দেখা যায়, তিনি বাঙ্গালা ভাষায় নূতন ছাঁচের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভক্তি সম্বন্ধে অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় কিরূপে মনোভাব ব্যক্ত করা যায়, তাহার সূচনা আমরা এই গ্রন্থে ও তাহার পূর্ণ-বিকাশ 'অমিয় নিমাই-চরিত'গ্রন্থে দেখিতে পাই। তাঁহার ভাষা সাধারণের প্রীতিকর। তাঁহার লেখার রীতি দেখিয়া মনে হয় যে, চণ্ডীদাস যদি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া গদ্য লিখিতেন, তাহা হইলে তিনি শিশির বাবুর নিয়ম-পদ্ধতির অনুসরণ করিতেন। অমৃতবাজারে তিনি একটি বিষয় লইয়া বহুদিনব্যাপী প্রবন্ধ লিখিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক দিনের প্রবন্ধে কিছু না কিছু নূতনত্ব থাকিত; কোন প্রবন্ধ পূর্ব্ব প্রকাশিত অপর কোন প্রবন্ধের পুনরাবৃত্তি হইত না। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালাদেশে বাস্তবিকই একটি ইন্দ্রপাত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, বাঙ্গালা অমৃতবাজার পত্রিকার ভাষা জনসাধারণের উপযোগী ছিল। শিশির বাবু ভক্তিধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার ঐকান্তিকতা ছিল। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত—না করিলে আমরা কৃতঘ্ন হইব।

শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে, শিশির বাবু নব্যযুগে গৌরাঙ্গ-ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার নাম অতি দূরদেশে ঘোষিত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে সমস্ত বৈষ্ণব-সমাজ ও সমস্ত দেশ দুঃখিত। ভারত প্রেমের দেশ, তিনি প্রেমবার্ত্তা প্রচারে ব্রতী ছিলেন; এইজন্য তিনি সমগ্র ভারতের পূজ্য। তাঁহার ভাষা এত হৃদয়গ্রাহী যে, আট বৎসরের বালিকাও 'অমিয় নিমাই-চরিত' পাঠে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছে। চণ্ডীদাসের পদ্যের সহিত যে শিশির বাবুর গদ্যের তুলনা হইতে পারে, ইহা অত্যন্ত ঠিক। তাঁহার ভাষা আশার ভাষা। তাঁহার প্রণীত 'কালাচাঁদ গীতায়' ইহা প্রথম বুঝিতে পারা যায়। এই গ্রন্থে এক অতি সুন্দর নূতন জগতের ছায়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হয়। বৈষ্ণব-ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গদ্যে লিখিত গ্রন্থ, যদি কেহ সাধারণের প্রীতিপদ করিয়া থাকেন, তবে সে শিশির বাবু। কেবল মাত্র ধর্ম্ম হিসাবে নয়, সাহিত্য হিসাবে ধরিতে গেলে 'অমিয় নিমাই-চরিত' অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। শিশির-বাবু প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। আমেরিকা ও জাপানে ধর্ম্ম-প্রচারক পাঠাইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। এমন কর্ম্মময়, ধর্ম্মময় ও মাধুর্য্যময় জীবন অত্যন্ত বিরল। জীবনের শেষ দিন বেলা দশটা পর্য্যন্ত তিনি 'অমিয় নিমাই-চরিতে'র শেষ ফর্ম্মার শেষ প্রুফ দেখেন এবং ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গের পদে তাঁহার শেষ পুষ্পাঞ্জলী। তাঁহার ভাষা পরিষদের পরীক্ষার বিষয়। তাঁহার ভাষা ও তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, দিনাজপুরের মাননীয় মহারাজ বাহাদুর, বর্দ্ধমানের রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর, বহরমপুরের জজ শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র মহাশয়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয় এই সভাতে উপস্থিত হইতে না পারায় সভার উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতিজ্ঞাপক পত্র পাঠাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীর শিশির বাবু সম্বন্ধে বলিবার এত কথা আছে যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার রাজনৈতিক কার্য্যসম্বন্ধে কিছু বলার স্থান পরিষৎ নহে, তাঁহার ধর্ম্ম ও ভাষা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা এই সভায় হইয়াছে। আমি পরিষদের পক্ষ হইতে আপনাদের সম্মুখে তিনটি প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি।

১ম প্রস্তাব।—সুবিখ্যাত অমৃতবাজার পত্রিকার স্থাপনকর্ত্তা সাময়িক সাহিত্যের ইতিবৃত্তে সুপ্রসিদ্ধ, বিবিধ সদ্‌গ্রন্থের, বিশেষতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থের, প্রণয়ন দ্বারা বঙ্গসাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ পরম ভাগবত মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের পরলোকগমনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া আন্তরিক শোকপ্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।

২য় প্রস্তাব।—স্বর্গীয় মহাত্মার উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থার জন্য সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পণ করা হইল।

৩য় প্রস্তাব।—উক্ত সঙ্কল্পদ্বয়ের প্রতিলিপি সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরিত হইয়া স্বর্গীয় মহাত্মার পুত্রগণের নিকট প্রেরিত হউক।

সমবেত সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাবও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, স্মৃতি-রক্ষার জন্য সভাস্থলে প্রায় ২০০৲ টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে এবং তিনি আশা করেন যে, তাঁহার একটি তৈলচিত্র পরিষদে রক্ষিত হয়। যতীন্দ্রবাবু পাঁচ বৎসরের জন্য যে পুরস্কার দিতে চাহিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি পরিষদের ধন্যবাদার্হ। আশা করা যায় যে, পাঁচ বৎসর পরে এই পুরস্কার চিরস্থায়ী হইবে। শিশির বাবুর মৃত্যুতে শোক-প্রকাশের জন্য একটি সাধারণ সভাধিবেশন আহূত হইবে, তৎপূর্ব্বে যাহাতে শিশির বাবুর তৈলচিত্র প্রস্তুত হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
সহঃ-সম্পাদক।

শ্রীবারিদবরণ মুখোপাধ্যায়
সভাপতি।

## সপ্তম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—১৫ই মাঘ (১৩১৭), ২৯শে জানুয়ারী (১৯১১), রবিবার অপরাহ্ণ ৫৷৷০ ঘটিকা।

আলোচ্য বিষয়।—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সভ্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন, (ক) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রদত্ত গৌড়ে-প্রাপ্ত গজদন্ত, (খ) শ্রীযুক্ত সারদানাথ খাঁ মহাশয়ের প্রদত্ত হরগৌরী-মূর্ত্তি, (গ) শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী বি এ মহাশয়ের প্রদত্ত ধ্যানীবুদ্ধমূর্ত্তি-খোদিত প্রস্তর-খণ্ড ও (ঘ) গৌর ও পাণ্ডুয়া হইতে সংগৃহীত মিনা করা ইষ্টক, ৫। প্রবন্ধ, (ক) শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের "বাঙ্‌লা ব্যাকরণের একাংশ" (খ) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয়ের "১৭শ শতাব্দীর পর্য্যটক" এবং (গ) শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বসু মহাশয়ের "কবি কৈলাশ্বরের সংক্ষিপ্ত জীবনী", ৬। শোক-প্রকাশ (ক) প্যারীলাল হালদার এম্ এ, বি এল্ ও (খ) হরিনারায়ণ মিশ্র মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

উপস্থিতি—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী (সভাপতি)
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্
" মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
" কুমারকৃষ্ণ মিত্র
" বিজয়চন্দ্র সিংহ
" ডাঃ বটকৃষ্ণ রায়
" অনন্তনারায়ণ সেন
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
" কুঞ্জবিহারী সেন
" বাণীনাথ নন্দী
" শশিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
" চিত্তসুখ সান্যাল
" পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু
" নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
" বীরেন্দ্রনাথ বসু বি ই
" ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" অমৃতগোপাল বসু
" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
" সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
" নিত্যানন্দ মল্লিক
" তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
" উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ
" চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্
" বীরেশ্বর প্রামাণিক
" সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত বি এ
" যোগেন্দ্রলাল তালুকদার
" সত্যেন্দ্রনাথ পাইন
" নৃপেন্দ্রনাথ পাইন

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ | শ্রীযুক্ত নীলমাধব দত্ত |
| „ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু | „ আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় |
| „ ডাঃ অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী | „ বিনোদবিহারী দাস |
| „ নীলমণি সান্যাল | „ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য |
| „ হারাধন চট্টোপাধ্যায় | „ বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য |
| „ ইন্দ্রমোহন গোস্বামী | „ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য |
| „ ননীভূষণ ভট্টাচার্য্য | „ বিনোদবিহারী গুপ্ত |
| „ রামকমল সিংহ | |

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ
} সহঃ সম্পাদক

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। চতুর্থ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল এবং ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীললিতমোহন দে | শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | শ্রীকেশবচন্দ্র সেন এম্ এ, বি এল্ উকীল, ফরিদপুর। |
| শ্রীপূর্ণচন্দ্র গোস্বামী | শ্রীদীবেন্দ্রনাথ ঘোষাল | অধ্যাপক শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু এম্ এ ১৩ মাধব চাটুর্য্যের লেন। |
| „ | „ | শ্রীসুশীলচন্দ্র নিয়োগী এম্ এ অধ্যাপক, রিপন কলেজ। |
| শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত | শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | শ্রীদেবেন্দ্রকুমার গুহ ১০ শিবনারায়ণ দাসের লেন। |
| „ | „ | শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় ১০ শিবনারায়ণ দাসের লেন। |
| „ | „ | শ্রীবামনদাস ঘটক কালীতলা, দিনাজপুর। |
| শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত | শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সিংহ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, গৌহাটী। |

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন-সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত | শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত | শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন<br>৪৫।৩ সিমলা ষ্ট্রীট। |
| শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত | শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত | শ্রীমণিমোহন মিত্র এম্ এ<br>১৪ ভবানীচরণ দত্তের লেন। |
| শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় | শ্রীরামকমল সিংহ | শ্রীকৃষ্ণবিহারী বসু এম্ এ<br>Auditor of Local Accounts, Mymensing. |
| ,, | ,, | শ্রীশ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র এম্ এ.<br>Dy Supdt of police, 10-1 St James Square. |
| ,, | ,, | শ্রীরমণীমোহন গোস্বামী এম্ এ, বি এল্<br>c o Sj Mahesh Chandra Biswas,<br>Jammu, Kashmir |
| শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ঘোষ | শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | শ্রীভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়<br>Asst. Supdt,<br>বিজনি-রাজ, গোয়ালপাড়া |
| ,, | ,, | শ্রীঅতুলানন্দ দাস<br>Extra Asst. Conservator of Forrests,<br>Goalpara, Haltagaon. |
| শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত | শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | ডাঃ শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম্ বি<br>১৪.৩ নিমতলা ষ্ট্রীট। |
| শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | শ্রীভুবনমোহন বিশ্বাস বি এল্<br>৩৪ বীডন ষ্ট্রীট। |
| মাননীয় মহারাজ<br>শ্রীগিরিজানাথ রায় বাহাদুর | শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | শ্রীভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষ এম্ এ<br>বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট। |
| শ্রীরাধেশচন্দ্র শেঠ | শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ বি এল্<br>সম্পাদক, জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি, মালদহ। |
| | ,, | শ্রীগিরিগোবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায়<br>ইংরেজ বাজার, মালদহ। |
| | ,, | শ্রীহরিদাস পালিত<br>জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি, মালদহ। |
| শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত | ,, | শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়<br>৩৮ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট। |

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
| --- | --- | --- |
| শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত | শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | শ্রীনিশিকান্ত বিশ্বাস<br>হেড পণ্ডিত, গৌহাটী বালিকা-বিদ্যালয়, গৌহাটী। |
| " | " | শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী<br>সম্পাদক, নবগ্রাম সাহিত্য-সমিতি, হেমনগর, ময়মনসিংহ। |
| শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ঘোষ | শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | শ্রীউপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল্<br>উকীল, ধুবড়ী। |
| " | " | শ্রীযামিনীকান্ত বসু বি এল্<br>উকীল, ধুবড়ী। |
| শ্রীললিতমোহন পাল | শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত | শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য<br>কাব্যতীর্থ, শাস্ত্রী, বিদ্যাবিনোদ, কবিচিন্তামণি,<br>আয়ুর্ব্বেদ-শান্তি-কুটীর, সিরাজগঞ্জ। |
| " | " | শ্রীবৈদ্যনাথ তরফদার<br>জমিদার, কাজীপুর, পাবনা। |
| শ্রীসারদাচরণ মিত্র | শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী | প্রিন্স ভিক্টর হুত্যেন্দ্রনারায়ণ ভূপ<br>বাহাদুর, কুচবিহার। |
| শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত | শ্রীউপেন্দ্রনাথ বেজ<br>১১৩ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। |
| শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার | " | শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ<br>অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ, ঢাকা। |
| শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় | শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ | রায় শ্রীবংশীধর বন্দোপাধ্যায় বাহাদুর<br>ল্যাণ্ড একুইজিসন ডেঃ কালেক্টর,<br>২।৩ ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোড। |
| " | " | রায় শ্রীচারুচন্দ্র সরকার বাহাদুর<br>সুপাঃ, হোম ডিপার্টমেণ্ট, গবর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া,<br>১২নং পটুয়াটোলা লেন। |
| " | " | শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়<br>ডেঃ মাঃ, সিউড়ী, বীরভূম। |
| " | " | শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দত্ত বি এল্,<br>মুন্সেফ, কান্দি, মুর্শিদাবাদ। |
| " | " | শ্রীলাবণ্যমোহন সান্যাল বি এ<br>সব্ ডেঃ কালেক্টর, মাধেপুরা, ভাগলপুর। |

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় | শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ | শ্রীমণীন্দ্রকুমার বসু চৌধুরী<br>কণ্ট্রাক্টর, ২৩ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন। |
| " | " | শ্রীব্রজনবিলাস রায়চৌধুরী<br>পোষ্টমাষ্টার, আলিপুর, ২৭ পরগণা। |
| শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন | শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় | শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়<br>১৪ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন। |
| " | " | শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার এম্ এ<br>৩৪।১ নং হ্যারিসন রোড। |
| শ্রীপূর্ণচন্দ্র গোস্বামী | শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | শ্রীযাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী<br>অধ্যাপক, আলিগড কলেজ, রাজপুতনা।<br>(১৮নং বেনেটোলা লেন।) |
| শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত | শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ<br>বাঘডাঙ্গা, জেমো কান্দী। |
| " | " | শ্রীমোহিনীকান্ত ঘটক এম্ এ<br>ডেপুটী একাউণ্টেট জেনারেল, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট। |
| " | " | শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, এচ এ এস্<br>১০ ক্রাউচ লেন, বহুবাজার। |
| " | " | শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, এচ এ এস্<br>শ্রীমন্তকুমার দাসগুপ্ত এম্ এ, এচ এ এস্<br>শ্রীত্রিবিক্রম পূজারী বি এ, এচ এ এস্<br>শ্রীধীরেন্দ্র মিত্র এচ এ এস্<br>ডিমন্‌ষ্ট্রেটার, মেট্রপলিটন ইনিষ্টিটিউসন। |
| " | " | শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস বি এ, এচ এ এস্ |
| " | " | শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাল এচ এ এস্, সাবোর। |
| " | " | শ্রীরাজনাথ রায়<br>ফারম্ সুপারিটেডেণ্ট, কটক। |
| " | " | শ্রীভবতোষ দত্ত<br>ফারম্ সুপাঃ, হাজারীবাগ। |
| " | " | শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুস্তফী<br>Inspector of Agriculture, Bankipur, |
| " | " | শ্রীঅরুণ প্রসাদ রায় ঐ |

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত | শ্রীচুনীলাল মুস্তফী ঐ, Burdwan |
| " | " | শ্রীতারানাথ রায় ফার্ম্ম্ সুপাঃ, চুঁচুড়া। |
| " | " | শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য সাবোর। |
| " | " | শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এস্‌সি এ ঐ |
| " | " | শ্রীসুরেন্দ্রনাথ শীল বি এ, এম্ এস্‌সি এ সাবোর। |
| " | " | শ্রীহীরালাল দত্ত বি এ, এম্ এস্‌সি এ ঐ |
| " | " | শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র ঘোষ বি এ, এম্ এস্‌সি এ ঐ |
| " | " | শ্রীবেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় ঐ |
| " | " | শ্রীদ্বিজদাস দত্ত অধ্যাপক, জগন্নাথ কলেজ, সাবোর। |
| " | " | শ্রীইন্দুভূষণ দে মজুমদার অধ্যাপক, ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুচবিহার। |
| " | " | শ্রীআশুতোষ দত্ত ঐ । |
| " | " | শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ঐ । |
| " | " | শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এস্‌সি এ, কুচবিহার। |
| " | " | শ্রীসন্তোষকুমার মজুমদার বি এস্‌সি এ, বোলপুর। |
| শ্রীরামকমল সিংহ | " | শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত ৬ পঞ্চানন ঘোষের লেন। |
| শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত | শ্রীআনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ৬৫ মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট। |
| শ্রীফকীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | শ্রীরামকমল সিংহ | ডাঃ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্ ৩ রামকমল মুখোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট, খিদিরপুর। |
| শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | শ্রীক্ষীরোদলাল মুখোপাধ্যায় ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, মালদহ। |
| | | শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ডেঃ মাঃ, মালদহ। |

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | শ্রীহরিদাস বসু প্রথম মুন্সেফ, মালদহ। |
| | „ | শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র দ্বিতীয় মুন্সেফ, মালদহ। |
| „ | „ | শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায় উকীল, মালদহ। |
| „ | „ | শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় সিভিল সার্জ্জন, মালদহ। |
| „ | „ | শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উকীল, মালদহ। |
| „ | „ | শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভাদুরী উকীল, মালদহ। |
| „ | „ | শ্রীপ্রসন্নকুমার রাহা উকীল, মালদহ। |
| „ | „ | শ্রীচণ্ডীচরণ দাস গুপ্ত পোষ্টমাষ্টার, মালদহ। |
| „ | „ | শ্রীঅন্নদাপ্রসন্ন ঘটক মালদহ। |
| „ | „ | শ্রীবিশ্বেশ্বর দে হেড্ মাষ্টার, মালদহ। |
| „ | „ | শ্রীবৈদ্যনাথ চৌধুরী মোক্তার, মালদহ। |
| „ | „ | শ্রীরায়কিশোর প্রামাণিক মোক্তার, মালদহ। |
| „ | „ | শ্রীনলিনীকান্ত বসু ঐ। |
| „ | „ | শ্রীতারিণী দাস রায় উকীল, মালদহ। |
| „ | „ | কবিরাজ শ্রীরামলাল কবিবিনোদ মালদহ। |
| „ | „ | কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র সেন মালদহ। |

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | মৌলভী কাদের বক্স উকীল, মালদহ। |
| | ,, | শ্রীপ্রমথনাথ দে মালদহ। |
| ,, | ,, | মৌলভী আব্‌দুল গণি মোক্তার, মালদহ। |
| ,, | ,, | শ্রীকালীপ্রসন্ন সাহা উকীল, মালদহ। |
| ,, | ,, | মৌলভী আবদুল আজিজ খাঁ চেয়ারম্যান, মিউনিসিপ্যালিটী ; উকীল, মালদহ। |
| ,, | ,, | শ্রীগোপালচন্দ্র দাস জমিদার, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ। |
| ,, | ,, | শ্রীমোহিনীমোহন মিশ্র জমিদার, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ। |
| ,, | ,, | শ্রীরামকিঙ্কর রায় জমিদার, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ। |
| ,, | ,, | শ্রীনিরোদকুমার মিশ্র জমিদার, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ। |

ছাত্র-সভ্য

| | | |
|---|---|---|
| শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র | শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত | শ্রীদীননাথ মজুমদার ১৯ বাদুরবাগান লেন। |

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল ;—

| উপহারদাতা | উপহৃত পুস্তকাদি |
|---|---|
| সাহিত্য-সভা | ২১৪। বঙ্গের কবিতা। |
| শ্রীযুক্ত জগবন্ধু মোদক | ২১৫। বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও রচনাশিক্ষা। |
| শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণধন্বন্তরী বিশ্বরাজ | ২১৬। The Hahneman Medical College and Hospital of Chicago (51st. Annual Announcement.) |
| ,, প্রকাশচন্দ্র সিংহ ন্যায়বাগীশ বি এ | ২১৭। তর্ক-বিজ্ঞান। |
| রেজিষ্টার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় | ২১৮। C. U. Minutes 1910. pt. II. |
| শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী | ২১৯। বাঙ্গালা অভিধান (প্রাচীন মুদ্রিত) ২২০। যোগ্‌ঁ |

(পার্শীভাষার পুস্তক) ২২১। মর্টগেজ অর্থাৎ বন্ধকসম্পর্কীয় পুস্তক ২২২। কন্‌স্‌ট্রাক্‌সন আইনের অনুবাদ ২২৩। আইন-দর্পণ। ২২৪। ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সিল আইন, ইং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ। ২২৫। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন। ২২৬। পাণ্ডব-বিলাপ কাব্য। ২২৭। ঋতু-পথ্য। ২২৮। পত্রাষ্টক কাবোত্তর কাব্য। ২২৯। অর্ঘ্য-পুষ্প। ২৩০। ৺দাশরথিরায়ের পাঁচালী (প্রথম খণ্ড)। ২৩১। গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা (মাসিক)—১২শ ভাগ, ১০ম সংখ্যা। ২৩২। জ্যোতিরিঙ্গণ (মাসিক)। ২৩৩। বঙ্গরত্ন (প্রথম ভাগ)।

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন শর্ম্মা—২৩৪। পুরাণ-দর্শন সূত্র উপক্রমণিকা (ক্রোড়পত্র)
২৩৫। পুরাণ-দর্শন-সূত্র-উপক্রমণিকা (সম্পূর্ণ)

শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারি বিদ্যাবিনোদ—২৩৬। উষা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—২৩৭। অদৃশ্য সহায়।

শ্রীযুক্ত গ্রন্থরক্ষক, ইম্পিরিয়াল্ লাইব্রেরী—২৩৮। Imperial Library Catalogue, pt. II. Vol. II. (M-B)

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি এ—২৩৯। সংস্কৃত-সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।
২৪০। A Discourse on the Study af Sanskrit.

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রমোহন ঠাকুর—২৪১। মণিহার।।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে—২৪২। ৺রাধানাথ চৌধুরীর জীবন চরিত।

শ্রীমতী বিমলাদাস গুপ্তা—২৪৩। মালবিকাগ্নিমিত্র।

শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বি এ—২৪৪। পাণ্ডব গীতা।

শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু—২৪৫। শকুন্তলা-তত্ত্ব।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ—২৪৬। সাহিত্য-সেবী; ২৪৭। The Modern Vernacular Literature of Hindusthan, ২৪৮। জ্ঞানপ্রদীপ।

পুথি

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী—১। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (খণ্ডিত),
২। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের কয়েক পৃষ্ঠা।

সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, গৌড়ে প্রাপ্ত গজদন্ত এই অধিবেশনে প্রদর্শিত হইবে না।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বগুড়ার উকীল শ্রীযুক্ত সারদানাথ খাঁ বি এল্ মহাশয় কর্ত্তৃক পরিষদে প্রদত্ত হর-গৌরী মূর্ত্তি প্রদর্শন করেন। এই মূর্ত্তি বগুড়ার তিন মাইল দূরে কানাড় গ্রামের পুষ্করিণীর পাড়ে একটী কৃষক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা মালদহ উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রকার হর-গৌরী মূর্ত্তি উড়িষ্যা ও উত্তরবঙ্গে পাওয়া যায়। উড়িষ্যা ও উত্তর বঙ্গে প্রাপ্ত হরগৌরী মূর্ত্তি মধ্যে প্রভেদ আছে। প্রদর্শিত মূর্ত্তি উত্তর বঙ্গে প্রাপ্ত অন্যান্য মূর্ত্তির ন্যায়।

শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী বি এ মহাশয় বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত ধ্যানী বুদ্ধ মূর্ত্তি খোদিত একটী প্রস্তরখণ্ড প্রদর্শন করেন। এই প্রস্তরখণ্ডে দুই সারি ধ্যানী বুদ্ধের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি খোদিত আছে এবং ইহার গঠনপ্রণালী দেখিয়া মনে হয়, ইহা কোন গোলাকার স্তম্ভের অংশ ছিল।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গৌড় ও পাণ্ডুয়াতে সংগৃহীত কতকগুলি মিনা করা ইষ্টক প্রদর্শন করেন এবং এই প্রসঙ্গে তিনি গৌড় ও পাণ্ডুয়ার একটী সুন্দর বিবরণ প্রদান করেন।

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ এটর্নি মহাশয় "বাঙ্গালা ব্যাকরণের একাংশ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় অনুপস্থিত হওয়ায় "১৭শ শতাব্দীর ফরাসী পর্য্যটক" নামক প্রবন্ধ পঠিত হইল না।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বসু মহাশয়ের লিখিত "কবি কৈলাসেশ্বরের সংক্ষিপ্ত জীবনী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। কবি কৈলাসেশ্বর বসু ১২০০ বঙ্গাব্দে মেদিনীপুর জেলার পিঙ্গলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রণীত বহু ক্ষুদ্র কবিতাবলী ও স্তবগীতাদি ছিল। ইহাদের প্রায় সবগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি অদ্ভুত রামায়ণের পদ্যানুবাদ করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু এই কার্য্য শেষ করিতে পারেন নাই। "ভবের খেলা সাঙ্গ হ'ল" শীর্ষক গানটী এই কবির রচিত। তিনি একজন ভক্ত কবি ছিলেন। বাঙ্গালা ১২৯২ সালে কবির পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় মোহিনী বাবুকে প্রবন্ধ লেখার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন ও বলেন যে, মোহিনী বাবু যে ভাবে চেষ্টা করিয়াছেন, সেই ভাবে চেষ্টা করিলে বাঙ্গালা ভাষা ও ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহ হওয়ার পক্ষে সুবিধা। আমাদের কর্ত্তব্য, ভাষা ও ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহ করা। এই সমস্ত শব্দ সংগ্রহের দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, আমাদের মাতৃভাষার সম্পদের তত বেশী অভাব নাই, দ্বিত্ব শব্দ সমস্ত প্রাদেশিক ভাবে সংগ্রহ করা উচিত এবং এই জন্য সকলকে অনুরোধ করা যাইতেছে। কবি কৈলাসেশ্বরের জীবনী লেখার জন্য ভুবনমোহন বসু পরিষদের ধন্যবাদার্হ।

তৎপরে মোহিনী বাবু বলেন যে, দ্বিত্ব প্রভৃতি সূচক শব্দগুলি অলঙ্কার শাস্ত্রের অন্তর্গত বলিয়া মনে হয়। ইহাদের সহিত ইংরাজিতে যাহাকে Phonetic law বলে তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। সংস্কৃত ব্যাকরণ দ্বারা বাঙ্গালা ভাষাকে আবদ্ধ করিতে গেলে, বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিবে। তিনি আরও বলেন যে, তাঁহার প্রবন্ধে তিনি যে সমস্ত নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা আরও সাধারণ নিয়ম ভবিষ্যতে স্থির হইতে পারে। তাঁহার পাঁচ মাস পরিশ্রমের ফল এই প্রবন্ধ।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, এই সভাস্থলে হরগৌরী মূর্ত্তি, ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি ও

মিনা করা ইষ্টক প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিষ প্রদর্শিত হইল, সেই সমস্তই কৌতূহলজনক ও চিত্তাকর্ষক এবং এই সমস্ত বস্তু-সংগ্রহকারিগণ আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। মোহিনী বাবুর প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। এই বিষয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রবাবুর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কিছু আলোচনা করিয়াছেন। শব্দ-দ্বিত্ব বাঙ্গালা ভাষায় অত্যন্ত মূল্যবান্। এইরূপ দুই চারিটী শব্দ-দ্বিত্বর প্রয়োগ সংস্কৃত ভাষাতেও আছে, এই দ্বিত্ব বোধ হয় অলঙ্কার শাস্ত্রের অন্তর্গত। ইহা কথিত ভাষাতে এবং নাটক উপন্যাসাদিতে ব্যবহৃত হইতে পারে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে প্যারীলাল হালদার এম্ এ, বি এল্ ও হরিনারায়ণ মিশ্র মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রস্তাব উপস্থিত করিলে, ইহা গৃহীত হয়। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীবারিদবরণ মুখোপাধ্যায়
সভাপতি।

## অষ্টম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির।

সময়—২৯শে মাঘ (১৩১৭), ১২ই ফেব্রুয়ারী (১৯১১), রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০ টা।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ। ৪। বল্লালসেনের তাম্রশাসন আবিষ্কারসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় বি এ মহাশয়ের পত্র। ৫। প্রদর্শন (ক) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় প্রদত্ত একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং (খ) ছাত্র-সভ্য শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন কর্ত্তৃক গৌড় হইতে সংগৃহীত গজদন্ত। ৬। প্রবন্ধ—(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয়ের "বাঙ্গালার সঙ্গীত-সাহিত্যের উপক্রমণিকা" এবং (খ) শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের "গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী গীতে বৌদ্ধভাব"। ৭। শোক প্রকাশ—অধ্যাপক মেঘনাদ ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৮। বিবিধ।

উপস্থিতি—ডাক্তার শ্রীযুক্ত বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় (সভাপতি)

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ | শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত |
| " পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ | " চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্ |
| " অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ | " মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ |
| " বিহারীলাল রায় কবিরত্ন বি এ | " ললিতকুমার চক্রবর্ত্তী বি এ |
| " চিরসুহৃৎ লাহিড়ী | " মাখনলাল মিত্র |
| " গৌরহরি সেন | " সুবোধচন্দ্র রায় |
| " চিত্তসুখ সান্যাল | " নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত |
| " তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ | " জিতেন্দ্রনাথ সেন |
| " বাণীনাথ নন্দী | " ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় |
| " যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র | " হেমচন্দ্র ঘোষ |
| " মনোরথ রায় | " হেমন্তকুমার মজুমদার কাব্যনিধি বি এ |
| " অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ | " ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ |
| " উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | " সুরেশচন্দ্র সরকার |
| " ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ | " ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত |
| " সুবোধচন্দ্র রায় বি এ | " পূর্ণচন্দ্র ঘোষ |
| " অমৃতগোপাল বসু | " রামকমল সিংহ |
| " বিনোদবিহারী গুপ্ত | " জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ |

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
" হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
} সহঃ সম্পাদক।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে ডাক্তার শ্রীযুক্ত বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অতঃপর ৭ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

| *প্রস্তাবক* | *সমর্থক* | *নূতন সভ্য* |
|---|---|---|
| শ্রীনিখিলনাথ রায় | শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | শ্রীক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ উকীল, বর্দ্ধমান। |
| শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত | " | শ্রীঅম্বিকাচরণ দে বি এ সব্‌ইনেস্পেক্টর, হবিগঞ্জ, ফুলতলা পোঃ, শ্রীহট্ট। |
| " | " | H. M. Mitra Esq Sakchi P. O., Kalamati. |
| " | " | শ্রীভূধরচন্দ্র বসু শিক্ষক, গভঃ হাই স্কুল, মালখানগর, ঢাকা। |
| " | শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | শ্রীনিরুপমচন্দ্র সেন ৫৮ মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট। |
| শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | শ্রীপ্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় Retired Income-tax Assessor, ছয়ঘরিয়া, বনগ্রাম, যশোহর। |
| " | শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত | শ্রীনীলমণি চক্রবর্ত্তী এম্ এ প্রেসিডেন্সী কলেজ। |
| " | শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র | শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় |
| শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় | শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত | শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এ প্রধান শিক্ষক, বেলিয়াতোড় হাই স্কুল, বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া। |
| শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র | শ্রীরামকমল সিংহ | মোহান্ত ভগবান দাস জাফরাগঞ্জ আখড়া, নশীপুর, মুর্শিদাবাদ। |
| শ্রীপশুপতিনাথ শর্ম্মা | শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী | শ্রীগিরিশচন্দ্র নাগ এম্ এ ডেঃ মাঃ, বরিশাল। |
| শ্রীনবীনচন্দ্র বড়দলই | " | শ্রীতরুণ রাম ফুকান ব্যারিষ্টার, গৌহাটী। |
| " | " | মাননীয় শ্রীমাণিক চন্দ্র বড়ুয়া মেম্বর ই, বি, এণ্ড আসাম কাউন্সিল, গৌহাটী। |
| " | " | মাননীয় শ্রীভুবনরাম দাস রায় বাহাদুর মেম্বর, ই, বি, এণ্ড আসাম কাউন্সিল, গৌহাটী। |

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীশ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র | শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী | রায় বাহাদুর শ্রীমণিলাল সিংহ রায় জমিদার, চকদীঘি, বর্দ্ধমান। |
| " | " | শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ ৭২ রসা রোড, কলিকাতা। |
| " | " | শ্রীসুবোধ চন্দ্র দত্ত ২।৫ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা। |
| শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী | শ্রীযতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস | শ্রীসূর্য্যকুমার গুহ এম্ এ, বি এল্ উকীল, ময়মনসিংহ। |
| " | " | শ্রীললিতচন্দ্র গুহ এম্ এ Personal Asstt to the Commisioner, Jalpaiguri. |
| " | " | শ্রীমনোরঞ্জন মৈত্র এম্ এ Extra Asst. Commisioner, Barpeta. (Kamrup.) |
| " | " | শ্রীআশুতোষ দত্ত বি এ ডেঃ মাঃ, জলপাইগুড়ি। |
| " | " | শ্রীহরিপ্রসাদ দাস বি এ সব ডেপুটী, বরপেটা, কামরূপ। |
| শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী | শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন | শ্রীনিশিকান্ত সেন বি এল্ চেয়ারম্যান, মিউনিসিপালিটি, ময়মনসিংহ। |
| " | " | শ্রীদাশরথী বন্দ্যোপাধ্যায় Treasurer, Govt. House, Calcutta. |
| " | " | শ্রীনলিনীকান্ত সেন বি ই ইঞ্জিনীয়ার, আকায়াব, বর্ম্মা। |
| " | " | শ্রীযশোদানন্দ সেন এম্ এ Asst. Secy, Calcutta Corporation. ১৬২।২ অপার চিৎপুর রোড। |
| " | " | শ্রীঅচ্যুতকুমার নন্দী বি এ, বি ই Superviser, P. W. D, Ranchi. |
| " | " | শ্রীবসন্তকুমার নাগ কণ্ট্রাক্টর, ৪৫ সুকীয়া ষ্ট্রীট। |
| " | " | শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৯ সেণ্টজেম্‌স্ স্কোয়ার, কলিকাতা। |

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত | শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত | শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি এ<br>৯০ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। |
| শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত | শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | শ্রীজলধর সেন,<br>সুলভ-সমাচার কার্য্যালয়, কলিকাতা। |
| শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় | ” | শ্রীঅখিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এ<br>৫ নবাবদী ওস্তাগরের লেন। |
| ” | ” | শ্রীযামিনীনাথ রায় চৌধুরী<br>জমিদার, আলোয়া, কাগমারী<br>( ৩।২ শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট )। |
| ” | ” | শ্রীশরচ্চন্দ্র সাংখ্যকাব্যব্যাকরণতীর্থ<br>১০ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। |
| ” | ” | শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী<br>৭।২ হোগলকুড়িয়া গলি। |
| শ্রীবিহারীলাল রায় | ” | শ্রীহেমন্তকুমার কাব্যনিধি বি এ<br>প্রধান শিক্ষক, শিমুর হাই স্কুল, হুগলী। |
| | | ছাত্র-সভ্য |
| শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র | শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত | শ্রীরমেশচন্দ্র বসু<br>সিটি কলেজ, প্রথম বার্ষিক শ্রেণী।<br>২৭ নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্যের লেন, কালীঘাট। |

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করা হইল ;—

| উপহারদাতা | উপহৃত পুস্তকাদি |
|---|---|
| শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী | ২৪৯। বঙ্গরত্ন, ২য় ভাগ। |

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—২৫০। রচনা-পদ্ধতি, ২৫১। চারু প্রবন্ধ, ২৫২। চিতোরের যুদ্ধ, ২৫৩। The Teaching of History in Indian Schools. ২৫৪। সন্দর্ভ-মুক্তাবলী, ২৫৫। Sanskrit Learning in Bengal, ২৫৬। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন অভ্যর্থনা-গীতিকা, ২৫৭। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন অভিভাষণ, ২৫৮। গৌড়-পাণ্ডুয়া প্রদর্শিকা, ২৫৯। খণ্ডন নিরসনং, ২৬০। The Original Abode of the Indo-European or Aryya Races.

পুথি

শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ( সম্পূর্ণ )

তৎপরে কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত নৈহাটী নামক স্থানে প্রাপ্ত বল্লালসেনের তাম্রশাসন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় মহাশয়ের পত্র শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় কর্তৃক পঠিত হইল। ইতিপূর্ব্বে বল্লালসেনের আর কোনও তাম্রশাসন পাওয়া যায় নাই। এই তাম্রশাসনে দেখা যায় যে, বল্লালসেনের মাতার নাম বিলাসদেবী ছিল। তিনি সূর্য্যগ্রহণ সময়ে ব্রাহ্মণকে দানের দক্ষিণাস্বরূপ বাল্লহিট্টা নামক গ্রাম অর্পণ করেন। যিনি এই গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি ভরদ্বাজ গোত্রীয়। এই তাম্রশাসনের সবিস্তৃত বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। ব্যোমকেশ বাবু পরিষদে এই তাম্রশাসন আবিষ্কার সংবাদ প্রদান করার জন্য, শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় মহাশয়কে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাইবার প্রস্তাব করেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীযুক্ত মদেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় প্রদত্ত একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক গৌড় হইতে সংগৃহীত একটী গজদন্ত প্রদর্শন করেন।

অতঃপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় "বাঙ্গালার সঙ্গীত-সাহিত্যের উপক্রমণিকা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। গত ৫।৬ শত বৎসর যে সমস্ত সঙ্গীতাভিনয় বঙ্গবাসীকে আনন্দ প্রদান করিয়াছে, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাভাষ বিবৃত করেন। তাঁহার মতে সঙ্গীত-সাহিত্য বহু প্রাচীন এবং বর্ত্তমান যাত্রাভিনয়ের ন্যায় যাত্রার গান পাটলীপুত্র নগরে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় প্রচলিত ছিল। মেগাস্থিনিসের লিখিত বিবরণে আমরা ইহা জানিতে পারি। প্রবন্ধ-লেখক বলেন যে, শিবযাত্রা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং রামযাত্রা তৎপরবর্ত্তীকালে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল ও কৃষ্ণযাত্রা রামযাত্রার বহুকাল পরে প্রচলিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার সঙ্গীত-সাহিত্যের প্রাথমিক যুগে শিবসঙ্গীত ও শক্তিসঙ্গীত সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ-প্রভাবের বহুপূর্ব্বে প্রাচীন গৌড় গীতাভিনয়ের জন্য ভারতে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। শাক্ত-সম্প্রদায় সঙ্গীতমালার অনুকরণে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত প্রাচীন বাঙ্গালী বুদ্ধদেবের উপাখ্যান গীতাভিনয়ে পরিণত করিয়াছিল। বঙ্গীয় সঙ্গীত-সাহিত্যে মনসার ভাসান এবং মঙ্গলচণ্ডীর গানের প্রভাব সহস্র বৎসরের পূর্ব্বেও পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাবের যুগে কৃষ্ণলীলার সঙ্গীত-তরঙ্গ বঙ্গদেশকে একেবারে প্লাবিত করিয়াছিল। পঞ্চানন বাবু বলেন যে, তিনি তাঁহার সঙ্গীত-সমুদ্র নামক একলক্ষ সঙ্গীতপূর্ণ বৃহৎ সংগ্রহ গ্রন্থের ভূমিকায় সমস্ত সম্প্রদায়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিবেন। বাঙ্গালার সঙ্গীত-সাহিত্যের ইতিহাস তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের যুগ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত চারিটি শ্রেণীতে এবং দ্বাদশটী সম্প্রদায়ে বিভাগ করিয়াছেন। আদি যুগের পাঁচালী হইতে বর্ত্তমান যাত্রাভিনয় পর্য্যন্ত সমস্ত সঙ্গীত-সম্প্রদায়ের ক্রম-বিকাশের স্থূল পরিচয় প্রদান করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় আমোদপ্রমোদ উপলক্ষে কি কি গীতাভিনয় হইত, তাহার একটি বিস্তৃত তালিকা তিনি প্রদান করেন।

সঙ্গীত-সাহিত্যে বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসেরও ভগ্নাংশ আছে, প্রবন্ধ-লেখক প্রসঙ্গত তাহারও উল্লেখ করেন ও তৎপরে তিনি ঝুমুর, কবি, পাঁচালী, যাত্রা, জারি, গাজীর গীত, কীর্ত্তন, ঢপ, বাউল, তর্জ্জা প্রভৃতি বহু সংখ্যক সম্প্রদায়ের আভাস প্রদান করিয়া বলেন যে, ভবিষ্যতে এই সমস্ত সম্প্রদায়ের ইতিহাস সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করার ইচ্ছা তাঁহার আছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের প্রেরিত "গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী-গীতে বৌদ্ধভাব" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখকগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, পঞ্চানন বাবুর প্রবন্ধে কথক সম্প্রদায়ের উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। বঙ্গ-সাহিত্য এই সম্প্রদায়ের নিকট বিশেষ ঋণী। তিনি আরও বলেন যে, হরিদাস বাবুর মতে মাণিক দত্ত মালদহের লোক; কিন্তু বীরভূম জেলাতেও ফুল্লরা দেবীর পূজা হইয়া থাকে ও এই জেলাতে কেন্দুবিল্ব গ্রাম আছে। সুতরাং মাণিক দত্ত মালদহের লোক না হইয়া বীরভূমের লোকও হইতে পরেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় অধ্যাপক মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয়ের পরলোকগমনের জন্য শোকপ্রকাশের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলে পর, সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হয়।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

# নবম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।

সময়—২৮শে ফাল্গুন (১৩১৮), ১২ই মার্চ্চ (১৯১১), রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০ ঘটিকা।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সভ্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন, ৪। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের স্থানে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে নূতন সভ্য নিয়োগ, ৫। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে বিশেষ সভ্যরূপে গ্রহণ প্রস্তাব, ৬। প্রদর্শন,—(ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় প্রদত্ত সীতারাম রায়ের মন্দিরের ইষ্টক ও ফটো, (খ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত কতকগুলি ইষ্টক, (গ) শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় প্রদত্ত সপ্তগ্রামের ইষ্টক, (ঘ) শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় প্রদত্ত গৌড়-পাণ্ডুয়ার ইষ্টক, (ঙ) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত ৺বঙ্কিমচন্দ্র, ৺কবি হেমচন্দ্র প্রভৃতির স্বহস্ত-লিখিত কতকগুলি পত্র, ৭। প্রবন্ধ—(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "দ্রাবিড়-ভ্রমণ" ও (খ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "গৌড়-মাগধ ধাতুমূর্ত্তি" ৮। শোক-প্রকাশ—কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ পাল ও হরিপদ আচার্য্য মহাশয়গণের পরলোক-গমনে, ৯। বিবিধ।

উপস্থিতি—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি এ (সভাপতি)

মহারাজ কুমার „ বনওয়ারি আনন্দ দেব বাহাদুর

„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্

শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
„ জানকীনাথ গুপ্ত এম্ এ
„ কেদারনাথ কাব্যতীর্থ
„ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
„ তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
„ বাণীনাথ নন্দী
„ সুরেশচন্দ্র সরকার
„ যোগেশচন্দ্র সিংহ
„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ পুলিনবিহারী দত্ত

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্
„ উমেশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, বি এল্
„ গৌরচন্দ্র রায়
„ সুশীলচন্দ্র নিয়োগী
„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
„ মন্মথমোহন ঘোষ
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ সুরেন্দ্রনাথ রায়
„ সরলচন্দ্র ঘোষ
„ মন্মথনাথ রায়
„ জিতেন্দ্রনাথ দত্ত
„ করুণচন্দ্র মজুমদার

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ

} সহঃ সম্পাদক।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর অষ্টম অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত | শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | শ্রীযামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন, ২৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। |
| „ | শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মৈত্র বি এল্ সব্ ডেঃ কালেক্টর, চুয়াডাঙ্গা, নদীয়া। |
| শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | „ | শ্রীশিশিরকুমার মিত্র ৬৪ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। |
| শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত | „ | শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ এম্ এ অধ্যাপক, সিটি কলেজ ৫।২ হেরম্বচন্দ্র দাসের লেন। |
| শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত | „ | শ্রীশশিভূষণ দাশ গুপ্ত পোর্ট কমিঃ অফিস, চট্টগ্রাম। |
| „ | শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত | মিঃ আর কিমুরা এম্ এ Tetugakushi, Budhist Temple, Anath Bazar, Chittagong. |
| শ্রীতারকচন্দ্র রায় | শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | শ্রীবনওয়ারিলাল গোস্বামী মুন্সেফ, কাটোয়া, বর্দ্ধমান। |
| „ | „ | শ্রীভবতারণ চট্টোপাধ্যায় ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিসন্ ডেঃ কালেক্টর, কাটোয়া। |
| „ | „ | শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সব্ ডেঃ কালেক্টর, কাটোয়া। |
| „ | „ | শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ সব্ রেজিষ্টার, কাটোয়া। |
| শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ | শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত | শ্রীধীরেন্দ্রমোহন বল উথুরি, গফরগাঁ, ময়মনসিংহ। |
| „ | „ | শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য রেঙ্গা, মগলাবাজার, শ্রীহট্ট। |

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
| --- | --- | --- |
| শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ | শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত | শ্রীবিধুভূষণ বসু বি এ<br>সেটেলমেণ্ট কাননগো, গফরগাঁ, ময়মনসিংহ। |
| শ্রীব্যোমাকশ মুস্তফী | ” | শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষাল এম্ এ<br>ডেপুটী, মাঃ, কাঁথি, মেদিনীপুর। |
| ” | ” | শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ<br>কাঁথি, মেদিনীপুর। |
| ” | ” | শ্রীমধুসূদন জানা<br>সম্পাদক, “নীহার”, কাঁথি। |
| ” | ” | শ্রীবারাণসী বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্<br>উকীল, কাঁথী। |
| | | শ্রীবিশ্বনাথ মাইতি<br>উকীল, কাঁথি, মেদিনীপুর। |
| চৌধুরী কে, বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী | ” | এস ঘোষ<br>সম্পাদক, বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজ, কানপুর। |
| শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায় | ” | কে, সি, বসু<br>২ কালাচাঁদ সান্যালের লেন। |
| শ্রীহরিপ্রসাদ মিত্র | শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | শ্রীঅধরকৃষ্ণ বসু<br>৯১ মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। |
| শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী | ” | শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ রায়<br>ম্যানেজার, কাঞ্চন কাছারী, পত্নীতলা, দিনাজপুর। |
| ” | ” | শ্রীকুঞ্জবিহারী বর্ম্মণ<br>তাজহাট রাজবাড়ী, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর। |
| শ্রীরামকমল সিংহ | ” | শ্রীকালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়<br>গুপ্তিপাড়া, হুগলী। |
| শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী | শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত | শ্রীগৌরচন্দ্র রায়<br>ডিল্লি দেওয়ানগঞ্জ, কাটিহার। |
| শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত | শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী<br>২৫ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। |
| শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ | ” | শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত<br>৬ বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রীট। |
| শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার | ” | শ্রীমোহনবিহারী আঢ্য<br>১০ বাঞ্ছারাম অক্রুরের লেন। |

| প্রস্তাবক | সমর্থক | নূতন সভ্য |
|---|---|---|
| শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার | শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | শ্রীদুর্গাপ্রিয় চৌধুরী<br>১৮।৩ করপোরেশন ষ্ট্রীট। |
| শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী | শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ | শ্রীভুবনমোহন বিশ্বাস বি এল্<br>৩৭ বীডন ষ্ট্রীট। |
| শ্রীমথুরানাথ সিংহ | শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত | শ্রীরামলাল সিংহ বি এল্<br>মোরাদপুর, বাকীপুর। |
| " | " | শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বি এল্<br>মোরাদপুর, বাঁকীপুর। |
| শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় | শ্রীযোগেন্দ্রলাল নন্দী | শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্<br>গবর্ণমেণ্ট উকিল, জলপাইগুড়ী। |
| " | " | শ্রীসুধীরকুমার সেন গুপ্ত বি এ<br>সব ডেঃ কালেক্টর, ক্যাম্প ভারকাট্টা। |
| " | " | শ্রীহরেন্দ্রকুমার ঘোষ বি এ<br>ডেপুটী মাঃ, কুমিল্লা। |
| " | " | শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়<br>সুপারভাইজর, পি, ডব্লু, ডি, দার্জ্জিলিং। |
| " | " | শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস বি এল্<br>Supdt, Bijni Estate,<br>অভয়াপুরী, গোয়ালপাড়া, আসাম। |
| " | " | ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এল্ এম্ এস্<br>৩০ সার্পেণ্টাইন লেন। |
| " | " | শ্রীশ্যামাঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম্ এ<br>ডেপুটী মাঃ, দিনাজপুর। |
| " | " | শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় বি, এ<br>১০২।১ সার্পেন্টাইন্ লেন। |
| " | " | শ্রীকালীপদ মজুমদার<br>Foreign Dept, Govt of India, Calcutta. |
| " | " | শ্রীঅতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়<br>Executive Engineer's Office, Darjeeling. |
| " | " | শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক<br>Bengal Mess, Shwebo ( Burma ) |

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকোপহার দাতৃগণেকে নিম্নলিখিত উপহৃত পুস্তকাদির জন্য যথারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল :—

| উপহারদাতা | উপহৃত পুস্তকাদি |
|---|---|
| শ্রীরজনীকান্ত দেব বি এ | ২৬০। শাহা জলাল বা শ্রীহট্টে মুসলমান |
| শ্রীঅন্নদাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী | ২৬১। সামাজিক সমস্যা (১ম খণ্ড) |
| শ্রীমহিমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় | ২৬২। তারা |
| শ্রীগিরীন্দ্রকুমার দত্ত | ২৬৩। চিত্র-বিজ্ঞান |
| শ্রীজগচ্চন্দ্র সেন এম্ এ, বি এল্ | ২৬৪। হিন্দী শিক্ষা |

শ্রীমোহিনীকান্ত গুপ্ত—২৬৫। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস (১ম ভাগ) ২৬৬। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস (২য় ভাগ) ২৬৭। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস (৩য় ভাগ) ২৬৮। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস (৪র্থ ভাগ) ২৬৯। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস (৫ম ভাগ) ২৭০। আর্য্যকীর্ত্তি ২৭১। ভারতকাহিনী ২৭২। ভারতপ্রসঙ্গ ২৭৩। ভারতের ইতিহাস। ২৭৪। প্রতিভা ২৭৫। ভীষ্ম-চরিত ২৭৬। বীরমহিমা ২৭৭। জয়দেব চরিত ২৭৮। নবভারত ২৭৯। আমাদের জাতীয় ভাব ২৮০। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর ২৮১। বাঙ্গালার ইতিহাস ২৮২। পানিনি-বিচার ২৮৩। ঐতিহাসিক পাঠ।

| | |
|---|---|
| শ্রীমহেন্দ্রমোহন ঠাকুর | ২৮৪। শিবরাত্রি ব্রতকথা |
| শ্রীনলিনীকান্ত দাস | ২৮৫। অশ্রুকণা |
| শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায় | ২৮৬। ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির |
| শ্রীমৌলবী সেক আবদুল জব্বর | ২৮৭। জেরুসালম বা বয়তুলমোকদ্দমের ইতিহাস (১ম খণ্ড) |
| শ্রীআনন্দচন্দ্র সেন | ২৮৮। আসাম, গোয়ালপাড়া ও আসামীভাষা। |
| শ্রীগৌরহরি সেন | ২৮৯। Report of the Chaitanya Library for 1908, 1909, 1910. |

পুথি

| | |
|---|---|
| শ্রীঅক্ষয়কুমার তত্ত্বনিধি | ১। সংস্কৃতকোন গ্রন্থ (অসম্পূর্ণ) |

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বি এ মহাশয় এক্ষণে আসাম গৌহাটিতে আছেন, তাঁহার পক্ষে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে যোগদান করা অসম্ভব, কাজেই তিনি উহার সদস্য পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ২০ (খ) সংখ্যক নিয়মানুসারে তাঁহার স্থানে কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ মহাশয়কে সদস্য মনোনীত করিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে সদস্য পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিতেছি।

সভাপতি মহাশয়ের এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় জানাইলেন যে, মালদহের প্রবীণ সাহিত্য-সেবী গৌড়ের ইতিহাস-প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় পরিষদের একজন সুপ্রাচীন সদস্য এবং হিতৈষী। নানা প্রবন্ধাদি লিখিয়া ইনি পরিষদের উপকার করিয়া আসিতেছেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও ইনি যে প্রকার উৎসাহ, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে ঐতিহাসিক গবেষণায় লিপ্ত আছেন, তাহা প্রশংসনীয়। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ইঁহাকে পরিষদের বিশেষ সভ্যশ্রেণীতে গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, অতএব আমি ইঁহাকে বিশেষ সভ্যরূপে গণ্য করিবার প্রস্তাব করিতেছি। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে হাজারীবাগ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়ের প্রেরিত চারিখানি ফটোগ্রাফ ও ছয়খানি চিত্রযুক্ত ইষ্টক প্রদর্শন করাইয়া শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলেন, যোগেন্দ্র বাবু রাজা সীতারাম রায়ের কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে গিয়া এই চারিখানি ফটোগ্রাফ ও এই ইষ্টক কয়েকখানি সংগ্রহ করিয়া আনেন। ফটো চারিখানির মধ্যে একখানি রাজা সীতারাম রায়ের প্রতিষ্ঠিত 'রাম সাগর' নামক দীঘির অপর কয়খানি বৃক্ষযুক্ত, ফটোখানি অট্টালিকার ভগ্নাবশেষের, আর একখানি লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরাবশেষের এবং অপর একখানি 'জোড় বাংলা' নামক মন্দিরের। ইষ্টক কয়েকখানির মধ্যে একখানিতে কল্কী অ মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। ইহাদের বিশেষ বিবরণ মানসী পত্রিকার (১৩১৭ ফাল্গুন) ৩ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। সমাদ্দার মহাশয়ের এই উপহারগুলি পরিষদের চিত্র মহারাজ প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরীমন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপকরণের পার্শ্বে রক্ষিত হই আমি প্রস্তাব করি, এই দানের জন্য পরিষৎ হইতে সমাদ্দার মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানান হউ

তৎপরে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় সপ্তগ্রামের পীর জামালুদ্দীনের ক হইতে যে ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, এক সময়ে সপ্তগ্রাম বাঙ্গালা দেশের রাজধানী ছিল, বাঙ্গালার বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল, আজ সেখানে এই পী জামালুদ্দীনের কবর ভিন্ন আর কোন অট্টালিকার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। এই সমাধি-মন্দির পী সাহেবের পুত্র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। লোকে ইহাকে মীর্জ্জা সাহেবের দরগা বলে।

সভাপতি মহাশয় ইঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

তৎপরে যজ্ঞেশ্বর বাবু উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় তাঁহার রচিত "দ্রাবিড়ভ্রমণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। যজ্ঞেশ্বর বাবু কাসিমবাজারের বিদ্যোৎসাহী, সাহিত্যের প্রতিপালক মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সাহায্যে যে ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস রচনা করিতেছেন, তৎসম্পর্কে তাঁহাকে দুই তিন বার দ্রাবিড়ভ্রমণ করিয়া আসিতে হইয়াছে। সেই ভ্রমণে তিনি দ্রাবিড়স্থ হিন্দুসমাজের যে আচারব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহারই স্থূল স্থূল কথা এই প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছেন। সভাস্থ সকলে এই দীর্ঘ প্রবন্ধের সারাংশ শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত ... বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের প্রবন্ধ স্থগিত রহিল। শ্রীযুক্ত ... মহাশয় আধুনিক প্রবন্ধ-রচনার রীতির উপর সাধারণ ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিলে পর, ... মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে প্রশংসা করিয়া ধন্যবাদ জানাইলেন।

... শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বঙ্গবাসীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া বলিলেন, কৃষ্ণ বাবুর ন্যায় সুলেখকের অভাবে ... সাহিত্যের ক্ষতি হইয়াছে নিশ্চয়, তদ্ভিন্ন তিনি শেষ দশায় কাশীবাসী হইয়া আমাদের সামাজিক আচারব্যবহারগুলির যেরূপ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা লিখিতেছিলেন, তাহা লিখিবার লোকের দিন দিন অভাব হইতেছে। ৺ভূদেব বাবুর পর একার্য্যে ইনিই হাত দিয়াছিলেন, কিন্তু বেশী কিছু লিখিবার পূর্ব্বে কাল তাঁহাকে গ্রাস করিল। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

৺... নাথ পাল ইংরাজী বাঙ্গালা—উভয় ভাষাতেই বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজীতে আমাদের শাস্ত্রমর্ম উদ্ঘাটন করিবার তাঁহার একটা বিশেষ প্রবৃত্তি, অধ্যবসায় ও ... ছিল। ... তিনি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালায় তিনি ... বেশী লিখিয়াছেন, তাহার অনেক গুলির কথাবস্তুও আবার ইংরাজী উপন্যাসাদি ... ভাষার উপর তাঁহার এতটা অধিকার ছিল যে, তিনি স্বচ্ছন্দে বিদেশীয় ... ভাষায় বেমালুম গ্রহণ করিতে পারিতেন। তিনি কয়েক বৎসর ... বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন। তাহাতেও তাঁহার ... বিশেষ ... পাওয়া গিয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার একটি মহৎ গুণের পরিচয় যে, তিনি ... লিখিয়া অপরের নামে প্রকাশ করিয়াছেন। এই সাহিত্যিক ... দিনে বড় কম কথা নহে।

... পরিষদের একজন হিতৈষী সদস্য ছিলেন। আমাদের পরিষদের নিয়মানুসারে আমি এই সকল ব্যক্তির পরিবারগণকে সমবেদনা জানাইবার প্রস্তাব করিতেছি।

... চন্দ্র সিংহ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে, প্রস্তাব গৃহীত হইল।

... মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সভাভঙ্গ করা হইল।

শ্রী... শ মুস্তফী
... সম্পাদক।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সভাপতি।